ফোর সুপার সাসপেন্স

শ্রীসুভাষ নাথকে

দি কেস অফ ডেয়ারিং ডাইভোর্সি

□ এক □

লাঞ্চের কনফারেন্স শেষ করে অফিসে ফিরতেই পেরি ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটকে বেশ বিহ্বল দেখলেন !

'আপনি রেস্তোঁরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে ফোনে ধরার অনেক চেস্টা করেছি', ডেলা বলল। 'আড়াইটের সময় যার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল আপনার সে ফোন করে ব্যাপারটা বাতিল করে জানিয়েছে পেরি ম্যাসন মামলায় রয়েছেন জেনে ওরা ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিয়েছে। ওরা বিলও পাঠাতে বলেছে।'

'কত টাকার ব্যাপার ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন। 'পাঁচ হাজার ডলার হবে ?'

'ছ'হাজার সাড়ে সাতশ ডলারে রফা হয়েছিল।'

'তাহলে পাঁচশ ডলারের একটা বিমা পাঠিয়ে দিও', ম্যাসন বললেন। 'আর নতুন কিছু আছে নাকি ?'

'অফিসে একটা রহস্য দেখা দিয়েছে।'

'ব্যাপারটা কি ?'

'একজন মহিলা ভাবতে চাইছেন তার জীবনের আশংকা আছে। তাই তিনি চাইছেন আপনি তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন আর পরামর্শ দিয়ে সাহায্যও করুন। তিনি আরও চান এই সঙ্গে ভাল কোন গোয়েন্দার সাহায্য আর তাকে আপনিই ঠিক করে দেবেন।'

'মহিলা কে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'কোথায় আছেন তিনি?'

'তার নাম অ্যাডেল হেষ্টিংস', ডেলা জানাল। 'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আমাদের জানা নেই।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ম্যাসন।

'আমি সওয়া বারোটায় লাঞ্চে যাই', ডেলা উত্তর দিল। 'আমি আর গার্টি প্রায় নাকে মুখে গুঁজে আসি জানেন নিশ্চয়ই। কিছু একটা চিবিয়ে পৌনে একটা নাগাদ আমি ফিরলেই গার্টি বেরোয় আর আমি দেড়টা পর্যন্ত সুইচবোর্ড দেখি।'

'বুঝলাম, তারপর?' ম্যাসন বললেন।

'বলছি। গার্টিকে তো চেনেন। গার্টি আবার জাত রোমান্টিক। কোন মক্কেলের দিকে যদি ওর নজর পড়ে তাকে নিয়ে গালগপ্প তৈরী করতে ওর দেরী হয় না। দুপুরে তেমন ফোন যেমন আসে না, লোকজনেরও ভীড় থাকে না, গার্টি তখন প্রেমের গল্প পড়ে, চকোলেট ক্রীম খেয়ে সময় কাটায়।'

হাসলেন ম্যাসন। 'আর আমাকে ও শরীরের ওজন কমাতে বলে।'

'কথাটা সেই রকমই', ডেলা হেসে বলল। 'ও ধরেই নিয়েছে খাওয়ার আগে সামান্য মিষ্টি খেলে খিদে মরে যায় তাহলে বেশি খেতে হবে না। ওর মত হচ্ছে আমাদের খাওয়ার অভ্যাস একেবারে সেকেলে, আমরা আগে পেট পুরে খেয়ে তারপর মিষ্টি খাই। আমাদের উচিত আগে মিষ্টি খেয়ে তারপর—'

'কথাটা জানি। গার্টিকে এরকম তত্ত্ব শোনাতে শুনেছি। এবার সেই রহস্যের বিষয়ে আসা যাক। তুমি আমার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছ।'

'বেশ বলছি। গার্টি প্রেমের গল্পে মজে ছিল। খুব জমাটি এক জায়গায় ও পৌঁছেও গিয়েছিল। আমার কেমন মনে হয় ও এক চোখ গল্পের পাতায় রেখে অন্য চোখ রাখে মক্কেলদের দিকে। ও যা বলেছে আমি অফিস থেকে বেরোনোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওই মহিলা ঢুকেছিলেন, তাকে বেশ উত্তেজিত লাগছিল। তিনি বলেন আপনার সঙ্গে তার তখনই দেখা করা দরকার।

গার্টি তাকে বলে আপনি লাঞ্চে গেছেন, তাছাড়া আগে থেকে বলা না থাকলে আপনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না, আর আড়াইটের আগে ফিরবেন আর তখনই আপনার একজনের সঙ্গে দেখা করারও কথা আছে।'

'মহিলা প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সে উত্তরে বলে, 'ভাববার কিছু নেই, আমি অপেক্ষা করব। উনি ঠিক দেখা করবেন। ওঁকে দিয়ে আমার আত্মরক্ষার

ব্যবস্থা না করে আমি এখান থেকে যেতে চাই না। আমি চাই মিঃ ম্যাসন আমার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে একজন ভাল বেসরকারী গোয়েন্দার ব্যবস্থাও করে দিন।'

'তারপর কি ঘটল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তারপর গার্টি তার নাম আর ঠিকানা জানতে চায় আর মহিলা জানায় তার নাম মিসেস হেস্টিংস আর তার বর্তমান ঠিকানা তেমন দরকারী বিষয় নয়। এরপর গার্টি তার নাম লিখে নিয়ে আবার ওর পত্রিকায় ডুবে যায়। মহিলাটি জানালার পাশে ওই বড় চেয়ারে বসেছিলেন।

'কয়েক মিনিট কেটে গেলে মহিলা হঠাৎ উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করেন। তারপর তিনি বলেন, 'আমি দু'এক মিনিট পরে ফিরে আসছি', কথাটা বলেই তিনি দরজা খুলে বারান্দায় চলে যান।'

'তারপর?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'এই সব', ডেলা স্ট্রিট বলল। 'উনি আর ফিরে আসেন নি।'

'ওহ, বুঝেছি', ম্যাসন উত্তর দিলেন। 'আশা করছি এখনই এসে পড়বেন। মহিলা দেখতে কি রকম?'

'গার্টি ভাসা ভাসা বর্ণনা দিয়েছে। ও বলেছে ভদ্রমহিলার বেশ আভিজাত্য ছিল, চমৎকার চেহারা, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, সরু আঙুল। ওর ধারণা মহিলার বয়স বত্রিশ কি তেত্রিশের মতই হবে, তবে তার চোখে কালো চশমা থাকায় গার্টি মহিলার হাবভাব যাচাই করতে পারেনি। গার্টি আরও বলেছে মহিলার কালো চশমা থাকার কারণ হলো তিনি কাঁদছিলেন। গলার স্বরে একটু কান্নাভেজা ভাব ছিল।'

'ব্যাপারটা গার্টির উপরেই ছেড়ে দাও', ম্যাসন বললেন। 'আভিজাত্যের ছোঁয়া, ছিপছিপে চেহারা, সরু আঙুল, মিষ্টি মূর্ছ্না ভরা কণ্ঠস্বর—। তোমার কি মনে হয় ডেলা, গার্টি ওর প্রেমের গল্পের নায়িকাকে আমাদের মক্কেলের সঙ্গে এক করে ফেলেছে?'

'তা বলা যায় না', ডেলা বলল। 'এমনিতে গার্টির নজর বেশ তীক্ষ্ন তবে ও যখন ওই সব প্রেমের গল্পে মশগুল থাকে তখন ও বোধহয় মেঘের উপর ভাসে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন ঘড়ির দিকে তাকালেন, 'জজ সাহেবের সামনে দাখিল করার জন্য জুরীদের নির্দেশগুলো আমাকে একটু দেখে নিতে হবে, ওটা হয়তো সামনের সপ্তাহে উঠবে।'

'আরও কতকগুলো জরুরী চিঠিও রয়েছে যা আজই যাওয়া দরকার', ডেলা জানাল।

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন।' চিঠিগুলো আনো। তবে আমার ভয় কোথায় জানো? তুমি চিঠির পাহাড় এনে হাজির করে দু'খানা জরুরী চিঠি দেখার পরেই বলবে বাকিগুলোও আমার দেখা উচিত।'

কথাটায় হেসে ফেলল ডেলা তারপর অফিসে ঢুকে একটু পরেই একটা মেয়েদের কালো হাতব্যাগ নিয়ে ফিরে এল।

'ওটা কি ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আশ্চর্য কিছু বলেই মনে হচ্ছে', ডেলা বলল।

'বলে যাও', ম্যাসন বললেন।

'স্টেনোগ্রাফির অফিসে ফাইলের তাক দেখে রিসেপশনের ঘর হয়ে আসার সময় দরজার পাশের চেয়ারে এটা পড়ে থাকতে দেখি। গার্টির কাছে জানতে চাই ব্যাগটা ওর কিনা, ও বলল, না ওর নয়, আর আগে ও ওটা দেখেও নি। আমি ওকে আরও জিজ্ঞাসা করি এরকম ব্যাগ হাতে কাউকে ও আসতে দেখেছিল কিনা। কিছুক্ষণ চিন্তার পর গার্টি বলে ব্যাগটা নিশ্চয়ই সেই দুপুরের রহস্যময় মহিলারই হবে। ওই চেয়ারেই তিনি বসেছিলেন।'

ম্যাসন হাত বাড়ালে ডেলা স্ট্রিট ব্যাগটা তার হাতে দিল।

'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার মনে হচ্ছে', ম্যাসন বললেন। 'মেয়েটি বলে সে কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে যাচ্ছে, তার ধারণা সে বিপদে পড়তে পারে অথচ সে আর ফিরে এলো না। নিজের ব্যাগও মনে হয় সে ফেলে গেছে। অবশ্য আমরা জানিনা ব্যাগটা তারই কিনা।'

'ব্যাগের ভিতরটা দেখা যাবে কি ?' ডেলা প্রশ্ন করল। 'বেশ ভারি, হয়তো সোনায় ভর্তি।'

ম্যাসন ব্যাগের বাইরের দিকটা ভাল করে দেখে চিন্তিত ভাবে বললেন, 'আমায় মনে হয় খুলে একবার দেখা যেতে পারে, হয়তো ওর নাম আর ঠিকানাও পাওয়া যেতে পারে, ডেলা।'

ম্যাসন ব্যাগটা খুলে ভিতরে হাত ঢোকাতে গিয়ে থমকে হাত টেনে নিলেন।

'কি হল ?' ডেলা স্ট্রিট অবাক হয়ে বলল।

একটু ইতস্তত করে ম্যাসন তার পকেট থেকে রুমাল বের করে আঙুলে জড়িয়ে ব্যাগের মধ্য থেকে সন্তর্পণে একটা ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার বের করে আনলেন।

'একি !' ডেলা সবিস্ময়ে বলে উঠল।

ম্যাসন অতি সন্তর্পণে রিভলবারের নলটা ঘুরিয়ে দেখলেন যাতে তার আঙুলের ছাপ না পড়ে, তারপর বললেন, 'চারটে গুলি রয়েছে, দুটো ফাঁকা কার্তুজের খোলও আছে। ৩৮ ক্যালিবারের স্মিথ ও ওয়েসন রিভলবার।'

রিভলবারের নল শুঁকে ম্যাসন এবার বললেন, 'মনে হয় সম্প্রতি এটা থেকে গুলিও ছোঁড়া হয়েছিল।'

অতি সাবধানে রিভলবারটা ডেস্কের ব্লটারের উপর রাখলেন এবার ম্যাসন। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় ডেলা, এবার ঘটনাটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

আগে ব্যাগটা পরীক্ষা করা দরকার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যাগের ভিতরটা দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'একটা কার্ডের কেস রয়েছে দেখছি, ডেলা।'

ব্যাগের মধ্য থেকে একটা বাক্স বের করতে একগাদা নানা আকারের কার্ড বেরিয়ে পড়ল এবার।

'নেভাদার গাড়ি চালানোর লাইসেন্স', ম্যাসন বললেন। 'অ্যাডেল স্টার্লিং হেস্টিংস। ৭২১ নর্থওয়েস্ট ফার্স্টন অ্যাভিনিউ, লাস ভেগাস, নেভাদা… হুঁ, একটা ক্রেডিট কার্ডও রয়েছে। মিসেস গারভিন এস হেস্টিংস, ৬৯২, ওয়েদারবি বুলেভার্ড, লস এঞ্জেলস। আর একটা গাড়ি চালানোর লাইসেন্সও আছে দেখা যাচ্ছে অ্যাডেল স্টার্লিং হেস্টিংসের। বালবোয়া উপকূলের ইয়াট ক্লাবের সদস্য কার্ডের সঙ্গে আরও কিছু ক্রেডিট কার্ডও রয়েছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা অটোমোবাইল ক্লাবের সদস্য কার্ডও রয়েছে মিসেস গারভিন এস হেস্টিংস নামে। একটা টাকা পয়সার পার্সও রয়েছে, প্রায় ঠাসা।'

ডেলা লিখতে লিখতে মুখ তুলল, 'হাতব্যাগের সব কিছু এভাবে দেখা কি ঠিক ?'

ম্যাসন বললেন, 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে বন্দুকটা সম্প্রতি কোন অপরাধজনক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, আর ব্যাগটা এইভাবে আমার অফিসে ফেলে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো অনিচ্ছা থাকলেও আমাকে এর সঙ্গে টেনে জড়ানো। কোন মহিলার পক্ষে তার ব্যাগ কোন ভদ্রলোকের অফিসে এভাবে ফেলে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক ওই মক্কেলের কিছু না হয়ে থাকলে, আমার মনে হচ্ছে এভাবে ব্যাগটা এখানে ফেলে যাওয়া আসলে খুবই পরিকল্পনামাফিক এক কৌশল। তাই যদি হয় তাহলে যে এটা ফেলে গেছে তার সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে চাই।'

ম্যাসন এবার পার্সটা নিয়ে খুলে বলে উঠলেন, 'হুঁ, কি মনে হয়, ডেলা ?'

ডেলা আবার মুখ তুলে তাকাল।

'একশ ডলারের আর পঞ্চাশ ডলারের বিল। না, আরও আছে, একখানা হাজার ডলার—পনেরো'শ ডলার—দু হাজার—তিন হাজার ডলারের মোটা রকম বিল—তার সঙ্গে বিশ—চল্লিশ—ষাট—একশ পনেরো ডলারের খুচরোর সঙ্গে…দু ডলার তেতাল্লিশ সেন্টও রয়েছে। হুঁ, ডেলা, আমাদের মক্কেলের দেখা যাচ্ছে উকিলের ফি দেওয়ার টাকার অভাব ছিল না।'

'অতীত কাল ব্যবহার করছেন কেন ?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'কারণ আমার জানা নেই তাকে আর দেখতে পাব কিনা আমরা। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে কোন মহিলা এত টাকা ভর্তি তার ব্যাগ রেখে গিয়ে সেকথা বেমালুম ভুলে গেলে তার স্মৃতিশক্তি খুবই কম। সে হয়তো একথাও ভুলে যেতে

পারে সে একটা বন্দুক ছুঁড়েছিল।

'হুঁ, আরও অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে—লিপস্টিক, অর্ধেক খালি একটা সিগারেটের প্যাকেট—একটা চাবির খাপ। ব্যাপারটা অদ্ভুত, ডেলা। খাপটা দেখে মনে হয় এর মধ্যে বেশ কিছু চাবিই একসময় ছিল, এখন রয়েছে মাত্র একটা। বাকি চাবিগুলো যেখানে ছিল সেখানে ছাপ ফুটে উঠেছে চামড়ার উপর…আরও একটা চাবির খাপ দেখছি তাতে আধ ডজন চাবি রয়েছে, আর— ।'

ঠিক তখনই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল।

ডেলা রিসিভার তুলল, 'কে বলছেন? এক মিনিট ধরুন।'

ডেলা শোনার পর রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ম্যাসনের দিকে তাকাল। 'একজন মিঃ হাশ্টলি এল ব্যানার, অ্যাটর্নি, হেস্টিংসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

ম্যাসনের চোখ ডেস্কের উপর রাখা পার্স আর বন্দুকের উপর ঘুরে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন, মিঃ ব্যানার। আমি ম্যাসন কথা বলছি।'

লোকটির কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'আমি গারভিন এস হেস্টিংসের অ্যাটর্নি, আমি যতদূর জানি আপনি তার স্ত্রীকে সম্পত্তি বাঁটোয়ারা সম্পর্কে সমর্থন করছেন।'

'জানতে পারি কি আপনার এ ধারণা কেন হলো?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আপনি করছেন না?' ব্যানার জানতে চাইলেন।

ম্যাসন হেসে বললেন, 'আইনের মারপ্যাঁচ অনুযায়ী আমার মনে হয় আপনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমার জানা দরকার কিসের ভিত্তিতে আপনি ধরে নিয়েছেন যে আমি মিসেস হেস্টিংসের প্রতিনিধিত্ব করছি?'

'মানে কথাটা হলো তিনিই বলেছিলেন আপনি তার পক্ষে থাকছেন।'

'কখন বলেছিলেন জানতে পারি?'

'দুপুরের ঠিক আগে।'

'আপনি তার সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

'উনি আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছিলেন।'

ম্যাসন সতর্কভঙ্গিতে বললেন, 'মিসেস হেস্টিংস যখন দেখা করতে আসেন আমি তখন অফিসে ছিলাম না। তিনি অপেক্ষা করেন নি। তাই ঠিক এই মুহূর্তে আমি তার হয়ে কাজ করছি না।'

'ঠিক আছে', ব্যানার বললেন, 'তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন আবার। কোন সন্দেহ নেই অ্যাটর্নি হিসেবে আপনাকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। একটা কথা মনে রাখবেন সম্পত্তি বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ওর পায়ের নিচে কোন জমি নেই। হেস্টিংসের

সমস্ত সম্পত্তিই আলাদা সম্পত্তি। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার মক্কেল খুবই সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার করছেন—কোন প্যাঁচ পয়জার বাদ দিয়ে যতোটা যাওয়া সম্ভব, আশা করি ব্যাপারটা বুঝেছেন। অবশ্য হেস্টিংস ওকে কপর্দকশূন্য করতে চায় না, তবু আমার মনে হয় ওর স্ত্রীর মনে সম্পত্তি নিয়ে কিছু উঁচু ধারণা আছে। আমার মনে হয় এটাই ভাল হয় উনি যদি এটা আগে ভাগেই বুঝে নেন আমার মক্কেলের পকেট ফাঁক করে নিজের ভাগ্য ফেরানো তার পক্ষে ঠিক হবে না।'

'এর মধ্যে কোন সামাজিক সম্পত্তি নেই?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বলার মত কিছু নেই। অবশ্য আমরা কিছু ব্যবস্থা করব। আসলে উদার ভাবেই তা করব।'

'আপনাদের প্রস্তাব আরও একটু বিশদ করতে পারবেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'টেলিফোনে অমন কথা বলা যায় না', ব্যানার বললেন।

'আপনার অফিস কোথায়?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'গ্রেফ্রায়ার বিল্ডিংএ।'

'সেটা তো মাত্র কয়েকটা ব্লকের পরেই', ম্যাসন বললেন। 'শুনুন ব্যানার, কয়েকটা মিনিট সময় আছে? থাকলে আমি আপনার ওখানে যেতে পারি। মিসেস হেস্টিংসকে সমর্থন করার আগে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই।'

'এখনই যদি আসতে পারেন আমিও দেখা করলে খুশি হবো', ব্যানার বললেন।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি', ম্যাসন উত্তর দিলেন।

ম্যাসন রিসিভার রেখে ডেলাকে এবার বললেন, 'আমি ব্যানারের অফিসে গিয়ে এই কেসের ব্যাপারটা একটু বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছি। টেলিফোনে ওর কাছে চাপাচাপি করলে ব্যানারের সন্দেহ জাগবে, বরং ওর কাছে গিয়ে কথা বললে ও হয়তো বেশি রকম মুখ খুলতেও পারে।'

অফিস ছেড়ে ম্যাসন রাস্তায় এসে সংকেত দেখে পার হয়ে কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে গ্রেফ্রায়ার বিল্ডিংএ ঢুকলেন। ডাইরেক্টরিতে একটু চোখ বুলিয়ে তিনি জেনে নিলেন ব্যানারের অফিসের নম্বর ৪৩৮।

বেশ আধুনিক কংক্রিট আর ইস্পাতে তৈরি বাড়ি, একটা ব্যাঙ্ক আর সুন্দর এলিভেটরও রয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ম্যাসন 'হান্টলি এল ব্যানার—প্রবেশ করুন' লেখা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

দরজার মুখোমুখি যে তরুণী বসেছিল সে সম্ভবত সেক্রেটারি, স্টেনোগ্রাফার, রিসেপশনিস্ট আর একই সঙ্গে টেলিফোন অপারেটরও। সে মিষ্টি হেসে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

'আমি পেরি ম্যাসন', ম্যাসন বললেন। 'একটু আগে মিঃ ব্যানারের সঙ্গে আমার কথা হয় আর—।'

'ওহ হ্যাঁ', হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরল মেয়েটির। 'জানি, মিঃ ম্যাসন! এর পরেই যেন প্রাণ পেয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসিমুখে সে উঠে এল। 'এই দিকে, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন তন্বী মেয়েটিকে জরিপ করে নিচ্ছিলেন।

সে দরজা খুলে বলল, 'মিঃ ম্যাসন এসেছেন।'

বিরাট একখানা ডেস্কের পিছনে উপবিষ্ট লোকটার মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। লোকটার বয়স ত্রিশের কিছু উপরেই হবে, বেশ মোটাসোটা গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

'সম্মানিত হলাম, কাউন্সেলর', তিনি বললেন। 'আমিই গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম কিন্তু আপনি টেলিফোনে এত দ্রুত কথা বলছিলেন যে গুছিয়ে নিতে পারিনি। এ হলো আমার সেক্রেটারি মিস মিচেল। ও আবার আপনার মস্ত একজন ভক্ত।'

সেক্রেটারি গভীর দুই চোখে ম্যাসনকে দেখে নিতে তার চোখে ব্যক্তিগত আগ্রহ ফুটে উঠল। সে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আপনাকে দেখে খুব আনন্দিত হলাম।'

ম্যাসন তার হাত ধরে গম্ভীর স্বরে মাথা নুইয়ে বললেন, 'আনন্দ আমারও, মিস মিচেল।'

ব্যানার এবার বললেন, 'লক্ষ্য রেখ কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে। কোন টেলিফোন ধরবে না।'

'না না, এতটা দরকার হবে না', ম্যাসন হেসে বললেন।

'আমার দরকার', ব্যানার বললেন। 'বসুন, মিঃ ম্যাসন, আরাম করুন···এই হেস্টিংসের মামলায় বেশ সময় লাগবে মনে হচ্ছে। তবে আপনার মক্কেল যদি যুক্তি মানেন তাহলে ওই সম্পত্তি বাঁটোয়ারার ব্যাপারটা রাতারাতি না মেটার কারণ নেই।'

'আপনি বলেছেন আপনার একটা প্রস্তাব আছে যা টেলিফোনে বলা যায় না?' ম্যাসন বললেন।

'কথাটা ঠিকও বটে আবার নাও বটে', ব্যানার বললেন। অবশ্য আপনি খেলার মুখবন্ধ তো ভালোই জানেন, মিঃ ম্যাসন। আমি এমন গবেট নই যে নিজের গলা বাড়িয়ে দিয়ে বসব, 'আমার মক্কেল এই এই করতে চলেছে।' এরকম করার অর্থ ভবিষ্যতে ফাঁদে পড়া। তাই আমি একজন পাকা উকিলের মতোই বলব, 'আমার মক্কেলকে এই রকম করতেই পরামর্শ দেব।' আর এটা আমার মক্কেল বা আমার বা অন্য কাউকে কোন বাধ্যবাধকতায় আটকাবে না।'

'ভালোই বলেছেন', ম্যাসন বললেন। 'প্রস্তাবটা কি রকম?'

'আমি আমার মক্কেলকে পরামর্শ দেব অ্যাডেল হেস্টিংসকে বছরে দশ হাজার ডলার হিসেবে পাঁচ বছর বা সে আবার বিয়ে করা পর্যন্ত দিয়ে যাবেন, যেটা এর মধ্যে

আগে হয়। আমি আরও পরামর্শ দেব তার উইলে ওঁকে আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে, এই সঙ্গে একথাও থাকবে উনি আগে মারা না গেলে এর বদল ঘটবে না।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত', ম্যাসন বললেন। 'এই উইলের ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়। বরং মিঃ হেস্টিংস সমস্ত দায় মুক্ত পঞ্চাশ হাজার ডলারের জীবন বীমা করিয়ে দিতে পারেন।'

'সেটা করা যেতে পারে', ব্যানার বললেন।' মক্কেলের সঙ্গে এই বিষয়েও কথা বার্তা বলেছি—। কিন্তু মিঃ ম্যাসন, আমি যেমন বললাম আমার গলা আমি বাড়িয়ে দিতে চাইনা, আমার মক্কেলের প্রস্তাব কাজে লাগাতে অসুবিধা হবে না।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'এ হলো আপনার প্রস্তাব। প্রশ্ন হলো আপনি কত—?'

'না, এ কোন প্রস্তাব নয়', ব্যানার দ্রুত বলে উঠলেন। 'আমি আমার মক্কেলকে এই পরামর্শ দেব, এই মাত্র।'

'বেশ কথাটা তাই', ম্যাসন বললেন। 'এখন কথা হলো আপনার মক্কেল কতটা বাড়াতে পারেন?'

'আর বাড়াবেন না', ব্যানার বললেন। 'এটাই সবচেয়ে বেশি। আমার অফিসে ঘোড়া কেনা বেচা হয় না, মিঃ ম্যাসন।'

'তাহলে হয় আমাকে এটা গ্রহণ করতে হবে না হয় বাতিল করতে হবে—অবশ্য আমি যদি তার পক্ষে কাজ করি?'

'ইয়ে—', ব্যানার চিন্তিত স্বরে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা দরজা বন্ধ করতে ইচ্ছুক নই। অবশ্য আমার মক্কেলকে এতটা পর্যন্ত উঠতে আমি পরামর্শ দেব··· আপনি এখনও পর্যন্ত মিসেস হেস্টিংসের সঙ্গে কথা বলেন নি?'

'না, এখনও বলিনি', ম্যাসন বললেন।

'উনি খুবই চমৎকার মহিলা', ব্যানার বললেন। 'মনে বেশ ছাপ ফেলতে পারেন।'

'পোশাকও আকর্ষণীয়?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, খুবই আকর্ষণীয়। খুবই যথাযথ মহিলা বলতেই হবে। ওর বিয়ে যে ঠিক মত টিকল না এজন্য আমি খুবই দুঃখিত।'

'কতদিন হল বিয়ে হয়েছে ওদের?'

'প্রায় আঠারো মাস।'

'ভেঙে যাওয়ার কারণ কি?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

কাঁধ ঝাঁকালেন ব্যানার। 'মানুষের মাথায় টাক পড়ে কেন? চুলই বা পাকে কেন?'

'এটা কি উভয়তঃ না এক পেশে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'শুনুন, মিঃ ম্যাসন', ব্যানার উত্তর দিলেন, 'আমার নাম উল্লেখ করবেন না, হেস্টিংস এর আগে দুবার বিয়ে করে। ওর প্রথম বিয়ে একেবারে আদর্শ ছিল। ওর স্ত্রী মারা যায় আর হেস্টিংস একা হয়ে পড়ে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ও পুরনো সুন্দর দিনগুলোর কথা ভেবে মনমরা হয়ে পড়ে। এরপর সে আবার বিয়ে করে। হেস্টিংস বুঝতে পারত না ওর প্রথম বিয়ের স্মৃতি ওর দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যক্তিত্বে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। ও ভাবতে শুরু করেছিল প্রথম বিয়েটা সত্যিই ঢের সুখী করেছিল ওকে। কিন্তু দ্বিতীয় এই বিয়ে সুখের হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। হেস্টিংস আবার সেই একাকীত্বে ভুগতে শুরু করে আর শেষ পর্যন্ত অ্যাডেলকে বিয়ে করে। অ্যাডেল ছিল ওরই সেক্রেটারি। সে বেশ সহানুভূতি সম্পন্ন, দয়ার্দ আর—

'হেস্টিংস যে সুখী হয়নি তার সত্যিই কোন কারণ আছে কিনা সেও যেমন জানে না আমিও তেমনই জানি না।'

'অতএব অ্যাডেল হেস্টিংস তাই জানায় সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তাই। সে আমার অফিসে ফোন করে। আমি ছিলাম না। সে আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে জানায় যে সোজা গাড়ি নিয়ে লাস ভেগাস থেকে এসেছে আর আপনার হাতে ওর ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে চলেছে।'

'বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আমাকে বেছে নেয়াটা একটু অস্বাভাবিক', ম্যাসন উত্তর দিলেন। 'আমার পেশায় সাধারণত অপরাধমূলক কাজকর্ম বা ওই রকম কিছুই থাকে।'

'কথাটা ভালো করেই জানি, তাহলেও আপনার নিজস্ব একটা গ্ল্যামার আছে আর যে আইনবিদ খুনের মামলাতে চমকদার সাদৃশ্য আনতে সিদ্ধহস্ত, তিনি তো যে কোন বিচ্ছেদ মামলার সম্পত্তি সমাধানে হাত গুটিয়ে রেখে সফল হবেন। আপনার কাছে আমি সরল ভাবেই সব বলছি, মিঃ ম্যাসন। এলভিনা যখন আমাকে বলল আপনি অ্যাডেলের পক্ষ সমর্থন করছেন তখনই বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল আমার।'

'এলভিনা কে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এলভিনা মিচেল আমার সেক্রেটারি।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'যাই হোক মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে কিছু পরে আবার যোগাযোগ করতে পারব···সম্পত্তির আয়তন নিয়ে কিছু বলতে পারেন ?'

'তেমন কিছুই নেই', ব্যানার বললেন।

'সেকি !' ম্যাসন অবাক হয়ে বলে উঠলেন। 'আপনি বছরে দশ হাজার ডলারের কথা বলেছিলেন তাছাড়া— ।'

'বলেছিলাম এবং বলছি', ব্যানার বললেন। 'আপনি এ ব্যাপারে কি পরিমান সম্পত্তি জড়িত জানতে চেয়েছেন আর আমি বলছি কিছুই নেই। ওর সম্পত্তি অবশ্য আছে আর তা এই মামলায় বিচার্য নয়। সেসব আমার মক্কেলের আলাদা সম্পত্তি। আর তা নিয়ে হেস্টিংস যা কিছু করতে পারে। হেস্টিংস যদি চায় সে অ্যাডেলের জন্য কিছু করতে পারে যাতে তাকে কিছুদিন কাজ করতে না হয়। তাই সে যদি অ্যাডেলকে কিছু না দিতে চায় আমার মনে হয় না তাহলে কেউ কিছু করতে পারে।'

'তাহলে আপনি যখন শুনলেন অ্যাডেল আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে ইচ্ছুক আপনি চিন্তিত হলেন কেন?'

হেসে উঠলেন ব্যানার। 'একজন পাকা ওস্তাদের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তায়।'

'বুঝেছি', মৃদু হেসে বললেন ম্যাসন, 'এখন বিদায়। আমি শুধু আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই ব্যাপারের প্রেক্ষাপট জেনে নিতে চেয়েছিলাম। আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাডেল বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করছে বা করতে চলেছে।'

'সে লাস ভেগাসে বাড়ি নিয়েছে। আগামী সপ্তাহের গোড়ায় সে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন জানাবে। অবশ্য এ কথা ঠিক মিঃ ম্যাসন, যে আমরা কেন যোগ সাজশ করে কাজ করছি না যাতে বিচ্ছেদ আবেদন নাকচ হয়, তবে যুক্তিসম্মত পথে আমরা বিষয়টা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সহযোগিতা করতে পারি। যেমন ধরুন, আপনি কোন সমন জারির ব্যবস্থা করতে পারেন আর আমি গারভিন হেস্টিংসের তরফে জবাব দেব আর সাধারণভাবে বিষয়টা অস্বীকার করব। তখন মামলার ব্যবস্থা হবে আর আমি উপস্থিত থাকবো না। অবশ্য ইতিমধ্যে আমরা নিষ্পত্তির ব্যাপারে সামঝোতায় এসে থাকবো।'

'এতে সমন জারির সময় সংক্ষেপ করতে পারবেন আর এতে আদালতের দুপক্ষের উপরই প্রত্যক্ষ হাত থাকবে, আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।'

'এত তাড়াহুড়ো করার উদ্দেশ্য কি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'হেস্টিংসের অন্য কোন মেয়ের প্রতি নজর পড়েছে?'

ব্যানার হেসে মাথা নাড়লেন। 'আমার কথায় কোন আপত্তি উঠবে না জেনেই বলছি হেস্টিংসের রোগ সেরে গেছে। আমার মনে হয় বিয়েটা সেই কারণেই টিকছে না। হেস্টিংস নিছক এক এমন মানুষ যে নিজের মতই নীরস জীবন কাটাতে চায়। নিজের ব্যবসাতেই সে মগ্ন আর আমার মনে হয় না লোকটা বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামায়, একমাত্র বিশাল ওই বাড়িতে মাঝে মাঝে একাকী বোধ কথা ছাড়া।'

'আর আপনি আপনার মক্কেলকে একথা জানাতেও পারেন যে, সে যখনই ইচ্ছা তখনই হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসে সেক্রেটারির কাজে যোগ দিতে পারে। সেক্রেটারি হিসেবে হেস্টিংস তাকে খুবই পছন্দ করে। এ নিয়ে কোন কাদা ছোড়াছুঁড়ি বা কথা কাটাকাটি ইত্যাদি হবে না। সব ব্যাপারটাই বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়াতেই শেষ হবে।

হেস্টিংস সত্যিই চায় তার স্ত্রী যথাযথ ভাবে তার প্রাপ্য পাক।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন করমর্দন করে বললেন। 'নিঃসন্দেহে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

ম্যাসন অফিস ছেড়ে যাওয়ার মুখে এলভিনা মিচেল মিষ্টি করে হাসল। 'বিদায়, মিঃ ম্যাসন।'

'আপাতত বিদায়', ম্যাসন বললেন। 'আবার দেখা হবে।'

ম্যাসন নিজের অফিসে ফিরে ডেলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে অল্পেই দুশ্চিন্তা করি। সব ঠিক আছে ডেলা! বেশ আগ্রহ জাগানো প্রেক্ষাপটে নিছক এক বিচ্ছেদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার মামলা।'

'তাহলে বন্দুক থেকে দুটো গুলি ছোড়ার কি হবে?' ডেলা বলল।

'সেটা অবশ্য ভাববার কথা', ম্যাসন বললেন। তবে এটা ধরা যায়না অ্যাডেল তার স্বামীর বুকে দুটো গুলি করেছে যেখানে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। লাস ভেগাস থেকে আসার পথে সে হয়তো খরগোশ দেখে গুলি ছোঁড়ে। এবার চিঠিগুলো দেখা যাক।'

ম্যাসনকে বারবার ঘড়ি দেখতে দেখে ডেলা বলল, 'এত যখন চিন্তা করছেন টেলিফোন করলে কেমন হয়?'

'তাই করব', ম্যাসন বললেন। 'লাস ভেগাসে টেলিফোন কর। অ্যাডেল হেস্টিংসের নামে ফোন আছে কিনা দেখে নাও।'

ডেলা ফোন করে জানাল, 'টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না।'

'তাহলে গারভিন হেস্টিংসের বাড়িতে ফোন করে বল মিসেস হেস্টিংসকে চাও। আমার ধারনা সে ওখানেই কথাবার্তা বলতে গেছে—হুঁ, এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল, এটাই স্বাভাবিক আর যুক্তিসম্মত।'

ডেলা আবার ফোনের পর বলল, 'টেপ রেকর্ডার সার্ভিস জানাচ্ছে মিঃ হেস্টিংস বাড়িতে নেই।'

ম্যাসন একটু ভেবে বললেন, 'বাদ দাও, সবই ঠিক আছে মনে হচ্ছে।'

'ওই পার্স', টাকা আর বন্দুকের কি হবে?' ডেলা জানতে চাইল।

'পাঁচটার মধ্যে আমরা অ্যাডেল হেস্টিংসের ফোন পাবো, সে জানাবে যে কোথায় ব্যাগ ফেলে এসেছে ওর মনে পড়েছে', ম্যাসন বললেন।

'বাজি ধরতে রাজি আছেন?'

ম্যাসন হাসলেন। 'না।'

□ দুই □

সওয়া পাঁচটার সময় ডেলা বলল, 'এবার কি অফিস বন্ধ করব, চিফ ?'

'চিন্তাটা কিছুতেই যাচ্ছে না, তবু বন্ধ করা ছাড়া উপায় কি ?' ম্যাসন বললেন। 'মনে হচ্ছে লাস ভেগাসের একটা প্লেন চার্টার করব কি না।'

'কিন্তু সে তো ওখানে নেই।'

'তার অ্যাপার্টমেণ্ট আছে, তার চাবিও সম্ভবত আমাদের কাছে', ম্যাসন বললেন।

'সেখানে কি পেতে পারেন ? আপনি ঢুকবেন সেখানে ?'

'হয়তো কোন সূত্র। তবে ঢুকব কিনা জানিনা তবে সেটা পরে ভাবব।'

'আপনার ধারণা সে লাস ভেগাসে রওয়ানা হয়েছে ?'

ম্যাসন বললেন, 'তা না করলে সে অত্যন্ত ঝামেলায় জড়িয়েছে। আমার অফিস থেকে চলে যায়, সম্ভবত গাড়ি রেখে কিছু আনতেও যায় আর— ।'

'এসব জানলেন কি করে ?' ডেলা জানতে চাইল।

'ওর পার্স দেখে—বিশেষ করে তাতে যা ছিলনা সেটা ভেবে। তার নেভাদার গাড়ি চালানোর লাইসেন্স ছিল। যার অর্থ সে গাড়ি নিয়েই আমার অফিসে আসে। সে নিশ্চয়ই পার্কিং-এর জায়গায় গাড়ি রাখে আর রসিদ নেয় আর তা পার্সে রাখে। খুবই উত্তেজিত ছিল ও—সে হয়তো বন্দুক থেকে দুটো গুলিও ছুঁড়েছিল। ওই সময় তার মনে পড়ে গাড়িতে এমন কিছু ছিল যা তার দরকার। সে তখন রসিদটা নিয়ে আবার পার্কিং-এর জায়গায় যায়। সেখানে এমন কিছু ঘটে যাতে সে অফিসে ফিরতে পারে না। এখন প্রশ্ন সে পার্সটা ইচ্ছাকৃত ভাবে না দুর্ঘটনাজনিত কারণে ফেলে যায়। গাড়ি থেকে জিনিসটা নিতে অ্যাটেন্ডাণ্টকে বখশিস দিতে হতো, তাই সে হয়তো পঞ্চাশ সেণ্ট নিয়েও যায় রসিদের সঙ্গে।'

'কিন্তু সে পার্সটা ইচ্ছা করে ফেলে যাবে কেন ?'

'কারণ ওতে বন্দুকটা ছিল, সে ফিরে আসবে ভেবেই রেখে যায় ওটা। কিন্তু এমন কিছু ঘটে যাতে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়', ম্যাসন একটু থেমে এবার বললেন, 'পল ড্রেককে ফোন করে দেখ সে আছে কিনা, থাকলে এখনই আসতে বল, কাজ আছে।' ম্যাসন রুমাল শুদ্ধ বন্দুকটা ড্রয়ারে রেখে বাকি সব পার্সে ঢুকিয়ে রাখলেন।

ডেলা ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীতে ফোন করতে একটু পরেই দরজায় ড্রেকের সাংকেতিক টোকা শোনা গেল। দরজা খুলতেই প্রবেশ করলো ড্রেক।

ড্রেক মক্কেলদের জন্য রাখা বিশাল চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'একই তলায় গোয়েন্দার অফিস চালানোর ঝামেলা এই রকমই।'

ম্যাসন বললেন, 'খুব দ্রুত গোয়েন্দাগিরি করতে হবে, কাজটা আগে কেন করিনি তাই ভাবি।'

লম্বা, ঢ্যাঙা চেহারার পল ড্রেক একটা সিগারেট ধরাল। তার হাবভাবে বিস্ময় প্রকাশ পায়না কখনও। 'বলে যাও', ও বলল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি রাখার জায়গায় গিয়ে দেখে নাও সেখানে নেভাদার লাইসেন্স প্লেট লাগানো কোন গাড়ি আছে কিনা', ম্যাসন বললেন, 'মালিকের নাম জানতে পারলে ভালো হয়।'

'প্লেন চার্টারের কি হবে ?' ডেলা জানতে চাইল ড্রেক চলে যেতেই।

'ও আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক', ম্যাসন বললেন।

পনেরো মিনিট পরেই ঘরে ঢুকলো ড্রেক। সে বলল, 'দুটো নেভাদার লাইসেন্স লাগানো গাড়ি আছে, পেরি। নাম জানা সম্ভব হয়নি। একটার নম্বর এ টি কে ২০৫, গাড়িটা ছ'ঘণ্টা ধরে আছে। অন্যটার নম্বর এস এফ ইউ ৮০৪, সেখানে আটঘণ্টা ধরে রয়েছে।'

ম্যাসন বললেন, 'ঠিক আছে, পল। নেভাদা পুলিশে যোগাযোগ করে জানার চেষ্টা কর গাড়ি দুটোর মালিকানা কাদের। তবে খরচ একটু কমের দিকে রেখ যেহেতু কাজটা আমার। মালিকদের ঠিকানাও জানার চেষ্টা কর। আধ ঘণ্টা পরে ফোন করব।

ড্রেক বিদায় নিতে ম্যাসন আর ডেলা স্টেট এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হলো।

□ তিন □

এয়ারপোর্ট থেকে ম্যাসন পল ড্রেককে ফোন করলেন। 'নেভাদার ওই গাড়ির কোন হদিশ পেলে, পল ?'

'এইমাত্র পেলাম। এ টি কে ২০৫ এর মালিক মেলিনা দিনচ্, সাইপ্রেস অ্যাভিনিউ, লাস ভেগাস। ৮০৪ এর মালিক হার্লে মিঃ ড্রেক্সেল, সেণ্টার স্ট্রীট, কারসন সিটি।'

ম্যাসন নোটবুকে লিখে বললেন, 'তোমার লোককে ওদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে বল।'

'কারসন সিটিতে আমার লোক নেই, আছে ত্রিশ মাইল দূরে রেনো'য়', পল ড্রেক জানাল। 'তাই সময় লাগবে।'

'তাই সই', বলে ফোন রেখে দিলেন ম্যাসন।

'প্লেনের পাইলট তৈরি, চিফ', ডেলা বলল।

ম্যাসন আর ডেলা দু'ইঞ্জিনের প্লেনে উঠলে ম্যাসন বললেন, 'আমরা লাস ভেগাসে যেতে চাই। আজ রাত্তিরেই ফিরব। সব ঠিক আছে, পাইলট ?'

'আমার নাম রোজার। সব ঠিক আছে', পাইলট বলল।

এয়ারপোর্টে পেঁছনোর পর একটা ট্যাক্সিতে ৭২১ নর্থ ওয়েষ্ট ফার্স্টন অ্যাভিনিউ পেঁছিলেন দুজনে। ম্যসনের ধারণাই ঠিক, বাড়িটা এক অ্যাপার্টমেণ্ট।

দরজার সামনে এসে বেল টিপলেন ম্যাসন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

'এবার তাহলে কি করবেন ?' ডেলা জানতে চাইল।

'এমত অবস্থায় চাবি লাগিয়ে দেখা যেতে পারে', ম্যাসন বললেন।'

ডেল স্ট্রিট একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'সরকারী কেউ উপস্থিত থাকলে ভাল হতো না ? কোন পুলিশ—'

মাথা নাড়লেন ম্যাসন। 'এখনও না। আমাদের মক্কেলকে, যদিও এখনও সে হয়নি, তাকে আমি রক্ষার চেষ্টা করছি।'

'কিসের থেকে রক্ষা করছেন ?'

'তা জানি না তবে জানার চেষ্টা করছি। হয়তো তার নিজের হাত থেকেই।'

ম্যাসন এবার চাবির ব্যাগ খুলে একটার পর একটা চাবি লাগিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলেও সেটা খুলল না।

'তাহলে ?' ডেলা বলল।

'দেখি, আর একটা চাবি অবশিষ্ট আছে', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন শেষ চাবি লাগাতে দরজা খুলে গেল।

ম্যাসন দরজা খুলে বললেন, 'ভেতরে যাও। এটাই ২৮৯ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্ট।'

'কিন্তু ভিতরে যাবার দরকার কি ?' ডেলা বলল। 'আমরা জানি এ বাড়ি ওর, আর সে বাড়িতে নেই, তাছাড়া—।

'কি করে জানছি সে বাড়ি নেই ?' ম্যাসন বললো।

'অ্যাডেল হেস্টিংস সাড়া দেয়নি বলে।'

'হয়তো সে জানাতে চায় না, বা তার জানানোর মত অবস্থা নেই।

ডেলা একটু ভেবে ভিতরে ঢুকে বারান্দা পেরিয়ে এলিভেটরের সামনে এল। দুজনে তিনতলায় ২৮৯ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ডেলা তুমি বরং দাঁড়াও, আমিই ঢুকব', ম্যাসন বললেন।

'কেন ?' ডেলা জানতে চাইল।

'আমি নিশ্চিত হতে চাই ভিতরে কোন লাশ পড়ে নেই।'

'তার মানে অ্যাডেলের ?'

'তা জানিনা', ম্যাসন বললেন। 'রিভলবার থেকে যে দুটো গুলি ছোড়া হয়েছে সেটা হয়তো কারো গায়ে লেগেছে।'

ম্যাসন সেই আগের চাবি লাগাতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে আলোর সুইচ খুঁজে পেয়ে টিপে দিতেই আলো জ্বলে উঠল।

আপাতদৃষ্টিতে এটা তিন কামরার অ্যাপার্টমেণ্ট। সামনেই বসার ঘর—একধারে একটা খোলা দরজা। একটা রান্নাঘরও চোখে পড়ছিল।

'না কোন লাস চোখে পড়ছে না', ম্যাসন বললেন। কয়েকটা বইও দেখছি। আরে, ওটা কি?'

'কি?'

'গ্লাসে বরফের টুকরো। আশ্চর্য।

'ওহ্ ভগবান। তার মানে এঘরে কেউ ছিল আর—।'

'ঠিক তখনই শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন স্ত্রীলোককে মাথায় স্নানের টুপি আর গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থায় মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে ওদের দিকে তাকাতে দেখলেন ম্যাসন আর ডেলা।

'যা করতে এসেছেন করে ফেলুন', সে বলল, 'আমাকে গ্রাহ্য করার দরকার নেই।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত', ম্যাসন বললেন, 'আমার ধারণা ছিল না আপনি বাড়িতে রয়েছেন। আমি বেল বাজিয়েছি, এর আগে টেলিফোনও করি, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।'

'আমি সারাদিন লস এঞ্জেলসে ছিলাম', মেয়েটি বলল। এবার দয়া করে বলবেন আপনি কে আর এভাবে ঢুকেছেনই বা কেন, নাকি পুলিশ ডাকব?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি পেরি ম্যাসন, একজন অ্যাটর্নি। আপনি আমার অফিসে আর ফেরেননি কেন?'

'আপনার অফিসে ফিরিনি কেন?' সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'জীবনে আপনার অফিসে আমি যাইনি। আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন অ্যাটর্নি নন। আপনার সঙ্গে উনি কে?'

'মিস ডেলা স্ট্রিট, আমার সেক্রেটারি।'

'কি করে ভিতরে ঢুকলেন?'

'আপনার চাবি দিয়ে।'

'আমার চাবি দিয়ে, মানে?'

'আপনার চাবি আর অন্যান্য কিছু আমার অফিসে আপনি ফেলে আসেন।'

'আপনারা যদি এখনই বেরিয়ে না যান তাহলে—', কথা শেষ না করেই হঠাৎ

মেয়েটি শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে বিছানার পাশে কোন টেবিলের ড্রয়ার টেনে কিছু দেখে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

সে টেলিফোনের দিকে প্রায় ছুটে গিয়ে এবার রিসিভার তুলল।

'আমার মনে হচ্ছে এবার পুলিশ ডাকা দরকার।'

'এক মিনিট দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। 'সত্যিই পুলিশ ডাকবেন?'

'নিশ্চয়ই ডাকব।'

'আপনার হাতব্যাগ আমার অফিসে ফেলে আসার পর কথাটা আপনার মনে পড়েনি?'

রিসিভার রেখে তাকাল মেয়েটি। 'আমার মনে হয় এবার আপনার মুখ খোলা দরকার।'

'সেটা আপনি শুরু করলেই ভাল', ম্যাসন বললেন। 'আমি অত্যন্ত চিন্তিত বলেই আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আপনি আমার অফিসে না ফেরায় খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। তাছাড়া আপনি আপনার ব্যাগ, টাকাকড়ি আর অন্য জিনিষও ফেলে আসেন।'

'অন্য জিনিস মানে?'

ম্যাসন বিছানার পাশের টেবিল ইঙ্গিত করলেন। 'একটু আগেই যে জিনিস ওখানে খুঁজছিলেন। আপনার অভিনয়ের তারিফ করি। আশা করি জুরিদের সামনে একই রকম করতে পারবেন।'

অ্যাডেল হেস্টিংস ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিঃ ম্যাসন—আপনি সত্যিই যদি পেরি ম্যাসন হন—আমার হাতব্যাগ কি আপনার কাছে আছে?'

মাথা নুইয়ে সায় দিলেন ম্যাসন। 'আমার অফিসে আছে। সেখানে আপনি ওটা ফেলে গিয়ে আর আসেননি।'

'আমি জীবনে আপনার অফিসে যাইনি। হ্যাঁ, আপনার নাম আমি শুনেছি। স্বামীর সঙ্গে আমি লস এঞ্জেলসে ছিলাম।'

'আর আপনার ব্যাগ?'

'গতকাল আমার গাড়ি থেকে ব্যাগটা চুরি যায়। সিগারেট না থাকায় গাড়িটা একটা দোকানের সামনে রেখে আমি সিগারেট কিনতে যাই, এসে দেখি পার্সটা নেই। অভাবটা অবশ্য অনেক পরে টের পাই।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনার যদি সামান্য উপস্থিত বুদ্ধি থাকত তাহলে পুলিশে ব্যাগ চুরির কথা জানালে জুরিদের বিশ্বাস হতে পারত।'

'এতে জুরির কথা আসছে কেন? তারা বিশ্বাস করবে নাই বা কেন? তাছাড়া এমন গল্প বানাবই বা কেন?'

'পুলিশে জানালেন না কেন?' ম্যাসন বললেন।

'কারণ এর দরকার ছিল না, তাছাড়া বাড়ি ফেরার আগে ব্যাগ চুরির কথা টের পাইনি। এতে আপনার মাথা ব্যাথা কেন জানিনা। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, তিনি অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ। ঘটনা শুনে আমার স্বামীও বলেন পুলিশে জানানো বৃথা। তাছাড়া আমি রাতে ওখানেই থাকছি বলে কাউকেই তা জানাতে চাইনি।'

'পুলিশে জানানোর আপত্তির কারণ কি ওর মধ্যে কিছু ছিল বলে? যা আপনি একটু আগে ড্রয়ারে খুঁজছিলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বন্দুক?' প্যাডেল বলল।

'অবশ্যই।'

'আমার ব্যাগে কোন বন্দুক ছিল না। ব্যাগ গাড়ি থেকে আর বন্দুকটা ড্রয়ার থেকে চুরি যায়। যে ব্যাগ চুরি করে সেই বন্দুকটাও চুরি করেছে। আমার মনে হয়, মিঃ ম্যাসন, আপনার কথাই যাচাই করা দরকার।'

'আপনি আপনার ব্যাগ লস এঞ্জেলসে নিয়ে যাননি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'কক্ষণও না। আমি লস এঞ্জেলসে গিয়ে আজই ফিরে আসি। স্নান করার সময় কারও পদশব্দ পাই—যাক, মিঃ ম্যাসন, আমার ব্যাগটা থাকলে দয়া করে দিন।'

'তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই', ম্যাসন বললেন।

'আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। আপনি আমার চাবি দিয়ে বেআইনী প্রবেশ করেছেন', অ্যাডেল বলল।

ম্যাসন তবু বললেন, 'আপনি গতকাল লস এঞ্জেলসে যান স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ, যাই, আর তাতে আপনার কি?'

'কেন গিয়েছিলেন?'

'তাতে আপনার কোন দরকার নেই।'

'সম্পত্তির নিষ্পত্তি করতে।'

'বললাম তো তাতে আপনার কোন দরকার নেই।'

'রাতটা কোথায় কাটান?'

'আমার নিজের বাড়িতে।'

'শুনুন, মিসেস হেস্টিংস', ম্যাসন বললেন', যদি মিথ্যা বলে থাকেন, মনে হয় তাই বলছেন তাহলে এ থেকে বাঁচতে পারবেন না। পুলিশ অত্যন্ত দক্ষ, তারা সবই জানতে পারবে।'

'আমার ব্যাপার আমিই দেখব।'

ম্যাসন বললেন, 'শুনুন আপনি যে ব্যাগ ফেলে আসেন তার মধ্যে টাকা, গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আর একটা বন্দুক ছিল যা থেকে দুটো গুলি ছোড়া হয়েছে।'

'কি ?' চোখ গোল গোল হয়ে উঠল অ্যাডেলের।

ম্যাসন বললেন, 'আপনি দারুণ অভিনেত্রী। আমারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।'

অ্যাডেল প্রায় ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ও বলল, 'আ—আপনারা বসবেন না ?'

ম্যাসন আর ডেলা দুটো চেয়ারে বসলেন।

অ্যাডেল বলল, 'মিঃ ম্যাসন, আপনারা জোর করে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছেন কোন অভিসন্ধি নিয়ে যা আমি জানি না। এবার আপনার কথাই যাচাই করা দরকার।'

'আমার গল্প সমর্থন করবে আমার সেক্রেটারি আর রিসেপশনিষ্ট। তারা বলবে আপনি বারোটা কুড়ি নাগাদ আমার অফিসে আসেন আর আমাকে না পেয়ে কিছুক্ষণ পরে একটু ঘুরে আসছেন বলে চলে যান। আপনি আর ফেরেননি। বিকেলে আপনার ব্যাগটা আমরা পাই আর ভিতরের জিনিষপত্র দেখি।'

'কি দেখেন ?'

'টাকা ?'

'কত টাকা ?'

ডেলা নোটবই দেখে জানাল, 'তিন হাজার একশ সতেরো ডলার, তেতাল্লিশ সেন্ট।'

'আর একটা বন্দুক! যা থেকে দুটো গুলি ছোঁড়া হয় ?'

'হ্যাঁ।'

'বন্দুকটা কোথায় ?'

'আমার অফিসের ড্রয়ারে।'

'আর ব্যাগটা ?

'আমার ব্রিফকেসে নিয়ে এসেছি।'

'আপনি যে পেরি ম্যাসন তার প্রমাণ আছে ?'

ম্যাসন পকেট থেকে তার গাড়ির লাইসেন্স বের করে দেখালেন।

'হুঁ, আপনি ঠিক বলেই মনে হচ্ছে', অ্যাডেল বলল। 'এবার আমার ব্যাগটা দিন।'

'তার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে আপনিই অ্যাডেল হেস্টিংস', ম্যাসন উত্তর দিলেন।

'ওই ব্যাগেই আমার গাড়ির লাইসেন্স আছে, ক্রেডিটকার্ডও আছে।'

'তা আছে, তবে ছবিটা অস্পষ্ট।'

'ওতে আমার বুড়ো আঙুলের ছাপ আছে, আশাকরি তাতে হবে', অ্যাডেল কথাটা বলে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দোয়াত থেকে আঙুলে কালি মাখিয়ে একখণ্ড

কাগজে ছাপ ফেলল। 'এবার মিলিয়ে নিন।'

ম্যাসন অনেকক্ষণ ধরে দুটো ছাপ মিলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন বলেই মনে হচ্ছে।' তিনি এবার ব্রিফকেস থেকে ব্যাগটা বের করে এগিয়ে দিলেন। 'এর মধ্যে সবই আছে শুধু বন্দুকটা ছাড়া, ওটা আমার কাছে থাকছে।'

'কেন ?'

'ওটা সাক্ষ্য প্রমাণ হতে পারে।'

'কিসের ?'

'খুনের।'

দুচোখে ভয় ঘনিয়ে এল অ্যাডেলের।

'বন্দুকটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?' ম্যাসন বললেন।

'আমার স্বামী দিয়েছিলেন। রাত্তিরে গাড়ি চালাই বলে আত্মরক্ষার জন্য উনি কিনে দেন।'

'গতকাল রাত্তিরে কি হয় ?'

'স্বামীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে রফা হয়।'

'ব্যানার নামে কোন অ্যাটর্নি'কে চেনেন আপনি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হার্টলি এল ব্যানার ?' বিরক্তস্বরে বলল অ্যাডেল। 'সে আমার স্বামীর অ্যাটর্নি'। বলতে গেলে ওর জন্যই আমাদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। সেই জন্যই আমি আলাদা বাড়ি নিয়েছি। আর আমার স্বামীই সব খরচ দিচ্ছেন। আমরা একমত হয়েই বিবাহবিচ্ছেদ করছি।'

'ব্যানারের সঙ্গে আমার আজ কথা হয়েছে', ম্যাসন বললেন।'

'কি ?'

'হ্যাঁ, সে আমাকে জানায় আপনি তাকে ফোন করে বলেছেন আপনি আমাকে অ্যাটর্নি' হিসেবে চাইছেন সম্পত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারে।'

'একথা সে কোন অধিকারে বলল ? আমি তাকে কোন কথা বলিনি। আমার কোন আইনজ্ঞ চাই না, আমরা একমত হয়েই কাজ করছি।'

'ব্যানার বলেছে সম্পত্তির ব্যাপারে কথা বলতে তাকে অধিকার দেয়া হয়', ম্যাসন বললেন।

'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না……গারভিন কেন তাকে ফোন করে বলেনি যে আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে…', অ্যাডেল বলল। 'সে ক'টার আপনাকে ফোন করে ?'

'প্রায় দুটোর কাছাকাছি।'

'সেকি ? গারভিনের তো তাকে সকালেই ফোন করার কথা ছিল।'

'সে কথা রাখেনি মনে হচ্ছে।'

'এরকম তো হবার কথা নয়। গারভিন কথার খেলাপ করে না।

'এক্ষেত্রে করেছেন। ফোন করে জেনে নিতে আপত্তি আছে ?'

'ভাল বলেছেন', কথাটা বলে অ্যাডেল ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে বলল 'আমি লস এঞ্জেলসে এই নম্বরে গারভিন এস হেস্টিংসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। মিসেস হেস্টিংস বলছি।' অ্যাডেল ওর ফোনের নম্বর জানিয়ে দিল এরপর।

'আপনার স্বামীর কোন সেক্রেটারি থাকেন না ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'বাড়িতে থাকে না। সে…' কথাটা বলে রিসিভারে মুখ রাখল অ্যাডেল : ঠিক বলছেন ? ··না না, ঠিক আছে। তাহলে বাতিল করে দিন দয়া করে।'

অ্যাডেল এরপর ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। টেলিফোন অপারেটর জানাল একটা টেপ রেকর্ডার বেজে চলেছে, আমার স্বামী বাড়িতে নেই নিশ্চয়ই।'

'আমিও ওই উত্তরই পেয়েছিলাম', ম্যাসন বললেন।

'আপনি তাকে ফোন করেন ? কখন সেটা ?'

'আজ বিকেলে। এবার দুয়ে আর দুয়ে যোগ করে দেখতে পারি আমরা। আপনি গত রাত্তিরে স্বামীর সঙ্গে ছিলেন ? ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ।'

'বেশ। ব্যানারকে ফোন করার কথা ছিল আপনার স্বামীর আজ সকালে। ব্যানার সে ফোন পাননি। আপনার হাতব্যাগ গতকাল চুরি যায়। দুপুরের কাছে আমার অফিসে সেটা কেউ ফেলে যায়। ব্যাগে একটা ৩৮ ক্যালিবারের বন্দুক ছিল। একজন স্ত্রীলোক তাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে সেজন্য কালো চশমা পরে দুপুরে আমার অফিসে আসে। সে রিসেপশনিস্টকে নিজের পরিচয় দেয় মিসেস হেস্টিংস বলে আর জানায় ভয়ানক বিপদে পড়ে সে আমার সাহায্য চায়। তারপর সে আবার ফিরে আসবে বলে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যায়। কিন্তু আর সে ফেরেনি। সে আপনার হাতব্যাগ ফেলে যায় যার মধ্যে একটা বন্দুক ছিল যা থেকে দুটো গুলি ছোড়া হয়েছিল।'

'আপনার স্বামীর আজ যা করার কথা তা করেননি। তিনি টেলিফোনেও সাড়া দিচ্ছেন না। এবার একটা কথা ভেবে দেখুন, মিসেস হেস্টিংস। ধরুন, কোন স্ত্রীলোক আপনার হাতব্যাগ চুরি করে আপনার স্বামীর বাড়িতে যায় আপনি চলে আসার পরেই, তারপর তাকে দু-দুটো গুলি করে—সম্ভবত আপনার স্বামী মৃত অবস্থায় এই মুহূর্তে সেখানেই পড়ে আছেন। এরকম হয়ে থাকলে আপনার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন।'

অ্যাডেলের চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল। ও বলল, 'ওহ, তাহলে আপনার খেলা হলো এই রকম। যে আমার ব্যাগ চুরি করে তাকে বাঁচানোর জন্য আমার বলির

পাঁঠা করতে চাইছেন ? আপনি তারই লোক।'

'আমাদের রহস্যময় অতিথি, আপনি স্বামীর সঙ্গে দেখা করার আগেই ব্যাগ চুরি করেছিল ?' ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ।

'স্বামীকে সেকথা বলেছিলেন ? আপনার কোন টাকাও ছিলনা ?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। স্বামী আমাকে পাঁচশ ডলার দেন।'

'আপনি লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালিয়েছিলেন অথচ পুলিশে চুরির কথা জানান নি ?'

'না, সেটা আজই করতাম, ব্যাগ চুরির কথাও বলতাম', অ্যাডেল বলল।

'ব্যাগে বন্দুক ছিলো সে কথাও ?'

'কক্ষণও না। আমি জানতাম না ব্যাগে বন্দুক ছিল।

ম্যাসন বললেন, 'আমরা একটা চার্টার্ড প্লেনে এসেছি, এখনই লস এঞ্জেলসে ফিরব। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে জানতে চেয়েছিলাম আমি। আমার ভয় ছিল আপনি বিপদে পড়তে পারেন। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে চলুন আর বাড়ি গিয়ে নিজে ব্যাপারটা দেখুন। আপনার স্বামীর কোন সেক্রেটারি আছে যে দিনের বেলা আসে ?

'না ডেকে পাঠালে নয়। তার অফিস আছে সেখানেই সে থাকে।'

'আপনার স্বামীর আজ কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ?'

'এটা জানার জন্য সিমলি বিসনকে ফোন করতে পারি', অ্যাডেল জানাল। 'সে আমার স্বামীর অফিস ম্যানেজার, আর তার খুবই ঘনিষ্ঠ।'

'ব্যানারের চেয়েও ঘনিষ্ঠ ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ওহ ব্যানার', তিক্তস্বরে বলল অ্যাডেল, 'সে শুধু একজন আইনজ্ঞ সব ব্যাপারে মাথা গলায়। গারভিন ওকে চিনলে ভাল করত, সে তাকে প্রায় সম্মোহিত করে রেখেছে। ব্যানার সিমলিকে সম্মোহিত করতে পারেনি—ব্যানারকে ওই ঠিক চিনেছে, এক সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, মতলববাজ, প্যাঁচালো মানুষ সে। ব্যানার আমার স্বামীর আইনঘটিত কাজ ছাড়া সব ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়…আমি সিমলি বিসনকে ফোন করছি।'

অ্যাডেল ফোন তুলে ডায়াল করতে চাইল।

'ওর বাড়ির নম্বর আপনি জানেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই জানি…ওহ, অত সন্দেহ করবেন না, মিঃ ম্যাসন। আপনারা অ্যাটর্নি'রা সবাই এক রকম। বিয়ের আগে আমি স্বামীর সেক্রেটারী ছিলাম তাই বহুবার সিমলিকে ফোন করেছি… ।'

'কে ? সিমলি ?' অ্যাডেল আবার বলল। 'অ্যাডেল হেস্টিংস বলছি…হ্যাঁ,

ভালই আছি আমি…হ্যাঁ, গতকাল লস এঞ্জেলসে গিয়েছিলাম…একটু আগেই ফিরেছি …গারভিনকে ফোন করলাম কিন্তু কেউ ধরছে না…ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। দেখা হলে জানিও আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিরক্ত করলাম বলে মাফ চাইছি।'

'ব্যাপারটা একটু গোপনীয়ও বটে আবার নাও বটে। ওর আজ সকালে বারটলি ব্যানারকে ফোন করে জানানোর কথা ছিল যে আমাদের একটা মিমাংসা হয়ে গেছে, অথচ সে জানায়নি। ব্যানার ওকে চাপ দিয়ে ওর উপর গারভিনকে নির্ভর করতে বাধ্য করছে। আমার ধারণা ব্যানার এ ব্যাপারে না থাকলেই সব ভাল হতো। ধন্যবাদ, তাহলে বিদায়।'

অ্যাডেল রিসিভার রেখে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

'আমার স্বামী সারাদিন অফিসে যাননি…ব্যাপারটা কখনও এমন হয়নি। অনেক জরুরী কাজ ছিল। তবে আগামীকাল দশটায় একটা জরুরী দেখা সাক্ষাতের কথা আছে তাই সে নিশ্চয়ই যাবে।'

'অবশ্য যদি কথা রাখতে পারেন', ম্যাসন বললেন।

'মিঃ ম্যাসন, আপনার উকিলি মন বড় প্যাঁচালো। সব সময় আপনারা খারাপটাই ভেবে নেন। আপনার মনে একটা কথাই গেঁথে আছে, আমার স্বামী আমার বন্দুকের গুলিতে মরে পরে আছেন।'

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন। 'এখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।'

'আপনি একদম ব্যানারের মত কথা বলছেন। নিশ্চয়ই গারভিন কোন কাজে আটকে গেছে', অ্যাডেল বলল।

'তাই ফোনও ধরছেন না ?'

'হ্যাঁ, এটা একটা কথা বটে।'

'আমার মতে আপনি আমার সঙ্গে গিয়ে দেখুন সব ঠিক আছে কিনা', ম্যাসন বললেন।

'আর যদি ঠিক না থাকে ?'

'তাহলে পুলিশে জানাবেন।'

'আর ফেঁসে যাই আর কি। আমি পুলিশকে বলব আমি লাস ভেগাস থেকে চলে আসি আর তারপরেই আমার স্বামী খুন হন। বাঃ!'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব', ম্যাসন বললেন। 'কোন কিছু ঘটে থাকলে আমিই পুলিশকে জানাব আর দায়িত্ব নেব।'

'আর কিছু হয়ে না থাকলে ? আমার স্বামী প্রচণ্ড ক্ষেপে যাবেন আর আমার সম্পত্তি নিয়ে একমতের ব্যাপার একদম নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তাহলে আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না ?' ম্যাসন বললেন।

'না। আর আশা করব এ ব্যাপারে আপনি আর মাথা গলাবেন না, বুঝেছেন?'
'বুঝেছি', ম্যাসন বললেন।

□ চার □

ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট এয়ারপোর্টে পেঁছিলে প্লেনের পাইলট ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে এল।

'আশ্চর্য কাণ্ড, আপনারা এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন ভাবতেই পারিনি', সে বলে উঠল। 'সব টাকাকড়ি জুয়া খেলে খুইয়েছেন?'

'শেষ সেণ্ট পর্যন্ত', হেসে বললেন ম্যাসন।

সকলে প্লেনের কাছে গিয়ে উঠে পড়লেন। প্লেনের ইঞ্জিনও গর্জন করে উঠল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসতে লাগল লাস ভেগাসের উজ্জ্বল আলো।

ডেলা সেই আলো লক্ষ্য করে বলল, 'বাজি রাখতে পারি এই সব আলোর খরচ আসে অন্য সব রাজ্য থেকেই। নেভাদার আয়ের সবটাই আসে জুয়া খেলার কর থেকে।'

'কথাটা মন্দ বলেননি', পাইলট বলল। এখানকার চেম্বার অফ কমার্স তাই মাঝে মাঝেই চাটার্ড প্লেনগুলো সম্পর্কে খোঁজ খবর করেন।'

'খোঁজখবর করেন, মানে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'নিয়মমাফিক কাজ আর কি—এই আমরা দিনে কতবার প্লেন নিয়ে আসি, কত টাকা আয় হয়, এই সব।'

'তারা যাত্রীদের নাম জানতে চান?' ম্যাসস বললেন।

'হ্যাঁ, যেমন ব্যাক্তিগত ভাবে কিনা বা কোন প্রতিষ্ঠানের তরফে। তবে আমার মনে হয় এই নাম জিজ্ঞাসা করা বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার', পাইলট বলল। আমি ওদের বলেছি যাত্রীদের নাম বলা আমার নীতিবিরোধী।'

ম্যাসন বললেন, 'এটা চেম্বার অফ কমার্সের কাজ? ক'জন লোক ছিল?'

'হ্যাঁ, আর পুরুষ নয়, একজন মেয়ে। দেখতে মন্দ নয়।'

'তার আরও একটু বর্ণনা দিতে পারবেন?'

পাইলট তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল, 'কেন, কোন গোলমাল হয়েছে?'

'তা জানিনা', ম্যাসন বললেন, 'তবে ওর বর্ণনা জানতে চাই।'

'প্রায় উনত্রিশ ত্রিশ বছর বয়স হবে, বেশ সুন্দর চেহারা, তেমন লম্বা নয়। নীলচে একটু ধূসর চোখ। বাদামী কটা চুল।'

'সে যে চেম্বার অফ কমার্সের কেউ একথা কিভাবে জানলেন? সে কার্ড

দেখিয়েছে ?'

'কার্ড' দেখায়নি, তবে নিজেই বলেছে চেম্বার অফ কমার্স থেকে আসছে। সমস্ত চার্টার্ড প্লেন নিয়েই গবেষণা চলছে।'

ম্যাসন এবার ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন। সে পাইলটের দেয়া বর্ণনা নোট বইতে লিখে নিচ্ছিল। ম্যাসন বললেন, 'ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগছে।'

একটু পরেই প্লেন লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টে নামতে ম্যাসন আর ডেলা নেমে আসার পর ম্যাসন ড্রেককে ফোন করলেন।

'বেশ তাড়াতাড়ি ফিরেছ। আমি তো রাত দুটোর আগে তোমাদের আশা করিনি', পল ড্রেক বলল।

'কাজ এগোচ্ছে', ম্যাসন বললেন। 'ওদিকের খবর কি ?'

ড্রেক বলল, 'মেলিনা ফিনচ, ৬২৫ সাইপ্রেস অ্যাভিনিউ, বয়স আঠাশ, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, চমৎকার চেহারা। লাস ভেগাসে একটা উপহারের দোকান চালায়। অন্য কোন আয়ের উৎসও আছে। তার পূর্বতন স্বামী একজন প্রাচ্য দেশীয় কোটিপতি।'

ম্যাসন বললেন, 'আর সেই নেভাদার গাড়ির মালিক ?'

'তার মালিক হলো হার্লে মিঃ ড্রেক্সেল, ২৯১ সেন্টার স্ট্রীট, কারসন সিটি। একজন কণ্ট্রাক্টর, বয়স পঞ্চান্ন। বাড়িঘর তৈরী করে আর বেচাকেনাও করে।'

'আপাতত এতেই চলবে', ম্যাসন বললেন। 'কাল দেখা হবে পল।'

তিনি এবার ডেলার দিকে তাকালেন, 'চল, ডেলা এবার পেটে কিছু চালান দেয়া দরকার।

☐ পাঁচ ☐

ম্যাসন দশটায় অফিসে ঢুকে চিন্তিতভাবে ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন। 'ডেলা, অর্ধেক রাত কাজ করার পর আরও একটু ঘুমোলে না কেন ?'

হাসল ডেলা। 'পারলাম না। সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হলো অফিসে তের কাজ পরে আছে। তাই স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরেই চলে এলাম।'

তখনই ফোন বেজে উঠল। ডেলা রিসিভার তুলে বলল, 'কি হলো, গার্টি ?' তারপর একটু পরে ম্যাসনের দিকে তাকাল, 'আপনার সেই এই আছে এই নেই মক্কেল ফোন করে জানতে চাইছে সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না।'

'মানে, অ্যাডেল হেস্টিংসের কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে কথা বলতে দাও', ম্যাসন বললেন।

গার্টি ফোনে লাইন দিতেই ম্যাসন শ্নতে পেলেন, 'মিঃ ম্যাসন, আমি অ্যাডেলা হেস্টিংস বলছি। এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ভীষণ জর্রী।

'আপনি লস এঞ্জেলসে?'

'হ্যাঁ।'

'এলেন কি করে?'

'গতরাতে ঘ্মোতে পারিনি। যত ভাবছিলাম ততই মনে হচ্ছিল আপনার কথাই বোধহয় ঠিক। তাই কোন কিছ্র আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কি ঘটার আগে?' ম্যাসন বললেন।

'যে কোন কিছ্।'

'কি বলতে চাইছেন?'

'গারভিন যদি আজ সকালের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না রাখে, তাহলে...তাহলে সিমলি বিসন...তার মানে যা কিছ্ হয়ে থাকতে পারে।'

'সে হয়তো এই ম্হ্তে' তার কথা রাখতে ব্যস্ত', ম্যাসন বললেন।

'প্রশ্ন সেটাই', অ্যাডেল বলল। 'দ্-তিন মিনিট আগে পর্যন্ত সে আসেনি।

'হ্যাঁ, তাহলে বেশ খারাপ ব্যাপার', ম্যাসন বললেন। 'শ্ন্ন, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?'

'আপনার অফিসের কাছে পার্কিং-এর জায়গা থেকে।'

'বেশ এবার কি করতে হবে বলছি শ্ন্ন', ম্যাসন বললেন। 'সোজা আমার অফিসে চলে আস্ন। কিন্তু সামনের দরজা দিয়ে ঢ্কবেন না। কথাটা ভাল করে মনে রাখবেন কোনক্রমেই ভুল করবেন না। পিছনের দিকে যে দরজার গায়ে 'পেরি ম্যাসন--ব্যক্তিগত' লেখা সেখানে এসে টোকা দেবেন আর ডেলা স্ট্রিট দরজা খ্লে দেবে।'

'রিসেপশান র্ম দিয়ে ঢ্কব না?'

'কখনও না', ম্যাসন বললেন।

'আমি এখনই আসছি।'

রিসিভার রেখে ম্যাসন ডেলাকে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। অ্যাডেলা হেস্টিংসের ব্যাগ চুরি যাওয়ার কথা হয়তো সত্যিই হবে।'

'আর?'

'আর এও সত্যি হতে পারে অ্যাডেলাই আমার অফিসে এসে ব্যাগ ফেলে যেতে পারে। সবটাই সাজানো।'

'আপনি মনস্থির করতে পারছেন না তাই জোরে জোরে কথাগ্লো বলছেন যাতে কথাগ্লো আমার কানে ধাক্কা খেয়ে আবার আপনার কানেই পে'ছিয়', ডেলা বলল।

ম্যাসন কথাগ্লো যেন না শ্নেই বললেন, 'শিগগির পল ড্রেককে ফোনে

ডাকো। অ্যাডেল হেস্টিংস আসার আগেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ডেলা দ্রুত হাতে ডায়াল করে রিসিভার এগিয়ে ধরল, 'এই নিন. কথা বলুন।'

ম্যাসন বললেন, 'পল, অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ এখনই করতে হবে।'

'তোমার কাজ সব সময়েই জরুরী', পল ড্রেক বলল।

'ঠাট্টা রাখ, পল। আমি চাই এখনই সাত-আটজন মেয়েকে জোগার করবে, বয়স আন্দাজ সাতাশ আঠাশ হওয়া চাই', ম্যাসন বললেন। 'সকলেরই বেশ ভাল চেহারা হতে হবে। আমি আরও চাই তারা প্রত্যেকে বেশ ভারি কালো চশমা পরে থাকবে। বেশ গাঢ় রঙ চশমা হওয়া চাই।'

'কখন দরকার?'

'এখনই, এই মুহূর্তে'। খরচ নিয়ে ভেবোনা', ম্যাসন বললেন। 'তোমার রিসেপশনিষ্টকে বললেই বোধহয় ব্যবস্থা করতে পারবে। পার্কিং-এর জায়গায় যারা গাড়ি রেখেছে এরকম কিছু তরুণীকেও ধরতে পারো। তাদের বলবে ঘণ্টাখানেক সময় দিলে তারা বিশ ডলার আয় করতে পারে।'

'এক ঘণ্টায় বিশ ডলার?' ড্রেক বলল।

'দরকার হলে পঞ্চাশ ডলার। আমি কাজ চাই', ম্যাসন বললেন।

'চমৎকার, এই কাজে নামলাম বলে', পল ড্রেক বলল। 'চশমার কাঁচ গাঢ় হতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ। ওদের তৈরী থাকতে বলবে। ডেলা তোমার অফিসে ফোন করে শুধু বলবে, 'পল, ডেলা বলছি', কথাটা শোনা মাত্র তুমি ওই মেয়েদের বারান্দায় ঠেলে দিয়ে আমার রিসেপশন রুমের দিকে পাঠাবে। আমি যতক্ষণ না অফিস থেকে ওই রকমই একটি মেয়ের সঙ্গে বাইরে আসব ততক্ষণ ওরা যেন অপেক্ষায় থাকে। ওর চোখেও গাঢ় রঙের চশমা থাকবে। আমরা সকলে একসঙ্গে হাঁটব। বুঝেছ?'

'বুঝেছি', ড্রেক বলল।

ম্যাসন রিসিভার নামিয়ে রাখতে ডেলা বলল, 'অ্যাটর্নি'র অফিসের একই তলায় কোন গোয়েন্দার অফিস থাকলে ঝামেলা এই, কি বলুন, চিফ?'

ম্যাসন চিন্তিত ভাবে সায় দিলেন।

'আপনি এক ধরণের লাইনে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করতে চাইছেন?' ডেলা বলল।

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'তুমি গার্টি'কে ভালই চেনো। আমি যদি অ্যাডেল হেস্টিংসকে অফিসে কালো চশমা পরা অবস্থায় এনে বলি', গার্টি', একে আগে কখনও দেখেছ?' তাহলে ও বলবে, 'ওহ হ্যাঁ। উনিই তো গতকাল অফিসে ব্যাগ ফেলে গিয়েছিলেন—মিসেস হেস্টিংস। মানুষের স্বভাব এই রকমই। গার্টি'র শুধু মনে আছে বছর সাতাশ আঠাশের একটি মেয়ে এসেছিল, তার চোখে কালো

চশমা, আর হাতে ব্যাগ ছিল।

'এখন এ অবস্থায় গার্ডি যদি ওকে এইভাবে সনাক্ত করে বসে তাহলে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাব।'

'কি ঘটেছে বলে ভাবছেন আপনি?' ডেলা জানতে চাইল।

'কেউ যদি অ্যাডেল হেস্টিংসের ব্যাগ চুরি করে থাকে আর ব্যাগের ওই রিভলবার থেকে দুটো গুলি করে থাকে তাহলে যেকোন কিছুই ঘটে থাকতে পারে। আরার অ্যাডেলই যদি গুলি করে থাকে আর এত কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে সে আমাকেও এর মধ্যে জড়িয়ে রাখতে পারে। এতে এও ঠিক হবে কিছু একটা ঘটেছে। যে—।'

ম্যাসন তার প্রাইভেট অফিসের দরজায় টোকা শুনে থমকে গেলেন। তিনি ডেলাকে ইঙ্গিত করতে সে দরজা খুলল।

'সুপ্রভাত মিসেস হেস্টিংস', ম্যাসন বললেন। 'মনে হচ্ছে খুব সকাল সকাল উঠে গাড়ি চালিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

'আপনার কালো চশমা কোথায় গেল?'

'রক্ষা করুন। শুধু মরুভূমির এলাকায় আমি ওটা পরি, লাস ভেগাসেও পরি।'

'কিন্তু আপনার চশমা আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। চোখের জন্য এটাতো লাগেই।'

'কোথায় রাখেন চশমাটা?'

'আমার হাতব্যাগে।'

'আপনাকে যে ব্যাগটা দিয়েছিলাম তাতে ওটা ছিল?'

'না।'

'তাহলে সেটা আর কেউ পড়েছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখন কোন চশমা এনেছেন?'

'হ্যাঁ, পথে একখানা কিনেছি, একটা ড্রাগ ষ্টোর থেকে।'

'আপনার সেই চশমাটা একবার দেখি', ম্যাসন বললেন।

অ্যাডেল ব্যাগ খুলে একটা চামড়ার খাপ থেকে চশমাটা বের করে দিল।

'আপনার খাপটা পুরনো কিন্তু চশমা বেশ খাপ খেয়ে গেছে', ম্যাসন বললেন।

'আমি বিশেষ ধরণের রঙীন চশমাই কিনি।'

'যে ড্রাগ ষ্টোর থেকে এটা কেনেন সেই দোকানী আপনাকে দেখলে চিনতে পারবে?'

'আমার সন্দেহ আছে। আমি চশমাটা তুলে নিয়ে টাকা মিটিয়ে দিই। কেরাণীটি খুই ব্যস্ত ছিল, সে আমাকে লক্ষ্য করেনি।'

'ঠিক আছে। ড্রাগ ষ্টোরটা আবার চিনতে পারবেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

অ্যাডেল ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'বুঝতে পারছি না। তবে—তবে মনে হয় পারতে পারি।'

'এই চশমা কেনার টাকা কোথায় পেলেন?'

'আমি আপনাকে বলেছি আমার স্বামী আমাকে পাঁচশো ডলার দিয়েছিলেন। আমার ব্যাগ চুরি গেছে বলেছিলাম। ও বলে আমার ব্যাগ নিশ্চয়ই যে চুরি করেছে সে ফেরত দেবে, তবে টাকা আর পাব না। আজকাল চোরেরা বড় হৃদয়বান, তারা কোন লাইসেন্স ইত্যাদি কাছে রাখতে চায় না।'

'বেশ এবার বলুন আপনার কাহিনী। শোনা যাক। হঠাৎ ছুটে এলেন কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

অ্যাডেল বলল, 'এর জন্য আপনিই দায়ী। গতকাল রাত্রিরে আপনি যা বলেছিলেন সেকথা শোনার পর কিছু একটা ঘটেছে ভেবেই মনটা অশান্ত হয়েছিল।'

'আপনার ওই কালো চশমাটা একবার পড়তে আপত্তি আছে?' ম্যাসন বললেন।

অ্যাডেল সেটা তুলে চোখে দিল।

ম্যাসন ভাল করে ওকে দেখে বললেন, 'খুব বড় কাচ।'

'সবচেয়ে বড়', অ্যাডেল বলল। 'আলোর ঝলকানির জন্যই এরকম দরকার, বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় মরুভূমির রাস্তায়। এগুলো হলো উইলিকেনস্ কাঁচ, নম্বর ২৮ এক্স। দশ ডলার করে দাম।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'তাহলে আপনি আজ সকালে সিমলি বিসনকে ফোন করেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে ফোন করার আগে। বিসন খুবই চিন্তায় পড়েছে। ও বলেছে দু তিনবার ফোন করেও সাড়া পায়নি ও। গারভিন কখনও দশটার বেশী দেরী করে না, বরং পনেরো মিনিট আগেই সে আসে।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়েছে?'

'না। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর দেখা করার কথা তিনি অপেক্ষা করছিলেন। বিসন জানিয়েছে দশ মিনিটের মধ্যে গারভিন না এলে ও বাড়িতে গিয়ে দেখবে ব্যাপার কি।'

'ওর কাছে বাড়ির চাবি আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, চাবি পেয়ে যাবে। আমার স্বামী অফিসে একটা চাবি রাখেন যাতে তিনি না থাকলে কোন প্রয়োজনে কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারে', অ্যাডেল জানাল।

ম্যাসন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানতে পারব কি ঘটে থাকতে পারে। আপনার স্বামীকে কেউ ডেকে পাঠিয়ে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই কোন নোট রেখে গিয়ে থাকবেন আর—।

বাধা দিল অ্যাডেল। 'আমার স্বামী সেভাবে কোথাও গেলে অফিসে জানাতেন।

'আমার ভয় হচ্ছে হয় তিনি অসুস্থ না হয়—।'

'না হয় ?'

'না হয় আপনি কাল যা ভয় করছিলেন তাই ঘটেছে।'

ম্যাসন ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ডেলাকে বললেন, 'পল ড্রেককে একবার ফোন কর।'

ডেলা রিসিভার এগিয়ে দিতে ম্যাসন ধরলেন।

'হ্যাল্লো পল, কাজ কতদূর এগোল ?'

'দুজন মেয়েকে পেয়েছি, একজন আমার রিসেপশনিষ্টের বান্ধবী। অন্যজন তিনতলার এক অফিস থেকে। বাকি দুজনকে এখনই পাব।

'ঠিক আছে, পল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা কর। সময় মতোই ডেলা তোমাকে ফোন করবে।'

'ব্যাপারটা কি আমি জানলে ভাল হতো', ড্রেক বলল।

'আমার মনে হয় তোমার না জানাই ভাল। পরে সব বলব', ম্যাসন ফোন ছেড়ে দিলেন।

'এসব কি আমার ব্যাপারেই ?' অ্যাডেল হেস্টিংস প্রশ্ন করল।

'কোন ব্যাপার ?' ম্যাসন চিন্তিত স্বরে বললেন।

একটু বিহ্বল হয়ে তাকাল অ্যাডেল। 'মানে—আমি—আমি আপনার সময়ের দাম দিতে চাই, মিঃ ম্যাসন। আমি আপনার ক্ষতিপূরণ করব।'

ম্যাসন ডেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হোমিসাইড দপ্তরের লেঃ ট্র্যাগকে ধরতে পারো কিনা দেখো। আমি তার সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ডেলা স্ট্রিট ডায়াল করে ম্যাসনের হাতে রিসিভার তুলে দিল, 'কথা বলুন, চিফ।'

ম্যাসন ফোন ধরতে ওপাশ থেকে লেঃ ট্র্যাগের শুষ্ক, দক্ষভঙ্গীর কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'হ্যাল্লো পেরি। আরও একটা লাশ আবিষ্কার করোনি আশা করি।'

'তাতে অবাক হবে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না।'

'কি পেয়েছি আমি নিজেই জানি না', ম্যাসন বললেন। 'এমন একটা ব্যাপার যার জন্য একটু চিন্তায় আছি।'

'চমৎকার', ট্র্যাগ বললেন। 'তোমার কোন কিছু নিয়ে চিন্তা মানে আমারও চিন্তা। তা এবার গোলমাল কি নিয়ে ?'

'আমার এক মক্কেল নেভাদায় লাস ভেগাসে থাকে, সে ক'দিন আগে তার হাত-ব্যাগ হারিয়েছিল। মেয়েরা যেমন ব্যবহার করে সেই রকম বড় ব্যাগ, যাতে পার্স, লিপষ্টিক, সিগারেট ইত্যাদি বহন করা যায়।

'বলে যাও', ট্র্যাগ বললেন।

'ওই মহিলার নাম অ্যাডেল স্টার্লিং হেস্টিংস, গারভিন এস হেস্টিংসের স্ত্রী। বর্তমানে মিসেস হেস্টিংস স্বামীর সঙ্গে আলাদা হয়ে নেভাদায় বাস করছেন।'

'আসল কথায় এস, ম্যাসন।'

'গতকাল দুপুরে আমি যখন লাঞ্চে ছিলাম, ডেলাও তাই, একজন স্ত্রীলোক তখন কালো চশমা চোখে দিয়ে আমার অফিসে এসে বলে তার নাম মিসেস হেস্টিংস আর সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করবে। একটু পরে সে বলে সে একটু ঘুরে আসছে। এরপর সে আর ফিরে আসেনি।

'বিকেলের দিকে আমরা আবিষ্কার করি অফিসে মেয়েদের একটা ব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগটা পরীক্ষা করে আমরা তার মধ্যে ক্রেডিট কার্ড, গাড়ির লাইসেন্স, পার্স ইত্যাদি পাই, মালিকের নামও তাতে জানতে পারি।'

'আর পার্সটা মিসেস হেস্টিংসের ?

'ঠিক।'

'তাহলে সেটা তাকে ফিরেয়ে দাও, মিটে গেল', ট্র্যাগ বললেন। ওহ্ না, পেরি, এক মিনিট দাঁড়াও। তুমি বোধহয় কিছু আড়াল করেছ। ব্যাগের মধ্যে কোন বন্দুক থাকার সম্ভাবনা ছিল ?'

'ছিল।'

'ওটা বহন করার জন্য অনুমতিপত্রও ছিল ?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'না। মিসেস হেস্টিংস বন্দুক বয়ে বেড়ান না। শেষবার তিনি যখন দেখেন তখন ওটা ছিল ওর শোবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে অবশ্যই।'

'এক মিনিট দাঁড়াও', ট্র্যাগ বললেন। 'বন্দুক থেকে কোন গুলি ছোঁড়া হয় ?'

'দুবার।'

'ঠিক আছে', ট্র্যাগ বললেন, 'এবার আসল কথাটা শুনি, পেরি। বন্দুকের সঙ্গে যুক্ত লাশটা কোথায় ?'

'এরকম কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। তবু স্বাভাবিকভাবেই আমি চিন্তিত।'

'হওয়া উচিত। মিসেস হেস্টিংসকে কোথায় পেতে পারি ? লাস ভেগাসে তার ঠিকানা কি ?'

'৮২১ নর্থওয়েস্ট ফার্মটন অ্যাভিনিউ, তবে কথা হলো তিনি এই মুহূর্তে আমারই অফিসে আছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আর ওর ধারণা কিছু একটা করা দরকার। আমার মনে হলো তোমাকে জানানো উচিত বিশেষত যদি সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যাপার দেখতে চাও বা—।'

ট্র্যাগের কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা লেটুস পাতার মতই। 'ঠিক আছে ম্যাসন, 'উনি বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার বিষয়ে কি বলছেন ?'

'উনি কিছুই জানেন না', ম্যাসন বললেন। 'ওর হাতব্যাগ আর চাবি চুরি যায় তারপর বন্দুকটাও। তাছাড়া আমার অফিসে যে এসেছিল সে উনি নন। যে অন্য একজন মেয়ে ও'র নাম বলেছিল।'

ট্র্যাগ বললেন, 'লাস ভেগাস পুলিশে ফোন করে জানছ না কেন কোন মানুষের শরীরে গুলি বেঁধার ব্যাপার ঘটেছে কিনা। লাশটা সম্ভবতঃ লাস ভেগাসেই আছে।'

'আমার চিন্তাও তাই', পেরি ম্যাসন বললেন। 'তবে আমার মনে হলো তোমাকে কথাটা জানান দরকার কারণ বহুবার অভিযোগ করেছ যে আমি সত্য গোপন করেছি আর তাতে তোমার তদন্তে অসুবিধা হয়েছে।'

'সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ', ট্র্যাগ মন্তব্য করলো।

'সেটা আমার জানা।'

'আর সেই জন্য আমাকে তোমার অফিসে ডাকছ? তুমি নিজের পোশাক সাফ রাখতে চাইছ?'

'আমার মনে হলো তোমার জানা উচিত।' তাই লাস ভেগাস পুলিশের আগে তোমাকে জানালাম।

'ঠিক আছে তোমার জানানো হলো। কথাটা মনে রাখব। খবরের জন্য ধন্যবাদ ম্যাসন, বিদায়।'

ম্যাসন রিসিভার রেখে অ্যাডেল হেস্টিংসের দিকে তাকালেন। 'ট্র্যাগ সম্ভবতঃ কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে ছুটে আসবে গাড়ি যত তাড়াতাড়ি তাকে পেঁছে দিতে পারে। আপনাকে তারপরেই বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আপনি যদি সব কথা সত্য গোপন না করে আমাকে বলে থাকেন তাহলে ট্র্যাগের প্রশ্নেরও জবাব দেবেন। আমাকে যদি সত্যি কথা না বলে থাকেন তাহলে তাকে বলবেন আপনি কোন বক্তব্য রাখবেন না। যাইহোক কোনভাবেই ট্রাগকে মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না।'

'বুঝেছি।'

'গতকাল আমার অফিসে যে আসে আপনি সেই মহিলা নন?'

'না।'

'আপনার ব্যাগ আমার অফিসে আপনি ফেলে যাননি?'

'না।'

'বন্দুক থেকে আপনি গুলি ছোঁড়েন নি?'

'না।'

'বন্দুকটা আপনার ফ্ল্যাটের ড্রয়ারে রেখেছিলেন তারপর আর দেখেন নি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে যদি মিথ্যা বলে থাকেন তার পরিণতিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা

ফাঁসিও হতে পারে।'

'আমি মিথ্যা বলছি না।'

ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন, 'পল ড্রেককে ডাকো।'

পল ড্রেক ফোন ধরতে ম্যাসন বললেন, 'কাজ কতদূর, পল ?

'ছজন মেয়ে পেয়েছি। ওরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।'

'ওদের বল আর বেশিক্ষন লাগবে না। বড় কাচের চশমা পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বিদায়। আর মাত্র বিশ মিনিট ধৈর্য ধর।'

ম্যাসন রিসিভার রেখে অ্যাডেলের দিকে তাকালেন। 'আপনার কালো চশমা তৈরী রাখুন। লেঃ ট্রাগ এলে আমায় মন্তব্যে বিশেষ কান দেবেন না।'

'আপনি কিভাবে জানলেন ওই অফিসার এখনই আসবেন ? আপনার কথাবার্তায় তো সেরকম মনে হলো না ?' অ্যাডেল বলল।

ম্যাসন উত্তর দিলেন, 'আমি দুটো দুই আর দুই আলাদা ভাবে যোগ করে চার আর চার পেয়েছি—যার মোট যোগফল আট।'

একটু থামলেন ম্যাসন।

তিনি এবার বললেন, 'আপনি কি সিমলি বিসনকে বলেছেন এখানে আছেন ?'

'হ্যাঁ। আমি তাকে বলেছি আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছি। জরুরী কোন দরকার থাকলে আমাকে এখানেই সে পাবে।'

'আপনি কি তাকে বলেছিলেন—'

টেলিফোনটা তখনই ঝনঝন করে বেজে উঠতে থমকে গেলেন ম্যাসন।

ডেলা রিসিভার তুলে শুনে বলল, 'একজন মিঃ বিসন অ্যাডেল হেস্টিংসকে ডাকছেন।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনার ফোন মিসেস হেস্টিংস।'

অ্যাডেল ধরে বলল, 'হ্যালো সিমলি, অ্যাডেল বলছি। তুমি·····কি!·····ওহ্ ভগবান। ···না···না···তুমি পুলিশকে জানিয়েছ ? ···আমি—আমি কি বলব··· এ আমার জীবনে দারুণ আঘাত! শোন সিমলি, আমি পরে যোগাযোগ করব—হ্যাঁ, তুমি পুলিশকে জানাতে পারো আমি এখানে আছি, তবে দরকার হলে আমি মিঃ ম্যাসনকে নিয়ে ওখানে যেতে পারি। হ্যাঁ···তাই ভাল। ধন্যবাদ, সিমলি আমাকে জানালে বলে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে অ্যাডেল ম্যাসনের দিকে তাকাল, 'আমার—আমার স্বামীকে কেউ খুন করেছে!'

'খুব অবাক হয়েছেন শুনে ?' ম্যাসন বললেন।

'আমি···আমি···অবচেতন মনে একটু ভয় ছিল, মিঃ ম্যাসন। এ খবর আমাকে

শেষ করে দিয়েছে।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনি খুব বেশী সময় পাবেন না। বিসন কি বলল সব আমায় স্পষ্ট করে বলুন।'

'সে ওখানে গিয়ে বাড়িতে ঢোকে। আমার স্বামী বিছানায় ছিলেন। তাকে মাথায় দুবার গুলি করা হয়েছে। সম্ভবতঃ উনি ঘুমিয়েই ছিলেন…উনি বেশ কিছুক্ষণ মারা গিয়েছিলেন।' কান্নায় ভেঙে পড়ল অ্যাডেল হেস্টিংস।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

ডেলা ফোন ধরে তাকাল, 'হার্টলি ব্যানার ফোন করছেন। ওর সঙ্গে কথা বলবেন?'

'এখনই', ম্যাসন বললেন। তিনি রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাল্লো, ব্যানার, ম্যাসন বলছি। এত সকালে নতুন কিছু হলো?'

'ওই সম্পত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপার', ব্যানার বললেন। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে চাইছিলাম অবস্থাটা কি রকম?'

'আসল কথা হলো', ম্যাসন বললেন, 'মিসেস হেস্টিংস বর্তমানে আমার অফিসেই আছেন। আমি নিজে ঘোড়া কেনাবেচার কাজে তেমন ওস্তাদ নই, ব্যানার তাহলেও জানতে চাই আর কতদূর আপনারা উঠতে পারেন।'

'গতকালই অংকটা জানিয়েছিলাম।'

'শুনুন, ব্যানার। কোন নিষ্পত্তির কাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসার ক্ষেত্রে আমি মনে করিনা ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোন যাবে না।'

এক মুহূর্ত নিরবতা নেমে এল তারপর ব্যানার বললেন, 'বেশ আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব কি?'

'সেটা নির্ভর করে আইনজ্ঞ, প্রস্তাবের উত্থাপনা আর কোন কোন বিষয়ের উপর। যাক সেকথা, এখন আমি জানতে চাই আপনার মক্কেল আর কতদূর উঠতে পারেন। আপনাকে ত্রিশ মিনিট সময় দেব তার মধ্যে হয় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন নয় বাতিল করবেন, তারপরেই আমরা আদালতেই যাব।'

'আমি আমার সবচেয়ে বেশী প্রস্তাব গতকালই দিয়েছি', ব্যানার বললেন। 'এর বেশী কিছু করতে হলে আমাকে আমার মক্কেলের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

'তাহলে মক্কেলকে ডেকে কথা বলুন', ম্যাসন বললেন।

'আপনি অফিসেই থাকছেন?'

'হ্যাঁ।

'তাহলে আপনাকে একটু পরেই ফোন করব', ব্যানার বললেন।

ম্যাসন রিসিভার রেখে ঘড়ি দেখে বললেন, 'তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্র্যাগ এসে পড়বে। মক্কেলের সঙ্গে আলোচনার পরেই ব্যানার ফোন করবে।'

'আপনি তাকে বলেন নি যে তার মক্কেল গারভিন… ?'

'না', ম্যাসন বললেন। 'মিঃ হাণ্টলি এল ব্যানারকে যাচাই করে দেখা যাক তার কাজের ধারা কি রকম।'

আবার সামান্য নিরবতা নেমে আসার পর টেলিফোন বেজে উঠতে ডেলা সেটা ধরল। 'মিঃ ব্যানার', ও বলল।

ম্যাসন ফোন ধরে বললেন, 'বলুন, মিঃ ব্যানার।'

'আমার মক্কেলকে ফোনে ধরেছিলাম, মিঃ ম্যাসন। সব তাকে বুঝিয়ে বলেছি। সে বলল আপনি বেশ লড়াকু আর ঘোড়া কেনাবেচা করেন না। আমি তাকে এও বলেছি সে যদি আর কিছু বাড়াতে পারে ভাল তা না হলে আপনারা আদালতেই যাবেন।'

'তারপর কি হলো ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'মানে, সে যখন দেখল আপনি তার স্ত্রীর হয়ে লড়তে যাচ্ছেন তখন সে ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখে কিছু বিবেচনা করতে রাজী হয়েছে', ব্যানার বললেন।

'কত ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'সে অনেকটাই বাড়িয়েছে', ব্যানার বললেন। 'সত্যি বলতে কি আমি বেশ অবাকই হয়েছি, মিঃ ম্যাসন।

'কত ?'

'একশ হাজার ডলার, প্রতি বছর দশ হাজার ডলার করে দশ বছর, তার সঙ্গে উইলে আরও পঞ্চাশ হাজার ডলারের ব্যবস্থা থাকবে', ব্যানার বললেন। কথাটা শুনে প্রায় গাছ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়েছি তা বলতেই হবে। এত টাকা ভাবতেই পারিনি।

'আপনি নিশ্চিত টাকাটার অঙ্ক ঠিক ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ।'

'আপনি মিঃ হেস্টিংসের সঙ্গে কথা বলেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠবে না তো ?' ম্যাসন বললেন। 'মানে ভবিষ্যতে এমন প্রশ্ন উঠবে না যে আপনি তার গলা চিনতে পারেননি বা আপনি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন ?'

'দেখুন ম্যাসন, আমি একজন নীতিবাদী অ্যাটর্নি', এভাবে আমি কাজ করি না। আমি মিঃ হেস্টিংসের কাজ বেশ কয়েক বছর ধরে করে আসছি। তার গলার স্বর আমি চিনি, আর তার সঙ্গেই আমি কথা বলেছি আর ওটাই তার সর্বোচ্চ প্রস্তাব। এবার বলুন, এটা গ্রহণ করবেন কি করবেন না ?'

ম্যাসন উত্তর দিলেন, 'এই সপ্তাহের সেরা চালাকির জন্য অভিনন্দন, ব্যানার।

'কি বলতে চাইছেন আপনি ?' ব্যানার বলে উঠলেন।

'আপনার মক্কেল গত চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছেন', ম্যাসন বললেন।

ওপাশে নৈঃশব্দ নেমে আসতেই ম্যাসন ফোন ছেড়ে দিলেন।

একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে ডেলার ফোন বেজে উঠল। গার্টির সংকেতে বোঝা গেল একজন পুলিশ অফিসার বাইরের অফিসে ঢুকেছেন আর কোন জানান না দিয়েই ভিতরে যাচ্ছেন।

ম্যাসন অ্যাডেল হেস্টিংসকে বললেন, 'সময় হয়ে গেছে, তৈরী হয়ে নিন।'

ভিতরের অফিসের দরজা আচমকাই এবার খুলে গেল আর লেঃ ট্র্যাগকে দেখা গেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যাচাই করার দৃষ্টিতে সব কিছ জরিপ করতে চাইছেন।

'ধরে নিচ্ছি আপনিই মিসেস গারভিন এস হেস্টিংস', ট্র্যাগ কম্পিত অ্যাডেল হেস্টিংসকে দেখে বললেন।

'আসন গ্রহণ করো, লেফটেনান্ট', ম্যাসন বললেন, 'আর নাটুকে ভাব দেখিয়ে মিসেস হেস্টিংসকে নিজেকে প্রতারণা করতে দেখারও প্রয়োজন নেই। উনি জানেন ওর স্বামী মারা গেছেন। উনি একটু আগেই ওঁর স্বামীর অফিস ম্যানেজারের কাছ থেকে ফোনে সব জেনেছেন। সে জানিয়েছে ওঁর স্বামীকে গুলি করা হয়, আর তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই মৃত। সে একথাও জানিয়েছে পুলিশে জানাচ্ছে সে। মিসেস হেস্টিংসও জানিয়েছেন পুলিশকে বলতে যে তিনি এখানে রয়েছেন।'

'তাহলে তুমি তখনই ওই ব্যাগ চুরির গল্প আমাকে জানাও ?' ট্র্যাগ তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্নটা করে অ্যাডেল আর ম্যাসনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালেন।

'ওই ফোন এসেছিল আমি তোমাকে ব্যাগের কথা জানাবার পর', ম্যাসন বললেন।

'কতক্ষণ পর ?'

'বেশ কয়েক মিনিট।'

'আশা করি সেকথা প্রমাণ করার মত সাক্ষী আছে।'

'অবশ্যই আছে। এবং তোমার ওখানেও টেলিফোনের রেকর্ড রাখা হয় নিশ্চয়ই ?

'খুবই বুদ্ধির কাজ, দারুণ', ট্র্যাগ প্রায় স্বগতোক্তি করলেন। তারপর হঠাৎই অ্যাডেল হেস্টিংসের দিকে চোখ ফেরালেন। 'ঠিক আছে, মিসেস হেস্টিংস, আপনি অতএব জেনেছেন আপনার স্বামী মৃত। আপনি একথাও জানেন তাকে গুলি করা হয়। কথা হলো একথা কি আপনার জানা আছে আপনার ব্যাগের বন্দুক দিয়েই তাকে গুলি করা হয় ?'

'না।'

'তবে তাকে যে খুন করা হয়েছে একথা জানার পর তেমন আশ্চর্য হননি ?'

'আমি···আমি ভেঙে পড়েছিলাম।'

'মিঃ ম্যাসন বলেছেন আপনার ব্যাগ হারিয়েছিলেন আপনি বা সেটা চুরি যায় ?'

'ওটা চুরি গিয়েছিল।'

'কোথায় ?'

'লস এঞ্জেলসে। ওটা আমার গাড়ির সিট থেকে চুরি যায়। গাড়ি রেখে একটু দূরে আমি সিগারেট কিনতে গিয়েছিলাম, মনে হয় ত্রিশ সেকেণ্ডে মতো গাড়ির দিকে আর তাকাইনি। ওর মধ্যেই ব্যাগটা চুরি যায়।'

'আপনি নিশ্চিত যে তখনই চুরি হয় ?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'ওই সময় ছাড়া হতে পারে না।'

'ব্যাগটা নেই কখন টের পেলেন ?'

'এখানে আমাদের বাড়ি পেঁছনোর আগে নয়। চাবিটা খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার পার্স, হাতব্যাগ আর টাকা সবই গেছে। ঘণ্টা বাজানোর পর আমার স্বামী আমায় ঢুকতে দেন।'

'ব্যাগে আর কি কি ছিল ?'

'অনেক কিছুই, মেয়েরা সাধারণত যা রাখে। চাবি, পরিচয় পত্র, ক্রেডিট কার্ড, লিপস্টিক, সিগারেট—।'

'যতদূর জানি আপনার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল', ট্র্যাগ তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন।

'ব্যাগে আমি সাধারণত যা নিই তাই বললাম।'

ট্র্যাগ দ্রুত ম্যাসনের দিকে ফিরলেন, 'অফিসে ব্যাগটা পেয়ে কি আছে সেটা যাচাই করেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'সিগারেটের ব্যাপারটা কি -'

'ব্যাগের মধ্যে একটা প্যাকেটে অর্ধেকটা ভর্তি সিগারেট ছিল', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ অ্যাডেল হেস্টিংসের দিকে দ্রুত ঘুরে বললেন, 'আপনার সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ার গল্প একেবারে বানানো এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।'

'এরকম কিছুই হচ্ছে না', ম্যাসন বললেন। 'যে কোন চোরই অতি সহজে ব্যাগে সিগারেট ঢুকিয়ে রাখতে পারে।'

'তাহলে তোমার থিওরি হলো চোর এখানে এসেছিল ?'

ম্যাসন উত্তরে বললেন, 'আমার থিওরি সেটাই এবং মিসেস হেস্টিংস এই অফিসে ছিলেন না।'

'ওঁর সঙ্গে প্রথম কখন কথা বলেছিলে ?'

'গতরাত্তিরে।'

'কোথায় ?'

'লাস ভেগাসে, নেভাদায়।'

'ব্যাগটায় তোমার আগ্রহ জেগে ওঠে কি বল ?'

'ওর মধ্যে মোটা রকম টাকা ছিল', ম্যাসন বললেন।

'কত টাকা ?' ট্র্যাগ জানতে চাইলেন।

'তিন হাজার একশ সতেরো ডলার, তেতাল্লিশ সেন্ট।'

'আপনি এখানে কখন আসেন ?' ট্র্যাগ অ্যাডেলকে প্রশ্ন করলেন।

'আমি এখানে আসিনি', ও বললো।

ট্র্যাগ ম্যাসনকে বললেন, 'তুমি লাঞ্চে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ এবার ডেলার দিকে তাকালেন। 'তোমার ব্যাপার কি, ডেলা ?'

'আমিও লাঞ্চে যাই', ডেলা বলল।

'রিসেপশান ডেস্কে কে ছিল ? গার্টি ?'

'হ্যাঁ।'

'গার্টির বক্তব্য কি ?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'যে স্ত্রীলোকটি আসে গার্টি তার বর্ণনা দিয়েছে, তবে তা সাধারণ বর্ণনা। গার্টি বই পড়ছিল। কেউ এলে সে নাম জেনে নিয়ে ডেলাকে জানায়। এক্ষেত্রে ডেলা না থাকায় সে শুধু নামটাই জানতে চায়।'

'কোন নাম বলা হয়েছিল ?'

'মিসেস হেস্টিংস।'

'তাহলে গার্টিকে এখানে ডেকে পাঠাও', ট্র্যাগ বললেন। 'আমি গার্টির সঙ্গে নিজেই কথা বলবো।'

'এক মিনিট দাঁড়াও', ম্যাসন বলে উঠলেন। 'গার্টি অ্যাডেল হেস্টিংসকে দেখেনি। মিসেস হেস্টিংস আমার ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে এসেছেন।'

'তাহলে তো ভালই। আমারা দেখবো সে মিসেস হেস্টিংসকে চিনতে পারে কিনা।'

'শোন ট্র্যাগ', ম্যাসন বললেন। 'এটা উচিত নয়।'

'কার পক্ষে উচিত নয় ?'

'মিসেস হেস্টিংসের পক্ষে। তাকে সনাক্ত করা চলতে পারে না।'

'সেই স্ত্রীলোকটি যখন এই অফিসে আসে সে চোখে কালো চশমা পরে ছিল। গার্টি তখন বলতে গেলে পড়ায় ব্যস্ত ছিল আর··· ।'

আচমকা কিছু মনে হলো ট্র্যাগের। তিনি অ্যাডেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কালো চশমা আছে ?'

'আছে।'

'সেটা পড়ুন। আমি দেখতে চাই আপনাকে কেমন লাগে।'

ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটকে সংকেত জানাতেই সে পল ড্রেকের ফোন তুলে আগের কথা মত সংকেত করে রিসিভার ঝুলিয়ে রাখল।

লেঃ ট্র্যাগ এত নিবিষ্ট হয়ে অ্যাডেলকে তার পার্স খুলে কালো চশমা পরা দেখায় ব্যস্ত ছিলেন যে, ডেলাকে তিনি লক্ষ্যই করলেন না।

'এবার উঠে দাঁড়ান', ট্র্যাগ বললেন।

অ্যাডেল হেস্টিংস উঠে দাঁড়াল।

'সুন্দর হয়েছে', ট্র্যাগ বললেন। 'এবার কাজ। আমরা চাই মিসেস হেস্টিংস এই দরজা দিয়ে বারান্দায় গিয়ে কোন কথা না বলে রিসেপশন অফিসে ঢুকবেন। গার্টি ওখানে থাকবে আর কেউ কিছু বলবে না। এখন গার্টি যদি বলে, 'আপনি গতকাল আপনার ব্যাগ ফেলে গিয়েছিলেন, মিসেস হেস্টিংস' তাহলে সনাক্তকরণে কোন সন্দেহ থাকবে না।'

'চুলোয় যাক সনাক্তকরণ', ম্যাসন বললেন। 'সনাক্তকরণের পথ এটা নয়।'

'কেন নয়?'

'গার্টি এই সনাক্তকরণের বিষয়ে কিছুই জানে না। সে অফিসে কালো চশমা পরে যে কেউ ঢুকলে তাকেই সনাক্ত করবে। আপনি হলেও তাই করতেন। সে চোখ তুলে যেই দেখবে কালো চশমা পরা ওই রকম কেউ ঢুকেছে তখনই তার মনে হবে — ।'

'তাহলে তুমি এই সনাক্তকরণে আপত্তি জানাতে চাইছ?' ট্র্যাগ বললেন।

'না', ম্যাসন বললেন, 'আমি শুধু বলছি এটা যথাযথ নয়।'

'যাই হোক, আমরা কাজটা করতে যাচ্ছি', ট্র্যাগ বললেন। 'তোমার মত থাক আর নাই থাক, আর মিসেস হেস্টিংস আমার সঙ্গে আসছেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ম্যাসন। 'ঠিক আছে, মিসেস হেস্টিংস, আমার মনে হচ্ছে চাবুকটা লেঃ ট্র্যাগের হাতেই আছে। ও'র সঙ্গে যান আপনি।'

ট্র্যাগ বাইরের অফিসের দরজা খুলে হেসে বললেন, 'আপনি আগে চলুন, মিসেস হেস্টিংস।'

অ্যাডেল হেস্টিংস বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ট্র্যাগ ম্যাসনকে সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত করলেন। 'তোমাকেও আসতে বলছি পেরি। তবে কোন কথা বলবে না। আমি চাই না কেউ কোন রকম সংকেত করুক। ডেলা তুমিও আসবে।'

ম্যাসন আর ডেলা এগিয়ে আসার পরেই ট্র্যাগ ম্যাসনের অফিসের সামনে বেশ ক'জন মেয়ের ভিড় দেখতে পেলেন।

'হেই, এসব কি ব্যাপার?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন। 'তোমার কাছে কোন প্রতিনিধি দল এসেছে নাকি?'

'ব্যাপারটা একটু দেখতে হবে', ম্যাসন বললেন।

'আমরা প্রথমে মিসেস হেস্টিংসকে ঢুকতে দেব—', ট্র্যাগের কথা মাঝপথেই থেমে গেল যেহেতু তখনই মেয়েরা ঘরে দাঁড়াতেই তিনি দেখলেন তাদের সকলের চোখেই কালো চশমা।

'এসব কি ব্যাপার!' ট্র্যাগ বলে উঠলেন।

ডেলা সংকেত করতেই একটি মেয়ে রিসেপশন অফিসের দরজা খুলে ঢুকতে গেল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান', ট্র্যাগ মিসেস হেস্টিংসের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েই ছুটে গেলেন। 'আমি জানতে চাই আপনারা কারা আর এখানে কি করছেন।'

ম্যাসন চাপা দ্রুত গলায় অ্যাডেলকে বললেন, 'শিগগিরই ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান।'

ট্র্যাগ দরজার কাছে ছুটে যাওয়া মাত্র গার্টি'কে বলতে শুনলেন, 'ওই, হ্যাল্লো। আপনার গতকাল কি হয়েছিল? আপনি আপনার ব্যাগ ফেলে—।'

গার্টি' কথা শেষ করতে পারল না ও যখন অবাক হয়ে দেখল আর একজন স্ত্রীলোকও ওই রকম কালো চশমা পরে ঘরে ঢুকছে, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন।

ম্যাসন অ্যাডেলকে ঠেলে দিতে সে আর একজনের সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

ট্র্যাগ সবাইকে ঠেলে অফিসে ঢুকলেন। 'এক মিনিট দাঁড়ান', তিনি বললেন। 'গার্টি', এই মেয়েদের কাউকে আগে দেখেছ?'

'আমি—আমার মনে হল···কিন্তু এখন বুঝতে পারছি না।'

'এবার সাবধানে ভেবে বল', ট্র্যাগ বললেন। 'এদের মধ্যে কেউ গমকাল এই অফিসে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কে?'

গার্টি' একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল ইনি, তাই বলতে গিয়েছিলাম—।'

'ঠিক আছে, আপনারা সবাই দেয়ালে লাইন দিয়ে দাঁড়ান, ট্র্যাগ বললেন।

ম্যাসন ব্যাখ্যা করে বললেন, 'ইনি লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ, পুলিশের অফিসার। উনি যা বলছেন তাই করুন, আর বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মেয়েরা লাইন বেঁধে দাঁড়াল।

'এদের মধ্যে কে?' ট্র্যাগ গার্টি'কে প্রশ্ন করলেন।

গার্টি' বলল, 'আমি জানি না। প্রথমে যিনি এসেছিলেন তাকেই মনে হলেও এখন বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে, আপনারা সকলেই যেতে পারেন', ট্র্যাগ বললেন।

ম্যাসম অ্যাডেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা সবাই যেতে পারেন।

'হেই, এক মিনিট দাঁড়ান', ট্র্যাগ বলে উঠলেন, 'মিসেস হেস্টিংস থাকবেন।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'এদের কোনজন মিসেস হেস্টিংস ?'

'আমার সঙ্গে এধরণের চালাকি করো না', ট্র্যাগ বললেন।

'তাকে চাইলে বেছে নাও', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ বললেন, 'তুমি একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছ। এসব চালাকি আমার সঙ্গে করতে যেও না।'

তিনি এগিয়ে গিয়ে নির্ভুল ভাবে অ্যাডেল হেস্টিংসের কনুই ধরে বললেন, 'আপনি এখানে থাকবেন।'

'এবার আমার অফিসে যাব সবাই', ম্যাসন কথাটা বলে এগোলেন।

'তুমি কি করতে চাইছ, পেরি ? আমাকে বাঁদর নাচাতে চাও ?' ট্র্যাগ বললেন। 'তুমি কি মনে করেছিলে আমি মিসেস হেস্টিংসকে চিনতে পারব না দলের মধ্য থেকে ? তুমি কি ভেবেছিলে আমি ও'র পোশাক, চুলের রঙ, কাঁধ এইসব দেখিনি ?'

'না', ম্যাসন হেসে বললেন, 'ওকে বেছে নিতে তোমার অসুবিধে হয়নি। আমি তাই জুরিদের নিশ্চিত করতে পারব যে এই পরীক্ষা খুবই ন্যায়সঙ্গত ছিল।'

প্রায় হতাশ ভঙ্গিতে ট্র্যাগ বলে উঠলেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় পেরি যে, তোমাকে আমি যে পছন্দ করি সেকথা ভুলে গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। এই ফাঁদে পা দেয়ার আগে আমার বোঝা উচিত ছিল।'

'এটা কোন ফাঁদ নয়', ম্যাসন বললেন। 'এটা লাইনে দাঁড়ানোর বিষয়। যে কোন ভাবেই সনাক্ত হতে গেলে লাইন গড়ার ব্যাপারে অধিকার আছে।'

'তাহলে পুলিশের হেডকোয়ার্টারে সেটা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন ?'

'কারণ তুমি লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে অপেক্ষা করতে চাওনি', ম্যাসন বললেন। 'তুমি গার্টি'কে চালাকির মধ্য দিয়ে শুধু কালো চশমার ফাঁদে ফেলে স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছিলে।'

ম্যাসন এবার দরজা খুলে সকলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

'আমি অতোটা গাড়োল নই', ট্র্যাগ বললেন। 'তুমি গার্টি'র সঙ্গে আগেই সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলে যাতে প্রথমে যে ঢুকবে তাকেই যেন সে সনাক্ত করে। আগে যদি বুঝতাম তাহলে সবার আগে অ্যাডেল হেস্টিংসকেই ঢুকতে বলতাম।'

'গার্টি'র সঙ্গে কোন কথাই আমি বলিনি', ম্যাসন বললেন। 'সেটা নীতিবিরুদ্ধ, অপেশাদারী আর বেআইনি হতো। আমি সাক্ষীকে ভাঙাইনি, তার সাক্ষ্যকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করিনি। গার্টি সত্যবাদী, সে যা জানে তাই বলবে, তাছাড়া ডেলাও সাক্ষ্যে তাই বলবে।'

ট্র্যাগ ক্লান্তস্বরে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পার্সে'র মধ্যে একটা বন্দুক ছিল ?'

'হাতব্যাগের মধ্যে বন্দুক ছিল', ম্যাসন বললেন।

'সেটা এখন কোথায় ?'

'আমার ডেস্কের ডানদিকের উপরের ড্রয়ারে।

'বেশ, ওটা বের কর আর—না, তোমাকে করতে হবে না। তুমি শুধু ড্রয়ারটা খোল বাকিটা আমি দেখব।'

ম্যাসন ডেস্কের ড্রয়ার খুলেই বিস্ময়ে প্রায় কাঠ হয়ে গেলেন।

'বুঝলাম', ট্র্যাগ বলে উঠলেন। 'আবার সেই তোমার ছোট্ট অবাক হওয়ার পালা। এবার এতে কাজ হবে না, পেরি। আমি বন্দুকটা চাই। এটা সরকারী হুকুম।'

ম্যাসন দ্রুত ডেলা স্ট্রীটের দিকে তাকালেন। সে মাথা ঝাঁকাল।

ম্যাসন এবার রিসিভার তুলে বললেন, 'গার্টি', তুমি আমার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কোন বন্দুক নিয়েছ ?'

'কি ? বন্দুক ? ওহ ভগবান, না। সারা সকাল আমি আপনার অফিসে ঢুকিনি। ডেলা সবার আগে এসেছে, ও জানে।

'ধন্যবাদ', রিসিভার রেখে ম্যসন ট্র্যাগের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা গুরুতর আকার নিচ্ছে। এটা এবার স্পষ্ট কেউ সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করে মিসেস হেস্টিংসকে এর মধ্যে জড়াতে চায়।'

'বুঝলাম', ট্র্যাগ বললেন। 'ওই বন্দুকটাই কি সেই মারাত্মক বন্দুক ?'

'তা জানি না', ম্যাসন বললেন।

'এটা সেই মারাত্মক বন্দুক না হলে সেটা অদৃশ্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল না', ট্র্যাগ বললেন।

'নয় কেন ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন। এ অবস্থায় মিসেস হেস্টিংস এক ভয়ংকর অবস্থায় পড়ছেন। বন্দুকটা ফিরে না পেলে ও যে নিরপরাধ সেটা প্রমাণ করা যাবে না।

'বুঝলাম', ট্র্যাগ বললেন। এবং তুমি নিঃসন্দেহ ওটা না পাওয়া পর্যন্ত ওর অপরাধও প্রমাণ করতে পারছি না।'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যাসন। 'ট্র্যাগ তুমি কি বিশ্বাস কর আমি এতই বোকা যে সাক্ষ্য লোপ করতে চাইব ?'

হাসলেন ট্র্যাগ। 'ব্যাপারটা এইভাবে দেখা যাক। তুমি যদি বোঝ পার পেয়ে যাবে তাহলে যেকোন দুঃসাহসী কাজই তুমি করতে পার। বন্দুকটার নম্বর দেখেছিলে ?'

ম্যাসন মাথা ঝাঁকালেন। যখনই দেখি দুবার গুলি ছোড়া হয়েছিল তখনই ওটা ড্রয়ারে রেখে দিই। আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে সেটা করি। বন্দুকটা ৩৮ স্মিথ ও

ওয়েসন।

ট্র্যাগ এবার অ্যাডেল হেস্টিংসের দিকে তাকালেন। 'ঠিক আছে, মিসেস হেস্টিংস এবার আপনার কথা শোনা যাক। গোড়া থেকে সব বলুন। আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর শেষ কখন দেখা হয়?'

'আমি ওখানেই রাত কাটাই।'

'গতরাত?'

'না, গত পরশু রাত।'

'আপনি যদি নেভাদায় থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চান তাহলে ওখানে কেন ছিলেন?'

'এটা একমত হয়েই। আমার স্বামীই সব খরচ দিচ্ছিলেন, তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান। আমার মনে হয় এ বিয়ে ভাঙত না যদি অন্যেরা মাথা না গলাত।'

'যেমন?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'যেমন, হাণ্টলি ব্যানার।'

'ব্যানার কে?'

'আমার স্বামীর একজন অ্যাটর্ণি।'

'বিচ্ছেদের ব্যাপারে?'

'সব ব্যাপারেই।'

'এটা হলো কেন যে আপনি স্বামীর কাছে এসে রইলেন?' ট্র্যাগ বললেন।

'কারণ আমরা কোন সম্পত্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছিলাম। তিনি বলেছিলেন ব্যানারের পরামর্শ অত্যন্ত নিষ্ঠুর তিনি আমাকে ঠকাতে চান না।'

'আপনি তাই থেকে যান? একই শয়নকক্ষে?'

'না। আমি অন্য একটা ঘরে ছিলাম। বাড়িতে চারটে শোবার ঘর আছে।'

'তাকে সকালে দেখেছিলেন?'

'না।'

'তাহলে তাকে শেষবার দেখেন তিনি যখন শুভরাত্রি জানান?'

'হ্যাঁ।'

'স্বামীর শোবার ঘর কোথায় আপনি জানতেন?'

'বোকার মত কথা বলবেন না, লেফটেন্যাণ্ট। আমরা আঠারো মাস বিবাহিত ছিলাম।'

'আপনি কটার সময় চলে আসেন?'

'খুব সকালে উঠে।'

'লাস ভেগাসে?'

'না, লাস ভেগাসে নয়।'

'তাহলে কোথায়?'

একটু ইতস্তত করে অ্যাডেল হেস্টিংস বলল, 'এই মুহূর্তে তাতে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।'

'আমি জানতে চাই আপনি কোথায় যান', ট্র্যাগ বললেন।

'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে', অ্যাডেল হেস্টিংস বলল, 'মিঃ ম্যাসনের সঙ্গে কথা না বলে আমি আর কিছুই বলব না।'

'আর যদি কিছু মনে করি?' ট্র্যাগ বললেন।

'তবু কিছু বলব না।'

ট্র্যাগ বললেন, 'আপনাকে আপাতত আমি খুনের দায়ে অভিযুক্ত করছি না, মিসেস হেস্টিংস, আর আপনাকে হেডকোয়ার্টারে প্রশ্ন করার জন্যও নিয়ে যাচ্ছি না। তবে আমি চাই আপনি শহর ছেড়ে যাবেন না। আমরা একটা ভদ্রলোকের চুক্তি করতে পারি। পেরি, যে কোন সময়ে মিসেস হেস্টিংসকে পাওয়া যাবে।'

ম্যাসন অ্যাডেলের দিকে তাকালেন। 'এর অর্থ আপনি লাস ভেগাসে যেতে পারছেন না।'

'কতক্ষণের জন্য?'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা', ট্র্যাগ বললেন।

'ঠিক আছে, আমি এখানেই থাকবো।'

'তা জানি না। কোন হোটেলেই উঠব।'

'আর ম্যাসনের সঙ্গে যোগাযোগও রাখবেন?'

'হ্যাঁ রাখব', অ্যাডেল বলল।

ট্র্যাগ এবার ম্যাসনকে বললেন, 'তোমার ব্যাপারটা একটু আলাদা, পেরি। তুমি যদি সরল বিশ্বাসেই বলে থাকো বন্দুকটা ড্রয়ারে রেখেছিলে আর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে তারপর কি ঘটেছে জানো না, তাহলে আমি তা বিশ্বাস করছি। তবে আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র ব্যাপারে এটা তত সহজ হবে না। হ্যামিল্টন বার্জার অবশ্যই ভাববেন এটা তোমার সেই ধোঁকাবাজি আর চালাকিরই উদাহরণ আর তিনি হয়তো তোমাকে চরমপত্রই দেবেন—হয় বন্দুকটা হাজির কর না হয় গ্র্যান্ড জুরির সামনে হাজির হও।'

'হ্যামিল্টন বার্জার কি ভাববেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই', ম্যাসন উত্তর দিয়ে বললেন। 'আমি ডেস্কের ড্রয়ারে বন্দুকটা রেখেছিলাম।'

'খুবই উপযোগী', ট্র্যাগ বললেন। 'এই ব্যাপারে বন্দুকটা নেহাতই জরুরী তাই সবার আগে ওটার খোঁজ দরকার।'

'ব্যাপারটা কি দেখার চেষ্টা করছি', ম্যাসন বললেন। 'তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ এই সব দরজার তালা চুরি নিরোধক নয়। একটা মাষ্টার চাবিতে যেকোন দরজাই খোলা যায়।

'মাষ্টার চাবি কার কাছে থাকে ?'

'সম্ভবত জেনিটর বা সাফাইকারিণীর কাছে। আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

'আশা করি সেটাই করবে', ট্র্যাগ বলে বিদায় নিলেন।

ম্যাসন এবার অ্যাডেল হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি আপনার স্বামীকে খুন করেছেন ?'

'না।'

'আপনার গল্পের মধ্যে এমন কিছু অসঙ্গতির ব্যাপার আছে যা অত্যন্ত সন্দেহজনক।'

'জানি', অ্যাডেল বলল। 'কিন্তু আমার করার কিছু নেই, আমি সত্যি কথাই বলেছি। কেউ আমায় ফাঁসাতে চেয়েছে, সে আমার ব্যাগ চুরি করেছিল আর আমার অ্যাপার্টমেন্টের চাবিও পেয়েছিল। সে সেখানে ঢোকে বন্দুকটা চুরি করে আর—।'

'আর সেটা দিয়েই আপনার স্বামীকে হত্যা করে ?' ম্যাসন গম্ভীরভাবে বললেন।

'সেই রকমই মনে হয়।'

'আপনার স্বামী ঘুমের মধ্যে মারা যান', ম্যাসন বললেন। 'তার অর্থ হলো খুনী এমন কেউ যে ওই সময় বাড়িতে ছিল আর তাকে তিনি বিশ্বাস করতেন।

'বা অন্য কেউ যার কাছে বাড়ির চাবি ছিল।'

'ঠিক আছে। আপনি ওই ব্যাগ চোরের দিকেই নজর ফেরাতে চান। আপনি বলেছেন আপনার স্বামী অফিসে বাড়ির চাবি রাখতেন আর যে কোন কেউ সেটা নিয়ে বাড়ি যেতে পারত।'

'হ্যাঁ।'

'এখন এর অর্থ অফিসের যে কেউ এটা করতে পারে। অফিসে কত লোক আছে ?'

'মোটামুটি বিশ কি ত্রিশ জন হবে', অ্যাডেল বলল।

'এদের যে কেউই চাবি নিতে পারে ?'

'না না, তা নয়। চাবি থাকে ম্যানেজারের জিম্মায়, তিনি কাউকে দিতে পারেন।'

'আর যে চাবি নেয় তার পক্ষে দ্বিতীয় একটা চাবি করিয়ে নেওয়া কঠিন নয়', ম্যাসন বললেন।

'সে কথা ঠিক। তবে অফিসে যারা আছে আমার স্বামী স্বভাবতই তাদের বিশ্বাস করতেন।'

'বিয়ের আগে আপনি আপনার স্বামীর সেক্রেটারি ছিলেন, তাই না ? ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ।'

'উনি তখন অবিবাহিত ছিলেন ?'

'না।' আগে তার বিয়ে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।'

'প্রথম স্ত্রীর কি হয়?'

'উনি দ্বিতীয় স্ত্রী', অ্যাডেল বলল। প্রথম স্ত্রী মারা যান।'

ম্যাসন চিন্তিতভাবে বললেন, 'বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে আপনাদের বিয়ের পথ পরিষ্কার হয়?'

'হ্যাঁ।'

'বিচ্ছেদ কে পায়?'

'স্ত্রী।'

'বন্ধুত্বপূর্ণ পথে?'

'মোটেই না।'

'কতদিন আগে এটা হয়েছিল? বিচ্ছেদ কোথায় হয়?'

'প্রায় উনিশ মাস। নেভাদায়, কারসন সিটিতে।'

'তার মানে ডিক্রি সই হওয়ার পরই আপনারা বিয়ে করেন?'

'এবার একটা কথা', ম্যাসন বললেন। 'ওই বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রীর ব্যাপার কি? তিনি কি সব ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে করেছেন, না— ?'

'কিছু ভোলেনি সে', অ্যাডেল হেস্টিংস খিঁচিয়ে উঠল। আমার নামে সে জ্বলে ওঠে। আমায় ঝামেলায় ফেলতে সে যা খুশি করতে পারে। সেই কারণেই আমি ...মানে, এই ব্যাপারের গোড়া থেকেই ওকে নিয়ে আমার সন্দেহ জাগতে চাইছিল।'

'সে কোথায় থাকে?'

'তা জানি না।'

'তার নাম?'

'মিনার্ভা শেলটন হেস্টিংস। সে এক মতলববাজ, দুমুখো ভণ্ড মেয়েমানুষ। তার মত কাউকে আমি দেখিনি।'

'সে গারভিস হেস্টিংসকে ভালবাসত?'

'মিনার্ভা শেলটন হেস্টিংস শুধু নিজেকেই ভালবাসে। সে প্রচণ্ড স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, মতলববাজ, ধূর্ত, দুমুখো—।'

'সে তাহলে গারভিন হেস্টিংসকে ভালবাসেনি?'

'সে তার টাকাকে ভালবেসেছিল।'

'এবং টাকা পেয়েওছিল?'

'নিশ্চয়ই।'

'গারভিনের টাকাকড়ির পরিমাণ কত?'

'হা ঈশ্বর! তা আমার জানা নেই, চারদিকে তার সম্পত্তি ছড়ানো, যার মোট পরিমান বিশ কি ত্রিশ লক্ষ ডলারই হবে।'

'মিনার্ভার সঙ্গে কত রফা হয় ?'

'আড়াই লক্ষ ডলার।'

'নগদে ?'

'একদম হাতে হাতে।'

'তাহলে সে যদি ভাল টাকা পেয়ে থাকে আর গারভিন হেস্টিংসকে ভাল না বেসে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার প্রতি তার বিতৃষ্ণা থাকার কারণ নেই', ম্যাসন বললেন।

'ওহ হ্যাঁ, তবুও আছে। গারভিনকে সে গেঁথে রেখেছিল আমি না থাকলে সে এতোদিনে ওর প্রতিটি সেণ্ট হাতিয়ে নিত।'

'কিভাবে ?'

'সে ওকে বিষ খাওয়াতো।'

'তাহলে বলতে চান সে খুনও করতে পারত ?

'মিঃ ম্যাসন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। মিনার্ভা কোন কিছুতেই থামতে জানে না। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ধূর্ত, নীতিহীন, দুঃসাহসী আর এক পিশাচী।'

'তাহলে যা ঘটেছে সেটা ওর পক্ষেই সম্ভব ?'

সায় দিল অ্যাডেল হেস্টিংস।

'কিন্তু কেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমার উপর প্রতিশোধ নিতে।'

'তার মানে বলতে চান সে মতলব ভেঁজে এই কাজ করেছে আপনার উপর প্রতিশোধ নিতে।'

'আমার জেল হলে মিনার্ভা প্রাণ খুলে হাসতে তৈরী', অ্যাডেল বলল।

ম্যাসন বললেন, 'এর মধ্যে আরও কিছু থাকা সম্ভব। ওর সঙ্গে বিবাহিত জীবনে গারভিন কি তার সব কিছু মিনার্ভার নামে উইল করে থাকতে পারেন ?'

'হ্যাঁ।'

'পরে আর কোন উইল করে প্রথম উইল উনি বাতিল করেন ?'

'এরকম করার কথা গারভিন বলেছিল।'

'কখন ?'

'আমাদের বিয়ের কয়েকদিন পরে।'

'হার্টলি ব্যানার বলেছেন উইলে একটা ধারা রয়েছে যাতে আপনাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়ার সংস্থান ছিল।'

সায় জানাল অ্যাডেল।

'অতএব আপনার স্বামী ওই উইল করে থাকতেই পারেন। তবে সেট এক্সিকিউট নাও করা হয়ে থাকতে পারে ?'

'আমার তা জানা নেই।'

'সে যাই হোক', ম্যাসন বললেন, 'আপনাদের বিয়ের ফলে প্রথম উইল স্বাভাবিক ভাবেই বাতিল বলে গন্য হতে পারে—অবশ্য আপনাদের বিয়ে আইনসিদ্ধ হলে।'

'নিশ্চয়ই আইনসিদ্ধ। এ প্রশ্ন তুলছেন কেন?'

ম্যাসন বললেন, 'এ হয়তো আমার পেশারই অভিশাপ। সব সম্ভাবনাই আমাদের খুঁতিয়ে দেখতে হয়। আপনাদের বিয়ে টিকল না কেন?'

'বোধহয় বয়সের তফাতের জন্য। আমার চেয়ে গারভিন পনেরো বছরের বড় ছিল', অ্যাডেল বলল। কিন্তু মিঃ ম্যাসন, এসব কথা খুবই বেদনাদায়ক! আমি গারভিনের সেক্রেটারি ছিলাম। সে আমাকে বলতে চাইত মিনার্ভা কি ভয়ানক স্বার্থপর, মতলববাজ সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। আমার মনে হয় এইভাবেই আমরা অজান্তেই এক জায়গায় চলে যাই। ওর প্রতি আমার সহানুভূতি জেগে ওঠে, এক রোমান্টিক জায়গায় পেঁছে যাই আমরা। কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বলব না। এ আমার জীবনের এক বন্ধ পরিচ্ছদ।'

'আপনি হয়তো ভাবছেন এটা বন্ধ পরিচ্ছদ', ম্যাসন বললেন। 'কিন্তু জেনে রাখবেন, এই বন্ধ পরিচ্ছেদের প্রতিটি পৃষ্ঠাই একদিন খুলে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা করে নিয়ে জনমনে আলোরণ তুলবে।'

'চোখে একরাশ ভয় নিয়ে তাকাল অ্যাডেল।

'মিঃ ম্যাসন, আমি এবার হোটেলে যেতে চাই। আমি টেলিফোনে আপনাকে জানাব কোথায় উঠেছি।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'তাই করুন। তবে জেনে রাখবেন কোন ভাবে আত্মগোপন করলে আপনি আইনের চোখে নিজেকে দোষী করে তুলবেন, ওরা তাই চায়। কোন ভাবে যদি পালাতে চেষ্টা করেন তাহলে সেটা হবে আপনার অপরাধের প্রমাণ। এইজন্যই ট্র্যাগ আপনাকে গ্রেপ্তার করেনি, সে আপনাকে চাপে রেখেছে। আপনি পালাতে চেষ্টা করলে নেভাদার সীমান্তেই সে আপনার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করবে আর সেটাই হবে আপনার অপরাটের প্রমাণ।'

'পালানোর প্রমাণ অপরাধের প্রমাণ হিসেবে কারো বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায়?'

'হ্যাঁ, এ হলো অপরাধের প্রমাণ।'

'কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ', অ্যাডেল বলল। 'শপথ করে বলছি এ সুযোগ আমি ওদের দিচ্ছি না।'

□ ছয় □

অ্যাডেল হেস্টিংস অফিস ছেড়ে যেতেই ম্যাসন ডেলার দিকে তাকালেন।

'পল ড্রেককে ডাকো, ডেলা। তাকে এখনই আসতে বলে দাও।'

ডেলা ফোন করার ত্রিশ সেকেন্ড পরেই দরজার সংকেত শুনে দরজা খুলল ডেলা।

'হ্যাল্লো, সুন্দরী', ড্রেক বলে ম্যাসনের দিকে তাকাল, 'কি ব্যাপার পেরি?'

'বিশেষ জরুরী কাজ আছে', ম্যাসন বললেন।

'যেমন?'

'আমার ডেস্কের ড্রয়ারে একটা বন্দুক রেখেছিলাম আর সেটা কেউ রাত্তিরে বা সকালে অফিস খোলার আগে চুরি করেছে। আমি জানতে চাই কে চুরি করেছে। বন্দুকটাও আমি ফেরত চাই।'

'এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?'

'প্রচন্ড রকম', ম্যাসন বললেন। এটা ফেরত না পেলে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করার অভিযোগ আনা হবে।'

'সেটা প্রমাণ করতে পারবে তারা?'

'তা বলতে পারব না। আমার কথা আমার মক্কেলের কথার মতই প্রায় অবিশ্বাস্য শোনাতে পারে। এই দুটো কাহিনী একসঙ্গে হলে একজন ভাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি যে রূপকথার মতই ফাঁপা তা প্রমাণ করে দেবেন।'

'এবং এমন এক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিও আছেন যিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন?' ড্রেক বলল।

'অবশ্যই আছেন।'

'কোন ধারণা আছে কে হতে পারে?' পল ড্রেক প্রশ্ন করল।

'এমন কেউ যে জানে সে কি করছে', ম্যাসন বললেন। 'তবে আমার সন্দেহ, পল, যে আমার মক্কেল অ্যাডেল হেস্টিংসই অফিসে ঢুকে বন্দুকটা চুরি করে।'

'এ সন্দেহের কারণ?'

'প্রথম কারণ ওটা কোথায় রাখা ছিল সে জানত।'

'তোমার কোন বন্দুক রাখতে গেলে নিশ্চয়ই ডেস্কের ড্রয়ারে বা সিন্দুকেই রাখতে', পল ড্রেক বলল। 'আমি খুঁজতে গেলে ওখানেই খুঁজতাম।'

'আমার মনে হয় না একাজ কোন পেশাদার চোরের', ম্যাসন বললেন। 'তার কোন প্রমাণ নেই। মনে হয় রাত্তিরে বা সকালে কাজটা করেছে। অন্য সময় উপরে উঠতে গেলে খাতায় সই করতে হয়। যাই হোক আমার কি রকম মনে হয়

সকাল বেলাতেই কাজটা কেউ করে। তাই প্রথম কাজ হবে সকালের এলিভেটর রেজিস্টারে নামগুলো দেখা কারা উঠেছে।'

'কত সকালে?'

'রাত দুটো বা তিনটে। প্রথম নামটা থেকেই শুরু করবে পল', ম্যাসন বললেন।

'বেশ', ড্রেক বলল। 'এতে বেশি সময় লাগবে না। চাইলে রেজিস্টারটা আনতে পারি।'

'কাজে নেমে পড়। একটা কথা পল, আমি চাই মিনার্ভা শেলটন হেস্টিংস সম্পর্কে খোঁজ খবর নাও। সে হলো গারভিন হেস্টিংসের দ্বিতীয় স্ত্রী। তৃতীয় স্ত্রী অ্যাডেল হেস্টিংস আমার মক্কেল। আর তোমাকে জানাই, গারভিন হেস্টিংস ঘুমের মধ্যে খুন হয়েছে। তার মাথায় দু'দুটো গুলি করেছে কেউ। আমি মিনার্ভা হেস্টিংসের সম্পর্কে তাই সব কিছু জানতে চাই।'

'আমি এখনই কাজে নামছি, পেরি।'

ড্রেক বিদায় নিতে ম্যাসন চিন্তিত ভঙ্গীতে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর আচমকাই থেমে ডেলাকে বললেন, 'ডেলা, এই অফিসগুলো কখন সাফাই করা হয় জানো?'

'আমাদের এই তলা সকালবেলা সাফ করা হয়। সম্ভবত সকাল ছ'টা নাগাদ। কাজটা মেয়েরা করে।'

'এই মেয়েরা কি ধরণের? মানে ওদের কি ঘুষ দিয়ে—বা ভয় দেখিয়ে কিছু করা সম্ভব?'

'ভয় দেখিয়ে হয়তো পারা সম্ভব—তবে ঘুষ দিয়ে নয়। ওরা খুবই দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন।

'হুঁ', ম্যাসন আবার পায়চারি শুরু করলেন।

একটু পরেই ড্রেকের সংকেত শোনা গেলে ডেলা দরজা খুলল।

ড্রেক ঝড়ের গতিতে ঢুকে বলল, 'ঝোরা থেকে র‍্যাটল সাপ বেরিয়ে পড়েছে, পেরি।'

'কি রকম?'

'আমার অফিস চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে', ড্রেক বলল। 'আমার গোয়েন্দারা প্রয়োজনে যখন খুশি আসে। আজ সকাল প্রায় ছ'টার সময়, রেজিস্টারে দেখা যাচ্ছে সিডনি বেল নামে একজন আমার অফিসে এসেছিল বলে সই করেছে। অথচ ওই নামে কাউকেই আমি চিনিনা আর আমার অফিস রেজিস্টারেও ওই নামে কোন সই নেই।'

'প্রধান অফিসের রেজিস্টারে সিডনি বেলের সই আছে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।'

'হ্যাঁ। সে ছ'টা পাঁচে এসে সওয়া ছ'টায় চলে যায়।'

'সে তার গন্তব্য তোমার কাছে বলেও সেখানে যায়নি ?'

'ঠিক তাই।'

ম্যাসন বললেন, 'যে স্ত্রীলোকটি সাফাই করে তাকেই এবার চাই। তার ঠিকানা আর যে এলিভেটর চালায় তাকে জিজ্ঞাসা করে সিডনি বেল-এর চেহারা সম্পর্কে জেনে নাও।'

'সেটা আগেই করেছি', ড্রেক বলল। লোকটা বেলকে ভাল করেই লক্ষ্য করেছে। বেল বেশ লম্বা, পরণে গাঢ় রঙের স্যুট ছিল, হাতে ব্রিফকেস আর চোখে রঙীন চশমা ছিল। রঙীন চশমা দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল কারণ অত সকালে কেউ তা পড়ে না।'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই', ম্যাসন বললেন। 'এই কেসে রঙীন চশমা একেবারে সর্বজনীন ছদ্মবেশ হয়ে উঠেছে। দারুণ ছদ্মবেশের হাতিয়ার বটে। যে ঝাঁট দেয় তাকে পেয়েছিলে পল ?'

হাসল ড্রেক, 'সেও আমার নজর এড়ায় নি। তার নাম মড জি ক্রাম্প, তার টেলিফোনও আছে। তোমার অনেক খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

'কি রকম ?'

'আমি তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি। সে তোমার অফিস সাফাই করার সময় একজন লম্বা চেহারার, গাঢ় রঙের স্যুট পরা চোখে কালো চশমা আর হাতে ব্রিফকেস লোককেই দেখেছিল। লোকটা তোমার অফিসে এসে বলেছিল, 'সুপ্রভাত, সকালের প্লেনে আমাকে আরিজোনা যেতে হবে তাই কয়েকটা কাগজ নিতে এসেছি।'

'দাঁড়াও', ম্যাসন বললেন, 'অফিসের দরজা তো বন্ধ থাকার কথা, তাই নয় ? নিশ্চয়ই ওরা দরজা খুলে কাজ করেনা।'

'লোকটা দরজায় শব্দ করেছিল। সে আরও বলে চাবিটা ভুলে ফেলে এসেছে। স্ত্রীলোকটির ধারণা হয় ভারি চমৎকার ভদ্রলোক সে। ওকে সে পাঁচ ডলার বখশিসও দেয়।'

'সে কি নিজেকে পেরি ম্যাসন বলে পরিচয় দেয় ?'

'স্পষ্ট করে নয়, তবে হাবেভাবে তাই বুঝিয়েছিল।'

ম্যাসন বললেন, 'মড ক্রাম্পকে ফোনে ধর, তাকে বল সে এখানে তাড়াতাড়ি এসে কিছুক্ষণ থাকলে ঘণ্টায় পনেরো ডলার আয় করতে পারে। বিশেষ জরুরী।'

'বেশ', ড্রেক উঠে দাঁড়াল।

ড্রেক বিদায় নিতেই ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন। 'এতক্ষণে এই ঘটনার একজন পুরুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।'

সায় দিল ডেলা।

একটু চিন্তান্বিত ভাবে ম্যাসন বললেন, 'অ্যাডেল হেস্টিংস যখন ফোনে সিমলি

বিসনের সঙ্গে কথা বলছিল তখন ওর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করেছিলে ?'

'ওহ, তাইতো।' ডেলা উত্তর দিল। 'গলার স্বরে খুবই আপনজনের উত্তাপ মেশানো ছিল।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'এখন যে লোকটা অফিসে এসেছিল সে মাত্র দশ মিনিট এখানে ছিল। ওই সময়ের মধ্যেই তাকে ওই সাফাই করার স্ত্রীলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে অফিসে ঢুকে বন্দুকটা সরিয়ে ফেলতে হয়েছে—সব ওই দশ মিনিটের মধ্যে।' এখন পলের যুক্তির মতই সে যদি আন্দাজ করে থাকে ডেস্কের ড্রয়ারই বন্দুকটা রাখার জায়গা তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে ও যেন আগেই জানত ওটা কোথায়।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না', ডেলা বলল।

'লোকটা যদি বুঝত তাকে অনেকক্ষণ খুঁজতে হবে তাহলে বলত সে অফিসে কিছুক্ষণ কাজ করবে কেউ যেন বিরক্ত না করে তাকে। সে তা বলেনি বরং দ্রুত কাজ শেষ করে।'

ডেলা প্রায় অবাক হয়ে বলল, 'তাইতো—সত্যিই তো। হ্যাঁ এবার পুরো ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছি।'

'ডেলা, সিমলি বিসনের অফিসে ফোন করে দেখ তাকে পাওয়া যায় কিনা', ম্যাসন বললেন।

ডেলা রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে বলল, 'হ্যাল্লো, মিঃ বিসন বলছেন, মিঃ ম্যাসন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।'

ম্যাসন এবার ববলেন, 'হ্যাল্লো, মিঃ বিসন। আপনার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটু কথা বলতে চাই। যতদূর বুঝতে পারছি আপনার কাছে সকালটা খুবই সাংঘাতিক ছিল। এরই সঙ্গে আমার এখানে বড় অস্বস্তিকর কিছু ঘটেছে তাই আমার মনে হয় আপনি এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেন বিশেষত মিসেস হেস্টিংসের প্রতি যাতে কোন অবিচার না হয়।'

বিসন উত্তর দিল, 'আমার করণীয় কিছু থাকলে আনন্দের সঙ্গেই করব, মিঃ ম্যাসন। মিঃ হেস্টিংসের খুবই কাছের মানুষ ছিলাম আমি, এছাড়া মিসেস হেস্টিংসেরও অত্যন্ত পরিচিত ছিলাম আমি। তিনি এখানে অনেকদিন কাজ করেছেন।'

'আপনি দুপুরের দিকে আসতে পারবেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'দাঁড়ান, দেখি—ওহ্ হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। আমি তাই আসব।'

'বেশ', ম্যাসন বললেন, 'আমি অপেক্ষায় থাকছি বিদায়।'

রিসিভার নামিয়ে ম্যাসন ডেলার দিকে তাকালেন।

'লক্ষণীয় ব্যাপার, ডেলা, বিসন আমার অফিস কোথায় তা জাননে চাইল না। এর একটাই অর্থ—সে আমার অফিস চেনে। ডেলা, পল ড্রেককে ফোন করে বলো

মিসেস ক্রাম্পকে এখনই আমার অফিসে পাঠিয়ে দিতে আর এখানে খুব বেশী সময় লাগবে না। গার্টি'কে বলে দাও সে লাঞ্চে যেতে পারে। ডেলা বিসন যদি আগে এসে পড়ে তাহলে তাকে সোজা অফিসে নিয়ে আসবে আর ক্রাম্প এলেই আমাকে জানাবে।

□ সাত □

ফোন বেজে উঠতেই ম্যাসন রিসিভার তুললেন।

'হ্যালো।'

'মিঃ বিসন এসেছেন', ডেলা স্ট্রিটের কণ্ঠস্বর জেগে উঠল।

'এখনই তাকে পাঠিয়ে দাও, ডেলা।'

একটু অপেক্ষার পরেই ঘরে ঢুকলো সিমালি বিসন। সে হাত বাড়িয়ে বলল, 'মিঃ ম্যাসন, আপনার সঙ্গে দেখা করে খুবই আনন্দিত বোধ করছি।'

ম্যাসন তার করমর্দন করে বললেন, 'আনন্দ আমারও। বসবেন না?'

বিসন একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'আপনার কাছ থেকে কিছু খবর প্রয়োজন, আশা করি আপনি তা দিতে পারবেন', ম্যাসন বললেন এবার।

'আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব করতে রাজি আমি', বিসন জানাল।

'আমি জানি হেস্টিংসের ব্যবসার কর্মচারি হিসেবে আপনার দায়দায়িত্ব প্রচুর। বিশেষত আজকের দিনটাও খারাপ। আমি এও জানি প্রয়াত মানুষটির প্রতি আপনার আনুগত্যও আছে তাই আমার প্রশ্নের জন্য কিছু মনে করবেন না।'

'অবশ্যই আমি প্রস্তুত', বিসন আন্তরিকতার সঙ্গে বলল। 'বলুন কি জানতে চান।'

'হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজের হয়ে আপনি কতদিন কাজ করছেন?'

'প্রায় বারো বছর।'

'আপনি প্রথম মিসেস হেস্টিংসকে চিনতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি মারা যান?'

'হ্যাঁ।'

'আর দ্বিতীয়া স্ত্রী?'

'উনি মিনার্ভা হেস্টিংস। হ্যাঁ, তাকেও চিনতাম।'

'তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

বিসন কিছুক্ষণ কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না।'

'আপনি অ্যাডেল হেষ্টিংসকে তো ভালই চেনেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এ সম্পর্কে আপনার ধারণা জানতে পারি কি ?'

'অ্যাডেল এখানে কাজ করতে আসার সময় থেকেই তাকে চিনি', বিসন বলল। সে অত্যন্ত চমৎকার মেয়ে। বিয়ের আগে সে মিঃ হেস্টিংসের সেক্রেটারি ছিল।'

'এ নিয়ে কোন স্ক্যান্ডাল দেখা দিয়েছিল শুনেছি ?' ম্যাসন বললেন।

বিসন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর চিবুকে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমার নাম করবেন না মিঃ ম্যাসন, সব কিছু সংক্ষেপেই বলছি। প্রথম মিসেস হেস্টিংস চমৎকার মহিলা ছিলেন। তিনি মারা গেলে মিঃ হেস্টিংস বড় একাকী হয়ে পড়েন। তখনই তার সঙ্গে মিনার্ভার দেখা হয়। মিঃ হেস্টিংস ভাবেন নি তার সঙ্গে বিয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম দাঁড়াবে। তাকে বিয়েতে প্রায় বাধ্য করা হয়।'

'বলতে চান মিনার্ভাই এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ?'

'আমি তা বলিনি।'

'আপনার কথায় তাই বোঝায়।'

'মিনার্ভার সঙ্গে বিয়েতে সুখী হতে পারেননি মিঃ হেস্টিংস', বিসন বলল। অ্যাডেল তার সেক্রেটারি ছিল, তাকে উনি অনেক কথাই বলতেন আর একসঙ্গেও থাকতেন। ব্যাপারটা ভালবাসায় দাঁড়ায়।'

'এবং মিনার্ভা প্রচণ্ড ক্ষেপে যান ?' ম্যাসন বললেন।

'তা বলা যায় না', বিসন বলল। 'কারন এটা সম্ভব যে মিনার্ভা হেষ্টিংসের সঙ্গে তার বিয়েকে পাকাপাকি বলে ভাবেনি। তার কাছে এ বিয়ে ছিল নিজের অর্থকরী অবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

'এ ধারণার কারণ ?'

'কারণ হলো সে সময় মিনার্ভা হেস্টিংস প্রাচ্য দেশে যায় আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এতে মনে হতে পারত সে অ্যাডেল আর হেস্টিংসের মেলামেশার বিষয়ে অবহিত থেকে তাদের সুযোগ করেই দেয়, উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিপুল অর্থ আদায় করা।'

'আর তারপর ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'তারপর বিস্ফোরণ, বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু সম্পত্তির সংস্থান। মিনার্ভা নেভাদার কারসণ সিটিতে থাকা শুরু করার পর বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদের এক সপ্তাহের মধ্যেই অ্যাডেল স্টার্লিং আর গারভিন হেস্টিংসের বিয়ে হয়।'

'মিনার্ভার কি হয় ?'

'সে কাছাকাছি আছে।'

'তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে ?'

'না, তবে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। মাঝে সে প্রচুর নগদ টাকা আর কিছু সম্পত্তি লাভ করেছিল সেই সম্পর্কেই সে ফোন করে।'

'তার ব্যবহার কি রকম ?

'আমাকে সে পছন্দ করে মনে হয় না। তার পছন্দ কর্নেল মেনার্ড, এন্টার-প্রাইজেসের জেনারেল ম্যানেজার। ওরা অনেক কালের পরিচিত।'

'বিয়ের আগে থেকেই ?'

'আমার ধারণা ওদের পরিচয় আগেই হয়।'

'দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের বাইরে কিছু আছে মনে হয় আপনার ?'

'বলা ঠিক হবে না', বিসন বলল।

'মিনার্ভা হেস্টিংস কোথায় থাকেন ?'

'এখানে ও নেভাদায়, দুজায়গাতেই সে থাকে। সে একটু অস্থিরচিত্ত।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'সরাসরি আপনার মতামত চাইছি। আপনার কি মনে হয় মিনার্ভা কর্নেল মেনার্ডের প্রেমে আসক্তা ?'

একটু ভেবে বিসন বলল, 'মিনার্ভার প্রেম ক্ষমতা তার অর্থের সঙ্গে আর শুধু নিজেরই সঙ্গে। বাকী সব আবেগ মূল্যহীন।'

ম্যাসন বললেন, 'গতকাল এখানে কি ঘটে আশা করি জানেন। একজন স্ত্রীলোক নিজেকে মিসেস হেস্টিংস বলে পরিচয় দিয়ে তার ব্যাগ ফেলে যায়, ব্যাগের ভিতরে একটা বন্দুক ছিল।'

'সেই রকমই শুনেছি', বিসন বলল।

'স্ত্রীলোকটি কালো চশমা পরে থাকায় তাকে সনাক্ত করা কঠিন হয়। আপনার কি মনে হয় সে মিনার্ভা হেস্টিংস হতে পারে ?'

চিন্তিত মনে হলো বিসনকে। সে বলল 'মিনার্ভা হেস্টিংস অত্যন্ত কূটবুদ্ধি সম্পন্ন। সে এ রকম কিছু মতলব করে থাকলে তা নিখুঁত ভাবেই করে থাকতে পারে। সে অতি দুঃসাহসীও।'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কাজের ধারা সত্যিই নিখুঁত', ম্যাসন বললেন।

তখনই ফোন বেজে উঠল।

ম্যাসন ফোন ধরতেই ডেলা স্ট্রিটের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মিসেস ক্রাম্প এসেছেন।'

'তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।'

'তার মানে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেব ?'

'হ্যাঁ।'

ম্যাসন এবার ড্রয়ার থেকে একটা রঙীন চশমা বের করে বিসনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

'দয়া করে এটা চোখে লাগান, মিঃ বিসন।'

'কেন ?' বিসন বলে উঠল।

'আমি দেখতে চাই পরলে আপনাকে কি রকম দেখায়।'

একটু ইতস্তত করে সে চশমাটা চোখে লাগালে ম্যাসন তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঠিক তখনই দরজা খুলে ডেলা স্ট্রিট বলল, 'মিসেস ক্রাম্প।'

'ওহ, হ্যাল্লো, মিসেস ক্রাম্প, আসুন, এখানে দয়া করে বসুন', ম্যাসন বললেন।

গোলগাল চেহারা মিসেস ক্রাম্পের, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। সে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিসন তার চোখ থেকে চশমাটা সজোরে খুলে নিল।

মিসেস ক্রাম্প তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'একি, কি ব্যাপার, মিঃ ম্যাসন ? আপনি তাহলে আরিজোনায় যাননি ?'

দুর্বল হাসি জাগল বিসনের মুখে, সে ম্যাসনকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'ইয়ে··· উনি মিঃ ম্যাসন, আমি সিমলি বিসন।'

'অবাক কাণ্ড—আপনিই তো··· ? আপনিই তো সে যিনি—।'

'আমার মনে হয় উনিই সে, মিসেস ক্রাম্প', ম্যাসন বললেন। তিনি বিসনের দিকে তাকিয়ে এবার বললেন, 'সকাল ছ'টার ঠিক পরে আপনি আমার ঘরে ঢুকে কি করছিলেন সেকথা জানতে চাই আর জানতে চাই আমার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে যে রিভলবারটা নিয়েছেন তার কি হলো।'

ম্যাসন এবার মিসেস ক্রাম্পকে বললেন, 'এতেই হবে, মিসেস ক্রাম্প, ধন্যবাদ। আপনি যেতে পারেন, যাওয়ার সময় ডেলা স্ট্রিট আপনার পারিশ্রমিক দিয়ে দেবে—।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটুকু এমন কিছুই না', মিসেস ক্রাম্প কথাটা বলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে সিমলি বিসনকে তাকিয়ে দেখে গেল।

ম্যাসন চুপচাপ বিসনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে চললে নৈঃশব্দটা যেন সহ্য করতে পারল না বিসন।

সে বলল, 'ঠিক আছে, কাজটা ঠিক হয়নি। অ্যাডেলকে সাহায্যের জন্যই কাজটা করেছি।'

'অ্যাডেলের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কতটা গভীর ? সম্পর্কটাই বা কি রকম ?'

'এতে খারাপ কিছু নেই', বিসন বলল, 'সে রকম যদি ভেবে থাকেন। তবু আমার মনে হচ্ছে, মিঃ ম্যাসন, আমি নিজেকে ফাঁদে ফেলেছি···ভয়ংকর ঝামেলাতেই জড়িয়েছি।'

ম্যাসন চুপচাপ বসে শুনে চললেন কোন মন্তব্য করলেন না।

'ঠিক আছে', বিসন বলে চলল, 'আপনাকে সবই বলছি কারণ আপনি সবই জেনেছেন। আমি···আমি অ্যাডেলকে ভালবাসি।'

'এরকম কতদিন ভাবছেন ?'

'যেদিন সে আমাদের অফিসে প্রথম এসেছিল সেদিন থেকেই। প্রথম দর্শনেই

প্রেম বলব না, তবে ওকে আমার অদ্ভুত ভাল লেগেছিল।'

'ওর সঙ্গে কোনদিন বেড়াতে গিয়েছিলেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বস নিজে যেখানে প্রেম করছিলেন সেখানে আমার সুযোগ কোথায় ?'

'সেটা অনেকখানি মেয়েটির উপরেই নির্ভর করে।'

'আমার মনে হয় না অ্যাডেল ওর প্রতি আমার মনোভাব টের পেয়েছিল।'

'এখন জানে সে ?'

'বলতে পারি না, আমি কোনদিন প্রকাশ করিনি', বিসন বলল।

'সে আপনাকে ব্যাগ আর বন্দুকটার কি হয় জানায় ?'

'হ্যাঁ। আপনি লাস ভেগাস থেকে চলে আসার পর ও আমাকে ফোন করে।'

'সে ফোনে সব জানায় ?'

'না, ফোনে নয়। সে চলে আসছে বলে।'

'আপনারা কোথাও দেখা করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, খুউব ভোরে। কিন্তু—কিন্তু আমি ফাঁসির দড়িতে নিজের গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এসব জানাজানি হবে একদম ভাবিনি।'

'খুনের মামলায় অনেক কিছুই জানাজানি হয়', ম্যাসন বললেন।

বিসন বলল, 'আমি শুধু সাহায্য করতে চাইছিলাম। সব ঠিক মত করতে পারিনি।'

'অবশ্যই পারেন নি', ম্যাসন বললেন, 'শুধু অ্যাডেল হেস্টিংসকে নয়, আমাকেও ঝামেলায় জড়িয়েছেন। বন্দুকটা কোথায় ছিল কি করে জানলেন ?'

'অ্যাডেল আমাকে বলেছিল।'

'সে জানত আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন ?'

'হা ঈশ্বর, না। ও যখন বলল একজন ওর নাম করে আপনার অফিসে ওর ব্যাগ আর বন্দুক ফেলে গেছে তখনই বুঝে নিই কেউ ওকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।'

'আপনি তখন হেস্টিংসের লাশ আবিষ্কার করেন নি ?'

'না···তবে দুয়ে আর দুয়ে যে চার হয় তা বুঝেছিলাম···আমি বুঝেছিলাম ওই বন্দুক দিয়ে কোন অপরাধ করা হয়েছিল আর সেটা অ্যাডেলের উপর চাপানোর চেষ্টা হচ্ছিল।'

'তাই আপনি অ্যাডেলকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন ?' ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ—তাই ভেবেছিলাম।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'বন্দুকটা এখন কোথায় ?'

'যেখানে আছে সেখান থেকে কেউ খুঁজে পাবে না', বিসন বলল।

'আমি খুঁজে পাব', ম্যাসন বললেন।

'তার মানে ?'

'আমি বন্দুকটা চাই, সেটা পুলিশের হাতে তুলে দেব। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না? আপনি আমাকে প্রচণ্ড ঝামেলায় ফেলেছেন। আমি পুলিশকে বন্দুকের কথা বলেছি, বলতেই হয়েছে। ওটা সাক্ষ্য প্রমাণ। আমি একজন অ্যাটর্নি। আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ চেপে রাখা সম্ভব নয়। সেটা আপনিও পারেন না। এটা করলে অপরাধের পর সহযোগী হিসেবে আপনি অভিযুক্ত হতে পারেন আর সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করার জন্য আপনার জেল হতে পারে। বন্দুকটা তাই আমার চাই!'

একটু চিন্তা করল বিসন, তারপর বলল, 'আমিই ভুল করেছি। আমি একটু ফোন করতে পারি?'

'অবশ্যই, ওই বোতাম টিপলেই বাইরের লাইন পাবেন', ম্যাসন বললেন।

বিসন ফোন ধরে বলল, 'হ্যাল্লো আমি রোজালির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু পরে বিসন বলল, 'হ্যাল্লো, রোজালি? আমি বিসন বলছি। একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ করতে হবে তোমাকে। আমি অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসনের অফিসে আছি। তুমি আমার লকারে গিয়ে একটা গলফ খেলার ব্যাগ দেখতে পাবে। ব্যাগের মধ্যে বাদামী কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট আছে, তাতে লেখা আছে ওটা আজ সকালে ৬টার সময় পেরি ম্যাসনের অফিস থেকে নেয়া হয়। প্যাকেটটা সীল মোহর করা আছে। আমি চাই প্যাকেটটা তুমি এখানে নিয়ে আসবে এখনই।'

বিসন ফোন রেখে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

'একজন ভাল সেক্রেটারি পাওয়া ভাগ্যের কথা। রোজালি ব্ল্যাকবার্ন অত্যন্ত দক্ষ মেয়ে।'

ম্যাসন বললেন, 'প্যাকেটটা সীল করে নাম লিখে রেখেছিলেন কেন?'

'অ্যাডেলকে বাঁচানোর জন্যই তা করি। হঠাৎ আমার যদি কিছু হয়, আমি চাইনি সকলে ভাবুক অ্যাডেলই প্যাকেটটা রেখেছে।'

'আপনার যদি কিছু হয় কথাটার অর্থ?'

'মিঃ ম্যাসন, আজকালকার যুগে একটা মোটর দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে। জীবনটাই তো একটা ঝুঁকি।'

ম্যাসন চোখ কুঁচকে বললেন, 'শুধু এই কারনেই? আপনি বন্দুকটার নম্বর লিখে রেখেছিলেন?'

'না। সেটা কেন করতে যাব?'

'যাতে কেউ বন্দুকটা পাল্টে আসল বন্দুকটা রেখে না দেয়।'

'কি বলছেন?'

ম্যাসন বললেন, 'হেস্টিংস খুন হয়েছেন। এ এক ঠাণ্ডা মাথার নৃশংস খুন। আচমকা রাগের মাথায় কেউ কোন নিদ্রিত মানুষকে হত্যা করে না। কোন নিদ্রিত মানুষকে এভাবে খুন করার অর্থ ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা মাফিক খুন। দু'দুবার গুলি করার অর্থও তাই।'

বিসন হতভম্ব হয়ে সায় দিল।

ম্যাসন বললেন, 'আমাদের তাই একজন নৃশংস, স্বার্থপর অত্যন্ত শয়তান ব্যক্তিরই মোকাবিলা করতে হবে। হেস্টিংসের বাড়ি চাবি বন্ধ ছিল। তাই পুলিশের ধারণা কেউ চাবি দিয়ে খুলেই ঢুকেছিল সেটা যুক্তিপূর্ণ। আমি যতদূর জেনেছি দু-সেট চাবি ছিল। এক সেট চাবি অফিসেই রাখা থাকত যাতে প্রয়োজনে কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারত, অন্য সেট ছিল অ্যাডেল হেস্টিংসের কাছে। এখন প্রশ্ন হলো তৃতীয় কোন চাবি ছিল কি? মিনার্ভার কাছে এই চাবি থাকা সম্ভব?'

'না। সে চাবিটা একখানা কড়া চিঠি লিখে ফেরত দিয়েছিল।'

'আপনি কিভাবে জানলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মিসেস হেস্টিংস চিঠিটা আমাকে দেখিয়েছিলেন।'

'তাতে কি ছিল?'

'প্রায় নাটুকে লেখা। সে লেখে তাকে প্রায় পুরনো জুতোর মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

'উনি ভাল রকম সম্পত্তি পেয়েছিলেন?'

'খুবই ভালো।'

'বুঝলাম। এখন কথাটা হল একজন অত্যন্ত মতলববাজ, প্রতিশোধপরায়ণ, নৃশংস কেউ হেস্টিংসের বাড়ির চাবি যোগাড় করে। সম্ভবত সে অফিসে রাখা চাবিই হাতিয়ে নেয়। আমরা অ্যাডেল হেস্টিংসকে আপাতত এর বাইরে রাখছি। এখন অ্যাডেলের বন্দুকটা যদি খুনের অস্ত্র না হয় তাহলে কেউ যদি জেনে থাকে আপনি সেটা কোথায় রেখেছেন আর সেটা সে বদলে দিয়ে থাকে তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে আন্দাজ করতে পারছেন?'

বিসনের দু'চোখে ভয়ের ছাপ জেগে উঠল। সে বলল, 'আপনি অযথা চিন্তা টেনে আনছেন, মিঃ ম্যাসন। আমি প্যাকেটটা সীল করে রেখেছি, আর যেখানে রেখেছি কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'তবে—।'

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। ডেলার ফোন।

ম্যাসন বললেন, 'কি ব্যাপার, ডেলা?'

'মিঃ হাণ্টলি ব্যানার ফোন করেছেন, খুব নাকি জরুরী।'

'লাইন দাও, আমি কথা বলব।'

ম্যাসন ফোনে বললেন এবার, 'হ্যাল্লো, ব্যানার কি ব্যাপার?'

'আমি আপনাকে একথা বলতেই ফোন করছি যে আপনি আগে যেভাবে কথা বলেছেন তাতে আমি আহত বোধ করেছি', ব্যানার বলল। 'আপনি আমার উপর খুব সুবিধে নিয়েছেন।'

'কি রকম সুবিধা?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানতেন আমার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কথাটা আমি কিভাবে নেব।'

'আপনি যে মিথ্যা বয়ান দেবেন আমার জানা ছিল না।'

'শুধু এটা জানাতেই ফোন করেছেন?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'না, অন্য বিষয়ও আছে। ধরে নিচ্ছি অ্যাডেল হেস্টিংস আপনার মক্কেল হতে চলেছে। সে আমায় ঘৃণা করে। এখন বিরাট এক সম্পত্তির জন্য প্রোবেট নেয়ার ব্যবস্থা হতে চলেছে। এসব ব্যাপার আমিই সামলে আসছি। এখন অ্যাডেল হেস্টিংস-এর সঙ্গে থাকলে আমি জানি আমার কোন সুযোগই থাকবে না। আমি এই মাত্র মিনার্ভা হেস্টিংসের কাছ থেকে ফোন পেয়েছি, সে গারভিনের বিবাহ বিচ্ছেদ করা স্ত্রী, সে চায় আমি তার হয়ে দাঁড়াই। কথাটা তাই হতে চলেছে, তাই আপনাকে জানালাম।'

'কোন ব্যাপারে তার প্রতিনিধি হবেন আপনি?'

'এস্টেটের সব কিছুতেই।'

'কিন্তু সে বাঁটোয়ারা তো আগেই হয়ে গেছে।'

'আমি এনিয়ে আর ফাঁদে পা দিচ্ছি না', ব্যানার বললেন। 'আইন নিশ্চয়ই আপনি জানেন, কেউ খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে কোন সম্পত্তির মালিকানা তাতে বর্তায় না।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'আপনারা প্রমাণ করতে চাইছেন অ্যাডেল হেস্টিংসই তার স্বামীকে খুন করেছে?'

'এ কাজ পুলিশের, আমরা চুপচাপ বসে থাকছি। আমি মিনার্ভার স্বার্থ দেখব, আর যা করণীয় তাই করব। আইনত তাতে বাধা নেই।'

'আমি সবই শুনলাম', ম্যাসন বললেন।

'আমি আবার বলছি আপনার কাজে আমি অখুশি।'

'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনি কি রকম সৎ', ম্যাসন বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।

ম্যাসন এবার বিসনকে বললেন, 'হাণ্টলি ব্যানার ফোন করেছিল। সে মিনার্ভা হেস্টিংসকে সমর্থন করছে। মিনার্ভা হেস্টিংস বড় দ্রুত কাজে নেমে পড়েছে দেখছি।'

'আমার ধারণা সে অনেকদিন ধরেই কাজটা করছে', বিসন বলল।

'আপনার এ কথার অর্থ।'

'আমার অনেক দিনই সন্দেহ ছিল, যদিও কোন প্রমাণ নেই।'

'আপনার একথা বলার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে?'

'আমি ব্যানারকে কোন কালেই বিশ্বাস করিনি।'

'হ্যাঁ, লোকটা আস্থা তৈরি করার মত নয়', ম্যাসন বললেন।

'দোষটা হেস্টিংসের নয়। এর জন্য দায়ী কর্নেল মেনার্ড। সেই ব্যানারকে

নিয়ে আসে আর সে জাঁকিয়ে বসে।'

'আমার মনে হয় কর্নেল মেনার্ড সম্পর্কে আপনি আরও কিছু বললে সুবিধা হয়।'

'আপনি আমার পেট থেকে সব টেনে বের করতে চাইছেন', বিসন বলল।

'শুনুন, আমি সব খোলাখুলি বলছি', ম্যাসন বললেন। 'অ্যাডেল হেস্টিংস ফাঁদে পড়েছেন। তাই সবই আমার জানা দরকার তাকে সাহায্য করার জন্য। এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে যোগ্য কেউই নেই।'

মেনার্ড হলো অফিসে কর্তৃত্বের ব্যাপারে দু'নম্বর', বিসন বলল। 'সে আমার উপরে। আমার ধারণা হেস্টিংস মারা যাওয়ায় সব কর্তৃত্ব তারই হাতে, অন্তত অ্যাডেলের হয়ে কাগজপত্র যতক্ষণ না পাচ্ছেন।'

'ব্যবসাটা একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান ?'

'না, একজনেরই মালিকানা।'

'তাহলে আদালতের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ কিছু কর্তৃত্ব করতে পারবে না।'

'তা জানি, তবে মেনার্ড অত্যন্ত কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বভাবের, সে সব ব্যাপারেই নিজেকে জাহির করতে চায়। আর সমস্ত খবর সেই রাখে।'

'খুঁটিনাটি বিষয় নিশ্চয়ই আপনারও জানা আছে ?' ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ, মোটামুটি জানি।'

'ঠিক আছে। এবার ব্যানারের কথায় আসা যাক।'

বিসন একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি কোনদিন ব্যানারের সেক্রেটারি এলভিরা মিচেলকে দেখেছেন ?'

ম্যাসনের চোখ ছোট হয়ে এল। 'তার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি ?'

'সে কর্নেল মেনার্ডের অত্যন্ত পরিচিতা বান্ধবী। বহুদিনের পরিচয় ওদের।'

'আমার ধারণা ছিল সে তার বসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে', ম্যাসন বললেন।

'হতেও পারে, তবে আমার তা মনে হয় না, সে কর্নেল মেনার্ডের প্রেমে ডুবে আছে।'

'বলে যান আর কি বলার আছে।'

'সে চাইত ব্যানারই হেস্টিংসের কাজ কারবার দেখুক, যদিও তার আরও উকিল ছিল। এরপর একটা অবস্থা আসে যখন হেস্টিংস বাইরে ছিলেন। তখনই মেনার্ড ব্যানারের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই ব্যানার চেপে বসে। সে হেস্টিংসের সব কাজেই মাথা গলাতে শুরু করে আর হেস্টিংসও ব্যানারের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।'

ম্যাসন চিন্তিতভাবে বললেন, 'এতে ব্যাপারটা বেশ বদলে যাচ্ছে। বন্দুকটা আমার এখান থেকে আপনি না সরালেই ভাল হতো।'

'তাতে কিছুই হয়নি, আমি অত্যন্ত সাবধানে প্যাকেট করেই রেখেছি, আমি শপথ করে বলছি কোন কারচুপি করা হয়নি, বন্দুকটা সেই একই', বিসন বলল।

'আশা করি তাই যেন হয়', ম্যাসন বলে ডেলার দিকে তাকালেন। 'ডেলা, অ্যাডেল হেস্টিংসের হয়ে একটা আবেদন তৈরী কর যাতে গারভিন হেস্টিংসের এস্টেটের পরিচালনার ভার ওই পায়।

'কোন উইল নেই?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'তা জানিনা। যদি থাকে সেটা ব্যানারের কাছেই রয়েছে, ব্যাপারটা তাই জটিল। কাগজপত্রে অ্যাডেলের সই করিয়ে নিতে হবে, ঘটনা খুব দ্রুত এগোচ্ছে।'

'অন্ত্যোষ্টি পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হবে না?' বিসন প্রশ্ন করল।

'না, এ এক অদ্ভুত মামলা···আমার ধারণা আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। সে কোথায় আছে মনে হয়?'

'সম্ভবত ফ্লিন্টোন হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে। সাধারণত ওখানেই সে ওঠে।'

ম্যাসন বিসনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন, 'তাহলে আপনি লাইনের ধারেই বসে আছেন?'

'এ ছাড়া আমার করার কিই বা ছিল, পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষমতা কোথায়?'

'আপনাকে আত্মবিশ্বাসহীন বলে মনে হচ্ছে', ম্যাসন বললেন। এবার ইচ্ছা পূরণের জন্য লড়াই শুরু করুন। মেয়েরা আত্মবিশ্বাসের অভাবকে ভাল চোখে দেখেনা।'

বিসন দৃষ্টি নত করল, 'আমি ওকে এত ভালবাসি বলেই ওর কাজে লাগতে চেয়েছিলাম, হেস্টিংস ওকে যা দিয়েছে আমি তা দিতে পারিনি।

□ আট □

গার্টি ফোনে বলল, 'এক মিসেস ব্ল্যাকবার্ণ' মিঃ বিসনের জন্য একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছেন।'

'এক মিনিট দাঁড়াও', ম্যাসন বলে বিসনের দিকে তাকালেন। 'মিসেস ব্ল্যাকবার্ণ' একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছেন। তাকে এখানে আসতে বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলে দিন।'

ম্যাসন গার্টিকে জানিয়ে বললেন। ভদ্রমহিলা যে বিবাহিত তাতো বলেন নি? বিধবা?'

'না। সে এক দুঃখের কাহিনী। বিয়ের কয়েকমাস পরেই ওর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আর তাকে দেখা যায়নি।'

'উনি তারপর নেভাদায় যান?' ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ '

'লাস ভেগাসে?'

'না, কারসন সিটিতে। সেটা বছরখানেক হবে।'

ম্যাসন এবার গার্টিকে বললেন, 'ওকে পাঠিয়ে দাও, গার্টি।'

ডেলা দরজা খুলতেই গাঢ় রঙের চুল এক তরুণীকে দেখতে পেল।

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'ভিতরে আসুন।'

রোজালি ব্ল্যাকবার্ণ দ্রুত একবার ম্যাসনের দিকে তাকানোর পরেই বিসনকে দেখে মাথা নুইয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

সিমলি বিসন প্যাকেটটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইনি মিঃ ম্যাসন, রোজালি, বিখ্যাত অ্যাটর্ণি। ওর সম্পর্কে নিশ্চয়ই ঢের শুনে থাকবে—কিন্তু একি! প্যাকেটটার এ অবস্থা কেন?'

'ব্যাগ থেকে যখন বের করি এই রকমই ছিল', রোজালি বলল।

'এতো সব খোলা! কাগজটাও কাটা—ভিতরে বন্দুকটাও দেখা যাচ্ছে। এ কাজ তুমি করোনি তো?'

'না, স্যার। যেভাবে পেয়েছি সেই ভাবেই নিয়ে এসেছি।'

'লকারে চাবি আটকানো ছিল?'

'হ্যাঁ। আপনার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে খুলেছি।'

প্যাকেটের কাগজ খুলতে গিয়ে বিসন বলল, 'রোজালি, তুমি বরং মিঃ ম্যাসনের বাইরের অফিসে অপেক্ষা কর, তারপর একসঙ্গে ফিরব।'

'ধন্যবাদ', রোজালি কথাটা বলে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

ম্যাসন বললেন, 'আপনার কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার সেক্রেটারির কি অনাবশ্যক কৌতূহল থাকে?'

'ও খুবই দক্ষ', বিসন বলল। 'আপনি যদি ভেবে থাকেন ও প্যাকেটটা খুলেছিল কিনা তাহলে বাজি রেখেই বলব ও তা করেনি।'

ম্যাসন বললেন, 'হ্যাঁ, বাজি ধরলে বলার কিছু নেই।' তিনি এবার ডেলাকে বললেন, 'ডেলা সমস্ত প্যাকেটের কাগজগুলো একটা বাক্সে ভরে সীল করে রাখ, পরে দরকার হতে পারে। হ্যাঁ, লক্ষ্য রেখ যেন আঙুলের ছাপ না পরে।'

'কাগজ থেকে হাতের ছাপ তোলা যায়?' বিসন দ্রুত প্রশ্ন করল।

'নতুন পদ্ধতিতে যায়', ম্যাসন বললেন। সুপ্ত ছাপ তোলার পদ্ধতি আলাদা। বিশেষ ধরণের রাসায়নিকের সাহায্যেই একাজ করা হয়।'

'হা ঈশ্বর', বিসন বলে উঠল। এভাবে কাগজ থেকে ছাপ তোলা যায় জানতাম না। ওই কাগজে আমার হাতের ছাপ মাখামাখি, রোজালিরও থাকবে।'

'আমারও তাই ধারণা', ম্যাসন বললেন।

ডেলা সাবধানে প্যাকেটের কাগজগুলো একটা বাক্সে ঢোকানোর পর ম্যাসন একটা পেন্সিল রিভলবারের নলে ঢুকিয়ে সেটা সতর্ক ভঙ্গিতে টেবিলের উপর রাখলেন।

'এবার আমরা লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগকে জানাতে পারি যে বন্দুকটা পাওয়া যাচ্ছিল না সেটা পাওয়া গেছে', ম্যাসন বললেন। 'ডেলা ট্র্যাগকে ফোন করে জানিয়ে দাও বন্দুকটা ভুল বশতঃ অন্য কোন জায়গায় ছিল।'

ম্যাসন এবার বিসনের দিকে ফিরলেন।

'আমার মনে হয় আপনাকে এখানে আর আটকে রাখার দরকার নেই। লেঃ ট্র্যাগ এখনই এসে পড়বেন, বন্দুকটার জন্য তিনি খুবই উদগ্রীব।'

'তাহলে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না একথাই বলছেন তো? আশা করি আপনি আমাকে রক্ষার ব্যবস্থা করবেন?' বিসন বলল।

'না, কখনই না! আমি প্রথমে আমার মক্কেলকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করব', ম্যাসন বললেন। 'আর তারপর নিজেকে। আপনি নিজেই ফাঁদে গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাই নিজেকে বাঁচানোর দায় আপনারই।'

□ নয় □

টেলিফোনে হঠাৎই গার্টি'র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ অফিসে এসেছেন তার সঙ্গে রয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি মিঃ হ্যামিল্টন বার্জার।'

'ওদের ভিতরে পাঠিয়ে দাও', ম্যাসন বলে ডেলার দিকে তাকালেন, 'ওদের খাতির করে নিয়ে এস ডেলা।'

ডেলা স্ট্রিট মোহনীয় ভঙ্গিতে অফিসের দরজা খুলতেই লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ আর হ্যামিল্টন ঘরে ঢুকলেন।

ট্র্যাগের মুখে সামান্য অনুশোচনার হাসি থাকলেও হ্যামিল্টন বার্জারের মুখভাব গম্ভীর আর সরকারী মর্যাদাসম্পন্ন।

'আসুন, আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ', ম্যাসন অভ্যর্থনা জানালেন। 'মনে হচ্ছে বন্দুকটার জন্যই আপনারা এসেছেন। বসবেন না?'

হ্যামিল্টন বার্জার উত্তর দিলেন, 'আমরা অনেক কিছুর জন্যই এসেছি। এর অনেকটাই ওই বন্দুকের সঙ্গে জড়িত। এখন প্রশ্ন হলো এখানে কি জাল পেতেছেন আপনি?

'আমি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করছি', ম্যাসন বললেন।

'আপনার সামান্য সহযোগিতাই অনেকদূর যায়', বার্জার বলে ট্র্যাগকে ইঙ্গিত করলেন।

'বন্দুকটা কোথায় ?' ট্র্যাগ বলে উঠলেন।

ম্যাসন ডেস্কের ডানদিকের ড্রয়ারটা খুললেন।

ট্র্যাগ বললেন, 'আমি আগে যখন আসি তখন এই ড্রয়ারটা খোলোনি ?'

'সে এক লম্বা কাহিনী', ম্যাসন বললেন।

'টেলিফোনে তুমি জানিয়েছ বন্দুকটা ভুলবশত অন্য জায়গায় ছিল।'

'যতদূর জানি, আমার সেক্রেটারি জানায় বন্দুকটা ভুল করে অন্য জায়গায় ছিল', ম্যাসন বললেন।

'কে রেখেছিল ?'

'সে এক লম্বা কাহিনী', ম্যাসন বললেন। 'তোমাদের বলা উচিত কিনা ভাবছিলাম।'

'আমার মনে হয় বলাই ভাল', বার্জার বললেন। 'আমিও মনে মনে পর্যালোচনা করছিলাম। আমি আপনাকে গ্র্যান্ড জুরির সামনে উপস্থিত করতে চলেছি—বুঝতে পারছি না ঘটনার পরের সহযোগী হিসেবে আপনাকে অভিযুক্ত করব না সাক্ষ্য প্রমাণ লোপের অভিযোগ আনব তাই ভাবছি।'

'তাহলে এমতাবস্থায়', ম্যাসন বললেন, 'গ্র্যান্ড জুরির সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে বোধহয় বলা ঠিক হবে না।'

বার্জার ট্র্যাগকে বললেন, 'বন্দুকে হাতের ছাপ আবিষ্কার করতে পারবে ?'

'বন্দুকের উপর এই হাতের ছাপ মেলা শক্ত', ট্র্যাগ বললেন। বড় জোর বুড়ো আঙুলের সামান্য ছাপ পাওয়া যায়। হেডকোয়ার্টারে গিয়ে চেষ্টা করতে পারি।'

ট্র্যাগ বন্দুকটা ব্যাগে রাখতে যেতে বার্জার বললেন, 'নম্বরটা দেখে নাও।'

ট্র্যাগ তাই করে জানালেন, 'নম্বর হলো সি ৪৮৮০৯।'

বার্জার নোটবই দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, এটা তার কেনা প্রথম বন্দুক।' তিনি ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, ম্যাসন। কোন ভাবে যদি বন্দুক বদল হয়ে থাকে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবই ……ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠবে।'

'বন্দুক বদল মানে কি বলতে চান ?'

'গারভিন হেস্টিংস সারা জীবনে দুটো বন্দুক কেনেন—একই ধরণের আটত্রিশ ক্যালিবারের বন্দুক', বার্জার বললেন। 'আমরা রেকর্ড দেখেছি। প্রথমটা তিনি কেনেন দুবছর আগে আর অন্যটা চোদ্দ মাস আগে। দ্বিতীয়টা কেনার সময় তিনি দোকানদারকে বলেছিলেন ওটা তার স্ত্রীর আত্মরক্ষার জন্য কিনছেন।'

'আর এটা সেই দ্বিতীয় বন্দুক ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এটা প্রথম বন্দুক।'

'তাহলে এত হৈ চৈ কেন বুঝতে পারছি না', ম্যাসন বললেন।

'হৈ চৈ কেন এবার বলছি', বার্জার বললেন। 'আপনি সব সময়েই বন্দুক

গ্নলিয়ে দিতে ভালবাসেন। আপনার মক্কেলের পক্ষে দ্নটো বন্দ্নকেই হাতে দেয়া সম্ভব ছিল। আপনি অন্য বন্দ্নক থেকে দ্নটো গ্নলি ছ্নড়ে সেদ্নটো বদলে দেন। আমি বাজি রেখে বল্নতে পারি এই বন্দ্নকের ব্যালিন্টিক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ওটা দিয়ে হেস্টিংসকে খ্নন করা হয়নি।'

'সেক্ষেত্রে', ম্যাসন বললেন, 'অ্যাডেল হেস্টিংসের বির্নদ্ধে আপনারা অভিযোগ আনতে পারবেন না।'

বার্জার ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার ধৈর্য থাকে না বিশেষ করে আপনার কৌশলের জন্য। আমাদের কাছে অ্যাডেল হেস্টিংস আর পেরি ম্যাসন দ্নজনের বির্নদ্ধে খ্ননের অভিযোগ থাকতে পারে। আমি আপনাকে ঘটনার পর সহযোগী হিসেবে অভিয্নক্ত করতে চলেছি। সোজা কথায় আপনাকে খ্ননের অভিযোগেই অভিয্নক্ত করতে চাই।

'এই বন্দ্নকটা খ্ননের অস্ত্র না হলে?'

'ঠিক তাই।'

'আর এটা যদি খ্ননের অস্ত্র হয়ে থাকে?'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'তাহলে আপনাকে দায়ী করব...।'

'বল্নন?' ম্যাসন বাধা দিয়ে বললেন।

'সেকথা বলার আগে', বার্জার বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বন্দ্নকটা আগে কেন পাওয়া যায়নি।'

'ঠিক আছে, সবই বলছি', ম্যাসন বললেন। 'অ্যাডেল হেস্টিংস সিমলি বিসনকে ওর ব্যাগ আর বন্দ্নক হারানোর কথা বলেছিল। বিসন হলো হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের ম্যানেজার। বিসন অত্যন্ত বোকার মতই ভেবে নেয় বন্দ্নকটা অ্যাডেলকে ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলতে পারে কারণ সেটা একটা সাক্ষ্য প্রমাণ, সে তাই ওটা ল্নকিয়ে ফেলতে চায়। সে এরপর আমার অফিসে সকাল ছ'টার সময় হাজির হয়, তারপর সাফাইকারিণীকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বলে সে পেরি ম্যাসন। তার হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল। সে আমার অফিসে ঢ্নকে এরপর আমার ডেস্ক খোলে, বন্দ্নকটাও নিয়ে নেয় আর সেটা হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের অফিসে নিয়ে যায়।

'তার সেখানে একটা লকার আছে, টিস্ন কাগজে বন্দ্নকটা জ্নড়ে সেটা সে একটা বাদামী কাগজে জড়িয়ে তার উপর লিখে রাখে জিনিসটা পেরি ম্যাসনের অফিস থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর সই করে প্যাকেটটা ও শীলমোহর করে।'

'সে এত কিছ্ন করল কেন?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'কারণ সে অ্যাডেল হেস্টিংসকে বাঁচাতে চাইছিল কারণ সেই বন্দ্নকটা তার এমন কথা উঠতে পারত।'

ট্র্যাগ আর বার্জার দ্নষ্টি বিনিময় করলেন।

'বলে যান', বার্জার বললেন। 'আপনি সব সময়ই গ্রহণযোগ্য গল্প ফাঁদতে

অভ্যাস। আমি অবশ্য গ্রহণ করছি না, তবে শুনছি।'

'আমি জানতাম কেউ বন্দুকটা চুরি করেছে', ম্যাসন বললেন। আমি এও ভেবেছি এমন কেউ চুরি করেছে যে জানত বন্দুকটা কোথায় ছিল। আমি এও জানতাম চুরি করার সবচেয়ে ভাল সময় পরিচারিকা যখন সাফাই করতে আসে। আমি পল ড্রেককে লাগিয়েছিলাম রেজিস্টারে কে কে ওই সময় এসেছে তাই দেখতে। এইভাবে একজনের চেহারার একটা বর্ণনা পেয়ে যাই। সূত্র দেখে লোকটা সিমলি বিসন বলেই সন্দেহ হয় আমার। আমি তাকে আমার অফিসে ডাকি আর তাকে অভিযুক্ত করি, সাফাইকারিণীও ওকে সনাক্ত করে। ও ভেঙে পড়ে সব স্বীকার করে।'

'ঠিক আছে', বার্জার বললেন। এবার বন্দুকের বিষয়ে বলুন। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে এও আপনার সেই পুরনো খেলারই অঙ্গ, শুধু একটু নতুন মোচড় দিয়েছেন।'

'এবার সিমলি বিসন তার সেক্রেটারিকে ফোন করে ডাকে', ম্যাসন বললেন। 'তার নাম রোজালি ব্ল্যাকবার্ণ। সে তাকে বলে ওর ডেস্ক খুলে লকার থেকে একটা গলফের বাক্স থেকে বাদামী প্যাকেটটা নিয়ে এখানে চলে আসতে।'

'বলে যান', বার্জার বললেন। 'বল আপনার কোর্টে।'

'সেক্রেটারি এখানে এসে প্যাকেটটা বিসনকে দিয়ে জানায়, সেটা সীলমোহর করা ছিল না', ম্যাসন বলে চললেন। 'কোন ধারালো ছুরি দিয়ে কাগজটা কাটা হয়েছে।'

বার্জারের চোখ ছোট হয়ে এল।

'তারপর', ম্যাসন বললেন, 'লোকটা সবই আবার রেখে দেয়। এই হলো সব। আমি অস্ত্রটা পাওয়া মাত্রই ডেস্কের ড্রয়ারে সাবধানে রেখে লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগকে জানিয়ে দিই।'

'এই হলো তাহলে আপনার কাহিনী?' বার্জার বললেন।

'হ্যাঁ', ম্যাসন জবাব দিলেন।

ট্র্যাগ আবার বার্জারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

বার্জারের মুখে অন্ধকার ঘনাল। 'এই করে পার পাচ্ছেন না, পেরি।'

'আমি কোন পার পেতে চাইছি না। আপনি ঘটনার বিষয় শুনতে চেয়েছেন তাই শুনিয়ে দিলাম।'

বার্জার বললেন, 'সবটাই চালাকিতে ভরা। আমরা অ্যাডেল হেস্টিংসকে খুনের অভিযোগে ধরার চেষ্টা করতেই আপনি এই বন্দুকটা হাজির করে দাবী করছেন আমরা প্রমাণ করতে পারব না এটাই তার ব্যাগে ছিল। আপনার কৌশল হলো আপনি আমাদের বাধ্য করবেন ওই বিসনকে কাঠগড়ায় তুলতে, সঙ্গে ওই সেক্রেটারিকেও। তারপর আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন প্যাকেটটা যে কেউ খুলে বন্দুক পাল্টাতে পারত, অ্যাডেল অতএব দোষী নয়।'

'বুঝলাম', হেসে বললেন ম্যাসন। 'এতে দোষের কি আছে? আপনারা যদি

বন্দুকটাকে আসল অস্ত্র বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ওটা অ্যাডেল হেস্টিংসের ব্যাগ থেকে এসেছে।

'বন্দুকটা যখন পেয়েছিলে তখন নম্বরটা দেখে রাখলে আর সন্দেহ থাকত না', ট্র্যাগ বললেন।

ম্যাসন বললেন, 'তাহলে তোমরা দাবী করতে আমি বড় বেশি রকম বন্দুকটা নাড়াচাড়া করেছি।'

'আমার বিশ্বাস যে কাগজটা কাটা হয় সেটা ফেলে দিয়েছ যাতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তার উল্টো', ম্যাসন বললেন, 'আমি খুব সাবধানে সেটা তুলে রেখেছি যাতে নতুন কোন আঙুলের ছাপ না পড়ে।'

ম্যাসন ইঙ্গিত করতে ডেলা উঠে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স নিয়ে এল।

'কাগজটা এর মধ্যে আছে', ম্যাসন বললেন।

'আমার মনে হয় সব ঘটনা আপনি দেখেছেন মিস স্ট্রিট?' হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'মানে সবটা নয়', ডেলা জানান।' সিমলি বিসন আসার পর আমাকে সুইচ-বোর্ড দেখতে হয়েছিল কারণ গার্টি লাঞ্চে গিয়েছিল। তাই সব কথা শুনিনি।'

'খুবই চালাকির কাজ', বার্জার বললেন, 'সব কিছু গোলমেলে করে তোলা হয়েছে যাতে আমরা অ্যাডেল হেস্টিংসের সঙ্গে অস্ত্রটাকে জুড়ে দিতে না পারি। তবে আগে এরকম হয়ে থাকলেও এবার আর হতে দিচ্ছি না।'

'আবার হবে না কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'কারণ আপনি এখানে থাকছেন না', বার্জার বললেন। আপনি সান কুয়েনটিনে থাকবেন। আপনার এসব কাজ দেখে আমি ক্লান্ত। সব সময়েই আপনি সাক্ষ্য এলোমেলো করে দেন। এবার আপনি চাইছেন দুটো বন্দুকের খেলা দেখাতে যাতে জুরিরা ধাঁধায় পড়ে ভাবে কেউ সাক্ষ্য প্রমাণ এলোমেলো করেছে।'

'আমার ধারণা সত্যিই কেউ সেটা করেছে', ম্যাসন বললেন।' আমার আরও ধারণা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাডেল হেস্টিংসকে খুনের মামলায় জড়াতে চেয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমরা সাক্ষ্য প্রমাণই আপাতত নিয়ে নিচ্ছি, আর—।'

'এক মিনিট দাঁড়ান', ম্যাসন বাধা দিলেন। 'আপনারা যদি মোড়কের কাগজটা নিয়ে যেতে চান তাহলে আপনাদের সেটা এখানেই পরীক্ষা করতে হবে যে ওটা কাটা হয়েছিল।'

'ওহ্ আমি স্বীকার করব ওটা কাটা হয়', ক্লান্তস্বরে বললেন বার্জার। এটা ওই পরিকল্পনারই অঙ্গ। তবে আমরা কি করতে যাচ্ছি আপনাকে জানাচ্ছি, মিঃ পেরি ম্যাসন। আমরা আপনাকে আর অ্যাডেল হেস্টিংসকে হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের অফিসে নিয়ে যাচ্ছি। এবং এখনই—।'

□ দশ □

হ্যামিল্টন বার্জার হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের প্রেসিডেন্টের ঘরে ঢুকে সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি এখানকার সমস্ত কর্মচারিকে এই ঘরে উপস্থিত দেখতে চাই যাতে প্রশ্ন করতে পারি। 'আমি হ্যামিল্টন বার্জার, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি। ইনি পুলিশের হোমিসাইড দপ্তরের লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ, আর ইনি মিঃ পেরি ম্যাসন, গারভিন হেস্টিংসের বিধবা স্ত্রী অ্যাডেল হেস্টিংসের অ্যাটর্ণি। আর ইনি মিস ডেলা স্ট্রিট, ওঁর সেক্রেটারি। এখন এখানে যা ঘটেছে আমি তার স্পষ্ট উত্তর চাই।'

হ্যামিল্টন বার্জারের গলায় যে কর্তৃত্বের সুর ছিল তা শুনে কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই ঘরে জমায়েত হলো।

'প্রথমেই আমি জানতে চাই এখানকার দায়িত্বে কে আছেন।'

'আমি', একজন লোক জানাল।

'আপনি কে?'

'আমি কর্নেল মেনার্ড। আমিই মিঃ হেস্টিংসের নিচেই ছিলাম।'

'বেশ, আমার পাশে এসে বসুন', বার্জার বললেন।

এ কথায় বছর ত্রিশের মেনার্ড এগিয়ে এল। তার চোয়ালের হাড় উঁচু, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, রঙ ধূসর।

'হেস্টিংসের কাজকর্মের বিষয়ে আপনি কি জানেন?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'প্রায় সবই জানি', মেনার্ড বলল।

'হেস্টিংসের কোন বন্দুক ছিল?'

'হ্যাঁ ছিল। আসলে দুটো বন্দুক ছিল।'

'এ সম্পর্কে আপনার কতটুকু জানা আছে?'

'যতদূর জানি বন্দুক দুটো একই ধরণের। হেস্টিংস একটা বাড়িতে আত্মরক্ষার জন্য রাখতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি অন্যটা কেনেন। পরের স্ত্রীকে একটা দিয়েছিলেন তবে আগেরটা না পরেরটা তা জানিনা।'

বার্জার ঘরের উদগ্রীব মুখগুলো লক্ষ্য করে বললেন, 'এখানে সিমলি বিসন নামে কেউ আছেন?'

বিসন এগিয়ে এল।

'আপনি এখানে কি পদে আছেন?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

কর্নেল মেনার্ড বলে উঠল, 'মিঃ বিসন সরাসরি আমারই নিচের পদে আছেন।

উনি অফিসের কাজকর্ম দেখেন।'

বার্জার প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ হেস্টিংসের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'অনেকটাই জানি', বিসন নম্রভাবে বলল, 'তবে কর্নেলি মেনার্ডের মত না হলেও জানি।'

'দুটো বন্দুকের কথা জানতেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাডেল হেস্টিংসকে কতখানি জানেন আপনি?'

'বেশ ভালোই জানি। এখানকার পুরনো কর্মচারিরা সবাই জানে, মিঃ বার্জার। মিঃ গারভিন তাকে বিয়ে করার আগে ও এখানে সেক্রেটারির কাজ করত।'

'উনি জনপ্রিয় ছিলেন?'

'তাইতো জানি।'

বার্জার মেনার্ডের দিকে তাকালেন। 'আপনার কি মনে হয়?'

মেনার্ড সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'অ্যাডেল খুবই দক্ষ সেক্রেটারি ছিলেন। অবশ্য উনি মিঃ হেস্টিংসের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হওয়ায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ কমই হতো। এদিক থেকে বিসনের সঙ্গেই ওর কাজকর্ম বেশি হতো।'

'হেস্টিংস কি ওর প্রথম কাজ করতে আসার সময় বিবাহিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর স্ত্রীর নাম কি?'

'মিনার্ভা হেস্টিংস।'

'সে বিয়ের কি হয়?'

'বিচ্ছেদ ঘটেছিল।'

বার্জার বিসনের দিকে তাকালেন। 'ওই বিচ্ছেদের ব্যাপারে অ্যাডেল হেস্টিংসের কিছু করণীয় ছিল?'

বিসন উত্তরে জানাল, 'মিনার্ভা তাই ভেবেছিলেন।'

বার্জার ঘরের অন্যান্যদের দিকে তাকালেন।

'অ্যাডেলই বিয়ে ভেঙে দেয়', মেনার্ড শান্তস্বরে বলল।

'ঠিক আছে', বার্জার বললেন, 'এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। এখন আমি জানতে চাই আজ সকাল ৬টার সময় কে পেরি ম্যাসনের অফিসে গিয়েছিল?'

'আমি', সিমলি বিসন উত্তর দিল।

'সেখানে আপনার কি কাজ ছিল?'

'আমি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা বন্দুক নিয়েছিলাম।'

'এ কাজ কেন করেছিলেন?'

'কারণ', বিসন আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমি বুঝেছিলাম অ্যাডেল হেস্টিংসকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চলেছিল, আমি তা হতে দিতে চাইনি।'

'এ ব্যাপারে আপনার আগ্রহের কারণ কি ?'

'আমি ন্যায় করা হোক তাই চেয়েছিলাম।'

'কি কারণে তাকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছিল ?'

'এখন শুনছি কোন খুনের অভিযোগে।'

'কিন্তু তখন তা জানতেন না ?'

'না।'

'কিন্তু আপনি জানতেন এরকম কিছু করা ছিঁচকে চুরির পর্যায়ে পড়ে ?'

'আইনের ব্যাপার যাচাই করার মত আমার মনের অবস্থা ছিলনা।'

'আপনি সকাল ছটায় ওখানে কেন গিয়েছিলেন ?'

'আমি অফিসে ঢুকতে চেয়েছিলাম। পরিচারিকা সকাল ছটায় আসে জানতাম।'

'ঠিক আছে এনিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব', বার্জার বললেন। 'আমি এখন জানতে চাই বন্দুকটা নিয়ে আপনি কি করেন।'

'আমি বন্দুকটা টিসু কাগজে জড়িয়ে ব্রাউন পেপারে মুড়ে সীলমোহর করে একটা লেবেল আটকে গল্ফ ক্লাবের মধ্যে ডেস্কে রেখে দিই। ডেস্কের লকারে। এরপর মিঃ হেষ্টিংসকে ফোনে না পেয়ে তার বাড়ি রওয়ানা হই।'

'ভিতরে ঢুকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে ?'

'মিঃ হেষ্টিংস অফিসে একটা চাবি রাখতেন হঠাৎ কোন কারণে কারও তার বাড়িতে যাওয়ার দরকার হলে। কিন্তু এসব কথা তো আগেই আমি পুলিশকে বলেছি—।'

'পুলিশকে কি বলেছেন আমার জানার দরকার নেই', হ্যামিল্টন বার্জার কড়া স্বরে বললেন। 'আপনি আমাকে আবার বলবেন। চাবিটা কোথায় রাখা হতো ?'

'মিঃ হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত অফিসের আলমারিতে।'

'অর্থাৎ এখানে ? আলমারিটা দেখি।'

বিসন আলমারি দেখানোর পর বলল, 'চাবিটা এখানে ঝোলানো থাকত আজ সকালে পুলিশ নিয়ে গেছে।'

'চাবিটা এখানে রাখা হয় সবাই জানত ?'

'খুব সম্ভবত জানত।'

'বেশ। বন্দুকটার কি হয় এরপর ?'

'আমাকে মিঃ ম্যাসনের অফিসে ডেকে পাঠানো হয়।'

'কে ডেকে পাঠায় ?'

'মিঃ পেরি ম্যাসন।'

'তারপর কি হয় ?'

'তিনি আমাকে আমি বন্দুকটা নিয়েছি বলে অভিযুক্ত করেন, আমিও স্বীকার করি।'

'তারপর?'

'আমি আমার সেক্রেটারি রোজালি ব্ল্যাকবার্ণকে ফোন করে ওটা মিঃ ম্যাসনের অফিসে নিয়ে আসতে বলি।'

'রোজালি ব্ল্যাকবার্ন কোন জন?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'আমি', রোজালি এগিয়ে এল।

'ঠিক আছে। আপনি কি করেন এবার।'

'আমি লকারের চাবি দিয়ে সেটা খুলে গলফ ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে মিঃ ম্যাসনের অফিসে দিয়ে আসি।'

'সে সময় প্যাকেটের অবস্থা কেমন ছিল?' বার্জার জানতে চাইলেন।

'ধারালো ছুরি দিয়ে কেউ সেটা কেটেছিল।'

'আপনি তাতে কি করলেন?'

'কিছুই না। ব্যাগের মধ্যে বন্দুকটা দেখতে পেয়ে সেটা ভাল করে মুড়ে প্যাকেটটা মিঃ ম্যাসনের অফিসে নিয়ে যাই মিঃ বিসনের কাছে।'

'ঠিক আছে, আমি এবার জানতে চাই প্যাকেটটা কে কেটেছিল…বলুন, আপনারা কেউ একাজ করেন?' ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন বার্জার।

পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ জেগে উঠল এবার।

বার্জার বললেন, 'শুনুন এটা একটা খুনের ঘটনা। আমরা এখানে খেলা করছি না। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। আইনের বিষয় আপনাদের জানা থাকা দরকার। গারভিন হেষ্টিংস ঘুমন্ত অবস্থায় তার বাড়িতে খুন হন। কেউ কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করলে সেটা নিছক হত্যাকাণ্ড হয় না, ঝোঁকের মাথাতেও খুন বলা যায় না। এ হলো অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনামাফিক খুন। এ হলো ফার্ষ্ট ডিগ্রী মার্ডার। এর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কেউ যদি কোন সাক্ষ্য গোপন করেন বা হত্যাকারীকে কোনভাবে সাহায্য করে চলেন তাহলে তিনি আইনত অপরাধী ও অপরাধের অংশীদার। কেউ সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করলেও অপরাধী।

'এখানে এটা স্পষ্ট কেউ সাক্ষ্য বিনষ্ট করতে তৎপর। আমরা জানি সিমলি বিসন একাজ করেছেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে দায়ী করতে চলেছি। আমি বলতে চাই সে সাক্ষ্যে কারচুপি করার পর কেউ প্যাকেটটা খুলেছিল। আমি জানতে চাই ব্যক্তিটি কে আর অস্ত্রটা বদল করা হয় কিনা। আপনাদের মধ্যে এ বিষয়ে কারও কিছু জানা থাকলে এবং তিনি এগিয়ে আসতে ইতস্তত করলে আমি জানাতে চাই, কোন অফিসে কারও অজান্তে এ ধরণের সাক্ষ্য লোপ করার কাজ অত্যন্ত কঠিন, কারও কিছু নজরে পড়ে থাকবেই।

'আমি তাই জানাচ্ছি কারও কিছু জানানোর থাকলে আমার অফিস আর লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগের অফিস সকলের জন্যই খোলা। আমি চাই কারও কিছু জানা থাকলে তা টেলিফোন করে জানান। আমি আবার বলতে চাই এটা খুনের মামলা তাই কোন বোকা বানানোর চেষ্টা আমি বরদাস্ত করব না—ইনি আবার কে ?

দরজা দিয়ে একজন সকলকে ঠেলে ঢুকলেন।

ভারিক্কি চেহারার মধ্য বয়স্ক একজন পুরুষ প্রবেশ করছিলেন।

'আমি হাণ্টলি এল ব্যানার, মিঃ বার্জার', তিনি বললেন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও কোর্টে আপনাকে বহুবার দেখেছি।'

'আপনার পরিচয় কি ?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'আমি একজন অ্যাটর্নি'। আমি গারভিন হেস্টিংসকে বহুবার সাহায্য করেছি আর বর্তমানে তার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে কাজ করছি।'

'আমার ধারণা ছিল মিঃ ম্যাসনই কাজটা করছেন', বার্জার বললেন।

ব্যানার বললেন, 'মিঃ ম্যাসন অ্যাডেল হেস্টিংসকে সমর্থন করছেন, আমি কাজ করছি গারভিনের বিধবা স্ত্রী মিনার্ভা হেস্টিংসের হয়ে।'

'কোন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি ?'

'আমার মনে হয় মিসেস হেস্টিংসই এর উত্তর দিলে ভাল হয়', ব্যানার বলে দরজার দিকে তাকালেন।

ঘরে প্রবেশ করল বছর ত্রিশের একজন স্ত্রীলোক। চোখে পড়ার মত বাদামী চিবুক টান করে জ্বলজ্বলে চোখে সে ঢুকল।

ব্যানার তার হাত ধরে নিয়ে এসে বললেন, 'ইনি গারভিন হেস্টিংসের বিধবা স্ত্রী মিনার্ভা হেস্টিংস, আর এই ব্যবসার একমাত্র অধিকারিণী।'

'আপনি নেভাদায় কোন বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাননি ?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'না, পাইনি', মিনার্ভা বলল। 'আমি নেভাদায় গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিই আর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করি কিন্তু শেষ অবধি লড়িনি।'

'কি!' সিমলি বিসন বিহ্বলভাবে বলে উঠল।

মিনার্ভা তার দিকে বিজয়িনীর হাসি নিয়ে তাকাল, 'শেষ পর্যন্ত আমি লড়িনি।'

'কিন্তু', বিসন বলে উঠল', আপনি গারভিন হেস্টিংসকে লিখেছিলেন সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, আর— ।'

'নিশ্চয়ই লিখি', মিনার্ভা উত্তর দিল। 'অফিসের ওই রূপসী তাকে আঙুলে নাচাচ্ছিল, ওর টাকাকড়ি হাতাবার চেষ্টা করছিল, তাই ঠিক করি আগুন দিয়েই আগুনের সঙ্গে লড়ব।'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আপনি জানতেন আপনার স্বামী তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করতে চাইছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই জানতাম। তিনি সেই জন্যই আমাকে নেভাদায় গিয়ে বিচ্ছেদে রাজী হতে বাধ্য করেছিলেন।'

'তাই আপনি মামলা করলেন। কোথায় করেন?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'কারসন সিটিতে। আমার কিছু বন্ধু সেখানে ছিল।'

'তারপর আপনি স্বামীকে লেখেন যে বিচ্ছেদ পেয়ে গেছেন?'

'না, তা করিনি। আমি জানাই সবই পরিকল্পনা মত হয়েছে।'

সিমলি বিসন বলে উঠল, 'মিথ্যা কথা। উনি একটা বিচ্ছেদের ডিক্রির কপি পাঠিয়েছিলেন।'

মিনার্ভা হেস্টিংস হাসল। 'আমি যা পাঠাই সেটা ওই রকম কপি মনে হতে পারে। ওটা কোন সার্টিফায়েড কপি নয়।'

'ওটা একটা ডিক্রির কপি', বিসন তবু বলল।

'তাহলে রেকর্ড দেখে আসুন গিয়ে', প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মিনার্ভা হ্যামিল্টন বার্জারের দিকে তাকাল।' সিমলি বিসনের সঙ্গে অ্যাডেলের চিরদিনই মধুর সম্পর্ক, সে পারলেই তাকে বিয়ে করে এই ব্যবসার মালিক হয়ে বসতে তৈরি। একটা কথা জেনে রাখবেন মিঃ সিমলি বিসন, এই ব্যবসার সব কর্তৃত্ব আমিই হাতে নিতে চলেছি, আমিই মালিকের বিধবা পত্নী আর অ্যাডেল হেস্টিংস নিছকই এক রক্ষিতা মাত্র।'

হাল্টলি ব্যানার বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় সকলকে জানিয়ে রাখা ভাল যে আমি আদালতে উইলের প্রোবেটের জন্য দরখাস্ত করতে চলেছি যাতে মিনার্ভা হেস্টিংসকে এস্টেটের এক্সিকিউটর নিয়োগ করা হয়।'

'উইল!' হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন। 'উনি একটা উইল করে গেছেন?'

'ঠিক তাই। উইল করে সবই মিনার্ভা হেস্টিংসকে দিয়ে গেছেন। গারভিন হেস্টিংসের কোন আত্মীয় কেউ নেই।'

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'পরে তিনি আরও একটা উইল করে সবকিছু অ্যাডেল হেস্টিংসকে দিয়ে যাননি?'

'ওই বিয়ে কোন বিয়েই না', আঙুল মটকে বলল মিনার্ভা হেস্টিংস।

ম্যাসন তার চোখ ব্যানারের দিকে রেখে বললেন, 'আমি উইলের কথা বলছি।'

ব্যানার বললেন, 'যদি আর একটা উইল পাওয়া যায় তার প্রশ্ন আলাদা। তবে আমার মনে হয় সেরকম কোন উইল থাকলেও অ্যাডেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর গারভিন সেটা ছিঁড়ে ফেলেছিল। আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে কথা বলতে আমার আপত্তি না থাকলেও আমি বোঝাতে চাইছি আমরা কোথায় আছি আর ন্যায়সঙ্গত দাবীদার কে।'

ম্যাসন উত্তর দিলেন, 'আপনার মক্কেল যদি গারভিন হেস্টিংসের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করে থাকেন তাহলে তা থেকে উনি লাভ করতে পারবেন না। তাকে যদি উনি বলে থাকেন বিচ্ছেদের ডিক্রি পেয়েছেন তাহলে তাকে এই প্রতারণা থেকে সুবিধা নিতে

দেয়া হবে না।'

'আমরা আইনের ব্যাপার আদালতেই ফয়সালা করব, মিঃ ম্যাসন', ব্যানার উত্তর দিলেন। আমি এই মুহূর্তে বলতে চাই সকলকে যে মিনার্ভা হেষ্টিংস ব্যবসার কর্তৃত্ব হাতে নিতে যাচ্ছে তাই সকলের আনুগত্য চাই।'

'একমাত্র সিমলি বিসন ছাড়া', তিক্তস্বরে বলল মিনার্ভা। 'সিমলি বিসন এখন অ্যাডেলকে সান্ত্বনা দিয়ে চলুক, তার আর এখানে চাকরি নেই। আপনি আপনার ডেস্ক খালি করে এখনই চলে যেতে পারেন, আমি হুকুম দিচ্ছি কাল থেকে এ অফিসে আপনার প্রবেশ নিষেধ।'

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'আপনি ওকে বরখাস্ত করতে পারেন না। আপনাকে এক্সিকিউটর নিয়োগ করা হয়নি।'

মিনার্ভা এবার কর্নেলি মেনার্ডের দিকে তাকাল, 'আমার কথা শুনেছেন? আমি চাই সিমলি বিসন এখানে আর না থাকে, সব চাবি, কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সে যেন বিদায় নেয়। বুঝেছেন?'

কর্নেলী মেনার্ড দুবার ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ, মিসেস হেষ্টিংস।'

'ঠিক আছে', মিনার্ভা বলল, 'আমার আদেশ যাতে পালন হয় সেটা দেখবেন, কোন অ্যাটর্নি কি বললেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

কথা শেষ করে ঝড়ের বেগে হার্টলি ব্যানারকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো মিনার্ভা।

ম্যাসন বললেন, 'আমি আর আমার মক্কেলের তরফ থেকে বলতে চাই মিনার্ভা হেষ্টিংসের হুকুম একদম মূল্যহীন। আপনারা আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারেন। আমার ও আমার মক্কেলের পক্ষে মিনার্ভা হেষ্টিংসের কোন পদ মর্যাদাই নেই। তিনি প্রতারণা করে গারভিন হেষ্টিংসকে বুঝিয়েছিলেন বিচ্ছেদ পাওয়া গেছে, এখন তাকেই তার মিথ্যার জবাবদিহি করতে হবে।'

ম্যাসন এবার হ্যামিল্টন বার্জারকে প্রায় স্তম্ভিত অবস্থায় রেখে হেসে ঘর ছেড়ে একবারও পিছনে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

□ এগারো □

অফিসে ফেরার পর ড্রু কুঁচকে চিন্তিতভাবে ঘরে পায়চারি করে চলেছিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি বলে উঠলেন, 'ডেলা, গারভিন হেষ্টিংস দুটো বন্দুক কিনেছিল, তার একটা সে কেনে অ্যাডেলকে বিয়ের আগে, অন্যটা বিয়ের পর। এখন কথা হলো এর কোনটা সে মিনার্ভাকে দিয়েছিল কিনা? মনে করে দেখ মিনার্ভার কারসন সিটিতে ক'জন বন্ধু ছিল। সে সেখান থেকে আসা যাওয়া করত। অতএব

তাকে গারভিনের পক্ষে একটা বন্দুক দেয়া সম্ভব।'

'কিন্তু তিনি অ্যাডিলকে একটা দিয়েছিলেন', ডেলা স্ট্রিট বলল।

'ঠিক ম্যাসন বললেন। 'অ্যাডেল নম্বরটা বলতে পারছে না, তার পক্ষে নম্বরটা দেখার কারণও নেই। কিন্তু তাকে বন্দুক দিয়ে থাকলে মিনার্ভাকেও একটা দেয়া সম্ভব।'

'তাহলে সেটা সেই প্রথম বন্দুকটাই হবে', ডেলা বলল।

'ঠিক তাই', ম্যাসন স্বীকার করলেন।

'আর সেই প্রথম বন্দুক দিয়েই তাকে খুন করা হয়?'

'আমরা এখনও তা জানি না। ট্র্যাগ প্রথম বন্দুকটাই ডেস্কের ড্রয়ার থেকে নেয়। মিনার্ভার পক্ষে অ্যাডেলের পার্স চুরি করার পর খুনটা করা সম্ভব, পরে ওর পক্ষে বন্দুকটা পার্সে আবার রাখাও সম্ভবপর। পরে কালো চশমা পরে আমার অফিসে এসে পার্সটা ফেলে রেখে লাস ভেগাস গিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে বাড়িতে ঢুকে বন্দুকটা চুরি করাও সহজ। এতে ওর কাছে অ্যাডেলের বন্দুকটা এখনও থাকা সম্ভব।'

'বুদ্ধিমতী হলে সরিয়েও ফেলতে পারে', ডেলা বলল।

'না', ম্যাসন বললেন। 'বুদ্ধিমতী হলে সে সেটা কাছেই রেখে দেবে। কেউ যদি কখনও জানতে চায় ওকে গারভিন কোন বন্দুক দিয়েছিল কিনা, তাহলে ও বলবে, 'নিশ্চয়ই', তারপর অ্যাডেলের বন্দুকটাই ও বের করে দেখাবে।'

'আর সেটা যে ওকে দেয়া হয়নি কেউই প্রমাণ করতে পারবে না?' ডেলা বলল।

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'আমরা ধরে নিতে পারি প্রথম বন্দুকটা হেস্টিংস নিজেই রেখেছিল। সম্ভবত মিনার্ভার সঙ্গে বিয়ের পর সেটা সে স্ত্রীকে আত্মরক্ষার জন্যই উপহার দেয়। পল ড্রেককে ফোন কর, ডেলা। ওকে বল কারসন সিটিতে যে গাড়িটা রাখা ছিল সে সম্পর্কে আমি আরও খবর চাই। গাড়িটা হার্লে মিঃ ড্রেকেলের।'

'তার ব্যাপারটা কি রকম?'

'খোঁজ নিতে হবে লোকটার সঙ্গে মিনার্ভার কোন পরিচয় আছে কি না। দুটো গাড়ি ওখানে রাখা ছিল, একটা লাস ভেগাসের এক তরুণীর। এখন মনে হচ্ছে প্রথম গাড়িটারই খোঁজ নেয়া জরুরী।'

ডেলা স্ট্রিট ফোন করে পল ড্রেককে ম্যাসনের কথা জানানোর পর আবার ফোন বেজে উঠল। ডেলা রিসিভার তুলে শুনে বলল, 'হার্টলি ব্যানার কথা বলতে চান, চিফ।'

ম্যাসন রিসিভার নিয়ে বললেন, 'হ্যালো, ম্যাসন বলছি।'

'আমি ব্যানার বলছি, মিঃ ম্যাসন। আপনাকে বলতে চাই গারভিন হেস্টিংসের মৃত্যুর খবর জানার আগে মিনার্ভাকে সমর্থন করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।'

'কথাটা আমাকে বলার উদ্দেশ্য ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ব্যাপারটা নীতির কথা।'

'এক্ষেত্রে নীতি একদিকে আপনি ও আপনার বিবেকের সঙ্গে অন্য দিকে আপনি ও বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে', ম্যাসন বললেন।

'জানি, তবু আপনার মতামত জানতে চাইছিলাম।'

'যা আপনার নেই তা জানার চেষ্টা করবেন না', ম্যাসন বললেন।

'এভাবে বলবেন না, মিঃ ম্যাসন। আমার মনে হয় আমাদের এমন মামলায় জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না যাতে এসেটের ঘরে শূন্য জমে। দুটো পক্ষ আছে বটে, তবে মাঝখানেওতো জমি রয়েছে—দুপক্ষেরই লাভ হোক এটাই তো শ্রেয়। আমার মনে হয় আমাদের মক্কেলরা দুজনের গ্রহণযোগ্য কিছু বের করতে পারে, অবশ্য আমাদের ব্যক্তিবোধ যদি দূরে রাখি।'

'বলে যান', ম্যাসন বললেন। 'কথা আপনিই বলছেন।'

'প্রথমত', ব্যানার বললেন, 'আমার মক্কেল আইনসম্মত পথেই আছে। এটা মেনে নিলেই আমরা এগোতে পারি।'

'ব্যাপারটা আমি মানতে রাজি নই', ম্যাসন বললেন।

'আমার কর্মপন্থা আপনাকে বলি', ব্যানার বললেন। 'ম্যারভিন হেষ্টিংসের উইলের একটা কপি নিয়ে আমার সেক্রেটারি আপনার কাছে যাবে।'

'তার শেষ উইল ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'যতদূর জানি তার শেষ উইল। মিনার্ভা হেষ্টিংসের সঙ্গে বিয়ের পর সে করে। সে ওর সব কিছু স্ত্রীকে দিয়ে তাকে উইলের অছি করে যায়।'

'তাহলে সেই উইল সে অ্যাডেল হেষ্টিংসকে বিয়ে করার পর বাতিল হয়ে গেছে', ম্যাসন বললেন।

'একটু দাঁড়ান, ও বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়', ব্যানার বললেন। 'তাই এক্ষেত্রে উইল আপনা থেকেই বাতিলের আইনি ধারা প্রয়োগ হতে পারে না।'

'কিন্তু উনি আরও একটা সেক্ষেত্রে করে থাকতে পারেন বলেই ভাবছি', ম্যাসন বললেন।

'আমার তা মনে হয় না', ব্যানার বললেন। 'করলে আমি জানতাম। উনি কি করতে চাইছিলেন আমি জানি। সবই আপনাকে বলছি। আসলে উনি আমাকে একটা নতুন উইলের খসড়া বানাতে বলেছিলেন যাতে আগের সব উইল বাতিল হয়। তারপর অ্যাডেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে উনি খসড়া তৈরী করতে বারণ করে বলেন সম্পত্তির একটা ফয়সালা করবেন। উনি বলেন অ্যাডেলের জন্য বার্ষিক কিছু টাকার ব্যবস্থা করবেন আর উইলে বাড়তি আরও টাকারও সংস্থান রাখবেন।'

অতএব আপনার বক্তব্য যে উইল আছে সেটা একমাত্র আইনসিদ্ধ ?' ম্যাসন বললেন।

'আমি নিশ্চিত জানি এটাই তার শেষ উইল। আমি ভাল প্রস্তাবই করতে চাই, মিঃ ম্যাসন। আমার অফিসে কপি করার মেশিন আছে, আমি কপি করে পাঠাচ্ছি। আপনি উইলটা পড়ে সাক্ষীদের সই দেখে আমাকে ডাকতে পারেন।'

'সাক্ষী হিসেবে কারা সই করেছিল?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আমার সেক্রেটারি এলভিনা মিচেল আর আমি।'

'এই উইল আপনার সামনে সই হয়েছিল?'

'শুধু আমার সামনে সই নয় হেস্টিংস ঘোষণা করেছিল এই তার শেষ উইল… তারপর সে আমাদের সাক্ষী হিসেবে সই করতে বলে। আমার সেক্রেটারি যাচ্ছে তার কাছেই সব ঘটনা শুনবেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন—কোন খুনী তার শিকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে না।'

'আইনের ওই ধারায় অ্যাডেল পড়ছে না', ম্যাসন বললেন।

'সে তো আপনার কথা।'

'অন্যদিকে', ম্যাসন বললেন, 'আপনার মক্কেলের অবস্থা কি রকম? কি করে জানলেন মিনার্ভাই খুনটা করেনি? সেক্ষেত্রে ওই কারচুপি আর বিধবা হিসেবে তার অবস্থা সত্বেও সে উত্তরাধিকার লাভ করছে না।'

'এ অসম্ভব কথা', ব্যানার বললেন। 'মিনার্ভাকে এভাবে এর মধ্যে টেনে আনা যায় না।'

'আপনি ভাবছেন ও পারে না', ম্যাসন বললেন। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই এমন কিছু সূত্র আছে যা ওর দিকেই সরাসরি নির্দেশ করছে।'

'কি সূত্র?'

'সেটা এখন আলোচনায় আমি প্রস্তুত নই।'

'আমি এলভিনাকে পাঠাচ্ছি—এলভিনা মিচেল উইলের কপি নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছবে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'আমি আলোচনায় রাজি তবে আমার মক্কেলের স্বার্থ হানি করে নয়।'

'আমিও তা চাইছি না', ব্যানার বললেন। 'আপনার ক্ষমতার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে তাই আমি লড়াই চাই না।'

ম্যাসন ফোন নামিয়ে ডেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এলভিনা এলে তোমার মেয়েদের দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভাল ভাবে যাচাই করে নিও, ডেলা।'

'সে সেক্রেটারি ছাড়াও আরও কিছু ভাবছেন?' ডেলা জানতে চাইল।

'সেটাই যাচাই করতে চাই', ম্যাসন বললেন। তবে সে ব্যবসার হালচাল ভালই বোঝে আর আপাতদৃষ্টিতে মেনার্ডের সঙ্গে অতিতও ভাল আর ব্যানারকে সেই দৃশ্যপটে এনে তাকে একটু একটু করে এগোতে দিয়েছে। এটা হতে পারে ব্যানার অনেকদিন ধরেই মিনার্ভার পক্ষে রয়েছে।'

'ভাববেন না, এলভিনাকে ভালভাবেই যাচাই করব', ডেলা বলল।

ম্যাসন বললেন, 'এখন কথা হলো, ব্যানার মহা মতলববাজ। সে তার সেক্রেটারিকে কাজে লাগিয়ে হেষ্টিংস এণ্টারপ্রাইজেসের আইনি কাজকর্ম হাত করে তার ব্যক্তিগত আইনজ্ঞ হয়ে উঠে এখন মিনার্ভার পক্ষে দাঁড়িয়েছে।'

ডেলা বলল, 'আপনাদের ফোনের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে ব্যানার বোঝাতে চাইছে তুরুপের সব তাস ওরই হাতে আছে।'

'ব্যাপারটা তাই', ম্যাসন বললেন। 'তবে সে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে তাই বুঝতে চাইছে ওর দুর্বল জায়গা কোথায়।

'মিনার্ভা কি সব হাতিয়ে নিতে পারবে চিফ? সে বিচ্ছেদ পেয়েছে বলে জানিয়েছিল, তারপর অ্যাডেলের বিয়ে আইনসিদ্ধ নয় বলতে শুরু করেছে আর সমস্ত দাবীও করছে।'

ম্যাসন বললেন, 'আইনের প্রশ্ন খুবই জটিল, ডেলা। মিনার্ভা শুধু জীবিতা স্ত্রী হিসাবেই সম্পত্তি দাবি করছে না, সে এক উইলের জোরে দাবী জানাচ্ছে যেটা বদলানো হয়নি।'

'আইন অ্যাডেলকে সাহায্য করবে না?'

'সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করছে। ওর বিয়ে এখনও আইনসিদ্ধ কিনা বা কোন আদালত ডিক্রি না দেয়া পর্যন্ত তা বর্তমান। আইনে বলে কেউ বিয়ে করলে তার আগের উইল বাতিল হয়ে যায়।'

ম্যাসন কথাটা বলে একটা রেফারেন্স বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টালেন।

তিনি বললেন এবার, 'ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে বলছে, 'উইল যিনি করছেন তার পরবর্তী বিবাহ আইনসিদ্ধ হওয়া চাই।'

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠতে ডেলা রিসিভার তুলল, 'হ্যাল্লো গার্টি'? কি বললে? হাণ্টলি ব্যানার স্বয়ং এসেছেন? সেক্রেটারি আসেন নি? এক মিনিট ধর...।'

ডেলা ম্যাসনের দিকে ফিরে বলল, 'হাণ্টলি ব্যানার নিজেই এসেছেন।'

ম্যাসন বললেন, 'তাকে ভিতরে আসতে বল।'

ডেলা জানিয়ে দিতেই হাসিমুখে ঢুকলেন হাণ্টলি ব্যানার।

'হেষ্টিংসের অফিসের ঘটনায় আমি দুঃখিত, মিঃ ম্যাসন। মিনার্ভা সিমলি বিসনকে সহ্য করতে পারে না তাই আমাকেও ওকে সমর্থন করতে হয়। তবে আরও কৌশলে কাজ করা উচিত ছিল।'

'বসুন, মিঃ ব্যানার। আপনার সেক্রেটারিরই আসার কথা ছিল তাই না?' ম্যাসন বললেন।

'ওকে তাই বলি তবে ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওর ধারণা আপনি ওকে জেরা করতে শুরু করবেন, তাই নিজেই এলাম। আপনার অফিসও নাগালের মধ্যে।

যাক এবার উইলটা দেখুন', এক গোছা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন ব্যানার। 'উইলে দেখবেন যথারীতি সাক্ষীর সই আছে। গারভিনের কোন আত্মীয় নেই তাই সে তার সব কিছু মিনার্ভা হেষ্টিংসকে দিয়ে গেছে। এতে আরও বলা আছে কেউ এসে স্ত্রীর অধিকার দাবী করলে তাকে একশ ডলার দেয়া হবে। সাক্ষী হিসাবে আমি আর এলভিনা মিচেল সই করেছি। এবার আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে করুন।'

'উইলে যে তারিখ আছে সেদিনই ওটা সই হয়?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক কথা। আমার অফিসে সই করে গারভিন হেষ্টিংস। এ উইল তাই লৌহকঠিন।'

'বিয়ের কতদিন পরে উইল করেন উনি?'

'আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। তিনি ফোন করে আমাকে বলেন তিনি বিয়ে করেছেন তাই স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষা করতে চান।'

'এর আগেও নিশ্চয়ই তার উইল ছিল, তার কি হলো?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তার সে উইলের কথা আমার জানা নেই', ব্যানার বললেন। 'আমি তখন তার উকিল ছিলাম না।'

'অর্থাৎ মিনার্ভার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার মুহূর্ত থেকেই আপনি তার আইনি কাজ শুরু করেন?'

'আমি তা বলিনি', ব্যানার বললেন। 'আমার মুখে কথার জোগান দেবেন না, মিঃ ম্যাসন। 'এর আগেও আমি তার কিছু কাজ করেছিলাম, আর তারপর ওই উইলের পর থেকে আমি অনেক কাজ করি।'

'আর তার পরেই মিনার্ভার সঙ্গে তার বিয়ে ভাঙতে শুরু করে?'

'আমার মনে হয় অ্যাডেল হেষ্টিংস কাজ করতে আসার পরেই ব্যাপারটার শুরু। আমি আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না, ম্যাসন, তবে মিনার্ভার ধারণা হয় অ্যাডেল গারভিনের মন জয় করে ওর বিরুদ্ধে তার মন বিষিয়ে তুলেছিল।'

'এরপর মিনার্ভা তাই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য নেভাদায় বাস করতে থাকে? ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তাই। এর মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। হেষ্টিংস ওকে বলে বিয়েটা সার্থক হয়নি আর সে তার সেক্রেটারি অ্যাডেলকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাই মিনার্ভা যেন নেভাদায় গিয়ে বিচ্ছেদ নেয়।'

'মিনার্ভা তাতে রাজী হয়েছিল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না হয়নি', ব্যানার বললেন।' সে এখানেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে। সে অ্যাডেলকেই এজন্য দায়ী করেছিল। সে আলাদা খোরপোশ আর অর্থ দাবী করে। সম্পত্তির জন্য রিসিভার নিয়োগের দাবীও করে অন্য খরচের সঙ্গে।'

'সেই মামলার কি হয়?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মামলা খারিজ হয়ে যায়। আমি যাচাই করে দেখেছি।'

'মিনার্ভা খারিজ করল কেন ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'হেষ্টিংসই তাকে রাজী করায়', ব্যানার বললেন। 'এতো বোঝাই যাচ্ছে এজন্য গারভিনের মোটা অর্থই খসেছিল। কত টাকা সে অবশ্য আমায় বলেনি। ব্যাপারটা দুজনের মধ্যেই হয় আর মিনার্ভার অন্য আইনজ্ঞ ছিল। খুবই গোপনে সব ঘটে। মিনার্ভাকে একটা চেক দেয় গারভিন, খুব সম্ভব দু'শ বা আড়াই'শ হাজার ডলায়। সে এরপর নেভাদায় আলাদা বাড়িতে থেকে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হয়। আপনি একথা শুনেছেন মিনার্ভা কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার কথা বলেছে। সে তার স্বামীকে বলে বিচ্ছেদের ডিক্রি পেয়েছে আর তার একটা কপিও সে পাঠায়। সেটা সার্টিফাই করা ছিল না।

'এখন একাজ নিশ্চয়ই প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে, আগুন দিয়েই সে আগুনের মোকাবিলা করতে চেয়েছে অতএব ধাক্কা তাকেই সামলাতে হবে। যদিও সে বলবে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই সে একাজ করেছে। এখন কথা হলো মিনার্ভা তাই এখনও আইনত হেষ্টিংসের স্ত্রী আর অ্যাডেলের বিয়ে আইনত অসিদ্ধ।'

'সম্পত্তি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিনার্ভার কোন রফা হয়নি ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'অন্তত আমি জানি না। হেষ্টিংস স্ত্রীকে বলেছিল, 'শোন শুধু শুধু উকিলকে টাকা দিয়ে লাভ কি তোমার। একটা রফা করা যাক এসো।' ও স্ত্রীকে সম্ভবত ইঙ্গিতও দেয় সে ওর পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে জানতে পেরেছিল স্ত্রীর কোন গোপন ব্যাপার ছিল।'

'সেটা আপনার জানা নেই ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'না।'

'জানেন না, না বলতে চাইছেন না ?'

'শপথ করে বলছি আমার জানা নেই। দুজনের কেউ আমাকে বলেনি, মিঃ ম্যাসন। এটুকুই বুঝেছি মিনার্ভার অতীত জীবনের কোন কথা হেষ্টিংস জেনে ফেলে আর দুজনের রফা হয়।'

'আর তারপর মিনার্ভা তাকে ডাবল ক্রশ করে', ম্যাসন বললেন।

মাথা ঝাঁকালেন ব্যানার। 'আমার তা মনে হয়না। আমার ধারণা মিনার্ভা চুক্তি মতই চলতে চেয়েছিল। পরে অ্যাডেল যেভাবে হেষ্টিংসকে কব্জা করছিল তাই দেখে ও আবেগের বশে চলে। মেয়েরা এই অবস্থায় অনেক কিছুই করে বসতে পারে। আমি অবশ্য বলতে চাই না আমার মক্কেল একেবারে নির্দোষ, আমার বক্তব্য হলো তার অবস্থান দুর্ভেদ্য। এই জন্যই একটা রফার জন্য আমি এসেছি।'

'আশা করি আপনি রেকর্ড যাচাই করে দেখেছেন নেভাদায় কোন পাকাপাকি ডিক্রি দেয়া হয়নি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই, ম্যাসন। মিনার্ভা সেখানে ছ'সপ্তাহ ছিল তবে শেষ পর্যন্ত মামলা

তোলেনি।'

'অথচ সে স্বামীর কাছে একটা জাল ডিক্রির কপি পাঠিয়েছিল।'

'না', ব্যানার বললেন।

'এক মিনিট দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। 'মিনার্ভা অফিসে বহু সাক্ষীর সামনে কথাটা স্বীকার করেছে।'

'না, তা সে করেনি', ব্যানার বললেন। 'ওই ডিক্রি জাল নয়।'

'একথার মানে?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'মিনার্ভা যথেষ্ট স্মার্ট তাই সে কোন জজের সই দেখায়নি। ও নিছক কাল্পনিক একটা নাম দেখিয়েছে। এটা হয়তো জালিয়াতি তবে প্রতারণা কিনা জানিনা। ব্যাপারটা হেস্টিংস আর মিনার্ভারই মধ্যে, হেস্টিংস বেঁচে থাকলে জালিয়াতির মামলা হতে পারত। তার আর তার স্বামীর রক্ষিতার মধ্যে ব্যাপারটা আলাদা। আমার মক্কেল এখনও তার স্ত্রী, সে নির্দোষ না হলেও।'

তখনই ফোন ঝনঝন করে উঠল—যেটা গার্টির জরুরী সংকেত।

বাইরের অফিসের দরজা ওই মুহূর্তেই খুলে ঘরে ঢুকলেন লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ।

'চমৎকার, পেরি', তিনি বললেন। 'খুব ব্যস্ত রয়েছ দেখছি! হ্যাল্লো, ব্যানার, আপনি কি করছেন এখানে? কোন মতলব ভাঁজছেন?'

ম্যাসন বললেন, 'ট্র্যাগ কখনই উপস্থিতির কথা আগাম জানায় না।'

'ঠিক কথা', ট্র্যাগ হাসিমুখে বললেন, 'করদাতারা কোন অ্যাটর্ণির অফিসে অযথা সময় নষ্ট করি তা চায় না, আমি আসছি জানলে তুমি গুছিয়ে নেয়ার সুযোগও পেয়ে যেতে পার।'

'কতটা গুছিয়ে নিতে পারি তোমার ধারণা?' ম্যাসন বললেন।

'তেমন কিছু নয়', ট্র্যাগ বললেন। 'আমি বলতে এসেছি, ম্যাসন, যে আমি তোমার ওই মক্কেলকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'অভিযোগটা কি?'

'অবশ্যই খুন', ট্র্যাগ খুশির স্বরে বললেন। 'ওই বন্দুকটাই খুনের অস্ত্র বলে দেখা গেছে আর ওর উপর আমরা হাতের ছাপও পেয়েছি।'

'বন্দুকের উপর থেকে হাতের ছাপ মেলে না'. ম্যাসন বললেন। এটা তুমিই স্বীকার করেছ, ট্র্যাগ। তাছাড়া বন্দুকটা বিসন ও তার সেক্রেটারিও ঘটনার পর হাতে ধরেছিল···।'

ট্র্যাগের মুখে হাসি ঝলসে উঠল। 'কোন পাউডারে এ ছাপ ওঠে না, পেরি, এটা সত্যিই অভাবিত কিছু···দারুণ কাজ বলতেই হবে।'

'আমার মক্কেলের হাতের ছাপ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এখনও জানিনা', ট্র্যাগ বললেন। 'আমরা তার ছাপ এখনও নিইনি। তবে

এটা বুঝেছি ওই ছাপ কোন স্ত্রীলোকের, পেরি। মজার ব্যাপার হলো সহজে এ ছাপ মেলে না তবে এক্ষেত্রে মিলেছে কারণ ওই স্ত্রীলোকটি তখন কোন ক্যান্ডি খাচ্ছিল বা নখ পালিশ ব্যবহার করছিল। ফলে ছাপটা সেঁটে যায়।'

'আমার মক্কেলকে তোমার হাতে তুলে না দিলে কি হবে? ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তাহলেও তাকে ধরব', ট্র্যাগ বললেন, 'এতে আমাদের কাজ সহজও হবে, যেহেতু তাকে এই শহর ছাড়তে বারণ করেছিলাম।'

ট্র্যাগ এবার চেয়ারে আরাম করে বসলেন। 'কি রকম চলছে, ব্যানার?' তিনি প্রশ্ন করলেন ব্যানারকে।

'চমৎকার', ব্যানার উত্তর দিলেন।

ম্যাসন ডেলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিই জিতেছ, ট্র্যাগ। ডেলা, অ্যাডেলকে ফোন করে এখনই এখানে আসতে বল।'

□ বারো □

জজ কুইন্স এল ফ্যালন ভিড়ে ঠাসা আদালতের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের জনগন বনাম অ্যাডেল হেস্টিংসের মামলার প্রাথমিক শুনানী হতে চলেছে। আপনারা তৈরী?'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি অফিসের অন্যতম ডেপুটি মর্টন এলিস বললেন, 'আমরা প্রস্তুত, ইওর অনার।'

ম্যাসন উঠে দাঁড়ালেন, 'আদালতকে জানাই, প্রতিবাদীও প্রস্তুত।'

'উত্তম', জজ ফ্যালন বললেন। 'এখন আমি সাক্ষ্য গ্রহণের আগে কিছু মন্তব্য করতে চাই।'

'সংবাদ মাধ্যম থেকে আদালতের ধারণা জন্মেছে এস্টেটের মালিকানা সম্পর্কে আইনি লড়াই চলেছে। মিনার্ভা শেলটন হেস্টিংসের দাবী কোন উইলের মাধ্যমে আর অ্যাডেল হেস্টিংস, এই মামলার প্রতিবাদীর দাবী তিনি জীবিত স্ত্রী। দুপক্ষই আবেদন জানিয়েছে যার যথাসময়ে প্রোবেট আদালতে শুনানী হবে।

'এখন, এই আদালত চায়না এই ফৌজদারী মামলা কোনভাবে ওই এস্টেটের মালিকানার লড়াইতে পরিণত হোক। এই আদালতের মূল জানার বিষয় হলো কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা, আর হয়ে থাকলে অভিযুক্তার অপরাধের প্রমাণ আছে কিনা। তা যদি থাকে তাকে উচ্চতর আদালতে বিচারার্থে পাঠানো হবে নচেত মুক্তি দেওয়া হবে।'

'আদালত স্বীকার করে এক্ষেত্রে এস্টেটের মালিকানার প্রশ্ন ওঠা সম্ভব বিশেষত সাক্ষীদের জন্য। আদালত সেটুকুই অনুমোদন করবে, অন্য কাজের এক্তিয়ার প্রোবেট

আদালতের। একথা মনে রেখেই কাজ করার জন্য প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্নের সীমা বজায় রাখতে আমি ভদ্রমহোদয়দের সতর্ক করে দিতে চাই।'

'আপনারা কাজ শুরু করুন, ভদ্রমহোদয়গণ।'

মর্টন এলিস নিখুঁত ভঙ্গীতে বিচারের মুখবন্ধ শুরু করলেন। একজন সার্ভেয়ার হেস্টিংস ম্যানসনের দুটি তলার নকশা দাখিল করলেন। একজন ময়না তদন্তকারী সার্জন সাক্ষ্যে জানালেন মৃত্যুর কারণ ৩৮ ক্যালিবারের একটি গুলির মস্তিষ্কে প্রবেশ। মৃতদেহ পাওয়া যায় শয্যায় শায়িত অবস্থায়, মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল এবং তা নিদ্রিত অবস্থায়। সম্ভবত সকালেই মৃত্যু ঘটে, বেলা আটটার মধ্যে, মৃতদেহ সরানো হয়নি।

এলিস বললেন, 'আমি আমার পরবর্তী সাক্ষী হিসাবে লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগকে আহ্বান করছি।'

লেঃ ট্র্যাগ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করার পর জানালেন কিভাবে তিনি মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। এরপর তিনি মৃতদেহের বিভিন্ন ছবি দাখিল করে মৃত্যুর জন্য দায়ী কয়েকটি বুলেটও দাখিল করলেন যার একটি মৃতের মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে ছিল।

'আপনি কি প্রতিবাদীর অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসনের সঙ্গে পরিচিত?' এলিস প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, পরিচিত।'

'তার সঙ্গে আপনি টেলিফোনে কথা বলে তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গেও পরিচিত?'

'হ্যাঁ।'

'আমার প্রশ্ন মঙ্গলবার ওই সকালে তার সঙ্গে আপনি ফোনে কথা বলেন কি না?'

'হ্যাঁ, বলি, স্যার।'

'কি কথাবার্তা হয় আপনাদের?'

'মিঃ ম্যাসনই ফোন করে জানান আগের দিন কেউ তার অফিসে এসেছিল। তিনি আরও জানান একজন তার অফিসে একটা মেয়েদের হাতব্যাগ ফেলে এসেছিল, তাতে একটা বন্দুক ছিল আর সেটা থেকে দু'বার গুলি ছোড়া হয়। তিনি আরও জানান ব্যাগটা প্রতিবাদী অ্যাডেল্ হেস্টিংসের বলে জানা গেছে। তিনি বলেন আমি বন্দুকটা পরীক্ষা করতে পারি।'

'আপনি কি করলেন?'

'আমি মিঃ ম্যাসনের অফিসের যাই এবং প্রতিবাদীকে সেখানে দেখতে পাই।'

'মিঃ ম্যাসন যে বন্দুকের কথা বলেন সেটা দেখেছিলেন?'

'তখন দেখিনি?'

'পরে দেখেছিলেন?'

'এক মিনিট দাঁড়ান', ম্যাসন বলে উঠলেন। 'আমি প্রশ্নটায় আপত্তি জানাচ্ছি

কারণ এ প্রশ্নে সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

'কেন উনি তো শপথ করেই বলতে পারেন বন্দুকটা পেয়েছিলেন কিনা?' এলিস বললেন।

'না, তা পারেন না', ম্যাসন বললেন, 'কারণ ওর জানা সম্ভব ছিল না আমি যে বন্দুকের কথা ফোনে বলি ওটা সেটাই বা আমার অফিসে যেটা ছিল ওটা তাই।'

'ওহ, ইওর অনার', এলিস বলে উঠলেন, 'এ নিছক বাক চাতুরী। আমরা বন্দুকটা ওই মহিলার ব্যাগ থেকে ম্যাসনের ডেস্ক তারপর গারভিন হেষ্টিংসের অফিসে লুকিয়ে রাখার হদিস পেতে পারি। সিমলি বিসন নামে একজন কর্মচারি সেটা লুকিয়ে রেখেছিল, পরে সেটা লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগের জিম্মায় পেঁছয়।'

'তাহলে সেটার হদিস বের করুন', ম্যাসন বললেন, 'তবে ওই সাক্ষীকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করবেন না যে, যে বন্দুকটা উনি পেয়েছেন সেটা আমার অফিসের ড্রয়ারে থাকা একই বন্দুক। এ হলো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', এলিস প্রায় বাধ্য হয়ে বললেন। 'আমি প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিয়ে সাক্ষীর কাছে জানতে চাই, 'আপনি মিঃ ম্যাসনের অফিসে পেঁছে কি বন্দুকটার খোঁজ করেন?'

'হ্যাঁ করি।'

'আপনি তাকে সেটা দিতে বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম।'

'মিঃ ম্যাসন আপনার অনুরোধ শুনে কি করলেন?'

'তিনি তার ডেস্কের ডানদিকের ড্রয়ার খুলে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যান যে সেখানে কিছু ছিল না।'

মর্টন এলিস বললেন, 'লেঃ ট্র্যাগ, বলতে পারেন আপনাদের কাছে কি গারভিন হেষ্টিংস যেসব আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছিলেন তার রেকর্ড আছে?'

'হ্যাঁ আছে', বলে ট্র্যাগ কিছু কাগজ এগিয়ে দিলেন। 'এগুলো ক্যালিফোর্নিয়ার আইন মোতাবেক রাখা ছিল। এতে দেখা যাচ্ছে দি স্পোর্টসম্যান সেন্টার দুটো বন্দুক বিক্রি করে। বন্দুক দুটো ছিল স্মিথ ও ওয়েসন, আটত্রিশ ক্যালিবারের আর একই মডেলের আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের। নম্বর সি ৪৮৮০৯। অন্যটাও একই মডেলের, নম্বর সি ২৩২৭২১।'

'বেশ। এবার অ্যাটর্নি মিঃ ম্যাসনের সঙ্গে আপনার কি কথা হয় জানাবেন কি?'

'মিঃ ম্যাসন আমাকে জানান তিনি প্রতিবাদীর ব্যাগ থেকে একটা বন্দুক নিয়ে তার ডেস্কের ডানদিকের ড্রয়ারে রাখেন এবং সেটা অদৃশ্য হয়। কথাবার্তা হয় মঙ্গলবার ৫ই।

'তিনি বন্দুকটা খুঁজে বার করার কথা জানিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। তিনি জানান তিনি ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর পল ড্রেককে লাগিয়ে-

ছিলেন আর তার ফলে তিনি জানতে পারেন মঙ্গলবার ৫ই সকালে পরিচারিকা ঘর সাফ করার সময় একজন লোক ঘরে ঢোকে। তার হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল আর সে নিজেকে পেরি ম্যাসন বলে পরিচয় দেয়। সে মিনিট দশেক পরে চলে যায়। মিঃ ম্যাসন জানান তিনি গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে ওই লোকটির পরিচয় জানতে পারেন—সে হেষ্টিংস এণ্টারপ্রাইজেসের সিমলি বিসন।'

'তিনি আর কিছু বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেন সিমলি বিসন বন্দুকটা নিয়ে একটা বাদামী কাগজে জড়িয়ে তার গল্ফ ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল।'

'তারপর?'

'উনি বলেন সিমলি বিসন তার ঘর থেকে ফোন করে তার সেক্রেটারিকে প্যাকেটটা নিয়ে মিঃ ম্যাসনের অফিসে আসতে বলে। তারপর সেক্রেটারি এলে দেখা যায় প্যাকেটটা কেউ খুলেছিল।'

'মিঃ ম্যাসন কি বলেছিলেন ওই বন্দুক নিয়ে তিনি কি করেন?'

'তিনি আমাকে টেলিফোনে জানান বন্দুকটা আমার জন্য রেখে দিয়েছেন কাগজের সঙ্গে আমি তাতে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করাতে পারি। আমি মিঃ ম্যাসনের অফিসে গিয়ে বন্দুকটা নিই।'

'পরে ব্যালাস্টিক পরীক্ষা করেছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ, করি।'

'পরে যে বুলেট পাওয়া যায় তার সঙ্গে বন্দুকটা খাপ খাওয়ানোর পরীক্ষা করেছিলেন কি? যে বুলেট মৃতের মস্তিষ্কে আর গদীতে পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, তাই করি। বুলেট দুটো ওই অস্ত্র থেকেই ছোড়া হয়েছিল।

'আমি আপনাকে একটা বন্দুক দেখাব, যেটা স্মিথ ও ওয়েসন, নম্বর সি ৪৮৮০৯, আর প্রশ্ন করব এটা কি চেনেন?'

'হ্যাঁ স্যার। এতে আমার চিহ্ন আছে, নম্বরও টুকে রাখা আছে।'

'ওই বন্দুকই আপনি মিঃ ম্যাসনের কাছ থেকে পান?'

'হ্যাঁ ওটাই।'

'লেফটেন্যাণ্ট, ওই বন্দুকে আঙুলের ছাপ পেয়েছেন?'

'প্রথমে পাইনি, পরে ছাপ তোলার জন্য পাউডার প্রয়োগ করে সদর দপ্তরে বিশেষ পরীক্ষার ছাপ দেখতে পাই। শুষ্ক ছাপ। সম্ভবত এমন কেউ ওটায় হাত দেয় যার আঙুলে সিক্ত কিছু ছিল।'

'আপনি ছাপের ছবি এনেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কার হাতের ছাপ?'

'এ ছাপ প্রতিবাদী অ্যাডেল হেষ্টিংসের ডান হাতের মাঝের আঙুলের।'

'আমি এই রিভলবার আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করতে চাই, একে এক্সিবিট বি-১২ হিসাবে দেখানো হোক।'

'এক মিনিট দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। 'আমি বন্দুকটা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলার আগে প্রশ্নত্তোরের অধিকারে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'ঠিক আছে', জজ ফ্যালন বললেন, 'আপনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারেন।'

'লেফটেন্যান্ট, আপনি বললেন আমি আপনাকে বলি আমার কাছে বন্দুকটা ছিল। এখন ঠিক একথা কি বলিনি আমার কাছে একটা বন্দুক ছিল?'

'আমার মনে হয় আপনি বলেন আপনি বন্দুকটা পেয়েছেন।'

'যেটা আমার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে চুরি যায়?'

'মোটামুটি সেই রকমই।'

'আমি কি বলেছিলাম বন্দুকটা প্রতিবাদীর ব্যাগ থেকে আসে?'

'একটু দাঁড়ান', ট্র্যাগ বললেন। 'আসলে কথাগুলো আপনিই বলেছিলেন, তারপর বুঝেছিলাম ওটা অদৃশ্য হয়েছে, তারপর আপনার সেক্রেটারি জানায় সেটা পাওয়া গেছে।'

'আমি কি আপনাকে বলিনি', ম্যাসন বললেন, 'যে সিমলি বিসন আমার অফিস থেকে বন্দুকটা নিয়ে একটা কাগজে মুড়ে রাখে, তারপর আমার অফিসে সেটা আনা হলে দেখা যায় প্যাকেটটা ধারালো কিছুতে কাটা হয়েছিল আর একথা প্রমাণ হয়না ওই বন্দুকই প্রতিবাদীর ব্যাগে ছিল?'

'শোনা কথা নির্ভর সাক্ষ্য হিসেবে আমি আপত্তি জানাচ্ছি প্রশ্নটায়', এলিস বললেন।

ম্যাসন বললেন, 'এটা শোনা কথার সাক্ষ্য নয়। লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ শপথ নিয়ে বলেছেন। আমি এখন তার স্মৃতিশক্তি যাচাই করে দেখছি।'

'আপত্তি অগ্রাহ্য করা হলো। প্রশ্নের উত্তর দিন', জজ ফ্যালন বললেন।

'হ্যাঁ', ট্র্যাগ বললেন।

'অতএব', ম্যাসন বললেন, 'আমি যা বলেছি তা সত্য হলে এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে এই বন্দুকটাই আমি প্রতিবাদীর ব্যাগ থেকে নিই বা এটাই সিমলি বিসনও নিয়েছিল।'

'সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে এ প্রশ্নে আপত্তি জানাচ্ছি', এলিস বললেন।

'আপত্তি গ্রাহ্য হলো', জজ ফ্যালন বললেন।

হাসলেন ম্যাসন। 'লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ, আপনি সনাক্ত করেছেন যে এই বন্দুক থেকেই খুন করার জন্য গুলি ছোড়া হয়?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'অতএব আপনি জানেন এই অস্ত্রেই খুন করা হয়।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনি এই অস্ত্রটা প্রতিবাদীর কাছে কখনও দেখেননি ?'

'না, তা দেখিনি।'

'ঠিক তাই। আমি আপনাকে যা বলেছি এবং আপনি যা শপথ করে বলেছেন তাতে আপনি কখনই বলতে পারেন না সিমলি বিসন বন্দুকটা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে কাগজে মুড়ে গল্ফ ব্যাগে রাখার পর কেউ তা খুলে পাল্টে রেখেছিল, তাইনা ?'

'আমি সেই একই প্রতিবাদ জানাতে চাই', এলিস বললেন।

'আদালত অনুমতি দিলে আমি বলতে চাই এ সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন', ম্যাসন বললেন। 'আমি ওঁকে প্রশ্ন করছি আমার সঙ্গে কথার পরিপ্রেক্ষিতে উনি বন্দুকটা প্রতিবাদীর সঙ্গে জড়াতে পারেন কিনা।'

'প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হলো', জজ ফ্যালন বললেন। 'আমার মনে হয় এটা ন্যায় সঙ্গত প্রশ্ন।'

'না স্যার', ট্র্যাগ বললেন, 'আপনি আমাকে যা বলেছেন তা থেকে আমি শপথ করে বলতে পারব না সিমলি বিসন বন্দুকটা নিয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ সেটা তার গল্ফ ব্যাগ থেকে সরিয়ে নেয়নি। তবে আমি শপথ করে বলতে পারি প্রতিবাদী কোনভাবে এটা হাতে নেন আর তার মধ্যম আঙুলের ছাপ এতে পড়েছিল। ওর হাতে আঠালো কিছু ছিল।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'ওই পদার্থে চিনি জাতীয় কিছু থাকা সম্ভব ?'

'হ্যাঁ স্যার, চিনি, নখ পালিশ, সিমেন্ট বা এই রকম কিছু।'

'সেটা শুকিয়ে গিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এ ধরণের চাপা শুষ্ক ছাপ অনেকদিন থাকতে পারে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয় এই ছাপ গত বড়দিনের সময় পড়ে কি না, প্রতিবাদী যখন মিষ্টি জাতীয় কিছু খাচ্ছিলেন ?'

ট্র্যাগের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি উত্তর দিলেন, 'ছাপটা কখন পড়ে আমি বলতে পারব না।'

'এটা গত বড়দিনেও হতে পারে ?'

'হতে পারে।'

'ঠিক একথাই আমি বলতে চাই', ম্যাসন বললেন। 'আমার আর প্রশ্ন করার নেই। 'আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এই অস্ত্রকে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে দাখিল করার বিরুদ্ধে, যেহেতু উপযুক্ত প্রমাণের সিদ্ধান্ত হয়নি।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'এই অস্ত্র খুনের অস্ত্র হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে অতএব এটি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হলো।'

এলিস বললেন, 'আমি এবার সিমলি বিসনকে সাক্ষী হিসাবে আহ্বান করছি।'

সিমলি বিসন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মর্টন এলিসের দিকে তাকাল।

'আপনার নাম সিমলি বিসন, আপনি হেষ্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ইওর অনার', এলিস বললেন। 'এই সাক্ষী প্রতিকূল সাক্ষী, আমি তাই মুখ্য প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক।'

'উনি এখনও কোন প্রতিকূল ভাব দেখাননি', জজ ফ্যালন বললেন। 'প্রথাগত প্রশ্নই আপনাকে করতে হবে, প্রয়োজন হলে মুখ্য প্রশ্ন করবেন।'

'ঠিক আছে, ইওর অনার।'

'আমি মঙ্গলবার ৫ই তারিখের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি? ওইদিন আপনি প্রতিবাদীকে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম।'

'কখন প্রথম দেখেন?'

'খুব সকালে।'

'কত সকালে?'

'ঘড়ি দেখিনি।'

'আলো ফোটার আগে?'

'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কোথায় তাকে দেখেন?'

'এক রেস্তোরাঁয়।'

'তার সঙ্গে কিভাবে আপনার দেখা হয়?'

'সে আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল।'

'দুজনে আপনারা প্রাতরাশ করেন?'

'হ্যাঁ।'

'খেতে খেতে কথাবার্তাও বলেন।'

'স্বাভাবিক। আমরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকিনি।'

'প্রশ্নের সঠিক জবাব দিন', এলিস বললেন। 'আপনি প্রতিবাদীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন না বলেননি?'

'আমি উত্তর দিয়েছি। কথা বলেছিলাম।'

'এরপর আপনি মিঃ ম্যাসনের অফিসে যান?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এলিভেটরের রেজিষ্টারে সই করেছিলেন? নিজের নাম না ছদ্মনাম?'

'ছদ্মনাম সই করি।'

'অফিসে পৌঁছে কি করেন আপনি ?'

'ভিতরে ঢুকি।'

'ভিতরে কেউ ছিল ?'

'একজন পরিচারিকা।'

'তাকে কি বলেছিলেন আপনি ?'

'মনে নেই।'

'মিঃ ম্যাসনের অফিস থেকে কিছু নিয়েছিলেন আপনি ?'

'আমি উত্তর দিতে রাজী নই।'

'কি কারণে ?'

'কারণ এর ফলে আমি অভিযুক্ত হতে পারি।'

এলিস জজ ফ্যালনের দিকে তাকালেন।

'ঠিক আছে', জজ ফ্যালন বললেন। 'এই সাক্ষী প্রতিকূল সাক্ষী। আপনি মুখ্য প্রশ্ন করতে পারেন—অবশ্য প্রতিবাদী পক্ষের অনুমতি না নিয়েই তা করছেন। শুরু করুন।'

'আপনি মিঃ ম্যাসনের অফিস থেকে কোন বন্দুক নিয়েছিলেন ?'

'আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী নই জড়িয়ে পড়ব বলে।'

'পরে আপনি সকলের সামনে আপনার সেক্রেটারীকে ফোন করেন ?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্রেটারির নাম কি ?'

'রোজালি ব্ল্যাকবার্ন'।'

'টেলিফোনে তাকে কি বলেছিলেন ?'

'আমার লকারে গিয়ে চাবি দিয়ে সেটা খুলে গল্ফ ব্যাগে রাখা একটা প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত হতে।'

'অর্থাৎ মিঃ ম্যাসনের অফিসে ?'

'হ্যাঁ।'

'সে তাই করে ?'

'আমার জানা নেই।'

'আপনার জানা নেই, মানে ?'

'আমি তাকে যা করতে বলি তা সে করে কিনা জানিনা।'

'সে প্যাকেটটা নিয়ে উপস্থিত হয় একথা জানেন ?'

'জানি।'

'যে প্যাকেট আপনি রাখেন সেই প্যাকেট ?'

'জানিনা।'

'ওই প্যাকেটে যা রেখেছিলেন তা ছিল ?'

'আমার জানা নেই।'

'জানা নেই মানে ?'

'ওখানে কি ছিল যাচাই করিনি।'

'একটা বন্দুক ছিল, তাই নয় ?'

'হ্যাঁ, প্যাকেটে তাই রেখেছিলাম।'

'মিঃ ম্যাসনের ডেস্ক থেকে যা নেন সেই একই বন্দুক ?'

'আমি অভিযুক্ত হতে পারি তাই উত্তর দিতে রাজী নই।'

'কিন্তু আপনি স্বীকার করছেন গল্ফ ব্যাগে যে প্যাকেট রাখেন তাতে একটা বন্দুক ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'আর সেটা আপনার সেক্রেটারি গল্ফ ব্যাগ থেকে বের করে ?'

'আমি আপত্তি জানাচ্ছি', ম্যাসন উঠে দাঁড়ালেন। 'এ প্রশ্ন সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে।'

'আপত্তি গৃহীত হলো।'

'কিন্তু প্যাকেটটা নিয়ে আপনি তাকে আসতে বলেন।'

'হ্যাঁ।'

'সে নিয়ে এসেছিল ?'

'আমার জানা নেই।'

'আপনি সেখানে ছিলেন না। সে আপনাকে প্যাকেটটা দেয়নি ?'

'সে আমাকে একটা প্যাকেট দেয় এটা ঠিক, তবে আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব ছিল না সেটা একই প্যাকেট কিনা। কারণ আমি সেটা কাগজে মুড়ে সিল করে রেখেছিলাম। প্যাকেটটা আসার পর দেখি সিল ভেঙে ওটা কাটা হয়েছিল। অতএব প্যাকেটের জিনিস কেউ বদল করে রাখেনি তা আমার জানার পথ ছিলনা।'

'জিনিস মানে একটা বন্দুক, ৩৮ ক্যালিবার, স্মিথ ও ওয়েসন ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'মিঃ ম্যাসনের ডেস্ক থেকে যে বন্দুক নিয়েছিলেন সেটাই ?'

'আমি উত্তর দিতে রাজী নই কারন অভিযুক্ত হতে পারি।'

'ঠিক আছে। এবার প্রতিবাদীর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার কথায় আসছি ওই সময় প্রতিবাদী আপনাকে কিছু বলাতেই আপনি মিঃ ম্যাসনের অফিসে যান ?'

সাক্ষীকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল।

'প্রশ্নের জবাব দিন', এলিস বললেন। 'এটা ঘটনা ছিলনা ?'

'আমি জবাব দিতে রাজী নই কারণ অভিযুক্ত হতে পারি।'

'আদালত অনুমতি দিলে আমি বলতে চাই', এলিস বললেন, 'সাক্ষী তা

সাংবিধানিক অধিকারের আড়ালে থেকে গোপন করতে চাইছে যেখানে তার আইন-সম্মত অধিকার নেই। মিঃ ম্যাসনের অফিসে চুরির অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উত্তর না দিতে পারে কিন্তু প্রতিবাদীর সঙ্গে কথাবার্তার বিষয় কখনই সুবিধা দাবীর পর্যায়ে পড়ে না এবং এতে সে অভিযুক্ত হতে পারে না।

'আমি কিছু বলতে পারি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

অবশ্যই, জজ ফ্যালন বললেন।

'এটাই মনে হতে পারে', ম্যাসন বললেন, 'যে প্রতিবাদী ও এই সাক্ষী আমার অফিস থেকে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার সঙ্গে ওই বন্দুকটা চুরি করা, সম্ভবত তাকে ফৌজদারী অপরাধে জড়িত করতে পারত। বন্দুকটা নেয়া এক আর সেটা নেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা অন্য কাজ। এর দুটিই অপরাধ।'

'এ চুল খাড়া করে তোলা ছাড়া আর কিছু নয়', এলিস বললেন।

'না, তা নয়', ম্যাসন বললেন, 'আপনারা কোন লোকের বিরুদ্ধে যখনই কোন খবর বা অভিযোগ পান তখনই নানা রকম প্রশ্ন তোলেন। আপনারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আর অপরাধের প্রশ্ন তোলেন। এরপর আপনারা জুরীদের এমনভাবে বোঝাতে চান যাতে তারা ওই অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করে। আপনারা দাবী করেন প্রতিটি কাজই আলাদা অপরাধ আর আপনারা শুধু আইনমাফিক তা প্রয়োগ করছেন। আর অপরাধের ষড়যন্ত্র আর অপরাধ দুটো আলাদা অপরাধ।'

'এখন কথা হলো আপনি আপনার কেক খেয়ে তা রেখে দিতেও পারেন না।'

জজ ফ্যালনের মুখে মৃদু অস্পষ্ট হাসির রেখা জেগে উঠতে চাইল।

'আমার মনে হয় কথাটা চমৎকার ভাবেই ধরা হয়েছে' তিনি রায় দিলেন ! 'আমি বুঝতে পারছি না এক্ষেত্রে ওই কথাবার্তা অপরাধের সঙ্গে কি ভাবে জড়িত, আর যদি তা হয়েই থাকে তাহলে সাক্ষী যদি ভেবে থাকে উত্তর দিলে সে অভিযুক্ত হবে তাহলে এ তার অধিকার।'

'ঠিক আছে', এলিস হিংস্রভাবে সাক্ষীর দিকে তাকালেন. 'বন্দুকটা কাগজে মুড়ে আপনি গলফের ব্যাগে রেখেছিলেন, তাই নয় ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বন্দুকটা আপনি আগে কখনও দেখেছিলেন ?'

'অভিযুক্ত হওয়ার আশংকায় আমি জবাব দিতে রাজি নই।'

'এ মাসের পাঁচ তারিখের আগে দেখেছিলেন ?'

'জানিনা।'

'কেন জানেন না ?'

'কারণ আমি জানি না এটা সেই একই বন্দুক কি না।'

'আপনি এই রকম একটা বন্দুক দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'কোথায় এ রকম বন্দুক দেখেছি সব মনে রাখা সম্ভব নয়। এমন বহু জায়গাই আছে।'

'আর', এলিস অভিযোগ করার ভঙ্গীতে আঙুল তুলে বললো', এরকম একটা জায়গা হলো কোন স্ত্রীলোকের হাত ব্যাগ, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'কি ধরণের স্ত্রীলোক ?'

সাক্ষী ঘাড় নিচু করে বলল, 'মিসেস হেস্টিংস।'

'আহ।' এলিস বললেন। 'এই যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্নোত্তরের পর অন্তত আপনার মনে পড়েছে যে বন্দুকটা আপনি প্রতিবাদীর হাতব্যাগে দেখেছিলেন।'

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন, 'কাউন্সেলরের বাড়তি মন্তব্যে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। সাক্ষী বলেননি তিনি প্রতিবাদীর ব্যাগে ওটা দেখেছেন।'

মর্টন এলিস বললেন, 'ওটা সেই একই বন্দুক হতে পারে উনি যা বলছেন।'

'এবং ওটা সেই একই বন্দুক নাও হতে পারে আপনি যা বলছেন', ম্যাসন বললেন।

'আমি এ প্রশ্নের জন্য আপত্তি গ্রাহ্য করছি', জজ ফ্যালন বললেন।

'ঠিক আছে', মর্টন এলিস বললেন, 'তাই হোক। এখন বন্দুকটা কোথা থেকে আসে আপনাকে জানানো হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কি জানানো হয় ?'

'বন্দুকটা তার স্বামী তাকে দিয়ে হাতব্যাগে রাখতে বলেছিলেন রাত্রিতে আত্মরক্ষার জন্য, বিশেষত রাত্রিতে ভ্রমণের সময়। এই রকমই তার স্বামী বলেছিলেন।

'আমার আর প্রশ্ন নেই', মর্টন এলিস বললেন।

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। 'আমি সাক্ষীকে জেরা করতে চাই। আপনি বললেন আপনি মিসেস হেস্টিংসের ব্যাগে এরকম বন্দুক দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'উনি কি বলেছিলেন ওটা কতবার কাছে রাখতেন ?'

'না, অত স্পষ্ট করে বলেননি। তবে আমার ধারণা বেশ কিছু সময় হাতব্যাগে রাখতেন।'

জজ ফ্যালন এলিসের দিকে তাকালেন। 'এটা নিশ্চিতই সাক্ষীর সিদ্ধান্ত। বাদীপক্ষ কি এটি লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন ?'

এলিস হেসে বললেন, 'না, ইওর অনার। প্রতিবাদী পক্ষের কাউন্সেলর এগিয়ে যেতে পারেন। এই ধরণের জেরা তার মক্কেলের পক্ষে একটু কড়া হলেও বাদীপক্ষ

তা বন্ধ করতে চায় না।'

'এ ধরণের মন্তব্যের প্রয়োজন নেই', জজ ফ্যালন বললেন। 'আদালত শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে।'

ম্যাসন সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কথাবার্তা থেকে আপনার ধারণা জন্মায় যে বন্দুকটা তারই।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

এলিস বিজয়ীর ভঙ্গিতে আদালতে উপস্থিত শ্রোতাদের একবার জরিপ করে নিলেন।

আপনি বলছেন ওই মিসেস হেষ্টিংসের সঙ্গে আপনি কথা বলেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

ম্যাসনের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। 'উনি কি অ্যাডেল স্টার্লিং হেষ্টিংস, এই মামলায় প্রতিবাদী?'

'না, স্যার। এই কথাবার্তা হয় আগের স্ত্রী মিনার্ভা শেলটন হেষ্টিংসের সঙ্গে।'

আচমকা মর্টন এলিসের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে বিষাদের ছায়া জেগে উঠল। তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'এক মিনিট দাঁড়ান, ইওর অনার', তিনি বললেন। 'বেশ বোঝা যাচ্ছে বেশ পরিকল্পনা করেই এই ফাঁদের ব্যাপার গড়ে তুলেছেন কাউন্সেল আর সাক্ষী। ওরা ভালই জানতেন মিসেস হেষ্টিংস বলতে আমি প্রতিবাদীকেই ধরে নেব। আমি এই সব প্রশ্নে তাই আপত্তি জানিয়ে নথীভুক্ত না করার দাবী জানাচ্ছি, কারণ এ হলো সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা।'

জজ ফ্যালন তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'আপত্তি জানাবার সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন। আদালত লক্ষ্য রেখেছে সাক্ষী যেভাবে প্রতিবাদীকে উল্লেখ না করে মিসেস হেষ্টিংস বলে, দুজন মিসেস হেষ্টিংস বর্তমান থাকায় আদালত সতর্কভাবেই জেরা অনুসরণ করেছে।

'এটা একটা ফাঁদ—ইচ্ছাকৃতভাবে গড়ে তোলা ফাঁদ', এলিস বলে উঠলেন।

'আমি এমন কোন আইনের কথা জানিনা যেখানে বাদী পক্ষের আইনজ্ঞ তার প্রতিপক্ষের আইনজ্ঞকে ফাঁদ পেতে এগোতে দিলে তাকে বাধা দেয়া যায়', জজ ফ্যালন বললেন। 'আমি দুঃখিত, মিঃ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, ফাঁদ পাতা হলে তা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। সাক্ষী কৌশলে দুজন মিসেস হেষ্টিংস উল্লেখ করায় আশা করেছিলাম আপনি কোন মিসেস হেষ্টিংস জানতে চাইবেন। এই উত্তর নথীভুক্ত হবে।'

'আপনার আর প্রশ্ন আছে মিঃ ম্যাসন?'

'না, ইওর অনার, আর কোন প্রশ্ন নেই।' ম্যাসন বললেন।

বিসন কাঠগড়া থেকে নামতে যেতে এলিস বলে উঠলেন, 'আমি আর একবার সাক্ষীকে জেরা করতে চাই।'

বিসন আবার দাঁড়াল কাঠগড়ায়।

'আদালতে আসার আগে আপনি মিঃ ম্যাসনের সঙ্গে সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন?'

'হ্যাঁ করি।'

'তিনি আপনাকে বলেছিলেন যে এমন প্রশ্ন করা হতে পারে আপনি সাক্ষ্য হিসাবে রাখা বন্দুকের মত বন্দুক আগে দেখেছিলেন কিনা?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনাকে এ কথাও বলা হয় আপনি এ রকম বন্দুক মিসেস হেস্টিংসের কাছে দেখেছেন আর মিনার্ভা হেস্টিংসের নাম উল্লেখ করবেন না আপনি?'

'এরকম কিছু বলেছিলেন তিনি।'

'তাহলে', এলিস বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি কি এ ধরণের কোন বন্দুক প্রতিবাদী মিসেস অ্যাডেল হেস্টিংসের কাছে দেখেছিলেন? শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে জবাব দিন।'

'হ্যাঁ।'

'ওটা তার হাতব্যাগে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

বিজয়ীর ভঙ্গীতে আদালতে চোখ বুলিয়ে নিল এলিস। 'আমার আর প্রশ্ন নেই।'

বিসন নামতে যেতেই ম্যাসন বললেন, 'এক মিনিট, আমার কিছু জেরা করার আছে।'

'আপনি ওর ব্যাগে বেশ কয়েকবার বন্দুক দেখেন?' প্রশ্ন করলেন ম্যাসন।

'হ্যাঁ, অন্য একবার।'

'সেটা কবে?'

'সঠিক তারিখ মনে নেই।'

ম্যাসন বললেন, 'তাহলে তার কাছে দুটো বন্দুক দেখেন আপনি', মৃত মিঃ হেস্টিংস যে বন্দুক কেনেন আর যেটা খুনের অস্ত্র নয়, আর অন্যটা সেই খুনের অস্ত্র?'

'এক মিনিট দাঁড়ান, এক মিনিট দাঁড়ান', এলিস বলে উঠলেন, 'আমি এ প্রশ্নে আপত্তি করছি যেহেতু এটা সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হচ্ছে।'

'তা কিভাবে হয় বুঝছি না', ম্যাসন বললেন।

'ওঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয় দুটো বন্দুক ছিল', এলিস বললেন, 'যেহেতু উনি নম্বর মিলিয়ে দেখেন নি।'

ম্যাসন জজ ফ্যালনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমার ধারণা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমার কথা ঠিকই ধরেছেন। সাক্ষী একটা বন্দুক দেখেন। তার জানা

ছিলনা সেটা খুনের অস্ত্র ছিল কিনা বা মৃতব্যক্তি প্রতিবাদীর আত্মরক্ষার জন্য যেটা দেন সেটাই, যা তার কাছ থেকে চুরি যায়।'

ম্যাসন এবার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটার্নি'র দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নুইয়ে বললেন, 'আমার জেরা শেষ।'

'এক মিনিট দাঁড়ান', এলিস বললেন। 'এটা যোগ্য পরিণতি হোল না, সাক্ষীকে জবাব দিতে হবে।'

'উনি উত্তর দিতে পারেন না', ম্যাসন বললেন, 'কারণ আপনি আপত্তি করেছেন।'

'মানে—এ সম্পর্কে আদালতের কোন রায় নেই', এলিস বললেন। 'আমি আমার আপত্তি তুলে নিচ্ছি।'

'ভাল', ম্যাসন বললেন। 'উত্তর দিন, মিঃ বিসন।'

'ওটা কোন বন্দুক আমি জানি না', বিসন উত্তর দিল। 'একই বন্দুক হতে পারে আবার নাও পারে, আসলে যেকোন বন্দুকই হতে পারে। স্মিথ ও ওয়েসন কোম্পানী এ রকম প্রচুর বন্দুক তৈরী করে যার সবই একইরকম দেখতে।'

এলিস তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'কাউন্সেলের দেখানো পথে সাক্ষীর পক্ষে এমন উত্তর দেয়া খুবই সহজ।'

'আদালতের অনুমতি হলে বলব আপত্তি করেন বাদী পক্ষ, আমি নই', ম্যাসন বললেন।

'আমার আর প্রশ্ন নেই', এলিস বললেন।

'আপনি নেমে আসতে পারেন', জজ ফ্যালন বললেন।

সাক্ষী বিদায় নিলে জজ ফ্যালন বললেন, 'দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সময় হয়ে গেছে। আদালত বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

বিচারপতি বিদায় নেয়ার পর ম্যাসন বিসনকে ইঙ্গিত করে দাঁড়াতে বললেন।

ম্যাসন এবার বিসনের হাত ধরে ফাঁকা জায়গায় এনে বললেন, 'আপনি ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে, বিসন? কিসের ভয়?'

'ভয়?' বিসন অবাক হয়ে বলল, 'ভয় পাব কেন? কি বলছেন?

'আপনি ভয় পেয়েছেন, বিসন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি আর প্রশ্ন নেই বলায় আপনি যেন হাঁফ ছেড়েছিলেন মনে হলো।'

মাথা ঝাঁকাল বিসন। 'আপনার ধারণা ভুল, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন বললেন, 'ভুল করেছি বলে মনে হয় না, বিসন। আদালতে বহু সাক্ষীকে আমি জেরা করেছি। আপনার মত অনেককেই আমি দেখেছি। আপনি এমন কিছু গোপন করেছেন যা বাদী পক্ষ আপনাকে জেরা করে বের করে নিতে পারত।'

'কিছুই আমি গোপন করিনি', বিসন বলল।

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'তাহলে আপাতত তাই মেনে নিচ্ছি।'

একজন মহিলা পুলিশ অ্যাডেল হেস্টিংসকে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে বিসনকে তার দিকে তাকাতে দেখলেন ম্যাসন। দুজনের চোখে যেন ক্ষণিক জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত।

□ তেরো □

আদালতের কয়েক ব্লক তফাতেই যে ফরাসী রেস্তোঁরা চোখে পড়ে সেখানেই এক বিশেষ ছোট্ট কামরায় পেরি ম্যাসন, ডেলা স্ট্রিট আর পল ড্রেক আদালতের বিশ্রামের অবসরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিতে অভ্যস্ত। অতীতে বেশ কয়েকবারই এখানে আলোচনার মুহূর্তে শেষবারের মত তাদের লড়াইয়ের কৌশলও ঠিক হয়েছিল।

এক গোলাকার টেবিলের সামনে সকলে উপস্থিত। সামনেই রাখা একটা টেলিফোন।

এক সময় পল ড্রেক বলে উঠল, 'একটা গোপন সূত্র থেকে বলছি, পেরি। আজ বিকেলে ওরা বেশ চমক দেখাতে চলেছে।'

'কি হতে পারে কোন ধারণা আছে, পল?'

'না।'

ম্যাসন বললেন, 'সিমলি বিসন কিছু গোপন করেছে, কি সেটা বুঝতে পারছি না। ওর ভয় হচ্ছিল ওরা জেরার মধ্য দিয়ে জেনে ফেলতে পারে। সেটা প্রতিবাদীর পক্ষে সাংঘাতিক হতে পারত। তবে ওরা তাকে আর ডাকছে না, আমিও না। যাক, কারসন সিটির ব্যাপারে কি জানতে পেরেছ, পল?'

ড্রেক তার পকেট বই বের করল। একটা বিষয়ে ধোঁকা লাগছে। ওই হার্লে সি ড্রেংকেল। লোকটা এক কণ্ট্রাক্টর। বয়স বছর পঞ্চান্ন, সুনাম আছে। বিরাট একখানা বাড়ি, পিছন দিকে সুন্দর একটা বাঙলো আছে। স্ত্রী নেই। এক মেয়ে আছে, প্রাচ্যের কোথায় কলেজে পড়ে।'

'অ্যাডেল হেস্টিংস বা এই মামলায় জড়িত অন্য কারো সঙ্গে ওর কোন যোগ আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'একটা ভারি মজার ব্যাপার আছে', ড্রেক বলল। 'হঠাৎই ব্যাপারটা জেনে ফেলি। আমি আগেই বলেছি ড্রেংকেল ওর বাঙলো মাঝে মাঝেই ভাড়া দেয়। বাঙলোটা ছোট হলেও বেশ আরামপ্রদ। একটা কথা, পেরি, ওর ঠিকানা হল ২১১ সেণ্টার স্ট্রীট। এখন কথা হলো মিনার্ভা যখন বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য নেভাদায় মামলা করে তার ঠিকানা দেয় ২১১ সেণ্টার স্ট্রীট। অতএব অবশ্যই মিনার্ভা ড্রেংকেলের কটেজই ভাড়া নিয়েছিল। তোমার অফিসে সেই রহস্যময় পার্স ফেলে যাওয়ার ঘটনার সময় ড্রেংকেলের গাড়ি তোমার অফিসের কাছেই রাখা ছিল।'

ম্যাসনের দুচোখ বিস্ফারিত হতে চাইল।

'লোকটা কি ধরণের?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'বাড়ির কণ্ট্রাক্টর, সাদাসিধে গোছের মানুষ।'

ম্যাসন পায়চারি করতে শুরু করে বললেন, 'লোকটা আমায় ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। একটা কিছু রয়েছে সেটা কি ধরতে পারছি না। পল, সিমলি বিসনের সেক্রেটারি রোজালি ব্ল্যাকবার্ন'ও বিচ্ছেদের জন্য কারসন সিটিতে গিয়েছিল। খোঁজ নাও সেও ২৯১ সেণ্টার স্ট্রীটে ছিল কিনা। তা যদি হয় তাহলে একটা নকশার আদল দেখতে পাচ্ছি। আরও একটা কথা সোমবার চার তারিখে আর কোন চার্টার করা প্লেন লাস ভেগাসে গিয়েছিল কিনা। যে দিন আমি আর ডেলা যাই। আমাদের পাইলট বলেছিল চেম্বার অফ কমার্সের কেউ চার্টার করা প্লেন সম্পর্কে খোঁজ করছিল। কাজটা সত্যিই তারাই করেছে কিনা খোঁজ নেবে।'

পল ড্রেক টেলিফোন তুলে বলল, 'আর কিছু, পেরি ?'

ম্যাসন পায়চারি থামিয়ে বললেন, 'হার্লে ড্রেঙ্কেলের মেয়ের নাম কি ?'

ড্রেক নোটবই দেখে বলল, 'হেলেন।'

'সে প্রাচ্যে কোথাও কলেজে পড়লেও গ্রীষ্মের ছুটিতে নিশ্চয়ই বাড়ি আসে। এখন বিচ্ছেদের জন্য আলাদা থাকার জন্য ছ'মাস সময় লাগে। অতএব হেলেনের সঙ্গে মিনার্ভার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সে যখন এসেছিল। খোঁজ নাও হেলেন এখন কোথায়।' কথা বলে আবার পায়চারি শুরু করলেন ম্যাসন। 'পল, একটা কথা ঠিক মক্কেলকে ঠিকমত সমর্থন করতে গেলে একজন আইনবিদকে প্রচুর গোয়েন্দা-গিরিও করতে হয়।'

'জানি। তবে এই মামলায় তোমার আশা কতটা, পেরি ?' ড্রেক বলল।

'ঠিক এই মুহূর্তে অ্যাডেল হেষ্টিংসকে প্রাথমিক শুনানী থেকে বাঁচাতে পারব বলে মনে হয় না। উচ্চতর আদালতে আমরা জয়ী হতে পারব বলেই আশা রাখি যখন জুরীদের সামনে হাজির হব। বাদীপক্ষ কখনই প্রমাণ করতে পারবে না যে সাক্ষ্য প্রমাণ কেউ ওলোট পালোট করেনি। বাদীপক্ষ কোনভাবেই অ্যাডেল হেষ্টিংসকে অপরাধী প্রমাণ করতে পারবে না কারণ তারা প্রমাণ করতে পারবে না ওর ব্যাগে যে বন্দুকটা ছিল সেটাই খুনের অস্ত্র। আমরা জানি দুটো বন্দুক ছিল, একটা গারভিন হেষ্টিংস আগে কিনেছিলেন অন্যটা অ্যাডেলের সঙ্গে বিয়ের পর তার আত্মরক্ষার জন্য।'

'একটা বিষয় খেয়াল রাখছ না, পেরি, যে বন্দুকটা খুনের অস্ত্র বলা হচ্ছে তাতে প্রতিবাদীর আঙুলের ছাপ রয়ে গেছে', পল ড্রেক বলল।

'না, আমি ভুলিনি', ম্যাসন বললেন। 'মনে রেখ, প্রতিবাদী গারভিনকে বিয়ে করেছিল, আর ওই বাড়িতে বেশ কিছুকাল ছিল। গারভিন হয়তো সেটা তার বালিসের নিচে রাখত আর প্রতিবাদী কোন সময় মিষ্টি কিছু খাওয়ার সময় বন্দুকটা হাতে নিয়ে থাকতে পারে। আর তখনই ওর আঙুলের ছাপ পড়েছে। এই ছাপ তাই যেকোন সময়েই পড়ে থাকা সম্ভব।'

'এটা নিছক কল্পনা', ড্রেক বলল। 'এটা প্রমাণ করতে পারা শক্ত।'

'আমাকে প্রমাণ করতে হবে না', ম্যাসন বললেন। 'আমার কাজ হবে বারোজন জুরীর যেকোন একজনের মনে একটা যুক্তিগ্রাহ্য সন্দেহ জাগিয়ে তোলা।'

ড্রেক সন্দিহান ভঙ্গীতে বলল, 'একমাত্র তোমার পক্ষেই কাজটা করা সম্ভব।'

ওয়েটার ইতিমধ্যে খাবার এনেছিল তাই সকলে হাল্কা সেই মধ্যাহ্নভোজে মন দিলেন।

খাওয়ার ফাঁকে আচমকা ম্যাসন বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি, পল।'

'কি বুঝতে পেরেছ?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'যে উত্তর আমরা খুঁজছি। তোমার অফিসে ফোন করে খোঁজ নিতে বল লাস ভেগাসের এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি ভাড়া করেছে এমন ক'জন আছে।'

'এ থেকে কি জানতে পারবে ভাবছ?'

'আমি একটা থিওরি খাড়া করেছি, পল। আশা করছি জুরীদের স্বীকার করাতে পারব আমার কথায় যুক্তি আছে।'

'অর্থাৎ কি ঘটেছিল তারই আভাস দিতে পারবে?' ড্রেক বলল।

'অন্তত কি ঘটেও থাকতে পারে তাই বলতে পারব', ম্যাসন বললেন। 'এটা ঘটেনি বা ঘটতে পারে না বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে পারবে না।'

□ চোদ্দ □

বেলা দুটো বাজার আগেই জজ ফ্যালনের আদালতে ভিড় উপচে পড়ল।

পল ড্রেক চাপাগলায় ম্যাসনকে বলল, 'হ্যামিল্টন বার্জার এসেছেন দেখছি বিকেলে। এর অর্থ বুঝতে পারছ? তিনি বিশেষ কিছু তোমার দিকে ছুঁড়বেন মনে হচ্ছে।'

ম্যাসন অস্পষ্ট স্বরে সায় দিলেন। ওই মুহূর্তে এক মহিলা পুলিশ অ্যাডেল হেষ্টিংসকে নিয়ে এল।

ম্যাসন তার কানে কানে চাপা স্বরে বললেন, 'অ্যাডেল, একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে।'

'মাত্র একটা?' অ্যাডেল বলল।

'মানে', ম্যাসন হাসলেন। 'একটাই বিষয়। সিমলি বিসন সাক্ষ্য দেবার সময় ভয় পাচ্ছিল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বেরারা কোন প্রশ্ন করবেন।'

'বেচারি সিমলি', অ্যাডেল বলল। 'ও আমাকে রক্ষা করতেই চায়, আর ওরা পারলে তাই সহযোগী বলে ওকে গ্রেপ্তার করতে তৈরী।'

'বেশ। তুমি হেস্টিংসের বাড়ী থেকে সকালে কখন বেরিয়েছিলে?'

'খুব সকালে। মনে হয় ছটার সময়।'

'সারাদিন তারপর কোথায় ছিলে?'

'এর উত্তরটা আপনাকে দিতে পারছি না, মিঃ ম্যাসন, যদিও জানি অ্যাটর্নি'র কাছে কোন কিছু গোপন করা উচিত নয়।'

'আমি একটাই প্রশ্ন করব', ম্যাসন বললেন সোজা অ্যাডেলের চোখে চোখ রেখে। 'তুমি কি সিমলি বিসনের সঙ্গে ছিলে?'

চোখ নামিয়ে নিয়ে অ্যাডেল বলল, 'আমি···আমি··· ।'

একজন বেলিফ বলে উঠল, 'সবাই উঠে দাঁড়ান।'

দর্শকরা আর অ্যাটর্নি'রা উঠে দাঁড়ালেন।

জজ ফ্যালন তার খাস কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'সবাই বসুন।' সবাই তাই করলে তিনি বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি উপস্থিত। আপনি কি এই মামলায় অংশ নেবেন, না অন্য কোন ব্যাপারে এসেছেন?'

'আমি এই মামলায় অংশ নিতে চাই', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'ভাল কথা', জজ ফ্যালন বললেন, 'নথীতে তাই দেখানো হোক। শুরু করুন, মিঃ এলিস।'

এলিস বার্জারের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে নিয়ে বললেন, 'আদালতের অনুমতি হলে আমি মিঃ বিসনকে আর একবার জেরা করতে চাই।'

'অনুমতি দেয়া হলো। সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন, মিঃ বিসন। মনে রাখবেন আপনি আগেই শপথ নিয়েছেন', জজ ফ্যালন বললেন।

বিসন দাঁড়াতে হ্যামিল্টন বার্জার তার জেরা শুরু করলেন।

'এ মাসের ৫ তারিখের মঙ্গলবারের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি কি প্রতিবাদীর সঙ্গে প্রাতরাশ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এ মাসের ৪ তারিখের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, ওই দিনও কি প্রতিবাদীর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরেছিলেন?'

'আদালতের অনুমতি হলে বলতে চাই', ম্যাসন উঠে দাঁড়ালেন, 'এ নিছক প্রতিবাদীর গায়ে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা। তিনি বিশ্বস্তা স্ত্রী ছিলেন আর বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তাকে লাস ভেগাসে যেতে বলা হয়, কারণ স্বামী আর তাকে ভাল বাসতেন না। এক্ষেত্রে তিনি যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে থাকেন বা খেয়েও থাকেন সেটা যুক্তিসম্মত। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য সংবাদ জগতের নজর তার উপর ফেলতে চাওয়া।'

'আমরা দুটো ঘটনা যোগ করতে চাই', বার্জার বললেন।

'আপত্তি অগ্রাহ্য করা হলো', জজ ফ্যালন বললেন। 'আমি আপত্তি গ্রাহ্য করতাম যদি প্রাতরাশ না হয়ে অন্য কোন আহার হতো। প্রাতরাশ অন্য কিছু, এ হঠাৎ নয়।'

বার্জার সাক্ষীর দিকে তাকালেন, 'উত্তর দিন।'

'হ্যাঁ', বিসন বলল।

'মিঃ বিসন, ৪ তারিখে সোমবার কি আপনি সারাদিন অফিসে ছিলেন?'

'না, স্যার।'

'তাহলে কোথায় ছিলেন?' হ্যামিল্টন বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর, অযৌক্তিক আর অপ্রয়োজনীয়, আমি তাই আপত্তি করছি', ম্যাসন বলে উঠলেন।

জজ ফ্যালন সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'এক্ষেত্রে আপত্তি গ্রাহ্য করছি। আমার মনে হয় বাদীপক্ষ সমস্ত যোগ করার চেষ্টা করছেন, তবে একখন্ড অতিরিক্ত সাক্ষ্যকে এক সঙ্গে গ্রথিত করা যায় না।'

'আদালত যদি সামান্য সময় অনুমোদন করেন তাহলে আমরা সব যুক্ত করে দেখাতে পারি', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

জজ ফ্যালন বললেন, 'সামান্য সময় কথাটা শুনে অনুমান করছি আপনি পথ পরিবর্তনে আগ্রহী, এক্ষেত্রে আদালতের দায়িত্ব রয়েছে প্রতিবাদীর স্বার্থরক্ষা। অতএব আমি আপত্তি গ্রাহ্য করছি।

'আপনি কি প্রতিবাদীর সঙ্গে সোমবার ৪ তারিখে ছিলেন?' হ্যামিল্টন বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'এ প্রশ্ন অবান্তর, অযৌক্তিক আর অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে আমি আপত্তি করছি', ম্যাসন বললেন।

'আমি এক্ষেত্রে আপত্তি অগ্রাহ্য করছি। সাক্ষী এই প্রশ্নের উত্তর দেবে।'

বিসন একবার প্রতিবাদীর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। এরপর সে বলল, 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণ ছিলাম।'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'মুখ্য প্রশ্ন ছাড়া অন্য প্রশ্ন যখন করা যাবে না আমি তাই করছি। আমার প্রশ্ন হলো এটি কি ঘটনা নয় যে রবিবার ৩ তারিখে আপনি ও প্রতিবাদী গাড়িতে ভেনচুরায় গিয়েছিলেন একটা জমি দেখার জন্য? জমিটা প্রতিবাদী কিনতে ইচ্ছুক ছিলেন? হ্যাঁ বা না বলে আপনি উত্তর দিতে পারেন।'

বিসন একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল 'তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

'তখন কি প্রতিবাদী এস্টেট ব্রোকারদের সামনে বলেননি যে তার পক্ষে অত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর, পরদিন, সোমবার ৪ তারিখে প্রতিবাদী কি আপনাকে সকালে

প্রাতরাশের সময় তার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে বলেননি। তিনি কি একথাও বলেন সবই ঠিক হতে চলেছে আর তিনি নগদ টাকায় জমিটা কিনতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ···মানে, তাই বলেছিলেন।'

'তিনি কি এ কথাও বলেননি রবিবার রাত্রিতে যা ঘটেছে তাতে তার অর্থকরী অবস্থা আমূল বদলে গেছে আর গারভিন হেষ্টিংস মৃত এবং প্রতিবাদী তাই প্রচুর অর্থের মালিক হচ্ছেন ?'

'না। উনি বলেন হেষ্টিংসের সঙ্গে তার কিছু রফা হয়েছে যাতে তিনি এগিয়ে যেতে পারবেন।'

'প্রতিবাদী কি মঙ্গলবার, ৫ তারিখে সকাল ৬টার আগে আপনাকে বলেননি মিঃ ম্যাসনের অফিস থেকে বন্দুকটা নিতে ?'

'না।'

'আপনি ৫ তারিখে সকালে তার সঙ্গে প্রাতরাশ করেননি ?'

'করেছিলাম। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। আমি সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই প্রাতরাশে অভ্যস্ত। খুব সকালে উঠি আমি। প্রতিবাদী তা জানতেন।'

'কিভাবে জানতেন ?'

'আমিই বলেছি।'

'আপনি আপনার খাওয়ার অভ্যাসের কথা তাকে বলেছিলেন ?'

'আমি বলেছিলাম সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমি প্রাতরাশ করি।'

'আর প্রশ্ন নেই', হ্যামিল্টন বার্জার বিজয়ীর ভঙ্গীতে বসে পড়লেন।

'আমারও কোন প্রশ্ন নেই', ম্যাসন বললেন।

হতভম্ব সিমলি বিসনও নেমে এল।

হ্যামিল্টন বার্জার এবার বললেন, 'আমি এবার হার্টলি এল ব্যানারকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করছি।

ব্যানার এসে শপথ নিলেন।

'আপনার নাম হার্টলি এল ব্যানার, আপনি এ রাজ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন অ্যাটর্নি ?' হ্যামিল্টন বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনি গারভিন এস হেষ্টিংসের জীবিতকালে তার অ্যাটর্নি ছিলেন ?'

'তার জীবনের শেষের দিকে ছিলাম।'

'আপনি গারভিন হেষ্টিংসের কোন উইল তৈরী করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম।'

'তা এক্সিকিউট করা হয় ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি হেষ্টিংসের আর কোন উইল তৈরী করেন ?'

'হ্যাঁ করি।'

'সে উইল এক্সিকিউট করা হয় ?'

'না।'

'আগের উইলের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই', বার্জার বললেন। 'আমি আপনাকে এই কপি দেখাচ্ছি। এতে গারভিন হেষ্টিংস সই করেছিলেন আর আপনি এবং আপনার সেক্রেটারি এলভিনা মিচেল সাক্ষী হিসেবে সই করেছেন। এতে বলা আছে হেষ্টিংস তার সবকিছু মিনার্ভা শেলটন হেষ্টিংসকে দিয়ে যাচ্ছেন। এটাই কি এক্সিকিউটেড উইল ?'

'হ্যাঁ। এটাই তিনি তৈরী করতে বলেন আমাকে, তিনি সই করার পর আমরাও করি।'

'পরের উইলে সই করা হয়নি ?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'গারভিন হেষ্টিংস আর একটা উইল করে তার সব কিছু অ্যাডেল হেষ্টিংসকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা এক্সিকিউট করার আগেই মতবিরোধ দেখা দেয়। আমি জানাতে চাই এরকম দু-তিনটে উইল আমি করেছিলাম হেষ্টিংস তার কোন কোন সম্পত্তি দিয়ে যেতে চান তাতে সেটা অন্তর্ভূক্ত করে। উনি কিছু সম্পত্তি তার অফিসের কিছু পুরনো কর্মচারিকেও দিতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা চলার সময়েই গারভিন বুঝেছিলেন তার বিয়ে সফল হয়নি তাই তিনি প্রতিবাদীকে বিচ্ছেদের জন্য লাস ভেগাসে বসবাসের কথা বলেন, এটা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবেই ঠিক হয়। যাই হোক সম্পত্তি বাটোয়ারা নিয়ে তাদের সামঝোতা হয় আর প্রতিবাদীকে গারভিন বার্ষিক মাসোহারারও বন্দোবস্ত করে দেন। তিনি তাই আমাকে উইল শেষ করতে বারণ করেন।

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'এই উইল একটা কপি মাত্র, আসল উইল কোথাব ?'

'আসল উইল রয়েছে প্রেবেট দপ্তরে। মিনার্ভা শেলটন হেষ্টিংস দাবীদার হিসেবে আপীল করেছেন, আর আমিই তার অ্যার্টর্নি।'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আমি আদালতের কাছে এই উইলের কপি সাক্ষ্য হিসাবে দাখিল করছি।'

'আপনার এতে কোন আপত্তি আছে, মিঃ ম্যাসন ?' জজ ফ্যালন বললেন।

'বুঝতে পারছি না, ইওর অনার। আমি আগে এই সাক্ষীকে জেরা করে তারপর মতামত জানাব।'

'ভাল কথা, জেরা করুন।'

'এলভিনা মিচেল আপনার সেক্রেটারি ?' ম্যাসন ব্যানারকে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'সে আদালতে আছে ?'

'না, নেই।'

'সে এখানে নেই?' ম্যাসন আশ্চর্য হয়ে বললেন। 'সে উইলের অন্যতম সাক্ষী। আপনার কি ধারণা তার সাক্ষ্যের দরকার হবে না?'

'তাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোন সমন দেয়া হয়নি এবং অনুরোধও করা হয়নি।'

'সেক্ষেত্রে', ম্যাসন বললেন, 'এবং আমার জেরার জন্য আমি চাই এলভিনা মিচেলকে সমন পাঠিয়ে হাজির করানো হোক। আমি চাই সে সাক্ষ্য প্রদান করুক।'

হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন, 'এই উইল যথারীতি সম্পাদিত ও সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্যকৃত। এই কারণেই আমি এটি দাখিল করতে চাই। কাউন্সেলর অবশ্য একে অযৌক্তিক, বা অপ্রাসঙ্গিক বলতে পারতেন, অন্যথায় এ উইল যথোপযুক্ত।'

ম্যাসন উত্তরে বললেন, 'এই উইল সব দিক থেকে যাচাই করে দেখার অধিকার আমার আছে। এই উইল এক অস্বাভাবিক নথী, কারণ এতে এমন একজনকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে যে উইলকারীকে জানিয়েছিল সে বিচ্ছেদের ডিক্রি পেয়েছে।'

'এ কথা সাক্ষ্যে নেই', বার্জার বললেন। 'বিবাহ বিচ্ছেদের কথার আগেই এই উইল করা হয়।'

'আমি সাক্ষ্য হিসাবে দাখিল করতে চলেছি', ম্যাসন বললেন, 'অন্তত এই উইলকে দাখিল করার আগে।'

জজ ফ্যালন হ্যামিল্টন বার্জারের দিকে তাকালেন। এ এক অদ্ভূত পরিস্থিতি। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে এক উইল রয়েছে যা মৃতব্যক্তি প্রতিবাদীর সঙ্গে বিবাহের আগে করেছিলেন এবং তা পূর্বতন স্ত্রীর পক্ষে। ব্যাপারটাব ব্যাখ্যা দিতে পারেন, মিঃ বার্জার?'

'ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে, ইওর অনার', বার্জার বললেন। 'ব্যাখ্যা হলো মহিলার সঙ্গে তখন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি। আসলে আদৌ ঘটেনি। আমার মনে হয় এ প্রশ্ন এখানে ওঠার কারণ নেই।'

'তবু আমি বলতে চাই উইল সাক্ষ্য হিসাবে দাখিলের আগে প্রতিবাদী যদি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করতে চান তাহলে আমি অবশ্যই সে সুযোগ দেবো। আদালত এখন ত্রিশ মিনিটের অবকাশ ঘোষণা করছে, এই অবকাশে এলভিনা মিচেলকে সমন পাঠানোর যথেষ্ট সময় থাকবে। আদালত ত্রিশ মিনিটের জন্য মুলতুবী রইল।

'আমার সেক্রেটারি এই সময় অফিস ছেড়ে আসতে পারবে না', ব্যানার বললেন। 'সেখাবে অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে।'

'আপনার সাক্ষ্য শেষ হয়েছে', জজ ফ্যালন বললেন। 'আপনি অফিসে গিয়ে কাজ দেখতে পারেন। আদালতের এই কাজ ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই উইল খুবই অদ্ভূত তাই প্রতিবাদীর অধিকার রয়েছে সব দিক উন্মোচন করে দেখার।'

'উনি শুধু উইল করার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন, এর পারিপার্শ্বিকতা নয়।' বার্জার বললেন।

'সেখানে পৌঁছনর পরই এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি', জজ ফ্যালন বললেন। 'আদালত এখন ত্রিশ মিনিটের জন্য মুলতুবী রইল, এই অবসরে প্রতিবাদী পক্ষ এলভিনা মিচেলকে সমন জারি করতে পারবেন এবং তাকে এখানে হাজির করবেন। ইতিমধ্যে তাকে না পাওয়া গেলে আদালত আরও মুলতুবী থাকবে।

জজ ফ্যালন আদালত ত্যাগ করলেন এরপর। ব্যানার হ্যামিল্টর বার্জারের সঙ্গে দ্রুত কিছু আলোচনা করতে চাইলেন।

ম্যাসন ডেলা স্ট্রীটকে বললেন, 'ডেলা আমার মাথায় কিছু ধারণা এসেছে।'

'কি সেটা? ডেলা প্রশ্ন করল।

'অফিসে টেলিফোন কর', ম্যাসন বললেন। গার্টি'কে বল একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখনই এখানে চলে আসতে। গার্টি এলেই আমি চাই সে যেন দর্শকদের সঙ্গে না বসে জুরীদের ডানদিকে বসে। সে যেন একজন স্টেনোগ্রাফারকেও অফিস থেকে নিয়ে আসে। ওরা দুজনেই জুরীদের পাশে বসবে।'

'জজ ফ্যালন অনুমতি দেবেন?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'জজ ফ্যালন অনুমতি দেবেন', ম্যাসন বললেন। 'আমি তার চেম্বারে দেখা করে অনুমতি চেয়ে নেব।'

পল ড্রেক এগিয়ে এসে বলল, 'পেরি, অ্যাডেল হেষ্টিংসের একটা প্লেনে সোমবার বিকেলে লাস ভেগাসে যাওয়ার কোন যুক্তি আছে?'

ম্যাসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আমি জানি না, পল, আমি শুধু ওর কাছে শুনেছি একটা গাড়িতে লাস ভেগাস গিয়েছিল। তবে আপাতদৃষ্টিতে সে আগে ভেনচুরার যায় জমি দেখতে, যা ও সিমলি বিসনের পরামর্শ মত কিনতে চাইছিল। এটাই ওর মাথায় ছিল তাই ওর কাছে প্রচুর নগদ টাকাও ছিল। কিন্তু, এ প্রশ্ন কেন, পল?'

ড্রেক বলল বাদী পক্ষের হাতে কি আছে তার কিছু হদিশ পেয়েছি আমি। লাস ভেগাস চেম্বার অফ কমার্সের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানলাম ওদের একজন আছে, তাকে সমনও দেয়া হয়েছে। সে হল চার্টার প্লেনের এক পাইলট আর্থার কোল ক্যান্ডওয়েল। সে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় এক মহিলাকে নিয়ে লস এঞ্জেলেস থেকে ওড়ে। সে নাকি ফোনে চার্টার করে প্লেনটা। সে আরও জানিয়েছিল প্লেন যেন তৈরী থাকে। মহিলা ফোন করে দুটোর সময়।'

'তার তাড়া থাকলে উনি আগে গেলেন না কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বাদী পক্ষের ধারণা অ্যাডেল হেষ্টিংস তখন তোমার অফিসে ছিল আর সে সিমলি বিসনকে বলেছিল তোমার অফিসে ফেলে আসা বন্দুকটা নিয়ে আসতে। গাড়িতে তার পক্ষে লাস ভেগাস গিয়ে ফেরা সম্ভব নয় বলে সে প্লেন চার্টার করে।'

'ক্যান্ডওয়েল ওকে সনাক্ত করতে পারবে?'

'আপাতদৃষ্টিতে পারবে বলেই মনে হয়, যদিও মহিলার চোখে কাল চশমা ছিল আর সে ভাল করে তাকে লক্ষ্য করেনি। তাহলেও সে তাকে লাস ভেগাসে নিয়ে যায় আর প্রায় এক ঘণ্টা পরে আবার লস এঞ্জেলসে ফিরিয়েও আনে।'

ম্যাসনের চোখ ছোট হয়ে এল। তিনি বললেন, 'ডেলা আর আমি এর একটু পরেই প্লেনে চড়ি। মনে হয় ওর বেশী পেছনে আমরা ছিলাম না।'

'তবে তোমার মক্কেলের এরই মধ্যে কিছু গলায় ঢেলে, স্নান করার মত সময় ছিল।'

'আমার এই ধারণা বরাবর ছিল কেউ প্লেনে ওখানে গিয়েছিল অ্যাডেলের বন্দুকটা নিয়ে খুনের অস্ত্র সেখানে বদলে রাখার জন্য।'

'বিলকুল এটাই ওদের ধারণা', ড্রেক বললো। 'ওদের বক্তব্য অ্যাডেল নিজের বন্দুক দিয়ে হেষ্টিংসকে খুন করে, তারপর লাস ভেগাসে গিয়ে অস্ত্রটা পাল্টে ব্যাগে রেখে খুনের অস্ত্রটা কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দেয় যাতে সেটা আর খুঁজে না পাওয়া যায়। বাদীপক্ষের ধারণা অ্যাডেলের হাতে সময় এতই কম ছিল যে সে তাড়াহুড়োয় তোমার অফিসে ব্যাগ ফেলে আসে আর তুমি খুনের অস্ত্রটা আবিস্কার কর। এরপর অ্যাডেল সিমলি বিসনকে তোমার অফিস থেকে বন্দুকটা বদলে আনার জন্য বলে। ওর বাঁচার পথ ছিল ওই একটাই।'

ম্যাসন চুপচাপ খবরটা শুনে গেলেন, তারপর বললেন, 'ক্যান্ডওয়েল কিভাবে সনাক্ত করেছে?'

'একটা ফটো দেখে', ড্রেক বলল। 'ওরা ফটোয় কালো চশমা বসিয়ে দেয়। ক্যান্ডওয়েল জানিয়েছে যাকে সে লাস ফেগাসে নিয়ে যায় সে ওই রকমই দেখতে। ওরা এছাড়াও অ্যাডেলকে উঁকি মেরে দেখতেও দিয়েছিল। এসব কাজ পুলিশ কিভাবে করে সেতো তোমার জানা থাকার কথা, পেরি।'

'আর কি জেনেছ, পল?' ম্যাসন বললেন।

'কারসন সিটির সেই ঠিকানা', ড্রেক বলল। 'হার্লে ড্রেঙেকলের মেয়ে হেলেন কনেলি মেনার্ডের বন্ধু। ওর বাবা যে কটেজ তৈরী করেছে সেটা সে যারা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আলাদা থাকার উদ্দেশ্যে আসে তাদের মোটা টাকায় ভাড়া দেয় ছ'মাসের জন্য যাতে তারা মামলা দায়ের করতে পারে। তাই মেনার্ড তার বান্ধবী এলভিনা মিচেলের সঙ্গে ওটা ভাড়া নিয়েছিল আর এলভিনা দালালের ভূমিকায় থেকে উৎসাহী ভাড়াটে যোগার করত।'

ম্যাসনের চোখ ছোট হয়ে এল। 'অতএব মিনার্ভা যদি বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কটেজটা ভাড়া নিয়ে থাকত তাহলে ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ব্যানারের বন্ধুত্ব ছিল।'

'বা ব্যানারের সেক্রেটারির সঙ্গে', ড্রেক বলল।

'তাহলে একথা ঠিক ব্যানার আগাগোড়াই মিনার্ভাকে সাহায্য করে এসেছে আর এও নিশ্চিত যে হেষ্টিংসকে একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে মিনার্ভার সঙ্গে

তার বিচ্ছেদ ঘটেছে আর তার ফলে সে আবার বিয়ে করে যা স্ত্রী থাকতেও আবার বিয়ের সামিল।'

ড্রেক সায় জানিয়ে বলল, 'বন্ধুত্ব রয়েছে হেলেন ড্রেঙ্কেল আর এলভিনা মিচেলের মধ্যে। সেই সোমবার হেলেন ড্রেঙ্কেল বাড়ির গাড়ি চালিয়ে লস এঞ্জেলসে কেনা-কাটা করতে যায়। সে এখানে বরাবর এলভিনা মিচেলের সঙ্গে দেখা করে বলে এবারও তাই করে আর তার সঙ্গে কফি পান করতেও যায়। ব্যানারের অফিসের কাছে পার্কিংয়ের জায়গাতেই সে ওর গাড়ি রেখেছিল। ব্যাপারটার মধ্যে কিছু হয়তো নেই, তবু মনে হয় এটা বেশ চমক লাগানো ঘটনা, মনে হচ্ছে কোথাও একটা যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে।'

'আমি বলছি সে রকম কিছু সত্যিই আছে', ম্যাসন বললেন। 'খবরটার জন্য ধন্যবাদ পল। এবার ভেবে দেখতে হবে ব্যাপারটা কি হওয়া সম্ভব।'

□ পনের □

জজ ফ্যালন ত্রিশ মিনিট অবকাশের পর তার আসনে উপস্থিত হতেই হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আদালত অনুমতি দিলে বাদীপক্ষের তরফে একজন সাক্ষীকে হাজির করতে চাই যে প্রতিবাদীকে সনাক্ত করতে পারে। তাকে সে বিশেষ এক স্থানে দেখেছিল। প্রতিবাদীর সে সময় কালো চশমা চোখে ছিল।

'সাক্ষী এবং প্রতিবাদী উভয়পক্ষের উপর সুবিচারের উদ্দেশ্যে এটা জরুরী যে সাক্ষী প্রতিবাদীকে কালো চশমা পরা অবস্থায় দেখুক। এই উদ্দেশ্যে আদালতের কাছে আমার আবেদন আদালত চলাকালীন প্রতিবাদী কালো চশমা পরে থাকুক।'

মাথা ঝাঁকালেন জজ ফ্যালন। 'আমার সন্দেহ আছে এই অনুরোধ সুবিচার প্রসূত কিনা', তিনি বললেন। 'ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ এমন এক বিষয় যেখানে বহু ভ্রম সংঘটিত হতে দেখা গেছে। আমরা যদি কোন পক্ষকে জোর করে কালো চশমা পরতে বলি বা বাধ্য করি, সেটা কোন ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্তকে মুখোস পরার মতই হবে যাতে সাক্ষী তাকে সনাক্ত করতে পারে।'

'আদালতের অনুমতি হলে বলতে পারি', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই জড়িত, গলার স্বর, ভাবভঙ্গী, মাথার আকৃতি, চলার ভঙ্গী। আমার মনে হয় এই অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত।'

জজ ফ্যালন মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে ম্যাসনের দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন।

ম্যাসন বললেন, আদালতের অনুমতি হলে আমরা প্রতিবাদীর রঙীন চশমা পরার রাজী, যদি অন্যান্য সমস্ত সাক্ষী রঙীন চশমা পরে সনাক্তকরণের সময়।'

বার্জারের চোখ উল্লাসে ঝলসে উঠল, 'আপনি একাজ করতে রাজি?'

'আমরা রাজি।'

'খুবই যুক্তপূর্ণ সিদ্ধান্ত', বার্জার বললেন।

জজ ফ্যালনকে সন্দিহান মনে হলো। 'আমার মনে হয় কাউন্সেল তার মক্কেলকে এক ভয়ংকর অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আদালত এরকম টের অচেনাদের সনাক্ত করণ দেখেছে তাই এ কাজের ভ্রমাত্মক দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ ধরণের কাজ খুবই খারাপ হতে পারে।'

'আমরা মনে প্রাণে রাজি', ম্যাসন বললেন। বাকি সকলেই কালো চশমা পড়ুক।'

'উত্তম', জজ ফ্যালন বললেন। আদালতে উপস্থিত সব সাক্ষীই কালো চশমা পড়ুন। যার চশমা নেই তিনি আপাতত বাইরে চলে যাবেন।

'আপনার সাক্ষীকে আহ্বান করুন মিঃ বার্জার।'

ম্যাসন তার মক্কেলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার কালো চশমা চোখে লাগাও অ্যাডেল।'

হ্যামিল্টন বার্জার হাসিমুখে চেয়ারে বসে পড়লেন।

একজন অফিসার তাকে চাপাস্বরে কিছু বলতে বার্জার বললেন, 'আদালতের অবগতির জন্য জানাই মিস মিচেলের কয়েক মিনিট দেরী হবে। সময় সংক্ষেপের জন্য আমি অন্য এক সাক্ষীকে ডাকতে চাই।'

'আমার তরফে আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন, 'তবে এলভিনা মিচেল আদালতে আসা মাত্রই তাকে সাক্ষী হিসেবে আহ্বান করতে হবে আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ডাকা সাক্ষীকে নেমে আসতে হবে।'

'কোন আপত্তি নেই', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। 'আমি এবার আর্থার কোল ক্যাল্ডওয়েলকে আহ্বান করছি।'

দৃঢ় চেহারার দীর্ঘকায় পয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বছর বয়সী একজন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

'আপনার নাম আর্থার কোল ক্যাল্ডওয়েল, আপনি একজন বৈমানিক আর লস এঞ্জেলসে চার্টার প্লেন চালান?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'গত সোমবার ৪ তারিখে আপনি কোন অল্পবয়স্কা তরুণীকে লাস ভেগাসে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাকে লাস ভেগাসে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়েও আনি।'

'তিনি লাস ভেগাসে কতক্ষণ ছিলেন?'

'এক ঘণ্টার কিছু বেশী।'

'আপনারা কখন রওয়ানা হয়েছিলেন?'

'আমরা এয়ারপোর্ট ছেড়ে সাড়ে পাঁচটায় রওয়ানা হই। আগেই ফোনে কথা

বলা ছিল। আমি প্লেনে তেল ভরে তৈরী ছিলাম।'

'প্লেন যিনি চার্টার করেন তার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু ছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'সেটা কেমন?'

'যদিও বেশ অন্ধকারই ছিল চারপাশ তবুও উনি সারাক্ষণই কালো চশমা পরে থাকতে চেয়েছিলেন, যতক্ষণ প্লেনে ছিলেন।'

বার্জার বললেন, 'আপনাকে আদালতের সব জায়গা দেখে নিতে বলছি, যিনি আপনার প্লেন চার্টার করেছিলেন তাকে কি এখানে দেখছেন?'

ম্যাসন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, 'এ ধরণের সনাক্তকরণে আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি। সনাক্তকরণ হতে পারে একই রকম সকলকে লাইনে রেখে।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'এই ধরণের সনাক্তকরণ অবশ্যই ভাল। সেটা সাক্ষ্য হিসেবে দাম বাড়লেও গ্রহণীয় হিসেবে তা নয়। এ প্রশ্ন তাই আমার ধারণার গ্রহণযোগ্য। বাদীপক্ষ এই ধরণের সনাক্তকরণ চাইলে আপত্তি অগ্রাহ্য করছি।'

সেই মুহূর্তে আদালত কক্ষের দরজা খুলে এলভিনা মিচেল দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল।

'আদালত অনুমতি করলে', ম্যাসন বললেন, 'এলভিনা মিচেল আদালত কক্ষে আসায় আমি জানাতে চাই তাকে আগেকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে ডাকা হোক।'

'উত্তম', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আমার সিদ্ধান্ত আমি মেনে চলব।'

এলভিনা মিচেল যথারীতি শপথ নেওয়ার পর বার্জার বললেন, 'আপনার নাম এলভিনা মিচেল, আপনি হার্টলি এল ব্যানার নামে একজন অ্যাটর্নির সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কতদিন চাকরী করছেন আপনি?'

'প্রায় সাত বছর।'

বার্জার উইলের কপি তুলে বললেন, 'আমি আপনাকে একখানা উইলের ফটোকপি দেখাচ্ছি। এটা মৃত গারভিন এস হেস্টিংসের শেষ উইল। এতে সাক্ষী হিসেবে আপনার ও হার্টলি এল ব্যানারের সই আছে। এ উইলের সঙ্গে আপনি পরিচিত?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'সই করার সময় আপনারা তিনজনেই উপস্থিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'জেরা করুন', বার্জার কড়াস্বরে বললেন।

ম্যাসন বললেন, 'আমার কাছে একটা কালো চশমা আছে, দয়া করে সেটা চোখে পড়বেন?'

এলভিনা কাঠ হয়ে গেল, 'কেন পড়ব?'

'কারণ', ম্যাসন বললেন, 'আপনি দেখে থাকবেন সব সাক্ষীই বাদী পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালো চশমা পরেছে।'

'আমি কারো কোন সিদ্ধান্তের অংশীদার নই। আমি কালো চশমা পড়ব না।'

'শুনুন, শুনুন', জজ ফ্যালন বললেন, 'গোড়াতে আমি এ কাজের কারণ আন্দাজ করতে পারিনি—এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। আমি বুঝতে পারছি না কালো চশমা পরতে সাক্ষীর এই আপত্তির কারণ কি।'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আমি নিশ্চিত সাক্ষী অবশ্যই কালো চশমা পরবে। আমি বুঝতে পারছি মিঃ ম্যাসন আগের সাক্ষীকে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু—।'

'কোন মন্তব্য নয়, মিঃ প্রসিকিউটর', জজ ফ্যালন বললেন, 'সাক্ষী কালো চশমা পরবেন।'

সাক্ষী উদ্ধত ভঙ্গীতে চোখে চশমা লাগিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে জজ ফ্যালনের দিকে তাকাল।

'চমৎকার হয়েছে', ম্যাসন বললেন। 'এবার আমার দিকে তাকাবেন?'

এলভিনা ঘুরে দাঁড়াল।

'আপনি ঠিক জানেন এই উইলেই আপনি সাক্ষী হিসাবে সই করেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'সাক্ষ্য দেয়ার সময় চোখে কালো চশমা লাগাতে আপনার আপত্তি আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'কারও হুকুমে আমি চশমা লাগাতে বাধ্য নই', গর্জে উঠল এলভিনা। 'আমি কারও পোষা কুকুর নই।'

'তাহলে চশমা খুলে আপনি সেটা আমার রিসেপশনিষ্টের হাতে দিতে পারেন', ম্যাসন বলে পিছন ফিরে নিজের টেবিলের কাছে চলে গেলেন।

এলভিনা মিচেল দ্রুত চশমাটা খুলে একটুও ইতস্তত না করে জুরীদের আসনের কাছে গিয়ে গার্টির হাতে চশমাটা দিয়ে আদালত কক্ষের দরজার কাছে দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

'মিঃ ক্যান্ডওয়েল কাঠগড়ায় আসুন', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

ক্যান্ডওয়েল দাঁড়াতে বার্জার বললেন, 'আদালতের অনুমতি অনুযায়ী জানাই মিঃ ম্যাসন আমার প্রশ্নে আপত্তি জানিয়েছিলেন আর সে আপত্তি অগ্রাহ্য হয়েছে, আমি তাই—।'

'আমি আপত্তি প্রত্যাহার করছি', ম্যাসন বললেন। 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মনোভাব আমি বুঝেছি। যদিও এই পদ্ধতিতে সনাক্তকরণ যথাযথ নয় তবু সাক্ষী উত্তর দিতে পারেন।'

ক্যাল্ডওয়েল সতর্কভাবে বেশ চিন্তা করে উত্তরে বলল, 'যিনি বার-এর পাশে মিঃ পেরি ম্যাসনের পাশে বসে আছেন, এই মামলায় প্রতিবাদীর সঙ্গে যিনি প্লেন চার্টার করেছিলেন তার সঙ্গে অদ্ভুত রকম সাদৃশ্য আছে।'

'জেরা করুন', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'কিন্তু উনি সেই মানুষটাই ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন উনিই ভাড়া করেছিলেন, অথবা একটু আগে যে কাঠগড়ায় সাক্ষী দিল সেই প্লেন ভাড়া করে ?'

সাক্ষী চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।'

ম্যাসন বললেন, 'ওহ, এক মিনিট। আমি মিস মিচেলকে আরও একটা প্রশ্ন করতে চাই। বেলিফ অনুগ্রহ করে তাকে আর একবার ডেকে আনবেন ? উনি নিশ্চয়ই বেশী দূরে যাননি।'

জজ ফ্যালন চিন্তিত ভঙ্গীতে ম্যাসনের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, "মিঃ বেলিফ, আপনি মিস মিচেলকে আর একবার ডেকে আনবেন ?'

বেলিফ দ্রুত আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ম্যাসন ঝুঁকে অ্যাডেলের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে সাক্ষীর দিকে তাকালেন।

'আপনার যাত্রী সারাক্ষণই কালো চশমা পরে ছিলেন ? আসা এবং যাওয়ার সময় ?'

'হ্যাঁ স্যার, সব সময়েই।

'আপনি তার চোখ দেখতে পাননি ?'

'না স্যার।

'আপনি কিছুক্ষণ আগে সাক্ষীর কাঠগড়ায় মিঃ ব্যানারের সেক্রেটারিকে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাকে কি আপনার যাত্রীর মত দেখতে ?'

সাক্ষী একটু ইতস্তত করে বলল, 'ওকে দেখার পরেই ভাবছিলাম কোন মহিলা কালো চশমা পরে থাকলে তাকে চেনা কত কঠিন কাজ। তাকে অনেকটাই আমার সেই যাত্রীর মতোই দেখতে। আমার বিশ্বাস প্রায় একই চেহারার কোন মেয়ে কালো চশমা চোখে লাগালে তাকে সনাক্ত করা খুব কঠিন। মিস মিচেলের কণ্ঠস্বরও আমার বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল···তার কথা শুনতে পারি একটু ? তাতে হয়তো মনস্থির করতে পারব।'

'তাহলে আপনার মন ঠিক করে উঠতে পারেননি এখনও ?'

সাক্ষী ইতস্তত করে বলল, 'মনস্থির প্রায় করে ফেলেছিলাম। আমি এর আগে প্রতিবাদীকে চশমা ছাড়া দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম কালো চশমা লাগালে আমি নিশ্চিত হতে পারব। তাই তাকেই দেখি বলতে যাওয়ার পরেই

ওই মিস মিচেলকে দেখতে পেলাম কালো চশমা পরে, গলাও শ্ুনলাম…মনে হলো ঠিক তাকেই আমি যাত্রী হিসাবে নিয়ে যাই লাস ভেগাসে…তব্ু আমি ঠিক নিশ্চিত নই।'

তখনই বেলিফ দরজা ঠেলে ঢ্ুকে বলল, 'তাকে ধরতে পারলাম না, ইওর অনার। সে আমাকে দেখেই দ্রুত পা চালিয়ে সি'ড়ি বেয়ে নেমে ভিড়ের সঙ্গে মিশে অ্যাসেসরের অফিসে ঢ্ুকে গেলে তাকে হারিয়ে ফেলি…।'

'তাকে হারিয়ে ফেলেন?' জজ ফ্যালন বললেন। 'তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বের করতে পারলেন না?'

'তাকে ঠিকই দেখি কিন্ত্ু ধরতে পারিনি। সে বেশ জোরে ছ্ুটছিল। ওর বয়সও আমার চেয়ে কম', বেলিফ বলল। 'সবাইকে চিৎকার করে ওকে থামানের কথাও বলি, কিন্ত্ু সে দ্রুত পালিয়ে যায়।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'আমার মনে হয় আগামী কাল সকাল দশটা পর্যন্ত আদালত ম্ুলতুবী রাখাই শ্রেয়। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সবকিছ্ু আমি তলিয়ে দেখতে চাই।

'আদালত ম্ুলতুবী হওয়ার পরেই আমি দ্ু'পক্ষের কাউন্সেলরকে আমার ঘরে দেখা করার জন্য বলছি।'

□ ষোল □

জজ ফ্যালন তার কোট একটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রেখে হ্যামিল্টন বার্জারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা কি, মিঃ বার্জার?'

বার্জার ঠাণ্ডা তিক্তস্বরে বললেন, 'এ সেই চিরাচরিত খিচুড়ি পাবানো ব্যাপার। সাক্ষী এলভিনা মিচেল আসলে মঞ্চভীতিতে ভুগছিলেন তাই ভীড়াক্রান্ত আদালতে আসতে চাননি। মিঃ ম্যাসন এরই ফয়দা তুলে তাকে ভয় দেখাতে চাইছিলেন, এর মধ্য দিয়েই তিনি তার মক্কেলের দিকে প্রচার মাধ্যমকে এগিয়ে দিতে চাইছিলেন।'

জজ ফ্যালন এবার ম্যাসনকে প্রশ্ন করলেন, 'এ ব্যাপারে আপনার কোন থিয়োরি আছে যার বশেই আপনি এগিয়ে চলেছেন, মিঃ ম্যাসন।'

'হ্যাঁ, আমার একটা থিওরি আছে', ম্যাসন বললেন।

'ঠিক আছে, আপনারা দ্ুজনেই বস্ুন', জজ ফ্যালন বললেন। এবার আপনার থিওরি কি রকম, শোনা যাক, ম্যাসন।'

ম্যাসন বললেন, 'গারভিন হেণ্টিংস ঘ্ুমন্ত অবস্থায় মারা যান।'

জজ ফ্যালন মাথা ন্ুইয়ে সায় দিলেন।

ম্যাসন বললেন, 'আমার মক্কেল নির্দোষ, এই ধারণা নিয়েই আমি বক্তব্য রাখছি।'

'যে ধারণার সঙ্গে আমি অবশ্য একমত নই', হ্যামিল্টন বার্জার মন্তব্য করলেন।

'এগিয়ে যান', জজ ফ্যালন ম্যাসনকে ইঙ্গিত করলেন।

'আমার মক্কেল নিরপরাধ না হলে গারভিন হেস্টিংস ঘুমের মধ্যে মরতেন না কারণ তাহলে আমার মক্কেল গুলির শব্দ শুনতে পারত। অতএব উনি খুন হয় সকালে সে সিমলি বিসনের সঙ্গে প্রাতরাশের আমন্ত্রণ রাখতে বেরিয়ে গেলে। এথেকে আন্দাজ করা যায় খুনটা হয় সম্ভবত সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে।

'আমার অফিসে ব্যাগ আর খুনের অস্ত্র সেই বন্দুকটা ফেলে যাওয়া হয়েছিল দুপুরে। যে মেয়েটি প্লেন চার্টার করে লাস ভেগাসে যায় সে রওয়ানা হয় বিকেল পাঁচটার পর সোমবার। ব্যানার তার অফিস বন্ধ করে সাড়ে চারটেয়। অনেক আইন অফিসই তাই করে। অতএব আমাদের তিনটে কাজের বিবরণ আছে। সকালে অফিস খোলার আগে, মধ্যাহ্ন ভোজের অবকাশে বা বিকেলে অফিস বন্ধ হওয়ার পর। এটা থেকে ধারণা হয় লোকটি কোন জায়গায় অফিসে কাজ করে আর সে অনুপস্থিত হতে চায়নি।

'মোট বন্দুক ছিল দুটো। গারভিন হেস্টিংসের একটা আর অন্যটা অ্যাডেল হেস্টিংসের। অ্যাডেল হেস্টিংস বন্দুকের নম্বর লক্ষ্য করেনি, তবে এটাই স্বাভাবিক নতুনটাই গারভিন তাকে দিয়েছিলেন। খুন করা হয় আগের বন্দুক দিয়ে আর সেটা অ্যাডেলের পার্সে ছিল। এর অর্থ একজনের ওর অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে সে পেঁছানর আগেই ওর বন্দুকটা সরানো প্রয়োজন ছিল পুলিশ সেখানে গিয়ে অনুসন্ধানের আগেই।

'অ্যাডেলের পার্স চুরি যায় সে লস এঞ্জেলসে গিয়ে ভেনচুরায় ঘুরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার আগে সিগারেট কিনতে যাওয়ার অবকাশে। সেটা এমন কেউ চুরি করে যে ওর অভ্যাসের কথা জানত অর্থাৎ কালো চশমা পরা। সে চাইছিল ওর অ্যাপার্ট-মেণ্টের চাবি পেতে চাইছিল।'

'কিন্তু সেই লোকটি রবিবার রাত্রিতে লাস ভেগাসে গেল না কেন, সে অ্যাডেলের চাবিতে অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকে বন্দুকটা নিতে পারত?' জজ ফ্যালন জানতে চাইলেন।

'কারণ', ম্যাসন বললেন, 'সেই লোকটি জানত না পরিকল্পনা মাফিক খুনটা হতে চলেছে। সে নিশ্চিত ছিল না অ্যাডেল হেস্টিংস সকালে উঠে সিমলি বিসনের সঙ্গে প্রাতরাশ করতে যাবে। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেনি।'

'সেই লোকটি অ্যাডেল হেস্টিংসের ব্যাগ চুরি করে ব্যাগে রাখা চাবির নকল বানিয়ে নেয় তারপর অ্যাডেল সকালে বাড়ি ছেড়ে বেরনো পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে। গারভিন হেস্টিংস তখন নিদ্রিত ছিলেন। লোকটি এরপর নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকে ইচ্ছাকৃতভাবে গারভিন হেস্টিংসকে দুবার পরপর গুলি করে তার মাথায়। গারভিন হেস্টিংসের মৃত্যু নিশ্চিত করতেই সে তাই করে।

'এরপর লোকটি খুনের সেই অস্ত্র অ্যাডেল হেস্টিংসের পার্সে রেখে সেটা আমার

অফিসে ফেলে আসার ব্যবস্থা করে। সেটা সে এমনভাবে করে যাতে আমার রিসেপশানিষ্ট নিশ্চিতভাবে বলতে পারে অ্যাডেল হেষ্টিংসই অফিসে ব্যাগটা নিয়ে আসে।'

'তাহলে সেই লোকটি কাজটা দুপুরের আগেই করল না কেন?' জজ ফ্যালন প্রশ্ন করলেন।

'কারণ ওই ব্যক্তির পক্ষে একাজ করা বাস্তবে অসম্ভব ছিল', ম্যাসন বললেন। 'এই মামলায় এটাই হলো প্রধানতম সূত্র।'

'এটা প্রধানতম সূত্র কেন?' জজ ফ্যালন জানতে চাইলেন।

ম্যাসন বললেন, 'খুনীর প্রয়োজনের দিকটা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে একথা। এমন একজন একাজে দরকার ছিল যে ব্যাপারটা বোঝে আর কোন কাজও করে।'

'আপনি যে তিনটে কাজের কথা বলেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে?' জজ ফ্যালন বললেন।

'হ্যাঁ তাই', ম্যাসন বললেন।

'ওহ, ইওর অনার', হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন। 'এটা আবারও সেই ঘোর-প্যাঁচ দেয়া ব্যাপার।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'এক মিনিট, মিঃ বার্জার। একটু পরেই আপনার কথা বিশদ করে শুনব, তবে আমি ম্যাসনের থিওরি শুনতে খুবই আগ্রহী।'

ম্যাসন বললেন, 'যেভাবে ব্যাগটা আমার অফিসে ফেলে যাওয়া হয় তাতে খুনীর সহযোগীকে এক স্ত্রীলোক হতেই হতো, খুনী অবশ্য পুরুষ হতে বাধা ছিল না। এর ফলে সহযোগী হিসেবে তিনজনকে ভাবা চলতে পারত: এলভিনা মিচেল, ব্যানারের সেক্রেটারি, মিনার্ভা হেষ্টিংস বা রোজালি ব্ল্যাকবার্ন, বিসনের সেক্রেটারি।

'এখন আমি স্বীকার করছি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে যাচাই করে রোজালি ব্ল্যাকবার্নের কথাই আমার বেশী মনে হয়, তারপর হার্টলি ব্যানার বললেন তার সেক্রেটারি কিছু কাগজপত্র সহ আমার অফিসে আসছে। অবশ্য সে আসতে পরে আপত্তি জানায়। এটা কেন তখন তেমন আমল দিইনি।

'তারপর ব্যানার যখন নিজেই সেক্রেটারির বদলে এলেন তখন থেকেই আমার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এর কারণ কি তবে সে আমার রিসেপশানিষ্ট গার্টির সামনে আসতে চায় না তাই?'

'আমি তাই গার্টিকে জুরীদের পাশে আর একজনের সঙ্গে বসার ব্যবস্থা করি। তারপর এলভিনা মিচেল যখন উত্তেজিত হয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়ে তখন আমি তাকে কালো চশমাটা আমার রিসেপশানিষ্টের হাতে দিতে বলে পিছন ফিরে চলে আসি।'

'মিস মিচেল কালো চশমাটা গার্টির হাতে দেয়। প্রশ্ন হলো সে আমার অফিসে

যদি না গিয়ে থাকত তাহলে কিভাবে সে সে জানল আমার রিসেপশনিষ্ট কে ?'

'ঠিক আছে', জজ ফ্যালন বললেন, 'যদি ধরে নেওয়া যায় এলভিনা মিচেল এর সঙ্গে জড়িত, তাহলেও কিভাবে জানছেন সব মতলব হার্ণ্টলি ব্যানারের নয় ?'

'কারণ তা যদি হতো', ম্যাসন বললেন, 'তাহলে এলভিনাকে অত ঝুঁকি নিতে হতো না যেমন সোমবার অফিসে থাকা। সে আমার অফিসে ব্যাগ ফেলে গিয়ে সোজা লাস ভেগাসে চলে যেতে পারত।'

'এসবের মোটিভ কি হতে পারে ?' জজ ফ্যালন প্রশ্ন করলেন।

'খুনীর পরিচয়ের মত মোটিভ অবশ্য পরিষ্কার নয়', ম্যাসন বললেন। 'আপাতত তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তবে আমরা মিস মিচেলকে পাকড়াও করলেই মনে হয় সেটা জানা যাবে, তবে মোটিভ বেশ জটিল বলেই মনে হয়।'

'আমি চাই পুলিশ জোরালো অনুসন্ধান করুক। আমার ধারণা এলভিনা মিচেল জেরার ফলে ভেঙে পড়ে সবই প্রকাশ করবে।'

জজ ফ্যালন হ্যামিল্টন বার্জারের দিকে তাকালেন।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি মাথা ঝাঁকালেন। 'আমি এখনও বলছি এ সেই পুরনো ঘোরপ্যাঁচ যাতে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী হয় আর প্রতিবাদীর উপরে থাকা চাপ কমে যায়।'

'আমি প্রতিবাদীর হয়ে মামলা লড়ি না। পেরি ম্যাসন প্রতিবাদীর পক্ষে ওই সব তথ্য হাজির করায় সম্পূর্ণ দক্ষ—আসলে ব্যাপারটা নাটকীয় ভাবেই করেছেন। তার যুক্তি যেমন ভুলে ভরা তেমনই নাটকীয়। তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে বেচারি এলভিনা মিচেল দারুণ ভয়ে ঘাবড়ে যায়। সে কিছু নাও করে থাকলেও ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিল।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'আমি কথাটা মানতে পারলাম না। এলভিনা মিচেলকে আটক করা চাই। তাকে ধরা কঠিন নয়। পুলিশ তার অ্যাপার্টমেন্টের উপর নজর রাখতে পারে, তার অফিসে চোখ রাখতে পারে বা কোথায় তার গাড়ি রাখে তা দেখতে পারে। তাকে ধরার পর তাকে আমার কাছে আনা চাই। ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিনার্ভা হেষ্টিংসকে নিজে জিজ্ঞাসাবাদ না করতে চাইলে, আমি লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগকে কাজটা করতে আদেশ দান করব।

'ওহ, ঠিক আছে', বার্জার ক্লান্তস্বরে বললেন, এ সেই আগের ঘোরপ্যাঁচ, তবে ম্যাসন যদি আপনার প্রত্যয় উৎপাদন করে থাকতে পারে তবে সে কাগজওয়ালাদেরও করতে পারবে, এই থিওরি অনুসন্ধান তাই আমাকেও করতে হবে।'

'দয়া করে তাই করুন', জজ ফ্যালন শীতল স্বরে উত্তর দিলেন, 'আর এ কথা ভাববেন না এই আদালত এতটাই সরল বিশ্বাসী আর সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন আপনার কণ্ঠস্বর যা প্রমাণ করতে চাইছে।'

□ সতেরো □

পরদিন সকালে দশটায় আদালতের সমন পাওয়ার পর পেরি ম্যাসন, হ্যামিল্টন বার্জার, লেঃ ট্র্যাগ আর অ্যাডেল হেস্টিংস জজ ফ্যালনের ব্যক্তিগত কক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন।

জজ ফ্যালন বললেন, আমি আপনাদের এখানে আসতে বলেছি যেহেতু আমি চাই এই মামলা আদালতে এমন ভাবে উপস্থাপিত হোক যাতে প্রতিবাদীর অধিকার রক্ষার সঙ্গে অন্যান্যদের স্বার্থ রক্ষিত হয়।

'আপনারা জানেন এক্ষেত্রে বহু লক্ষ ডলারের বিশাল অর্থের এক এস্টেট জড়িত। আমি আমার নিজের মনে যখন নিশ্চিত হলাম কি ঘটেছে এবং আমাকে যখন জানানো হলো স্বীকারোক্তিও পাওয়া গেছে কিছু লোকের কাছ থেকে, তবুও পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেই বিচার প্রয়োজন।

'অতএব আমি লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগকে আদেশ করছি একটি গোপন প্রতিবেদন পেশ করতে এবং আমি প্রতিবাদী পক্ষকে জানাতে চাই সংবাদপত্রে যেন বিবরণ জানানো না হয়।'

ম্যাসন বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে জানাতে চাই অ্যাডেল হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার পর এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই সম্পর্ক থাকবে না অবশ্য শুধুমাত্র সম্পত্তির অধিকারের বিষয় ছাড়া।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'হাণ্টলি ব্যানার মিনার্ভা হেস্টিংসকে সমর্থন করছেন। আমার জানা নেই দেওয়ানি মামলায় তার বক্তব্য কেমন হবে। যাই হোক লেফটেনাণ্ট ট্র্যাগ আমাদের জানাবেন আজ সকালে কি কি ঘটনা ঘটে এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র কথায় তা আমাকে জানানো হয়।'

জজ ফ্যালন লেঃ ট্র্যাগকে ইঙ্গিত করলেন।

লেঃ ট্র্যাগ মসৃণ ভাবলেশহীন স্বরে প্রতিটি কথা প্রায় ওজন করে বলতে শুরু করলেন, 'হেলেন ড্রেংকেল কারসন সিটির জনৈক কণ্ট্রাক্টর হার্লে মি ড্রেংকেলের মেয়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে হেলেন ড্রেংকেল তার বাবার ব্যবসা দেখতেন। হাণ্টলি ব্যানার হলেন ড্রেংকেলের অ্যাটর্নি।'

'ড্রেংকেল তার জমিতে ছোট একটা বাড়ি তৈরী করেছিলেন, যা তিনি যারা বিবাহ বিচ্ছেদ চায় তাদের নেভাদায় অস্বাভাবিক ভাড়ায় ভাড়া দিতেন। হেলেন ড্রেংকেল এলভিনা মিচেলের অনেক দিনের বান্ধবী হওয়ায় সে এই ধরণের মক্কেল পাঠাতো। এই রকমই একজন হলো মিনার্ভা হেস্টিংস আর রোজালি ব্ল্যাকবার্ন। তারা হেলেন ড্রেংকেল আর এলভিনারও বান্ধবী।

'এলভিনা মিচেল আবার অন্যদিকে কনেলী মেনার্ডের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে চলছিল আর তার ধারণা ছিল গারভিন হেষ্টিংসের কাছে সে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছেনা, কারণ তিনি সিমলি বিসনকেই বেশী দায়িত্ব দিচ্ছিলেন। মিনার্ভা এলভিনার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলে একদিন তাকে জানিয়েছিল গারভিন হেষ্টিংস মারা গেলে মিনার্ভাই ব্যবসার মালিক হবে তখন সে কনেলী মেনার্ডকে সর্বেসর্বা করে ব্যবসার লাভের কিছু অর্থও দেবে।'

'মিনার্ভা সেকথা জানত না আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত টের পায়নি যে কনেলী মেনার্ড ব্যবসার মোটা অঙ্কের অর্থ তছরুপ করেছিল। সম্ভবত সিমলি বিসন একথা জানতে পেরে গোপনে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিল। কনেলী মেনার্ড বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা জানাজানি হলে ও শেষ হয়ে যাবে।'

'আপাতদৃষ্টিতে মিনার্ভা খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল না তবে সে এলভিনাকে জানিয়েছিল তার হাতে একটা তুরুপের তাস আছে, এটা সে কাজে লাগাবে হেষ্টিংস যদি একথা জানার আগে মারা যায় যে মিনার্ভার সঙ্গে আদৌ তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি আর অ্যাডেলের সঙ্গে তার বিয়ে স্ত্রী বর্তমানে বিয়ের সামিল।

'এরপর এলভিনা মিচেল অ্যাডেলকে ওই রবিবার ছায়ার মত অনুসরণ করতে থাকে ভেনচুরাতেও, তারপর সুযোগ মতো গাড়ি থেকে তার ব্যাগ চুরি করে ওর অ্যার্টমেন্টের চাবির নকল তৈরী করে নেয়। হেষ্টিংসের বাড়ির চাবি ওর দরকার হয়নি কারণ কনেলী মেনার্ড জানত অফিসে কোথায় চাবি থাকত।'

'সোমবার সকালে অ্যাডেল বাড়ি থেকে বেরোনর পরই মেনার্ড সেখানে ঢুকে হেষ্টিংসকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে যাতে ওর তছরুপ ধরা না পড়ে। তখন থেকে সে এলভিনা মিচেলকে বাকী দায়িত্ব দেয়। এলভিনা খুনের অস্ত্রটাকে অ্যাডেলের ব্যাগে রেখে কালো চশমা চোখে দিয়ে ম্যাসনের অফিসে গিয়ে অ্যাডেল হেষ্টিংস বলে পরিচয় দিয়ে ব্যাগ ফেলে চলে আসে।'

'এরপর দুই ষড়যন্ত্রকারীর ভাবনা হয় অ্যাডেল বলতে পারে তার ব্যাগ চুরি গিয়েছিল আর ওর বাড়িতে রাখা বন্দুকটাই ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করবে। তাই এলভিনা একটা প্লেন চার্টার করে অফিস ছুটির পরেই লাস ভেগাস রওয়ানা হয়। সেখানে সে পেঁছিয় অ্যাডেল যাওয়ার আধঘণ্টা আগে। সে বাড়িতে ঢুকে অ্যাডেলের বন্দুকটা চুরি করে লুকিয়ে ফেলে।'

'এবার অ্যাডেলের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতা শেষ হলে তাকে খুনের জন্য অভিযুক্ত হওয়ার পথও তৈরী হয়ে যায়।'

'এ ব্যাপারে ব্যানারের ভূমিকা কি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ব্যানার নির্দোষ। অন্তত আমাদের তাই ধারণা', ট্র্যাগ বললেন।

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা, না হলে এলভিনা বিকেলে ছুটি নিয়ে লাস ভেগাসে যেতে পারত, আর সব কিছু নিখুঁত ভাবে করতে পারত না। সে অবশ্যই তার

বসকে সন্দেহ করতে দিতে চায়নি আর তাই সে বিশ্রামের সময় আর ছুটির পর সব কাজ করেছিল।'

'দেখা যাচ্ছে হেস্টিংস বিয়ের পর অ্যাডেলের পক্ষে একটা উইল করেন', ট্র্যাগ এবার বললেন। 'সে ব্যানারের অফিসে গিয়ে তাকে না পেয়ে এলভিনাকে কথাটা বলেছিলেন। এলভিনা তাকে জানায় উনি নিজের হাতে একটা উইল লিখতে পারেন আর তা বিধিসম্মত হবে। হেস্টিংস তাই করেন আর সেটা এলভিনার হাতে দিয়েও যান।

'যাই হোক, ব্যানারকে এটুকু দোষারোপ করা চলে। সে জানত এ রকম একখানা উইল করা হয়েছিল। ওর ধারণা হয় উইলটা ফাইল থেকে হারিয়ে গেছে আর এ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করবে না। সে জানত না এলভিনাই উইলটা ইচ্ছাকৃত ভাবে নষ্ট করেছে।

'এখন যতদূর বুঝতে পারছি কোনভাবে যদি প্রমাণ করা যায় এ ধরণের কোন উইল করা হয়েছিল আর তা তৃতীয় কোন পক্ষ নষ্ট করেছে তাহলে ওই উইলের বাধ্যবাধকতা নষ্ট হয় না।'

জজ ফ্যালন বললেন, 'হ্যাঁ, একথা ঠিক। এবার আমি আদালতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য বনাম অ্যাডেল হেস্টিংসের মামলা খারিজ বলে ঘোষণা করব আর আশা করছি, মিঃ বার্জার, আপনি এই মামলা খারিজের আবেদন জানাবেন, কারণ আসল অপরাধীরা ধরা পড়েছে ও স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।'

গভীর শ্বাস টেনে বার্জার বললেন, 'হ্যাঁ, তাই হবে।'

অ্যাডেল হেস্টিংস একথা শোনার পরেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ম্যাসনের গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে চুম্বন করল।

জজ ফ্যালন হেসে বললেন, 'তাহলে ধরে নিচ্ছি মিঃ ম্যাসন তার গাল থেকে লিপস্টিকের দাগ মুছে নিলেই আমরা রওয়ানা হতে পারি।'

দি কেস অফ লং লেগড মডেলস

□ এক □

আইনি কেতাবের উপর নজর থাকলেও পেরি ম্যাসন টের পেয়েছিলেন ডেলা স্ট্রিট তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাই তিনি চোখ তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে ডেলাকে দেখতে ভুললেন না।

'কি ব্যাপার, ডেলা ?'

'একজন অবিবাহিত মহিলা, যদি বলি কোন অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বাস করে চলেছে তার সামাজিক অবস্থা কি হতে পারে ?'

ম্যাসন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এর কোন আইনি অবস্থা নেই, ডেলা। এ প্রশ্ন করছ কেন ?'

'কারণ', ডেলা উত্তর দিল, এক মিস স্টিফানি ফকনার বাইরের অফিসে অপেক্ষা করছে। সে বলছে, শোনা যাচ্ছে, যে সে হোমার গারভিন নামে একজনের সঙ্গে থাকে।'

'হোমার হোরেসিও গারভিন, সিনিয়রের সঙ্গে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'আমাদের মক্কেল ?'

'হোমার গারভিন, সিনিয়রের সঙ্গে নয়', ডেলা বলল। 'হোমার গারভিন, জুনিয়র।'

'ওহ হ্যাঁ, জুনিয়র', ম্যাসন বললেন। 'যতদূর জানি সে গাড়ির ব্যবসায় রয়েছে। তা মিস ফকনারের অসুবিধা কোথায় ?'

'সে আপনার সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে আলোচনা করতে চায়। সে আশা করছে গারভিনের সঙ্গে তার যোগাযোগের জন্য ওর সমস্যার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ জাগতে পারে।'

'গোলমালটা কোথায়, ডেলা ?'

'মেয়েটি নেভাদায়, লাস ভেগাসে একটা জুয়ার আড্ডা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ওর সমস্যা সেটা নিয়েই।'

ম্যাসন ডেস্ক চাপড়ে বললেন, 'ছাব্বিশ নম্বরে এক ডলার ঢোকাও, ডেলা।'

ডেলা স্ট্রিট রুলেটের চাকা ঘোরানোর ভঙ্গী করে একটা কাল্পনিক হাতির দাঁতের বল চাকার গর্তে ফেলার অভিনয় করল। তারপর যেন অবাক হয়ে দেখতে চাইল।

ম্যাসনও সেই দিকেই তাকানোর অভিনয় করলেন ডেলার দৃষ্টি অনুসরণ করে।

ডেলা টানা টানা চোখ মেলে হাসল। 'দুঃখিত চিফ, আপনি হেরে গেছেন। তিন নম্বর উঠেছে।'

ডেলা এগিয়ে গিয়ে ম্যাসনের কাল্পনিক ডলারটা তুলে নেয়ার ভঙ্গী করল।

ম্যাসন মুখভঙ্গী করে বললেন, 'হারতে আমার খারাপ লাগে।'

'মিস ফকনারের কি হবে, চিফ ?' ডেলা জানতে চাইল।

'সিনিয়র গারভিনকে ফোন করা যাক। তার কাছ থেকে এই মহিলার ঠিক অবস্থা বোঝা যাবে। ওর বয়স কত হবে মনে হয় ?'

'তেইশ কি চব্বিশ।'

'স্বর্ণকেশী না বাদামী চুল ?'

'বাদামী।'

'শরীরী ছন্দ আছে ?'

'আছে।'

'দেখতে কি রকম ?'

'চোখে পড়ার মতই।'

'হুঁ, তাহলে পা ভেজানোর আগে গারভিনের সঙ্গে বাতচিত দরকার।'

ডেলা নিজের সেক্রেটারি ডেস্কের কাছে গিয়ে সুইচবোর্ড অপারেটরের কাছে বাইরের লাইন চেয়ে রিসিভার ধরে রইল। একটু পরেই ও বলল, 'মিঃ গারভিনকে দিন দয়া করে। হ্যাঁ, বলুন আমি ডেলা স্ট্রীট কথা বলছি। আমি অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসনের সেক্রেটারি...হ্যাঁ, উনি আমাকে চেনেন। ব্যাপারটা খুবই জরুরী...।'

ডেলা কিছুক্ষণ পরে বলে উঠল, 'ওঁকে কোথায় ফোন করলে পেতে পারি ?... ওহ্ বুঝেছি। দয়া করে উনি এলে জানাবেন একবার যেন ফোন করেন।'

ডেলা এবার রিসিভার নামিয়ে বলল, 'ফোন ধরেছিল মিঃ গারভিনের অতি প্রিয়

সেক্রেটারি ইভা এলিয়ট। সে বলল মিঃ গারভিন শহরের বাইরে গেছেন এবং তিনি কোথায় থাকতে পারেন ওর সেখানকার নম্বর জানা নেই।

'ইভা এলিয়ট?' ম্যাসন বলে উঠলেন। 'মেরী আর্ডেনের কি হলো? ওহ মনে পড়েছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'এক বছর আগে', ডেলা মনে করিয়ে দিল। 'আপনি তাকে একটা ইলেকট্রিক কফিপট, আর প্যান বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন মনে আছে।'

'এক বছর?' পেরি ম্যাসন বলে উঠলেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে', ডেলা স্ট্রিট বলল। 'অবশ্য তারিখটা খুঁজে দেখতে পারি।'

'কোন দরকার নেই', ম্যাসন বললেন। 'আসলে ওই নতুন সেক্রেটারি কাজ করতে আসার পর গারভিনের সঙ্গে কোন কাজই করিনি।'

'আপনি হয়তো এখন আর তার অ্যাটর্নি'ও নন', ডেলা স্ট্রিট বলল।

'সেটা কি একটু অন্তর্বর্তীর বিষয় নয়', ম্যাসন বললেন। 'যাক সে কথা, আমার মনে হয় মিস ফকনারের সঙ্গে কথা বলাই ভাল, সে কি বলে শোনা যেতে পারে। ওকে বরং নিয়েই এস, ডেলা।

ডেলা বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'মিস ফকনার, মিঃ ম্যাসন।'

স্টিফানি ফকনারের পা দুটো বেশ দীর্ঘায়িত, মাথায় বাদামী চুল, চোখের তারা ধূসর। সে অফিসে ঢুকেই ম্যাসনকে একটু দেখে নিয়ে প্রায় শীতল হাত বাড়িয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম।'

নিখুঁত ভঙ্গী আর সময় জ্ঞানের সঙ্গে মেশানো ধীর আচরণ দেখে ম্যাসন বুঝতে পারলেন পেশাদারী শিক্ষানবিশীরই ফলশ্রুতি এটা।

'বসুন', ম্যাসন বললেন। 'একটা কথা মিস ফকনার, আমাকে আপনি কিছু বলার আগে জানাতে চাই আমি মিঃ গারভিনের আইনি কাজকর্ম বহুদিন ধরেই করে এসেছি। অবশ্য বিশেষ কিছু করতে হয়নি যেহেতু তিনি নিজে অত্যন্ত দক্ষ ব্যবসাদার, তাই কোন রকম ঝামেলা আসেনি। তাই অ্যাটর্ণি হিসাবে আমাকে খুব একটা দরকার হয়নি। তবু আমি তাকে আমার নিয়মিত মক্কেল বলেই ভাবি, তাছাড়া তিনি আমার বিশেষ বন্ধুও।'

'আমিও সেই জন্যই এসেছি', পা ভাঁজ করে জিনিস পত্রে ঠাস চেয়ারে বসে বলল স্টিফানি ফকনার।

'এই কারণেই', ম্যাসন বলে চললেন, 'আপনি কোন পরামর্শ চাইলে আমি সেটা গ্রহণ করার আগে মিঃ গারভিনের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিতে ইচ্ছুক। আমি চাই তাকে সব পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে, যাতে পরস্পরের মধ্যে কেন স্বার্থের সংঘাত না দেখা দেয়। এরকম করলে আপনি মেনে নিতে রাজী তো?'

'শুধু যে ব্যাপারটা ভালই হবে তাই না, আমি এখানে এসেছি কারণ আপনি মিঃ গারভিনের অ্যাটর্নি বলেই। আমি চাই আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'আপনি তাহলে আপনার কথা শুরু করুন।'

'আমি লাস ভেগাসে কিছু সম্পত্তির অধিকার পেয়েছি', ষ্টিফানি বলল।

'কি ধরণের সম্পত্তি?'

'একটা মোটেল আর ক্যাসিনো।'

'এগুলোর কিছু কিছু জানি বেশ বড় আর··· ।'

'এটা সে রকম নয়', বাধা দিল ষ্টিফানি। 'খুবই ছোট খাটো, তবে ভারি চমৎকার জায়গায় আর মনে হয় বাড়ানোরও সুবিধা আছে।'

'আপনার অংশের প্রাপ্য কি রকম?'

'এজন্য একটা ছোট্ট করপোরেশন আছে। আমার বাবা এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমি ষ্টকের শতকরা চল্লিশ ভাগ পেয়েছি, বাকি ষাট ভাগের মালিক অন্য চারজন।'

'আপনার বাবা কবে মারা যান?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

এক মুহূর্তের জন্য ষ্টিফানির মুখ কঠিন হয়ে উঠল, সে আবার ভাবলেশহীন স্বরে বলল, 'ছ'মাস আগে। তাকে খুন করা হয়।'

'খুন করা হয়!' ম্যাসন বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আপনি কাগজে হয়তো পড়ে থাকবেন··· ।'

'হা ঈশ্বর!' ম্যাসন বলে উঠলেন। 'আপনার বাবার নাম কি গ্রেন ফকনার?'

সায় দিল ষ্টিফানি।

ম্যাসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'খুনের রহস্য বোধহয় ভেদ করা যায়নি, তাই না?'

'খুনের রহস্য আপনা আপনি সমাধান হয় না', তিক্ত স্বরে বলল ষ্টিফানি।

ম্যাসন বললেন, 'আপনার পছন্দ নয় এমন বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না বা······ ।'

'নয়ই বা কেন?' ষ্টিফানি প্রশ্ন করল। জীবনটাই তো অপছন্দের বিষয়ে পূর্ণ। আমি এখানে আসার আগে মন তৈরী করেই এসেছি।'

'বেশ, তাহলে যা বলতে পারেন সব কথাই বলুন', ম্যাসন বললেন।

'আমার যখন মাত্র চার বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। তখনই সাত বছরের মত দুর্ভাগ্যের শুরু হয়। অন্তত বাবার এই রকমই ধারণা ছিল। তিনি ভীষণ রকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। আমার ধারণা যারা জুয়া খেলে তারা সবাই তাই হয়। বাবার অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে। মন্দার জন্য একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন বাবা। তার হাতে টাকাকড়ি আর চাকরিও ছিল না। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন সেটাই আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। একটা ছোটখাটো রেস্তোরায় কাজ জুটে গেল তার। রেস্তোরার মালিক পরে মারা গেলেন। বাবা রেস্তোরার যারা উত্তরাধিকারী তাদের কাছ থেকে সেটা কিনে নিলেন। সব ভাল

করে তৈরী করার সময় নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়।

'যাই হোক, বাবার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। তার দুর্ভাগ্যের সংখ্যা প্রচুর তার ভাগ্যও মাঝে মাঝে ভাল হয়ে উঠেছিল। বাবা পাকা জুয়াড়ী। তিনি মাদকের ব্যবসায়ী ছিলেন না তবে রেস্তোঁরা চালাতে ইচ্ছুক ছিলেন, ঝুঁকি নিতেও ভাবতেন না। সমস্ত দিক থেকে দেখলে বাবা স্বভাব আর মনের দিক থেকেই এমন ছিলেন।

'এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে জুয়াড়ীরা বেশ ভালই হয় আবার খারাপ বিষয়ও আছে। জুয়ারীরা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখেন। তারা হাসি মুখেই লোকসানও মেনে নিতে জানেন। জুয়াড়ীরা মুখের ভাব গোপন রাখেন তাই কোন কিছু প্রকাশ করেন না। এই সঙ্গে জুয়াড়ীরা মেয়েদের, তা ছোটই হোক বা বড়ই হোক সত্যিকার ভালবাসার ঘর বানাতে জানেন না। কারণ জুয়া খেলা চলে সারা রাত ধরে।

'এই জন্যই বাবাকে সেভাবে আমি পাইনি। তিনি আমাকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ভালভাবে মানুষ করবেন বলে। কিন্তু বোর্ডিং স্কুল জুয়াড়ীদের ছেলেমেয়েদের জন্য নয় তাই বাবা নিজেকে শেয়ার বাজারের মানুষ বলে জানিয়েছিলেন। যারা স্টক নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাদের সম্মানই অন্য। জুয়াড়ীর মেয়েদের কেউ পাত্তা দেয় না।

'বাবা একেবারেই ভাবেননি আমাকে নিজের মনের মত কোন স্কুলে পড়তে দিলেই ভাল হতো। ভাল স্কুলে তাই আমার সঙ্গী ছিল একদল উন্নাসিক। যাই হোক স্কুলটায় একবছরও পড়তে হয়নি কারণ বাবা যে জুয়াড়ী তা জানাজানি হওয়ায় আমাকে স্কুল ছাড়তে হয়।

'আমি বাবার দার্শনিক মনোভাবই প্রথমে মেনে নিয়ে কিছুই গ্রাহ্য করিনি তাই কারও সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে তুলিনি। এরপর একটু যেই বয়স বাড়ল লেখাপড়া শেষ করে নিজের মতই পা বাড়ালাম। আমি একজন পেশাদার মডেল হয়ে উঠলাম। ভাল রোজগারও করতে শুরু করলাম। বাবা লাস ভেগাসে চলে গেলেন। ক্রমে তিনি কিন্তু জমিজমা কিনে একটা ছোট মোটেল বানালেন তারপর আমাকে সেখানে গিয়ে থাকতে ডাকলেন তার সঙ্গে।

গিয়ে কোন লাভ হতো না। বাবা বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমোতেন। রাত প্রায় তিনটেয় শুতে যেতেন। জমিজমার দাম ক্রমে বাড়তে আরম্ভ করেছিল তখন। একদল লোক পাশের কিছু সম্পত্তি দখল করেছিল, তারা বাবার জমিও পেতে চাইল। তাদের ইচ্ছে ছিল সব একসঙ্গে করে বিরাট একটা হোটেল বানাবে, তাতে সাঁতারের পুল, জুয়ার ব্যবস্থা, নাইট ক্লাব সব থাকবে। বাবার বিক্রি করতে আপত্তি ছিল না, তবে ওরা যে দাম দিতে চাইছিল সে দামে নয়। বাবা জানতে পারেন তিনি এক সিণ্ডিকেটের সঙ্গেই লড়তে চলেছিলেন তাই মোটা দাম চান।

'সিণ্ডিকেট ভীষণ চটে যায়। তারা যখন দেখল সহজে কাজ হল না, তারা ভয় দেখাতে শুরু করল। বাবাও হেসে উড়িয়ে দিলেন সব। ওখানেই বাবার ভুল হলো।'

'সিণ্ডিকেটই তাকে খুন করে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

কাঁধ ঝাঁকাল ষ্টিফানি। ভাবলেশহীন ভাবে ও বলল, 'আমি তা জানি না। কেউই জানে না। বাবা খুন হন। ওরা বাকি ষ্টকের মালিকদেরও ভয় ধরিয়ে দেয়। তারা যেকোন দামেই তাদের অংশ বিক্রি করতে চাইছিল। সিণ্ডিকেটের পক্ষে অবশ্য বাবাব খুন কাজে লাগানো সুবিধে হয়নি।'

'তারপর কি হলো?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমি স্টকের শতকরা চল্লিশ ভাগের মালিক হলাম। বাকী ষাট ভাগ পেলেন অন্য চারজন, প্রত্যেকে শতকরা পনেরো ভাগ করে। বাবার মৃত্যুতে আমি ভেঙে পড়তে একজন সব স্টক কেনা শুরু করে। বাকি তিনজন সিণ্ডিকেট যে দাম দিতে চায় তাতেই রাজী ছিল। বাবার মৃত্যুর আগে আমার সঙ্গে হোমার গারভিন জুনিয়রের আলাপ হয়। আমরা মেলামেশা করছিলাম। তার বাবাকেও দেখেছিলাম। বাবার মৃত্যুর পরেই জুনিয়রের বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তার মৃত্যু সম্পর্কে কি জানি। আমি তাকে সব বলি।

'গারভিন সিনিয়র আগে থেকেই জানতেন অন্য মালিকরা যেকোন দামে তাদের ভাগ বেচে দিতে রাজী, তাই তিনি সেই রহস্যময় স্টক ক্রেতার আগেই সব কিনতে চান। তবে তার দেরি হয়ে গিয়েছিল, তিনি শুধু একজনের অংশই কিনতে পারেন। এই হলো আমার কাহিনী। মিঃ গারভিন শতকরা পনেরো ভাগ স্টকের মালিক। এখন এক নতুন সিণ্ডিকেট সব স্টক কিনতে চাইছে।'

'আপনি কি চান?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

ষ্টিফানি বলল, 'আমিও বিক্রি করতে চাই, তবে বাবাকে খুন করার পর সব জলের দরে কিনতে দেব না ওদের। বাবা তার জীবন দিয়েছেন। আমি দেখতে চাই তার মৃত্যুর ফায়দা ওরা না তুলতে। এবার একটা কথা, ধরা যাক একজন লোক যাকে মিঃ এক্স বলে পরিচয় দেব, সে এই শহরে রয়েছে। আমি জানি না সে ওই নতুন সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি কিনা। লোকটাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। লাস ভেগাসে মডেলের কাজ করার সময় তাকে দেখেছি।

'আমি যা জানি, এতজন দারুণ ভীত, তিনজন মালিকের সঙ্গে দেখা করে নগদ টাকায় তাদের স্টক কিনে নিয়ে সার্টিফিকেটে নাম বদলে নিয়ে প্রায় দৃশ্যপট থেকে মিলিয়ে যায়। কদিন আগেও এটাই জানতাম। তারপর হঠাৎ মিঃ এক্স সার্টিফিকেট-গুলো তার নামে রেজিস্ট্রি করতে পাঠায়।

'এরপর সে আমাকে ফোন করে বলে সে আমার অংশ কিনতে আগ্রহী সঙ্গে মিঃ গারভিনেরটাও। সে তাই আমাকে আগামীকাল রাত সাড় আটটায় দেখা করতে

বলেছে। আমি তাই মিঃ গারভিনের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইছিলাম তিনি দুজনের স্বার্থ দেখতে পারেন কিনা। তিনি বিক্রি না করলে আমি রাজী নই। না হলে ওরা নিয়ন্ত্রণ পেয়ে তাকে হটিয়ে দেবে।'

'মিঃ গারভিন শহরে নেই, গতকাল বেরিয়েছেন। তিনি কোথায় জানতে পারিনি। তার সেক্রেটারি আমাকে ঘেন্না করে তাই কোন খবরই দেয়নি।'

'জুনিয়র কোথায়? তার বাবা কোথায় সে জানে না?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'জুনিয়র প্রাচ্যের কোথায় যেন মিটিং-এ গেছে।

ম্যাসন বললেন, 'মিঃ গারভিন হয়তো লোকটার সঙ্গে আপনার কথাবার্তা বলা পছন্দ করবেন না। তিনি বলতে পারেন এ বিষয়ে আমিই দেখতে পারি।'

'জানি', ষ্টিফানি বলল। 'তবে আমার কাছে এটা পারিবারিক সম্মানের ব্যাপার। বাবা যেখানে ছেড়ে গেছেন আমি সেখান থেকে শুরু করতে চাই।'

'আপনি আপনার বাবার হত্যাকারীর অপরাধের বিচার চান?'

'স্বাভাবিক। আপনার কাছে আসার এও একটা কারণ।'

'বেশ, বলুন।'

'এই সব গ্যাংস্টারদের খুনের ক্ষেত্রে কি হয় জানি', ষ্টিফানি বলল। 'পুলিশ নানা কথা বলে, ওদের ভয় দেখায়, কাগজে বড় বড় বুলি ছাপা হয় এই শহরে গ্যাংস্টারদের সহ্য করা হবে না, খুনেরও কিনারা হবে, এই সব। কিন্তু এ ধরণের খুনের কোন কিনারা আজ পর্যন্ত হয়েছে কিনা শুনিনি—শুধু একবার ভুল লোককে ওরা ধরেছিল।'

'আপনি আমাকে কি করতে বলছেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এই স্টক বিক্রির ব্যাপার মিটে গেলে আমি চাই আপনি বাবার খুনের ব্যাপারটা দেখুন। আমি চাই আপনি একজন গোয়েন্দা লাগিয়ে সূত্র বের করে পুলিশকে দিন। আপনি যোগসূত্র হয়ে থাকুন।

মাথা নাড়লেন ম্যাসন, 'পুলিশের রহস্য কিনারা করার জন্য অ্যাটর্নি নিয়োগ করার দরকার হয় না।'

'ওরা এতদিনে কি করেছে?'

'আমার তা জানা নেই।'

'কেউই জানে না।'

'ওই এক্স লোকটা এতে জড়িত থাকতে পারে? তার এতে লাভ হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই পারে।'

'তাহলে মিঃ গারভিনকেই কথা বলতে দিন।'

'মিঃ গারভিন যখন স্টক কেনেন তখন তিনি সেটা আমাকে বিয়ের উপহার দেবেন ভেবে কেনেন। তিনি ভেবেছিলেন আমি তার পুত্রবধূ হচ্ছি। এখন অবস্থা বদলে গেছে…।'

'আপনার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করতে পারব ?' ম্যাসন বললেন।

'পারবেন না', ষ্টিফানি বলল। 'আমিই করব। সকাল দশটায় হলে হবে ?'

'তাই হোক', ম্যাসন বললেন।

'তাহলে ওই কথা রইল। এই বাইরের দরজা দিয়ে বারান্দায় যেতে পারি ?'

ম্যাসন সায় দিতে ষ্টিফানি ওই পথেই বিদায় নিল।

ডেলা স্ট্রিট দরজা বন্ধ করতে তিনি বললেন, 'এই তরুণীর সঙ্গে পোকার খেলতে চাই না, ডেলা।'

'তাহলে কি খেলছেন ?' ডেলা বলল।

'জানতে পারলে খুশি হতাম', ম্যাসন বললেন। 'প্রথমে গারভিনের ওই সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে চাই। হয়তো কিছু খবর জোগার করতে পারব।'

'চিফ, ধরুন ও যদি ওর অংশ বিক্রি করে আর হোমার গারভিন বলেন সব ঠিক আছে, তাহলে ওই খুনের তদন্তে আপনি থাকবেন ?'

'জানিনা, ডেলা। তবে এজন্য ওর আইনজ্ঞ রাখার দরকার নেই।'

'চিফ, আমার ভয় লাগছে। আমার মন বলছে এই ঝামেলা এড়িয়ে চললেই ভাল।'

হাসলেন ম্যাসন। 'যাক, এখন এভা এলিয়টের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তারপর দেখি কি ঘটে।'

□ দুই □

তন্বী, নীলাভ চোখের তারা, স্বর্ণকেশী ইভা এলিয়ট ওর টেবিলের সামনে বসেছিল। সে ওর পূর্বসূরীর জায়গা বদল করেই টেবিলটা রেখেছিল কোণের দিকে যাতে আলো কোন স্টেজের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ম্যাসন ঘরে ঢুকতেই ফোন বেজে উঠল।

ইভা এলিয়ট তাকে দেখে মিষ্টি হেসে রিসিভার তুলে চাপা স্বরে কথা বলে চলল। ম্যাসন কথাবার্তা কোন রকমে শুনতে পেলেন।

'না, তিনি কবে আসবেন জানিনা। হ্যাঁ, শহরের বাইরে গেছেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

ইভা রিসিভার রাখতেই ম্যাসন বললেন, 'আমি পেরি ম্যাসন।'

ইভার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'ওহ, মিঃ ম্যাসন, অ্যাটর্নি।'

'তাই।'

'ওহ হ্যাঁ, মিঃ মাসন। আপনার সেক্রেটারি বলেছিলেন যে মিঃ গারভিন এলেই যেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'আপনার ডেস্ক সরিয়েছেন দেখছি।'

'না, সরাইনি তো, মিঃ ম্যাসন।'

'মেরী ডেস্কটা ওদিকে···।'

'ওহ্, হ্যাঁ, মেরী যেখানে রেখেছিলেন সেখান থেকে সরিয়েছি, আলো কম ছিল বলে।'

'সে এখানে আসে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'দুবার এসেছিল', ইভা নীরস স্বরে বলল।

'এখন তার পদবী কি? আমি ওকে মেরী আর্ডেন বলেই জানতাম।'

'সে লটন বার্লো নামে একজনকে বিয়ে করেছে।'

'ওহ হ্যাঁ, মনে পড়েছে', ম্যাসন বললেন। 'মিস এলিয়ট, মিঃ গারভিন কোথায় জানেন?'

'ব্যবসার কাজে গেছেন।'

'কখন নেছেন?'

'আমি—গতকাল বিকেল থেকেই তিনি অফিসে ছিলেন না।'

ম্যাসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইভাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে।'

'একটুও না। মিঃ গারভিন প্রায়ই ব্যবসার কাজে যান। তার ছড়ানো নানা ব্যবসা আছে।'

বুঝেছি। আশা করি আপনি জানেন আমি তার আইনের কাজকর্ম দেখি?'

'আপনার কথা তাকে বলতে শুনেছি।'

'তার সঙ্গে আমার দেখা করা খুব জরুরী।'

'মিঃ ম্যাসন, জানতে পারি কি এর সঙ্গে মিস ফকনারের সম্পর্ক আছে কিনা?'

ম্যাসনের মুখ ভাবলেশহীন। 'কেন?' তিনি বললেন।

'ঠিক আছে', ইভা বলল, 'সবই বলছি। তবে সব গোপনে বলতে চাই। দয়া করে মিঃ গারভিনের ব্যক্তিগত অফিসে আসবেন?'

'নিশ্চয়ই', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন এবার ইভার সঙ্গে 'ব্যক্তিগত' লেখা কামরায় ঢোকার পর ইভার সামনে বসলেন। ইভাও বেশ গুছিয়ে বসল যেন কোন চলচ্চিত্রের তারকা।

'মিঃ ম্যাসন', ইভা বলল, 'মিঃ গারভিন যদি শোনেন এসব কথা বলেছি তাহলে তিনি ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি মানুষের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাই বুঝবেন ষ্টিফানি ফকনার অত্যন্ত চালাক, মতলববাজ আর প্রচণ্ড স্বার্থপর। আপনি হয়তো জানেন সে হোমার গারভিন জুনিয়রের সঙ্গে বেশ মাখামাখি করছিল। জুনিয়র এখন অন্য একটি মেয়ের দিকে নজর দেয়ায় ষ্টিফানিও নজর দিয়েছে ওর বাবা সিনিয়র গারভিনের দিকে। মিঃ গারভিনেরও মন ভিজেছে। ষ্টিফানির

মতলব কি আমি জানিনা তবে সে কিছু একটা ভাবছে। আমি তাই ওর হাতের পুতুল হতে রাজী নই। আপনাকে অনুরোধ ও যা বলে তাই বিশ্বাস করবেন না।'

'এসব কথা আপনাকে বলেছি মিঃ গারভিন শুনলে আমার চাকরী যাবে। তবু বললাম আমার কিছু আনুগত্য আছে বলে। তাই, মিঃ ম্যাসন, এসব কথা নিশ্চয়ই মিঃ গারভিনকে বলে দেবেন না?'

হাসলেন ম্যাসন। 'যেমন বললেন তেমনই শুনে নিলাম, ফুরিয়ে গেল।'

'ধন্যবাদ', ইভা বলেই ওর দু'হাত বাড়িয়ে ধরল। 'সত্যিই চমৎকার মানুষ আপনি।'

ম্যাসন গারভিনের অফিস থেকে বেরিয়ে ডেলা স্ট্রিটকে ফোন করলেন, 'ডেলা, মেরী আর্ডেন, এখন যে মিসেস লটন বার্লো, তার ঠিকানা জানো?'

'জানি।'

ডেলা ঠিকানা জানিয়ে দিতে ম্যাসন একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পরে একটা সিগারেট ধরালেন চিন্তিতভঙ্গীতে।

ট্যাক্সি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছলে ম্যাসন তাকে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল।

'উঃ কি আশ্চর্য কাণ্ড। মিঃ ম্যাসন, আপনি? কি খুশি লাগছে'. মেরী বার্লো বলে উঠল।

'আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে', ম্যাসন বললেন।

হাসল মেরী। ঠাট্টা করবেন না। বাচ্চা হতে আর ন' সপ্তাহ বাকি। বাড়ির কাজ কর্মে মন দিতে পারি না। সব ভীষণ এলোমেলো হয়ে আছে। আপনার কষ্ট হবে। কিছু পানীয় আনি?'

'না ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'আমি হোমার গারভিনের খবরের জন্য ঘুরছি।'

'তিনি নেই?'

'কোথাও গেছেন।'

'ইভা এলিয়টের সঙ্গে কথা বলেননি?'

'বলেছি তবে কিছুই জানতে পারিনি।'

হাসল মেরী। 'আমারও সেই অবস্থা হয় কয়েকবার।'

'হোমারের সঙ্গে দেখা করেন নি?'

'চেষ্টা করেছি, তবে ইভা প্রতিবার বলেছে তিনি ব্যস্ত তাই জানায়নি আমার কথা।'

'ব্যাপার কি?'

'তা জানিনা। হোমারের সঙ্গে বারো বছর কাজ করেছি। তাকে বেশ ভালই জানতাম। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ও দারুণ ভেঙে পড়েছিল। একটু সামলে ওঠার সময়েই আমি বিয়ে করতে যাই। তিন মাস দেরী করেছিলাম পাছে হোমার আবার

ভেঙে পড়ে। ও বুঝতে পেরেছিল ওর জন্যই দেরি করছি তাই ও বলে আমি যেন তখনই বিয়ে করি। সত্যি উনি ভারি সুন্দর মানুষ, মিঃ ম্যাসন।

'সে সময় ষ্টিফানি ফকমারের অস্তিত্ব ছিল?'

'না। সে পরে আসে। ইভা এলিয়ট ছিল জুনিয়রের নয়নের মণি তবে সে ঠাণ্ডা হতেও শুরু করেছিল। জুনিয়র প্রায়ই বিদেশে যায় লম্বা পায়ের শরীরী মডেলের পিছনে ঘুরতে। আমার ধারণা তখনই ষ্টিফানির উদয়। জুনিয়র তার বাবাকে বলে ইভা এলিয়টকে মোটা মাইনের অফিসে কাজে লাগায়। সে স্রেফ লোক দেখানো, অসৎ আর অহঙ্কারী। ওকে একদম পছন্দ নয় আমার। ও শুধু শিখেছে একটু টাইপ করতে আর পর্দা আর টিভিতে রূপসী সেক্রেটারিদের দেখতে।'

'এ হলে সে গারভিনের ব্যবসা সামলায় কি করে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

মেরী মন থেকেই বলল, 'আমারও তাই জানার ইচ্ছে।'

ম্যাসন বললেন, 'আমার ধারণা হোমার লাস ভেগাসে গেছে। সেখানে সে কোথায় উঠতে পারে?'

মেরী একটু ভেবে বলল, 'দশের মধে ন'বার হতে পারে ডাবল-ও মোটেলে। ইভা এলিয়টের জানা উচিত ছিল।'

'সে জানে না বলেছে।'

মাথা ঝাঁকাল মেরী। 'হোমার এরকম করার মানুষ নয়। আমি দেখেছি যেখানেই সে যাক অফিসে জানিয়ে রাখে, জরুরী কাজে তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।'

'ইভা জানিয়েছে সে একদম অন্ধকারে', ম্যাসন বললেন। 'তবে সেটা অভিনয় হতেও পারে।'

'অভিনয়ই ঠিক', মেরী হেসে বলল। 'তবে আপনার মন বিষিয়ে দেব না, মিঃ ম্যাসন। মেয়েদের বিয়ে হলে একটু অন্য রকম হয়ে যায়। আমি মিঃ গারভিনের কাজ এই ভাবে ছেড়ে এসেছি বলে কেউ ভাবলে সেটা বোকামি হবে। আমি কয়েক-বার ইভা এলিয়টকে কাজকর্ম দেখাতে চেয়েছি তবে সে আমাকে পাত্তা দেয়নি। ভেবেছিলাম ফোন করে আমাকে হয়তো ডাকবে, তবে ডাকেনি। এই জন্য পরে যাই হোমারের সঙ্গে কথা বলব বলে। ও বলে হোমার মিটিঙে আছে। এরপর দুমাস বাদে যাই, তখনও ও ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা করেছিল। হোমারকেও খবর পাঠায়নি। ভেবেছিলাম দরকার হলে হোমারই ফোন করবে।'

'সে করেছিল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না', মাথা নাড়ল মেরী। 'আমার ধারণা ছিল আমার সাহায্য ওদের অন্তত একশ বিষয়ে লাগবে তবু ইভা এলিয়ট ফোন করেনি। আসলে ও নাটক করছিল। শুধু ভাবি হোমার কেন ফোন করল না। ইভা এলিয়ট ফাইল ঘেঁটে কিছু জানানোর আগেই আমি সাহায্য করতে পারতাম।

'আপনি গারভিনকে ফোন করেননি ?'

'না। আসলে ওই সেক্রেটারির কাছ থেকে কথা শোনার ইচ্ছেই হয়নি।'

'তাহলে উঠি', ম্যাসন বললেন। 'মাঝে মাঝে আমাদের ফোন করবেন। ডেলাও খুশি হবে।'

'নিশ্চয়ই করব, মিঃ ম্যাসন। আপনাদের দেখে ভাল লাগবে। ঠিক আগেকার মত।'

□ তিন □

'কিছু জানা গেল ?' ম্যাসন অফিসে ঢুকতে ডেলা জানতে চাইল।

'উঁ-হুঁ। মনে হচ্ছে গারভিনের অফিসের আবহাওয়ায় গোলমেলে কিছু আছে। শেষ কবে ওর সঙ্গে দেখা হয়, ডেলা ?'

'খাতাপত্র দেখে বলতে পারি।' ডেলা কিছু খাতাপত্র বের করে দেখল। 'প্রায় বছর খানেক হবে।'

'তার মানে নতুন সেক্রেটারি রাখার পর থেকেই সে যোগাযোগ করেনি', ম্যাসন বললেন।

'হয়তো দরকার হয়নি।'

ম্যাসন ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'নতুন সেক্রেটারির সঙ্গে অনেক কিছুই যেন কাকতালীয় ভাবে ঘটে চলেছে। ঠিক আছে, ডেলা, আমরা ভাগ যাচাই করে দেখব। এমনও হতে পারে হোমার অন্য কোন আইনজ্ঞকে কাজে লাগাচ্ছে। যাই হোক লাস ভেগাসে ডাবল-ও মোটেলে ফোন করে জেনে নাও সেখানে হোমার এইচ গারভিন আছে কিনা। থাকলে বল পেরি ম্যাসনের কাছ থেকে ফোন করছ।'

'এখনই গার্টি'কে বলছি', ডেলা বলল।

একটু পরেই ফোন বেজে উঠল। ডেলা রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যাল্লো...হ্যাঁ। একটু ধরুন মিঃ গারভিন।'

ডেলার এগিয়ে ধরা ফোন নিয়ে ম্যাসন বললেন, 'হ্যাল্লো, হোমার, পেরি বলছি।' অন্য দিক থেকে সতর্ক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওহ, হ্যাঁ, পেরি।'

'যেখানে আছ সেখান থেকে কথা বলা যাবে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অল্প কিছু বলা যাবে', গারভিন বললেন।

ম্যাসন বললেন, 'আমার কাছে বাদামী কেশ একটি মেয়ে এসেছিল, তুমি আগ্রহী এমন কোন প্রতিষ্ঠানে তার শতকরা চল্লিশ ভাগ শেয়ার আছে। তার কাছে এমন একজন এসেছিল যার বিশেষ কোন ব্যাপারে হাত থাকা...।'

'থামো !' গারফিন বলে উঠলেন। 'আর বলার দরকার নেই। আমি কোথায় ফোন করব। এক ঘণ্টা পরে—তোমাকে কোথায় পেতে পারি?'

'আমার অফিসে থাকব', ম্যাসন জানালেন।

'একঘণ্টা পরে ফোন করছি। বিদায়।'

গারভিন ফোন রাখতেই ম্যাসন ডেলাকে বললেন, 'গার্টি এক ঘণ্টা থাকতে পারে কিনা দেখ।'

'গার্টির কোথায় যাওয়ার কথা আছে', ডেলা স্ট্রিট বলল, 'আমিই থাকব, চিফ।'

ম্যাসন এবার আইনের বইয়ে মন দিতে তার মন থেকে বাকী চিন্তা চলে গেল।

পাঁচটায় অফিস বন্ধ হওয়ার পর ফোন বেজে উঠল।

ম্যাসন ফোন তুলতেই গারভিনের গলা শোনা গেল।' এসব কি ব্যাপার, পেরি? সাবধান, কোন নাম উচ্চারণ কোর না।'

'বেশ। কথা হলো ওই তরুণীর কাছে একটা প্রস্তাব এসেছে। এক রহস্যময় মিঃ এক্স আগামীকাল তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। তার স্বার্থ থাকতেও পারে। তরুণীর ধারণা তোমার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাই ভাল। আলাদা ভাবে করলে অন্য পক্ষেরই লাভ।

'বুঝলাম', গারভিন বললেন। 'আমাকে খুঁজে পেলে কিভাবে?'

'মেরী আর্ডেন—মানে, মেরী বার্লে'র মাধ্যমে।'

'কিন্তু তাকেতো বলিনি আমি কোথায়।'

'লাস ভেগাসে কোথায় থাকতে পারো ও আন্দাজ করেছিল।'

'আমার অফিসে ফোন করলে না কেন? যে সেক্রেটারি আমার কাজ করছে না তার কাছে কেন?'

'দাঁড়াও।' ম্যাসন বলে উঠলেন। 'তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। ইভা এলিয়ট তোমার ঠিকানা দিতে পারেনি।'

'পারেনি! কি সব বলছ?' গারভিন বললেন, 'আমি ইভার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি সব সময় অফিসে যোগাযোগ রাখি।'

'আমি আড়াইটে নাগাদ যাই। সে কিছুই জানেনা বলে।'

'আমি বেলা সাড়ে এগারোটায় কথা বলেছি, তারপর পৌনে দুটোতেও।'

'সে হয়তো ভেবেছিল কথাটা আমাকে বলা উচিত হবে না', ম্যাসন বললেন। এ নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না।'

'উত্তেজিত হব না!' গারভিন বলে উঠলেন। 'আমি—ওহ, যাক ঠিক আছে, পেরি। যে লোকটার কথা তরুণী বলেছে তার নাম বলতে পারবে?'

'সে বলেছে তার নাম মিঃ এক্স।'

'লোকটা কে আন্দাজ করতে পারছি', গারভিন বললেন। 'সে আড়ালেই থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। ভয়ংকর লোক সে। এবার তোমাকে কি করতে হবে বলি শোন,

পেরি। আমি ওই মেয়েটিকে রক্ষা করতে চাই। তাকে বলবে তুমি আমার পনেরো ভাগ অংশ দেখাশোনা করছ যতক্ষণ না আমি নিজে পারছি। ওই লোকটার নাম, ধাম সব জেনে নেয়ার চেষ্টা চালাও, জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে জানিয়ে দেবে ফোন করে। আমাকে না পেলে লুসিল বলে একজনকে ডাকবে। তাকেই নাম ঠিকানা জানাবে।'

'লুসিল? বেশ। এবার বল তোমার অংশের কত দাম ধরেছ?' ম্যাসন বললেন।

'এখন না', গারভিন বললেন। 'আমি প্রথমে জানতে চাই অন্য পক্ষ কত টাকা দিতে তৈরী। এই লোকটা সম্ভবত কোন প্রস্তাব রাখবে না, তবে আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে তুমি এর মধ্যে আছ আর আমিও আছি। সে যদি বুঝতে পারে সে একজনের সঙ্গে কারবার করছে আর সে একটি মেয়ে তাহলে কেউ জানেনা কি হতে পারে। এবার শোন, ম্যাসন, আমার আর কথা বলার সময় নেই একজন অপেক্ষা করছে। বিদায়, সাবধানে এগিও।'

ফোন রেখে দেয়ার শব্দ শোনা গেল।

□ চার □

ষ্টেফানি ফকনান ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় উপস্থিত হলো।

ম্যাসন চিন্তিত ভাবে ওর দিকে তাকালেন। 'আমার সঙ্গে হোমার গারভিনের কথা হয়েছে।'

'তিনি কোথায়?'

'সে আমাকে ফোন করেছিল', ম্যাসন বললেন। 'একটা বুথ থেকে। সে সময় সে লাস ভেগাসে ছিল। সে চায় আমি তার প্রতিনিধিত্ব করি। সে চাইছে আমি ওই মিঃ এক্সের সঙ্গে দেখা করে তার বিষয়ে সব জেনে তার মুখোশ খুলে দিই। অবশ্য দেখার আগে সে তার অংশের কোন দাম ঠিক করতে রাজী নয়।'

'বুঝলাম', চিন্তিত ভাবে বলল ষ্টেফানি।

'ব্যাপারটা আপনার পক্ষে ঠিক আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমার মনে কি আছে তা বড় কথা নয়, মিঃ গারভিন যা ঠিক করবেন আমার কাছে সেটাই ঠিক।'

'আপনি কি বলতে পারেন এই মিঃ এক্স লোকটি কে আর তাকে কোথায় পেতে পারি?'

একটু ইতস্তত করে ষ্টেফানি বলল, 'তার নাম জর্জ ক্যাসেলম্যান। তার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা অ্যামব্রোস অ্যাপার্টমেণ্টে ২১১ নম্বরে আজ রাত সাড়ে

আটটায়। ওর রাস্তার ঠিকানা হল ৯৪৮ ক্রিশ্টন ড্রাইভ। মনে রাখবেন গারভিনকে বলতে হবে আমি তার ইচ্ছাতেই চলব। কিন্তু আমি ওই সাক্ষাতের জন্য যাব যাতে সব পথই খোলা থাকে। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ, মিঃ ম্যাসন, সুপ্রভাত।

ষ্টিফানি উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ডেলা স্ট্রিট বলে উঠল, 'বাজি রাখতে পারি চিফ, ওর এরকম ভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ আপনি এমন প্রশ্ন করে বসতে পারেন যার জন্য ও ভয় পাচ্ছিল। আমি বরং গার্টি'র সঙ্গে একটু কথা বলি। ও মানুষের চরিত্র সম্পর্কে অদ্ভুত রকম অভিজ্ঞ, ও অনেক কিছু বলতে পারবে।' বলে গার্টি'র সঙ্গে কথা বলতে গেল ডেলা।

একটু পরেই ও আবার ফিরেও এলো।

'অবাক হওয়ার কিছু নেই।' ডেলা বলল।

'কি রকম ?'

'হোমার গারভিন জুনিয়র, গতকাল বিকেলে ফিরে এসেছে। সে তার বউ নিয়ে এসেছে। শিকাগোতে ওদের বিয়ে হয়।'

'ওহ', ম্যাসন বললেন।

'সব গার্টি'র হাতে ছেড়ে দিন ও সব গোপন খবর বের করবে। জুনিয়র আর তার বউয়ের ছবি দেখতে চান ?'

ম্যাসন ছবিটা দেখার পর বললেন, 'মেয়েটি সুন্দরী। ওর অতীত কি রকম ?'

'ও লাস ভেগাসে বিজ্ঞাপনের মডেল ছিল', ডেলা স্ট্রিট বলল। 'জুনিয়র গারভিনের কয়েকমাস আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়।'

'বেশ চটজলদি কাজ গারভিনের', ম্যাসন বললেন।

'অথবা মেয়েটির', ডেলা বলল।

'যাক, এবার লাস ভেগাসে ডাবল-ও মোটেলে ফোন করে দেখ গারভিনকে পাও কিনা, না পেলে লুসিল বলে একজনকে ডাকবে। তাকে বলবে মিঃ গারভিন যার কথা জানতে চেয়েছেন তার নাম জর্জ ক্যাসেলম্যান, ঠিকানা ৯৫৮ ক্রিশ্টন ড্রাইভ, অ্যামব্রোস অ্যাপার্টমেন্ট, ২১১ নম্বর।'

ডেলা অফিস ছেড়ে চলে গিয়ে দশ মিনিট পরে ফিরে এল।

'মিঃ গারভিন নেই, চিফ, লুসিলকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছি।'

'লুসিল কে জানতে পেরেছ ?'

'যতদূর বুঝেছি সে ওই হোটেলের ম্যানেজার। সে ফোন ধরেই শুনে বলে মিঃ গারভিনের জন্য কোন খবর আছে কিনা। এখন কি করবেন, চিফ ?'

'প্রথমে ষ্টিফানি ফকনার যাওয়ার আগেই ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করব। এরপর জুনিয়র গারভিনের জন্য একটা বিয়ের উপহার দরকার। পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলো, ডেলা।'

'ক্যাসেলম্যান আপনার সঙ্গে কথা বলবে ?'

'তা জানিনা', ম্যাসন বললেন। 'তবে সে যদি থাকে আমি তার সঙ্গে কথা বলব জেনে রাখতে পারো।'

□ পাঁচ □

রাত ঠিক আটটায় ম্যাসন অ্যামব্রোশ অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায় গাড়ি রেখে দরজার সামনে হেঁটে চললেন।

দরজার ডান দিকে একটা বোতল চোখে পড়ছিল পাশেই নম্বর লেখা আর তার পাশে ঝুলছিল পুরনো ধরণের এক কথা বলার টিউব।

২১১ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের উল্টোদিকে ক্যাসেলম্যানের নাম।

ম্যাসন বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই কেউ বলে উঠল, 'কে ?'

'মিঃ ম্যাসন।'

'কি চাই ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কি ব্যাপারে ?'

'কিছু স্টকের বিষয়ে।'

একটু পরেই সামনের দরজায় বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠল। ম্যাসন দরজা ঠেলতে সেটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। ম্যাসন ভিতরে ঢুকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে এগুতেই আলো জ্বলতে থাকা এক দরজার সামনে একটা মূর্তিকে দেখতে পেলেন।

'আপনিই ম্যাসন ?' লোকটি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। আপনিই ক্যাসেলম্যান ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিছু স্টক সম্বন্ধে কথা বলতে চাই। আমি হোমার গারভিনের প্রতিনিধিত্ব করছি। নামটা শুনে কিছু বুঝলেন ?'

দরজার আলোয় সিলুয়েটের মত মূর্তি হঠাৎ পিছিয়ে গেল। ম্যাসন দেখতে পেলেন একটা কৃশ অথচ সুগঠিত দেহ, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। মুখে দরাজ হাসি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ ম্যাসন। অনেক কিছুই বুঝেছি। ভিতরে আসবেন না দয়া করে ?' বলে দ্রুত ঘড়ি দেখল ক্যাসেলম্যান। 'জানতে পারি কি আমাকে খুঁজে বের করলেন কিভাবে ?'

ম্যাসন ছোট্ট জবাব দিলেন। 'আমি একজন আইনজ্ঞ।' যেন এই কথাতেই

সব বোঝা সম্ভব।

'বুঝলাম। প্রশ্নটা তবুও রয়ে যাচ্ছে যে—হা ভগবান। আপনি নিশ্চয়ই পেরি ম্যাসন নন?'

'আমিই সে।'

'খুবই আনন্দ পেলাম।'

ক্যাসেলম্যান হাত বাড়িয়ে ম্যাসনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। ম্যাসন টের পেলেন সরু হলেও বেশ কঠিন হাত।

'বসুন, মিঃ ম্যাসন, বসুন। কিছু পান করবেন?'

'না ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'বিশেষ সময় হাতে নেই।'

ক্যাসেলম্যান আবার ঘড়ি দেখল। সে বলল, 'আমারও হাতে সময় নেই। অন্য একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। এবার তবে কাজের কথায় আসা যাক, কাউন্সেলর।'

ম্যাসন সায় দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। ক্যাসেলম্যান বলল, ওই করপোরেশনের বাকি স্টক সম্পর্কে আপনি ওয়াকিবহাল?'

'অবশ্যই।'

'আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ, আপনার মক্কেলের আছে শতকরা পনেরো আর ষ্টিফানি ফকনারের শতকরা চল্লিশ ভাগ।'

'জানি', বলে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসলেন ম্যাসন।

'নেভাদার এই করপোরেশন অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা', ক্যাসেলম্যান বলল। 'জুয়া নেভাদায় আইনসিদ্ধ, ব্যাপারটা তাই আলাদা।'

'স্বাভাবিক', ম্যাসন বললেন।

'জুয়া জুয়ারীদের আকর্ষণ করে', ক্যাসেলম্যান বলল।

'অবশ্যই', ম্যাসন মন্তব্য ছুঁড়লেন।

'আর যেহেতু জুয়াখেলা অন্য রাজ্যে আইনসিদ্ধ নয়, ওদের কাজকর্ম প্রায়ই বেআইনি হয়েও যায়।'

'স্বাভাবিক।'

'লোকে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা বুঝতে চায় না।'

'কথাটার তাৎপর্য আছে।'

'এবার আসল কথায় আসা যাক। স্টকের জন্য গারভিনের দাবী কত?'

'আপনি কত দেবেন?'

'আমি আমার শেষ দামই বলব। আমি ত্রিশ হাজার ডলার দিতে তৈরী ওই পনেরো ভাগের জন্য।'

'এর দাম আরও বেশি।'

'সেটা মতামতের বিষয়। আপনি আপনার মত বলবেন, আমি আমার। এর

দাম ত্রিশ হাজার যেহেতু নিয়ন্ত্রণের রাশ হাতে আসবে।'

'আমি আমার মক্কেলকে দামটা বলব তবে মনে হয়না এতে কাজ হবে।'

'যাই হোক এটাই সর্বোচ্চ দাম, এই সঙ্গে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই, মিঃ ম্যাসন।'

'কি?'

'কোন ভাবে আমি করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণ হাতে পেলে ওই দাম বাতিল হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা গারভিনের অংশ আমাদের দরেই কিনে নেব।'

'আমার তা মনে হয় না', ম্যাসন বললেন।

'নয় কেন?'

'কারণ বুঝতে পারছেন না একজন সংখ্যালঘু স্টক মালিকও কতটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

'হয়তো আপনারও জানা নেই কি ধরণের মানুষের সঙ্গে আপনারা কারবার করছেন', ক্যাসেলম্যান বলল।

'সেটা সম্ভব', ম্যাসন বললেন। 'আবার অন্য পক্ষও জানেনা তারা কি ধরণের মানুষের মোকাবিলা করছে।'

ক্যাসেলম্যান বলল', শুনুন ম্যাসন, কথাবার্তা ব্যবসায়িকই থাকুক, ব্যক্তিগত ব্যাপার না আনাই ভাল। তাতে আঘাত পেতে পারেন।'

ম্যাসন উত্তর দিলেন, 'আঘাতের জন্য আমি কণামাত্র ভাবিত নই। আমি সহজে ভয় পাই না। গ্লেন ফকনার খুন হন। আপনি বাকি অংশ কিনে নেন যেহেতু এর মালিকেরা ভয় পেয়েছিলেন। গারভিন ভীত নন, এবং আমিও নই।'

'আমি কোন ঝামেলা চাই না, মিঃ ম্যাসন', ক্যাসেলম্যান বলল।

'তাহলে তা চাইবেন না', ম্যাসন বললেন। 'গারভিন কখনই তার অংশ বিক্রি করবেন না যাতে আপনি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পান আর নিজের দামে ফকনারের অংশ কিনতে পারেন। আমরা গারভিনের সঙ্গে যুক্ত অংশ হিসেবেই ফকনারের অংশ দিতে পারি।'

ক্যাসেলম্যান আচমকা বলল, 'বেশ, আমি তাকেও একই দাম দেব। আপনি যদি…।' হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতে ক্যাসেলম্যান নার্ভাস ভঙ্গীতে লাফিয়ে উঠল। 'মাপ করবেন একটু।' সে অন্য ঘরে চলে যেতে ম্যাসন বলতে শুনলেন, 'হ্যাল্লো…তা তুমি পারছ না…এখনই নয়।' তারপর সামান্য নৈঃশব্দ, ক্যাসেলম্যান যা বলল তা ম্যাসন শুনতে পেলেন না। তারপর সে বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে দু'মিনিট সময় দাও।' সে কোন বিদায় না জানিয়েই ফোন রেখে দিল।

ক্যাসেলম্যান ঘরে ফিরতে তাকে স্পষ্টতই নার্ভাস আর অধৈর্য মনে হলো, সে বলল, 'মিঃ ম্যাসন, আমাকে মার্জনা করবেন। সাড়ে আটটায় আমার একটা সাক্ষাৎকার আছে আর জরুরী কিছু বিষয়ও দেখা দিয়েছে, সেটা শেষ করতে হবে।'

'বেশ', ম্যাসন বলে উঠে পড়লেন। 'আপনার টেলিফোন নম্বর পেতে পারি?'

'দুঃখিত। এটা বইয়ে নথিভুক্ত নয়।'

ম্যাসন তবুও দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্যাসেলম্যান দ্রুত বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আমার নম্বর বেল্ডিং ৬-৯৭৫৪।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বারান্দায় বেরিয়ে এলেও ক্যাসেলম্যান করমর্দন করল না। ম্যাসন লক্ষ্য করলেন সে দরজা বন্ধ করলেও তাতে স্প্রিংয়ের তালা নেই।

ম্যাসন নিজের গাড়িতে উঠতেই দেখতে পেলেন, হোমার গারভিন, সিনিয়র, গাড়ি চালিয়ে এসে সামনের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে দ্রুত এগোলেন। হর্ন বাজাতে গিয়েও থমকে গেলেন ম্যাসন কারণ গারভিনের হাবভাব দেখেই তিনি মত বদলালেন। তিনি শুধু লক্ষ্য করে চললেন।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন গারভিন। একটু পরে ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন গারভিন। ম্যাসন হর্ন বাজালেও অন্যমনস্ক গারভিনের তা কানে গেল না।

গারভিন চলে যেতেই গাড়ি নিয়ে এল ষ্টিফানি ফকনার। সে গারভিনকে দেখলেও তার চোখে পড়ল না। ষ্টিফানি ম্যাসনকে দেখতে পেল না। সে গাড়ি রেখে ক্যাসেলম্যানের দরজার বেল বাজানোর আগেই সেটা খুলে গেল আর একজন মোটা চেহারার মহিলা ওকে ঢুকতে দিল।

ম্যাসন লক্ষ্য করলেন এই সময়ের মধ্যে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে শুধু গারভিন আর ষ্টিফানি আর বেরিয়ে এসেছে ওই মোটা চেহারার মহিলা।

একটু অপেক্ষার পর ম্যাসন গাড়ি নিয়ে বাড়িটা একটু ঘুরে দেখলেন। বেশ অন্ধকার। একমাত্র সামান্য রাস্তার আলো চোখে পড়ছিল। ষ্টিফানির গাড়িখানা তার চোখে পড়ল। বার চারেক ঘোরার পর তিনি দেখতে পেলেন বাড়ির পিছনের সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ছুটে আসছে ষ্টিফানি ফকনার।

ম্যাসন গাড়ির গতি কমালেন।

ষ্টিফানি বাধ্য হয়ে হাঁটা শুরু করেছিল তখন।

ম্যাসন ওর সামনে গাড়ি থামালেন। 'গাড়িতে আসবেন মিস ফকনার?'

ষ্টিফানি প্রায় আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল। 'ওহ, আপনি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।'

'দুঃখিত। সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আসুন আপনার গাড়ির কাছে নিয়ে যাব। কোন প্রস্তাব পেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কত?'

'ত্রিশ হাজার। এটাই সে দেবে জানিয়েছে।'

'নগদে ?'

'হ্যাঁ। আপনি এখানে কতক্ষণ রয়েছেন ?

'তা বেশ কিছুক্ষণ।'

'এখানে কি করছেন ?'

'ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করি।'

'উনি তো এনিয়ে কিছু বললেন না। উনি কোন প্রস্তাব দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কত ?'

'হোমারই সেকথা জানাবেন। আমার মক্কেলদের কোন খবর আমি জানাই না শুধু জেনে রাখি।'

'বুঝলাম', ষ্টিফানি বলল।

'আপনি কি ওর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন ?' ম্যাসন বললেন।

'কখনও না। আমি বলেছি পরে জানাব।'

'কথাবার্তায় কোন বাধা হয়নি ?'

'একটুও না।'

'কোন ভীতি প্রদর্শন ?'

'অবশ্যই না।'

'তাহলে সদর দরজা দিয়ে বাইরে এলেন না কেন ?'

প্রায় শ্বাস টানল ষ্টিফানি। 'আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'পিছন দিকে।'

'আ—আমি ওকে টেলিফোনে কথা বলতে শুনছিলাম···আমি জানতে চাইছিলাম ও কি বলছে। আচমকা ও ফোন ছেড়ে দিল। তখনই আমি পিছনের দরজা দিয়ে চলে আসি। ও তাতে বুঝতে পারত না আমি আড়ি পাতছিলাম। পরে ওকে বলব বিরক্ত হয়ে চলে আসি।'

'ও কার সঙ্গে কথা বলছিল ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'তা জানি না।'

ম্যাসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। 'ওই কথাবার্তা শোনা আপনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ?'

ষ্টিফানি সোজা তাকাল। 'হ্যাঁ, আমি ওকে গারভিনের নাম নিতে শুনি··· আমার এও মনে হয় হোমার গারভিন স্বয়ং ফোন করছিল··· ।'

'তাই কি ?'

'না। একজন স্ত্রীলোক ফোন করছিল।'

'সে কে জানেন না ?'

'না। তবে সে জুনিয়রের নতুন বিয়ে করা স্ত্রী হতে পারে।'

'কথাবার্তা শুনে কিছু আন্দাজ করতে পারেন কি বিষয়ে কথা হয় ?'

'বেশিক্ষণ শুনতে পাইনি।'

ম্যাসন চিন্তিত ভাবে তাকালেন।

ষ্টিফানি বলল, 'আমি লোডষ্টার অ্যাপার্টমেন্টে আছি। গারভিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমাকে জানাতে পারেন। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

ষ্টিফানি এবার নেমে নিজের গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করল।

ম্যাসন এবার নিজের অফিসে ফিরলেন।

'ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা হলো ?' ডেলা স্ট্রিট জানতে চাইল।

সায় দিলেন ম্যাসন।

'লোকটা কেমন ? বিপজ্জনক ?'

'পিছন ফিরে থাকলে।'

'হোমার গারভিন ফোন করেন, তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন। তিনি বললেন লাস ভেগাস থেকে সবে ফিরেছেন।'

'কখন ফোন করে সে, ডেলা ?'

'পাঁচ মিনিট আগে।'

ম্যাসন বললেন, ওর পুত্রবধূর জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে না যাই দেখ, ডেলা।'

হাসল ডেলা। 'তার গলায় খুব উত্তেজিত ভাব ছিল, মনে হয় মনে অন্য কিছু ছিল।'

কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা শোনা গেল। ডেলা দরজা খুলতেই প্রবেশ করলেন হোমার গারভিন। তাকে দেখে চল্লিশের বেশী মনে না হলেও প্রায় একান্ন। গারভিন ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন, 'হ্যাল্লো ডেলা।' তারপর করমর্দন করলেন ম্যাসনের সঙ্গে। 'খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে, পেরি। ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করেছ ?'

'করেছি।'

'ও কত দিতে চায় ?'

'তোমার পনেরো ভাগের জন্য ত্রিশ হাজার ডলার।'

'ষ্টিফানির অংশের জন্য কত ?'

'চল্লিশ ভাগের জন্য ত্রিশ হাজার ডলার।'

'এটা ঠিক হলো না, ম্যাসন। পনেরো আর চল্লিশ ভাগের জন্য একই দাম হতে পারে না।'

'দুটোতেই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার রয়েছে।'

'কিন্তু,...না, তা হতে পারে না। চল, ষ্টিফানির সঙ্গে দেখা করি। ওকে কিছু বলার আছে। ক্যাসেলম্যানকে কি রকম মনে হল ?'

'ঠাণ্ডা মাথার বদমাইস, তবে সামনাসামনি লড়াই হলে ভেঙে পড়বে।'

গারভিন বললেন, 'আমি যা খবর পেয়েছি তাতে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে যে ওই ষ্টিফানির বাবা গ্লেন ফকনারকে খুন করেছে।'

'পুলিশে জানাবার মত সূত্র আছে?' ম্যাসন তীব্রস্বরে প্রশ্ন করলেন।

'তাই মনে হয়, পেরি। তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে গ্লেন ফকনার তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আমি শেষ পর্যন্ত ক্যাসেলম্যানের সেই গাড়ি খুঁজে বের করেছি যেটা সে গ্লেন ফকনারের মৃত্যুর সময় চালাচ্ছিল। খুনের তিনদিনের মধ্যেই ক্যাসেলম্যান গাড়িটা বিক্রি করে নতুন গাড়ি কেনে।

'নিশ্চয়ই খেয়াল করবে গ্লেন ফকনার খুন হওয়ার সময় একজনের সঙ্গে গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিল। গাড়িখানাকে প্রচণ্ড গতিতে আসতে দেখা গিয়েছিল। গাড়ির ডানদিকের দরজা খোলা ছিল আর সেখান থেকে একটা দেহকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। দেহটার অর্ধেক বাইরে ঝোলা অবস্থায় গাড়িটা আসার পর দেহটা ফুটপাথে ছুঁড়ে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

'ভীত পথচারিরা ছুটে এসে দেখতে পায় গুলিবিদ্ধ একটা মৃতদেহ। লোকটার মাথায় একবার গুলি করা হয়েছিল আর দেহে দু'বার। একটা বুলেট শরীরেই ছিল।

ক্যাসেলম্যান যে গাড়ি চালাচ্ছিল, অন্তত যে গাড়িটা তার ছিল সেটা সে খুব সতর্কভাবে সাফ করে ফেলে, তবে আতশ কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি দরজার পাশে আর সামনের আসনের কাছে কিছু দাগ আছে। সম্ভবত সেগুলো গুলিরই দাগ। লাস ভেগাসের একজন গোয়েন্দাকে আমি তদন্তে লাগিয়েছি। লুমিনল দিয়ে পরীক্ষা করলে রক্তের দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে। সে পরীক্ষায় রক্তের প্রমাণ পেয়েছে ওই সব জায়গায়।'

'লক্ষ্যণীয় বিষয় নিশ্চয়ই', ম্যাসন বললেন। 'এটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তবুও একে প্রমাণ বলা যায় না।'

'জানি। তবে এই সূত্র নিয়ে ক্যাসেলম্যানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কি ব্যাখ্যা দেয় দেখতে চাই আমি। তাহলেই প্রমাণ পেয়ে যাব।'

'ওটা করার চেয়ে ব্যাপারটা পুলিশে জানাও।'

গারভিন তার কোটের কলার উল্টে দেখিয়ে বললেন, 'ওই সন্তাদরের গুণ্ডার ভয়ে আমি ভীত নই। ও আমাদের বিরুদ্ধে হাত তুললে শয়তানটাকে গুলি করে মারব কুকুরের মত।'

ম্যাসন তীক্ষ্নস্বরে বললেন, 'এটা রাখার লাইসেন্স আছে তোমার?'

'বোকার মত কথা বোল না', গারভিন বললেন। লাইসেন্সের চেয়ে ভাল জিনিষই আমার আছে। আমি একজন ডেপুটি শেরিফ। আমার অস্ত্র রাখার অধিকার আছে। আমার অনেকগুলো রিভলবারও আছে আর অস্ত্র ছাড়া চলার

মত বোকাও আমি নই। কেউ আমাকে কায়দা করার চেষ্টা করলে তার কপালে দুঃখ আছে।

ম্যাসন চিন্তিত ভঙ্গীতে গারভিনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বাকি বন্দুক কোথায় রাখ?'

'নানা জায়গায়। জুনিয়রের কাছে একটা আছে। আমার সিন্দুকে একটা আছে। খেলার সরঞ্জামের একটা দোকান আছে আমার। সব সময় আমার কাছে বন্দুক থাকে, এটা ছাড়া দিনে বা রাত্রিতে বের হই না। ভাবলে খারাপ লাগে যখন কাগজে পড়ি গুন্ডারা কোন মানুষকে পিটিয়ে খুন করেছে, বুদ্ধাদের সব কেড়ে নিয়েছে। কোনদিন বাছাধনেরা আমার উপর চড়াও হলে আতসবাজীর খেলা দেখতে পাবে। এরকম গোটা কয় শয়তানকে খতম করতে পারলে ভাল কাজ করেছি ধরে নিতে পায়।'

'এখন অবস্থা কি রকম ভেবে দেখ। সৎ নাগরিকেরা আইনের জোরে অস্ত্র রাখতে পারে না অথচ গুন্ডাখুনেরা বহাল তবিয়তে অস্ত্র হাতে ঘুরছে। আইন করে সাধারণ নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার পর ওইসব খুনেরা মারা পড়লেই দেশে সত্যিকার শান্তি আসতে পারে।'

মাথা নাড়লেন ম্যাসন। 'যে সব পুলিশ অবস্থা পর্যালোচনা করে তারা তোমার সঙ্গে একমত হবে না, হোমার।'

'তা ঠিক', গারভিন বললেন। 'তবে ওদের পথে কাজও হচ্ছেনা এও ঠিক।'

ডেলা স্ট্রিট তখনই ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

ম্যাসন সেটা বুঝেই বললেন, 'হ্যাঁ, একটা কথা। তোমাকে নতুন পুত্রবধূর জন্য অভিনন্দন পাওনা আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গারভিন। হ্যাঁ। তাকে এখনও দেখিনি। ফোনে তাকে আশীর্বাদ জানিয়েছি।'

'সুন্দরী দেখতে', ডেলা বলল।

'ওটা জুনিয়রের হাতে ছেড়ে দাও। ও সুন্দরী দেখে বেছে নেয় ওদের…তবে সমস্যা হলো ও দারুণ চঞ্চল, কোন রকম আবেগ ওর নেই। এক বছর আগে ছিল ইভা এলিয়ট। ওকে সে বিয়ে করবে ভেবেও ছিল। তারপর সেটা আর হলো না। ইভার জন্য দুঃখ হয়েছিল, তাই তাকে অফিসে মেরী চলে গেলে কাজ দিই। এরপর জুনিয়র ষ্টিফানির পিছনে ছোটে।

'তোমার জানার কথা নয়, তখনই ফকনারের ব্যাপারে আগ্রহ জাগে আমার। ছ'মাস আগে ভেবেছিলাম ষ্টিফানি ফকনার পরিবারের একজন হয়ে যাচ্ছে—হলে ভালই হত। চমৎকার ঠান্ডা মাথার মেয়ে, জুনিয়রকে সুন্দর চালাতে পারত। যাক, আশা করি ও এবার থিতু হবে, এটাই ওর দরকার। তবে বড় আবেগ সর্বস্ব ও।

'এবার বল, ম্যাসন, ক্যাসেলম্যানকে নিয়ে কি করবে?'

'প্রথমে স্টিফানির সঙ্গে কথা বলা যাক', ম্যাসন বললেন।

'বেশি দেরি হয়ে গেছে ভাবছ?' গারভিন জানতে চাইলেন।

'দেখা যাক। ডেলা, ফোন করে দেখ স্টিফানি আছে কিনা। ওকে বলবে না গারভিন এখানে। জানাও আমরা যেতে চাই।'

ডেলা বেরিয়ে যেতে গারভিন বলে উঠলেন, 'সত্যি, একজন ভাল সেক্রেটারি থাকার কত সুবিধে। মেরী আর্ডেনের অভাব বড় বেশি বোধ করি।'

'মেরী বার্লো', ম্যাসন শুধরে দিলেন।

গারভিন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'সেক্রেটারিদের বিয়ে করা আইন করে বন্ধ করে দেয়া উচিত, যাকগে, একটা কথা, ম্যাসন, মেরী আর আমার সঙ্গে দেখা করতে এলনা সেটাই আশ্চর্যের।'

'সে আসেনি জানলে কি ভাবে?'

'তার কোন খবরই পাইনি। একবার ফোনও করেনি।'

ম্যাসন বললেন, 'তোমার জানার জন্য বলি, হোমার, সে দু'বার তোমার অফিসে গিয়েছিল কিন্তু তোমায় নতুন সেক্রেটারি তোমাকে জানায়নি, দেখাও করতে দেয়নি।'

'বল কি? ইভা এলিয়ট মেরীকে দেখা করতে দেয়নি?' গারভিন অবিশ্বাস-ভরে বললেন।

'হ্যাঁ। সে বলেছিল তুমি ব্যস্ত আছ। সে ফোনেও তোমাকে জানায়নি।'

'কিন্তু...কিন্তু কেন? যাক শুনে মনটা শান্ত হলো।'

'মানে?'

'আজ রাতেই ইভা এলিয়টকে ছাঁটাই করেছি। আমি ফিরে এসে ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম আমি কোথায় একথা তোমাকে সে কেন বলেনি। ও বলেছে আমি কাউকে বলতে বারণ করেছি বলে সে জানায়নি। মেয়েটা একেবারে পাগল। সব ব্যাপারেই নাটুকেপনা জাগিয়ে তোলে যেন সিনেমার নায়িকা। ওর কাজ কি জানো, ম্যাসন? সিনেমায় কোন সেক্রেটারির চরিত্র দেখলে তাকে নকল করা। ওর আদর্শ হলো হলিউডের পর্দার সেক্রেটারির চরিত্র। অক্ষম নকল করা ছাড়া ওর আর কিছুই জানা নেই। আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।'

ইতিমধ্যে ডেলা স্ট্রিট এসে জানাল, 'মিস ফকনার এখনই যেতে বললেন।'

'তাহলে চল, যাওয়া যাক', ম্যাসন বললেন।

□ ছয় □

ষ্টিফানি ফকনার দরজা খুলে বলে উঠলো, 'হ্যাল্লো, মিঃ ম্যাসন, মিস স্ট্রিট… একি হোমার।'

গারভিন বললেন, 'আমি দলে জুটে গেলাম ষ্টিফানি।'

'ষ্টিফানি ওর দুহাত বাড়িয়ে বলল, 'অভিনন্দন। ওকে দেখলেন?'

'এখনও দেখিনি', গারভিন বললেন। 'সবে মাত্র লাস ভেগাস থেকে ফিরলাম। খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

'ওকে ভাল লাগবে তোমার, হোমার। আমি যখন লাস ভেগাসে ছিলাম তখন ও সেখানে এক সুইমিং পুলের মালিক আর সাঁতার শিক্ষিকা ছিল। ভারি চমৎকার মেয়ে…। আসুন, সবাই।'

সাদাসিধে এক অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলেন সকলে।

'কিছু পান করবেন আপনারা', ষ্টিফানি বলল।

'না, ধন্যবাদ', গারভিন বললেন। 'আমরা কাজে এসেছি।'

'ষ্টিফানি একটু আহত হলো।

'শোন সব বলছি। তোমার বাবার সম্পর্কে বলছি। সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'বলে যাও।'

'যদিও সব প্রমাণ হাতে আসেনি তবু বলছি জর্জ ক্যাসেলম্যানই তোমার বাবাকে খুন করে।'

'বুঝলাম', কঠিন হয়ে বলল ষ্টিফানি। 'কথাটা আজ সন্ধ্যেবেলায় জানলে ভাল হত।'

'ঠিক আছে', গারভিন বললেন, 'এবার ব্যবসায়িক দিক থেকে দেখা যাক। মোটেলের স্টক কিনেছিলাম তোমাকে সাহায্য করতেই। ভেবেছিলাম তুমি আমাদের পরিব্যারের একজন হয়ে যাচ্ছো। ওই মোটেল এখন যেমন চলছে সেটা ঠিক নয়। শুধু সম্পত্তির দাম এখন অনেক। ট্যাক্সও খুব বেড়েছে। উত্তরের সম্পত্তি পাওয়ার পথ নেই, আবার দক্ষিণেরটার মালিক ওই সিন্ডিকেট, তারাই সব অংশ চায় যাতে বড় করে ব্যবসা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।'

'হ্যাঁ, আর তাই আমি সব বিক্রি করতে চাইছি', ষ্টিফানি বলল।

গারভিন বললেন, 'আমার ধারণা ক্যাসেলম্যান একটা ছুঁচো। ও সিন্ডিকেটের কেউ কিনা মনে হয় না, তবে সিন্ডিকেট ওর সঙ্গে কাজ করতে চাইতে পারে। আমার মতলব হলো সোজা সিন্ডিকেটের কাছে যাওয়া। এবার বল তোমার অংশের জন্য কত চাও? কতোয় খুশি হবে?'

'ওরা ত্রিশ হাজার বলেছিল। আমি তার চেয়ে বেশিই চাই।'

'ঠিক আছে', গারভিন বললেন, 'আমাকে দশদিন সময় দাও আমি তোমার অংশ আশি হাজারে বিক্রি করে দেব। এর বেশী হলে আধাআধি বখরা হবে তোমার আমার মধ্যে।'

'খুব ভাল প্রস্তাব', ষ্টিফানি বলল। 'শুধু আশি হাজার পাচ্ছ না।'

'তোমার টাইপ রাইটার আছে, ষ্টিফানি?'

'আছে।'

'বেশ, তাহলে ম্যাসন আমাদের একটা চুক্তির বয়ান বলে দিতে পারে আমরা সই করে দেব।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন ডেলা স্ট্রীটকে ইঙ্গিত করলেন। ষ্টিফানি মেশিনটা এনে দিলে ডেলা ম্যাসনের কথা মত টাইপ করে তিন কপি কাগজ এগিয়ে দিল।

গারভিন আর ষ্টিফানি দুজনেই পড়ে সই করে দিলেন।

ম্যাসন বললেন, 'তাহলে সব ঠিক মত হলো। কাল সকালে যোগাযোগ করছ তাহলে হোমার?'

'সম্ভবত।'

'আর আপনি মিস ফকনার? আপনাকে এখানেই পাব?'

'কোন দরকার পড়লে, অবশ্যই।'

গারভিন একটু ইতস্তত করে বললেন, 'এবার একটু গলা ভিজেয়ে নেব, ষ্টিফানি।'

ম্যাসন আর ডেলা বিদায় নিলেন।

বাইরে বেরিয়ে ম্যাসন বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য লাগছে ষ্টিফানি কেন বলল ক্যাসেলম্যান ওর চল্লিশ ভাগ অংশের জন্য ত্রিশ হাজার ডলার দিতে চেয়েছে, পনেরো ভাগের জন্যও সেই দাম যখন ও বলেছিল?'

'কিছু আন্দাজ করছেন?' ডেলা বলল।

'না', ম্যাসন বললেন। 'তবে আমি নিশ্চিত যে ওই ফোন না এলে ক্যাসেলম্যান ওর অংশের জন্য আশি হাজার ডলার বলত।'

'তাহলে ওই ফোনের জন্যই সে মত বদলায়?'

'সেই রকমই লাগছে।'

'কারো সঙ্গে ওর দেখা হয়?'

'অ্যাপার্টমেন্টে কেউই ঢোকেনি একমাত্র—ওহ, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। গারভিনের সঙ্গে দেখা হলে অনেক কিছু জানা যাবে।'

□ সাত □

ম্যাসন গাড়ি রাখার জায়গায় পরদিন সকালে গাড়ি রেখে অফিসের দিকে হেঁটে এগোতেই টের পেলেন ডেলা স্ট্রিট তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'চিফ', চাপা গলায় ডেলা বলল। 'আপনাকে অফিসে ঢোকার আগেই ধরতে চেয়েছিলাম। একটু হাঁটবেন?' ম্যাসন অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি, ডেলা?'

'অনেক কিছু। চলুন এগোই।'

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

ডেলা বলল, 'লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ অফিসে এসে আপনাকে খুঁজছিলেন। আমার সন্দেহ নেই তিনি অফিসে ঢোকার মুখেই ধরতেন। আমি আপনাকে বাড়িতেও ফোন করেছিলাম।'

'ট্র্যাগ কি চাইছে?' ম্যাসন বললেন।

ডেলা বলল, 'জর্জ ক্যাসেলম্যান মরে কাঠ হয়ে গেছে। এক পরিচারিকা তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলেই তাকে মরে কাঠ হয়ে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে, বুকে মস্ত গুলির দাগ।'

'কখন এটা ঘটে?'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সকাল আটটায়। সবেমাত্র রেডিওর খবরটা শুনে…।'

'না, না', ম্যাসন বললেন, 'মৃত্যুর সময় কটায়?'

'সে সম্পর্কে কোন খবর পাইনি।'

'ট্র্যাগ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন?'

'দুয়ে আর দুয়ে যোগ করে আট করতে চাইছে।'

'দারুণ মেয়ে!' ম্যাসন বললেন। আমার একটা জরুরী কাজ করতে হবে। একটা ট্যাক্সি ধর। কোন প্রশ্নের জবাব দেবার আগে কাজগুলো করে ফেলা চাই।'

ভিড়ের রাস্তায় কষ্ট করেই একটা ট্যাক্সিতে উঠে ম্যাসন বললেন, 'লোডস্টার অ্যাপার্টমেন্ট।'

'আগে ফোন করবেন না?' ডেলা বলল।

'না', ম্যাসন বললেন।

'চিফ, আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে…।'

'ঠিক তাই, এখন কোন চিন্তা করছি না। আগে চাই খবর, তারপর চিন্তা। তোমাকে বলছি এবং সেটা একমাত্র তোমারই জন্য যে হোমার গারভিন গত রাতে সওয়া আটটা নাগাদ জর্জ ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করে। সে কথাটা আমাকে বলেনি এবং আমিও কাউকে বলিনি। এই সঙ্গে তোমাকে আরও বলব স্টিফানি

ফকনার যখন ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করে সে দেখে এক মৃতের সঙ্গেই সে কথা বলছে। এই কারণেই তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় তাকে কত টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়, ও একটা কাল্পনিক অঙ্কই বলেছিল।'

'এই জন্যই গারভিনের ষ্টকের জন্য ক্যাসেলম্যান যে টাকা প্রস্তাব করে আর ষ্টিফানি যা বলে তার মধ্যে কোন মিল ছিলনা।'

'ওহো!' ডেলা বলে উঠল। 'এভাবে ব্যাপারটা ভাবিনি চিফ। আজ সকাল থেকেই মাথাটা কাজ করছে না।'

'মোটেই না। কারণ তুমি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থেকে চমৎকার কাজ করেছ, তোমাকে আমি খুঁজে বের করিনি তুমিই আমাকে করেছ। এটা দারুণ কাজ।'

'আমি জুতোর কালি লাগিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনবারের পর আপনাকে দেখি। বুঝতে পারছি না ট্র্যাগ আরও কাউকে কাজে লাগিয়েছে কি না।'

'দারুণ মেয়ে তুমি!' ম্যাসন ববলেন।

ট্যাক্সি ইতিমধ্যে লোডষ্টার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে থেমেছিল।

'এখানে অপেক্ষা কর', ম্যাসন বললেন, 'একটু পরেই ফিরব।

ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ডেস্কের সামনে বসে থাকা লোকটিকে দেখে এমন ভাবে মাথা নোয়ালেন যে, ওরা কোথায় যাচ্ছে তা সে জানতে চাইলো না।

এলিভেটরে চার তলায় পেঁাছে দুজনে ষ্টিফানি ফকনারের ফ্ল্যাটের সামনে পেঁাছল।

ম্যাসন দরজায় মৃদু টোকা দিলেন।

ষ্টিফানি ভিতর থেকে বলে উঠল, 'কে?'

'মিঃ ম্যাসন।'

'আপনি একা এসেছেন?'

'সঙ্গে মিস স্ট্রিট আছেন।'

দরজা খুলল ষ্টিফানি। তার দেহে হাউসকোট, পায়ে চটি। ও বলল, 'আমি দেরিতে উঠি। সবেমাত্র প্রাতরাশ সেরেছি। কফি খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'কিছু খবরের জন্য এসেছিলাম।'

'নিশ্চয়ই খুব জরুরী তাই এত সকালে এলেন?'

'আমরা কাল যখন চলে যাই হোমার গারভিন তখন এখানেই ছিলেন?'

সায় দিল ষ্টিফানি।

'কতক্ষণ ছিলেন তিনি?'

মুখ লাল হয়ে উঠল ষ্টিফানির। সে বলল, 'তাতে আপনার কোন দরকার নেই।

ম্যাসন বললেন, 'দুঃখিত। দরকার আছে।' আপনার জানার জন্য বলি জর্জ ক্যাসেলম্যানকে মরে কাঠ হওয়া অবস্থায় আজ সকালে তার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া

গেছে।'

ষ্টিফানি একবার ম্যাসন, তারপর ডেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন।'

ম্যাসন বিছানায় রাখা এলোমেলো বালিশগুলো লক্ষ্য করে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে একটা বালিশ এক ঝটকায় সরিয়ে দিতেই একটা রিভলবার বেরিয়ে পড়ল।

'এটা কি ?'

'কি ভেবেছেন ? একটা টুথব্রাশ ?'

ম্যাসন রিভলবারটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

'খুব বেশি ভুল না হলে', ম্যাসন বললেন, 'ঠিক এই রকম একটা রিভলবারই গতকাল হোমার গারভিনের কাঁধে ছোলানো ছিল।'

ষ্টিফানি কিছুই বলল না।

ম্যাসন নিচু হয়ে অস্ত্রটা তুলে নিলেন।

'যদি জানতে চান বলছি', ষ্টিফানি বলল, 'হোমার আমার নিরাপত্তার জন্য চিন্তায় পরেছিল। সে সিণ্ডিকেটকে কিছু একটা করতে চাইছিল। ওরা আগে কি করেছে তা নিশ্চয়ই আপনার জানা।'

'সে তাই আপনার সুরক্ষার জন্য এটা রেখে যায় ?'

'ঠিক তাই।'

ম্যাসন অস্ত্রটা ঘুরিয়ে দেখলেন, একবার নলটা নাকের কাছে এনে গন্ধও শুঁকলেন, তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এতে একটা খালি কার্তুজ রয়েছে, মিস ফকনার।'

'আমার বন্দুকে খালি কার্তুজ রাখি না', ষ্টিফানি বলল। 'এটা আমার বন্দুক নয়। এটা মিঃ গারভিন আমার নিরাপত্তার জন্য রেখে যান। আমি ওটা চাইনি আর এখনও চাইনা।'

'তবু বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলেন ?'

'আপনি হলে কোথায় রাখতেন ?' ব্যাঙ্গ ঝরল ষ্টিফানির গলায়।

ম্যাসন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক যেখানে পেয়েছিলেন সেই বালিশের নিচেই রেখে দিলেন।

'এবার কি হবে ?' ষ্টিফানি জানতে চাইল।

ম্যাসন বললেন, 'আমি আপনার আইনজ্ঞ নই। আমি পুলিশ অফিসারও নই। আপনাকে প্রশ্ন করার এক্তিয়ার আমার নেই তবু জানতে চাইছি গতকাল আমরা চলে যাওয়ার পর আপনি বাইরে যান কিনা।'

ষ্টিফানি বলল, 'আপনারা চলে যাওয়ার পর আমি কোথাও যাইনি।'

ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ালেন।

'ঠিক আছে', ষ্টিফানি বলল, 'জর্জ ক্যাসেলম্যান মরেছে, সে খুন হয়েছে। সেই আমার বাবাকে খুন করেছিল। আপনি কি ভাবেন আমি দুঃখে একদম ভেঙ্গে

পড়ব ? শুনুন আপনি একজন আইনজ্ঞ। আপনি বুদ্ধিমান, কূটকৌশল জানেন। আপনি হোমার গারভিনের পক্ষে কাজ করছেন, আমার প্রতিনিধি নন। আপনি সর্বশক্তি দিয়ে আপনার মক্কেলকে বাঁচাবেন। তাকে বাঁচাতে আমাকে অবশ্যই নেকড়ের মুখে ছুঁড়েও দেবেন।'

'আমার অভিব্যক্তির এ অতি ভ্রমাত্মক বর্ণনা', ম্যাসন বললেন। 'তবে আপাততঃ তাই ধরে নেয়া চলতে পারে। এস, ডেলা।'

ম্যাসন নিষ্ক্রান্ত হলেন।

'এবার কোথায় যাওয়া হবে ?' ডেলা পেছনের দরজা বন্ধ হতেই বলল।

'এখন যেভাবেই হোক হোমার গারভিনকে খুঁজে বের করতে হবে। আশা করি পুলিশ ওকে খুঁজে পাওয়ার আগেই তা পারব।'

'তার দিকে ওরা কোন লাইন পেয়েছে ?'

'ষ্টিফানি বন্দুকের কথা জানালেই পারবে।'

'সে বন্দুকের বিষয় জানাবে ?'

'এটা নিয়ে গবেষণায় আমি রাজি নই', ম্যাসন বললেন।

'ষ্টিফানি বলবে ভাবেন ?'

'ও যদি চালু মেয়ে হয় তাহলে বলবে। ভেবে দেখ অস্ত্রটা যদি খুনের হাতিয়ার হয়ে থাকে তাহলে কি হবে।'

'আপনার ওটা নিয়ে নেয়া উচিত ছিল না ?'

'কখনও না', ম্যাসন বললেন। 'এটা আগুনের মত গরম হতো।

গারভিনের অফিসে পেঁছে এলিভেটরে চড়ে দরজার সামনে পেঁছলেন ম্যাসন। সামনেই বোর্ডে লেখা, 'হোমার গারভিন। ইনভেস্টমেণ্ট। প্রবেশ করুন।'

হাতলে হাত দিয়েই ম্যাসন বুঝলেন সেটা বন্ধ। 'কারো থাকার কথা অথচ…', তিনি বললেন।

'মনে রাখবেন তিনি সেক্রেটারিকে জবাব দিয়েছেন', ডেলা বলল।

'ঠিক আছে গার্টিকে বলে দাও গারভিনকে বাড়িতে ফোন করতে', ম্যাসন বললেন। অ্যাপার্টমেণ্টের একদিকে পাশাপাশি কয়েকটা বুথ। ম্যাসন ডেলাকে নিয়ে সেখানে যেতে ডেলা গার্টিকে ফোন করে নির্দেশ দিল।

ডেলা একটু পরে ফোন করে বলল, 'কোন সাড়া নেই, চিফ।'

'তাহলে জুনিয়র গারভিনকে ফোন কর।'

'সে মধুচন্দ্রিমায় গেছে', ডেলা বলল।

'সে মধুচন্দ্রিমা শিকাগোতেই সেরেছে। তুমি বরং বল একটা গাড়ির ব্যাপারে কথা বলতে চাইছ।'

ডেলা এবার ফোন করে বলল, 'সে ধরছে, চিফ।'

ম্যাসন রিসিভার তুলতেই শোনা গেল, 'হ্যাল্লো, গারভিন বলছি।'

'পেরি ম্যাসন বলছি, হোমার।'

'ওহ্, কেমন আছেন, কাউন্সেলর?'

'চমৎকার! অভিনন্দন জানাচ্ছি!'

'ধন্যবাদ। মানে…হঠাৎ হয়ে গেল আর কি। আমার স্বভাবই এই রকম জানেন তো।'

'একটু আসতে পারবে? দু'একটা কথা ছিল', ম্যাসন বললেন।

'কোন গাড়ি বেচতে চান?' গারভিন জানতে চাইল।

'ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত আর কি।'

'ঠিক আছে, চলে আসুন আমার এখানে।'

ম্যাসন রিসিভার রেখে ডেলার সঙ্গে আবার ট্যাক্সিতে উঠে গারভিনের ব্যবহার করা গাড়ির অফিসের ঠিকানায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় পেঁছিতেই নজরে পড়ল বিরাট একটা সাইনবোর্ড যাতে নানা ধরণের লেখা: 'গারভিনের কাছে আসুন। ভুল কললে গারভিন সংশোধন করবেন। 'আমি ক্রয় করলে ভাল', বিক্রি করলেও ভাল—গারভিন।'

ম্যাসন অফিসের সেলসম্যানকে হেসে বললেন, 'এখানকার কর্তাকে খুঁজছি—।'

হোমার গারভিন, জুনিয়রের বয়স সাতাশ, অত্যন্ত লম্বা, ঘন কালো চুল, চঞ্চল দুটো চোখ আর কিছুটা নার্ভাস প্রকৃতি। পরণে দামী পোশাক। সে টেলিফোনে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে প্রবেশ করলেন ম্যাসন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', গারভিনকে বলতে শোনা গেল, ম্যাসনকে সে লক্ষ্যও করল। 'আমার আইনবিদ এসেছেন। এই বিষয় তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। পরে ফোন করব…কখন তা বলতে পারছি না…ব্যস্ত আছি। বিদায়।'

রিসিভার নামিয়ে ম্যাসনের দিকে ফিরল গারভিন।

'কেমন আছেন কাউন্সেলর? বহুদিন দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন হলো', ম্যাসন বললেন। 'অভিনন্দন।'

তরুণ গারভিন স্মিতমুখে বলল, 'ভারি চমৎকার মেয়ে, কাউন্সেলর। কি করে যে ওকে সম্মোহিত করলাম তাই ভাবি। মনে হয় সেলসম্যানের অভিজ্ঞতাই কাজ দিয়েছে। মিস স্ট্রিট কেমন আছেন? সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।'

'ধন্যবাদ', ডেলা উত্তর দিল।

ম্যাসন বললেন, 'আমি তোমার বাবার খোঁজ করছিলাম, জুনিয়র। অফিস বন্ধ দেখলাম।'

'অফিস বন্ধ!' জুনিয়র অবাক হয়ে বলল। 'অফিস তো খোলা থাকার কথা। ইভা এলিয়টেরও তো থাকার কথা।'

'যতদূর জানি সে আর কাজ করছে না। উনি কোথায় ধারণা করতে পার?'

'না, আমি জানি না। বাবার সঙ্গে ফিরে এসে দেখাই হয়নি। আসলে—

মিঃ ম্যাসন, আমাদের মধ্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা একটু সেকেলে মানুষ আজকালকার ছেলেদের ঠিক বোঝেন না। মনে হয় বাবারও তার বাবার সঙ্গে এই রকম হয়েছিল। আমাদের জীবনও বড় দ্রুত-গতিতে চলছে। এই ব্যবসার কথাই ধরুন, আমি দ্রুত এগোতে চাই। কয়েক বছর আগে পরিস্থিতি যেমন ছিল এখন তার চেয়ে একেবারে আলাদা।'

'বাবার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কি ব্যবসা নিয়ে?' ম্যাসন বললেন।

'না, ব্যক্তিগত ব্যাপারে', গারভিন বলল। 'বাবা কোথায় বলতে পারছি না, মিঃ ম্যাসন। এসেছেন যখন একটা গাড়ি দেখবেন? খুব পছন্দ হবে। খরচও খুব বেশী হবে না চালাতে।'

'আপাতত না', ম্যাসন বললেন। 'ইভা এলিয়ট অফিসে না থাকলে কোথায় থাকতে পারে?'

'তাকে ওর ফ্ল্যাটেই পাবেন মনে হয়।'

'ঠিকানা জানো?'

'নিশ্চয়ই। একটু দাঁড়ান দেখছি।'

গারভিন ড্রয়ার থেকে একটা নোট বই বের দেখল।

'ইভা থাকে মোনাডলক অ্যাপার্টমেন্ট', ও বলল। ৩১৭ নম্বর। ফোন নম্বর প্যাসিফিক ৭-২৪৮১। তবে ওর অফিসেই তো থাকার কথা। ও খুবই দক্ষ আর নির্ভরযোগ্য। বাবাকে ওর জন্য আমিই বলি। দারুণ সেক্রেটারি ইভা। সুন্দরীও বটে ছবির মত।'

'ছবিটা দেখে নেব', ম্যাসন বললেন। 'তোমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হলে তাকে জানিও খুব জরুরী ব্যাপারে আমি দেখা করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই বলব', গারভিন বলল। আপনি একটা গাড়ি দেখবেন নাকি, মিস স্ট্রিট? খুব কমে দেব।'

'পরে হবে', ডেলা হাসল। 'আমি চাকরি করা মেয়ে।'

'তাহলে আমার কার্ড রাখুন পারলে যোগাযোগ করবেন।'

জুনিয়র ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'দুজনে গাড়িতে উঠতেই ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'এবার কোথায় যাবেন?'

'মোনাডনক অ্যাপার্টমেন্ট', ম্যাসন বললেন। 'কোথায় জানো?'

ট্যাক্সি ড্রাইভার মাথা নুইয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মিনিট দশেক লাগবে।'

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করতে ডেলা বলল, 'আমার মনে হয়, বাবা আর ছেলের ঝামেলার শুরু ছেলে শিকাগো থেকে যখন ফোনে বলে সে বিয়ে করেছে বা করতে চলেছে'।

ম্যাসন বললেন, 'সেটাই সম্ভব।'

'আপনার কি ধারণা সিনিয়রের ধারণা হয় ছেলে ষ্টিফানির প্রতি অন্যায় করেছে?'

'ঝামেলার কারণ আন্দাজ করা কঠিন', ন্যাসন বললেন। 'তবে বিয়ের ব্যাপারে ইভা এলিয়ট কি বলে সেটা জানা আগ্রহের বিষয় হতে পারে।'

'ইভা এলিয়ট আপনার প্রতি খুব সদয় হবে তা মনে হচ্ছে না।'

'কথাটা কম করেই বলছ', ম্যাসন বললেন।

'আমার তাই মনে হয় ফোন করে গেলেই ভাল হত।'

'উঁহু, ধর, সে যদি দেখা করতে অস্বীকার করে? সবচেয়ে ভাল সোজা সামনা সামনি হওয়া।'

মোনাডনক অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বিরাট দরজা। ম্যাসন তার চাবির ব্যাগ থেকে একটা চাবি লাগাতে দরজা খুলে গেল। ডেলাকে নিয়ে তিনি ৩১৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পেঁছিলেন।

ম্যাসন এরপর দরজায় টোকা দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল ইভা এলিয়টকে। সে বললে উঠল, 'আমার এখন—', ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিটকে দেখে তার কথা মাঝ পথেই আটকে গেল। ও এবার বলল, 'ওহ, আপনি, আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ।'

'আপনার সঙ্গে দু'এক মিনিট কথা বলতে চাই', ম্যাসন বললেন। 'ভিতরে আসতে পারি? ইনি আমার সেক্রেটারি মিস স্ট্রিট।'

'আমার হাতে একদম সময় নেই। আমাকে বেরোতে হবে, আর··· ।'

'মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।'

'বেশ, আসুন', হতাশ হয়েই বলল ইভা এলিয়ট।

ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট ভিতরে ঢুকলেন।

'আপনি আর মিঃ গারভিনের কাছে কাজ করছেন না?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আপনাকে ধন্যবাদ', কোন তিক্ততা ছাড়াই বলল ইভা এলিয়ট। 'না করছি না।'

ম্যাসন ভ্রূ তুলে বললেন, 'আমাকে ধন্যবাদ?'

'মিঃ গারভিন বলেছেন তিনি কোথায় ছিলেন আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল।'

'আপনি জানতেন?'

'জানতাম, কিন্তু উনি কাউকে বলতে বারণ করেছিলেন। আমার অভিধানে কাউকে বললে সবাইকে বোঝায়।'

'বুঝলাম।'

'আপনার কাছে এর মানে কি রকম?'

'যে কেউ', হেসে বললেন ম্যাসন। 'তাহলে কি ধরে নেব আমাদের মধ্যে তিক্ততা গড়ে উঠল?'

ইভা এলিয়ট বলল, 'যদি প্রশ্ন করেন তাহলে বলব পুরো গারভিন পরিবারই দুর্গন্ধে ভরা। প্রথমে ভেবেছিলাম ছেলেই খারাপ, তবে পরে বুঝেছি যেমন বাপ

তেমনই ছেলে।'

ম্যাসন বললেন, 'ভুল বোঝাবুঝির জন্য আপনি চাকরী খুইয়েছেন এটা ভাবতে পারছি না, বিশেষ করে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাই বলে।'

'এ নিয়ে ভাববেন না', ইভা এলিয়ট বলল। 'ওই বদ্ধ ঘরে বসে থাকার চেয়ে ভাল আছি। অনেক কাজ আছে আমার। এতদিন কেন ছাড়িনি তাই ভাবি।'

'ব্যাপারটা বলবেন ?' ম্যাসন বললেন।

ইভা এলিয়ট বলল, 'মিঃ গারভিন লাস ভেগাস থেকে ফিরে এসেছিলেন। তার কাঁধে কিছু বোঝা চেপেছিল ঘরে ঢুকতেই তা বুঝে নিই। তিনি ফোনে আগেই আমাকে থাকতে বলেন। অফিসে তার স্নানের ব্যবস্থা ছিল। তিনি স্নান করে ঘরে আসতেই দেখলাম তিনি খুবই ব্যস্ত। ছেলের মতই স্বার্থপর উনি। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি জানতে চাইলেন কেন কথা শুনিনি। আমি বলে দিই আমি হুকুম তামিল করি আর প্রয়োজন মনে করলে অন্য লোক রাখতে পারেন।'

'তিনি কি বললেন ?'

'বললেন সেটাই ভাল আর আমিও অফিস ছেড়ে চলে এলাম।'

'এ ঘটনা কটায় ঘটে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'উনি সকাল সকালই ওঠেন, মনে হয় পৌনে ন'টা হবে।'

'কথাবার্তাগুলো কখন হয় ?'

'ন'টার কিছু পরে।'

'আর তিনি বলেন সবে লাস ভেগাস থেকে ফিরেছিলেন ?'

'তাই বলেছিলেন।'

'তিনি কি লাস ভেগাস থেকে গাড়িতে আসেন না প্লেনে ?'

'তা জানি না। গাড়ি ছিল, তার চার পাঁচখানা গাড়ি আছে। তবে কিসে আসেন বলতে পারব না।'

'তিনি লাস ভেগাসে কদিন ছিলেন ?'

'দুদিন।'

'আপনি এবার কি করবেন ঠিক করেছেন জানতে পারি ?'

'যা করব ঠিক করেছি', ইভা এলিয়ট বলল, 'তা এর আগেই করা উচিত ছিল। স্টেজে নামব ঠিক করেছি।'

'আপনি স্টেজে আছেন জানতাম না।'

'আছি তো বলিনি···তবে কিছু যোগাযোগ আছে। আজই আমার ইন্টারভিউ, মিঃ ম্যাসন, আমি তাই দুঃখিত। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন রাগ নেই জানবেন।'

'তাহলে অফিসের কাজ আপনার শেষ ?' ম্যাসন বললেন।

'শেষ? সারা দুনিয়াকে চিৎকার করে কথাটা জানাব।...কিন্তু আর সময় নেই, এবার থাক। মিঃ গারভিনকেই জিজ্ঞাসা করুন না কি ঘটেছে।'

'আমি আপনার দিক থেকেও জানতে চাইছিলাম।'

'আমার দিকের কথা জানতে গেলে আপনাকে আজ সারা সকাল এখানে কাটাতে হবে। ওর বখাটে ছেলে আমাকে নাচানোর পর ওর বাবার অফিসে সেক্রেটারি করে দেয়। এরপর দেখি সে ষ্টিফানি ফকনারের পিছনে ঘুরঘুর করছে। তারপর ঝড়ের বেগে শিকাগোয় গিয়ে এমন এক খুকিকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে যাকে সে চেনেই না। মেয়েটি লাস ভেগাস থেকে একদিন ওর কাছে গাড়ি কিনতে এসেছিল। বেশ সুন্দরী মেয়ে ও। জুনিয়র তাকে তখন একটা গাড়ি গছিয়ে দিয়ে ওকে কব্জা করে ফেলে।

'তবে বিশ্বাস করুন ছ'মাসের মধ্যেই ওকে ছেড়ে আর একজন মেয়েলকে ধরবে ও। লোকটা কি চায় সে নিজেই জানে না...যাক অনেক দেরি হয়ে গেছে আর নয়। দয়া করে এবার আসুন আপনারা।'

'আপনার গাড়ি আছে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। আমি যাব হলিউডে। অবশ্য যদি জানতে চান তাই বললাম।'

ম্যাসন বললেন, আমরা একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনি আমার অফিস পর্যন্ত যেতে পারেন, সেটা আপনার পথেই পড়বে।'

ইভা এলিয়ট ম্যাসনের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সত্যিই আপনার মধ্যে মানবিক দিক রয়েছে। ঠিক আছে, চলুন তাহলে।'

ইভা এলিয়ট ম্যাসনের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'সত্যিই আপনার মধ্যে মানবিক দিক রয়েছে। ঠিক আছে, চলুন তাহলে।'

ইভা এলিয়ট দরজা বন্ধ করার পর সকলে নেমে এসে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

ম্যাসন অফিসে পৌঁছানোর পর ড্রাইভারকে বললেন, 'এই মহিলাকে হলিউডে নিয়ে যাবেন। আমার মিটারে কত উঠল?'

ট্যাক্সি ড্রাইভার জানাতে ম্যাসন ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

ডেলা স্ট্রিটকে নিয়ে ম্যাসন রাস্তা পার হওয়ার আগেই পাশে এসে দাঁড়ালেন হোমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ।

'বেশ, বেশ, তাহলে সকালেই পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলে দেখতে পাচ্ছি', ট্র্যাগ বলে উঠলেন। 'কিছু জুটেছে?'

'এখন সেরকম সকাল বলা যাবে না', ম্যাসন বললেন।

'তা যাবেনা বটে...আপনি অফিসে রয়েছেন ভেবেছিলাম, মিস স্ট্রিট।'

'সেখানেই ছিলাম', ডেলা জবাব দিল।

'চলুন, আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে', ট্র্যাগ বললেন।

'কি বিষয়ে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ওহ, এই খুন নিয়ে', ট্র্যাগ জবাব দিলেন। 'খুব আগ্রহ জাগানো বিষয় যাই বল। এতে তোমারও যেমন আগ্রহ জাগে আমারও তাই।'

তিনজনেই এবার চুপচাপ ম্যাসনের অফিসে পেঁছিতে চাবি দিয়ে দরজা খুললেন ম্যাসন। সকলে ভিতরে ঢোকার পর ম্যাসন ট্র্যাগকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

তিনি এবার বললেন, 'বল কি বলবে ?'

'জর্জ ক্যাসেলম্যান', ট্র্যাগ বললেন।

'তার আবার কি হলো ?'

'মারা গেছে।'

'কি ভাবে মারা গেলেন ?'

'একটা ·৮ রিভলবারের স্পর্শে।

'কখন ?'

'গত রাত্তিরে কোন এক সময়।'

'কোথায় ?'

'তার অ্যাপার্টমেন্টে এবং যতদূর জানি সেখানে আটটা নাগাদ তার সঙ্গে দেখা করেছিলে তুমি।'

'সত্যি ? খবরটা কোথায় পেলে ?'

'সেটা আমার পেশাদারি গোপনীয়তা', ট্র্যাগ বললেন। সেটা আমার কাছেই আপাতত থাকছে। এর ফলে আমি কতখানি জানি বা জানিনা সেটা আন্দাজ করতে পারবে না। এর ফলে আমার প্রশ্ন করার সুবিধে থেকে যাচ্ছে।

'আর তার ফলে আমারও সত্য এড়িয়ে উত্তর দেয়ার সুযোগ থাকছে', ম্যাসন বললেন।

'আমিও তাই ধরে নিচ্ছি', ট্রাগ বললেন। তুমি যে মিথ্যে বলবে তা নয়, ম্যাসন। তবে তোমার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দেয়ার দারুণ চাতুর্য আছে যা থেকে সঠিক উত্তর মেলা শক্ত। কথা হলো গতরাতে তুমি ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলে। কি ব্যাপারে দেখা করেছিলে ?'

'ব্যবসায়িক বিষয়ে।'

'কি ধরণের ব্যবসায়িক বিষয়ে ?'

'কোন মক্কেলের বিশেষ কাজ।'

'আবার সেই শুরু করলে', ট্র্যাগ বললেন। 'আমি জানতে চাই আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।'

'আমার মক্কেলের কথা গোপন রাখতেই অভ্যস্ত আমি', ম্যাসন বললেন, 'এটাই রীতি মাফিক।'

'কোন খুনের মামলায় এতে চমৎকার সুবিধেও হয়, তাই না ?'

'কখনও কখনও', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ চিন্তিতভাবে ম্যাসনকে যাচাই করে বললেন, 'ক্যাসেলম্যানের অন্য কারও দেখা করার কথা ছিল গত রাতে।'

'তাই বুঝি ?'

'কার সঙ্গে তোমার জানা আছে ?'

'এটুকুই শুধু জানি ক্যাসেলম্যান কাউকে কাউকে আশা করছিল।'

'তারা কে জান ?'

'এক্ষেত্রে তোমায় সাহায্য করতে পারছি না, লেফটেন্যাণ্ট।'

'সাহায্য করতে পারছ না কথাটার অর্থ ?'

'এটাই আমার কথা। আমি সাহায্য করতে পারছি না।'

'এর অনেক মানে হয়। হয় তুমি জানোনা বা বলতে পারছ না।'

'তৃতীয় এক সম্ভাবনাও আছে', ম্যাসন বললেন। 'শোনা কথার সাক্ষ্যের আদালতে কোন মূল্য নেই। আমি যখন বলছি কিছু বলতে পারব না এর অর্থ এটা শোনা কথা তাই এতে কোন সাহায্যই হবে না।'

'এটা কি ধরণের কথা ?' ডেলাকে লক্ষ্য করে বললেন ট্র্যাগ।

'এরপর ট্র্যাগ আবার ম্যাসনের দিকে তাকালেন।'

'আজ সকালে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম তুমি যাতে তোমার কোন মক্কেলের সঙ্গে আগেই কথা বলতে না পার', ট্র্যাগ বললেন। 'আমি দুঃখিত যে কৌশলটা কাজে আসেনি। আমার ধারণা মিস স্ট্রিটের দক্ষতার এতে বোধহয় কিছু করার ছিল। যাই হোক, ম্যাসন, আমরা পুলিশরা ততটা গবেট নই। যখন দেখলাম তুমি অফিসে সময়ে আসনি আর মিস স্ট্রিট অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন তখনই দুয়ে আর দুয়ে যোগ করে চারই পেয়ে যাই। আমরা ট্যাক্সি চালককে খুঁজে বের করে জেরা করলেই জানতে পারব তুমি কোথায় গিয়েছিলে। তারপর সব সাজিয়ে নিলেই বেশ আগ্রহের মত কিছু জানা যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাবে', ম্যাসন বললেন। 'আমি খুশি যে তুমি আমার কাজে কিছু ভুল ধরিয়ে দিয়েছ, ট্র্যাগ।'

'এটা বলার দরকার নেই', ট্র্যাগ বললেন। 'তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম যে আমাকে দেখা মাত্রই তুমি আর শেষের ব্লক পর্যন্ত যাবে না। অবশ্য এটা করেছ তোমার ট্যাক্সিতে যে সুন্দরী ছিল তার জন্যই। এটা করলে সে একটু আশ্চর্য হয়ে যেত। এখন প্রশ্নটা হল ওই সুন্দরী কে এবং সে তোমার সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামল না কেন ?'

'ওই স্বর্ণকেশীর নাম ইভা এলিয়ট', ম্যাসন বললেন। 'সে থাকে ৩১৭ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্টে, মোনাডনক অ্যাপার্টমেণ্ট। টেলিফোন নম্বর প্যাসিফিক ৭-২৪৮১।

সে হোমার হোরেসিও গারভিনের সেক্রেটারি হিসাবে গতকাল পর্যন্ত কাজ করেছে। ভদ্রলোক আমার একজন মক্কেল। তরুণী হলিউডে যাচ্ছিল অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে।'

'ধন্যবাদ খবরটার জন্য। দেখে নেয়া যাবে।'

'দেখে নেয়া যাবে কথাটার অর্থ ?'

'এর সঙ্গে খুনের বিশেষ সংযোগ থাকার কথা নয়, হলে তুমি তা বলতে না। যাক, ট্যাক্সিতে আর কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ?'

'কথাটা এই মুহূর্তে জানাতে পারছি না, 'ম্যাসন বললেন।

'বুঝেছি', ট্র্যাগ বললেন। এখন বলছ ইভা এলিয়ট হোমার গারভিনের সেক্রেটারি ছিলেন ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর হোমার গারভিন তোমার একজন মক্কেল ?'

'হ্যাঁ।'

'শেষ কবে তিনি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেন ?'

'আমার ধারণা আমি তার সব আইনগত সমস্যা দেখাশোনা করি', ম্যাসন বললেন। 'মাঝে মাঝেই তার কাজ করি আবার তারপর অনেকদিন যোগাযোগ হয়না।'

ট্র্যাগ আবার ডেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন, মিস স্ট্রিট। আমি প্রশ্ন করেছি হোমার গারভিন শেষ কবে ওর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। আশা করি কথার ফুলঝুরির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া থেকে আমাকে বাঁচাবেন আপনি, মিস স্ট্রিট।'

'ঘটনা হলো', ম্যাসন বললেন, 'আমি গারভিনকে খুঁজছিলাম। সোমবার বিকেল থেকে এখনও পর্যন্ত তার সন্ধান করছি।'

ট্র্যাগ একটু ভেবে বললেন, 'তুমি সোমবার বিকেল থেকে তার খোঁজ করছ ?'

'ঠিক তাই।'

'তাহলে বলতে চাইছ সোমবার বিকেল থেকে গারভিনের খোঁজ করার পর তার সঙ্গে তোমায় সাক্ষাৎ ঘটেনি ?'

হাসলেন ম্যাসন।

মাথা নাড়লেন ট্র্যাগ। তোমার উপর সব সময় নজর রাখা দরকার, ম্যাসন। তুমি কি বল কথাটা তা নয়, আসল হল কি বল না। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, হোমার গারভিন জর্জ ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

'সে গত রাতে ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করে ?' আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন ম্যাসন।

সায় দিলেন ট্র্যাগ। 'এবার আমাকে একটা প্রশ্ন করতে দাও।'

'কি ?'

গতরাত্রিতে তুমি ক্যাসেলম্যানের কাছে গিয়েছিলে আর তারপর পিছনে সিঁড়ির কাছ থেকে একজন তরুণীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাও ? একজন সাক্ষীর ধারণা আলো কম থাকলেও সে তোমাকে ঠিকই দেখেছে।'

'সত্যি ?'

'এখন কথা হলো এমন হতে পারে একজন তরুণী ক্যাসেলম্যানের বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করার পর তোমাকে টেলিফোনে বলে, 'ওহ, মিঃ ম্যাসন এখুনি আসুন, ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে ?' এমনও হওয়া সম্ভব যে তুমি জানতে চেয়েছিলে কি ঘটেছে আর সে তোনাকে বলে সে ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে তর্কাতর্কির সময় রিভলবার দিয়ে তাকে ভয় দেখাতে গেলে ক্যাসেলম্যান সেটা কেড়ে নিতে যায়, আর ওই সময় ধস্তাধস্তির ফাঁকে প্রচণ্ড শব্দ হয় আর সে ক্যাসেলম্যানকে মেঝেয় পড়ে যেতে দেখে ?

'এই সঙ্গে এটা হওয়াও সম্ভব যে তুমি তাকে পরামর্শ দাও সামনের দরজা দিয়ে বাইরে আসা বিপজ্জনক তাই সে যেন পিছনের সিড়ির কাছের দরজা দিয়ে বের হয় আর তুমি তাকে গাড়িতে নিয়ে যাবে, ইতিমধ্যে সে যেন কাউকে কিছু না বলে ?'

ম্যাসন ব্যাপারটা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তুমি বলতে চাও এরকম কোন ব্যাপার পুলিশে না জানানোর জন্য বলেছি আমি ?'

'এরকম সম্ভাবনার বিষয় ভাবছি।'

'লাশের কথা না জানানো ?'

'ঠিক তাই।'

'এটা আমার পক্ষে অপেশাদারি হয়ে যাবে না ?'

'কিভাবে ব্যাপারটা দেখছ এটা তার উপর নির্ভর করে', ট্র্যাগ বললেন। 'আইন নীতি বিভিন্ন ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে। এটা জানা ঘটনা যে তোমার ব্যাখ্যা করা নীতি সবসময় তোমা মক্কেলেরই স্বপক্ষে যায়। তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না এই নীতি তোমার মক্কেলকে জড়িয়ে ফেলুক।'

ম্যাসন একটু থেমে বললেন, 'তাহলে ধরে নিচ্ছি তোমার বক্তব্য হলো আমার কোন মক্কেলের স্বার্থ হানি না করার জন্য অন্য সব রকম নীতিই বিসর্জন দিতে আমি তৈরী ?'

'অনেকটা তাই।'

'হ্যাঁ, সম্ভাবনাটা অবশ্য লক্ষণীয়, 'স্বীকার করলেন ম্যাসন।

'তুমি প্রশ্নের উত্তর দাওনি।'

'তাহলে উত্তর দিচ্ছি। উত্তরটা হল 'না।'

'আমার সঙ্গে চালাকি করছ না ?'

'না।'

'ক্যাসেলম্যান মারা গেছে কখন জেনেছ ?'

'মিস স্ট্রিট সকালে রেডিওতে শুনেছিল।'

'আর তোমাকে জানিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন ?'

'সকালে।'

'কত সকালে ?'

'তা বলতে পারি না।'

'আর তারপরেই তুমি চাপা দিতে বেরিয়ে পড় ?'

'আমি আমার এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করি।'

'গারভিন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'আমি তাকে জানাতে চাইছিলাম ক্যাসেলম্যান মৃত। আমি ভেবেছিলাম এতে সে তার কিছু পরিকল্পনা বদল করতে পারে।'

'গারভিনের সঙ্গে দেখা হয় ?'

'না।'

'তার সঙ্গে কথা হয় ?'

'না।'

'তাহলে ধন্যবাদ ম্যাসন। আমি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম। ।আমার উপর হুকুম ছিল তোমার সাক্ষাৎকার নেয়া।'

'আমি সব সময়েই পুলিশকে সাহায্য করতে তৈরী', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ গলায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'সবাই তোমার মত সাহায্য করলে ম্যাসন, ডি'এ'র চিন্তার কিছু থাকত না।'

'থাকত না বলছ ?'

'না, আমাদের কাউকে ধরতে হতো না, কোন মামলাও লড়তে হতো না…যাক, সব কথা স্পষ্ট করে বলার সুযোগ তোমায় দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

'অবশ্য সব জেনে যদি উত্তর দিয়ে থাকো তাহলে ধরতে হবে আমরা কি চাই তা তুমি ধরেও ফেলেচ, সেটাই খারাপ। এখন আমরা গারভিনকে খুঁজছি, যদি তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয় তাহলে তাকে জানিও আমাকে যেন ফোন করে। জানিও এটা খুবই জরুরী।'

ট্র্যাগ উঠে হাই তুলে বললেন, 'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ ম্যাসন। অবশ্য সজ্ঞান সাহায্য নয়, অবচেতন মনের সাহায্য। অনেকটাই সাহায্য পেয়েছি। হ্যাঁ, একটা

কথা, রেকর্ড দেখলাম হোমার গারভিন একজন ডেপুটি শেরিফ নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাই তিনি বন্দুক বহন করতে পারেন…ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে। অনেক রাতে প্রচুর টাকা নিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়…তোমার বোধ হয় জানা নেই গারভিনের বন্দুকটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে?'

'কোন বন্দুক?'

'যেটা মিঃ গারভিনের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেন।'

'সেটা কি গারভিনের কাছেই থাকার কথা নয়?'

'তা জানিনা, নিশ্চিত ভাবেই বলছি', ট্র্যাগ বললেন। 'তবে আমরা ঠিক খুঁজে বের করব নিশ্চিত থাকতে পারো, ম্যাসন। তাহলে, সুপ্রভাত। আর তোমাকে আটকে রাখব না। জানি তুমি ব্যস্ত মানুষ, তার উপর যেহেতু আমি এসেছি তোমাকে ঢের টেলিফোনও হয়তো করতে হবে।'

'আশা করি টেলিফোনে আড়ি পাতোনি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না, না', ট্র্যাগ বললেন। 'অতদূর যাওয়ার দরকার হবেনা। তাহলে চলি, কাউন্সেলর। আপাতত বিদায়।'

ট্র্যাগ বিদায় নিলেন।

ম্যাসন ডেলাকে বললেন, 'ফোনে মেরী বার্লোকে ধর।'

'মেরী বার্লো?…ওহ, মেরী আর্ডেন। ওর পদবীটা যে বদলে গেছে মনেই থাকে না।'

ডেলা ডায়াল করতে শুরু করল।

'ধরুন চীফ, মেরী বার্লো কথা বলছে।'

'মেরী' ম্যাসন বললেন, 'খুব জরুরী ব্যাপার। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনেক ব্যাপার ঘটেছে। গারভিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। যদি সে করে তাকে বলবে তার সঙ্গে আমার এখনই দেখা হওয়া দরকার। তাকে আরও জানিও পুলিশ তার খোঁজ করতে চাইছে সে যেন সতর্ক থাকে।'

'হা ভগবান। পুলিশ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আপনি কেন ভাবছেন উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন?'

'কারণ আমি গতরাতে তাকে বলেছি তুমি দু'বার তার সঙ্গে দেখা করতে যাও। কথাটা ও জানত না। ওর সেক্রেটারি বলেছিল তুমি কোনদিন যাওনি।'

'কি দুমুখো মেয়েমানুষ—।'

'সাবধান তোমার রক্তের চাপ বাড়িও না। একটা খবর দিই—ইভা এলিয়টকে কাল ছাড়িয়ে দিয়েছে গারভিন।'

'খুব ভাল হয়েছে!' মেরী বলে উঠল, 'অফিস তবে কে দেখছে?'

'আপাতত কেউই না।'

'শুনুন, মিঃ ম্যাসন', মেরী বলে উঠল, 'আমি ফিরে যাব।'

'কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি। আমি গিয়ে আবার মিঃ গারভিনের অফিসের কাজকর্ম দেখব যতক্ষণ না অন্য সেক্রেটারি পান।'

'এটা কখনই করতে পারবে না তুমি।'

'কেন পারব না? আমার কাছে এখনও পুরনো চাবিটা আছে। সব কায়দা আমি জানি, মক্কেলদেরও চিনি, সব কাজকর্মই আমার জানা। অবশ্য আমার এই অবস্থায় আমি ইভা এলিয়টের মত অফিসের শোভা বাড়াতে পারব না তবে দরকারী ফোন ইত্যাদি ধরে কাজ চালাতে পারবো।'

'কাজটা ঠিক হবে না', ম্যাসন বললেন।

'কেন?'

'কিছু লোকের জন্য।'

হেসে উঠল মেরী। 'আমি সপ্রতিভ থাকব ভাববেন না।'

'যা ভাবছ অবস্থা তা নাও থাকতে পারে। যেসব লোক গারভিনের খোঁজ করতে পারে তাদের গায়ে সরকারী উর্দি থাকতে পারে।'

একটু ভেবে মেরী বলল, 'ইঙ্গিতের জন্য ধন্যবাদ। আমি ট্যাক্সিতে যাব। মিঃ গারভিনের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যাতায়াতের জন্য শুধু ট্যাক্সি ভাড়া পেলেই চলবে।'

'হ্যাঁ, পরিকল্পনা ভালই', ম্যাসন বললেন।

তিনি রিসিভার নামিয়ে ডেলার দিকে ফিরলেন।

'আমি বাইরে যাচ্ছি ডেলা, তবে গাড়িতে নয়, ট্যাক্সিতে।'

'কোন সাক্ষী দরকার আছে?' ডেলা বলল।

'না, তবে তুমি অফিসেও থেকো—', ফোন বেজে উঠতে থেমে গেলেন ম্যাসন।

ডেলা ফোন তুলে বলল, 'কি ব্যাপার, গার্টি? হ্যাঁ, মিঃ ম্যাসন নিশ্চয়ই কথা বলবেন।··· হোমার গারভিন কথা বলবেন, চিফ।'

ম্যাসন ফোন নিয়ে বললেন, 'হ্যাল্লো, হোমার। কোথায় আছ?'

গারভিন বললেন, 'মন দিয়ে শোন, ম্যাসন। সামান্য কটা কথাই বলতে পারব।'

'বলে যাও।'

'এ সম্ভাবনা আছে যে ষ্টিফানি ফকনারই আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ক্যাসেলম্যানকে গুলি করে মেরেছে। আমি চাই যে তুমি তাকে বাঁচানোর সব রকম ব্যবস্থা করবে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'কিন্তু তুমি কোন চুলোয় বসে আছ?'

'আমি এখন এক······', গারভিন বলে উঠলেন।

'কি বলতে চাইছ?'

'আমি পুলিশকে ভুল পথে চালাতে চাইছি তাই·········হতে চাই। আমি যদি

কোন রকমে পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারি আমিই দোষী তাহলে ষ্টিফানির দিকে মন দিতে ওদের অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

'এক মিনিট দাঁড়াও', ম্যাসন বললেন সতর্ক করে। একাজ মারাত্মক হবে। তুমি নিজেও নিষ্কলুষ থাকবে না।'

'আমি তা চাইও না।'

'পালিয়ে থাকা অপরাধের কারণ ধরে নেয়া হতে পারে আর তা সাক্ষ্য হিসেবে ধরাও হতে পারে।'

'ঠিক আছে তাহলে পালিয়েই যাব।'

'তুমি তা করতে পার না', ম্যাসন বললেন। 'তুমি নিজের উপর প্রমাণ চাপাতে পারো না। এর জন্য তোমার গারদেই স্থান হতে পারে।'

'সব ঠিক আছে। তুমি ষ্টিফানিকে বাঁচাও। আমি নিজেকে বাঁচাব। তোমার প্রথম দায়িত্ব ষ্টিফানি। এজন্য যা করা দরকার তাই করা চাই।'

'তুমি জড়িয়ে পড়লেও?'

'আমি জড়িয়ে পড়লেও।'

'ব্যাপার কি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'যেহেতু তোমার ছেলে ষ্টিফানির সঙ্গে মেলামেশা করার পর—।'

'কারণ', গারভিন বাধা দিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে আমি ভালবাসি। মনে হচ্ছে, বরাবর ভালবেসে এসেছি। নিজের কাছেই স্বীকার করতে ভয় পেতাম কথাটা। ব্যাপারটা তোমায় একান্ত বিশ্বাস করি বলেই বলছি, ম্যাসন যদি কাউকে বলে ফেল তাহলে মাথা ভেঙে দেব। ডেলা স্ট্রিটকেও বলবে না। কেন জানতে চেয়েছ তাই বললাম।'

ম্যাসন চিন্তিত ভাবে কিছু ভাবতে চাইলেন।

'লাইনে আছ?' গারভিন বললেন।

'আছি', ম্যাসন বললেন। তোমাকে একটা খবর দিই। ইভা এলিয়টের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে চিরকালের মতই তোমার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।'

'এ হতে পারে না', গারভিন বললেন। 'কাউকে জোগার করে দিতেই হবে।'

'ইতিমধ্যেই তা করেছি', মাসন বললেন। 'আমি ফোনে মেরী বার্লোকে সব বলেছি। সে ট্যাক্সি নিয়ে তোমার অফিসে গেছে। সে সব সামলাবে।'

'উঃ, মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। মেয়েটাকে আশীর্বাদ করা দরকার। ওর বাচ্চা হতে যাচ্ছে বলছিলে না?'

'ন' সপ্তাহের মধ্যে।'

'যতদিন পারে ওকে থাকতে বল। আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন তোমার যোগাযোগ হবে না। আমাকে খুঁজেও পাবে না।

'চুলোয় যাক।' ম্যাসন বলে উঠলেন। এরকম করা কখনও উচিত হবে না।

তুমি… ।'

ওপাশ থেকে খট করে লাইন কেটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল ।

ডেলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভ্রূ তুলল ।

ম্যাসন বললেন, 'ও আমাকেও জড়িয়ে ফেলছে । ও বলল আমাকে ষ্টিফানি ফকনারকে রক্ষার কথা বলল ।'

'আপনার দিকের কথা আমি শুনেছি', ডেলা বলল । 'ও'র কথা শুনিনি । কি বললেন গারভিন ।'

হাসি ছড়ালো ম্যাসনের মুখে । 'সে কথা এমন কি তোমাকে বললেও ও আমার মাথা ভেঙে দেবে……যাক, আমি এখন বেরোচ্ছি, আসতে এক ঘণ্টা লাগবে । কোথায় যাচ্ছি তোমার কোন ধারণা নেই, বুঝেছ ?'

'একটু আন্দাজ করব ?'

'নিশ্চয়ই ।'

'আপনি হোমার গারভিনের অফিসে যাচ্ছেন এটাই দেখতে যে সেখানে এমন কোন সূত্র না থাকে যা পুলিশ পেতে পারে ।'

'মতলবটা ভালই', ম্যাসন বললেন । 'দারুণ । তবে ঝামেলা হলো এতে দুটো ভুল আছে ।'

'কি ?'

'প্রথমত একজন অ্যাটর্নি' হয়ে আমি সাক্ষ্য নষ্ট করতে পারিনা আর দ্বিতীয়তঃ আমার আরও জরুরী কাজ রয়েছে । তোমার জানা উচিত একজন অ্যাটর্নি' সাক্ষ্য গোপন বা নষ্ট করতে পারে না । এটা অপরাধ । আরও মনে রাখবে একজন অ্যাটর্নি'র কল্পনাশক্তি থাকলে, সে যদি মক্কেলকে নিরপরাধ ভাবে তাহলে অনেক কিছুই সে করতে পারে । দুটো ব্যাপারে আমাদের নিজেদের ধন্যবান জানানো উচিত ।'

'কি ?'

'প্রথমতঃ আমরা পুলিশের আগেই জানি তারা ট্যাক্সির গতিপথ যাচাই করবে আর দ্বিতীয়তঃ হোমার গারভিনের স্ত্রী জেদ ধরেছিলেন তাদের প্রথম সন্তানের নাম হোমার জুনিয়র রাখতে হবে ।'

ডেলা কপালে হাত বুলিয়ে বলল, 'কিছুই বুঝলাম না ।'

□ আট □

ম্যাসন তার গাড়ি জুনিয়র হোমার গারভিনের ব্যবহৃত গাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে পৌঁছতেই একজন সেলসম্যান এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার গাড়ি বিক্রি করবেন?'

ম্যাসন মাথা ঝাঁকালেন, 'আমি গারভিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

একটু এগিয়ে 'ব্যক্তিগত' লেখা দরজা ঠেলে ঢুকলেন ম্যাসন। সেলসম্যানও নাছোরবান্দার মত তার পিছনে এল।

ম্যাসনকে দেখে মুখ তুলে তাকাল জুনিয়র।

'এই লোকটার হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাই বলতে পার? আমি তোমার সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে চাই। খুব জরুরী।'

'একটাই রাস্তা আছে', হেসে বলল গারভিন। তারপর সেলসম্যানকে সে বলল, 'মিঃ ম্যাসনের গাড়িখানা একটু চালিয়ে ঘুরে এস।' তারপর সে ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন, মিঃ ম্যাসন, কি ব্যাপার?'

ম্যাসন দরজা বন্ধ হতেই বললেন, 'তোমার কোন বন্দুক আছে?'

'ব্যাপার কি বলুন তো?'

'আমি জানতে চাই তোমার কোন বন্দুক আছে কিনা?' ম্যাসন বললেন, 'এত নগদ টাকা যখন থাকে তখন নিশ্চয়ই বন্দুক দরকার।'

'হ্যাঁ আছে', গারভিন বলল।

'এর পারমিট আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। আপনি নিশ্চয়ই ভাবন না— ।'

'তোমার ডেস্কে রাখা বন্দুকটা একবার দেখাও', ম্যাসন বললেন।

গারভিন একটু অবাক হয়ে তাকাল, তারপর ডেস্কের ড্রয়ার টেনে একটা বন্দুক তুলে ম্যাসনের দিকে ঠেলে দিল।

ম্যাসন বন্দুকটা তুলে ভাল করে দেখে বললেন, 'চমৎকার বন্দুক হোমার। তোমার বাবার যেটা আছে এটা তারই জোড়া।'

'সবচেয়ে ভাল ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, মিঃ ম্যাসন। এটা বাবা দিয়েছেন। এটা অনেকটা··· ।'

ম্যাসন হঠাৎ ট্রিগার টানলেন।

গুলির শব্দে সারা অফিস ঝমঝম করে উঠল। গুলিটা গারভিনের পালিশ করা মেহগিনী টেবিলের খানিকটা উপড়ে নিয়ে দেয়ালে বিঁধল।

'এই! মূর্খ কোথাকার!' গারভিন চিৎকার করে উঠল। 'শিগগির নামিয়ে রাখুন ওটা!'

ম্যাসন হতভম্ব হয়ে বন্দুকটা লক্ষ্য করে চলেছিলেন।

ঠিক তখন অফিসের দরজা খুলে ভীতা সেক্রেটারি মুখ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন সেলসম্যান ম্যাসনের দিকে এগিয়ে এল।

'ওটা নামিয়ে রাখুন না হলে আপনার চোয়াল ভেঙে দেব!' সে বলে উঠল।

ম্যাসন তখনও তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান!। এটায় যে গুলি ভরা রয়েছে জানা ছিল না।'

গারভিন তার কর্মচারিদের বলল, 'ঠিক আছে, ইনি আইনজ্ঞ মিঃ পেরি ম্যাসন।'

'ডাকাতির ব্যাপার নয়?' একজন জানতে চাইল।

মাথা ঝাঁকাল গারভিন।

ম্যাসন দুঃখিত ভাবে ডেস্কের দিকে তাকালেন, 'ট্রিগারটা একটু পরীক্ষা করতে চাইছিলাম আর কি—। চমৎকার জিনিস।'

'চমৎকার বলেই আমি রেখেছি', গারভিন বলল। 'খুব সূক্ষ্ম কাজ। আত্ম-রক্ষার জনাই গুলি ভরে রাখি। চোর ডাকাত এলে খালি বন্দুক কাজে আসে না।'

ম্যাসন বন্দুকটা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এসব জিনিস নাড়াচাড়া করা আমার উচিত নয় মনে হচ্ছে।'

গারভিন শুষ্কস্বরে বলল, 'আদালতে এসব জিনিস সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল দেখা যায় আপনাকে শুধু মক্কেলদের কাছেই অন্যরকম।'

ম্যাসন সেক্রেটারি আর সেলসম্যানদের দিকে ফিরে বললেন, 'গোলমাল সৃষ্টির জন্য আমি দুঃখিত। মনে হচ্ছে কর্তার জন্য একটা নতুন টেবিল আনিয়ে দিতে হবে আমাকে।'

'যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিও', গারভিন বলল।

'ঠিক আছে, এবার বলুন', গারভিন বলল। 'আপনি পেরি ম্যাসন ছাড়া আর কেউ হলে কাজটা আসল বলে ভাবা চলত।'

হাসলেন ম্যাসন। 'বন্দুকটা পকেটে ভরে আমার সঙ্গে এস।'

'বন্দুকটা নিয়ে?'

'হ্যাঁ। এটার দরকার হতে পারে।'

'ঠিক আছে, তাহলে আর একটা গুলি ভরে নিই।'

'না না, ঠিক যেমন আছে থাক', ম্যাসন বললেন।

'কোথায় যাব আমরা?'

'একটু ঘুরে আসতে।'

গারভিন ফোন তুলে একজন কর্মচারিকে এক্স-৬০ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়ে ম্যাসনের দিকে তাকাল। 'টেবিলটা ভালই ছিল। ব্যাপারটা কি বলুন তো, মিঃ ম্যাসন?'

'ব্যাপার হল', ম্যাসন বললেন, 'আমি চাই ওই এক্স-৬০ কাজটা একবার চাক্ষুস

দেখিয়ে দাও।'

'খুব ভাল লাগবে আপনার। এরকম জোরালো গাড়ি আর পাবেন না। এই গাড়ি অন্য সব গাড়ির আগে ছোটে নিজের চোখেই দেখবেন।'

'তাহলে চল, দেখেই নিই', ম্যাসন বললেন।

'চলুন', গারভিন বসে দরজা খুলে ধরল।

একটা গাড়ির সামনে এসে দরজা খুলল এবার গারভিন।

'উঠে পড়ুন, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন চমৎকার স্পোর্টস গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলেন।

'এ রকম গাড়ি কখনও চালিয়েছেন?'

'না।'

'একবার দেখে নিন', গারভিন বলল। 'লোকে হিংসে করবে আপনাকে।'

'এ গাড়ি আমার যোগ্য নয়, গারভিন', ম্যাসন বললেন। 'আরও দশ বছর বয়স কম হলে হত।'

'ঠিক উল্টো', গারভিন বলল। 'আপনার চেয়ে কম বয়সের কাউকে এ গাড়ি বিক্রি করা উচিত নয়। অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে আসল। কিন্তু বলুন তো, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'অনেক জায়গায়', ম্যাসন বললেন?

দুজনে এরপর গাড়িতে উঠতে ম্যাসন গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। কিছুক্ষণ চালানোর পর ম্যাসন একটা পাশের রাস্তায় ঢুকলেন।

গারভিন আচমকা বলে উঠল, 'হেই! একটু দাঁড়ান! এখানে কি?'

ম্যাসন লোডস্টার অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে গাড়ি থামালেন।

'এখানে কিছু কাজ আছে।'

'দাঁড়ান—দাঁড়ান! গারভিন বলে উঠল। 'আপনার মনে কি আছে জানিনা তবে আমার উত্তর হলো 'না'।'

'চলে এস', ম্যাসন বললেন।

'আমি একজন বিবাহিত পুরুষ', গারভিন বলল।

'কি রকম লাগছে?'

'এখনও জানিনা', গারভিন উত্তর দিল। তবে অভিজ্ঞতাটা সুখের, সুবিধে আর অসুবিধেও আছে তবে এটা আমি জানি দুনিয়ার অন্যতম সেরা একটি মেয়েকেই আমি পেয়েছি তাই আমাদের সুখকে কোনভাবে নষ্ট হতে দেবনা আমি।'

'আমিও সেটা হতে দেব না', ম্যাসন বললেন। 'এখন চলে এস।'

'আপনার মতলব কি বলুন তো? আমাকে কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে না···?'

ম্যাসন উত্তর দিলেন, 'তোমার মুখ বন্ধ রেখে শুধু শুনে যাবে। কিছু বলার

থাকলে শুধু মাথা নোয়াবে।'

'আশা করি কি করতে চলেছেন তা জানেন।'

'আশা করি জানি। এখন চল, সময় বেশী নেই', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন আগে আগে চলে ষ্টিফানি ফকনারের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন।

একটু পরেই দরজা সামান্য ফাঁক হলো।

'কে ?' ষ্টিফানি ফকনারের গলা শোনা গেল। ম্যাসনকে দেখেই ও বলে উঠল, 'ওহ, মিঃ ম্যাসন, আপনি ?' পরক্ষণেই হোমার গারভিন, জুনিয়রকে দেখে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'ব্যাপারটা সহজ ভাবে নাও, ষ্টিফানি', গারভিন বলল। 'যা দেখছ এর সবটাই মিঃ ম্যাসনের তৈরী, আমায় কোন হাত নেই।'

'চুপ!' ম্যাসন বলে উঠলেন। 'চুপ করে ভিতরে চল।'

ষ্টিফানি সরে যেতে ম্যাসন গারভিনকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'অভিনন্দন, হোমার।' ষ্টিফানি বলল।

'তোমরা দুজনেই মুখ বন্ধ রাখ', খিঁচিয়ে উঠলেন ম্যাসন। 'আমাদের হাতে সময় নেই। ষ্টিফানি, হোমার গারভিন তোমার নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত। ওর সবে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তুমি এখনও ওদের প্রিয় বন্ধু আছ। তোমার বাবার জীবনের ওই ঘটনা সত্ত্বেও সে জানতে পেরেছে ওই সিণ্ডিকেটের সঙ্গেই কথাবার্তা চলেছে, তাই সে মনে করে তোমার নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা করা দরকার।'

'ওর নিরাপত্তার জন্য!' গারভিন বলে উঠল।

'চুপ! ম্যাসন তীব্রস্বরে বললেন। 'ওকে বন্দুকটা দাও।'

গারভিন সামান্য ইতস্তত করে পকেট থেকে বন্দুকটা বের করল।

'ওটা নাও, ষ্টিফানি', ম্যাসন বললেন।

'ওটা নিয়ে কি করব ?'

'বালিশের তলায় রেখে দিতে পারবে', ম্যাসন বললেন।

গারভিন বলে উঠল, 'একটা গুলি খরচ করা হয়েছে, মিঃ ম্যাসন।'

'চুপ করে থাকো!' ম্যাসন বললেন। 'তুমি কথা দিয়েছ কোন কথা বলবে না অথচ দেখছি সব কথা তুমিই বলছ।'

ম্যাসন এরপর ষ্টিফানি ফকনারের দিকে তাকালেন।

'ষ্টিফানি, হোমার গারভিন তোমার নিরাপত্তার জন্য খুব চিন্তিত। সে তাই তোমাকে একটা বন্দুক দিতে চায় যাতে আত্মরক্ষা করতে পারো। এতে কোন গোপনীয়তা নেই, কোন ধোঁকার ব্যাপারও নেই। কেউ যদি জানতে চায় বন্দুকটা কোথায় পেয়েছ তাকে সোজা বলতে পারবে হোমার গারভিন দিয়েছে। কেউ বন্দুকটা

দেখতে চাইলে তাকে দেখাতেও পারবে বাধা নেই।

'লক্ষ্য করে দেখবে বন্দুকের একটা গুলি খরচ হয়েছে। বন্দুকটা যখন হাতে পাও তখন ওই রকমই ছিল। তোমার কোন ধারণাই নেই কে কখন সেটা ছুঁড়েছিল। কেউ এই প্রশ্নের উত্তর চাইলে বলবে হোমার গারভিন বলতে পারে। কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছ বলে ধন্যবাদ। মিঃ গারভিন তোমার রক্ষার জন্য ভেবেছেন বলে তারও প্রশংসা করি।

'এই সব। চল, হোমার।'

ম্যাসন দরজা খুললেন। ষ্টিফানি একটু বিহ্বল হয়েই দুজনের দিকে তাকাল। বন্দুকটা ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলে দেখা যাচ্ছিল।

হোমার গারভিন বলে উঠল, 'খবরের কাগজে পড়ার আগেই তোমাকে বলা উচিত ছিল, ষ্টিফানি, শুধু আমি—।'

'ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, হোমার', ষ্টিফানি বলল। 'যা ভাবছ তার চেয়ে ঢের বেশীই আমি হয়তো জানি। তোমার ছটফটে চরিত্র আমার জানা। তাই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠায় বাধা নেই।'

এ কথায় হোমার গারভিন এগিয়ে এসে ষ্টিফানির সঙ্গে করমর্দন করল।

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'হোমার গারভিন তুমি না এলে আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।'

'তাহলে চলি, সোনা', হোমার গারভিন বলল, 'ওই লোককে একটা গাড়ি বেচতে চলেছি।'

ম্যাসন গারভিনকে সঙ্গে নিয়ে এলিভেটরে চড়ে নিচে নেমে আসতেই ম্যাসন হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'ওইদিকে চল শিগগির।'

লবির দিকে বেশ কয়েকটা টেবিলে কিছু সাময়িক পত্র ছড়িয়ে রাখা ছিল। ম্যাসন একটা চেয়ারে বসে গারভিনকে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে একটা পত্রিকা নিয়ে ওর হাতেও একটা গুঁজে দিলেন।

তখনই অ্যাপার্টমেণ্টের দরজা খুলে গেল আর হোমিসাইড দপ্তরের লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ আর সার্জেণ্ট হলকোম্বকে ম্যাসন সকালে যে ট্যাক্সিতে চড়েছিলেন তার চালককে নিয়ে এলিভেটরে উঠতে দেখা গেল।

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'চল, যাওয়া যাক। আশা করি ওরা স্পোর্টস কারটা দেখেনি।'

'দেখেনি মানে?' গারভিন বলে উঠল। 'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি', ম্যাসন বললেন। 'আমার সঙ্গে কারবার করতে গেলে চিরাচরিত কিছু হওয়াই ভাল।'

□ নয় □

সওয়া দুটোর সময় ম্যাসনের ব্যক্তিগত অফিসের টেলিফোন সশব্দে বেজে উঠতে ডেলা বলল, 'মেরী বার্লো ফোন করেছে, খুব জরুরী।'

ম্যাসন ফোনে মুখ রেখে বললেন, 'হ্যাল্লো, মেরী। পেরী ম্যাসন বলছি।'

'ওহ্, মিঃ ম্যাসন, অফিসে হোমিসাইড থেকে দুজন অফিসার এসেছেন, লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ আর সার্জেণ্ট হলকোম্ব। ওদের কাছে মিঃ গারভিনের অফিসে রক্তের দাগ, রক্তমাখা পোশাক বা এই রকম কোন জিনিষ এক জর্জ ক্যাসেলম্যানর মৃত্যুর জন্য সাক্ষ্য হিসাবে আছে কিনা সার্চ করার ওয়ারেণ্ট আছে। বলুন, আমি কি করব?'

'সব চেয়ার মুছে সাফ করে ফেল', ম্যাসন বললেন, 'তারপর ওদের আসতে দাও। ওদের বলে দেবে ইচ্ছে মত সব পরীক্ষা করুক ওরা। ওরা কিছু নিয়ে গেলে তার একটা তালিকা রেখে দেবে। সার্জেণ্ট হলকোম্বকে আমার তরফে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দিও টেবিলে যেন সিগারেটের ছাই না ফেলে সে।

'তাই করব', মেরী বলল।

'ওরা চলে গেলে ফোনে জানিও আমাকে।'

ম্যাসন ফোন নামিয়ে ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন, 'গোলমাল শুরু হলো। এবার পল ড্রেকের কাছে চললাম। দরকার পড়লে খবর দিও।'

তিনি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে 'পল ডিটেকটিভ এজেন্সী' লেখা দরজা ঠেলে ঢুকলেন।

'পল আছে?' তিনি রিশেপশনিষ্টকে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ভিতরে চলে যান।'

ড্রেকের অফিস প্রায় বারান্দার শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে। ম্যাসন ঢুকেই ড্রেককে টেবিলের পিছনে বসে কিছু কাগজে চোখ বোলাতে দেখলেন।

'হাই, পল।'

'হাই, পেরি।'

'কোন কাজ চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

'জর্জ ক্যাসেলম্যান।'

'সে গতরাতে খুন হয়', ড্রেক বলল।

'খুন সম্পর্কে তুমি ওয়াকিবহাল দেখতে পাচ্ছি, তাই না?'

'মনে হচ্ছে তুমিও তাই।'

হাসলেন ম্যাসন। 'আমি মৃত্যুর সময় জানতে আগ্রহী। এর সঙ্গে পুলিশ কাউকে সন্দেহ করে কিনা, কিছু সূত্র তারা পেল কিনা, আর ক্যাসেলম্যান সম্পর্কে যা যা জানা যায়। আমার প্রস্তাব হচ্ছে খোঁজটা লাস ভেগাস থেকেই শুরু করবে।'

'কিছু খবর এখনই দিতে পারি', ড্রেক বলল। 'ক্যাসেলম্যান ছিল এক মস্ত ঘোড়েল ধান্দাবাজ।'

'জুয়ারী?'

'ঠিক তা নয়, তবে খেলোয়াড় লোক।'

'তোমাকে একটা সূত্র দিচ্ছি শুনে নাও। হয়তো মনে আছে তোমার কয়েকমাস আগে গ্লেন ফকনার নামে একজন খুন হয়?'

'ওহ হ্যাঁ, গ্যাংস্টারদের খুন, তাই না?'

'না, তা নয়', ম্যাসন বললেন। 'অন্তত আমার মনে হয় না, যদিও পুলিশের হিসেব তাই। তারা কিছুই এগোয় নি। যেহেতু ক্যাসেলম্যানের জুয়ার দুনিয়ায় কিছু যোগাযোগ ছিল আর গ্লেন ফকনারেরও তাই, পুলিশ মৃতের মেয়ে স্টিফানি ফকনারের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।'

'তুমি তার প্রতিনিধিত্ব করছ?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'আমি তার স্বার্থ দেখছি, পল।'

'ঠিক আছে, আমি কাজে নামছি। কাজটা কি রকম। ছোট, মাঝারি না বড় মাপের?'

'খবর জোগাড় করতে যা মনে হয়, তাই', ম্যাসন বললেন।

ড্রেক ফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'ঠিক আছে পেরি, এখনই লোক লাগাচ্ছি। সদর দফতরের প্রেসরুমে আমায় একজন লোক আছে।'

'তাকে কান খোলা রাখতে জানাও, আর কিছু খবর পাওয়ামাত্র আমাকে জানাবে।'

ম্যাসন বিদায় নিয়ে নিজের অফিসে ফিরলেন বারান্দায় তার সঙ্গে ষ্টিফানি ফকনারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'তুমি এখানে?' ম্যাসন অবাক হয়ে বললেন।

'ওহ, মিঃ ম্যাসন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'আমার ঘরে চল', ম্যাসন বলে ষ্টিফানিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ডেলার দিকে ফিরে বললেন, আমার একজন সঙ্গী আছে ডেলা।'

ষ্টিফানিও অফিসে ঢুকল।

'কি ব্যাপার বল?'

'পুলিশ আমার অ্যাপার্টমেণ্টে এসেছিল আপনি চলে যেতেই। বন্দুকটা তখনও টেবিলেই ছিল। আমি প্রথমে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা, তারপর স্কার্ফ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করি।'

'তারপর?'

'ওরা বন্দ্বকটা নিয়ে নেয়। তারপর গন্ধ শোঁকার পর জানতে চায় আমি ওটা কোথায় পাই।'

'তুমি কি বলেছ?'

'আমি বলেছি হোমার গারভিন ওটা আমার আত্মরক্ষার জন্য দিয়েছে কারণ ওর ধারণা আমার প্রাণের ভয় আছে।'

'তুমি ওদের বলনি হোমার গারভিন সিনিয়র না জ্বনিয়র?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বলা উচিত ছিল?'

'তা জানিনা', ম্যাসন বললেন।

'যাই হোক, যেটুকু পেরেছি তাই বলেছি। ওরা জানতে চাইছিল শেষ কখন মিঃ গারভিনকে দেখি।'

'তুমি কি বললে?'

'বলেছি সকালে তার সঙ্গে দেখা হয়। কথাটায় ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর বেশ কয়েকটা ফোন করে দ্রুত চলে যায়।

'আর কোন প্রশ্ন করেনি?'

'না।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'ওরা আবার প্রশ্ন করবে। এবার তোমাকে কি করতে হবে বলছি।'

'কি?'

'ওদের বলবে আমি হাজির না থাকলে কোন প্রশ্নের জবাব দেবেনা তুমি।'

'কিন্তু···কিন্তু, মিঃ ম্যাসন, এর মানে তো···অপরাধ প্রায় স্বীকার করা?'

'ওরা তাই ভাবতে পারে', ম্যাসন বললেন। 'তবে আমরা সীমাহীন কোন খেলাই খেলতে চলেছি। আর কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেবে না। কটা বেজেছে, আবহাওয়া কি রকম এরকম কোন প্রশ্নেরও না। বুঝেছ?'

'আপনি যখন বলছেন তাই করব।'

'আমিই বলছি। গারভিন আমাকে তোমার স্বার্থ দেখতে বলেছে।'

'মিঃ ম্যাসন, আমি···আপনাকে একটা কথা বলা উচিত। হোমার গারভিন গত রাত্তিরে ফিরে এসেছিল—

'সিনিয়র না জ্বনিয়র?'

'বাবা।'

'ঠিক আছে, তারপর কি হয়?'

'সে বলে সে ঘ্বমোতে পারছিল না তাই আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। আমরা অনেকক্ষণ কথা বলি।'

'সে কখন বিদায় নেয়?'

'কথাটা হল···মানে, প্রায় মাঝ রাত্তিরে।'

'চমৎকার', ম্যাসন বললেন। 'যাই হোক কোন প্রশ্নের জবাব দেবেনা। আর সহজে ধরাও দিও না।'

'আপনার এ কথার মানে ?'

ম্যাসন একথায় ডেলার দিকে তাকালেন, 'ওর পোশাকটা তোমার ভাল লাগছে, ডেলা ?'

'খুবই', ডেলা স্ট্রিট বলল।

'আমার লাগছে না', ম্যাসন বললেন। 'ওই পোশাকে ভাল ছবি উঠবে না··· কালো আর সাদা ডোরাকাটা একটা পোশাক আনতে কতক্ষণ লাগতে পারে যা পরলে সুন্দর ছবি উঠবে ? সামনে গলার দিকে ভি কাট থাকা চাই ?'

'বেশি সময় লাগবে না', ডেলা বলেই ম্যাসনের মুখ দেখে সামলে নিল। 'অবশ্য লাগতেও পারে যে রকম ভাবছেন।'

'দেখছ', ম্যাসন ষ্টেফানিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি এবার কেনাকাটা করতে যাচ্ছ।'

'কখন ?'

'এক্ষুণি। সঙ্গে টাকা আছে ?'

'আছে।'

'তাহলে বেরিয়ে পড়। দোকানে ঢুকে সকলের নজরে পড়ার চেষ্টা করবে। বহু পোশাক ঘাঁটা চাই যাতে সেলসগার্ল'রা তোমার কথাটা মনে রাখে।'

'তারপর ?'

'তারপর আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবে', ম্যাসন বললেন। অফিস বন্ধ থাকলে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীতে ফোন করে তুমি কে বলে খবরটা দেবে। তোমার সঙ্গে যখন ইচ্ছে যেন যোগাযোগ করতে পারি।'

'পুলিশের সঙ্গে কথা বলব না ?'

'একদম না। কাগজের লোকের সঙ্গেও না। আমি হাজির না থাকলে কারও সঙ্গেই না। মনে থাকবে ?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য বন্দুকটা কোথায় ?'

'এমন জায়গায় যেখানে কেউ খোঁজ পাবে না।'

'ঠিক জান ?'

'ভাল করেই জানি।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'এবার কেনাকাটার কাজ।'

ষ্টেফানি ফকনার বেরিয়ে যেতেই ডেলা বলল, 'সাক্ষ্য প্রমাণ চেপে রাখা অপরাধ ?'

'ওহ, নিশ্চয়ই। তবে মক্কেলকে কথা বলতে বারণ করা অপরাধ নয়। আর মক্কেলের স্বার্থ রক্ষায় ব্যার্থ হওয়া আইনজ্ঞের পক্ষে নীতি বিরোধী।'

ডেলা স্ট্রিট ম্যাসনের মুখভাব লক্ষ্য করে জোরে হেসে উঠল।

□ দশ □

ডেলা স্ট্রিটের টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

ম্যাসনই রিসিভার তুললেন, 'কি ব্যাপার, গার্টি? কে? মেরী বার্লো? ওকে দাও।'

মেরী বার্লোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, 'হ্যাল্লো।'

'ব্যাপার কি?' ম্যাসন বললেন।

'সব ঠিক আছে।'

'সার্চ শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ'

'ওরা কিছু নিয়ে গেছে?'

'কিছুই না। ঘাটাঘাটি করে ওরা বেশ হতাশ হয়ে চলে গেছে।'

'ওটা ফাঁদও হতে পারে', ম্যাসন সতর্ক করে দিলেন। 'অফিস কেমন চলছে?'

'এত এলোমেলো আগে দেখিনি।'

'মানে?'

'মেয়েটা কাজকর্ম কিছু জানত মনেই হয় না। আমি কিছু নকল ফাইল পেয়েছি, বাকি সব উল্টোপাল্টা জায়গায়। বিলগুলো কিভাবে মেটানো হয় তাও বুঝছি না।'

'যেমন?'

'যেমন ধরুন, আমি চলে যাওয়ার সময় মিঃ গারভিন সীফোর্থ অ্যাভিনিউতে যে বাড়িটা কিনেছেন তার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সারাতে তিন হাজার ডলার খরচ হয়েছে। এতটাকা ভাবাই যায় না।'

'হয়তো বিভিন্ন অ্যাপার্টমেন্টে টেলিভিসন লাগানো হয়', ম্যাসন বললেন।

'যাই হোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

'ঠিক আছে, তাই কর। গারভিন ফোন করলে বলবে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তাকে কি সার্চ ওয়ারেন্টের কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই', ম্যাসন বললেন। 'যতটুকু জান তাকে জানাতে পার।'

ফোন নামাতেই ম্যাসন দরজায় পল ড্রেকের সাংকেতিক টোকা শুনতে পেলেন।

'ভিতরে এস, পল', তিনি বললেন।

ড্রেক ভিতরে ঢুকে মক্কেলদের জন্য রাখা চেয়ারে বসে পা তুলে দিল।

'সব ওলোট পালোট হয়ে গেছে পেরি', ড্রেক বলল।

'কি হয়েছে ?'

'আমার ভয় হচ্ছে তুমি কিছু বিশ্রী প্রচারের বিষয় হয়েছ, পেরি।'

'ব্যাপার কি ?' ম্যাসন ভ্রূ তুলে বললেন।

'কাকের ডাক বলে কাগজটা যে চালায় সেই জ্যাক ক্রো'কে তো চেন ?'

সায় দিলেন ম্যাসন।

'জুনিয়র গারভিনের পুরনো গাড়ির আড্ডায় গিয়ে একজন এক গল্প যোগাড় করে এনেছে তুমি গুলি ভর্তি আছে না জেনে একটা বন্দুক নাড়াচাড়া করতে গিয়ে গারভিনের টেবিল জখম করে দিয়েছ।'

ম্যাসনকে একটু লজ্জিত মনে হলো, 'হা ঈশ্বর, পল। আশা করি কাগজে এইসব ছাপা হবে না ?'

'ছাপা হবে না!' ড্রেক বলে উঠল। 'চেষ্টা করেও এরকম রসালো ঘটনা আর ঘটাতে পারতে না তুমি, পেরি…', আচমকা থেমে গেল ড্রেক।

'কি হলো ?'

'ভাবনার কিছু খোরাক পেয়েছি মনে হচ্ছে।'

'তুমি প্রচার চাইলে এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর পেতে না। প্রথমে শুনে তো আমার বিশ্বাসই হয়নি…এখন অবশ্য হচ্ছে।'

'আমি একটু অসাবধান হয়ে পড়ি', ম্যাসন বললেন।

'তোমার জানার জন্য বলি', ড্রেক বলল, 'ক্রো ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে একজন আইনজ্ঞের মজাদার কাণ্ড কারখানার কাহিনী ছাপছে যে আইনজ্ঞ আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আর ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞকে বোকা বানাতে সিদ্ধহস্ত তার পক্ষে বন্দুকে গুলি ভরা ছিল না জেনে তা ছোঁড়া একান্তই হাস্যকর কথা', এই শিরোনামে।'

'ব্যাপারটা ভারি ভাবনায় ফেলে দেয়ার মতই', স্বীকার করলেন ম্যাসন।

'প্রথম শুনে সেই রকমই ভেবেছিলাম', ড্রেক বলল।

'এখন মন বদলাচ্ছ ?'

ড্রেক চিন্তিত ভঙ্গীতে তাকিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠল।

'এরকম কাণ্ড ঘটিয়ে কিভাবে এথেকে বেরিয়ে আসবে, পেরি ?' ও প্রশ্ন করল।

'সে কথা ভাবছি না।'

'তাহলে এসবের উদ্দেশ্য কি ?

'একজন লেখককে লেখার মশলা সরবরাহ। ক্রো আরও কিছু লেখার রসদ পেতে চলেছে।'

'পেরি, প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। কথা হলো তুমি আইন লঙ্ঘন

করনি তো ?'

হাসলেন ম্যাসন। 'মনে হয় করেছি' পল' তবে ধোঁয়ার রেশ মিলিয়ে গেলে ওরা বড় জোর আমার বিরুদ্ধে শহরের মধ্যে বন্দুক ছোঁড়ার অভিযোগই শুধু আনতে পারে।'

□ এগারো □

বৃহস্পতিবার সকালে ম্যাসন অফিসে ঢুকলে ডেলা স্টিটের রাখা সকালের খবরের কাগজখানা ডেস্কের উপর দেখতে পেলেন। 'কাকের ডাক' শিরোনাম দেয়া লেখাটা যাতে চোখে পড়ে সেই ভাবেই কাগজটা ভাঁজ করে রাখা ছিল।

ম্যাসন সবে মাত্র কাগজটা পড়তে শুরু করতে যাবে, ডেলা ভিতরে প্রবেশ করল।

'হাই ডেলা', ম্যাসন বললেন। 'নে হচ্ছে বিরাট প্রচারের আলোয় এসেছি আমি।'

'তা বলতে পারেন', ডেলা বলল।

ম্যাসন এবার পড়তে শুরু করলেন :

'প্রতিবাদী পক্ষের চমকপ্রদ অ্যাটর্নি' পেরি ম্যাসন, যায় প্রায় প্রতিটি মামলাতেই তিনি আদালত কক্ষে বোমা ফাটাতে সিদ্ধহস্ত, ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞকেও জেরা করার সময় যিনি অভিজ্ঞতায় যার প্রায় সমকক্ষ, তিনিই কিন্তু বাস্তবে আগ্নেয়াস্ত্র নাড়াচাড়ার সময় তেমন রপ্ত নন।

মনে হয় যার বাবাকে কিছুদিন আগে খুন করা হয় আর যে ঘটনার সমাধান আজও হয়নি, সেই ষ্টিফানি ফকনার নামে সুন্দরী তরুণীর জন্য পেরি ম্যাসন ইদানিং খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। পুরানো গাড়ির কারবারী হোমার গারভিন আর ষ্টিফানির এককালে খুবই মাখামাখি ছিল। মনে হয় গারভিনের সাম্প্রতিক বিবাহ ওই রোমান্সে ভাঁটা আনলেও বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি।

প্রখ্যাত অ্যাটর্নি' ভদ্রলাক যখন হোমার গারভিনকে জানান ষ্টিফানির বিপদ ঘটতে পারে তখনই গারভিন একটা বন্দুক বের করে তাকে বলেন সেটা ষ্টিফানিকে দিতে যাতে সে আত্মরক্ষা করতে পারে।

পেরি ম্যাসনের এতে আপত্তি ছিলনা তাই অস্ত্রটা তুলে দেখতে চাইছিলেন সেটা কাজ করে কিনা।

তা সেটা কাজ করেছিল।

ফল হয় ওই অফিসে তুলকালাম এক কান্ড। ডেস্কের বুকে মস্ত একটা গর্ত' আর অ্যাটর্নি'র মুখ টকটকে লাল।

যদিও ম্যাসনের মুখ কদাচিতই লাল হয়ে ওঠে তবু সেখানে উপস্থিত অনেকেই

স্তম্ভিত হয়। যাক সব ভাল যার শেষ ভাল, আর যেহেতু পুলিশ বিস্মিত হয়ে ভাবতে চাইছিল তারা ষ্টিফানি ফকনারের অ্যাপার্টমেণ্টে যে বন্দুকটা পায় যার একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সেটাই বিশেষ এক খুনের সময় ব্যবহৃত হয় কিনা। এই কলম খুবই খুশি একথা উল্লেখ করে যে পুলিশ শুধু ওই ডেস্ক খুঁজলেই গুলিটা পেয়ে যেতে পারে।

খবর পাওয়া গেছে যে কারবারের মালিক তখনই ডেস্কটা পাল্টাতে চেয়েছিলেন কিন্তু খবর রটে যাওয়ার পর দলে দলে উৎসুক ক্রেতারা ভিড় করে পুরনো গাড়ি কিনতে এসে ওই নির্দিষ্ট গর্তের পাশে তাদের নাম খোদাই করতে থাকে ফলে, কারবারী গারভিনের কপালও খুলে গেছে। সে এর নামকরণ করেছে 'কর্পাস ডেস্কাস'।'

ম্যাসন পড়া শেষ করতেই ডেলা স্ট্রিটের ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল।

ডেলা ফোন তুলে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে বলল, 'পল ড্রেকের ফোন। ও এখনই আসছে।'

'হোমার গারভিন ফোন করেছিল?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'সিনিয়র না জুনিয়র?'

'যে কেউ।'

'জুনিয়র করেছিল। এত প্রচার ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। ও পাঁচজন ক্রেতাকে পাঁচখানা গাড়ি বিক্রি করেছে, তারা শুধু গুলিলাগা ডেস্কটা দেখতে এসেছিল।'

'তাহলে তো আমাকে ওর লাভের অংশ দেয়া উচিত', ম্যাসন বললেন। ষ্টিফানি ফকনাদের কাছ থেকে কোন খবর এসেছে?'

'কিছুই না।'

'ব্যাপারটা আশ্চর্য ডেলা।'

'ও হয়তো একটু দেরিতে ঘুমায়', ডেলা বলল।

ম্যাসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'ওকে ফোন করে ডেকে তোল।'

ডেলা ফোন করার চেষ্টা করে বলল, 'কেউ ফোন ধরছে না, চিফ।

'গার্টিকে চেষ্টা করে যেতে বল।'

তখনই সাংকেতিক শব্দ করে ড্রেক ঘরে ঢুকল।

ড্রেক বলল, 'জর্জ ক্যাসেলম্যানের অপরাধী হিসেবে রেকর্ড আছে। একবার সে জেল খাটে মেয়েমানুষের দালালী করে, অন্যবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে গিয়ে। সে মারা যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটার মাঝামাঝি, ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবারের গুলিতে। অস্ত্রটা ক্যাসেলম্যানের বুকে ঠেকিয়ে ছোঁড়া হয়। ডাক্তারি তথ্য তাই বলছে। এ হলে শুধু গুলিই শরীরে ঢোকে না, গ্যাসও ঢুকে প্রচণ্ড ক্ষতি করে।'

'কেউ গুলির শব্দ শুনেছ ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'যতদূর মনে হয় না। দেহে নল ঠেকিয়ে গুলি করলে শব্দ বিশেষ ওঠে না। অনেকটা কাগজের ঠোঙা ফাটানোর মত আওয়াজ হয়।'

'আর কিছু কথা আছে পল ?'

পল ড্রেক উত্তর দেয়ার আগেই ডেলার ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল।

ডেলা ফোন তুলে বলল, 'হ্যাঁ, এখানে আছে', তারপর ও ড্রেকের দিকে তাকাল, তোমার অফিসের জরুরী ফোন, পল।'

ড্রেক ফোন তুলে কথা শুনে বলল, 'সব শয়তান। ওরা নিশ্চিত··· ? ঠিক আছে।'

ড্রেক ফোন রেখে কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল।

'কি ব্যাপার ?' ম্যাসন অধৈর্যস্বরে বললেন।

'এটা আজকের সবচেয়ে বড় গোপন রাখার ব্যাপার', ড্রেক বলল। গতকালই পুলিশ ব্যাপারটা জেনেও চেপে রাখতে সক্ষম হয়।'

'কি ব্যাপার খুলে বল।'

'পুলিশ ষ্টিফানি ফকনারের বাড়িতে যে বন্দুকটা পেয়েছে, যার একটা গুলি ছোঁড়া হয় সেটাই ক্যাসেলম্যানের মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'কোন বন্দুক ?' ম্যাসন তীব্রস্বরে প্রশ্ন করলেন।

'কোন বন্দুক মানে ? যেটা গারভিন তাকে দিয়েছিল', অবাক হয়ে বলল ড্রেক।

ম্যাসনের চোখ ছোট হয়ে এল।

ড্রেক বলল, 'এর অর্থ তোমার কাছে খুনের অস্ত্রটা ছিল, যেটা থেকে তার পুরনো গাড়ির গুদামের অফিসের ডেস্কে তুমি গুলি ছুঁড়েছিলে। খুবই স্বাভাবিক পুলিশ প্রথমে ভেবেছিল তুমি যাদুকরের মত কোন চালাকি করেছ। ওরা জুনিয়র গারভিনকে নিয়ে গিয়ে বেশ করে ঝাকুনি লাগিয়েছে। প্রথমে ওরা ভাবে যে তুমিই খুনের অস্ত্রটা ডেস্কে রেখে দাও।'

'ওরা এখন মত পাল্টেছে ?' ম্যাসন নীরস স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'ওরা তাই করেছে আর আনকোরা নতুন এক সন্দেহভাজনকেও পেয়েছে, সে হলো তরুন গারভিনের নববিবাহিতা স্ত্রী। মনে হয় সে লাস ভেগাসে হোটেলের সন্তরণ পটিয়সী আর সৌন্দর্যের মডেল ছিল। সে ক্যাসেলম্যানকে চিনত। কেউ অবশ্য জানেনা পরিচয়টা কত গভীর ছিল। পুলিশ ওর টেলিফোনের পাশে ক্যাসেলম্যানের ফোন নম্বর লেখা একটা চিরকুট পেয়েছিল। ক্যাসেলম্যান একজন ব্ল্যাকমেলার। মেয়েটির সবে বিয়ে হয়েছে। তাই ঘটনা পরম্পরা লক্ষণীয়।'

'পুলিশের মতে তাই 'গুলি ভরা ছিল জানিনা' গোছের তোমার কথায় তারা ভাবছে এ হলো ব্যালিষ্টিক বিশেষজ্ঞদের মাথা ঘুলিয়ে দেবার কৌশল। তারা এটা ভাল চোখে দেখছে না। তারা সব প্রমান খতিয়ে দেখছে আর ডি এ তোমাকে

অভিযুক্ত করলে খুশিই হবেন। সাক্ষ্য লোপ করার চেষ্টা করেছ তুমি এটা কোন ভাবে প্রমাণ করতে পারলে ওরা তোমাকে শাস্তি দিতে কসুর করবে না।'

ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটকে ইঙ্গিত করলেন। গার্টি'কে বল জুনিয়রকে ফোনে ধরতে।' তারপর ড্রেককে বললেন, 'পল, কি চলেছে আমি জানতে চাই, পুলিশ কি করছে। ওরা সম্ভবত জুনিয়র আর ষ্টিফানি ফকনারকে হাতে পেয়ে গেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সিনিয়র সীমান্তের বাইরে। তাকে টেনে আনতে ওদের ঢের সময় লাগবে। সমস্ত ব্যাপারটাই কি রকম গোলমেলে।'

ড্রেক উত্তর দিল, 'সতর্ক থেক পেরি। এসবের বাইরে থাকাই উচিত তোমার। তুমি জুনিয়র গারভিনের পুরনো গাড়ির কারখানায় গিয়ে তার ডেস্কে গুলি ছুঁড়ে বন্দুকটা ষ্টিফানি ফকনারকে দিয়ে আসতে বলায় পুলিশ বুঝেছে আসলে পুলিশ বন্দুকটা নেবে একথা নির্ভুল ভাবেই ধরেছিলে তুমি।'

'তোমার কথায় নতুনত্ব কিছুই নেই', ম্যাসন বললেন, 'এর পিছনে আরও কিছু আছে যা তুমি জানোনা। এবার কাজে নেমে খোঁজ খবর নিতে শুরু কর।'

ড্রেক এ কথায় বিদায় নিল।

'ম্যাসন পায়চারি করতে শুরু করে আচমকা থেমে ডেলার দিকে তাকালেন। 'এসবের একটাই উত্তর আছে, ডেলা', তিনি বললেন।

'কি ?'

'হোমার গারভিন সিনিয়রের কাছে নিশ্চয়ই ছেলের পুরনো গাড়ির অফিসের চাবি ছিল, আর ওর কাছেই খুনের অস্ত্রটা ছিল। ও জানত জুনিয়র তার ডেস্কের ড্রয়ারে একটা বন্দুক রাখে। তাই সিনিয়র অফিসে গিয়ে বন্দুকটা পাল্টে রাখে। সে বন্দুকটা নিয়ে নতুন করে গুলি ভরে জুনিয়রের ডেস্কে রেখে দেয় যেখানে খোঁজার কথা পুলিশ ভাবত না। তারপর অন্য বন্দুকটা থেকে একটা গুলি ছুঁড়ে সে সেটা ষ্টিফানির ঘরে রেখে আসে। ওর ধারণা ছিল পুলিশ ষ্টিফানিকেই খুনী বলে ভাববে কিন্তু পরে সে ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে কারণ পরীক্ষায় দেখা যেত ওই অস্ত্রের গুলিতে খুন হয়নি। এই জন্যই সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওর রক্ষার সব ব্যবস্থা আমাকে করতে বলে।'

'তারপর ?' ডেলা জানতে চাইল।

'হোমার গারভিন সিনিয়র যা যা করেছে আমি অজান্তে তার সব কিছু ভণ্ডুল করে দিই', ম্যাসন বললেন। 'পুলিশ যেহেতু ঠিক জানতে পারত সিনিয়র ষ্টিফানিকে একটা বন্দুক দিয়েছিল, আমি তাই চেয়েছিলাম জুনিয়রও তাকে একটা বন্দুক দিক। উদ্দেশ্য পুলিশ একটা বন্দুক পেয়ে ভাবতেই পারত না আর একটা বন্দুকও ছিল। ওরা যদি জানতেও পারত গারভিনের কাছ থেকে সে একটা বন্দুক পায় আর সেটা তারা দাবী করত, তবে ষ্টিফানি জুনিয়রের দেয়া বন্দুকটা দিয়ে সব ব্যাপারটা গোলমেলে করে দিত। আসলে যা ঘটে তা হলো, সমাপতনের ফলে

আমার চমৎকার মতলব ভেস্তে যায়। আমি গিয়ে সিনিয়র গারভিনের দেয়া বন্দুকটাই পাই যেটা সিনিয়র কোনভাবেই ষ্টিফানির সঙ্গে জড়াতে চাইছিল না। আমি বন্দুকটা নিয়ে ষ্টিফানির ঘরে রেখে আসি যা পুলিশ আবিষ্কার করতই।'

'এতে আপনার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল?' ডেলা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

'কোথায় দাঁড়িয়েছি মোটেই বুঝতে পারছি না ডেলা। পুলিশ বলতে পারবে না আমি সাক্ষ্য গোপন করেছি। যে সাক্ষ্য ওরা চাইছিল সেটা এমন একজন স্ত্রীলোকের কাছে রেখে এসেছি যাকে তারা এক নম্বর সন্দেহভাজন করতে চায়। তাই এতে আমি কোথায় দাঁড়াচ্ছি না ভেবে আমার মক্কেলরা কোথায় দাঁড়াচ্ছে সেটাই ভাবছি।'

'জর্জ' ক্যাসেলম্যানের দেহে কে গুলি করে বলে ভাবেন আপনি?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'হুঁ, দারুণ প্রশ্ন করেছ', ম্যাসন বললেন। 'পুলিশ আর জুরিদেরও মনে তুমি ঘরের নববিবাহিতা স্ত্রী, এমন কি জুনিয়রের উপরেও সন্দেহ হতে পারে। ওরা ভাবতে পারে জুনিয়র আর তার স্ত্রীর উপর থেকে সব সন্দেহ দূর করতেই আমি ষ্টিফানিকে জড়িয়েছি। আমার ধারণা জুনিয়র আর তার স্ত্রী আমার উপর প্রচণ্ড চটবে। ওরা ভাবছে আমি হাত সাফাই করে রিভলবারটা বদলে ডেস্কে গুলি ছুঁড়েছি। জুনিয়রও আমার ফাঁদে পা দিয়ে ওই বন্দুকটা ষ্টিফানিকে দিয়ে আসে। আমার আরও মনে হচ্ছে সিনিয়র গারভিন ব্যাপারটা জানার পর আমার এই গোল-মেলে কাজে ক্ষুব্ধ হবে।'

'আর পুলিশ?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'পুলিশ ভাববে সব গোলমাল করে দিতেই আমি এসব করেছি। ওরা এখন প্রমাণ করতে পারবে খুনের বন্দুক আমার কাছেই ছিল, এটা প্রমাণ করার পরেই আমাকে যতদূর টেনে নামানো যায় সেই চেষ্টাই করবে।'

'ওরা প্রমাণ করতে পারবে ওটা খুনের অস্ত্র?'

'এখন পারবে।'

'কিভাবে?'

'যে বুলেটটা গারভিনের ডেস্কে ছুঁড়েছি তাই দিয়ে, তবে খুনের অস্ত্র যে আমার হাতে ছিল প্রমাণ করতে তাদের কালঘাম ছুটে যাবে। তবে মনে রেখ ডেলা আমি ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ডি এ হয়তো এমনও বলতে চাইবেন খুন আমিই করেছি।'

তাহলে ডেস্কের ওই গুলিটা না পেলে এসব ওরা প্রমাণ করতে পারবে না?'

'উপসংহার টেনে বোঝাতে পারে, এই মাত্র।'

'চিফ, পল ড্রেককে কি ওখানে পাঠিয়ে গুলিটা সরিয়ে আনা যায় না? যদি পুলিশ ওটা না পেয়ে থাকে তাহলে··· ?'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যাসন।'

'কেন নয় ?'

'কারণ, ডেলা, পলের একটা লাইসেন্স আছে। ও কথাটা তাই শুনেই আঁতকে উঠবে।'

'গুলিটা কোথায় যেতে পারে চিফ ?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'আমি গুলিটা কোনাকুণি ছুঁড়েছিলাম। ওটা দেয়ালের দিকে যেতে পারে।'

'আপনি কেন গুলি ছুঁড়েছিলেন বলুন তো ?'

একগাল হাসলেন ম্যাসন। 'কারণ পুলিশ তাহলে ষ্টিফানির কাছে একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে এমন বন্দুক পেত। এতে পুলিশ আর অন্য বন্দুকের খোঁজ করত না।'

'তাহলে আমাদের এখন করণীয় কি ?'

'এই মুহূর্তে' অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কাজ নেই', ম্যাসন বললেন।

'সেই কাজটাই ভীষণ কঠিন', ডেলা বলল, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে তাই একটু জিড়িয়ে নিতে হবে। একটু পরেই ফিরে আসব।'

'ব্যাপার কি ?' ম্যাসন তীক্ষ্ণস্বরে বললেন।

ডেলা ম্যাসনের চোখ এড়াতে চাইল। 'গতরাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। গারভিনের আর ষ্টিফানির কথা ভাবছিলাম। আমার মনে হচ্ছে··· ।'

ম্যাসন বললেন, 'তুমি বড় বেশী খাটছ, ডেলা। অফিসের দায়িত্বও বড় বেশি কাঁধে নিচ্ছ।' ডেলা বলল, 'তা কিছুটা হয়তো তাই। তবে এনিয়ে ভাবিনি। গতকাল রাতে ঘুমোতে পারিনি···আমি ষ্টিফানির কথা ভাবছিলাম, কাগজে ও যখন গারভিন জুনিয়রের বিয়ের কথা দেখে তখন ওর মনের অবস্থা কি রকম হয়। অথচ গারভিন সিনিয়র ওকে পরিবারের একজন করতে চেয়েছিলেন। আমি ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেলি··· ।'

'ডেলা', ম্যাসন বললেন। 'এবার উঠে পড তারপর বাড়ি ফিরে সব কিছু মন থেকে তাড়িয়ে দাও। আজ আর কিছু ঘটবে না। পুলিশকে আগে গোলমেলে অবস্থাটা সামলাতে হবে তারপর তারা কাজ শুরু করবে।'

'কাজটা আপনার বিরুদ্ধে ?' ডেলা বলল।

'সুযোগ পেলে তাই করবে ওরা', ম্যাসন বললেন। 'হ্যামিল্টন বার্জার তারই চেষ্টা করবেন আর তাকে সাহায্য করবে সার্জেণ্ট হলকোম্ব। যাক, এসব কথা। এখন বাড়ি যাও ডেলা।'

'কিছু ঘটলে আমাকে জানাবেন তো শপথ করুন।'

'করলাম', ম্যাসন বললেন। 'তবে তোমার ডাক্তারের পরামর্শ' নেয়া উচিত।'

'না', ডেলা উত্তর দিল। 'ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠিক দুপুরের আগে হোমার গারভিন সিনিয়র ফোন করলেন।

'দারুণ কাজ করেছ, পেরি!' তিনি বললেন।

'কি ব্যাপারে বলছ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তোমার জানা থাকা উচিত', গারভিন বললেন।

'তুমি এখন কোথায়?'

'নেভাদায়, লাস ভেগাসে।'

'আমার আশঙ্কা', ম্যাসন বললেন, 'অনেক কিছু ঘটে গেছে যা তোমার জানা নেই, হোমার, কিছু জটিলতা যা···।'

'সবই আমি জানি', গারভিন বললেন। 'সেই কারণেই ফোন করছি। নেভাদায় বসেও সব লক্ষ্য করছি। খবর জোগাড় করার পথ আমার আছে।'

ম্যাসন বললেন, 'তুমি কি জানতে পুলিশ তোমার ছেলে আর তার বউকে জেরা করতে নিয়ে গেছে? এও কি জান যে দুর্ঘটনাবশতঃ যে বন্দুকটা আমি ছুঁড়ি আর যেটা দেখা গেছে···?'

'সব কথাই জানি', গারভিন বললেন। 'তুমি ঠিক চালাচ্ছ, ম্যাসন। এখন একটা কথা মনে রাখবে: যে ভাবেই হোক ষ্টিফানি ফকনারকে রক্ষা করবে।'

'তোমার ছেলে আর বউয়ের কি হবে?'

'যতটুকু সম্ভব করবে', গারভিন বললেন। 'তবে তা নিয়ে অযথা ভাববে না। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন কেস দাঁড় করাতে পারবে না। তদন্ত করার পর ওদের [illegible] মতই ফেলে দেবে।'

'তুমি কি চাও ওদেরও পক্ষে থাকি?'

'এগিয়ে যাও, সকলকেই দেখ, তবে মুখ্যত তুমি ষ্টিফানির পক্ষে কাজ করবে।'

'আর তোমার ব্যাপার কি?'

'আমার ব্যাপার আমিই দেখব, তবে আমার অধিকারের ব্যাপারে আমাকে ওয়াকিবহাল হতে হবে।'

'সেটা কি রকম?'

গারভিন বললেন, 'আমি ডাবল ও-মোটেলে আছি। আমি এখানে নিজের নামে সই করেছি, আর পালাইনি। আমি প্রমাণ করতে পারব এখানে আমার কাজ আছে। আমি চাই পুলিশ যখন ইচ্ছে যেন আমায় খুঁজে পায়।'

'আমি যা করতে চাই তা হলো, ম্যাসন। ওদের আমি বলব আমার অ্যাটর্নি এখানে না এলে কোন কথার উত্তর দেব না।'

ম্যাসন বললেন, 'সেক্ষেত্রে জনগণের সামনে তুমি একটু খেলো হয়ে যাবে। আর পুলিশও ভাল চোখে দেখবে না, আর সুযোগ পেলেই তোমার ঘাড়ে কিছু চাপিয়ে দিতেও চাইবে।'

'করুক না', গারভিন বললেন।

'আশা করি জান কিছু সাক্ষ্য তোমাকেই ইঙ্গিত করছে', ম্যাসন বললেন।

'হয়তো আরও পাবে ওরা', গারভিন বললেন। 'তুমি ষ্টেফানিকে দেখো। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'বেশ, আমি পুলিশকে বলব তুমি না থাকলে আমি কিছুই বলব না। তোমার পক্ষে এখন লাস ভেগাসে আসা সম্ভব?'

'অফিসে আমার জরুরী কাজ রয়েছে', ম্যাসন বললেন।

'তাই ভেবেছিলাম', গারভিন বললেন। 'ওরা যদি বেশি গোলমাল করে?'

'তুমি রাজ্যের বাইরে আছ', ম্যাসন বললেন। 'ওরা খুনের অভিযোগ এনে তোমাকে এখানে আনতে পারে।'

'যদি জোরালো প্রমাণ দেখায়?'

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন। 'তবে তোমায় নিয়ে আসতে চাইলে বাধা দেবে না।'

'তাই করতে হবে।'

'আমার ধারণা পুলিশ এই মুহূর্তে ষ্টেফানি ফকনারকে জেরা করছে।'

'নিশ্চয়ই তাই করছে। ওরা আমার ছেলে আর তার বউকেও করছে। একটা কথা, ম্যাসন, ওরা যত সূত্র পাবে ততই ধাঁধায় পড়ে যাবে। আমি খুশি যে তুমি দারুণ কাজ করেছ। এবার আমার খোঁজ পেতে হলে ডাবল-ও মোটেলে ফোন করবে আর দরকার হলে লুসিলকে খবর জানাবে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'তুমিও আমাকে না পেলে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীতে ফোন করতে পার, তবে এজন্য খরচ লাগবে। কয়েকজন গোয়েন্দাও লাগিয়েছি।'

'আমি বিনা পয়সায় কাজ করাই না', গারভিন বললেন, 'যেকোন খরচেই আমি রাজী। এবার চলি।'

ম্যাসন রিসিভার নামাতে গিয়েই তার ব্যক্তিগত অফিসের দরজা খোলার শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়েই ডেলা স্ট্রিটকে দেখতে পেলেন।

'কি ব্যাপার? তোমাকে যে বাড়ি ফিরে ঘুমোতে বললাম?' তিনি বলে উঠলেন।

'এখন শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে', ডেলা বলল। 'মিঃ গারভিন যে গাড়ি কেনার কথা বলছিলেন তা নিয়েই ভাবছিলাম।'

'বলে যাও', ম্যাসন আরাম করে বসে বললেন। 'তুমি কি বলতে চাও বাড়ি না ফিরে তুমি গারভিনের পুরনো গাড়ির অফিসে গিয়েছিলে?'

'আমার তো শরীর খারাপ হয়নি, শুধু একটু মাথা ধরেছিল', ডেলা বলল।

'বেশ। সেখানে কি হলো?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'জুনিয়র গারভিন ছিলনা, তবে চমৎকার একজন সেলসম্যানের দেখা পেলাম। সে জানে আপনি জুনিয়রের বন্ধু। সে আমাদের জন্য প্রায় স্বপ্নের একখানা গাড়ি রেখেছিল।'

'তুমি সেটা কিনেছ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মানে, খুবই ভাবছি এই আরকি।'

ম্যাসন কিছু বলার আগেই দরজায় ড্রেকের সংকেত শোনা গেল।

ডেলা দরজা খুলতেই ড্রেক ঘরে ঢুকে বলল, 'হাই ডেলা। শোন পেরি, সরকারী ক'জন অতিথির অভ্যর্থনার জন্য তৈরী হও।'

'কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'পুলিশ তাদের হাত কামড়াচ্ছে আর চুল ছিঁড়ছে', ড্রেক বলল, 'তবে আমি একটা টিপস দিচ্ছি যা তোমার কাজে লাগবে।'

'কি?'

'পুলিশ একটা ব্যাপার এড়িয়ে গেছে। একটু আগেই মাত্র ওদের খেয়াল হয়েছে জুনিয়র গারভিনের ডেস্ক খুঁজে গুলিটা বের করে আনার কথা। সার্জেন্ট হলকোম্ব কিছুক্ষণ আগে একজন ব্যালিষ্টিক বিশেষজ্ঞ নিয়ে গিয়েছিল। ওরা কি পেরেছে বলে তোমার মনে হয়?'

'কি?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'কোন সুভেনির শিকারি গুলিটা হাতিয়ে সরে পড়েছে। গুলিটা ডেস্কে কোনাকুনি লেগে দেয়ালে আঘাত করে একটা ষ্টিলের মোড়কে গেঁথে ছিল। কেউ একজন সেটা খুঁড়ে বের করে নিয়ে যায়।'

ম্যাসন একটু চিন্তা করেই দ্রুত ডেলা ষ্ট্রিটের দিকে তাকালেন।

'কেউ এরকম ভাবতে পারে!' ডেলা বলে উঠল। 'কে ওটা নিতে পারে, পল?'

'কোন সুভেনির শিকারি', ড্রেক বলল। 'এতে সব মামলাটাই ওলটপালোট হয়ে যাবে।'

'কিভাবে বুঝতে পারছি না', ডেলা ষ্ট্রিট বলল দুচোখে নিরীহ ভাব ফুটিয়ে।

'এতে মনে হতে পারে একের পর এক প্রমাণ লোপাট হয়ে যাচ্ছে', ড্রেক ব্যাখ্যা করল। 'পুলিশের এটা পছন্দ নয়। তারা প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে, কারণ এতে মনে হতে পারে তারা অবহেলা করেছে।'

'খবরটা কিভাবে পেয়েছ, পল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'একটু চোরাপথে।'

'বেশ, বল শুনি।'

'ওই কাগজের কলম লেখা ক্লোর কথাটা মনে করে দেখ। সে এর পিছনে লেগে

ছিল। এবং তা খুবই স্বাভাবিক কারণ সেই ঝড় তুলেছিল।'

ম্যাসন সায় দিলেন।

'এরপর কথা হলো সে গারভিনের কারখানার সেলসম্যানকে হাত করে। এবার পুলিশ এসে যখন দেখল গুলিটা কেউ হাতিয়ে নিয়েছে, সে খবরটা ক্রো'কে চালান করে দেয়। ক্রো আগামী কালের কাগজে দুর্দান্ত একটা লেখা ছাপছে, অবশ্য পুলিশ তা জানে না। ওখানে ক্রো'র অফিসে আমার চর আছে, সেই খবরটা জানিয়েছে আমাকে।

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'অনেক ধন্যবাদ, পল। খবর রেখে আমায় জানিও। যত লোক লাগে কাজে লাগাও।'

'মাত্রা রেখে?' ড্রেক বলল।

'যত খরচ হোক চিন্তা নেই, আমি খবর চাই। তোমার খবরের জন্য ধন্যবাদ। খুবই কাজে লাগবে এটা, পল।'

'তাহলে চলি, পেরি', বলে বিদায় নিল ড্রেক।

ম্যাসন এবার ডেলার দিকে তাকালেন। 'এবার আসল কাহিনী শোনা যাক। তুমি…।' কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন সার্জেণ্ট হলকোম্ব।

'কোন সভা চলেছে নাকি? অ্যাঁ?' তিনি বললেন।

'ব্যক্তিগত সভা', ম্যাসন বললেন।

'ওতেই চলবে', হলকোম্ব বললেন। 'চালিয়ে যান। গার্টি'কে বলেছিলাম আমার আসার কথা না জানাতে।'

'আপত্তি নেই, আরাম করুন', ম্যাসন বললেন।

'আমি সরকারী কর্মী অতএব অপেক্ষা করায় অভ্যস্ত নই। আমি আইন রক্ষকের উজ্জ্বল প্রতিভূ। আইন আমাদের অপেক্ষা করার জন্য রাখেনি।'

'আর তাই আগাম জানানোরও প্রয়োজন থাকে না', ম্যাসন বললেন।

'কোন কোন অফিসার করেন', হলকোম্ব বললেন, 'তবে আমি করি না। আমি কাউকে আগাম সতর্ক করতে রাজী নই। আচমকা ঢুকে আমি তার মুখভাব লক্ষ্য করে কিছু জানার চেষ্টা করি।'

'আমার মুখ দেখে কিছু বুঝেছেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মনে হয় বুঝেছি। আমি বেশ জানি আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান না।'

'বেশ, তাহলে এসেই পড়েছেন যখন টুপি খুলে আরাম করে বসুন', ম্যাসন বললেন।

'আমি এই ভাবেই ভাল আছি', হলকোম্ব উত্তর দিলেন।

'বেশ, এবার বলুন কি চান।'

'কি চাই তা আপনি জানেন!'

'আমি মন পড়তে জানিনা, সার্জেণ্ট, তাই আপনার মনের কথা জানতে সময় নষ্ট

করতে চাই না। আমার অভিজ্ঞতা বলে আপনি মনের কথা প্রকাশে দক্ষ, পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। এবার কথা শুরু করুন।'

'আপনিই শুরু করবেন', সার্জেন্ট হলকোম্ব বললেন। 'আপনি হোমার গারভিনের ব্যবহৃত গাড়ির জায়গায় যান আর তার টেবিলে বন্দুক ছোঁড়েন।

'দুর্ঘটনাবশতঃ গুলি বেরিয়ে যায়, সার্জেন্ট', ম্যাসন বললেন। 'আমি মিঃ গারভিনকে ডেস্কের দাম দিয়ে দেব। কেউ এতে আহত হয়নি, তাতে পুলিশের এত হৈচৈ কেন বুঝতে পারিনা।'

'পুলিশের আগ্রহের কারণ', সার্জেন্ট হলকোম্ব শ্লেষের সঙ্গে বললেন. 'আপনি যা সামান্য ভাবছেন তারা তা ভাবেন না। কারণ ওই বন্দুকটাই খুনের অস্ত্র যা জর্জ ক্যাসেলম্যানকে খুনের জন্য কাজে লাগানো হয় গত রাত্রিতে।'

'আপনি নিশ্চিত ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত। এখন জানতে চাই বন্দুকটা কোথায় পেয়েছেন।'

'বন্দুকটা আমাকে দেয় হোমার গারভিন জুনিয়র। আমি তাকে প্রশ্ন করি তার কোন বন্দুক ছিল কিনা সে বলে 'হ্যাঁ'। সে জানায় ডাকাতির থেকে রক্ষা পেতেই সে সেটা রাখে কারণ পুরনো গাড়ির কারবারে বহু টাকা থাকে অফিসে। মনে হয় গারভিনের বন্দুকের পারমিট আছে এবং সেটা আপনারা যাচাই করতে পারেন সহজেই।'

'তাহলে গারভিন আপনাকে বন্দুকটা দিয়েছিলেন ?' হলকোম্ব প্রশ্ন করলেন।

'তিনি আমার হাতে দেন বা বলতে পারেন দেখতে দেন। আমি হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিই আর দেখতে থাকি। তারপর ডেস্কে রাখতে যেতেই আচমকা কোন ভাবে হয়তো ট্রিগার টেনে থাকব। গারভিন আমাকে বলেনি ওটায় গুলি ভরা ছিল!'

'আপনি ভেবেছিলেন সে একটা খালি বন্দুক আত্মরক্ষার জন্য রেখে দেয়', হলকোম্ব প্রশ্ন করলেন।

'এনিয়ে তখন ভাবিনি। আমি ট্রিগার টানতে চাইনি, হঠাৎই ঘটে যায়।'

'তারপর কি ঘটে ?' হলকোম্ব জানতে চাইলেন।

'ষ্টেফানি ফকনার আমার একজন মক্কেল। আমার ধারণা সে বেশ বিপদের মধ্যে ছিল। তার বাবাকে খুন করা হয় আর যতদূর জানি খুনি অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তরুণ গারভিনকে প্রস্তাব দিই বন্দুকটা ষ্টেফানিকে কিছুদিনের জন্য দিলে খারাপ হবে না। এটা হয়তো জানেন ওদের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল গারভিনের বিয়ের আগে।'

'সেই রকমই শুনেছি', হলকোম্ব নীরস কণ্ঠে বলল। 'এখন, ম্যাসন, আপনি বেশ জানেন যে বন্দুকটা আপনি গারভিনের কাছ থেকে নেন সেটা খুনের অস্ত্র নয় যাতে ক্যাসেলম্যান খুন হয়।'

'কথাটা শুনে খুশি হলাম, সার্জেন্ট। আমিও তা ভাবিনি। কিন্তু পুলিশ যে রকম একগুয়েমির সঙ্গে বলতে চাইছিল ওটাই সেই অস্ত্র তাই প্রতিবাদ করতে পারিনি।'

'আমি কি বলছি আপনি ভালই জানেন' হলকোম্ব বললেন। 'আপনি বন্দুকটা পাল্টে দেন। খুনের অস্ত্রটা আপনার কাছে ছিল। আপনি ওটা পান একজন মক্কেলের কাছ থেকে। গারভিনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ওটা আপনার কাছেই ছিল। আপনি গারভিনকে প্রশ্ন করেন তার কোন বন্দুক ছিল কিনা। সে জানিয়েছিল। আপনি দেখতে চাইলে সে ওটা বের করে দিলে আপনি গুলি ছোড়েন আর গোলমালের ফাঁকে বন্দুকটা পাল্টাপাল্টি করেন।'

'তাহলে এখন আপনার মত হলো গারভিনের বন্দুকটা খুনের অস্ত্র নয় ?'

'হ্যাঁ, সেটাই আমার মত।'

'আর আপনার মত হলো গারভিনের বন্দুক আমার কাছে ছিল আর আমি সেটা খুনের অস্ত্রের বদলে পাল্টে দিই ?'

'ঠিক তাই।'

'বেশ', ম্যাসন বললেন 'আপনি সহজে এ কথার সত্যতা যাচাই করতে পারেন ওই খুনের অস্ত্রের নম্বর নিয়ে রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা করে।'

'ওটা আমরা দেখেছি', সার্জেন্ট হলকোম্ব বললেন। বন্দুকটা কিনেছিলেন সিনিয়র গারভিন, বৃদ্ধ গারভিন।'

'তাহলে জুনিয়র সেটা পেল কি করে ?'

'তার বাবার খেলার সরঞ্জামের দোকান আছে। তিনি তিনটে একই ধরণের দুই ইঞ্চি ব্যারেলের বন্দুক কিনেছিলেন, দুটো নিজে রেখে অন্যটা ছেলেকে দেন।'

'নিজে দুটো রাখেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অন্তত ছেলে তাই বলেছেন।'

'তাহলে রেজিস্টারে নিশ্চয়ই আছে জুনিয়রের কাছ থেকে বন্দুক আমি পাই তা তাকে তার বাবা দিয়েছিলেন। কথাটা ঠিক ?'

'রেজিস্টারে আছে তিনটে বন্দুকেরই সেটা একটা। এখন আমরা জেনেছি আপনি যে বন্দুক তরুণ গারভিনের কাছ থেকে নেন সেটা খুনের অস্ত্র নয়।'

'কিভাবে জানলেন ?' ম্যাসন বললেন।

'কারণ তরুণ গারভিন বন্দুকটা তার হাতে থাকার প্রতিটি মিনিটই ব্যাখ্যা করেছেন খুনের সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

'তাহলে সেটা খুনের অস্ত্র হতে পারে না।'

'সেই কথাই আমি বলছি', 'সার্জেন্ট বললেন।

'তাহলে মনস্থির করুন', ম্যাসন বললেন। 'প্রথমে আপনি দাবী করলেন ওটাই খুনের অস্ত্র তারপর বলছেন তা নয়।'

'আমি কি বলছি আপনি বেশ জানেন। আপনি খুনের অস্ত্র পাল্টে দেন। আপনি জানতেন খুনের অস্ত্রটা হোমার গারভিনের বাবাই কিনেছিলেন। সে ওটা ষ্টিফানি ফকনারকে দেয়। সে ওটা নিয়ে গিয়ে জর্জ ক্যাসেলম্যানকে খুন করে। সে আপনাকে সাহায্যের জন্য ডাকে। আপনি খুনের অস্ত্রটা নিয়ে জুনিয়র গারভিনের অফিসে যান, তার বন্দুকটা নেন, ওর ডেস্কে গুলি করেন, তারপর হৈচৈ এর সুযোগে বন্দুক পাল্টে খুনের অস্ত্রটা ষ্টিফানি ফকনারের অফিসে নিয়ে যেতে বাধ্য করেন।'

'আপনি এমন কোন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন যে জন্য আমি খুনের অস্ত্রটা সেখানে নিয়ে পুলিশের হাতে পড়ার জন্য রেখে আসব?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

সার্জেণ্ট হলকোম্ব চিবুকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এরকম কেন করলেন বলতে পারব না, তবে এরকম যে করেছেন তাতে আমি নিশ্চিত। এখন আপনাকে আর একটা কথা বলছি, জ্ঞানী মশাই। এ ব্যাপারে আপনিও মুক্ত নন।'

'নই?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না', হলকোম্ব বললেন। 'আমরা ক্যাসেলম্যানের যে ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়েছি তাতে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে যান তখনও তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।'

'তার অর্থ আমিই খুনটা করি?' ম্যাসন বললেন।

'এর অর্থ আপনি খুন করে থাকতে পারতেন। আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, ম্যাসন। আমি বলছি না আপনি ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করেছেন, তবে হয়তো কথা কাটাকাটির মধ্যে ক্যাসেলম্যান আপনাকে ভয় দেখিয়ে বন্দুক বের করতে গেলে আপনি তাকে গুলি করে থাকতে পারেন।'

ম্যাসন হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালেন, 'এর চেয়ে ভাল কিছু আপনাকে বের করতে হবে, সার্জেণ্ট। অন্তত আন্দাজের বদলে নির্দিষ্ট কিছু দরকার। আমি যখন দেখা করতে যাই তখন ক্যাসেলম্যান জীবিত ছিল, সে একজন আগন্তুকের জন্য অপেক্ষায় ছিল—একজন রহস্যময় আগন্তুক।'

'ষ্টিফানি ফকনার', হলকোম্ব বললেন।

'ষ্টিফানি নয়', ম্যাসন বললেন। 'তার আসার কথা ছিল এর পরে। ওই লোকটি টেলিফোন করেছিল। সে তখনই আসছিল।'

'কি করে জানলেন?'

'ক্যাসেলম্যান আমাকে চলে যেতে বলে। সে বলে একজনের অপেক্ষা করছে সে, কিন্তু জটিলতা ছিল।'

'আপনি বিদায় নেন?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর অ্যাপার্টমেণ্টের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যতক্ষণ না একজন

রহস্যময়ী স্ত্রীলোক পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে আর আপনি তাকে গাড়িতে তুলে নেন।'

'তাই করেছিলাম?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তাই করেন', হলকোম্ব বললেন। 'এবং সেই রহস্যময়ী যেই হোক, সেই হত্যাকারী। আপনি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। আপনি জানতেন সে ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সে ঘোড়ানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলে সে ক্যাসেলম্যানকে খুন করেছে। সে খুনের অস্ত্রটা আপনার হাতে গুঁজে দেয়। তাকে আপনি চিন্তা করতে বারণ করে বলেন যে খুনের অস্ত্রটা নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে সব এলোমেলো হয়ে যাবে।'

'হুঁ, থিওরিটা বেশ, তবে আমার ধারণা এটা প্রমাণ করতে আপনার কালঘাম ছুটে যাবে সার্জেন্ট, কেননা এটা সত্য নয়', ম্যাসন বললেন।

'আমাদের হাতে প্রামাণ আছে', হলকোম্ব বললেন।

'সত্যি!' ম্যাসন বললেন।

'আমাদের সাক্ষী আছে, যে আপনাকে ওখানে অপেক্ষা করতে দেখে আর ওই স্ত্রীলোকটিকে গাড়িতে তুলে চলে যেতেও দেখে। আর এমন সাক্ষীও আছে যে আপনাকে খুনের অস্ত্র দিয়ে গারভিনের ডেস্কে গুলি করতেও দেখেছে।'

'কিভাবে প্রমাণ করবেন ওটা খুনের অস্ত্র?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'গুলিটা পরীক্ষা করে গবেট মশাই! আমাদের ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞই বলতে পারবেন গুলিটা খুনের অস্ত্র থেকে ছুঁড়েছিলেন কিনা। তা যদি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হবে যে খুনের অস্ত্রটা আপনার কাছেই ছিল আর ডেস্কে সেটা থেকেই আপনি গুলি ছোঁড়েন। সেটা আপনি পান ক্যাসেলম্যানের ফ্ল্যাট থেকে আসা স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে। আবার যদি জানা যায় গুলিটা খুনের অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হয়নি তাহলে বোঝা যাবে আপনি ওই বন্দুক বদলাবদলি করেন।'

'বাঃ বাঃ', ম্যাসন বললেন। 'তাহলে আপনার যুক্তি অনুযায়ী দুদিক দিয়েই আমি দোষী?'

'তাতে ভুলটা কোথায়?'

'এটা খুবই অনুচিত যে করেই হোক', ম্যাসন শ্লেষের সঙ্গে বললেন। 'আমি ভাবতে পারছি না এটা বলা ঠিক যে গুলিটা খুনের অস্ত্র থেকে এলে আমি সাক্ষ্য বদলের জন্য অভিযুক্ত হচ্ছি আবার গুলি ওটা থেকে না বেরোলেও আমি তখনও দোষী। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আপনি কিছুটা একপেশে সার্জেন্ট।'

হলকোম্ব বললেন, 'এ সেই পুরনো ধোকাবাজির হেঁয়ালি। যখনই আমরা কোন গুলি ছোঁড়ার মামলায় হাত দিই আপনি তখনই বাড়তি বন্দুক এনে সব এলোমেলো করে দেন।'

'তাতে দোষের কিছু আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এটা বেআইনি', হলকোম্ব বললেন।

'তাহলে যে কোন কিছুর জন্যই আমাকে অভিযুক্ত করা হবে।

'অন্তত এই ব্যাপারে তা ঠিক। এবার বড় বেশিদূর এগিয়েছেন।'

'আপনি সত্যিই আমাকে পৈশাচিক কৌশলের অধিকারীর শিরোপা দিচ্ছেন', ম্যাসন বললেন।

'আমি আপনার কৌশলই শিখেছি', হলকোম্ব বললেন। 'দয়া করে এবার বলবেন কি, কি ঘটেছিল? এবং তা স্বীকারও করছেন?'

মাথা নাড়লেন ম্যাসন।

'তা যদি করেন', হলকোম্ব বললেন, 'আর স্পষ্ট করে সব জানান তাহলে আপনাকে কিছু সুযোগ দিতে পারি। নাহলে ওই গুলি পরীক্ষা করে আপনাকে গেঁথে ফেলব।'

ডেলা স্ট্রিট ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে একটু কাশল।

'এটা নিশ্চিত ভাবেই ভীতি প্রদর্শন', ম্যাসন বললেন।

'এটা নিশ্চিত ভীতি প্রদর্শন', হলকোম্ব বললেন।

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'আপনার বক্তব্য শুনলাম। কোন সাহায্য করতে অপারগ আমি। যা বলতে পারি তা হলো, আমি কোন বন্দুক পাল্টাইনি। গারভিনের ডেস্কে যে বন্দুক পেয়েছিলাম সেটাই ষ্টিফানি ফকনারের বাড়িতে নিয়ে যায় সে।'

'একথা বলে আপনি নিজেকে অপরাধের পর সাহায্যকারী করে তুলছেন। আপনি সাক্ষ্য গোপন করছেন।' সার্জেণ্ট হলকোম্ব বললেন।

ম্যাসন মাথা ঝাঁকালেন। 'আমি দুঃখিত, সার্জেণ্ট। আমি সত্যি কথাই বললাম।'

'বেশ, বুদ্ধিমান মশাই', সার্জেণ্ট হলকোম্ব বললেন, 'এটা আপনারই চাওয়া।'

বিদায় নিলেন হলকোম্ব।

ম্যাসন এরপর ডেলার দিকে তাকালেন, 'ডেলা তুমিই কি গুলিটা হাতিয়েছ?'

'বলছেন কি চিফ', যেন অবাক হয়ে গিয়ে বলল ডেলা, 'আপনার অমন ধারণা হলো কেন?'

'সত্যিই করেছ? আমার ধারণা হলকোম্ব আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাতে চাইছিল।'

'আমি যদি সুভেনির হিসেবে গুলিটা নিয়ে থাকি সেটা কি গুরুতর হবে?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'গুরুতর হতে পারে।'

'আর তা করে থাকলে আপনার পক্ষেও খারাপ, তাই না?'

ম্যাসন একটু চিন্তা করে বললেন, 'বেশ, তোমার নিজের মতেই চল, ডেলা।'

'ধন্যবাদ, চিফ', ও বলল।

বেলা আড়াইটার একটু পরে ডেলা স্ট্রিট ম্যাসনের ব্যক্তিগত অফিসে ঢুকে একটু চিন্তিত স্বরে বলল, 'জুনিয়র, দেখা করতে চাইছে।'

'গারভিন ?'

'সে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছে।'

'তাকে কি রকম মনে হলো ?'

'খুব খারাপ। দেখে মনে হলো লড়াই করতে এসেছে।'

'তাহলে এখনই পাঠিয়ে দাও', ম্যাসন বললেন।

'চিফ, পল ড্রেককে বরং ডাকি···বা তার একজন দেহরক্ষীকে—।'

মাথা নাড়লেন ম্যাসন।

'গারভিনের চেহারা দারুন, অফিসে যদি কোন বিশ্রী কিছু ঘটে যায় ?'

'ওকে পাঠিয়ে দাও', ম্যাসন বললেন। 'মনে হয় সে যুক্তি শুনবে। ও এসে যদি ড্রেককে দেখে তাহলে ভাববে আমি ভয় পেয়েছি। আমার মনে হয় ওকে বোঝাতে পারব।'

'বেশ তবে ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।'

ডেলা বিদায় নিতেই ঘরে ঢুকল জুনিয়র গারভিন।

'আমি জানতে চাই আমার স্ত্রীকে এর মধ্যে টেনে আনছেন কেন ?'

'আমি তোমার স্ত্রীর সুনাম নষ্ট করতে চাইনি।'

'সবাই তাই জানে শুধু আপনি ছাড়া।'

'আমি কি করেছি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আপনি তাকে জর্জ ক্যাসেলম্যানর খুনি হিসাবে খাড়া করেছেন।'

'কিভাবে ?'

'ষ্টেফানি ফকনারের কাছে বন্দুকটা নিয়ে যেতে বাধ্য করে। চুলোয় যাক, ম্যাসন। আমি এসব সহ্য করব না। আমি আপনাকে একজন অ্যাটর্নি আর মানুষ হিসেবে এর জন্য দায়ী করছি। আইনগত দিক থেকে যথাযথ ব্যাখ্যা যদি আপনি না দিতে পারেন তাহলে যাওয়ার আগে আপনাকে ভালমত শিক্ষা দিয়ে যাব।'

ম্যাসন ইস্পাত-কঠিন দৃষ্টিতে তরুণ গারভিনের দিকে তাকালেন, 'তাহলে আমাকে ভালমত শিক্ষা দিলে খুব আনন্দ পাবে ?'

'ব্যক্তিগত ভাবে দারুণ আনন্দ পাব।'

'এরজন্য তোমার চোয়ালও গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে', ম্যাসন বললেন। 'প্রশ্ন

হলো এতে তোমার স্ত্রীর বিশেষ কোন সুবিধে হবে না। এতে তোমার ব্যাপারেও সুবিধে হবে কি ? এতে খবরের কাগজের লোকেদের এমন মজার খোরাক হবে যে তুমি এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঝামেলায় পড়েছ। এটা দারুণ খবর হবে।'

'ইতিমধ্যেই তারা তা করেছে।'

'না, তা তারা করেনি ? ম্যাসন বললেন। 'তারা সমস্ত কাহিনী ছাপার সাহস পাবে না কারণ এতে ঝুঁকি আছে যথেষ্ট। এবার শান্ত হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপার খুলে বল না হয় সোনা কেটে পড়।'

গারভিন পায়ে পায়ে ম্যাসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটু থেমে ডেস্কের ধারে বসল।

'ডন লাস ভেগাসে কাজ করত', ও ক্রুদ্ধস্বরে বলল। 'ক্যাসেলম্যান চিনত ওকে··· ।'

'ডন তোমার স্ত্রী ' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ডন জয়েস। ক্যাসেলম্যান ওকে চিনত আর সে সব সময় ধান্দায় থাকত। ডনের মত কাজ করা মেয়েরা সকলের সঙ্গে মিশত। কেউ কেউ ঝামেলাও করত। ক্যাসেলম্যান ছিল স্থানীয় লোক। ডন ওকে পছন্দ করত।'

'ওদের দেখাশোনা হতো ?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে।'

'তোমার স্ত্রী জানত ও এই শহরে ছিল ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ ও জানত। কাগজে আমাদের বিয়ের খবর ছাপা হলে ক্যাসেলম্যান ওর সঙ্গে দেখা করেছিল।'

'তাতে দোষের কিছু নেই।'

'সবচেয়ে নোংরা ব্যাপার হলো', গারভিন বলল, 'ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে পুলিশ টেলিফোনের পাশে একটা নোটবই পেয়েছে যাতে ডনের টেলিফোন নম্বর লেখা ছিল। আর ডনও ওর গোপন নম্বর লিখে রাখে।'

'এছাড়া আর কিছু ?'

'মঙ্গলবার রাত্তিরে ক্যাসেলম্যান যখন মারা যায়', গারভিন বলল, 'আমার একটা গাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল একজনের কাছে।'

'কখন ?'

'সে কথার প্রয়োজন নেই', গারভিন রাগত স্বরে বলল। 'আমি প্রতিটি মিনিটের হিসেব দিতে পারি।'

'সঙ্গে বন্দুক নিয়েছিলে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না, নিইনি। সেটা ডেস্কে রাখা ছিল', গারভিন জানাল।

'বুঝলাম। তোমার স্ত্রী কোথায় ছিল ?'

'কোন স্ত্রী যেখানে থাকে সেখানে। সে বাড়িতে আমার অপেক্ষায় ছিল। আমি

ওইভাবে কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে সে প্রচণ্ড রেগে ছিল।'

'কখন ফিরেছিলে তুমি ?

'সাড়ে নটা কি দশটায়, ঠিক মনে নেই।'

'আর তোমার বন্দুকটা ওই সময় সেই ডেস্কেই ছিল ?'

'যতক্ষণ ছিলাম না ততক্ষণ। তারপর সেটা বাড়িতে নিয়ে আসি।'

'তোমার স্ত্রীর কাছে তোমার অফিসের চাবিও থাকে না ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

একটু ইতস্তত করল গারভিন।

'চাবি তার কাছে ছিল না ছিলনা ?'

'দুর্ভাগ্যবশত একটা চাবি তার কাছে থাকে, তবে সেটা কাজে লাগায়নি। আমি —চুলোয় যাক, ম্যাসন, আমি জানি ও বাড়িতেই ছিল।'

'বেশ, সেকথা মেনে নেওয়া গেল', ম্যাসন বলল।

'তবে প্রশ্ন হলো সে একথা প্রমান করতে পারছে না। ও বাড়িতে একাই ছিল অথচ সে যে বাড়িতে ছিল প্রমাণ করতে পারবে না।'

'তাকে তা করতে হবে না', ম্যাসন বললেন। কেউ যদি প্রমাণ চায় তাদেরই তা করে প্রমাণ করতে হবে সে বাড়িতে ছিল না।'

'তবে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় আছে', গারভিন বলল।

'কি ?'

'আমি ওকে ফোনে ধরতে চেয়েছিলাম, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নম্বর ভুল করি। ও সাড়া দেয়নি· আর···।'

'একথা কাউকে বলার প্রয়োজন নেই', ম্যাসন বললেন। 'একটা কলের পর আর করোনি ?'

'দুবার করেছিলাম।'

'কোন উত্তর পাওনি ?'

'না। পাঁচ কি দশ মিনিট বাদে ফোন করি। আসলে ওই অ্যাপার্টমেণ্টে আমরা নতুন এসেছি তাই নম্বরটা ঠিক মনে থাকেনি। তবে নিশ্চয়ই ডন বাড়িতেই ছিল, আমিই নম্বর ভুল করি। ডন মিথ্যা বলেনা।'

'যে লোকের কাছে গিয়েছিলে সে জানে ফোন করেছিলে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

''হ্যাঁ। ঝামেলাটা সেটাই। তার জানা সম্ভব নয় আমি নম্বর ভুল করি।'

'তোমার স্ত্রীর বাড়ি থাকা উচিত এরকম মন্তব্য লোকটার সামনে করেছিলে ?'

'মনে হয় করেছিলাম।'

'কটার সময় ফোন করেছিলে ?'

'ন'টার সময় মনে হচ্ছে।'

'বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিলে ?'

'সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাইনি, ম্যাসন। একটা গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। কোন রকমে একটা হামবার্গারে কামড় দিয়ে ছুটেছিলাম, কোন ডিনার জোটেনি।'

'বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে ডিনারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ও খুব রেগে ছিল তাই বেশ কথা কাটাকাটি হয়।'

'এটুকুই শুধু তোমার বলার আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, শুধু এর সঙ্গে আপনার ওই ডেস্কে গুলি ছোড়া ছাড়া। পুলিশ অফিসাররা বলছেন ওটা খুনের অস্ত্র থেকে ছোড়া হয় যা একেবারে অসম্ভব কথা। ওরা এবার ডনকে প্রচারের মধ্যে নিয়ে আসতে চলেছে।'

'অবশ্য তুমি যদি কিছু করে তাকে টেনে আনায় সাহায্য কর, নাহলে নয়', ম্যাসন বললেন। 'অফিসাররা ভাবছেন খুনের অস্ত্রটা আমার কাছে ছিল। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গুলি ছুঁড়ে তারপর গোলমালের মধ্যে বন্দুকটা পাল্টে দিই। ফলে খুনের অস্ত্রটা তোমার হাতে চলে যায় আর তোমার বন্দুক আমার পকেটে ঢোকে।'

গারভিনের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। 'আপনি ভাবছেন অফিসাররা তাই ভাবছে?'

ম্যাসন সায় জানালেন।

'কিন্তু কেন?' গারভিন বলল। 'ওরা বলছিল আমার স্ত্রী অফিসে গিয়ে বন্দুকটা নেয়···ওরা ইঙ্গিত করছিল ক্যাসেলম্যান ডনকে ব্ল্যাকমেল করছিল—কিন্তু অফিসাররা অন্য কিছু ভাবছে কি করে জানলেন?'

'জানলাম যেহেতু একটু আগেই তারা এখানে এসেছিল আর আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল গ্রেপ্তার করবে বলে কারণ আমি নাকি সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করেছি', ম্যাসন বললেন।

গারভিন উঠে দাঁড়াল এবার। সে বলে উঠল, 'ঈশ্বরের শপথ। কথাটা ভেবে দেখিনি, তবে আপনি এটা করতে পারেন। আমি গোড়াতেই একটু সন্দেহ করেছিলাম যে আচমকা কোন রিভলবার থেকে গুলি ছোড়ার মত হাবা আপনি নন।'

'অতএব', ম্যাসন বললেন, 'খুনের অস্ত্রটা যদি আমার কাছে থাকত, তোমাকে ডেস্ক থেকে বন্দুকটা বের করতে বলে সেটা যদি ডেস্কে ছুঁড়ে থাকি, তাহলে যথেষ্ট হৈচৈ সৃষ্টি করার পর সেই সুযোগে আমি ওটা পাল্টাপাল্টিও করে থাকতে পারি।'

'আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল', গারভিন বলল।

'তাহলে', ম্যাসন বললেন, 'কোন বন্দুকটা আমি ছুঁড়েছি? ডেস্ক থেকে তুমি যেটা বের কর, না যে খুনের অস্ত্র আমার কাছে ছিল সেটা?'

'আপনি আমার বন্দুক ছোড়েন, যেটা ডেস্ক থেকে বের করে', গারভিন ইতস্তত না করেই বলল।

'তুমি নিশ্চিত?'

'সম্পূর্ণ' নিশ্চিত। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপই আমি লক্ষ্য করেছি। বন্দুকটা বের করার পর আপনি ডান হাতে ওটা তুলে নিয়ে একটু যাচাই করে ডেস্কে গুলি ছুঁড়েছিলেন।'

'যে বন্দুকটা তুমি দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ', গারভিন বলল। 'তবে আপনি পরে অবশ্যই বন্দুক পাল্টে থাকতে পারেন। হা ঈশ্বর! ম্যাসন! আপনি ঠিক তাই করেন।'

'পুলিশ অবশ্য তাই ভাবছে।'

গারভিনের সারা শরীরে হাসির হিল্লোল জাগল। 'তাহলে পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে। আপনার পক্ষে বন্দুক পাল্টানোর সুযোগ থাকলে ওরা ডনকে কিভাবে জড়াবে? ঠিক আছে, ম্যাসন, কথায় আছে প্রেম ও যুদ্ধে অন্যায় কিছু নেই। আমার তরফে বলতে পারি পুলিশের মতই আমার মত।'

'হুম', ম্যাসন বললেন, 'না হলে তোমাকে এই টিপস দিলাম কি জন্য?'

গারভিন কিছু চিন্তা করেই এগিয়ে এসে হাত বাড়াল, 'করমর্দন করুন, ম্যাসন। আপনি···সত্যিই একজন ভদ্রলোক। ডনকে কথাটা না জানানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিনা।'

গারভিন দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকাল। 'ওই স্পোর্টস কারটা যদি কেনেন খুব সস্তায় দেব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'আমার কেনার ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, একটা কথা, তোমার অফিসের চাবি কার কাছে আছে?'

গারভিন একটু অবাক হয়ে বলল, 'অবশ্যই আমার স্ত্রী, আমার সেক্রেটারি।'

'তোমার বাবা?'

'ওহ নিশ্চয়ই। তার অফিসের চাবি আমার কাছে আছে, আমারটাও তার কাছে আছে। চাবি থাকলেও অবশ্য আমরা ব্যবহার করিনা।'

'একটু খোঁজ নিলাম এই আর কি', ম্যাসন বললেন।

'তাহলে গাড়িটা নিচ্ছেন না? মন বদলালে জানাবেন কিন্তু?' বলে বিদায় নিল গারভিন।

ম্যাসন তার ডেস্কে ফিরে এলেন।

ডেলা স্ট্রিট সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল, 'দারুণ সেলসম্যান বলতেই হবে আপনাকে, মিঃ পেরি ম্যাসন।'

ম্যাসন বোধহয় কথাটা শুনতে পাননি। তিনি বললেন, 'পলকে ফোন কর। তাকে বল লাস ভেগাসে ডন জয়েস সম্পর্কে সমস্ত রকম খোঁজ নিতে।'

□ চোদ্দ □

জুনিয়র চলে যাওয়ার পর আধঘণ্টা কাটার আগেই ফোন বেজে উঠতে ডেলা স্ট্রিট রিসিভার তুলে কথা বলে জানাল, 'চিফ, মেরি বার্লো ফোন করছে। সে এমন কিছু আবিষ্কার করেছে যে চিন্তায় পড়ে গেছে।'

'কি ?'

'সাংঘাতিক রকম কিছু ভুল।'

'দাও, আমি কথা বলব।'

ম্যাসন রিসিভার তুলে নিলেন।

'হ্যাল্লো, মেরী, পেরি ম্যাসন বলছি। কি ব্যাপার ?'

'কিছু বিলের জন্য চেক কাটা হয়েছে দেখা যাচ্ছে অথচ তাদের কাজের জন্য কোন বরাত দেওয়া হয়নি। যেমন অ্যাকমি ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্লাম্বিং কোম্পানীর নামে বেশ কিছু বিল পাওয়া গেছে যাদের ছ'হাজার ডলারেরও বেশী দেয়া হয়েছে। কাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে, টুকিটাকি সারাই, বৈদ্যুতিক তার লাগানো।'

'অ্যাকমি কোম্পানীকে ফোন করে ব্যাপারটা যাচাই কর না কেন ?' ম্যাসন বললেন। 'তাদের বল তুমি একটা প্রতিবেদন তৈরী করছ তাই জানতে চাও।'

'সেটা আগেই ভেবেছিলাম', মেরী বলল।' এতে একটা গোলমাল আছে।'

'কি ?'

'বইয়ে অ্যাকমি ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্লাম্বিং কোম্পানীর নাম নেই।'

'ঠিকানা নেই ?'

'ঠিকানা আছে, ১৩৯৭, চ্যাথাম স্ট্রীট, অথচ ওই ঠিকানায় এ রকম কোন কোম্পানী নেই।'

'বিলগুলো কি রকম ? ছাপানো বিল ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ছাপানো।'

'চেকগুলো কি রকম ? কোম্পানীর নামে দেয়া হয় ? তারা ভাঙ্গিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে সই করে ভাঙ্গানো। তবে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে বলে কোন খোঁজ খবর নিতে পারিনি।'

'বেশ', ম্যাসন বললেন, 'এবার যাচাই করে দেখা যাক, মেরী, তবে আরও কিছু জানার আগে বেশি হৈচৈ না করাই ভাল। তোমার কি মনে হয় ?'

'আমার মনে হয় কেউ ভেবেছিল ইভা এলিয়ট একাজে নতুন, তাই বিল ছাপিয়ে সে জমা করে। ইভা এলিয়ট প্রথমে তিনশ ছাব্বিশ ডলারের চেক দেয়।'

'তাহলে চেকটা নিশ্চয়ই ডাকে পাঠায় সে ?' ম্যাসনের এই প্রথম আগ্রহ দেখা

দিল। 'তারপর ?'

'হ্যাঁ, ডাকেই পাঠায় ইভা এলিয়ট। তারপর একমাস কিছু হয়নি। তারপর সাতশ পঁচাশি ডলার আর চোদ্দ সেণ্টের একটা চেক দেয়া হয় সেই অ্যাকমি কোম্পানীর নামে। পরের মাসে তিনটে আলাদা বিল আসে নানা কাজের জন্য। মোটামুটি উনত্রিশ'শ ডলারের মত।'

'তারপর ?'

'তারপর আরও তিনটে বিল আসে, ইভাও চেক কেটে দেয়। বোঝা যাচ্ছে কেউ যদি টের পেয়ে থাকে ইভা এলিয়টকে বিল পাঠালেই চেক পাওয়া যাবে তাহলে সে ওখানেই হয়তো থামেনি।'

'চেকগুলো কেউ সই করেছিল ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'গারভিন, তার সেক্রেটারি চেক টাইপ করে দিলে তিনি মাসের আট তারিখের মধ্যে সব সই করেন বাট্টা পাওয়ার জন্য। এখানে আর একটা মজার বিষয় আছে—বিলের মাথায় লেখা থাকলেও ইভা এলিয়ট শতকরা দুভাগ বাট্টা বাদ দেয়নি বিল থেকে।'

'ঠিক আছে, মেরী, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। জানিয়েছ বলে ধন্যবাদ। একটা কথা, বেশি কাজ করো না। আমি কাল তোমার অফিসে যাব, সব একবার নিজে দেখে নেব। এখন বিদায়।'

ম্যাসন ফোন নামিয়ে ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন।

'অদ্ভুত ব্যাপার, পল ড্রেককে ডেকে একবার দেখা দরকার ওই অ্যাকমি ইলেকট্রিক আর প্লাম্বিং কোম্পানীর ব্যাপারটা কি রকম।'

'একদম সিনেমার সেক্রেটারির মত কাজ', ডেলা বলল। 'বিল পেয়েই চেক তৈরি।'

হাসলেন ম্যাসন। 'খাতাপত্র রাখার নতুন কায়দাই বটে।'

'অন্তত একজনের পক্ষে', ডেলা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন বেজে উঠল। ডেলা রিসিভার তুলতেই গার্টি জানাল, 'লুসিল নামে একজন লাস ভেগাস থেকে ফোন করছে মিঃ ম্যাসনকে।'

ম্যাসন রিসিভার নিয়ে বললেন, 'হ্যালো, মিঃ ম্যাসন বলছি।'

ওপাশ থেকে উত্তেজিত কোন স্ত্রীলোকের গলা শোনা গেল। 'ওহ, মিঃ ম্যাসন। আশাকরি আমি কে জানেন। আমি ডাবল-ও মোটেল থেকে বলছি।'

'বলুন, লুসিল।'

'মিঃ গারভিনের তার ছেলের সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল।'

'টেলিফোনে ?'

'না, ব্যক্তিগতভাবে। তাই তিনি একটা প্লেন চার্টার করেন। তিনি সতর্ক ছিলেন কেউ যেন তাকে অনুসরণ না করে। তিনি আমাকে বলেছিলেন ঠিক তিনটে,

ছটা, আটটা আর দশটায় ফোন করবেন আর দশটার মধ্যেই ফিরবেন। তিনি বলে গিয়েছিলেন যদি তিনি ফোন না করেন তাহলে ব্যাপারটা যেন আপনাকে জানাই।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'এর অর্থ তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য তাকে অভিযুক্ত না করা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। এখন ছাড়ছি।'

ম্যাসন ফোন নামিয়ে সান্ধ্য সংবাদপত্রটা তুলে নিতেই তার চোখ আটকে গেল একটা ছবির দিকে। ছবিটা রক্তমাখা কোন জুতোর ছাপের।

'আগ্রহ তোলা কিছু নাকি?' ডেলা জানতে চাইল।

'খুব', ম্যাসন বললেন। 'একটা রক্তমাখা জুতোর ছাপ দেখতে পাচ্ছ, জুতোর গোড়ালির ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। পুলিশ জুতোর নামও আবিষ্কার করেছে: 'স্প্রিং ইজ।'

ম্যাসন কাগজটা নামিয়ে রেখে পায়চারি শুরু করলেন।

একটু পরেই তিনি বললেন, 'ডেলা, একটা কথা খেয়াল রাখবে কোন অ্যাটর্নি তার মক্কেল কাঠগড়ায় ওঠার পর জেরা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। আসলে অ্যাটর্নি যদি সাক্ষীদের প্রশ্ন করে জেরবার করে দেন সেটা তার অধিকারের মধ্যেই পড়ে।'

ডেলা সায় জানাল।

'এই ব্যাপারে', ম্যাসন বলে চললেন, 'ঘটনা ওলট পালোট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণত পুলিশ একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে আর খুনের অস্ত্র আবিস্কার করতে ব্যর্থ হয়। এখানে তারা খুনের অস্ত্র পেয়েছে আর সন্দেহভাজন হিসেবে পেয়েছে অনেককে, কি করা দরকার ওরা বুঝতেই পারছে না।'

ডেলা বলল, 'এক্ষেত্রে আপনি ওদের টেক্কা দিয়েছেন। আপনি যেহেতু অস্ত্রদুটো পাল্টাননি তাই জানেন খুনের অস্ত্রটা জুনিয়রের ডেস্কেই ছিল।'

সায় দিলেন ম্যাসন। 'মুশকিল হলো সেটা ওখানে কে রাখে সেটা জানতে পারছি না যতক্ষণ না সিনিয়র গারভিনের সঙ্গে কথা বলছি।'

'সে যদি না রেখে থাকে?'

'তাহলে খুনী রেখেছিল। আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে। পুলিশ ষ্টেফানিকে ধরেছে, সিনিয়র গারভিনকেও আটক করেছে। সে পুলিশকে আমল দিতে চায়নি। আমাদের এবার পলকে দায়িত্ব দিতে হবে বিভিন্ন ছাপাখানায় খোঁজ করতে ওই জাল কোম্পানীর বিল কোথায় ছাপা হয় জানতে। তোমার মাথার যন্ত্রণা কি রকম আছে?'

ডেলা এক চোখ টিপে বলল, 'অনেক ভাল।'

□ পনের □

ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট স্বল্পালোকিত ককটেল লাউঞ্জে প্রবেশ করলেন।

'সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই জায়গাটা খুব ভাল লাগে', ডেলা বলল।

সায় দিয়ে ম্যাসন বললেন, 'সত্যি, এবার আরাম কর। কয়েকটা ককটেলের সঙ্গে চমৎকার ডিনার। কিন্তু এর আগে পলকে ফোন করে একটু বলা দরকার আমরা কোথায় আছি।'

পল ড্রেককে এবার ফোন করলেন ম্যাসন।

'আমরা কোথায় আছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পল। চমৎকার ডিনার খেতে চলেছি—।' পল ড্রেক ওপ্রান্ত থেকে বলে উঠল, 'থামো, সময় নষ্ট করছ, পেরি।'

'ব্যাপার কি, পল?'

'হোমিসাইডের লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ পাগলের মত তোমাকে খুঁজছে।'

'কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হোমার গারভিন সিনিয়রকে ওরা জেরা করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে নিয়ে গেছে। তিনি তুমি হাজির না থাকলে কোন কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। ডি এ সাংবাদিকদের ডেকে সব কথা জানাতে চলেছেন যদি বা তুমি হাজির হও বা গারভিন তার বিপক্ষের কিছু সাক্ষ্য সম্পর্কে তার মতমত জানান।'

একটু ইতস্তত করলেন ম্যাসন।

ওখানে আছ?' ড্রেক বলল।

'আছি', ম্যাসন বললেন, 'আমি চিন্তা করছি। গারভিন কোথায়?'

'ডি এ'র অফিসে।'

'ওদের জানাও আমি আসছি', বলে রিসিভায় নামিয়ে রাখলেন ম্যাসন।

'ওহ্', ডেলা বলে উঠল, 'বিদায় মধুর ডিনার।'

'তাই বটে', ম্যাসন বললেন। 'আপাতত স্থগিত রইল। সিনিয়র গারভিনকে ওরা আটক করেছে। সে ডি এ'র অফিসে। আমি না থাকলে সে কিছু বলতে অস্বীকার করেছে। আমি তার অ্যাটর্নি। পুলিশ আমাকে খুঁজছে।'

'এর অর্থ তারা আপনার জন্যও ফাঁদ পাততে চায়।' ডেলা সতর্ক করে দিল।

'আমি তা জানি', ম্যাসন বললেন। 'তাহলেও আমি তাতে পা রাখতে চলেছি। আমার গাড়িতে অফিসে চলে যাও, আমি ট্যাক্সিতে যাব। পরে ফিরে এসে ডিনার।'

একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লেন ম্যাসন।

ডি এ'র অফিসে পেঁছে একজন অফিসারকে তিনি বললেন, 'আমি ম্যাসন। সকলে আমার অপেক্ষা করছেন।'

'সামনে বাঁদিকে হ্যামিল্টন বার্জারের অফিসে চলে যান।'

ম্যাসন সেইদিকে একটা দরজা ঠেলে বড় হলঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের দরজায় লেখা ছিল 'হ্যামিল্টন বার্জার, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'। ব্যক্তিগত।'

ম্যাসন ভিতরে ঢুকেই বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা, ভদ্রমহোদয়গণ।'

ঘরে দেখা যাচ্ছিল হোমিসাইড দপ্তরের লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ, একজন উর্দি পরিহিত অফিসার, একজন সর্টহ্যান্ড রিপোর্টার, হোমার গারভিন আর হ্যামিল্টন বার্জারকে। সারা ঘর সিগারেটের গন্ধে ভরপুর।

হ্যামিল্টন বার্জার শর্টহ্যান্ড রিপোর্টারকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'মিঃ পেরি ম্যাসন। দয়া করে বসুন। রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হোক যে মিঃ পেরি ম্যাসন উপস্থিত হয়েছেন। এবার, মিঃ গারভিন, আপনি বলেছেন আপনার অ্যাটর্নি এলে সব কথা খুলে বলবেন। আমি তাই জানতে চাই জর্জ ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে যেখানে সে গত মঙ্গলবার রাত্রিতে খুন হয়, যে রক্তমাখা জুতোর ছাপ মিলেছে সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?'

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'একমিনিট, ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মক্কেল কিছু বলার আগে আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'আমরা ঢের অপেক্ষা করেছি', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'আমার মক্কেলের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেয়া না হলে আমি তাকে বলব কোন প্রশ্নের জবাব না দেবার জন্য।

'সেক্ষেত্রে তাকে আমরা প্রচারের ব্যাপারে কোন সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেব না', হ্যামিল্টন বার্জার সতর্ক করলেন। 'মিঃ গারভিন একজন দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী। আমরা তাকে বলেছি তার প্রতি আমরা কোন অন্যায় করতে চাই না আর তাই তার সুনামে ক্ষতিকর প্রচারও চাইনা।'

ম্যাসন বললেন, 'রেকর্ডে দেখানো হোক আমি মক্কেলের সঙ্গে জেরার আগে আলোচনা করতে চেয়েছি, কিন্তু তা দেয়া হয়নি এবং ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ভীতি প্রদর্শন করে বলেছেন তাকে প্রচারের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।'

হ্যামিল্টন বার্জার রেগে লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ট্র্যাগ বললেন, 'এক মিনিট', তিনি উঠে ডি এ'র কানে কানে কিছু বললেন।

'আমরা দশ মিনিট সময় দিচ্ছি', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। 'বাঁ দিকে একটা ঘর আছে। সেখানে যেতে পারেন আপনারা।'

ম্যাসন গারভিনকে ইঙ্গিত করলেন, 'এই দিকে এস গারভিন।'

গারভিন তার চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যাসনের সঙ্গে সেই কামরায় ঢুকলেন। ভিতরে ছিল কিছু টেবিল ও চেয়ার আর একটা বন্ধ দরজা। ম্যাসন দরজা খুলে একটা খুপড়ি দেখতে পেলেন।

'এখানে এস', তিনি বললেন। 'ওই ঘরে সম্ভবত আড়ি পাতার যন্ত্র আছে।

বার্জারের মুখভাব আমার ভাল লাগেনি। বড় সহজেই সে রাজী হল। এবার বল এসব কি হচ্ছে?'

গারভিন বললেন, 'তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল মনে হচ্ছে। চুলোয় যাক, ম্যাসন, আমি ছেলের বিষয়ে হতাশ হয়েছি।'

'বহু বাবা মাই ছেলেদের ব্যাপারে হতাশ।'

'যাক এখন ঠিক হয়ে গেছে। প্রথমে মনে হয় যে ভুল মেয়েকে বিয়ে করেছে। এখন মনে হচ্ছে সে ঠিক মেয়েকেই বিয়ে করেছে।'

'এর মানে হলো তুমি ভাবছ ষ্টিফানি ফকনার এই খুনের ব্যাপারে জড়িত?'

'এর দ্বারা বোঝাতে চাই আমি ষ্টিফানিকে ভালবাসি। যখন ওকে প্রথম দেখি তখন থেকেই ভালবেসে আসছি। আমি চেয়েছিলাম জুনিয়র ওকে বিয়ে করুক। কিন্তু যখন দেখলাম ও তা করল না তখন হতাশ হই...তারপর সত্যই খুশী হলাম।'

'ওকে কথাটা বলেছ? ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মনে হচ্ছে একটু ইঙ্গিত দিয়েছি। যতই হোক আমি ওর বাবার বয়সী।'

'মোটেই না', ম্যাসন বললেন। 'অনেক মেয়ে বয়স্কদেরই পছন্দ করে।'

গারভিন অধৈর্য ভঙ্গীতে প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, 'ব্যাপারটা যা তাই বললাম।'

'আর এক মিনিট সময় আছে', ম্যাসন বললেন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বল। ওই খুনের অস্ত্রটা তুমি তোমার ছেলের অফিসে গিয়ে ডেস্কে ভরে রেখেছিলে। আমি ষ্টিফানির কাছে রেখে আসা অস্ত্র থেকে নজর সরানোর উদ্দেশ্যেই কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল—।'

'এক মিনিট দাঁড়াও', গারভিন বললেন, 'যা বলছ সব ভুল। আমার ছেলের ডেস্কে আমি কোন বন্দুক রেখে আসিনি।'

ম্যাসন অধৈর্য স্বরে বললেন, 'অফিসে যাওয়ার আগে তুমি ক্যাসেলম্যানের কাছে যাও। তুমি কি ওকে খুন করেছ না-রনি?'

গারভিন বললেন, 'বোকার মত কথা বলো না। আমি আসার পর ষ্টিফানি ওর সঙ্গে দেখা করেছিল।'

'তাহলে তুমি ঠিক কি করেছ?'

'অফিসে যাওয়ার আগে আমি ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সবে মাত্র লাস ভেগাস থেকে ফিরেছিলাম। আমি দরজায় টোকা দিতে সে দরজা খুললেও আমাকে ভিতরে ডাকেনি। আমি নিজের পরিচয় দিতে সে একটু আশ্চর্যও হয়। সে শুধু বলে সে খুব জড়িয়ে পড়েছে আর চিন্তিত। সে আমায় রাত এগারোটায় যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি। কিন্তু একথা তুমি কি করে জানতে পেরেছ তাই অবাক হচ্ছি, ম্যাসন। আমি তো কাউকেই বলিনি।'

'কিভাবে জেনেছি তা নাই বা জানলে', ম্যাসন বললেন। 'তুমি সেখান থেকে

তোমার অফিসে যাও ?'

'সোজা যাইনি। গাড়িতে জ্বালানী ভরে অফিসে যাই। আমার অফিসে ছোট একটা ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট আছে। এর আগে ফোনে ইভা এলিয়টকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিছু বিষয় জানা দরকার ছিল বলে।

'তারপর ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'পোশাক বদলে একটু স্নান করি। স্নানের পর ইভা এলিয়টের কাছে জানতে চাই আমি কোথায় ছিলাম সেকথা কেন তোমাকে বলেনি। এক কথা থেকে অন্য কথা এসে পড়ে আর আমি তাকে বরখাস্ত করি। তারপরের কথা তুমি জান।'

'জানি বলে মনে হচ্ছে না', ম্যাসন বললেন।

'এরপর আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তারপর ষ্টিফানির সঙ্গে… ।'

'আমরা চলে আসার পর তুমি ষ্টিফানির ওখানেই ছিলে', ম্যাসন বললেন।

'কিছু সময় ছিলাম। আমি ষ্টিফানিকে বলতে চেয়েছিলাম তাকে আমাদের পরিবারের একজন বলেই কত আশা করেছিলাম।'

'বন্দুকের ব্যাপারটা কি ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আমি সব সময়েই বন্দুক রাখি। আমার কোটের কাঁধে একটা খাপ আছে, সেই ভাবেই দর্জিকে দিয়ে বানাই। এর ফলে কাউকে না দেখিয়েই বাঁ হাতে বন্দুক বয়ে নিতে পারি। বন্দুকটা নিয়ে আমি ষ্টিফানিকে দিই।'

'বন্দুকটায় কি গুলি ভরা ছিল যখন সেটা দিয়েছিলে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'সেটা থেকে কোন গুলি ছোড়া হয়েছিল ?'

'ওই বন্দুক থেকে বেশ কয়েক মাস গুলি ছোড়া হয়নি, ম্যাসন। কথাটা তোমাকে বলছি বটে তবে আর কাউকে বলব না। লাস ভেগাস থেকে আসার আগে সব গুলি বের করে নতুন গুলি ভরে নিই। ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব বলেই তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম অস্ত্র নিয়ে।'

'বেশ, তারপর কি হল ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আর একটা বন্দুক আমার অফিসের সিন্দুকে রাখি। ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে আমার রাত এগারোটায় দেখা করার কথা ছিল। কথাটা কাউকে বলিনি। অফিস থেকে যাওয়ার আগে সিন্দুক থেকে বন্দুকটা নিয়ে কাঁধের খাপে নিয়ে রওয়ানা হই।'

'তারপর ?'

'তারপর আমার চাবি দিয়ে দরজা খুলে ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকি। দরজায় টোকা দিয়ে কারও সাড়া পাইনি। দরজা ঠেলে দেখলাম সেটা খোলা, তাই সোজা ঢুকে গেলাম। ক্যাসেলম্যান নিঃসন্দেহেই ঘরে ছিল তবে রক্তের মধ্যে মরে কাঠ হয়ে সে পড়ে ছিল। রক্তের মাঝখানে দেখলাম কোন মেয়ের জুতোর স্পষ্ট গোড়ালিসুদ্ধ ছাপ। আমি নিঃসন্দেহ হলাম ওটা ষ্টিফানির জুতোর ছাপ। আমি

দরজা খোলা রেখেই চলে আসি।'

'এরপর আমি ষ্টিফানির অ্যাপার্টমেণ্টে গেলাম। সে শুয়ে ছিল, উঠে আমাকে ঢুকতে দিল। আমি কোথায় যাই আর কি দেখেছি ওকে বলিনি। আমি শুধু ওকে বলি আমি প্রচণ্ড নার্ভাস তাই ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই।'

'বেশ তারপর?'

'ওর প্রতি আমার কি ধরণের টান সেকথা একটু ঘুরিয়ে বলে জানাই কোন বন্ধুর প্রয়োজন হলে আমার কথা যেন ও মনে রাখে। যে বন্দুকটা ওকে দিয়েছিলাম সেটা বালিশের তলায় দেখেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে সেটা তুলে একবার নিতেই দেখলাম নিশ্চিতভাবেই একটা গুলি আমি দেয়ার পর ছোড়া হয়েছিল। ওর ঘরে একটা জুতো দেখে কৌশলে সেটা পরীক্ষা করেই বুঝলাম সেটা সম্প্রতি ধোঁয়া হয় কারণ সেটা ভিজে ছিল। গোড়ালির ছাপ যা দেখেছি সেই রকমই।'

'ওকে এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেছিলে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'না। আমি মাঝরাত পর্যন্ত ছিলাম। দরকার হলে সে যেন আমাকে জানায় বলে আমি চলে আসি।'

ম্যাসন সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আবার ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে যাও?'

'হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে ষ্টিফানিকে ইঙ্গিত করতে পারে এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণ আমি নষ্ট করে ফেলি।'

'কি করেছিলে?'

'আমার উচিত ছিল ষ্টিফানির বন্দুকটা পাল্টে আমার কোটে ঝোলানো বন্দুকটা রেখে আসা, কিন্তু কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি কারণ আমাব চিন্তার শক্তিই ছিল না।'

ম্যাসনের মুখ প্রায় গারভিনের মুখের কাছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গারভিন, তুমি সত্যি বলছ যে বন্দুক পাল্টাওনি?'

'কখনই না। একটা কথা ঠিক ম্যাসন, আমি প্রথমবার ষ্টিফানির ওখানে যাওয়ার পর আর দ্বিতীয়বার যাওয়ার মাঝখানেই গুলি ছোড়া হয় বন্দুক থেকে।'

'ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে ঠিক কি করছিলে তুমি?'

'যা করার তাই করি। রক্ত তখন প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। ভাবলাম ষ্টিফানির জুতোর দাগ সব ঘসে মুছে দেব, কিন্তু তবুও দাগ থাকবে বলে ভয় হলো, তাছাড়া একজন মৃতের কাছে কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে ভয়ও ছিল। আমি জানতাম দ্রুত কাজ করতে হবে, তাই আমার জুতোর ছাপ ওই দাগের উপর ভালভাবে চেপে দিলাম, বিশেষ করে গোড়ালির ছাপ। এই সঙ্গে আমার সারা জুতোতেও রক্ত লাগিয়ে নিই। যেভাবেই হোক ষ্টিফানির উপর থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করলাম। নানা সূত্র রেখে এলাম যাতে আমার দিকেই নজর পড়ে। আমি

ওদের কাছে ধাঁধা হতে চেয়েছিলাম। এরপর গা ঢাকা দিই যাতে পুলিশ আমাকে কোন প্রশ্ন করতে না পারে। যাই হোক, জুনিয়র যে তোমার কাজে বাগড়া দিচ্ছে সেটা বুঝতে পেয়ে ওকে জানাতে চেয়েছিলাম চুপচাপ বসে থাকতে।

'আমি ভেবেছিলাম লাস ভেগাসে যারা আমার উপর নজর রাখছিল সেই পুলিশদের আমি ফাঁকি দিতে পেরেছি, কিন্তু সোজা তাদের হাতে পড়লাম। প্লেন থেকে নামতেই ওরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে তাদের বললাম তুমি না এলে কিছুই বলব না।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'এবার গিয়ে কি হয় দেখা যাক। তুমি আমার কথা মত চলবে। কথাবার্তা আমিই বলব আর আমি 'হ্যাঁ' না বললে তুমি কিছুই উত্তর দেবে না। ওরা তোমাকে খবরের কাগজে প্রচারের মধ্যে নিয়ে আসতে চায়, ওটাই ওদের অস্ত্র। উপায় নেই এটা তাই মানতেই হবে। চল, যাওয়া যাক।'

ম্যাসন হোমার গারভিনকে নিয়ে হ্যামিল্টন বার্জারের ঘরে ঢুকলেন।

'কি জানতে চান এবার বলুন?' ম্যাসন বললেন।

বার্জার বললেন, 'ম্যাসন, আমি একটা ফটোর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এটা সংবাদপত্রে ছাপা হলেও আমি আসল ছবিটাই দেখাব।'

'দেখান', ম্যাসন বললেন। 'কি জানতে চান তাও বলুন, 'বার্জার ছবিটা দিতে ম্যাসন দেখে বললেন। ছবিটা কোন জুতোর ছাপ।

'একটা খবর', বার্জার বললেন। 'উত্তরটা আপনার বদলে গারভিনের কাছ থেকে এলে ভাল হত। আমি জানতে চাই জুতোর ছাপটা আপনার কিনা গারভিন?'

গারভিন ম্যাসনের দিকে তাকাতে তিনি মাথা নাড়লেন।

'একটু দাঁড়ান', বার্জার বললেন মুখ লাল করে। 'আমরা সোজা পথেই চলেছি। গারভিন বলেছিলেন ম্যাসন হাজির হলে সে সব খুলে বলবে। তাই হয় কথা বলুন, না হয় বলবেন না।'

'ধরুন যদি না বলি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তাহলে আপনারা দুজনেই দুঃখ পাবেন। এবার বলছি গারভিন, আপনি কি ৯১৮ লাউবে স্ট্রীটের কোন দোকান থেকে তিন সপ্তাহ আগে একটা রবারের গোড়ালি দেয়া জুতো কিনেছিলেন?'

'উত্তর দাও', ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ, কিনি', গারভিন স্বীকার করলেন।

'আমি আপনাকে একজোড়া জুতো দেখাচ্ছি। এটা ওই জুতো কিনা বলবেন কি?' বার্জার একজোড়া জুতো বের করে দেখালেন।

গারভিন একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এটা কোথায় পেলেন।'

'সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, শুধু বলুন এটা কি আপনার?'

গারভিন জুতোটা দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার।'

'আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি', বার্জার বলে চললেন, 'ওই জুতোর বিশ্লিডিন পরীক্ষা করানো হয়েছে রক্ত যাচাইয়ের জন্য। বাঁ পায়ের জুতোয় রক্তের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে। এখন বলতে পারেন কি আপনার জুতোয় রক্ত এলো কোথা থেকে?'

'এর কোন উত্তর আমার পক্ষে এখন দেয়া সম্ভব নয়', গারভিন বললেন।

'বেশ', প্রাণপনে ধৈর্য রেখে হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'এবার আরও একটা ফটো দেখাব।' তিনি ম্যাসনের হাতে অন্য একখানা ফটো তুলে দিলেন। 'এটা ভাল করে দেখে বলুন। কি দেখছেন?'

ম্যাসন উত্তরে বললেন, 'একটা পায়ের ছাপ।'

'খুব ভাল করে দেখুন।'

ম্যাসন গভীর দৃষ্টিতে ফটো দেখলেন।

বার্জার আবার বললেন, 'ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন হোমার গারভিনের জুতোর ছাপের নিচে কোন স্ত্রীলোকের জুতোর ছাপ রয়েছে। গোড়ালির ছাপ খুব স্পষ্ট। এবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, গারভিন, ক্যাসেলম্যান মৃত জানার পর আপনি ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে ওই স্ত্রীলোকের পদচিহ্নের উপর আপনার পদচিহ্ন এঁকেছেন কি না?'

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন, 'যতদূর জানি এ হলে কাজটা অপরাধ।'

'আপনার আইনি জ্ঞানের জন্য অভিনন্দন জানাই', শ্লেষের সঙ্গে বললেন বার্জার।

'এমতাবস্থায় আমি আমার মক্কেলকে সেক্ষেত্রে কোন উত্তর না দেয়ার জন্য বলব', ম্যাসন জানালেন।

দীর্ঘশ্বাস টানলেন বার্জার। 'গারভিন, আপনাকে একটা হাতের ছাপ দেখাব। যেটা পিছনের দরজার হাতল থেকে পাওয়া গেছে। এটা বুড়ো আঙুলের স্পষ্ট ছাপ। বাকি আঙুলের ছাপ সযত্নে তুলে ফেলা হয়। এই বুড়ো আঙুলের ছাপ আপনার গারভিন, এতে কোন ভুলই নেই। এখন প্রশ্ন করছি কি অবস্থায় ওই ছাপ ওখানে পড়েছিল?'

'এক মিনিট', ম্যাসন বললেন, 'আপনার কথামত ওই ছাপ গারভিনের হলে সেকি অপরাধী বলে ধরে নেয়া হবে?'

'অবশ্যই তাকে অপরাধী ধরে নেয়া হবে।' বার্জার বললেন।

'তাহলে তাকে পরামর্শ দেব উত্তর না দিতে', ম্যাসন বললেন।

হ্যামিল্টন বার্জার এবার ম্যাসনের দিকে ফিরলেন, 'আপনিও খুনের অস্ত্র পাল্টেছেন ম্যাসন, তবু আপনাকে সব কথা জানানোর একটা সুযোগ দেব। আমি জানতে চাই খুনের অস্ত্র আপনার হাতে কি করে এলো।'

'যদি আপনাকে সেকথা বলি আপনি আমাকে অভিযুক্ত করবেন না?'

হ্যামিল্টন বার্জার দুচোখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমি সহজ হতে চাইছি ম্যাসন, আমি কোন শপথ করছি না, তবে আপনি যা বলছেন তাতে

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র অফিসের মনোভাব অনেকখানি বদলাতে পারে।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি হোমার গারভিন, জুনিয়রের অফিসে যাই আর জানতে চাই ওর কোন বন্দুক ছিল কিনা। সে আমাকে একটা বন্দুক দেয়। আমি একটা গুলি ছুঁড়ি আর তাতে গারভিনের ডেস্কে একটা গর্ত হয়ে যায়। এরপর গারভিনকে আমি স্টিফানি ফকনারের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাই। সে তাকে বন্দুকটা দেয়। সব সত্যি কথা আমি খুলে বললাম। বলুন, এবার কি করবেন?'

'আমরা জানি আপনি ওখানে বন্দুক পাল্টাপাল্টি করেন এবং জুনিয়র গারভিন সে সময় আপনার হাতের পুতুল হয়ে কাজ করে আর খুনের অস্ত্রটা স্টিফানি ফকনায়ের কাছে নিয়ে যায়।'

ম্যাসন তার মক্কেলের দিকে তাকালেন, 'তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, হোমার ওঁর কথার মূল্য কতখানি। তুমি ওঁকে কিছু বললে সেটা তার মনোমত না হলে তা সত্যি নয়। উনি যা শুনতে চান তার বাইরে কোন কিছুই সত্য নয়।'

এ কথায় চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন বার্জার।

ট্র্যাগ বললেন, 'আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারি, মিঃ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি?'

'নিশ্চয়ই। যা ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পার।'

ট্র্যাগ বললেন, 'ম্যাসন, মানুষ হিসেবে তোমার কাছ থেকে কি এটুকু নিশ্চয়তা পেতে পারি যে তুমি গারভিনের অফিসে কোন বন্দুক পাল্টাপাল্টি করোনি?'

'আমি কথা দিচ্ছি একাজ করিনি', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ এবার বার্জারকে বললেন, 'ব্যাপারটার মধ্যে কিছু রহস্য আছে, বার্জার, যা আমরা দেখছি তার চেয়ে ঢের গভীর কিছু। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করিনা ম্যাসন বন্দুক পাল্টাপাল্টি করেছে। আমি নিজে তদন্ত করে দেখতে চাই এই বিশ্বাস নিয়েই যে কোন বন্দুক বদল হয়নি আর জুনিয়র গারভিনের ডেস্ক থেকে যে বন্দুক বের করে সেটাই খুনের অস্ত্র।'

'তা হতে পারে না', হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন।

লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'বোকার মত কথা বলবেন না।' তারপরেই সামলে নিয়ে বললেন, 'এই ব্যাপারে অনেক কিছু রয়েছে যা খাপ খায় না। ম্যাসনের পক্ষে কোন রকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে না যে জন্য সে···।'

'যথেষ্ট হয়েছে', বার্জার বাধা দিলেন। 'কি বলছ খেয়াল রেখ, লেফটেন্যান্ট। আমরা খবর সংগ্রহ করতে এসেছি তা দিতে নয়। আমরা একান্তেই আলোচনা করব অন্তত পেরি ম্যাসনের সামনে নয়, যাতে সে এটা থেকে আবার গোলমেলে কিছু করতে সুযোগ পায়।'

উঠে দাঁড়ালেন ম্যাসন। 'তাহলে এই আলোচনা এখানেই শেষ বলে ধরে নিতে পারি, ভদ্রমহোদয়গণ? আমার মক্কেল কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছে আর আমি সমস্ত তথ্য সত্য হিসেবে জানিয়েছি অবশ্য মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা করে ও

নীতি বজায় রেখে।'

হ্যামিল্টন বার্জার অনুযোগের দৃষ্টিতে বললেন, 'দরজা খোলাই আছে।'

'গারভিনের কি হবে?'

'আপনার মক্কেল করদাতাদের টাকায় আর কিছুক্ষণ একটা হোটেলে সময় কাটাতে যাচ্ছেন', বার্জার টিপ্পনি কাটলেন।

'তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের শুভসন্ধ্যা জানাই, আর গারভিন, আমার নির্দেশ রইল কোন প্রশ্নের জবাব দেবেনা।'

হ্যামিল্টন বার্জার রিসিভার তুলে কাউকে বললেন, 'রিপোর্টার এই ঘরে পাঠাও।'

ম্যাসন এলিভেটরে উঠে নিচে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে ফিরলেন।

ডেলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। 'কি হলো, চিফ?'

ম্যাসন উত্তর দিলেন, 'এই কেসটায় এমন কিছু আছে যা বুঝতে পারছি না।'

'পুলিশের মত কি?'

'তারাও অনেক কিছু বুঝতে পারছে না।'

'হোমার গারভিনের ব্যাপার কি রকম?'

'গারভিনকে অপরাধ পরবর্তী সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, আমার ভয় হচ্ছে এবিষয়ে তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ মজুত।'

'এ ছাড়া?'

'এছাড়া ষ্টিফানি ফকনারকে ফার্ষ্ট ডিগ্রি খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।'

'আর আপনি?'

হাসলেন ম্যাসন। গারভিন আর আমি বারুদের উপর বসে আছি। ডি এ আগে খুনের অভিযোগ মজবুত করার পর আমাদের খুনের পর সহযোগী বলে প্রমাণ করতে চাইবেন।'

'এরকম অবস্থা কিভাবে সামলাবেন আপনি?'

ম্যাসন বললেন, 'আমাদের মানুষের উপর আস্থা রাখতে হবে, সঙ্গে চাই মানসিক স্থৈর্য আর কৌশল। যদি ভুল না হয় তাহলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ষ্টিফানি ফকনারকে ক্যাসেলম্যানকে খুনের অপরাধে আগামীকাল অভিযুক্ত করবেন। তারপর তিনি গারভিন সিনিয়রকে সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করবেন। সে জামিন পাবে বলেই মনে হয়। তাহলে চাপের ফলে গারভিন সব স্বীকার করে তাকে সাহায্য করবে বলেই ভাবছেন ডি এ।'

'ইতিমধ্যে আমাদের কাজ কি রকম হবে?' ডেলা জানতে চাইল।

হাসি ছড়ালো ম্যাসনের মুখে। তিনি বললেন, 'আমরা চমৎকার কিছু ডিনার খেয়ে নেব। মনে হচ্ছে এর পর বেশ কিছুদিন তা জুটবে না।'

'ওরা আপনাকে গ্রেপ্তার করবে?'

'তাতে সন্দেহ আছে। চল যাওয়া যাক', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন।

□ ষোল □

পল ড্রেক তার প্রিয় সেই মালপত্র বোঝাই চামড়ার চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে পেরি, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে, তোমার এক হাতে ধরা আছে বাঘের ল্যাজ আর অন্য হাতে বুনো শুয়োরের ল্যজ। হোমার গারভিন সিনিয়রকে খুন পরবর্তী সহযোগী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, ক্যাসেলম্যানের খুনের মামলায়। তাকে এক লক্ষ ডলার জামিনে ছাড়াও হয়েছে। ষ্টিফানি ফকনারকে ফার্ষ্ট ডিগ্রি খুনের জামিন অযোগ্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি চটজলদি বিচারের দাবী তুলে বলেছেন প্রতিবাদীর আইনবিদ নাহলে খালি দেরি করাতে চাইবেন। এই সঙ্গে তিনি সংবাদ ভালরকম প্রচারের ব্যবস্থাও করেছেন।'

'ডন জয়েসের ব্যাপারে কি জানতে পেরেছ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এ ধরণের মেয়েদের সম্পর্কে কিছু জানা কঠিন', ড্রেক বলল। 'বিশেষ করে সে কোন পয়সাওয়ালা কাউকে বিয়ে করলে। কোন মডেলের ব্যাপারে কাজটা কি শক্ত তাও নিশ্চয়ই বোঝ। আসলে এসব মেয়েরা অনেকেই বিয়ে করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই দিন কাটায়। তবে যেসব মেয়েরা সাঁতারের পোশাকে জনতার সামনে নাচানাচি করে তাদের সম্পর্কে মানুষের বেশ মজাদার ধারণাও থাকে।

'লাস ভেগাসেও তাই ডন জয়েস সম্পর্কেও ঢের গুজব শোনা যায়। স্বচ্ছ স্বল্প পোশাকে সে মানুষের মনোরঞ্জন করতে সাঁতার দিঘীতে নামত আর নাচগানেও অংশ নিত। মাঝে মাঝে জুয়ার টেবিলে কোন খরিদ্দারের সঙ্গে ঘুরঘুর করে বেড়াতেও যেতে অভ্যস্ত ছিল।'

'কমিশনে কাজ করত সে?' ম্যাসন জানতে চাইল।

'আপাতদৃষ্টিতে না', ড্রেক বলল। 'সে মাইনে পেত, আর এ সবই তার কাজের অঙ্গ। এব মধ্যে খারাপ কিছু ছিলনা। তবে একজন পুরুষের নজরের মধ্যে থেকে তার সঙ্গিনী হয়ে ঘুরে বেড়াতে চাইলে অনেক কিছু ঘটতে পারে। বিশেষ করে কোন পয়সাওয়ালা মানুষ যখন জুয়ায় বাজী ধরে হারতে থাকে। এদের অনেকেই জুয়ার কৌশল বড় একটা জানে না। এই বাজী ধরা আমারও তেমন আসে না। এখন ওই ডন জয়েস মেয়েটি সহজ ভাবেই কাজ করে চলত আর কাজের মধ্য দিয়ে অনেকেরই কাছাকাছি আসে সে, যেমন ক্যাসেলম্যান। বেশ কয়েক বার ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে সে। মনে হয় তাকে ও পছন্দ করত বা দুজনের মধ্যে ব্যবসায়িক কিছু গড়েও ওঠে। কেউ এটা জানে না।'

ক্যাসেলম্যান ছিল এক ব্ল্যাকমেলার যদিও তা প্রমাণ করা যায়নি। কেউ জানত

না সে কিভাবে জীবন কাটাত। ধুরন্ধর লোক সে। লাস ভেগাসে থেকে সে বড় মানুষী চালেই কাটাত। ওর ব্যাঙ্কে আমানত ছিল না, আয়করও দিত না। দিন আনা দিন খাওয়া হিসেবেই চালাত সে। বহু লোকই লাস ভেগাসে আসত, তাই যার মানুষ সম্পর্কে ধারণা থাকত আর সে তাদের মুখ মনে রাখত আর কাজকর্মের খোঁজও রাখত আর কোন মেয়ে তাকে কিছু খবর দিলে তার কাজের সুবিধে হতো তা বলাই বাহুল্য।'

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন, 'বুঝেছি। এসব প্রমাণ করা শক্ত।'

'তাই', ড্রেক বলল। ক্যাসেলম্যানকে যখন গুলি করা হয় তখন আর পার্সে পনেরো'শ ডলার ছিল। লোকে ধরে নেবে তার ওইটুকুই মৃত্যুর সময় সম্বল ছিল অথচ আমরা সকলেই জানি মোটেই তা নয়। সে নিশ্চয়ই কোথাও টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছিল। তা হয়তো কোন সিন্দুকে বা অন্য কোথাও এবং তা অন্য নামেও হতে পারে। দেখা গেছে কোন জমিজমা কেনার সময় সে একবারে পনের হাজার ডলারও বের করেছে। সব খরচ সে নগদেই করত।'

'অথচ আয়কর কোনদিন তাকে ছুঁতে পারেনি?' ম্যাসন বললেন।

'যতদূর জেনেছি কোনদিন ওকে হাতে পায়নি তারা', ড্রেক বলল, 'মহা ধুরন্দর ও। সব সময় আড়ালে থেকেই ও কাজ করেছে। কোনদিন আয়করের রিটার্ন দাখিল করেনি ও, ও যে জীবিত তাই কেউ জানত না। ডন জয়েসের সঙ্গে মৃত ক্যাসেলম্যানের বেশ ভাব ছিল। জুনিয়র গারভিন তাই ব্যাপারটা যেভাবেই হোক চাপা দিতেই চাইবে। এ সব সম্পর্কের খবর কাগজে প্রচার হোক কিছুতেই চাইবে না সে। সমাজে ওর সম্মান রয়েছে।'

'ওর পরিচিতি কি রকম?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'সেটা নির্ভর করে কি ধরণের লোকের কাছে জানতে চাইবে। সে একেবারে বন্য আর অনেক গভীর জলের মাছ। তবে সামলে নিতেও পারে ও, বিশেষ করে তার বাবার সুনাম আছে যখন। অল্প বয়সেই সে ওই পুরনো গাড়ির কারবারে নামে আর দ্রুতই এগিয়েছে। অল্প লাভ করলেও পিছপা হয় না ও। এই পুরনো ব্যবহার করা গাড়ির ব্যবসায় যথেষ্ট পয়সা করেছে জুনিয়র। সরকারী বাতিল জমির সন্ধান রেখে তারও কারবার করে ও।'

'অ্যাকমি ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্লাম্বিং কোম্পানী সম্পর্কে কি জানতে পারলে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অ্যাকমি ইলেকট্রিক কোম্পানী আর ইউরেকা অ্যাসোসিয়েটেড রিনোভেটর নামে দুটো কোম্পানীই ১৩৯৭ চ্যাথাম স্ট্রীটে একখানা ঘরে চিঠিপত্র গ্রহণ করে। একজন লোক ঘরখানার ভাড়া নিয়ে থাকে আর সেই চিঠিপত্র নেয়। তবে সে রাতে থাকেনা আর আগাম ভাড়া মিটিয়ে দেয়।'

'লোকটার বর্ণনা কি রকম?'

'সাধারণ', ড্রেক বলল। 'যে কেউ হতে পারে। যেহেতু সে আগাম ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেয় কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। একটা কথা পেরি, এই খুনের কেসে একটা টিপস দিতে পারি। হ্যামিল্টন বার্জার যে ভাবেই হোক এথেকে ডন জয়েসকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালাবেন। তার ধারণা হলো যে ভাবেই হোক তুমি বন্দুক পাল্টাপাল্টি করেছ আর তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারবেন। তার ধারণা তিনি স্টিফানি ফকনারের বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তুমি অবশ্য বলতে পার ডন জয়েসই খুন করেছে বন্দুকের সাক্ষ্য দেখিয়ে, তবে যে মুহূর্তে তুমি তা করবে বার্জার ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে বন্দুক তুমিই বদলেছ গারভিনের অফিসে গিয়ে ডেস্কে গুলি ছুঁড়ে ধোঁকা দেয়ার জন্য।

'সে সুযোগ তাকে না হলে দেওয়া যাবে', ম্যাসন বললেন, 'তবে তার পক্ষে প্রমাণ করা সহজ নয় যে আমি বন্দুক পাল্টাপাল্টি করি।'

'আপাতদৃষ্টিতে সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়', ড্রেক বলল। 'আর সেই জন্যই সে জ্বলে মরছে। সে অভিযোগটা কেবল জানাতে পারে এইটুকুই। তুমি স্টিফানি ফকনারকে সমর্থন করছ?'

'হ্যাঁ, তা করছি।'

'শোন পেরি, কথার কথা হিসেবে বলছি, সে এ বিষয়ে কি বলে? ব্যাপারটা কি ঘটেছিল?'

'সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে', ম্যাসন বললেন। ও কোন কথাই বলছে না, শুধু বলছে ও ক্যাসেলম্যানকে গুলি করেনি। ও কোনই অপরাধ করেনি। এর বেশি ও কিছুই বলছে না। ও বলছে জেরা করলে তখনই ও এমন কিছু বলতে পারে যা কেউই জানে না।'

'ওর অতীত জীবনের কিছু?' ড্রেক জানতে চাইল।

'সেই রকমই মনে হচ্ছে', ম্যাসন বললেন। 'ও বলছে ওকে অভিযুক্ত করলেও কোনভাবেই তাকে কিছু পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য ছাড়া কোনভাবে খুনী প্রমাণ করতে পারবে না ওরা।··· ওর কথা এক হিসাবে ঠিকই।'

'তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক', ড্রেক বলল।

'মনে হচ্ছে তার দরকার হবে', ম্যাসন বললেন হাসিমুখে। 'বিলগুলো কোথায় ছাপা হয় জানতে পারলে?'

'এখনও না।'

'লেগে থাকো।'

ড্রেক চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'খবর পেলেই জানাব, পেরি।'

জুরিদের কাছে মামলা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য হ্যামিল্টন বার্জার উঠে দাঁড়ালেন।

'এই কেসে আমি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ ভাবেই সবকিছু জানাচ্ছি', তিনি বললেন। সরকারের তরফে সব রকম নাটকীয়তাই আমি বর্জন করে বলছি এক্ষেত্রে একটিই উপসংহার সম্ভব।'

'এই বছরের ৭ই অক্টোবর জর্জ ক্যাসেলম্যান মারা পড়েন। ডাক্তারি পরীক্ষার বর্ণনা থেকে জানা যায় তার বুকে হৃৎপিণ্ডের কাছে বাঁ দিকে একটা বন্দুক ঠেকানো হয়। জুরি পক্ষের ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ, এর পরেই বন্দুকের ট্রিগার টানা হয়েছিল। এইভাবে গুলি করাকে স্পর্শ করা গুলি করা বলা হয়। এক্ষেত্রে বন্দুকের নল নিহত ব্যক্তির বুকে স্পর্শ করা ছিল। এমতাবস্থায় গুলির সঙ্গে নল থেকে নির্গত গ্যানও হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। এর ফলে বন্দুকের আওয়াজও চাপা পড়ে যায়।

'আমি তাই অভিযোগ হিসেবে দেখাতে চাই প্রতিবাদী ষ্টিফানি ফকনারের জর্জ ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল। সে তার অ্যাপার্টমেণ্টে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কিন্তু তাকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। আমি দেখাতে চাই সে নিহত ব্যক্তির দেহ নিঃসৃত রক্তের উপর পা রেখেছিল এবং বাথরুমে প্রবেশ করে সে জুতো থেকে সেই রক্ত ধুয়ে নেয়। তার রক্তমাখা পদচিহ্ন ঘরে দেখা গেছে, এর সঙ্গে সে বাথরুমে রক্তমাখা তোয়ালেও রেখে আসে।

'তার বন্ধু হোমার গারভিন তার ওই অপরাধের চিহ্ন লোপ করার উদ্দেশ্যে বহু সাক্ষ্য নষ্ট করে ফেলেন। এজন্য তাকে যথাসময়ে বিচারের জন্য হাজির করা হবে, তবে প্রতিবাদীকে অভিযুক্ত করার জন্য অনেক সাক্ষ্য বর্তমান। আমরা অঙ্কের হিসেবেই নিশ্চিত প্রমাণ করতে তৈরী যে খুনের অস্ত্রটি প্রতিবাদীর কাছেই ছিল। এক্ষেত্রে তার অ্যাটর্ণি মস্ত চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অ্যাটর্ণি পেরি ম্যাসন এমন কৌশল করলেও আমরা প্রমাণ করতে পারব আমরা প্রমাণ করতে পারব অস্ত্রটা প্রতিবাদীর হেফাজতেই পাওয়া যায়। সে এবার জানাতে পারে অস্ত্রটি তার কাছে কিভাবে গেল।'

'অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসন, যিনি প্রতিবাদী ও হোমার গারভিন দুজনেরই আইনজ্ঞ, তাকে আপাতত খুনের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে না, তবে তাকে কোন নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দেয়া হয়নি। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আপনাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে প্রতিবাদীকে ফার্ষ্ট ডিগ্রি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলে আপনারা রায় দিন। এই রায় দেয়ার পর আমরা দেখব খুনের সাক্ষ্য

প্রমাণ যিনি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা। এ বিষয়ে আপনাদের করণীয় কিছুই নেই। আপনাদের একমাত্র কর্তব্য এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল কিনা তা নির্ধারণ করা।'

'আমরা এক্ষেত্রে আপনাদের কাছ থেকে ন্যায় সম্মত রায় শুনতে আগ্রহী।' হ্যামিল্টন বার্জার উদ্ধত ভঙ্গীতে নিজের আসনে বসলেন।

বিচারক হিল্টন ডেকার পেরি ম্যাসনের দিকে তাকালেন।

'প্রতিবাদী পক্ষ কি এই মুহূর্তে কোন বিবৃতি দিতে ইচ্ছুক না আরও অপেক্ষা করবেন?'

'আমরা অপেক্ষা করব', ম্যাসন বললেন।

'আপনার প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করুন', জজ ডেকার হ্যামিল্টন বার্জারকে বললেন।

হ্যামিল্টন বার্জারের প্রথম সহকারী গাই হেণ্ড্রি এরপর একজন রেডিও অফিসারকে আহ্বান করতে সে জানাল জর্জ ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকে কিভাবে ক্যাসেলম্যানের মৃতদেহ রক্তের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে।

তাকে পাল্টা কোন জেরা করা হলো না।

এরপর সাক্ষী হিসেবে এলেন হোমিসাইড দপ্তরের সার্জেণ্ট হলকোম্ব। তিনি জানালেন উপস্থিত হওয়ার পর তিনি কিভাবে মৃতদেহের অবস্থানের ফটো তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নানা ধরণের হাত ও পায়ের ছাপ তোলারও ব্যবস্থা করেন।

এবারও কোন পাল্টা জেরা করা হলো না।

এরপর ফটোগ্রাফার জানাল কিভাবে ফটো তোলা হয়। সাক্ষ্য হিসেবে কিছু ফটোও দাখিল করল সাক্ষী।

এবারও কোন জেবা করা হলো না।

জজ ডেকার একটু বিস্মিত ভঙ্গীতে কিছু বলতে গিয়েও বললেন না, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকালেন।

ময়নাতদন্ত করা ডাক্তার এরপর জানালেন গুলি কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে। তিনি জানালেন একটা গুলিই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি মৃত্যুর সময় সম্পর্কে জানালেন ময়নাতদন্ত করার বারো থেকে সাতরো ঘণ্টা আগে মৃত্যু হওয়া সম্ভবপর।

গাই হেণ্ড্রি এবার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করলেন।

'আমি আপবাকে ৩৮ ক্যালিবারের একটা কোল্ট রিভলবার দেখাচ্ছি', গাই হেণ্ড্রি বললেন। 'এটা আগে কোথাও দেখেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, দেখেছি।'

'কোথায় কখন দেখেন?'

'৮ই অক্টোবর এগারোটা পঁয়তাল্লিশে এই মামলায় প্রতিবাদী ষ্টিফানি ফকনারের

অ্যাপার্টমেণ্টে।'

'সেটা কোথায় রাখা ছিল ?'

'ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর।'

'অ্যাপার্টমেণ্টের কোন ফটো তোলা হয় ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ফটোতে বন্দুকটা দেখা যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ফটোগ্রাফটা আপনার কাছে আছে ?'

'হ্যাঁ স্যার', বলে একটা ফটো বের করে দিলেন সার্জেণ্ট হলকোম্ব।

'এই ফটো সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি', হেণ্ড্রি বললেন।

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। এই ফটো সম্পর্কে সাক্ষীকে আমি জেরা করতে চাই।'

জুরিরা এবার উৎসাহী ভঙ্গীতে ম্যাসনের দিকে তাকান কারণ ম্যাসন এই প্রথম বার জেরা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

'এই ফটোতে একটা টেবিলে কোন বন্দুক দেখা যাচ্ছে, তাই না, সার্জেণ্ট ?' ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ স্যার।'

'যে অস্ত্র আপনি সনাক্ত করলেন এটা কি সেই অস্ত্র ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এটা যখন দেখেন তখন এই ভাবেই রাখা ছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে অস্ত্রটা সরানোর আগেই ছবি তোলা হয় ?'

সার্জেণ্ট হলকোম্ব একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, 'নানে, অস্ত্রটা হাতে নিয়ে পরীক্ষার পর আবার সেই ভাবেই রেখে দেয়া হয়েছিল।'

'কে পরীক্ষা করেছিল ?'

'আমিই করি।'

'আর কেউ ?'

'হোমিসাইডের লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ আমার সঙ্গে ছিলেন।'

'পরীক্ষা কি রকম হয় ?'

'সিলিণ্ডার খুলে আমরা দেখি একটা খালি কার্তুজ ছিল, আমরা নলের গন্ধও শুঁকি।'

'আপনারা হাতের ছাপ নিয়েছিলেন ?'

'তারপর ?'

'তারপর বন্দুকটা আবার সেইভাবে রেখে দেওয়া হয় যাতে ফটো তোলা যায়।'

'একটা প্রশ্ন এবার। খুনের গুলিটি কি এই বন্দুকের কিনা মিলিয়ে দেখা হয়েছিল ?'

'এক মিনিট', হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন। 'পরবর্তী সাক্ষীর কাছ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞকে ডাকা হলে তাকে জেরা করতে পারবেন।'

'সেটা যথাযথ', ম্যাসন বললেন। 'আমি শুধু এই সাক্ষীর কাছ থেকে জানতে চাইছিলাম এরকম পরীক্ষা হয়েছিল কিনা।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কখন।'

'সঠিক সনয় জানিনা, তবে অস্টা পাওয়ার কিছু পরেই।'

'কিছু পরে বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'কিছুক্ষন।'

'চব্বিশ ঘণ্টা পরে হতে পারে ?'

সাক্ষী একটু ইতস্তত করতে চাইল।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে হতে পারে ?' ম্যাসন বললেন।

'না, ততক্ষণ নয়।'

'তবে চব্বিশ ঘণ্টা হতে পারে ?'

পারে, তবে মনে হয় আরও কম।'

'বন্দুকটা ছবি তোলার আগে কে টেবিলে রাখেন ?'

'আমি রাখি।'

'ঠিক জায়গা আপনি কিভাবে জেনেছিলেন ?'

'মনে রেখেছিলাম।'

'কোন দাগ দিয়ে রেখেছিলেন ?'

'না।'

'যখন প্রথম ঘরে ঢোকেন তখন বন্দুকের নল দরজার দিকে ছিল না অন্য দিকে ফেরানো ছিল ?'

'ফটোতে যে রকম আছে সেই ভাবেই ছিল।'

ম্যাসন ফটোটা তুলে নিজের দিকে ধরে আড়াল করে বললেন, 'বন্দুকের নল দরজার দিকে ফেরানো ছিল না অন্য দিকে ?'

'এখন আমার মনে পড়ছে না। ছবিতে যেমন দেখানো আছে সেই ভাবেই ছিল।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'আমার ফটোর বিষয় আর কোন প্রশ্ন নেই।'

হেণ্ড্রি বললেন, 'আমি চাই এই ফটো সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হোক।'

'কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন।

হেণ্ড্রি সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বন্দুকের বিষয়ে প্রতিবাদী আপনাকে

কিছু জানিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে প্রশ্ন করায় তিনি জানান মিঃ হোমার গারভিন তাকে ওটা দিয়েছিলেন।'

'আর কোন প্রশ্ন করেন ?'

'হ্যাঁ, আমি ফাঁকা কার্তুজ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন তিনি সে বিষয়ে কিছুই জানেন না, ওই অবস্থাতেই তিনি ওটা পেয়েছিলেন।'

'আমি চাই অস্ত্রটিতে সনাক্তকরণের জন্য চিহ্ন দেয়া হোক।'

'আদেশ দেয়া হলো', বিচারক ডেকার বললেন। 'এই ফটো ও বন্দুক যথাক্রমে ২৯ ও ৩০ নম্বর যুক্ত হয়ে সাক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হলো।'

'আপনার সাক্ষী', হেণ্ড্রি এবার ম্যাসনকে বললেন।

ম্যাসন প্রশ্ন করলেন, 'প্রতিবাদী কি সিনিয়র বা জুনিয়র হোমার গারভিন বলেছিলেন ?'

'তিনি শুধু বলেছিলেন হোমার গারভিনের কাছ থেকে পেয়েছেন।'

'কখন পেয়েছিলেন বলেছিলেন ?'

'না, স্যার বলেন নি।'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আদালতের অনুমতি হলে আমরা এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পাবি। যাই হোক, আমি সার্জেণ্ট হলকোম্বকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি প্রতিবাদীর অ্যাপার্টমেণ্টে কখন পৌছন, সার্জেণ্ট ?'

'কাঁটার কাঁটায় এগারোটা প'য়তাল্লিশে।'

'আর কোন প্রশ্ন নেই', ম্যাসন বললেন।

'আলেকজাণ্ডার রেডফিল্ডকে ডাকা হোক', হেণ্ড্রি বললেন।

ব্যালিষ্টিক বিশেষজ্ঞ রেডফিল্ডকে ম্যাসন এর আগে বহুবার জেরা করেছিলেন সে তাই ম্যাসনের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় খুব সতর্কভঙ্গীতে সাক্ষ্য দিতে এসে দাঁড়াল।

'আমি ৩০ নম্বর সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গৃহীত বন্দুকের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই', হেণ্ড্রি বললেন। 'অস্ত্রটা আপনি আগে দেখেছেন ?'

রেডফিল্ড বন্দুকটা সতর্কভঙ্গীতে পরীক্ষার পর জানাল, 'হ্যাঁ, এটা আমার দেখা।'

'আপনাকে ১৪ নম্বর সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গৃহীত খুনের গুলিটা দেখাচ্ছি। এই গুলিটা আগে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার, দেখেছি', সাক্ষী একটা আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে বলল, 'এতে আমার নিজস্ব চিহ্ন খোদাই করা আছে।'

'এই গুলিটা ইতিমধ্যেই খুনের গুলি হিসাবে সণাক্তকরণ করা হয়েছে', হেণ্ড্রি এবার বললেন। 'এবার বলতে পারেন কি এটা ওই বন্দুক থেকে ছোড়া হয় কি না ?'

'হ্যাঁ স্যার, ওই বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হয়।'

'অন্য কোন বন্দুক থেকে ওই গুলি ছোঁড়া সম্ভবপর ছিল?'

'না স্যার। ওটা ওই বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হয়।'

'নিন, জেরা করুন', হেণ্ড্রি ম্যাসনকে বললেন।

'কোন প্রশ্ন নেই', ম্যাসন বললেন।

'পল ক্লিণ্টনকে ডাকা হোক', হেণ্ড্রি বললেন।

পল ক্লিণ্টনকে ডাকা হলে সে শপথ নিয়ে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। সে পুলিশ দপ্তরের একজন বিজ্ঞান বিশ্লেষক ও রক্ত পরীক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

'আপনি প্রতিবাদীর অ্যাপার্টমেণ্ট কোন পরীক্ষা করেছিলেন?' হেণ্ড্রি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ স্যার। ৯ই অক্টোবর তারিখে।'

'সেখানে রক্তমাখা কোন পোশাক বা কিছু পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি বাঁ পায়ের একটা জুতো পাই তাতে কিছু রক্তের চিহ্ন ছিল।'

'সেই রক্ত মানুষের?'

'জানা সম্ভব হয়নি কারণ জুতোটা ভাল করে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল।'

'জুতোটা আপনার সঙ্গে এনেছেন কি?'

'হ্যাঁ স্যার', ক্লিণ্টন ব্যাগ থেকে এক পাটি জুতো বের করে দিল।

'এই জুতোর কোন বিশেষত্ব আছে?'

'হ্যাঁ স্যার। এটি বিশেষ ধরণের গোড়ালি লাগানো।

'ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে কোন ভিজে তোয়ালে পেয়েছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ স্যার। তোয়ালেটা আমি এনেছি···এর কিছু বিশেষত্ব আছে।'

'কি রকম?'

'এতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ আছে। এ ছাড়াও স্পেকট্রোস্কোপ পরীক্ষায় ধরা পড়েছে এতে কিছু বাড়তি পদার্থও ছিল আর তা এসেছিল ওই জুতোর গোড়ালি থেকে।'

'আমি ওই জুতো আর তোয়ালে এক্সিবিট নং ৩১ ও ৩২ হিসেবে গ্রহণের আবেদন করছি', হেণ্ড্রি বললেন।

'কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন।

'আদেশ দেয়া হলো', জজ ডেকার বললেন।

হেণ্ড্রি এবার বললেন, 'আমি এক্সিবিট নং ১২, একটা ফটো দেখাচ্ছি, মিঃ ক্লিণ্টন। এটা দেখে আপনি কিছু বুঝেছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। এই রঙীন ছবিতে দেখা গেছে দুটো জুতোর ছাপ আছে। একটির খুব উঁচু হিল ছিল যাতে লোহার প্লেট লাগানো। ফটোতে ওই জুতোর দাগের উপর কোন পুরুষের ভারী পায়ের ছাপ কেউ চেপে লাগিয়ে দিয়েছিল এবং সেটা

পরবর্তী কোন সময় করা হয়।'

'কত পরে?'

'সম্ভবত দুই বা তিনঘণ্টা পরে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন যে জুতো আপনি এনেছেন ওই দাগ সেই জুতো থেকেই হয়েছিল?'

'আদালত অনুমতি করলে অমি এর উত্তরে আপত্তি জানাচ্ছি', ম্যাসন বললেন, 'কারণ, এতে সাক্ষীকে মনস্থির করতে বাধ্য করা হচ্ছে ও জুরীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটছে। শুধু জুরীরাই এ বিষয়ে তাদের মতামত দেওয়ার অধিকারী। সাক্ষী শুধু বলতে পারেন তিনি কি পেয়েছিলেন। সাক্ষী কল্পনানির্ভর সাক্ষ্য দিতে পারেন না। তিনি বিশেষজ্ঞের মতামত জানাতে পারলেও জুরীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।'

জজ ডেকার বললেন, 'আমাকে ফটো ও জুতোটা একধার দেখান।'

বিচারক ফটো আর জুতো ভাল করে দেখে বললেন, 'এক্ষেত্রে আপত্তি গ্রাহ্য হলো। জুরীরা তাদের অভিমত গঠন করবেন, সাক্ষী এমন কিছু বলবেন না যা জুরীদের প্রভাবিত করতে পারে।'

হ্যামিল্টন বার্জার বাধ্য হয়েই মেনে নিয়ে অসন্তোষের সঙ্গে বললেন, 'আদালত অনুমতি দিলে বলতে পারি সাক্ষী একজন বিশেষজ্ঞ।'

'সেক্ষেত্রে সে নিজের অভিজ্ঞতা নির্ভর সাক্ষ্যই শুধু দিতে পারে অন্যথায় তা জুরীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে ধরা হবে। সাক্ষী যখন বলেছে দুটো পায়ের ছাপ দেখা গেছে সেক্ষেত্রে প্রতিবাদী পক্ষ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে অধিকারী।'

হ্যামিল্টন বার্জার আস্তে আস্তে বসে পড়লেন।

হেণ্ড্রি আবার জেরা শুরু করলেন, 'আপনি বলছেন দুটো জুতোর ছাপ ছিল, একটা কোন পুরুষের যা প্রথম ছাপের উপরে পড়ে এবং তা অন্তত দুঘণ্টা পরে?'

'দুই বা তিন ঘণ্টা পরে।'

'কিভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন?'

'রক্ত শরীরের বাইরে আসার পর কিছু পরিবর্তন ঘটে। তিন মিনিটের মধ্যেই রক্ত জমাট বাঁধে। এরপরেও রক্তকে তরল করা যায়, চাপের সাহায্যে বা অন্য ভাবেও। আমার ধারণা কোন পুরুষই সম্ভবত রক্তমাখা জুতোর ছাপের উপর নিজের জুতোর ছাপ জোরে চেপে ধরেছিলেন। এই কাজ সম্ভবত দুই বা তিন ঘণ্টা পরেই ঘটে।'

'পুরুষের কোন জুতো আপনি পরীক্ষা করেছেন?'

'করেছি।'

'সেই জুতো আপনার কাছে আছে?'

'আছে।' সাক্ষী ব্যাগ থেকে একপাটি জুতো বের করে দিল।

'জুতোটায় কোন বৈশিষ্ট আছে?

'আছে। জুতোর গোড়ালিতে সামান্য ত্রুটি আছে আর তা ছাপেও বেশ স্পষ্ট হয়েছে। জুতোয় নতুন রবারের সোল লাগানো ছিল।'

'জুতোয় রক্তের দাগ আছে কিনা দেখেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, দেখেছি।'

'কোন রক্তের চিহ্ন পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার, রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। রক্তে জুতোর রঙও ফিকে হয়ে যায়।'

'এই জুতো কোথায় পান জানতে পারি?'

'হোমার গারভিন সিনিয়রের কোন সুটকেস থেকে।'

'এই জুতো সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। মিঃ ক্লিন্টন, আপনি কি মিঃ গারভিনের অ্যাপার্টমেণ্টে থাকা হাতের ছাপ পরীক্ষা করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

'কি দেখেছিলেন?'

'সমস্ত দরজার হাতল থেকে কেউ সযত্নে সমস্ত হাতের ছাপ মুছে ফেলেছিল শুধুমাত্র একটা ছাপ বাদে।'

'সেটা কোথায় ছিল?'

'পিছনের দরজার হাতলে। তাতে শুধুমাত্র বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ ছিল।'

'সেই ছাপ কার আঙুলের জানেন?'

'হ্যাঁ স্যার। মিঃ হোমার গারভিন সিনিয়রের।'

'জেরা করতে পারেন', হেণ্ড্রি ম্যাসনের দিকে তাকালেন।

ম্যাসন এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনি কিভাবে জেনেছেন ঘরের সব হাতের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছিল?'

'কারণ স্বাভাবিকভাবে ঘরে কোন না কোন ভাবে হাতের ছাপ থাকে। এক্ষেত্রে কোন জায়গাতেই তা ছিল না যাতে বোঝা তায় কেউ সেসব মুছে ফেলেছিল।'

'একাজ কখন করা হয়?'

'সেকথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

'আপনি পিছনের দরজার হাতলে একটা ছাপ পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের। এবং সেটা মিঃ হোমার গারভিনের।'

'সিনিয়র না জুনিয়র?'

'সিনিয়র।'

'ছাপ কখন পড়ে?'

'আমি বলতে পারব না।'

'দাগটা কি খুনের আগে পড়ে?'

'আমি জানিনা। দাগটা মিঃ গারভিনের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের আর আমি

জানি তিনি ওই ঘরে অবশ্যই গিয়েছিলেন।'

'কিভাবে জানলেন?'

'কারণ ঘরে আর কোন ছাপ ছিল না। তিনি থাকার সময়ই দাগগুলো মুছে ফেলা হয়। একটি মাত্র দাগই দরজার হাতলে ছিল এবং সেটা হাতলে বুড়ো আঙুল চেপে ধরার ফলেই হয়।'

'এটা কি সম্ভব নয় যে অন্য কেউ সমস্ত দাগ মুছে ফেলে আর মিঃ গারভিন অ্যাপার্টমেন্টে এসে দরজা সামান্য খোলা দেখে হাতলে হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করতে যান?'

'না স্যার। ছাপটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই হাতলে চেপে ধরে করা হয়েছিল। কেউ হঠাৎ হাতল ধরলে যেভাবে ছাপ পড়ে এক্ষেত্রে তা হয়নি।'

ম্যাসন বললেন, 'কেউ দরজার হাতল ঘুরিয়ে রাখতে পারত তাই নয়কি?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'এ ধরণের গোল হাতলগুলো একটা চতুষ্কোন টাকুতে লাগানো থাকে। এক্ষেত্রে এরকম কি হতে পারে না যে কেউ হাতলটা খুলে বাইরের দিকটা ভিতরে আর ভিতরের দিকটা বাইরে স্ক্রু খুলে ফের লাগিয়ে দেয়?'

'হ্যাঁ...তা হতে পারত', অনিচ্ছার সঙ্গে বলল সাক্ষী।

'তাহলে মিঃ গারভিনের হাতের ছাপ হয়তো বাইরের দিকে ছিল পরে হাতলটা উল্টে লাগানোয় তা ভিতরের দিকে হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনি এরকম কাল্পনিক কিছু যদি বলতে চান তাহলে আমার কিছুই বলার নেই।'

'ঠিক আছে, আর প্রশ্ন নেই'. ম্যাসন বললেন।

'এবার আদালতের অনুমতি হলে', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আমি একজন প্রতিকূল সাক্ষীকে আহ্বান করতে চাই। তার নাম মিঃ হোমার গারভিন, সিনিয়র।'

'আশা করি আপনি প্রতিকূল সাক্ষীকে সেক্ষেত্রে মুখ্য প্রশ্ন করবেন', জজ ডেকার বললেন। 'সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো সাক্ষীকে প্রশ্ন করা ও আপত্তি উঠলে মুখ্য প্রশ্ন করা।'

'তাই হবে, ইওর অনার', বার্জার বললেন। 'মিঃ গারভিন, আসুন।'

গারভিন শপথ গ্রহণ করে আসনে বসলেন।

'আমি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে রাখা এক পাটি জুতোর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই', বার্জার বললেন। 'আমার জানার ইচ্ছা এই জুতো আপনার কিনা।'

'হ্যাঁ, আমার জুতো।'

'এই জুতো কি এই বছরের ৭ই অক্টোবর রাত্রিতে ব্যবহার করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, করি।'

'আপনি কি ইচ্ছাকৃতভাবে জর্জ' ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে ৯৪৮ নম্বর ক্রিস্টন ড্রাইভে মেঝের রক্তের উপর পায়ের ছাপ ফেলেন এবং না অন্য একটা পদচিহ্নের উপর ?'

'এ প্রশ্ন অবান্তর, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলে আপত্তি জানাচ্ছি', ম্যাসন বললেন।

'আপত্তি অগ্রাহ্য হলো', জজ ডেকার বললেন।

সাক্ষী বললেন, আমি উত্তর দিতে আপত্তি জানাচ্ছি।'

'কি কারণ ?'

'কারণ উত্তর দিলে আমি জড়িত হয়ে পড়ব।'

'ইওর অনার, ওই জুতোটি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি', বার্জার বললেন।

জজ ডেকার সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'এই আদেশ প্রদত্ত হলো।'

বার্জার এবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ৭ই অক্টোবর রাত্রিতে ওই অ্যাপার্টমেণ্টে প্রবেশ করেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময় ?'

'সম্ভবত রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে।'

'সেই সময় কোন কাপড় দিয়ে অ্যাপার্টমেণ্টের সমস্ত হাতের ছাপ মুছে ফেলেন আপনি ?'

'আমি এর জবাব দিতে রাজী নই।'

হ্যামিল্টন বার্জার লক্ষ্য করছিলেন জুরীরা গভীর আগ্রহে সাক্ষীর কথা শুনছে। তিনি এটা সাক্ষীর মনস্তাত্বিক স্বীকৃতি ভেবে মৃদু হাসলেন।

'৭ই অক্টোবর এই মামলার প্রতিবাদীকে কি আপনি তার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধার দিয়েছিলেন ?'

'দিয়েছিলাম।'

'৭০ নং সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গৃহীত অস্ত্রটাই কি সেই অস্ত্র ?'

গারভিন অস্ত্রটা পরীক্ষা করে বললেন, 'মনে হচ্ছে সেটাই।'

'আমি এবার আপনার কাছে ৭ই অক্টোবর রাত্রিতে আপনার গতিবিধি বর্ণনা করতে বলছি।'

'আমি লাস ভেগাস থেকে ফিরি। এরপর আমি আমার অফিসে যাই তারপর স্নান করি আর পোযাক বদল করি।'

'তারপর কি করেন ?'

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'আদালতের অনুমতি হলে আমি সাক্ষীর গতিবিধি সম্পর্কিত প্রশ্ন অবান্তর, অবাঞ্ছিত আর অযৌক্তিক বলে আপত্তি করতে চাই একমাত্র

যে দুটো ব্যাপারে তিনি উত্তর দিয়েছেন তা ছাড়া—অর্থাৎ তিনি ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে যান এবং প্রতিবাদীকে একটা অস্ত্র দেন।'

'এ প্রশ্ন এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'তাহলে কি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করুন।'

জজ ডেকার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। এ এক অদ্ভূত অবস্থা। আদালতের কাছে এটা স্পষ্ট সরকারী আইনজ্ঞ সাক্ষীকে দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইছেন এবং এক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপার বিশেষ দূরাগত নয়। তবু এক্ষেত্রে আদালত আপত্তি গ্রাহ্য করছেন। এক্ষেত্রে সাক্ষী নিজেকে জড়িয়ে পড়ার আশংকায় উত্তর দিতে আপত্তি করে তার সংবিধান সম্মত অধিকার প্রয়োগ করেছেন। এও পরিষ্কার সাক্ষীর জবাব এক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে অপরাধ প্রমাণ করতে কাজে লাগানো হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে সাক্ষীর উত্তরের সঙ্গে প্রতিবাদীর সংযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে, ইওর অনার', বার্জার বললেন, 'আমরা অন্যান্য সাক্ষীর সহায়তায় এটা প্রমাণ করব।'

হ্যামিল্টন বার্জার চাপা স্বরে হেণ্ড্রির সঙ্গে কিছু আলোচনা করে সাক্ষীর দিকে তাকালেন।

'আপনি সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত ওই বন্দুকটি কোথায় পেয়েছিলেন?' বার্জার এবার প্রশ্ন করলেন।

'আমার একটা খেলার সরঞ্জামের দোকান আছে। সেখান থেকে এক সময় তিনটে বন্দুক আমি নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়েছিলাম।'

'সেই অস্ত্রগুলো নিয়ে কি করেছিলেন?'

'আমি নিজের জন্য দুটো রেখে আর একটা আমার ছেলেকে দিই।

'নিজের দুটো কি করেন?'

'একটা বন্দুক নিজের সঙ্গে রাখতাম। অন্যটা অফিসে। উপস্থিত না থাকলে সেটা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতাম।'

'ব্যাপারটা এই ভাবে দেখা যাক', বার্জার বললেন 'যেটা ছেলেকে দিয়েছেন তার নাম দেয়া যাক 'জুনিয়র বন্দুক', আর নিজের কোটে যেটা রাখতেন তাকে বলা যাক, 'পকেটের বন্দুক', আর অফিসেরটাকে বলা যাক 'সিন্দুকের বন্দুক'। এটা কি ঠিক নয় যে প্রতিবাদীকে আপনি পকেটের বন্দুক দেয়ার পর সিন্দুকের বন্দুকটাই পকেটে ভরে নেন?'

'এ সম্পর্কে কোন আপত্তি আছে?' জজ ডেকার প্রশ্ন করলেন।

'না, ইওর অনার', ম্যাসন বললেন।

হ্যামিল্টন বার্জার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তাই করেন?'

'হ্যাঁ স্যার, তাই করি।'

'ওই রাত্রিতেই।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কখন ?'

'প্রায়...দশটা পঞ্চাশে।'

'তার প্রতিবাদীর অ্যাপার্টমেণ্টে যান ? সে সময় প্রতিবাদীর ঘরে বন্দুকটা কি আবার দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ সার।

'সেটা কোথায় ছিল ?'

'সেটা তার বিছানায় বালিশের নিচে ছিল।'

'বন্দুকটা নিয়ে দেখেছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'তখন কি দেখেন একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে ?'

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'এ প্রশ্ন অকারণ, অযৌক্তিক ও সঙ্গতিবিহীন বলে আপত্তি জানাচ্ছি।'

'আপত্তি অগ্রাহ্য হলো।'

'আরও আপত্তি জানাচ্ছি যেহেতু সাক্ষীকে এতে মনস্থির করতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

'সেক্ষেত্রে', জজ ডেকার বললেন, 'এ বিষয়ে আরও জেরা প্রয়োজন।'

'আমি প্রশ্নটা এই ভাবে করব', বার্জার বললেন। 'বন্দুকটা তখন দেখে আপনার এমন কিছু সন্দেহ জেগেছিল যে অস্ত্রটার সিলিণ্ডার পরীক্ষা করেছিলেন ?'

সাক্ষী একটু ইতস্তত করতে চাইলেন।

'আপনি শপথ নিয়েছেন', বজ্রকণ্ঠে বললেন হ্যামিল্টন বার্জার। এই প্রশ্নে এমন কিছুই নেই যাতে আপনি জড়িয়ে পড়তে পারেন।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি পরীক্ষা করেছিলাম।'

'কি দেখেছিলেন ?'

'দেখেছিলাম সিলিণ্ডারে একটা ফাঁকা কার্তুজ ছিল।'

'সকালে যখন প্রতিযাদীকে বন্দুকটা দেন তখন সেটা কি অবস্থায় ছিল।'

গারভিন একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি লাস ভেগাস থেকে ফেরার পর নতুন কার্তুজ ভরেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল কোন বিপদের সামনে পড়তে পারি।'

'পরে আপনি জজ' ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে যান যেহেতু আপনার সন্দেহ জাগে যে প্রতিবাদী ওই বন্দুক দিয়ে ক্যাসেলম্যানকে খুন করে থাকতে পারে ?'

'আদালত অনুমতি করলে এ প্রশ্ন অযৌক্তিক, অন্যায় ও অপ্রাসঙ্গিক বলে আপত্তি জানাচ্ছি', ম্যাসন বললেন। আমি আরও জানাতে চাই সরকারের তরফে এটা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ। প্রতিবাদী কোন অবস্থাতেই সাক্ষী কি করেছিলেন তার জন্য দায়ী হতে পারে না কারণ সাক্ষীর মনোভাধ তার জানার কথা ছিল না।'

'আপত্তি নথীভুক্ত ও গৃহীত হলো', জজ ডেকার রায় দিলেন। 'একথা জানা দরকার সাক্ষীর মনের কথা প্রতিবাদীর জানার কথা নয়। এর প্রতিটি পদক্ষেপই অদ্ভূত ভাবে এগিয়ে চলেছে। আদালত জানেন এই মামলা সাক্ষীর বিরুদ্ধে নয় প্রতিবাদীর বিপক্ষে। প্রতিবাদীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ প্রমাণিত হতে পারে কেবল মাত্র যথাযোগ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। জুরীদের জানানো যাচ্ছে তারা যেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র প্রশ্ন গ্রাহ্য না করেন। জেরা করুন, মিঃ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'।'

'আর কোন প্রশ্ন নেই', বিজয়ীর উল্লাসে বললেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'।

ম্যাসন উঠে বললেন, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি কোটের বন্দুকটা কেন প্রতিবাদীকে দিয়েছিলেন জানাবেন ?'

'কারণ', গারভিন বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম সে আমারই পরিবারের একজন হোক যেহেতু সে আমার ছেলের বাগদত্তা ছিল। তাকে পুত্রবধূ আশা করেছিলাম। তারপর সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরেই আমি বুঝি ওকে ভালবাসি।'

জুরীদের মধ্যে একথায় যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার হলো।

ম্যাসন হাসলেন। 'এই অক্টোবর সন্ধ্যায় কি আপনি প্রতিবাদীকে জানিয়েছিলেন যে আপনার মতে জর্জ ক্যাসেলম্যানই তার পিতার হত্যাকারী ?'

'একই আপত্তি', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'একই রায়', জজ ডেকার বললেন।

'এক মিনিট', ম্যাসন বললেন। সরকারী উকিল প্রতিবাদীকে বন্দুকটা দেয়ার সময়ের কিছু কথাবার্তা উল্লেখ করেছেন। আমি সাক্ষীকে একবার প্রশ্ন করতে চাই এরকম কিছু বলা হয়নি কিনা। জেরা করার সময় এটা করা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে।'

'সাক্ষী উত্তর দিতে পারেন', জজ ডেকার বললেন, 'তবে সেক্ষেত্রে উত্তর বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ স্যার', গারভিন বললেন। 'আমি তাকে বলেছিলাম যে আমার মনে হয় ক্যাসেলম্যানই তার বাবাকে খুন করে আর তাই আমার ভয় হচ্ছে সে ওকেও খুন করার চেষ্টা করবে। আমি ভাবছিলাম ওর বিপদ হতে পারে তাই একটা অস্ত্র ওকে দিতে চাই যাতে সে বিপদে আত্মরক্ষা করতে পারে। ওকে বলি অস্ত্রটা সে যেন সব সময় কাছে রাখে আর আমি এও বলি ক্যাসেলম্যানের বিরুদ্ধে আমি এমন প্রমাণ জোগাড় করেছি যাতে পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে পারে।'

ম্যাসন বললেন, 'ধন্যবাদ, আর প্রশ্ন নেই।'

'আর প্রশ্ন নেই', হ্যামিল্টন বার্জার খিচিয়ে উঠলেন।

'এবার আদালতের অনুমতি হলে আমি সাক্ষী গারভিনের সমস্ত সাক্ষ্যই নথী থেকে বাতিল করছি', ম্যাসন বললেন।

'কিসের উপর ভিত্তি করে ?' জজ ডেকার প্রশ্ন করলেন।

'এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে প্রতিবাদী জানত না গারভিন কি ভাবছিলেন। সে তাই সাক্ষী গারভিনের কাজকর্মের জন্য কোনভাবেই দায়ী হতে পারে না। ধরা যাক সাক্ষী ধরে নিয়েছিলেন আমি জর্জ ক্যাসেলম্যানকে খুন করেছি, তাই সে আমাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে তাকে নিহত দেখলেন আর ধরে নিলেন কথাটা ঠিক। তিনি আমাকে বাঁচানোর জন্য সব সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করলেন।'

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন হ্যামিল্টন বার্জার, 'এক মিনিট, ইওর অনার। আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই। এই ঘটনায় অনেক বিচিত্র বিষয় আছে। ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্টে সময় হাতের ছাপ মুছে ফেলা ছিল, একটা রক্তাক্ত পদচিহ্নের উপর অন্য একটা জুতোর ছাপ এঁকে দেয়া ছিল। এইসব বাস্তব গ্রাহ্য প্রমাণ দাখিল করার অধিকার আমার আছে যা থেকে বলতে পারি সত্যই কি ঘটেছিল।'

জজ ডেকার বললেন, 'বাস্তব গ্রাহ্য প্রমাণই শুধু দেখাতে পারেন, তাবলে একথা বলতে পারেন না প্রতিবাদীর কোন বন্ধু প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকলেও সেকথা প্রতিবাদীর জ্ঞাতসারে হয়।'

'ঠিক তাই ইওর অনার', ম্যাসন বলে উঠলেন।

জজ ডেকার ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই একটু বিচিত্র। সাক্ষী নিজে যদিও স্বীকার করেছেন তিনি প্রতিবাদীকে অস্ত্র দিয়েছিলেন তবু এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে। প্রতিবাদী কাউন্সেলর আগে এই সাক্ষ্যের জন্য আপত্তি জানান নি।'

'তা যদি জানাতাম, ইওর অনার, ডি এ ধরে নিতেন তিনি সফল হয়েছেন। যদিও নীতিগত ভাবেই মাত্র', ম্যাসন বললেন।

জজ ডেকার বললেন, 'সাক্ষীর কিছু বক্তব্য ঠিক। তিনি প্রতিবাদীকে একটা বন্দুক দিয়েছিলেন এবং সেটায় পুরো গুলি ভরা ছিল আর দ্বিতীয়বার দেখার সময় তিনি লক্ষ্য করেন তাতে একটা ফাঁকা কার্তুজ ছিল।'

'আমরা সাক্ষ্য থেকে ওই অংশ বাদ দিতে বলব না', ম্যাসন বললেন। তবে জুতোর ছাপ যে প্রতিবাদীর একথা আমি স্বীকার করছি না। বাকী সব সাক্ষ্যই আমি বাতিল করার দাবী জানাচ্ছি।'

'আদালত এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত, মিঃ ম্যাসন। যাই হোক, আদালত মুলতুবী সান্ধ্য অবকাশ আসন্ন। আদালত তাই আগামীকাল বেলা দশটা পর্যন্ত মুলতুবী থাকবে। জুরীদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তারা যেন কোন মনস্থির না করেন, এই মামলা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বা কারও সঙ্গে যেন কোন আলোচনাও না করেন।'

□ আঠার □

হ্যামিল্টন বার্জার তার চমকপ্রদ সাক্ষীকে পরদিন সকালের জন্যেই লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আদালত বসার পরেই তিনি বললেন, 'হোমার গারভিন, জুনিয়রকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হোক।'

জুনিয়র গারভিন কঠিন মুখে সাক্ষ্য দিতে এসে দাঁড়াল। শপথ নেয়ার পর সে জানাল সে সিনিয়র গারভিনের ছেলে।

'এবার খুব সাবধানে আমার প্রশ্নের জবাব দিন', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। যা প্রশ্ন করব ঠিক তারই উত্তর দেবেন, বাড়তি কিছু বলবেন না। এটা প্রমাণ হয়েছে যে আপনার বাবা তিনটে বন্দুক কিনেছিলেন, সেগুলো একই রকমের ছিল। কাজের সুবিধার জন্য তিনি যেটা আপনাকে দিয়েছিলেন তাকে বলব 'জুনিয়র বন্দুক', যেটা তার কোটের হাতায় থাকত তাকে বলছি 'কোটের বন্দুক', আর যেটা তার সিন্দুকে ছিল তাকে বলছি 'সিন্দুকের বন্দুক', ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এখন দেখা যাচ্ছে যে ৭ই অক্টোবর তারিখে আপনার বাবা প্রতিবাদী ষ্টেফানি ফকনারকে একটা বন্দুক দিয়েছিলেন যেটাকে কোটের হাতার বন্দুক বলছি। পরে তিনি সিন্দুক থেকে সিন্দুকের বন্দুকটা বের করে কোটের হাতায় রাখেন। একথা স্মরণযোগ্য যে এই দুটো বন্দুকের একটিই খুনের অস্ত্র। কথাগুলো অনুধাবন করতে পারছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বেশ। এবার আমি জানতে চাই আপনার বাবা আপনাকে যে বন্দুকটা দেন সেটার কি হয়। আমার প্রশ্ন, ৮ই অক্টোবর আপনি সেটা পেরি ম্যাসনকে দিয়েছিলেন কি না?'

'দিয়েছিলাম।'

'মিঃ ম্যাসন সেটা হাতে নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।

'মিঃ ম্যাসন অস্ত্রটা নিয়ে কিছু করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি করেছিলেন?'

'অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন', ম্যাসন বলে উঠলেন।

'আমি সংযুক্ত করে দেখাতে চাই', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র সংযুক্ত করার বয়ান ছাড়া আমরা আরও কিছু আশা করি', ম্যাসন বললেন। 'সাক্ষীকে নিছক এ সম্পর্কেই আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ', জজ ডেকার বললেন।

'ওই বন্দুক', ম্যাসন বললেন', যাকে 'জুনিয়র বন্দুক বলছি, সেটাই কি সাক্ষ্য প্রমাণ নং ৩০ ?'

সাক্ষী উত্তর দিল, 'কখনই না। বন্দুকটা সেই রকম দেখতে হলেও এটা সেই বন্দুক নয়।'

'সেক্ষেত্রে', ম্যাসন বললেন, 'সাক্ষী সেই বন্দুক নিয়ে কিছু করে থাকলে এই মামলায় তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রতিবাদীর উপরেও এর কোন দায় বর্তায় না।'

'আমার ধারণা এটা ঠিক', জজ ডেকার বললেন। 'আপত্তি গৃহীত হলো।'

হ্যামিল্টন বার্জার ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমি অন্যভাবে প্রশ্ন রাখছি। আপনি ৩০ নং এক্সিবিট দেখতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এই বন্দুকটা আগে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কখন ?'

'এ বছরের ৮ই অক্টোবর।'

'কোথায় ?'

'আমার কর্মস্থলে।'

'সেটা কোন বন্দুক ছিল ?'

'যেটাকে 'জুনিয়র বন্দুক' বলা হচ্ছে সেটাই।

'আপনি সেটা পেরি ম্যাসনকে দিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তিনি সেটা নিয়ে কি করেন ?

'তিনি সেটা থেকে গুলি ছোঁড়েন, আর গুলি আমার ডেস্কে গেথে যায়।'

'আপনাকে একটা ছবি দেখাব, দেখে বলুন কি দেখছেন।'

ছবিখানা দেখে সাক্ষী বলল, 'এটা আমার অফিসের ডেস্ক। পেরি ম্যাসন গুলি ছোঁড়ার পর যে অবস্থা হয় ছবিতে তাই দেখা যাচ্ছে।'

'তারপর কি ঘটে ?'

'তারপর গোলমালের ফাঁকে মিঃ ম্যাসন বন্দুকটা বদলে নেন আর বদল করা অস্ত্রটাই ৩০ নং প্রমাণ হিসেবে রাখা আছে।'

'এবং সেক্ষেত্রে তিনি প্রমাণ করতে চান ৩০ নং প্রমাণ হিসেবে রাখা বন্দুকটাই আপনার কাছে ছিল। ঠিক বলছি ?'

'ম্যাসন বলে উঠলেন, 'আমি এটি তর্কসাপেক্ষ প্রশ্ন হিসেবে আপত্তি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে প্রশ্নটিকে অশোভন আখ্যাও দিতে চাই।'

'আপত্তিকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করছি', জজ ডেকার বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে ভর্ৎসনা করে বলছি এ ধরণের প্রশ্ন করা থেকে যেন বিরত থাকেন। এই ধরণের প্রশ্ন তর্কসাপেক্ষ এবং সাক্ষীকে মনস্থির করতে বাধ্য করা হয়। জেরা করুন, মিঃ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, তবে যথাযথ প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন।'

হ্যামিল্টন বার্জার আদালতের ভর্ৎসনায় প্রায় লাল হয়ে ম্যাসনের দিকে ফিরে বললেন, 'জেরা করতে পারেন।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনি বলেছেন যে আমি বন্দুক পাল্টে নিই 'যে জুনিররের' বন্দুকটা আমাকে দেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনি আমাকে কাজটা করতে দেখেছিলেন?'

'কখনই না। নাটকীয়তা তৈরী করে গোলমালের ফাঁকে কেউ যখন দেখেনি তখনই কাজটা আপনি করেন।'

'তাহলে আপনি যদি না দেখে থাকেন তাহলে কিভাবে বললেন আমি বন্দুক পাল্টেছিলাম?'

'এ স্রেফ দুয়ে দুয়ে যোগ করার ব্যাপার।'

'অর্থাৎ কি ঘটে থাকতে পারে ভেবে মন ঠিক করেই রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে আপনি যা ঘটেছিল সেই সাক্ষ্য না দিয়ে কি ঘটে থাকতে পারে সেই সম্ভাবনার সাক্ষ্যই দিচ্ছেন এবং মনস্থির করেও নিয়েছেন?'

'মনস্থির হয়েছে এড়ানো যায় না এমন কিছুর উপর ভিত্তি করে।'

ম্যাসন জজ ডেকারের ভ্রুকুটি লক্ষ্য করে হেসে বললেন, 'ইওর অনার আমি এই সাক্ষীর সমস্ত সাক্ষ্যই বাতিল করার জন্য দাবী জানাচ্ছি যেহেতু সে মনস্থির করেই সাক্ষ্য দিয়েছে।'

'আপীল গ্রাহ্য হলো', জজ ডেকার বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই সাক্ষ্য আগেই জানতেন এবং তা মনস্থির করা সাক্ষ্য একথাও জানতেন।'

'এক মিনিট, ইওর অনার', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। 'আমার মনে হয় আদালত এই ব্যাপারে অযথা নির্দয় হয়েছেন। আমি সাক্ষীকে নতুন করে জেরা করে বুঝিয়ে দিতে চাই তার সাক্ষ্য আগে স্থির করা নয়।'

'তাহলে জুরীদের মনস্থির করতে দিন', জজ ডেকার বললেন, 'এই ধরণের সাক্ষীকে কাঠগড়ায় আর তুলবেন না।'

হ্যামিল্টন বার্জার লাল হয়ে উঠে সাক্ষীকে বললেন, 'আপনি বলেছেন মিঃ ম্যাসনকে একটা বন্দুক দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনি কি করে জানলেন ৩০ নং সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করা জুনিয়র বন্দুকটা অর্থাৎ অস্ত্রটা খুনের অস্ত্র নয়?'

'আমি জানি এটা নয় কারণ আমার হাতে যে বন্দুকটা রয়েছে সেটাই জর্জ ক্যাসেলম্যানকে হত্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। মিঃ ম্যাসনকে যে বন্দুক আমি দিই সেটা কোন ভাবেই খুনের জন্য ব্যবহার সম্ভব ছিলনা।'

'অসম্ভব ছিল কেন?'

উঠে দাঁড়ালেন ম্যাসন। তিনি বললেন, 'আমি এই প্রশ্নে আপত্তি করছি কারণ এতে সরকারী পক্ষের নিজের সাক্ষীকেই জেরা করা হচ্ছে। আমি দাবী জানাচ্ছি এই বক্তব্য বাতিল করা হোক যেহেতু সাক্ষীকে মনস্থির করতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

'আবেদন গ্রাহ্য হলো', জজ ডেকার বললেন।

'কিন্তু...কিন্তু ইওর অনার', হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন, 'আমার নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে যে...।'

'আপনি শুধু ঘটনা উল্লেখ করতে পারেন, অন্য কিছু নয়', জজ ডেকার বললেন।

'বেশ', হ্যামিল্টন বার্জার সাক্ষীর দিকে তাকালেন। 'আপনি মিঃ ম্যাসনকে কোন বন্দুক দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। 'জুনিয়রের বন্দুক' বলে যেটা দেখানো হয়েছে সেটাই দিই।'

'বন্দুকটা কোথা থেকে নিয়েছিলেন?'

'আমার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে।'

'এর আগে সেটা কোথায় পেয়েছিলেন?'

'আমার বাবার কাছ থেকে। তিনি সেটা আমাকে দিয়েছিলেন।'

'কখন?'

'বড়দিনের সময় সম্ভবত। ওটা বড়দিনের উপহার।'

'৭ই অক্টোবর বন্দুকটা কোথায় ছিল?'

'আমার কাছেই ছিল।'

'বন্দুকটা নিয়ে কি করেছিলেন?'

'আমি পেরি ম্যাসনকে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ তিনি সেটা ছোঁড়েন?'

'তারপর কি ঘটে?'

'তারপর তিনি আমাকে একটা বন্দুক দিয়ে ষ্টিফানি ফকনারের কাছে নিয়ে যেতে বলেন।'

'সেটা কি মিঃ ম্যাসনকে যা দেন সেই একই বন্দুক?'

'না।'

'একটু দাঁড়ান', জজ ডেকার বললেন। 'আপনি সাব্যস্ত করেছেন সেটা একই

বন্দুক নয়, তাই না ?'

'হ্যাঁ স্যর।'

'এই উত্তর নথীভুক্ত হবে না। ডি এ এই ধরণের প্রশ্ন থেকে বিরত থাকবেন।'

'ঠিক আছে। বন্দুকটা আমার কাছে ছিল, আমি মিঃ ম্যাসনকে দিই আর তিনি তা ছোঁড়েন। তারপর তিনি বন্দুকটা আমাকে দেন আর ষ্টিফানি ফকনারকে দিয়ে আসতে বলেন। আমি তাই করি।'

'মিস ফকনার কি করেন ?'

'তিনি তার ঘরের টেবিলে রাখেন।'

'তারপর ?'

'আমরা লবিতে যেতেই দুজন অফিসারকে ঢুকতে দেখি।'

'ওই অফিসারদের চেনেন ?'

'এখন জেনেছি, তখন চিনতাম না।'

'তাদের নাম কি ?'

'সার্জেণ্ট হলকোম্ব ও লেফটেন্যাণ্ট ট্রাগ।

'জেরা করুন', ঘুরে বললেন হ্যামিল্টন বার্জার।

ম্যাসন সাক্ষীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি বলছেন ৭ই অক্টোবর সারাক্ষণই বন্দুকটা আপনার কাছে ছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।

'আপনি মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে যান ?'

'না স্যার।'

'ওটা কোথায় ছিল তখন ?'

'আমার ডেস্কের ড্রয়ারে।'

'সটা চাবি বন্ধ ছিল ?'

'না স্যার।'

'৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় কি করছিলেন আপনি ?

'একটা গাড়ি বিক্রির ব্যাপারে একজনের সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়ার ছিল।'

'বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ?'

'বন্দুকটা ডেস্কেই ছিল।'

'ডেস্ক থেকে কখন নিয়েছিলেন ?'

'আলোচনার পর ফিরে এসে ডেস্ক থেকে কিছু টাকা আর বন্দুকটা নিই।'

'তারপর বাড়ি যান ? কটার সময় ?'

'সাড়ে নটা কি দশটায়।'

'আপনার সবে বিয়ে হয়েছে ?'

'হ্যা' ।'

'বাড়ি যাওয়ার পর বন্দুকটা কাছেই ছিল আপনার ?'

'না সেটা উপরে গিয়ে টেবিলে রাখি ।'

'কটার শুতে গিয়েছিলেন ?'

'বাড়ি ফেরার আধঘণ্টা পরে ।'

'আপনার অফিসের চাবি কার কাছে থাকে ?'

'আমি ছাড়া আমার বাবা আর সেক্রেটারির কাছে আর পরিচারিকারও ।'

'আপনার স্ত্রীর কাছে কোন চাবি থাকে ?'

'সাক্ষী একটু ইতস্তত করল তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তার কাছেও ছিল ।'

'পরদিন সকালে উঠে কি করেন ?

'পোশাক পরে, দাড়ি কামিয়ে দাঁত মেজে প্রাতরাশ সের অফিসে যাই', ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর দিল সাক্ষী ।

'বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে যান ?'

সাক্ষী কিছু বলতে গিয়ে একটু থেমে বলল, 'আমি—মানে, ওটা নিয়ে যাইনি ।'

'যাকে 'জুনিয়র বন্দুক' বলছি সেটার তাহলে কি হয় ?'

'বাড়ির পোযাকের টেবিলে রেখে যাই ।'

'তারপর ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন ।

'তারপর আমার স্ত্রী ফোন করে আমাকে জানায় আর আমি তাকে সেটা আমার কাছে নিয়ে আসতে বলি ।'

'অতএব', ম্যাসন বললেন, 'আপনি ধরে নেন আমাকে যে বন্দুকটা পরে দিয়েছিলেন সেটা ওই বন্দুকই । ঠিক কি না ?

'একটা বন্দুকই ছিল । আমার স্ত্রী সেটাই নেয় ।'

'আপনি কি করে জানলেন তিনি টেবিল থেকে সেটাই নেন ?'

'হ্যাঁ, মানে···অবশ্য আমি হাজির থাকিনি ।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন, 'আপনি আমাকে খুনের অস্ত্রটাই দিয়ে থাকতে পারেন যেটা আপনার স্ত্রী আপনাকে দিয়েছিলেন ।'

সাক্ষী প্রায় লাফিয়ে উঠল ।

'সম্পূর্ণ মিথ্যা ! এ আমি সহ্য করব না !'

'বসুন', জজ ডেকার বললেন । 'সাক্ষী আসন গ্রহন করে নিয়ম মেনে চলবেন ।'

হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন, 'ইওর অনার, শেষের ওই প্রশ্ন তর্ক সাপেক্ষ । এতে কটাক্ষ করা হয়েছে, যদি··· ।'

'অথচ সাক্ষী ভালই জানেন, কথাটা সত্য', জজ ডেকার বললেন । 'প্রশ্নটা সাক্ষীর ভাল না লাগতে পারে, তবে মিঃ ম্যাসন একজন খুনে অভিযুক্ত আসামীর পক্ষে

সওয়াল করছেন। তাই আপত্তি অগ্রাহ্য করছি।'

'আদালতের অনুমতি হলে', ম্যাসন বললেন, 'আমি দাবী জানাচ্ছি বন্দুকটির সনাক্তকরণের সমস্ত সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হোক যেহেতু এটা প্রমাণিত এই সাক্ষ্য শোনা কথার উপর নির্ভর করে দেয়া হয়।'

'আমি যোগাযোগ প্রমাণ করব, ইওর অনার, যোগাযোগ প্রমাণ করব ?' হ্যামিল্টন বার্জার চিৎকার করে বললেন।

'কিভাবে প্রমাণ করবেন ?' জজ ডেকার প্রশ্ন করলেন।

'সাক্ষীর স্ত্রীকে সাক্ষী দিতে আহ্বান করে।'

জজ ডেকার মাথা ঝাঁকালেন। তিনি প্রায় ভেঙে পড়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'কে বললেন, 'শুনুন, মিঃ প্রসিকিউটর, একথা সত্য মিঃ ম্যাসন একটা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়েন আর সেই গুলিটা নিশ্চয়ই বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। তাই আমার বক্তব্য যে বন্দুক ৩০ নং প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়েছে সেটাই মিঃ ম্যাসন ছুঁড়েছিলেন না অন্য বন্দুক থেকে তা ছোঁড়া হয় তা প্রমাণ করা অসম্ভব হবেনা।'

'আমরা তা প্রমাণ করতে পারছি না, ইওর অনার', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'এর কারণ কি ?' জজ ডেকার জানতে চাইলেন।

'কারণ কেউ একজন সুভেনির হিসেবে গুলিটা নিয়ে গেছে।'

'পুলিশ সেটা পায়নি ?' তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলেন জজ ডেকার।

'না, ইওর অনার', বার্জার বললেন, 'আপনি পুলিশের গাফিলতির জন্য প্রতিবাদীকে শাস্তি দিতে পারেন না। আদালতের রায় বহাল থাকবে।'

'সাক্ষীকে আমার আর কোন প্রশ্ন নেই', ম্যাসন স্মিত স্বরে বললেন।

'আপনি যেতে পারেন, মিঃ গারভিন', জজ ডেকার বললেন।

আদালত ছেড়ে যাওয়ার সময় ম্যাসনের পাশে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে একটু দাঁড়াল জুনিয়র গারভিন। সে চাপা স্বরে বলল, 'আপনাকে এরজন্য খুন করব।'

'এক মিনিট, ইওর অনার', ম্যাসন বললেন, 'সাক্ষীকে আমি আর একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

গারভিন ইতস্তত করল।

জজ ডেকার বললেন, 'সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন, মিঃ গারভিন।'

গারভিন দাঁড়াতেই ম্যাসন বললেন, 'একটু আগে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি কিছু বলেছিলেন। কথাটা কি ?'

'ওহ ইওর অনার', হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন', 'আমি আপত্তি জানাচ্ছি। এর সঙ্গে মামলায় কোন সম্পর্ক নেই। সাক্ষী মিঃ ম্যাসনকে কি বলেছে সেটা ব্যক্তিগত বিষয়। যেভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তা মোটেই আমার ভাল লাগছেনা।'

'আপনার ভাল লাগা না লাগা এতে আসছে না', জজ ডেকার বললেন। 'আপনি কাঠগড়ায় নেই। প্রতিবাদী পক্ষের অধিকার আছে সাক্ষীর পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ

করার।'

'আপনি কি বলেছিলেন ?' ম্যাসন আবার প্রশ্ন করলেন।

গারভিন চিৎকার করে বলল, 'আমি বলেছি আপনাকে আমি খুন করব। ঈশ্বরের শপথ তাই করব।'

'ভয় দেখাচ্ছেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এটা প্রতিজ্ঞা', গারভিন চিৎকার করে বলল, 'আমি··· ।'

'আদালত অবমাননার জন্য আপমাকে চব্বিশ ঘণ্টা জেলে কাটাতে হবে', জজ ডেকার বললেন তীব্রস্বরে। 'আপনি যা করেছেন আদালত সেই রকম ভীতি প্রদর্শনের জায়গা নয়। সাক্ষীকে আগেই সতর্ক করা হয়েছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে সাক্ষী আবেগে জর্জরিত, তবু তাকে চব্বিশ ঘণ্টা জেলে কাটাতে হবে আদালত অবমাননার জন্য। মিঃ বেলিফ, সাক্ষীকে জেলে নিয়ে যান।'

বেলিফ এগিয়ে এসে গারভিনের হাত ধরলেন। টান টান হয়ে গেল গারভিন। এক সময় মনে হলো সে প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারাতে চলেছে। তারপরেই অসহায় ভঙ্গীতে আত্মসমর্পন করে বেলিফের সঙ্গে আদালত ছেড়ে চলে গেল।

'ইভা এলিয়টকে আহ্বান জানানো হোক', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন এবার।

ইভা এলিয়ট এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেয়ার জন্যই সবেমাত্র কেশ পরিচর্যা শেষেই যেন নাটকীয় পদক্ষেপে লীলায়িত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল।

'আপনার পেশা কি ?' হ্যামিল্টন বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'আমি একজন মডেল ও অভিনেত্রী।'

'এই বছরের ৭ই অক্টোবর আপনার পেশা কি ছিল ?'

'আমি হোমার গারভিন সিনিয়রের সেক্রেটারি ছিলাম।'

'কতদিন ওই চাকরি করেছেন ?'

'প্রায় এক বছর।'

'৭ই অক্টোবর আপনার অফিসে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটেছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কি ?'

'এক মিনিট দাঁড়ান', জজ ডেকার বলে উঠলেন। 'প্রতিবাদীর কাউন্সেলের কাছ থেকে কোন আপত্তি ওঠেনি দেখতে পাচ্ছি তবু বলছি কোন যোগসূত্র থাকা উচিত ছিল। ৭ই অক্টোবর যাই ঘটে থাকুক প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে তার সঙ্গে এর কোন সংযোগ থাকা সম্ভব ছিল না।'

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আমরা দেখাব মিঃ গারভিন ওই দিন ঠিক কি করেন। আমরা দেখাতে চাই তিনি বিশেষ কিছু জানতেন ও প্রতিবাদীর সঙ্গে মতের আদান প্রদানও করেছেন।'

জজ ডেকার পেরি ম্যাসনের দিকে তাকালেন, 'প্রতিবাদী পক্ষে কোন আপত্তি

আছে ?'

'কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন।

'বেশ, প্রশ্নের জবাব দিন', জজ ডেকার অনুযোগের দৃষ্টিতে ম্যাসনের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'মিঃ গারভিন আমাকে লাস ভেগাস থেকে ফোন করেন। তিনি না আসা পর্যন্ত আমাকে অফিসে থাকতে বলেন।'

'তিনি কখন অফিসে আসেন ?'

'প্রায় পৌনে নটায়, যখন আসবেন বলেছিলেন তার প্রায় এক ঘণ্টা আগে। তিনি খুবই বিচলিত ছিলেন, আর স্নান করার আগে কোন কথা বলেন নি।'

'এক মিনিট', জজ ডেকার বললেন। 'মিঃ গারভিনকে প্রসিকিউসনের সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়েছিল। আপনি কি নিজের সাক্ষীকেই সন্দেহ করছেন, মিঃ প্রসিকিউটর ?'

'ওই সাক্ষী বিক্ষুব্ধ', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। 'সে নিশ্চিতই প্রতিবাদীর পক্ষে, এই সাক্ষ্যে যা প্রমাণ হয়েছে।'

'তাহলেও সে আপনারই সাক্ষী', জজ ডেকার বললেন।

'প্রতিবাদীর তরফে কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন।

'থাকা উচিত ছিল', জজ ডেকার তীব্রস্বরে বললেন।

ম্যাসন শুধু সসম্ভ্রমে মাথা দোলালেন, কিছু বললেন না।

'বেশ', জজ ডেকার অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করে বললেন, 'তাহলে উত্তর দিন।'

'সময় সম্পর্কে আপনার ঠিক জানা আছে ?' হ্যামিল্টন বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক মনে আছে', ইভা এলিয়ট বলল। 'আমাকে দূরে ছাই করা আমার সহ্য হয়নি—।'

'এক মিনিট', জজ ডেকার বললেন। 'আপনার কি মনে হয়েছে তা বলার প্রয়োজন নেই। আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে সময় সম্পর্কে জানেন কিনা।' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ জানি।'

'এখন বলুন ক্যাসেলম্যান সম্পর্কে মিঃ গারভিন কিছু বলেছিলেন কি না ?' বার্জার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'সেখানে কে কে উপস্থিত ছিলেন ?'

'শুধু আমি আর মিঃ গারভিন।'

'তিনি কি বলেছিলেন ?'

'তিনি বলেন, 'একজনের সঙ্গে এই মাত্র কথা বললাম, আমি জানি সেই ষ্টিফানি ফকনারের বাবাকে খুন করেছে। আজ রাত এগারোটায় তার সঙ্গে দেখা করতে

চলেছি।'

'তারপর তিনি কি করলেন ?'

'তিনি কোট খুলে ফেলেন। তখনই তার কাঁধে চামড়ার খাপে রিভলবারটা দেখি। চামড়ার খাপটা টেবিলে রেখে তিনি স্নান করতে যান।'

'তার কাঁধের খাপে যে বন্দুক ছিল সেটা সনাক্ত করতে পারবেন ?'

'না, স্যার, পারব না। আমার বন্দুকে ভয় করে। তবে সেটা ৩০ নম্বর দেওয়া প্রমাণের মতই।'

'জেরা করতে পারেন', হ্যামিল্টন বার্জার ম্যাসনের দিকে ফিরে বললেন।

'ঘটনাটা কখন হয় ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'তিনি যখন অফিসে আসেন তখন ঠিক পৌনে ন'টা।'

'তিনি আপনাকে বলেন ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করেছেন ?'

'তিনি বলেন, 'একজনের সঙ্গে এইমাত্র কথা বললাম, আমি জানি সেই ষ্টিফানি ফকনারের বাবাকে খুন করেছে। আজ রাত এগারোটায় তার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।'

'আপনার কথাগুলো মনে আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তিনি ক্যাসেলম্যানের নাম উচ্চারণ করেন নি ?'

'না।'

ম্যাসন বললেন, 'আর কোন প্রশ্ন নেই।'

বার্জার বললেন, 'আমি মিসেস গারভিন, জুনিয়রকে আহ্বান করছি।'

মিসেস গারভিনের চেহারা একটু পাতলা, মাথায় লাল চুল। ধীর পায়ে তিনি এসে জুরীদের দিকে চেয়ে হেসে বসলেন।

হ্যামিল্টন বার্জার বললেন, 'আপনি জুনিয়র হোমার গারভিনের স্ত্রী ? আপনাকে সাক্ষ্যপ্রমাণ নং ৩০ হিসেবে রাখা একটি বন্দুক দেখাচ্ছি। এটা আগে কখনও দেখেছেন ?'

'বলতে পারব না', মিসেস গারভিন হেসে বললেন। 'এরকম একটা অস্ত্র দেখেছি তবে আমি অস্ত্র বিশেষজ্ঞ নই তাই এটা কি না জানিনা।'

'কোথায় দেখেন ?'

'আমার স্বামী ওটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন।'

'কখন ?'

'ঠিক সাড়ে দশটায়।'

'৮ই অক্টোবর ওটা দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ স্যার, দেখেছি।'

'এর বিষয়ে কিছু বলেছিলেন আপনি ?'

'আমার স্বামীকে ফোন করে বলি বন্দুকটা ফেলে গেছেন।'

'কখন ফোন করেন।'

'ঘুম থেকে উঠে ওটা দেখি।'

'আপনার স্বামী অফিসে যাওয়ার পর?'

হাসলেন মিসেস গারভিন। 'আমার সবে বিয়ে হয়েছে মিঃ বার্জার। আমি আমার স্বামীকে শিক্ষিত করে তুলছি, তাই নিজের প্রাতরাশ নিজেই করতে শিখেছেন তিনি। আমি সাড়ে নটায় উঠি।'

দর্শকরা এ কথায় হেসে উঠল। জজ ডেকারও হাসলেন, জুরীদের মুখেও হাসি। সাক্ষীর চমৎকার আচরণে সবাই মুগ্ধ।

'বন্দুকটা নিয়ে আপনি কি করেন?'

'স্বামীর কথামত সেটা তার অফিসে নিয়ে যাই।'

'কখন?'

'৮ই অক্টোবর সকাল ঠিক সাড়ে দশটায়।'

'আপনার কি জানা অছে ওটাই ৩০ নং সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে রাখা আছে কি না?'

'না স্যার, আমার জানা নেই। যা জানি তা হলো টেবিল থেকে বন্দুকটা নিয়ে আমার স্বামীকে দিয়ে আসি। ওতে একটা কার্তুজ ছিলনা তাও জানতাম না। আমি শুধু জানি আমার স্বামী পকেট থেকে একটা বন্দুক বের করে টেবিলে রাখেন আর সেটা এই রকমই দেখতে। আমি নিশ্চিত আমার শোবার ঘরে কেউই ঢোকেনি। পরদিন আমি সকালে দশটায় বন্দুকটা স্বামীর অফিসে দিয়ে আসি। এর বেশি আর কিছুই জানি না।'

'জেরা করতে পারেন', হ্যামিল্টন বার্জার ম্যাসনকে বললেন।

'ম্যাসন এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মিসেস গারভিন, আপনি ৭ই অক্টোবর তারিখে সারাদিন বাড়িতেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি জানেন আপনার স্বামী আপনাকে দুবার ফোন করে কোন সাড়া পাননি?'

'তিনি আমাকে কথাটা বলেছিলেন।'

'আপনি কি জুরীদের বিশ্বাস করতে বলেন আপনি বাড়িতে থেকেও ফোন ধরেননি?'

'আমি গভীর ভাবেই ঘুমোচ্ছিলাম।'

স্বামীকে কথাটা বলেছিলেন?'

'না।'

'কেন?'

'সময়টা আমাদের মধুচন্দ্রিমার সময়। আমি আমার স্বামীকে বোঝাতে

চাইছিলাম তার ওই সময় কাজে আটকে থাকা আমার পছন্দ নয়, তাই তাকে বোঝাতে চেয়েছি তিনি ভুল নম্বরে ফোন করেন।'

'ক'বার?'

'দুবার।'

'তাকে অন্যভাবে আশ্বস্ত করেননি?'

'নব বিবাহিতা মেয়েরা স্বামীদের এই ভাবেই বুঝিয়ে থাকে।'

'আপনি তাকে মিথ্যা বলেন?'

'হা ঈশ্বর, না। আমি তাকে ভাবতে দিই সে নম্বর ভুল করেছিল। আর কিছুই ও জানতে চায়নি।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনি যে বন্দুকটা আপনার স্বামীর অফিসে নিয়ে যান সেটায় একটা ফাঁকা কার্তুজ ছিল।'

মিষ্টি করে হাসলেন মিসেস গারভিন, 'তাহলে আপনি যে গুলি ছুঁড়েছেন তাতে ওতে দুটো ফাঁকা কার্তুজ থাকার কথা।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি', ম্যাসন বললেন, 'আপনি যে বন্দুক অফিসে নিয়ে যান সেটাই আপনার স্বামী ঘরে এনেছিলেন?'

'স্বামী সত্যি কথা বলেছেন প্রত্যেক স্ত্রী তাই ধরে থাকে, মিঃ ম্যাসন।'

'আর প্রশ্ন নেই', ম্যাসন বললেন।

পরবর্তী সাক্ষী লোয়েল কেটল একজন বিধবা, বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। সে অ্যামব্রোস অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। সে জানাল ৭ই অক্টোবর রাত পৌনে নটায় সে একজন স্ত্রীলোককে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে। তাকে ছিঁচকে চোর ভেবে সে অনুসরণ করে।

বার্জার তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তাকে চিনে রাখতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে কে?'

'যে স্ত্রীলোকটি ওখানে বসে আছে। ষ্টিফানি ফকনার।'

'সে তারপর কি করেছিল?'

'সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে একজন একটা গাড়ি এনে থামাতেই সে তাতে উঠে চলে যায়।'

'সেই লোকটি কে?'

'ওখানে যিনি বসে রয়েছেন, আইনজ্ঞ মিঃ পেরি ম্যাসন।'

'জেরা করুন', তীব্রস্বরে বললেন বার্জার।

'ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন কেন জানতে পারি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আগেও কোন মেয়েকে পিছনের দিকে যেতে দেখেছি। তাই ঠিক করি এবার

ভাল করে দেখব।'

'প্রতিবাদীকে আগে যেতে দেখেছেন বলছেন?'

'সে কিনা তা জানি না।'

'আপনি তাকে অনুসরণ করেন কেন?'

'সে কে জানতে চাইছিলাম।'

'সে যখন গাড়িতে ওঠে তখনও পিছু নেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে আগে তাকে চিনতে পারেননি?'

'আমি ঠিকই দেখেছিলাম।'

'তবু গাড়িতে ওঠা অবধি পিছু নেন তার, বোধহয় গাড়িটা না এলে আরও এগিয়ে যেতেন, তাই না?'

'হয়তো যেতাম মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে আর প্রশ্ন নেই', ম্যাসন হেসে বললেন।

জজ ডেকার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

'প্রতিবাদীর তরফে দাবী করছি আদালত ও জুরীদের প্রতিবাদীকে নির্দোষ ঘোষণা করুন', ম্যাসন বললেন। 'সাক্ষ্যে কেবলমাত্র সন্দেহ পোষণই করা চলে।

জজ ডেকার বললেন, 'আদালত সাক্ষ্যের বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চায়না শুধু মাত্র আবেদন অগ্রাহ্য করা ছাড়া। প্রতিবাদীপক্ষ তাদের মামলার বিষয় উপস্থাপনার পর এটি জুরীদের বিচার্য হবে। আপাতত আদালত সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করছে। আদালত লক্ষ্য করেছে দ্বিপ্রাহরিক অবকাশের সময় উপস্থিত তাই আদালত দুটো পর্যন্ত মুলতুবী থাকছে তখন প্রতিবাদী পক্ষ তাদের সওয়াল করতে পারবেন। জুরীদের সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন এই বিষয়ে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা না করেন।

'আদালত মুলতুবী রইল।'

ম্যাসন ষ্টিফানি ফকনারের দিকে ফিরে বললেন, 'ষ্টিফানি, তোমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতে হবে। তোমাকে অস্বীকার করতে হবে যে ক্যাসেলম্যানকে তুমি খুন করেছ।'

মাথা ঝাঁকাল ষ্টিভানি। 'আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠব না।'

'তোমায় উঠতেই হবে', ম্যাসন বললেন। 'না উঠলে তোমাকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে। তোমার বাবার মৃত্যুর যে সাক্ষ্য আমরা জোগাড় করেছি তাতে জুরীরা তোমাকে মৃত্যুদণ্ড না দেবার জন্যই বলবে তবে তারা তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। তোমার জুতোয় রক্ত, জুতোর গোড়ালির ছাপ—।'

'আমি দুঃখিত, মিঃ ম্যাসন আমি সাক্ষী হচ্ছি না।'

'কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'তোমার অতীতে কি এমন কিছু আছে যা

প্রকাশে ভয় পাচ্ছ ? কখনও অপরাধ করে শাস্তি ভোগ করেছ ?'

মাথা ঝাকাল ষ্টিফানি। 'আপনার কাছে কিছুই বলব না মিঃ ম্যাসন। ওরা যা চায় তাই করুক তবে আমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ওঠাতে পারবে না।'

ম্যাসন বললেন, 'ষ্টিফানি, এমন কাজ করতে পার না তুমি'। আমি তোমাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকবই।'

'তা করলেও আমি এই চেয়ার থেকে নড়ব না।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'সেটা কিছু না করার চেয়ে ভাল। অন্তত এতে তর্ক করার অবকাশ পাব।'

'এবার আপনাকে যেতে হবে, মিস ফকনার', বেলিফ বললেন।

☐ উনিশ ☐

ম্যাসন, ডেলা স্ট্রীট আর পল ড্রেক আদালতের কাছের এক রেস্তোঁরায় বসে প্রায় নিরানন্দ এক মধ্যাহ্নভোজ সারতে ব্যস্ত। ঠিক তখনই কেবিনে ঢুকল ম্যাসনের রিসেপশনিষ্ট গার্টি।

'মিঃ ম্যাসন! মিঃ ম্যাসন! প্রায় হাফাতে হাফাতে বলল গার্টি। 'মেরী বার্লো অফিসে এসেছিল। উহঃ ওর কি চেহারা! ওর রাস্তায় বেরোনো একদম উচিত হয়নি—।'

'শান্ত হও, গার্টি', ব্যাপার কি ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'মেরী গারভিনের অফিসে গিয়েছিল। সে ফাইলের ড্রয়ারে কিছু খুঁজতে গিয়ে ঘাটাঘাটি করতেই··· ।'

'কিছু পেয়েছে সে ?'

গলার স্বর নামিয়ে আনল গার্টি। 'রক্তমাখা তোয়ালে। খুনের রাতে মিঃ গারভিন যে তোয়ালে ফেলে যান।'

'কি ?'

'ঠিক তাই। তোয়ালেতে রক্ত শুকিয়ে আছে, তাতে অ্যামব্রোস অ্যাপার্টমেণ্টের ছাপ আছে। ওগুলো লুকনো ছিল। মেরী খুব ভয় পেয়ে গেছে তাই আপনাকে যে করেই হোক খবরটা জানাতে বলেছিল। বেচারি ষ্টিফানিকে জেলে যেতে দেখে একদম ভেঙে পড়েছে। ও ভাবছিল নতুন এই প্রমাণে ওর কোন সাহায্য হবে, তাই··· ।'

'শান্ত হও, গার্টি,' ম্যাসন বললেন। 'এক কাপ কফি খাও।'

'উহ ভগবান! আমিও একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি, মিঃ ম্যাসন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, হোমার গারভিনই জর্জ ক্যাসেলম্যানকে খুন করেছেন আর

ষ্টিফানি সেকথা জানে। ও তাকে ভালবাসে তাই সাক্ষীর কাঠগড়ায় যেতে চায়না আর... ।'

'দাঁড়াও। দাঁড়াও।' ম্যাসন বলে উঠলেন। 'তোমার রোমান্টিক ভাবনা দারুণ একটা ব্যাপার আমার মনে জাগিয়ে তুলেছে।'

ডেলা সতর্ক করার ভঙ্গীতে বলল, 'ওর কথাবার্তা একদম পাগলামী, চিফ, দেখবেন।'

ম্যাসন পায়চারি করতে করতে বললেন, 'যাকগে। আমার হাতে এটাই হবে অস্ত্র। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'কে চমকে দেয়ার এই হবে আমার তুরুপের তাস।'

গার্টি পল ড্রেককে বলল, 'আপনার অফিসে আপনাকে খুঁজছে। খুব জরুরী।'

ড্রেক ফোন তুলতে ম্যাসন পায়চারি করে চললেন।

'আমি ষ্টিফানিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকব। সে আপত্তি করবে আমিও তর্ক জুড়ে দেব। একটা হৈচৈ শুরু হবে। আমি জুরীদের বলব ষ্টিফানি ফকনার জানে যাকে সে ভালবাসে সেই ক্যাসেলম্যানকে খুন করেছে। আরে, একটু দাঁড়াও, ডেলা! ঠিক ধরতে পেরেছি!'

'কি পেরেছেন?' ডেলা জানতে চাইল।

হাসলেন ম্যাসন। ওরা আমার ছোঁড়া গুলিটা পায়নি। আমি ওই রক্তমাথা তোয়ালে কাজে লাগাব। শোন, জুনিয়র গারভিন ওর বন্দুক ষ্টিফানির কাছে নিয়ে গেছিল। ষ্টিফানি কোনভাবে দেখেছিল ওতে একটা ফাঁকা কার্তুজ ছিল। সে তাই ধরে নেয় সিনিয়রই ক্যাসেলম্যানকে মেরেছে। সে তাই বন্দুকটা ওর ঘরে লুকিয়ে রাখে আর কোটে রাখা বন্দুকটা টেবিলে রেখে দেয়।

'আসলে একটা বন্দুক তাই কম পড়ছে। পুলিশ এসে সমস্ত জায়গা খুঁজেও ওই একটা বন্দুকই পায় আর চলে যায়। এবার সমস্ত মামলাই আমি এলোমেলো করে দেব। জুরীরা ধাঁধায় পড়ে যাবে...সাক্ষী হিসেবে ষ্টিফানিকে চাইই...একাজে ইতিহাস গড়ব দেখে নিও। আমি সার্জেন্ট হলকোম্বকে আবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকব। তাকে বলব যে ষ্টিফানির অ্যাপার্টমেন্টে একটা বন্দুক পেয়েই ব্যালিষ্টিক বিশেষজ্ঞের কাছে ছুটে যায়, অন্য কোন বন্দুকের খোঁজ আর করেনি কারণ সে দারুণ খুশিই হয়ে ওঠে ওটা খুনের অস্ত্র দেখে।

'ষ্টিফানি কি করে বুঝতে পেরেছি। জুনিয়র বেরিয়ে যেতেই সে বন্দুক বদল করে জুনিয়রের বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলে অন্যটাই রেখে দেয় সেটাই একমাত্র যুক্তি সঙ্গত সমাধান। ও ধরে নেয় সিনিয়র ক্যাসেলম্যানকে খুন করেছিল তাই সে বন্দুক বদলে ফেলে। আমরা জানি সওয়া আটটায় গারভিন ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে দেখা করে। তখনই সে আত্মরক্ষার তাগিদে তাকে খুন করে। কথাগুলো কেন যে আগে ভাবিনি, ডেলা! ওহ, গার্টি, তোমার রোমান্টিক মন দারুণ কাজ দিতে চলেছে। তোমাকে পাঁচ পাউণ্ডের মিষ্টি কিনে দেব।'

'ওহ, না মিঃ ম্যাসন, অতগুলো মিষ্টি দেবেন না', গার্টি আঁতকে উঠল।

'তাহলে চকোলেট কেক', হতাশ ভাবে বলল ম্যাসন।

ড্রেক বাধা দিল, 'এসব বাজে কথা থাক পেরি। তোমার কথামত বিল যেখানে ছাপা হতে পারে সেই রকম একটা ছাপাখানার খোঁজ পেয়েছি লাস ভেগাসে। সেখানেই ওই অ্যাকমি ইলেকট্রিক আর ইউরেকা কোম্পানীর বিল ছাপা হয় প্রায় এক বছর আগে। লোকটা নগদ টাকা দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছিল তার কথা কেউ তাই বলতে পারছে না।'

'যাকগে, এটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই', ম্যাসন বললেন। 'মেরী কোথায়, গার্টি ?'

'আপনার অফিসে।'

'ওকে বলে দাও তোয়ালেগুলো কাগজে মুড়ে আদালতে আমার কাছে নিয়ে আসতে। ও আসা পর্যন্ত সকলকে ঠেকিয়ে রাখব।'

'মেরী এরকম অবস্থায় কিছুতেই যাবে না, মিঃ ম্যাসন', গার্টি বলল।

আমরা যা বলব ও তাই করবে। ওর এই চেহারায় আরও ভাল হবে।'

'এতে কাজ হবে, চিফ ?' ডেলা বলল।

'হতেই হবে, ডেলা', ম্যাসন বললেন। 'এরপর আমি আবার ইভা এলিয়টকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ঠেলে ওই বিলগুলো মিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এক হাজার টন ইঁটের মত ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

'এটা কি ঠিক জেরা হবে ?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'না, তা হবে না। এক ডজন প্রশ্ন করার পরেই জুরীরা ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারবে। জজ ডেকার ক্ষোপ উঠবেন, বার্জারও চেচামেচি আরম্ভ করে দেবেন। ইতিমধ্যে ওই গোলমালের মধ্যে মেরী তোয়ালে নিয়ে হাজির হলেই আমি বলব বন্দুকটা কে পাল্টাতে পারে। জুরীরা এতে ধাঁধায় পড়ে যাবে। আমি মেরীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাব। ব্যাপারটা একেবারে সার্কাস হয়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ, ষ্টিফানি, গারভিনই খুনী ভেবে বন্দুক পাল্টে থাকতে পারে তবে ভুলে যাবেন না বার্জারও পাল্টা জেরা করবেন।' ডেলা বলল।

'তবেই দেখ, তোমাকেও ভাবতে বাধ্য করেছি এটা। বার্জার তা করবেন, তবে যত করবেন ততই চোরা বালিতে ডুববেন।'

□ কুড়ি □

জজ ডেকার বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, ধরে নিচ্ছি প্রতিবাদী ও অন্যান্য সকলে আদালতে যথারীতি উপস্থিত আছেন ?'

'হ্যাঁ, ইওর অনার', ম্যাসন বললেন।

'প্রতিবাদী পক্ষ সওয়াল শুরু করুন।'

'আদালতের অনুমতি হলে', ম্যাসন বললেন, 'জানাই বিশেষ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আমি সরকার পক্ষের একজন সাক্ষীকে আর কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'আমার আপত্তি আছে', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। 'প্রসিকিউসনের তরফে সমস্ত সওয়াল শেষ হয়েছে।'

'কোন সাক্ষী ?' জজ ডেকার ম্যাসনকে প্রশ্ন করলেন।

'ইভা এলিয়ট।'

'অনুরোধ গ্রাহ্য করা হলো। ইভা এলিয়ট সাক্ষীর আসনে আসুন', জজ ডেকার বললেন।

ইভা এলিয়ট এসে দাঁড়াতে ম্যাসন হাতের ঘড়ি দেখে কিছু চিন্তা করে নিলেন। ইভা অভিনেত্রীর ভঙ্গীতে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

'মিস এলিয়ট', ম্যাসন বললেন, 'মিঃ গারভিনের কাছে কাজ করার আগে কি আপনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল ?'

'অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক আর অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'আপত্তি গৃহীত হলো', জজ ডেকার বললেন।

'গারভিন এণ্টারপ্রাইজ আপনার তৈরী সমস্ত বিলের টাকা মিটিয়ে দিত ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ওই সব বিলের চেক লিখে দিলে মিঃ গারভিন সই করতেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ওই বিলের কি ধরণের অডিট করতেন আপনি ?'

'অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন হিসেবে আপত্তি জানাচ্ছি', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

'আপত্তি গৃহীত হলো', জজ ডেকার বললেন।

'এটা কি ঘটনা যে আপনি এমন কিছু কিছু চেক লিখে মিঃ গারভিনকে সইয়ের জন্য দিয়েছিলেন যেগুলো অ্যাকমি ইলেকট্রিক ও প্লাম্বিং ও ইউরেকা অ্যাসোসিয়েটেড কোম্পানীর, ১৩৯৭, চ্যাথাম স্ট্রীটে যাদের অফিস, নামে লেখা হয় এবং যে দুটো

প্রতিষ্ঠানের আদৌ অস্তিত্বই ছিল না এবং যাদের কোন কাজ দেয়া হয়নি ?'

'একটু দাঁড়ান। একটু দাঁড়ান।' হ্যামিল্টন বার্জার চিৎকার করে উঠলেন। 'ইওর অনার এসব প্রশ্ন মামলার এক্তিয়ারের বাইরে। এটা উপযুক্ত জেরা নয়, এসব অপ্রাসঙ্গিক।'

জজ ডেকার চিবুকে হাত বোলালেন, 'প্রথমে তাই মনে হওয়া সম্ভব, যদিনা কাউন্সেল আদালতকে জানাতে পারেন তিনি এটি সংযুক্ত করে দেখাতে চান।'

'আমার পরবর্তী প্রশ্ন হবে', ম্যাসন বললেন, 'এই সাক্ষী, যে ব্যক্তি ওই সব মিথ্যা বিল পাঠাচ্ছিল তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল কিনা, যার ফলে তার মিঃ গারভিনের প্রতি বিরূপতা থাকা সম্ভব কারণ তার জালিয়াতি করে টাকা আত্মসাত ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।'

জজ ডেকার ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'আমার মনে হয় প্রশ্নটি করার জন্য আমি অনুমতি দেব। এটি সূক্ষ্ম আইনি প্রশ্ন আর এর সত্যতা উপলব্ধি করা চলে সাক্ষীর মুখভাব দেখলেই— ।'

ইভা এলিয়ট বলে উঠল, 'ইওর অনার, আমি শপথ করে বলছি মিঃ ক্যাসেলম্যান কথা দিলেও আমি একটা পেনিও এর জন্যপাইনি আর— ।'

'বলে যান', জজ ডেকার বললেন।

'আমি মনে করি সাক্ষীকে নিজে থেকে বক্তব্য পেশ করতে দেয়া উচিত', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন। 'এটা আইনের সূক্ষ্ম প্রশ্ন কারণ কার্যসিদ্ধির জন্য এক্তিয়ার বহির্ভূত কোন ঘটনা আদালতে টেনে এনে সাক্ষীকে হতমান করার চেষ্টা হচ্ছে।'

'এখনও পর্যন্ত এতে আপত্তি ওঠেনি', জজ ডেকার বললেন। 'সাক্ষী নিজেকে সংযত করুন। মিস এলিয়ট, আপনি ক্যাসেলম্যানের নাম উচ্চারণ করেছেন— ।'

কাঁদতে শুরু করল ইভা এলিয়ট। 'সে আমাকে তার নতুন হোটেল তৈরী হলে কাজ দেবে বলেছিল। ও মিথ্যে বলে। ও আমাকে অনেক কিছু করে দেবে বলে, সবই একেবারে বাজে কথা··· ।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই আদালত কক্ষের দরজা খুলে অন্তঃস্বত্ত্বা মেরী বার্লো হাতে একটা কাগজের মোড়ক সহ ঢুকল।

জজ ডেকার তাকে দেখলেন, জুরীরা আর অন্যান্য দর্শকরাও ফিরে তাকাল।

মেরী বার্লো এগিয়ে গিয়ে ম্যাসনের হাতে মোড়কটা তুলে দিল।

ম্যাসন সেটা নিয়ে সাক্ষীর দিকে তাকালেন। আস্তে আস্তে নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি মোড়কটা খুলে ধরতে বেরিয়ে পড়ল রক্তমাখা দুটো তোয়ালে।

'ইভা', ম্যাসন এবার বললেন, তুমি জর্জ ক্যাসেলম্যানকে গুলি করার পর কিছু রক্ত এই তোয়ালেগুলোতে মুছে ফেলে ওগুলো তোমার ব্যাগে ভরে নিয়েছিলে। এরপর ওগুলো মিঃ গারভিনের অফিসে ক্যাবিনেটের পিছনে লুকিয়ে রেখেছিলে। তারপর সিন্দুকের বন্দুকের সঙ্গে তুমি গারভিনের চামড়ার খাপে রাখা বন্দুকটা

পাল্টে নাও, মিঃ গারভিন তখন স্নান করছিলেন। থাপের বন্দুকটা তুমি সিন্দুকে রেখে দাও, তাইনা ?'

ইভা এলিয়ট উঠে দাঁড়িয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

'আমি···আমি এটা আত্মরক্ষার জন্য করেছিলাম', ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল ইভা, 'যখন···যখন দেখলাম ও···ও আমার কত ক্ষতি করেছে··· ।'

'একটু দাঁড়ান। একটু দাঁড়ান।' হ্যামিল্টন বার্জার চিৎকার করে বললেন। পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে বেশ কসরত করে রিহার্সাল দেওয়া হয়েছে যাতে জুরীরা ধাধায় পড়ে।

ম্যাসন আসনে বসে পড়ে হ্যামিল্টন বার্জারকে লক্ষ্য করে হাসলেন।

'যথেষ্ট হয়েছে, মিঃ বার্জার', তিনি বললেন। 'সাহস থাকে মামলা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রতিবাদী পক্ষ কোন সাক্ষ্য দেবে না।'

'সাক্ষীকে আর জেরা করবেন না ?' জজ ডেকার আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'না, ইওর অনার, 'ম্যাসন বললেন।

হ্যামিল্টন বার্জার অনিশ্চিতভাবে একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'আমি আদালত ত্রিশ মিনিট মুলতুবী রাখার আবেদন জানাচ্ছি, আমি হয়তো··· ।'

'সাক্ষীকে আর প্রশ্ন করবেন না ?' জজ ডেকার প্রশ্ন করলেন।

'না, ইওর অনার।'

জজ ডেকার ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রতিবাদী পক্ষ কি আদালত ত্রিশ মিনিট মুলতুবীতে রাজি ?'

'না, ইওর অনার। আমি চাই বিতর্ক চলুক যাতে আজই বিকেলে জুরীদের সামনে রাখতে পারি।'

'বেশ', জজ ডেকার বললেন। 'সওয়াল শুরু করুন, মিঃ ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'।'

'আমাদের আর কিছু বলার নেই।'

জজ ডেকার ভ্রু কুঁচকে ইভা এলিয়টের দিকে তাকালেন। 'যদিও অবস্থাটা অত্যান্ত নিয়ম বিরুদ্ধ, তবু আদালতে যেভাবে ঘটনা এগিয়েছে তাতে আদালত খুশি নয়। মিস এলিয়ট, আপনি কি জর্জ ক্যাসেলম্যানকে হত্যা করেছেন ?'

'আমি তাকে গুলি করি', ইভা জানাল। 'ভয় দেখানোর জন্য আমি মিঃ গারভিনের বন্দুকটা নিয়েছিলাম। ও তখন আমাকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করতে থাকে। ও আমার ঘাড় ভেঙে দিতে চাইছিল। আমার চোখে অন্ধকার নেমে আসার পরেই দুম করে কিসের শব্দ হলো···তারপরেই আবার শ্বাস টানতে পারলাম।'

'কোন বন্দুক নিয়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন ?'

'ওই দিন বিকেলে মিঃ গারভিনের সিন্দুক থেকে যে বন্দুকটা নিয়েছিলাম।'

'সেই বন্দুকটা কি করেছেন ?'

'মিঃ গারভিন যখন স্নান করছিলেন তার কাঁধে কোটের খাপে ঢুকিয়ে রাখি। আর অন্য বন্দুকটা সিন্দুকে রেখে দিই।'

জজ ডেকার ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে চাইলেন। তিনি এবার বললেন, 'আদালত নিজের মতানুসারেই ষাট মিনিট মুলতুবী রাখছে। সাক্ষীকে যেহেতু প্রসিকিউসনের পক্ষ থেকেই আহ্বান করা হয়েছে অতএব তার সাক্ষ্য তারা মানতে বাধ্য।'

'ইওর অনার', হ্যামিল্টন বার্জার বলে উঠলেন, 'আমরা এই সাক্ষীর সাক্ষ্য মেনে নিতে চাইনা যতক্ষণ না জানতে পারছি ওইদিন দুপুরে ঠিক কি ঘটে, 'সাক্ষীকে কি রকম প্ররোচনা দেওয়া হয়, আর ওই রক্তমাখা তোয়ালে দিয়ে কোন নাটকের দৃশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।'

'আদালত আপনার অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না', জজ ডেকার বললেন। 'আদালত সুবিচার প্রদানেই উৎসাহী। এ এক বিচিত্র অবস্থা। আদালত এক ঘণ্টা মুলতুবী রাখা হলো। এরপর আদালত জুরীদের জানানোর ব্যবস্থা করবে যাতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাকে তারা যেন নির্দোষ সাব্যস্ত করে।'

□ একুশ □

পেরি ম্যাসন, ডেলা স্ট্রিট, হোমার গারভিন, পল ড্রেক আর ষ্টিফানি ফকনার ম্যাসনের আইনের লাইব্রেরীতে একটা গোলটেবিলের চারপাশে বসে ছিলেন। সামনেই রাখা ছিল এক বোতল হুইস্কি, সোডার পাত্র, বরফের টুকরো আর গ্লাস।

ম্যাসন ষ্টিফানি ফকনারকে বললেন, 'কথাটা আমাকে বলা উচিত ছিল তোমাব।'

'আমিও কাউকে বলতাম না, মিঃ ম্যাসন। আমি হোমারকে জর্জ ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি। ও আমাকে দেখেনি। পরে ও যখন আমাকে একটা বন্দুক দিল তার মধ্যে একটা ফাঁকা কার্তুজ লক্ষ্য করি। কি ঘটেছে আমি তখনই বুঝতে পারি। তারপর আপনি জুনিয়রকে ওর বন্দুকটা আমাকে দিতে বলেন যাতে পুলিশ চাইলে সেটাই দিতে পারি। আমি জানতাম বন্দুক বদলে নেওয়ার কাজে আমি ওস্তাদ ফলে পুলিশ ওটা পেয়ে ভাববে জুনিয়রই ওটা দিয়েছিল। এরপর জুনিয়রের বন্দুকটা নিয়ে একটা ময়দার থলের মধ্যে রেখে দিই। পরে সেটা বের করে পাশে যে নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে সেখানে কাঁচা সিমেণ্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই। সেটা এতদিনে জমাট বেঁধে গেছে।'

হোমার গারভিন বললেন, 'আমি জানতাম না, ষ্টিফানি তুমি আমাকে ওই অ্যাপার্টমেণ্টে দেখেছিলে। আমি ক্যাসেলম্যানকে বলতে যাই ওর মুখোশ এবার খুলে দেব। সে আমাকে বলে ও খুব ব্যস্ত কথা বলার সময় নেই। আমার ধারণা

ইভা এলিয়ট ওখানেই ছিল। আমি বলি রাত এগারোটায় আবার আসব।'

'আমার মনে হয় আমি যখন ক্যাসেলম্যানের কাছে ছিলাম তখন ইভাই ফোন করে। সে আসছিল বলায় ক্যাসেলম্যান বিব্রত হয়। আমি গোপনে নজর রাখি তবে কাউকে দেখতে পাইনি। যে আসে সে সম্ভবত পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে।'

'যাই হোক সব ঘটনা এখন জেনেছি', গারভিন বললেন। ইভা পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে। ক্যাসেলম্যান ওকে মিথ্যা বিল পাশ করিয়ে টাকা মিটিয়ে দেয়ার কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। ও সবের জন্য ও তাকে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দেবে কথা দিয়েছিল। ও অভিনেত্রী হওয়ার আশায় ক্যাসেলম্যানকে বিশ্বাস করেছিল। তবে ও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল সে তাকে ডাবলক্রশ করছিল।'

ষ্টিফানি বলল, 'একজন স্ত্রীলোক আমাকে দরজা খুলে দেয়। আমি ঢুকে বেল বাজাই। কেউ সারা দেয়নি। দরজার হাতল ধরে টানলে দেখলাম দরজা খোলা। আমি ক্যাসেলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকি। ঘরে ঢুকেই দেখি সে মেঝের উপর মরে পড়ে আছে। আমি…আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আচমকা দেখলাম রক্তের মধ্যে পা রেখেছি, সারা জুতোয় রক্ত লেগে গেছে। নিচু হয়ে দেখার সময় হাতেও রক্ত লেগে গেছিল। তাড়াতাড়ি সব ধুয়ে ফেলে পিছনের দরজা দিয়ে নেমে আসি।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় হোমারই ওকে মেরেছে, তাই কাউকে কিছু বলিনি। সরকারী সাক্ষী হওয়া আমার কাজ নয়।'

হোমার গারভিন ওর দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন। 'তুমি তাই বরং ফার্ষ্ট ডিগ্রী খুনের আসামী হওয়া আমাকে জড়ানোর চেয়ে শ্রেয় মনে করেছিলে?'

ষ্টিফানি উত্তরে বলল, 'তোমার কথাটা কি? তুমি যখন ধরে নিলে আমি খুন করেছি তখন আমাকে বাঁচাতে ফাঁসির দড়িতে প্রায় মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলে।'

এবার দুজনেই জোরে হেসে উঠল।

'ঠিক আছে', গারভিন বললেন, 'এ নিয়ে পরেই আলোচনা করা যাবে। এর মধ্যে একটা কাজ করা চাই, ম্যাসন। তোমার পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা দরকার।'

গারভিন পকেট থেকে চেকবই বের করে একটা চেক সই করে ম্যাসনের দিকে এগিয়ে দিলেন।

'পেরি, তোমার ইচ্ছেমত টাকার অংক বসিয়ে নিও, আর বেশ মোটা টাকা।'

তখনই ফোন বেজে উঠল। ডেলা স্ট্রিট ফোন তুলে শুনে বলল, 'একটু ধরুন।'

ও ম্যাসনের দিকে তাকাল, 'চিফ, জুনিয়র ফোন করছে। ও বলছে মাথা গরম করেছে বলে সে ক্ষমা চাইছে। ও আরও বলছে ওই স্পোর্টস গাড়ির জন্য ও ছ'শ ডলার কম নেবে যদি কেনেন।'

হাসলেন ম্যাসন। তিনি চেকটা তুলে নিয়ে বললেন, 'ওকে পরে ফোন করতে বলে দাও, ডেলা। মনে হচ্ছে কারবারটা করা যেতে পারে।'

দি কেস অফ হরিফায়েড ওয়ারস

□ এক □

খুন কখনও শূন্যের মাঝখানে হয় না। এ লোভ, অর্থলিপ্সা, ঘৃণা প্রতিশোধ স্পৃহা আর হয়তো ভয় থেকেও হতে পারে। জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়লে যেমন সেটা কিনারা পর্যন্ত ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যায় তেমনই খুন ব্যাপারটাও বহু মানুষের জীবনে আলোড়ণ তোলে।

ফিলিপস মেমোরিয়াল হাসপাতালের একটা ঘরে ভোরের কচি রোদ জানালার ফাঁক দিয়ে সবেমাত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আগের রাতে রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার শব্দ আস্তে আস্তে কমে এসেছিল একসময় তবে ভোরের আলো নতুন আর একটা দিনের সূচনা করার পর সেই শব্দ আবার উঁচু লয়ে উঠতে শুরু করেছিল। হাসপাতালের বারান্দায় জেগে উঠেছিল ন্যার্সদের ব্যস্ততা মেশানো ছোটাছুটি।

ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছিল রোগীদের স্নান করিয়ে দেহের তাপ দেখার পর রক্তের নমুনা সংগ্রহ। প্রাতরাশের ট্রের মিষ্টি আওয়াজের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল টাটকা কফির সুবাস। ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল উগ্র হাসপাতাল হাসপাতাল সেই গন্ধ।

সার্জারির রোগীদের ঘরে নার্সদের ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছিল হাইপো-ডারমিক সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে। রোগীদের অভয় দেওয়াও তাদের কর্তব্যের একটা অঙ্গ বলেই তারা নিপুন ভঙ্গীতেই তা করে যাচ্ছিল।

লরেটা ট্রেণ্ট তার বিছানায় উঠে বসে ক্ষীণ দৃষ্টিতে নার্সের দিকে চেয়ে হাসলেন।

'এখন বেশ ভাল লাগছে', দুর্বল স্বরে বললেন তিনি।

'সার্জারির পর ডাক্তার দেখে যাবেন কথা দিয়েছেন', নার্স ওকে আশ্বস্ত করল।

'ডাক্তার বলেছেন আমি বাড়ি যেতে পারব?' রোগিণী উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন।

'কথাটা আপনিই তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেমন?' নার্স বলল। তবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর রাখবেন। এবার যা হলো তা সত্যি খুব খারাপ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লরেটা। 'কেন যে এরকম হচ্ছে যদি জানতাম। এত সাবধান থাকি তবু—। মনে হয় কোন অ্যালার্জিতে এমন হচ্ছে।'

□ দুই □

ট্রেণ্টদের বাসভবনে, পুরনো আমলের খোলামেলা জায়গাটায় গৃহকর্ত্রীর শয়ন কক্ষে শেষবারের মত সাজিয়ে তোলায় কাজ দেখে নিচ্ছিল।

সে পরিচারিকাকে বলল, 'মিসেস ট্রেণ্টের আজই বাড়ি ফেরার কথা বলছিল ওরা।'

'ডাক্তার তার নার্স অ্যানা ফ্রিটকে আসতে বলেছিলেন আর তিনি একটু আগেই এসে গেছেন। এবার এক বা দু'সপ্তাহ থাকবেন তিনি।'

পরিচারিকার কোন আগ্রহ দেখা গেলনা, সে বলল, 'আমার ভাগ্য। ভেবেছিলাম আজ বিকেলটা ছুটি নেব—খুব দরকার ছিল।

ঠিক ওই সময়েই এক জোড়া হাত টালি বসানো কোন বাথরুমের জলের বেসিনের সামনে দেখা দিচ্ছিল। একটা শিশি থেকে বেসিনে ছড়িয়ে পড়ল কিছু সাদা গুঁড়ো। একটা হাত কল খুললে পাউডারগুলো পাইপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ওই পাউডারের আর প্রয়োজন ছিল না। এগুলো তার কাজ ইতিমধ্যেই করেছে।

বিশাল বাড়িটায় তিরতির করে যেন কেঁপে চলেছিল কিছু অনাগত ভাবনা। অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল বেশ ক'জন। তাদের মধ্যে ছিল লরেটার ভগ্নীপতি বোরিং ব্রিগস, তার স্ত্রী ডায়না, গর্ডন কেলভিন অন্য আর এক ভগ্নীপতি তার স্ত্রী ম্যাক্সিন, গৃহকর্ত্রী, পরিচারিকা, রাঁধুনী, নার্স, গাড়ির সোফার জর্জ ইগান। এদের প্রত্যেকেই লরেটা ট্রেণ্টের সাম্প্রতিক প্রত্যাবর্তনে আলাদাভাবেই প্রতিক্রিয়া হলেও বাড়ির আবহাওয়া প্রায় মিলিতভাবে চাপা উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলেছিল।

সকালের সার্জারির কাজ শেষ হওয়ায় সার্জনরা ইতিমধ্যে তাদের পোশাক বদলে নেওয়ার পর ফিলিপস মেমোরিয়াল হাসপাতালের কাজকর্মে সামান্য ঢিলেঢালা ভাবই চোখে পড়েছিল।

যেসব রোগীর অস্ত্রপচার হয় তাদের ইতিমধ্যেই কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সামান্য অস্ত্রপচারের রুগীদের বারান্দা দিয়ে সরানো হচ্ছিল। তাদের অনেকেই দুর্বল ভঙ্গীতে শায়িত।

মধ্য বয়স্ক, মাঝারি উচ্চতার ডঃ ফেরিস অ্যালটন ধীর পায়ে লরেটা ট্রেন্টের ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ করলেন।

ডাক্তারকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লরেটা ট্রেন্টের মুখ। নার্সও ডঃ অ্যাল্টনকে দেখে উৎসুক ভঙ্গীতে সরে দাঁড়াল।

ডঃ অ্যাল্টন তার রোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ সকালে বেশ ভাল আছ তুমি।'

'অনেক ভাল', লরেটা ট্রেন্ট বললেন। 'আজ বাড়ি যেতে পারব?'

'হ্যাঁ, বাড়ি যাবে', ডঃ অ্যাল্টন বললেন, 'তবে তোমার পুরনো নার্স অ্যানা ফ্রিচ সঙ্গে যাবে। তোমার পাশের ঘরেই ওর থাকার ব্যবস্থা করেছি। এক হিসেবে সে চব্বিশ ঘণ্টাই নজর রাখবে তোমার উপর। এটা আগেরবারের পরেই করা উচিত ছিল। আমি চাই সে তোমার হার্টের দিকে নজর রাখুক।' মিসেস ট্রেন্ট সায় জানালেন।

'একটা কথা, লরেটা', ডঃ অ্যাল্টন বললেন, 'সব তোমাকে খুলেই বলছি। গত আট মাসের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার আন্ত্রিক রোগ হলো। এটা খুবই খারাপ, বিশেষ করে তোমার হার্টের পক্ষে। এই ধরণের খাবার দাবাড়ের গণ্ডগোল হার্টের পক্ষে সামলানো মুশকিল। তোমাকে তোমার খাবারের দিকে নজর দিতে হবে।'

'তা জানি', লরেটা বললেন। 'তবু মশলা দিয়ে রান্না করা খাবার মাঝে মাঝে বেশি ভাল লাগে।'

ডঃ অ্যাল্টন একটু চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন', আমার মনে হন সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর কয়েকটা অ্যালার্জির পরীক্ষা করতে হবে, ইতিমধ্যে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। তোমাকে স্পষ্ট করেই বলি এই রকম আবার হলে তোমার হার্ট সেটা সামলাতে পারবে না।'

□ তিন □

হাত আর পাউডার তাদের কাজ ইতিমধ্যেই সমাধা করেছিল। পথ তৈরী শেষ। মুখবন্ধের প্রয়োজনও আর ছিলনা।

লরেটা ট্রেন্টের জীবন নির্ভর করছিল এমন একজন স্ত্রীলোকের উপর যাকে তিনি মাত্র একবারই দেখেছিলেন, এমন একজন স্ত্রীলোক যার কথা তিনি প্রায় ভুলেই গেছিলেন। এই সঙ্গে আবার ওই স্ত্রীলোকটি, ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারেরও লরেটা ট্রেন্টের কথা সামান্যই স্মৃতির পটে জেগেছিল। কাজের মাঝখানেই প্রায় বছর দশেক আগে সে বয়স্কা মহিলাটিকে দেখেছিলেন।

চেষ্টা করলে ভার্জিনিয়া হয়তো মনের মনিকোঠা হাতড়ে সেখানে চাপা পড়ে থাকা দুজনের সাক্ষাতের কথাটা খুঁজে পেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের টানা-পোড়েনে প্রায় বিস্মৃতিরই অতলে যা চাপা পড়ে আছে।

এই মুহূর্তে ভার্জিনিয়া অন্যান্য একদল বিমানযাত্রীর পিছনে স্টুয়ার্ডেসের পাশ দিয়েই এগিয়ে চলেছিল।

'বিদায়।'

'বিদায়, স্যার।'

'বিদায়৷ যাত্রা শুভ হোক।'

'ধন্যবাদ, বিদায়।'

যাত্রীরা জেট প্লেন ছেড়ে একটু একটু করে এয়ারপোর্টের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। সামনেই নজরে পড়ছিল রানওয়ের দিকে বিশাল আলোকিত একটা লেখা 'মালপত্র'। একটা তীরচিহ্ন দিক নির্দেশ করছিল।

ভার্জিনিয়া একটু নেমে এসক্যালেটরে পা রাখল। তার একহাতে একটা টেল কোট। বেশ ক্লান্তই ছিল সে।

উত্তর তিরিশেও শরীরকে বেশ কৃশ রেখেছে ভার্জিনিয়া, পোশাক পরিচ্ছদেও রুচির স্পর্শ ছিল। জীবন সংগ্রামের কঠিনতায় শুধু দেখা দিয়েছিল চোখের পাশে সামান্য রেখা, ঠিক তেমনই চোখে পড়ে নাকের পাশে। ও হাসলে মুখখানা অবশ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, শুধু বিশ্রামরত অবস্থায় চোখে পড়ে সামান্য ক্লান্তির চিহ্ন।

এসকালেটর থেকে মাটিতে পা রেখে ভার্জিনিয়া যেখানে ওর ব্যাগ ইত্যাদি এসে পেঁছবে সেই চাতালের সামনে দাঁড়াল।

এত তাড়াতাড়ি মালপত্র পেঁছনর কথা নয়, তবু এটা ভার্জিনিয়ার চরিত্রের সঙ্গেই যেন খাপ খেয়ে যায় যে সে একটু অস্থির ভাবেই নার্ভাস ভঙ্গীতে জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ও ভালই জানত বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

একটু পরেই চলন্ত বেল্টের উপর ব্যাগগুলো আসতে দেখা গেল। যাত্রীরাও তাদের ব্যাগ চিনে নিতে আরম্ভ করল! পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা কুলীরা ভারি ব্যাগ-গুলো হাত গাড়িতে উঠিয়েও নিচ্ছিল।

একটু একটু করে যাত্রীর সংখ্যা কমে এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকখানা ব্যাগই অবশিষ্ট রয়েছে দেখা গেল। ভার্জিনিয়ার ব্যাগের কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

ভার্জিনিয়া এবার একজন কুলীর দিকে এগিয়ে গেল। তাকে ও বলল, 'আমার ব্যাগ কেন এলনা বুঝতে পারছি না।'

'কি রকম ব্যাগ, লেডি?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'বাদামী রঙের একটা সুটকেস আর একটা লম্বা প্রসাধনীর বাক্স।'

'আপনার স্লিপটা একটু দেখি, লেডি।'

ভার্জিনিয়া ব্যাগ পরীক্ষার চিরকুটটা এগিয়ে দিল।

লোকটি বলল, 'আর একটু দাঁড়ান, বেশী মালপত্র থাকলে আরও একটা ট্রাক আসবে।'

ভার্জিনিয়া বাধ্য হয়েই অধৈর্য ভঙ্গীতে অপেক্ষা করতে লাগল।

দু'তিন মিনিট পরে আরও কিছু ব্যাগ এসে পৌঁছল বেল্টের উপর দিয়ে। মোট চারটি সুটকেশ ছিল, দুটো ভার্জিনিয়ার দুটো অন্য কারও?

'ওই যে এসে গেছে। ওই দুটো আমার—ওই সামনের বাদামী ব্যাগটা আর লম্বা রাতের ব্যাগ।'

'ঠিক আছে মাদাম, আমি নিয়ে আসছি।'

চলন্ত বেল্ট বরাবর ব্যাগগুলো এসে পৌঁছতেই পোর্টার এগিয়ে গিয়ে সেদুটো তুলে নিয়ে হাত গাড়িতে তুলে দরজার দিকে এগোতে চাইল।

পিছনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোক এবার সামনে এগিয়ে এল। 'এক মিনিট একটু দাঁড়ান', লোকটি বলল।

পোর্টার মুখ তুলে তাকাল। লোকটি তার পকেট থেকে একটা সোনার চাকতি তুলে দেখাল। 'পুলিশ', লোকটি জানাল। 'ব্যাগ নিয়ে কিছু ঝামেলা হয়েছে?'

'না ঝামেলা হয়নি স্যার', পোর্টার আশ্বস্ত করে বলল। 'এগুলো প্রথম বারে আসেনি, তাই।'

'ব্যাগ নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল', লোকটি ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে বলল, 'এটা আপনার সুটকেশ?'

'হ্যাঁ'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'নিশ্চয়ই। ওই বাদামী সুটকেশ আর লম্বা ব্যাগ আমারই। আমি আমার টিকিট পোর্টারকে দিয়েছি।'

'সুটকেশে কি আছে বলতে পারেন?'

'কেন পারব না ?'

'দয়া করে বলুন।'

'উপরেই একটা লম্বা কোট আছে, কলারটা লোমের। একটা ডোরাকাটা সার্ট আর— ।'

'এতেই হবে। দয়া করে একবার সুটকেশটা খুলবেন একটু মিলিয়ে নেব ?'

ভার্জিনিয়া সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'বেশ, ঠিক আছে।'

'তালা লাগানো আছে ?'

'না, এমনিই বন্ধ রাখা আছে।'

লোকটি বোতাম টিপল।

ভার্জিনিয়া ডালা তুলেই কেমন কুঁচকে গেল ভিতরে যা ছিল তাই দেখে।

ওর কোটটা যথারীতিই ছিল ভাঁজ করা অবস্থায় ঠিক যেমন ও রেখেছিল, কিন্তু কোটের উপরেই রাখা ছিল কয়েকটা প্লাষ্টিকের পাত্র আর তার মধ্যে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা নানা আকারের ছোট্ট প্যাকেট।

'এগুলোর কথা তো বলেন নি', লোকটি বলল। 'ওগুলো কি ?'

'আমি…আমি জানি না। জীবনে এগুলো কখনও দেখিনি।'

যেন কোন সংকেত পেয়েই একজন লোক একটা প্রেস ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশ নিয়ে হাজির হলো।

ভার্জিনিয়া নিজেকে একটু সামলে নেয়ার আগেই ফ্ল্যাশের আলো ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। লোকটা পরক্ষণেই ফ্ল্যাশ টিপে খোলা সুটকেশের ছবি তুলে নিল।

পোর্টার দ্রুত পাশে সরে দাঁড়াল।

অফিসার এবার বললেন, 'মাদাম, আপনাকে একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

'কি বলতে চাইছেন ?'

'বলছি', অফিসার বললেন। 'আপনার নাম ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার ?'

'হ্যাঁ, কেন ?'

'আপনার সম্পর্কে আমরা আগেই খবর পাই', অফিসার বললেন। 'আমাদের জানানো হয় আপনি মাদকের চোরাচালান করেন।'

ভার্জিনিয়া অফিসারকে বলল, 'অবশ্যই আপনার সঙ্গে আসব যদি গোলমেলে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে দেন। আমার কণামাত্র ধারণাই নেই এসব আমার সুটকেশে কি করে এলো।'

'বটে', অফিসার গম্ভীর স্বরে বললেন। 'আপনাকে হেডকোয়ার্টারে আসতে হবে। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব ওগুলো কি।'

'যদি দেখা যায়—ওগুলো মাদক ?'

'তাহলে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

'কিন্তু—কিন্তু এতো নিছক পাগলামি।'

'ব্যাগগুলো নিয়ে এস', অফিসার সুটকেশ বন্ধ করে পোর্টারকে বললেন।

তিনি এবার রাতের ব্যাগটা খুললেন। তার চোখে পড়ল কয়েক শিশি ক্রীম, নেল পালিশ, কিছু অন্তর্বাস আর লোশান।

'এটা ঠিক আছে', তিনি বললেন, 'তবে বোতলের সবকিছু পরীক্ষা করতে হবে।'

ভার্জিনিয়াকে নিয়ে অফিসার একটা কালো সিডানে চড়লেন, সুটকেশ দুটোও পাশে রাখলেন। ভার্জিনিয়া পিছনে উঠে বসতে গাড়ি চলতে শুরু করল।

'আপনি হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

ভার্জিনিয়া লক্ষ্য করল গাড়িতে একটা পুলিশ রেডিও রয়েছে। অফিসার মাইক্রোফোন তুলে বলতে শুরু করলেন, 'স্পেশাল অফিসার জ্যাক অ্যান্ড্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে রওয়ানা হচ্ছি. সঙ্গে একজন সন্দেহভাজন মহিলা আর সন্দেহজনক পদার্থ সহ একটা সুটকেশ আছে। এখন সময় বেলা দশটা সতেরো।'

অফিসার নিপুন হাতে গাড়ি চালিয়ে হেডকোয়ার্টারে পেঁছে ভার্জিনিয়াকে একজন মহিলা পুলিশের জিম্মায় দিলেন। ভার্জিনিয়াকে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। এরপর তাকে মহিলা পুলিশটি কোথাও নিয়ে চলল।

একটা ডেস্কের সামনে এসে মহিলা পুলিশটি বলল, 'আপনার ডান হাত বাড়ান।' সে ভার্জিনিয়ার ডান হাত চেপে ধরতেই ও বুঝল কি ঘটছে। সে ভার্জিনিয়ার বুড়ো আঙুল ধরে একটা প্যাডে চেপে কাগজে ছাপ তুলে নিল।

'অন্য আঙুল বাড়ান', পুলিশটি বলল।

'আপনি আমার আঙুলের ছাপ নিতে পারেন না', ভার্জিনিয়া হাত সরিয়ে নিতে গেল। 'কেন, আমি—।'

ওর হাতের উপর চাপ জোরে চেপে বসল। 'বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। নিন, মাঝের আঙুলটা বাড়ান।'

'আমি আপত্তি জানাচ্ছি। হা ভগবান, কি করেছি আমি?' ভার্জিনিয়া বলে উঠল। 'এ সমস্ত কি ঘটছে।'

'আপনি ইচ্ছে হলে ফোন করতে পারেন', স্ত্রীলোকটি বলল। কোন অ্যাটর্ণিকেও ডাকতে পারেন ইচ্ছে হলে।'

কথাগুলো ভার্জিনিয়ার মনে আলোড়ণ তুলল।

'টেলিফোন ডাইরেক্টরি আছে?' ও প্রশ্ন করল। 'আমি পেরি ম্যাসনের অফিস চাই।'

কয়েক মিনিট পরে ম্যাসনের সেক্রেটারি ডেলা স্ট্রিটের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি পেরি ম্যাসনের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'কি ব্যাপার আগে আমাকে বলুন', ডেলা স্ট্রিট বলল। 'হয়তো আমি সাহায্য করতে পারব।'

'আমি ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার', ও বলল। 'আমি অ্যাটর্নি ডিলানো ব্যানকের কাছে কাজ করতাম। তিনি কয়েক বছর আগে মারা যাওয়া পর্যন্ত আমি ছিলাম। আমি মিঃ ম্যাসনকে কয়েকবার দেখেছি। তিনি মিঃ ব্যানকের অফিসে আসতেন। উনি হয়তো আমাকে মনে রেখেছেন। আমি সেক্রেটারি আর রিসেপশনিষ্ট ছিলাম।'

'বুঝেছি', ডেলা বলল। 'আপনার সমস্যা কি, মিস ব্যাক্সটার?'

'আমার কাছে মাদক থাকার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে', ভার্জিনিয়া জানাল। 'অথচ আমার কণামাত্রও ধারণা নেই এটা আমার কাছে কিভাবে এসেছে। আমি এখনই মিঃ ম্যাসনকে চাই।'

'এক মিনিট ধরুণ', ডেলা বলল।

একটু পরে ম্যাসনের ভারি গলা ফোনে শোনা গেল, 'আপনি কোথায়, মিস ব্যাক্সটার?'

'আমি হেডকোয়ার্টারে।'

'ওদের বলুন আপনাকে ওখানেই রাখতে', ম্যাসন বললেন। 'আমি রওয়না হচ্ছি।'

'ওহ ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি···আমি বুঝতে পারছি না এটা কেমন করে ঘটল আর— ।'

'টেলিফোনে এসব বলতে হবেনা', ম্যাসন বললেন। 'কাউকে কিছুই বলবেন না। শুধু জানাবেন আমি আসছি। জামিন দিতে পারবেন?'

'আমি···মানে খুব বেশি যদি না হয়। আমার সামান্য সম্পত্তি আছে— ।'

'আমি আসছি', ম্যাসন বললেন। 'আমি দাবী জানাব কাছাকাছি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যেন আপনাকে হাজির করানো হয়। চুপচাপ বসে থাকুন।'

□ চার □

পেরি ম্যাসন ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের আতঙ্কের পরিবেশ চূর্ণ করে তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন।

'ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ হাজার ডলার জামিনে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছেন', ম্যাসন বললেন। 'টাকাটা দিতে পারবেন?'

'চেকে সব টাকা তুলে বাড়ির বদলেও টাকা ধার নিতে হবে।'

'জেলে ঢোকার চেয়ে সেটা ভাল', ম্যাসন বললেন। 'এবার বলুন ঠিক কি ঘটেছিল।'

ভার্জিনিয়া তাকে সকালের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'আপনি প্লেনে ছিলেন, কোথা থেকে আসছিলেন?'

'সানফ্রান্সিসকো থেকে।'

'সেখানে কি করছিলেন?'

'আমার দিদিমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ইদানীং বেশ কয়েকবার তাকে দেখতে গেছি। বয়স হয়েছে তার তাই শরীরটাও ভাল নেই। একা থাকেন তাই আমি গেলে খুশি হন।'

'কি করেন আপনি? কোন কাজ কর্ম?'

'পাকাপাকি করিনা। মিঃ ব্যানর মারা যাওয়ার পর চাকরি করিনি। টুকটাক কাজ করেছি।'

'তবে ধরে নিচ্ছে আপনার নির্দিষ্ট কোন আয় আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', ভার্জিনিয়া বলল। 'মিঃ ব্যানকের কোন আত্মীয় ছিলনা, শুধু এক ভাই ছাড়া। তিনি তার উইলে আমার কথা মনে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে হলিউডে কিছু সম্পত্তি দিয়ে যান, যেটা থেকে আমার কিছু আয় হয় আর—।'

'ব্যানকের কাছে কতদিন কাজ করছেন আপনি?'

'পনেরো বছর', ভার্জিনিয়া বলল। 'আমার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন কাজ করতে শুরু করি।'

'আপনার বিয়ে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, একবার, তবে বিয়ে টেকেনি।'

'বিবাহ বিচ্ছেদ হয়?'

'না। আমরা আলাদা থাকি বেশ কিছুদিন যাবৎ।'

'স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব আছে?'

'না।'

'তার নাম কি?'

'কল্টন ব্যাক্সটার।'

'আপনি নামের আগে মিস ব্যবহার করেন?'

'হ্যাঁ। এতে সেক্রেটারির কাজে সুবিধা হয়।'

'আপনি দিদিমাকে দেখতে যান। প্লেনে করে এসেছেন। মালপত্রের ব্যাপার কি রকম? ব্যাগ পরীক্ষার মধ্যে আশ্চর্য কিছু ছিল?'

'না, একটু দাঁড়ান, আমাকে বেশী ওজনের জন্য টাকা দিতে হয়।'

ম্যাসনের চোখে আগ্রহ জেগে উঠল। 'বেশি টাকা দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'রসিদ আছে?'

'টিকিটে লাগানো আছে। আমার পার্সে আছে। ওরা ধরার সময় নিয়ে গেছে।'

'সেটা নিয়ে নেব', ম্যাসন বললেন। 'এখন বলুন, আপনি কি একা এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পাশে যে বসেছিল তার কথা মনে আছে ?'

'বত্রিশ কি তেত্রিশ বছরের একজন, বেশ ভাল পোশাক কিন্তু—হ্যাঁ, মনে পড়ছে লোকটাকে কেমন অদ্ভুত লাগছিল। বেশ চাপা প্রকৃতির, অন্য যাত্রীদের মত নয়।'

'তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তার ফটো দেখে চিনবেন ?'

'মনে হচ্ছে স্পষ্ট ছবি হলে চিনব।'

'আপনার শুধু একটাই সুটকেশ ছিল ?'

'না, আর একটা লম্বা প্রসাধনের ব্যাগও ছিল।'

'সেটার কি হলো ?'

'ওরা নিয়ে নেয়। ব্যাগ দুটো আসার পর একজন লোক এসে দেখতে চায়। আমার ধারণা দেরির কথাটা সে বলেছিল।'

'আপনি তাকে কি বলেন ?'

'আমি সুটকেশে কি ছিল বলি আর তিনি ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন তাও জানাই।'

'কথাবার্তার আর কিছু আপনার মনে আছে ?'

'হ্যাঁ। উনি সুটকেশটা আমার কিনা জানতে চান আর বলেন ভিতরে কি আছে। আমি বলি সুটকেশটা আমার আর ভিতরে কি আছে বলি।'

ম্যাসন ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'আপনার মালপত্রের ওজন চল্লিশ পাউণ্ডের বেশি হয় ?'

'হ্যাঁ। আমি ছ'পাউণ্ডের জন্য বেশি দাম দিই। দুটো ব্যাগের ওজন ছেচল্লিশ পাউণ্ড হয়।'

'বুঝলাম', ম্যাসন চিন্তিত ভাবে বললেন। 'আত্মবিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করুন। যে করেই হোক ব্যাপারটা দেখব।'

'আমি বুঝতেই পারছি না', ভার্জিনিয়া বলল, 'জিনিসটা কিভাবে আমার সুটকেশে এল। ওগুলো প্লেন থেকে দেরিতে পেঁছিলেও ভাবতে পারছি না এর মাঝখানে কেউ কিভাবে ওগুলো ঢুকিয়ে রেখেছিল।'

'সুটকেশে ঢোকানোর ঢের জায়গা ছিল', ম্যাসন বললেন। সুটকেশ পরীক্ষার পর প্লেনে তোলার ফাঁকে যে কেউই সুটকেশটা খুলতে পারে। আমরা জানিনা প্লেনের ব্যাগ রাখার জায়গায় ওদুটো কোথায় রাখা ছিল। সেখানে কেউ খুলেছিল কিনা তাও আমরা জানিনা। এর পরে দেরি হওয়ার মুহূর্তে'ও হতে পারে। ব্যাগ দুটো হয়তো মাটিতেই রাখা ছিল। যাত্রীরা যে দিক দিয়ে নামে মালপত্র তার উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নামানো হয়। যেকোন কেউই তখন ওই মাদক সুটকেশে ঢুকিয়ে রাখতে পারে।

'কিন্তু কেন ?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল।

'প্রশ্ন সেটাই', ম্যাসন বললেন। 'কেউ হয়তো মাদক চালান করে। সে হয়তো জানতে পেরেছিল ব্যাপারটা সম্পর্কে কেউ টিপস দিয়েছে পুলিশকে, সে তাই মাদক আপনার ব্যাগে ঢুকিয়ে পুলিশকে খবর দেয় ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার নামে কোন যাত্রীর সুটকেশে সেটা আছে। সে নিশ্চয়ই আপনার বর্ণনা ভালভাবেই দিয়েছিল আর ওই অফিসার আপনাকে দেখেই চিনতে পারে।'

একটু ভাবতে চাইলেন এবার ম্যাসন।

তিনি এবার বললেন, 'সুটকেশে আপনার নাম কিভাবে লেখা ছিল ?'

'একটা চামড়ার ট্র্যাগে আমার নাম আর ঠিকানা, ৪২২, ইউরেকা আর্মস অ্যাপার্টমেণ্ট লেখা ছিল।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'আপনাকে জামিনে খালাস করে আনব। যত দ্রুত সম্ভব প্রাথমিক শুনানীর ব্যবস্থা করে পুলিশকে তাদের হাত দেখাতেও বাধ্য করব।' আমি বুঝতে পারছি কোথাও একটা ভুল হয়েছে তাই আপনাকে অল্প চেষ্টাতেই মুক্ত করতে পারব মনে করছি।

'একট কথা বলতে পারেন', একটু আশঙ্কা নিয়ে বলল ভার্জিনিয়া, 'ওখানে একজন ফটোগ্রাফার ছিল। খবরের কাগজে কিছু ছাপা হবে ?'

'ফটোগ্রাফার ? ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

সায় দিল ভার্জিনিয়া।

ম্যাসন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়ে ঢের বেশি রহস্যজনক। এটা সাধারণ ভুল নয়। হ্যাঁ, এটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।'

'আমার নাম ঠিকানা সব ?'

'নাম' ঠিকানা আর ছবি', ম্যাসন বললেন। 'খবরের কাগজে এই রকম হেড-লাইনের জন্য তৈরী থাকুন, 'প্রাক্তন আইনি-সেক্রেটারি মাদক বহনের জন্য অভিযুক্ত।'

'কিন্তু খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার ওখানে গেল কি করে ?'

'প্রশ্ন সেটাই', ম্যাসন বললেন। 'কোন কোন অফিসার প্রচার ভালবাসেন। প্রচারের বদলে তারা তাদের পরিচিত সংবাদপত্রে রিপোর্টারকে মাঝে মাঝে টপস দিয়ে জানিয়েও দেন যে তারা এমন কোন তরুণীকে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছেন যে ফটো সচেতন। সেই খবরের কাগজ গল্পটা প্রকাশ করে আর অফিসারের নাম বেশ প্রচারের মধ্য দিয়ে ছাপা হয়। অতএই তৈরী থাকুন আপনার সুটকেশে কয়েক হাজার ডলারের মাদক পাচারের কাহিনী ছাপা হতে চলেছে।'

হতাশা নেমে এল ভার্জিনিয়ার মুখে।

'আর আমি ছাড়া পাওয়ার পর কি হবে ?' ও প্রশ্ন করল।

'সম্ভবত কিছুই না', ম্যাসন বললেন। 'হয়তো সংবাদপত্রের এককোণে খবরটা

বেরোবে।'

'আমি ছাড়া পাব?'

'আমি অ্যাটর্নি',' ম্যাসন বললেন, 'জ্যোতিষি নই। যথাসাধ্য চেষ্টা করব এটুকুই জেনে রাখুন।'

□ পাঁচ □

ম্যাসন ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে আদালত কক্ষের রেলিংয়ের ধারে নিয়ে এসে বললেন, 'নার্ভাস হবেন না, মনে জোর রাখুন।'

ও বলল, 'যার ঠাণ্ডা লেগেছে তাকে কাঁপতে বারণ করার মত শোনাচ্ছে কথাটা।'

ম্যাসন বললেন, 'এটা প্রাথমিক শুনানী। এক্ষেত্রে বিচারক অভিযুক্তকে দোষী মনে করলে উচ্চ আদালতে পাঠান তাই জামিনের অর্থ বেশি ধার্য করে থাকেন। এটা মনে রাখবেন।'

'আমাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন না?'

'সাধারণত বিচারকেরা প্রসিকিউটর চাইলে অভিযুক্তকে উচ্চ আদালতে পাঠান। তবে আমার সামান্য আশা আছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করাতে পারব। আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে আমি দেখাতে চাই কি রকম নিরীহ মানুষ আপনি।'

'ওই ভয়ংকর খবরটা আর ছবি যদি ছাপা হয়—', ভার্জিনিয়া কেঁপে উঠল।

'সংবাদপত্রের দিক থেকে ফটোটা দারুণ', ম্যাসন বললেন। 'ছবিতে আপনার মুখে দারুণ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, তাই মনে হয় এই ছবি আপনার পক্ষে ভালও হতে পারে।'

'কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবীরা আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইবে আর—', ভার্জিনিয়া ওর কথা শেষ করার আগেই বিচারকের ঘরের দরজা উন্মুক্ত হলো।

'উঠে দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন।

জজ কোর্টল্যাণ্ড অ্যালবার্ট ঘরে প্রবেশ করতে সকলে উঠে দাঁড়াল।

তিনি বসার পর বললেন, 'এই মামলা জনগন বনাম ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের প্রাথমিক শুনানী। শুরু করার জন্য আপনারা প্রস্তুত?'

'প্রতিবাদী পক্ষ প্রস্তুত', ম্যাসন বললেন।

ট্রায়াল ডেপুটি জেরি ক্যাসওয়েলই সাধারণত প্রাথমিক শুনানীতে সরকার পক্ষে সওয়াল করে থাকেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'প্রসিকিউসন সব সময়েই প্রস্তুত।'

জজ অ্যালবার্ট বললেন, 'আপনার প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করুন।'

ক্যাসওয়েলের আহ্বানে বিমান বন্দরের পোর্টার এসে দাঁড়াল।
'প্রতিবাদীকে তুমি চেনো?'
'হ্যাঁ স্যার। ওকে আগে দেখেছি। এ মাসের সতেরো তারিখে
'উনি সেদিন কোন স্যুটকেশ দেখিয়েছিলেন?'
'হ্যাঁ স্যার, দেখিয়েছিলেন।'
'স্যুটকেশটা দেখলে চিনতে পারবে?'
'মনে হয় পারব, স্যার।
ক্যাসওয়েল স্যুটকেশটা দেখালে পোর্টার জানাল ওটাই সেই স্যুটকেশ।
'স্যুটকেশটা খোলার সময় তুমি হাজির ছিলে?'
'হ্যাঁ, স্যার।'
'পোশাক ছাড়া আর কি ওতে ছিল?'
'প্লাষ্টিকের কয়েকটা প্যাকেট।'
'কতগুলো? জানা আছে তোমার?'
'আমি গুণে দেখিনি। অনেকগুলো।'
'ঠিক আছে', ক্যাসওয়েল বললেন। 'জেরা করুন।'
'প্রতিবাদী নিজের স্যুটকেশ চিনেছিলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।
'হ্যাঁ স্যার।'
'তোমাকে তিনি কোন রসিদ দেন?'
'হ্যাঁ স্যার। দুটো। একটা রাতের ব্যাগের জন্য। সেটাও খোলা হয়।'
'পুলিশ অফিসার বলে যিনি পরিচয় দেন তার সঙ্গে প্রতিবাদীর কোন কথা হয়?'
'হ্যাঁ স্যার। পুলিশ অফিসার জ্যাক অ্যান্ড্রুজ পরিচয় পত্র দেখিয়েছিলেন আর স্যুটকেশটা খোলার অনুরোধ করেন।'
'শুধু এইটুকু?'
'মোটামুটি এটাই মূলবক্তব্য।'
'আমি মূলবক্তব্য জানতে চাইনি', ম্যাসন বললেন। 'উনি কি প্রতিবাদীকে স্যুটকেশটা তার কিনা প্রশ্ন করেছিলেন?'
'হ্যাঁ স্যার।'
'রাতের ব্যাগের জন্যও তাই?'
'হ্যাঁ স্যার।
'এবার একটা প্রশ্ন। খবরের কাগজে প্রতিবাদী আর তার স্যুটকেসের যে ছবি ছাপা হয়েছে সেদিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'
'আমি আপত্তি জানাচ্ছি', ক্যাসওয়েল বলে উঠলেন, 'এটা উপযুক্ত জেরা নয়। এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়।'
'এটি প্রাথমিক শুনানী মাত্র', ম্যাসন বললেন।

'আপত্তি অগ্রাহ্য হলো', জজ অ্যালবার্ট বললেন, 'আমি উত্তর শুনতে চাই।'

'ছবি যখন তোলা হয় তুমি উপস্থিত ছিলে ?'

হ্যাঁ স্যার।'

'ফটোগ্রাফারকে দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তিনি কোথা থেকে আসেন ?'

'একটা থামের পিছনে ছিলেন।

'সুটকেশ খোলা হলে তিনি ক্যামেরা নিয়ে আসেন '

'হ্যাঁ, তিনি থামের আড়াল থেকে এসেই দুমদুম করে ছবি তুললেন।'

'আর তারপর ?'

'তারপর তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন।'

'আদালতের অনুমতি হলে বলতে চাই', ক্যাসওয়েল বললেন, 'ফটোগ্রাফার সম্পর্কে সমস্ত সাক্ষ্য বাতিল গন্য করা হোক কারণ, এটা শুধু অযৌক্তিক নয় এতে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।'

'এতে অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে', ম্যাসন বললেন। 'কারণ এতে প্রমাণ হচ্ছে ঘটনাটি সাধারণ অনুসন্ধানের ব্যাপার ছিলনা। এতে এও প্রমাণ হয় যে অফিসার আগে অনুমান করেছিলেন তিনি কি পেতে চলেছেন। তিনি আগেই পরিচিত কোন সংবাদপত্র রিপোর্টারকে টিপে দিয়েছিলেন যাতে সে অফিসারের পক্ষে ভালমত প্রচারের ব্যবস্থা করে।'

জজ অ্যালবার্টের মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

'ইওর অনার, আমি এই বক্তব্যের বিরোধিতা করছি, এ অন্যায়', ক্যাসওয়েল বললেন।

'এ শুধু যুক্তির কথা', ম্যাসন বললেন।

'কিসের জন্য যুক্তি ?' ক্যাসওয়েল প্রশ্ন করলেন।

'সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা', ম্যাসন বললেন। 'এটাই প্রমাণের জন্য যে অফিসার আগেই সমস্ত জানতেন। প্রতিবাদীপক্ষ এক্ষেত্রে দেখাতে চায় এই টিপস কে তাকে দিয়েছিল।'

ক্যাসওয়েলের মুখে সামান্য হতাশার ছায়া জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল।

জজ অ্যালবার্ট হেসে বললেন, 'কাউন্সেল প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। আপত্তি অগ্রাহ্য হল। আপনার আর প্রশ্ন আছে, মিঃ ম্যাসন ?'

'না, ইওর অনার।'

'আপনার দ্বিতীয় সাক্ষীকে ডাকুন, মিঃ ক্যাসওয়েল।

'আমি ডিটেকটিভ জ্যাক অ্যান্ড্রুজকে ডাকছি।'

সাক্ষী যথারীতি শপথ নিয়ে দাঁড়ালেন।

'আপনার নাম?'

'জ্যাকসন অ্যান্ড্রুজ। জ্যাক নামেই আমি পরিচিত।'

'পিপলস এক্সিবিট 'এ' হিসেবে রাখা সুটকেশটা আপনি কখন প্রথম দেখেন?'

'প্রতিবাদী প্রথম যখন সুটকেশটা পোর্টারকে দেখায়।'

'আপনি তখন কি করেন?'

'আমি প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করি ওটা তার কি না। আর ওটা খুলতে তার আপত্তি ছিল কিনা।'

'তারপর?'

'তারপর আমি সুটকেশটা খুলি।'

'সেখানে কি দেখেন?'

'আমি পঞ্চাশ প্যাকেট— ।'

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। 'সাক্ষী বলেছে সে পঞ্চাশটি প্যাকেট পেয়েছিল। এটা প্রমাণিত, কিন্তু তাতে কি ছিল সেটা অন্য প্রশ্ন।'

'বেশ', ক্যাসওয়েল বললেন। 'কাউন্সেল যদি বিষয়টা জটিল পথে চান তাহলে আমিও তাই করব। প্যাকেটগুলো আপনি নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো কি ছিল পরীক্ষা করেন?'

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন। 'আমি এই প্রশ্নে আপত্তি জানাচ্ছি এটা অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক অসঙ্গত বলে যেহেতু পদার্থগুলো অন্যায়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে আমি আদালতের অনুমতি হলে সাক্ষীকে জেরা করতে চাই।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন', জজ অ্যালবার্ট বললেন।

'আপনার সার্চ ওয়ারেন্ট ছিল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না, স্যার। সার্চ ওয়ারেন্ট আনার সময় ছিলনা।'

'আপনি শুধুই হাজির হন?'

'শুধুই হাজির হই। আমি প্রতিবাদীর কাছে জানতে চাই আপনার সুটকেশ দেখাতে আপত্তি আছে কিনা। তিনি বলেন আমি দেখতে পারি।'

'এক মিনিট', ম্যাসন বললেন। 'আপনি কথাবার্তার সারাংশ জানাচ্ছেন, ঠিক কি কথা হয় বলুন।'

'এগুলোই আমার সঠিক কথা ছিল।

'কিন্তু দেখতে চাইলেও আপনি সুটকেশ সার্চ করবেন একথা বলেন নি? তাই হা?'

'না 'সার্চ' করবো কথাটা বলিনি।'

'অর্থাৎ সার্চ' কথাটা ব্যবহৃত হয়নি ?'

'আর একটা কথা, আপনি টার্মিনালের কাছে অপেক্ষা করছিলেন কোন টিপস পেয়ে ?'

'মানে···হ্যাঁ।'

'কে আপনাকে টিপস দেয় ?'

'আমার মনে হয় আমাদের খবরের সূত্র আমি দিতে পারি না।'

'আমার ধারণা আদালতের রুলিং অনুযায়ী', ম্যাসন বললেন, 'এই সাক্ষীকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে সুটকেশ পরীক্ষা করার জন্য তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল এবং একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সূত্র পেয়ে থাকলে তা সার্চ করার উপযুক্ত কারণ হতে পারে না! অতএব প্রতিবাদীর জানার অধিকার আছে তার সুটকেশ সার্চ করার যুক্তি কি।'

জজ অ্যালবার্ট ভ্রু কুঁচকে সাক্ষীর দিকে তাকালেন। 'আপনি কি কার কাছ থেকে টিপস পান জানাতে আপত্তি করছেন ?'

'এই টিপস আমার কাছে আসেনি', অ্যান্ড্রুজ বললেন। 'এটা আসে আমার উপরওয়ালার কাছে। তিনি আমাকে এয়ারপোর্ট গিয়ে ওই যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে বলেন আর জানান তার সুটকেশ পরীক্ষা করতে। যদি সেক্ষেত্রে আপত্তি থাকে তাহলে তাকে আটকে রেখে ওয়ারেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে।'

জজ অ্যালবার্ট বললেন, 'এ এক বিচিত্র অবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিবাদী তার সুটকেশ সার্চ করতে অনুমতি দেননি তবে তার সুটকেশ দেখতে দেন। পরিস্থিতি তাই খুবই অদ্ভুত।'

'আদালত অনুমতি দিলে ব্যাপারটা আমি অন্যভাবে দেখাতে পারি', ম্যাসন উত্তরে বললেন। 'আমি প্রতিবাদীর মনোভাব পরিষ্কার করে দিতে চাই।'

ম্যাসন এবার সাক্ষীর দিকে তাকালেন।

'আপনি সুটকেশ থেকে পঞ্চাশটা প্যাকেট নিয়েছিলেন ?'

'হাঁ, স্যার। সেগুলো আদালতে আনা হয়েছে।'

'ওগুলো ওজন করেছিলেন ?'

'ওজন ? না, স্যার। আমরা শুধু গুণে দেখেছি।'

'দ্বিতীয় ব্যাগটাও খুলেছিলেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'প্রতিবাদীর অনুমতি নিয়েছিলেন খোলার জন্য ?'

'করি বলে মনে হয়না।'

'নিজের ইচ্ছেমতই খোলেন ?'

'প্রথম ব্যাগে ওই প্যাকেট ভর্তি—।'

ম্যাসন হাত তুলে বললেন, 'কি ভর্তি ছিল জানাতে হবে না। আপনি যখন

প্যাকেটগুলোর ওজন কত জানেন না, ওগুলো ছাড়া সুটকেশের ওজন কত জানেন ?'

'না, জানিনা।'

'আপনি কি জানেন প্রতিবাদী বাড়তি ওজনের দাম দিয়েছিলেন ?'

'না।'

'আমার প্রস্তাব আদালতে এগুলো ওজন করার অনুমতি দেয়া হোক', ম্যাসন বললেন।

'এর উদ্দেশ্য কি ?' জজ অ্যালবার্ট জানতে চাইলেন।

'দাঁড়িপাল্লায় যদি দেখা যায় এই প্যাকেটগুলো ছাড়াই ব্যাগের ওজন ছেচল্লিশ পাউণ্ড হচ্ছে তাহলে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে ওগুলো ওজন করার পরেই কেউ প্যাকেটগুলো সুটকেশে পুরে রাখে যখন সুটকেশ দুটো প্রতিবাদীর কাছে আর থাকেনি', ম্যাসন ব্যাখ্যা করে বললেন।

'আমার মনে হয় এটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা', জজ অ্যালবার্ট বললেন। 'আমি আদালত দশ মিনিট মুলতুবী রাখছি। বেলিফ ইতিমধ্যে একটা দাঁড়িপাল্লা আনার ব্যবস্থা করবেন, আমরা সুটকেশ দুটো ওজন করতে চাই।'

'এতে কোন কিছু প্রমাণ হয়না', ক্যাসওয়েল আপত্তি জানালেন। 'আমরা কেবল প্রতিবাদীর কথাতেই জেনেছি ওদুটোর ওজন ছেচল্লিশ পাউণ্ড। তিনি জামিনে খালাস ছিলেন। আমরা জানিনা সুটকেশ থেকে কি বের করে নেয়া হয়।

'ওগুলো কি পুলিশের জিম্মায় ছিলনা ?' জজ অ্যালবার্ট প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, তবে ওর জামা কাপড় বের করতে বাধা দেয়া হয়নি।'

'উনি কি সুটকেশের কাছে কিছু নিতে গিয়েছিলেন ?'

'আমার জানা নেই, ইওর অনার।'

'আপনি যখন জানেন না উনি সুটকেশ থেকে কিছু নিয়েছিলেন কিনা তখন একথাও জানেন না কেউ ওতে কিছু ভরে রাখে কিনা', জজ অ্যালবার্ট তীব্রস্বরে বললেন। 'আদালত দশ মিনিট মুলতুবী থাকবে ইতিমধ্যে একটা দাঁড়িপাল্লা আনার ব্যবস্থা হবে।'

ম্যাসন দ্রুত একটা টেলিফোন বুথে হেডকোয়ার্টারের প্রেসরুমে ফোন করে বললেন, দশ মিনিটের মধ্যে আদালতে খুব আকর্ষণীয় কিছু ঘটতে চলেছে। বিচারক অ্যালবার্ট সাক্ষ্য ওজন করতে চলেছেন।'

'তিনি কি সব সময় সেটাই করেন না ?' একজন রিপোর্টার অশ্লীল মন্তব্যের সঙ্গে বলল।

'এভাবে নয়' ম্যাসন বললেন। এবার তিনি ওজন করতে চলেছেন একটা দাঁড়িপাল্লায়।'

'কি ?'

'ঠিক তাই। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি দাড়িপাল্লায় কাজটা করবেন। আপনারা

এলে ভাল হয়। মজার ভাল জিনিস পাবেন।'

'কোন ডিপার্টমেন্টে।'

ম্যাসন জানিয়ে দিলেন।

'আমরা হাজির হচ্ছি', লোকটি জানাল। পারলে একটু ঠেকিয়ে রাখুন।'

'তা পারব না', ম্যাসন বললেন। 'দাঁড়িপাল্লা এনো হচ্ছে তিনি কাজটা করতে চলেছেন।'

□ ছয় □

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাসন বললেন, 'আপনি সত্যি কথা বলেছেন এটা ধরে নিয়েই আমি প্রায় জুয়া খেলতে নেমেছি। যদি মিথ্যা বলে থাকেন তাহলে প্রচণ্ড আঘাত পাবেন।'

'আমি মিথ্যা বলছি না, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন বললেন, 'সাধারনভাবে মাদক পাচার সংক্রান্ত কাহিনী কাগজে বড় করে ছাপা হয় আর প্রাথমিক শুনানীতে অভিযুক্ত ছাড়া পেলে বড় জোর তিন লাইনেই খবরটা ছাপা হবে। আমি যা চেষ্টা করছি তা হলো ঘটনাটাকে খুব নাটকীয় করে তুলতে যাতে খবরের মত খবর বলে মনে হয়। আমি চাইছি এমন কিছু ছাপা হোক যাতে লোকে মনে রাখে আপনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে থাকেন তাহলে এই পরীক্ষায় আপনি ফাঁদে পড়বেন।'

'মিঃ ম্যাসন, আমি সম্পূর্ণ সত্যি বলছি। কেন আমি মাদক চালানের মত কাজ করব?''

হাসলেন ম্যাসন। 'আমি নিজেকে কখনও এসব প্রশ্ন করিনা! আমি শুধু বলি, 'মেয়েটি আমার মক্কেল অতএব সে সত্য বলছে। অন্তত এই ধারণা নিয়েই আমি কাজ করি।'

ইতিমধ্যে বেলিফ আর দুজন সহকারী জেল থেকে কয়েদীদের ওজন দেখার একটা বড় দাঁড়িপাল্লা ঠেলে আদালত কক্ষে নিয়ে আসছিল।

বেলিফ জজ অ্যালবার্টকে খবর দেবার অবসরে আদালত কক্ষের দরজা ঠেলে প্রবেশ করল প্রায় ছ'জন রিপোর্টার আর আলোকচিত্রী।

একজন রিপোর্টার ম্যাসনের কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'আপনি আর আপনার মক্কেল একবার দাঁড়িপাল্লার পাশে দাঁড়াবেন?'

'আমি দাঁড়াব না', ম্যাসন বললেন, 'তবে আমার মক্কেল দাঁড়াবে, তবে আপনাদের মামলার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—হয়তো জজ অ্যালবার্টও দাঁড়াতে পারেন দেখবেন।'

'আপনি দাঁড়াবেন না কেন ?' রিপোর্টার প্রশ্ন করল।

'এটা নীতির কথা', ম্যাসন বললেন।

রিপোর্টারের মুখ লাল হয়ে উঠল। এসব আপনাদের বার অ্যাসোসিয়েশনের যাচ্ছেতাই সব নিয়ম। কবে যে আপনারা বুঝবেন জনসাধারণকে আপনাদের সঙ্গে রাখাই হলো আসল নীতির বিষয় ?'

হাসলেন ম্যাসন। 'শান্ত হও, বন্ধু। আসলে আমি এভাবে বিজ্ঞাপিত হতে চাইনা। এসব ঘটনার কথা নাহলে আপনাদের জানাতাম না এটা তো বোঝেন ?'

রিপোর্টারের রাগ কমল এ কথায়। সে বলল, 'হুঁ আপনিই ঠিক বলেছেন। জজ সত্যিই সাক্ষ্য ওজনে চড়াচ্ছেন নাকি ?'

'বাস্তব সাক্ষ্য ওজনে ওঠাবেন', ম্যাসন বললেন।

'উঃ দারুণ খবর হবে মনে হচ্ছে।'

ঠিক তখনই দরজা খুলে প্রবেশ করলেন জজ অ্যালবার্ট। তিনি একটু মৃদু চমকিত হয়ে লক্ষ্য করলেন প্রায় শূন্য আদালত রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারে প্রায় পূর্ণ।

'জনগণ বনাম ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার', তিনি বললেন, 'আপনারা প্রস্তুত ?'

'প্রস্তুত, ইওর অনার', ক্যাসওয়েল বললেন।

'প্রস্তুত, ইওর অনার', ম্যাসন বললেন।

'দাঁড়িপাল্লা এনেছেন, 'মিঃ বেলিফ ?'

'হ্যাঁ, ইওর অনার।'

'বেশ', জজ অ্যালবার্ট বললেন। 'এবার ব্যাগ দুটো পাল্লাতে তুলুন।'

করণিক দুটো ব্যাগ দাঁড়িপাল্লায় তুলে সতর্কভাবে কাঁটা যথাযথ জায়গায় রাখল।

'ঠিক ছেচল্লিশ পাউন্ড আর সোয়া পাউন্ড, ইওর অনার', সে জানাল।

জজ অ্যালবার্ট ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'একথা ঘোষণার প্রয়োজন নেই। প্রতিবাদীর কাছে তার প্লেনের টিকিট আর রসিদ আছে ?'

'আছে, ইওর অনার', ম্যাসন টিকিট ও রসিদ বিচারকের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন।'

জজ অ্যালবার্ট ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'প্যাকেটগুলো নেয়ার পর কত ওজন হয় ?'

অ্যান্ড্রুজ বললেন, 'তা জানিনা ইওর অনার. আমরা ওজন করিনি, শুধু গুনেছিলাম।'

'ঠিক আছে, ওজন করা যাক এবার', জজ অ্যালবার্ট বললেন।

বেলিফ এবার দাড়িপাল্লা থেকে ব্যাগদুটো নামালেন।

ম্যাসন বললেন, 'আদালতের অনুমতি হলে আমার আবেদন প্যাকেটগুলো ওই ব্যাগের উপরে রাখা হোক তাতে বুঝতে পারা যাবে ওগুলোর জন্য ওজন কত বাড়ে।'

'ভাল কথা', জজ অ্যালবার্ট বললেন। 'কাজটা সহজই তবে একটু নাটকীয় এই যা। অবশ্য এটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যও বটে কাউন্সেল যেমন বলছেন।'

অফিসার অ্যান্ড্রুজ সেলোফেন কাগজে মোড়া কিছু প্যাকেট বের করে ব্যাগ দুটোর উপরে চাপালেন।

দাঁড়িপাল্লার কাটা নড়ে উঠে উপরমুখী হলো। বেলিফ বাটখারা নিয়ন্ত্রণ করলেন। 'এক পাউন্ড আর পৌনে দুই, ইওর অনার', বেলিফ জানালেন।

জজ অ্যালবার্ট ক্যাসওয়েলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'প্রসিকিউসনের এই বিষয়ে কোন বক্তব্য আছে?'

'না, ইওর অনার', জেরি ক্যাসওয়েল জানালেন। 'আমাদের ধারণা জিনিসটা প্রতিবাদীর সুটকেশে পাওয়া যায় এবং তিনি তাই এজন্য দায়ী। আসলে ব্যাগ ওজন করার পর তার পক্ষে ওগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা সম্ভব যেমন অন্যের পক্ষেও সম্ভব।'

'এত সহজ নয়', জজ অ্যালবার্ট বললেন। 'প্লেনে ওঠার আগে ব্যাগ কর্তৃপক্ষ ওজন করেন আর সেগুলো প্লেনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আদালতের বিচারে এই সাক্ষ্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য তাই মামলা খারিজ করা হলো।'

জজ অ্যালবার্ট উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে আদালতে প্রচুর দর্শকের আগমন ঘটতে তিনি মৃদু হাসলেন। 'আদালত মুলতুবী হলো', জজ অ্যালবার্ট বললেন।

একজন রিপোর্টার দ্রুত এগিয়ে গেল। 'ইওর অনার, দাঁড়িপাল্লার পাশে একটু দাঁড়াতে আপনার আপত্তি আছে? আমরা এই কাহিনীর সঙ্গে একটা ছবি রাখতে চাই যাতে এতে মানবিক আবেদন থাকে।'

সামান্য ইতস্তত করলেন জজ অ্যালবার্ট।

'প্রতিবাদীর পক্ষে কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বেশ উঁচু স্বরে বললেন।

জজ অ্যালবার্ট ক্যাসওয়েলের দিকে তাকালেন।

ক্যাসওয়েল তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

হাসলেন জজ অ্যালবার্ট। 'আপনারা যদি মানবিক আবেদন চান তাহলে প্রতিবাদীকেও তার ব্যাগের পাশে দাঁড়াতে বলুন।'

রিপোর্টার আর আলোকচিত্রীরা দাঁড়িপাল্লার কাছে দাঁড়াল।

'এটা দেখবেন ছবি যেন আদালত মুলতুবীর পর তোলা হয়', জজ অ্যালবার্ট বললেন। 'মানবিক আবেদনের ব্যাপারে আমার আদালতে ছবি তোলার ব্যাপারে আমি বরাবরই উদার অনেক বিচারক অবশ্য তা নন। আমার অজানা নয় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত খবর যথেষ্ট প্রচার পেয়েছিল এটা তাই ন্যায় সঙ্গত যে তার নির্দোষিতার খবরও যথাযথ প্রচার পাক।'

জজ অ্যালবার্ট এবার দাঁড়িপাল্লার পাশে দাঁড়িয়ে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে তার পাশে এসে দাঁড়াতে ডাকলেন।

ম্যাসন নার্ভাসে ভার্জিনিয়াকে হাত ধরে এনে দাঁড় করালেন।

'আপনিও দাঁড়ান, মিঃ ম্যাসন', জর্জ অ্যালবার্ট ম্যাসনকে আহ্বান করলেন।

'আমার না দাঁড়ানোই ভাল মনে হয়', ম্যাসন বললেন। 'এতে ছবিটা সাজানো বলেই লোকে ভাববে তাছাড়া আইনি নীতির বিরোধি হবে একাজ। তবে আপনি সাক্ষ্য ওজন করছেন এমন ছবি দারুণ জনপ্রিয় হবে।'

জর্জ অ্যালবার্ট ভার্জিনিয়াকে আহ্বান করলেন', আসুন, মিস ব্যাক্সটার, আপনি ওজনের কাঁটার দিকে তাকালে আমি সেটা ঠিক করার ভঙ্গী করব—না, না, ক্যামেরার দিকে তাকাবেন না, ওজনের দিকে তাকান। একটু পাশ ফিরে থাকুন তাহলেই ছবিটা সুন্দর দেখাবে।'

জর্জ অ্যালবার্ট ভার্জিনিয়ার কাঁধে হাত রেখে নিচু হয়ে দাঁড়িপাল্লার কাঁটা ঠিক করার ভঙ্গী করতেই ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠল।

জর্জ অ্যালবার্ট এবার ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আর তার দুজন সহচরীকে একান্তে বললেন, 'এই ব্যাপারটায় বেশ রহস্যজনক কিছু ছিল। আমার মত হলো মিঃ ক্যাসওয়েল, যে আপনাদের গোপন খবর দিয়েছে যার জন্য আপনারা সুটকেশ সার্চ করেন, কারণ খবরটা মিথ্যা খবর তাই ভাল করে খোঁজ নেবেন।'

ক্যাসওয়েল উত্তেজিত স্বরে বলল, 'লোকটা বরাবর সঠিক খবর দিয়েছে, সে বিশ্বাসযোগ্য।'

'হয়তো, তবে এবার সে বিশ্বাস রাখেনি', জর্জ অ্যালবার্ট বললেন।

'আমি সে বিষয়ে ততটা নিশ্চিত নই', ক্যাসওয়েল বললেন। 'কারণ ব্যাগগুলোয় কারচুপি করা অসম্ভব ছিলনা।'

'আমারও তাই ধারণা', জর্জ অ্যালবার্ট মন্তব্য করলেন। 'মিস ব্যাক্সটারের ব্যাগগুলো পরীক্ষা করার পর পাঠিয়ে দেয়া হলে এটা ঘটেছে। আদালত সবেমাত্র গঠিত হয়নি, সেক্ষেত্রে প্রতিদিন এই অসংখ্য প্রতিবাদীদের নাড়াচাড়ার পর আপনার মানব চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। এই তরুণী মাদক পাচারকারী নয়।'

'এই সঙ্গে পেরী ম্যাসনের এই নাটকীয় কৌশল যখন এতবার দেখেছেন', ক্যাসওয়েল মন্তব্য করলেন, 'তার এই নাটক তৈরীও আপনার জানা উচিত ছিল। আজকের এই নাটকে যারা আইনের শাসন পছন্দ করেনা তারাই উদ্বুদ্ধ হবে।'

'আইনের শাসকদের সেক্ষেত্রে আরও দক্ষ হওয়া উচিত', জর্জ অ্যালবার্ট তীব্রস্বরে জবাব দিলেন। 'এই তরুণীর সুটকেশ খোলার সময় ফটোগ্রাফারদের ডাকায় যদি অন্যায় না হয়ে থাকে তাহলে সে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার সময়েও তাদের ডাকা অন্যায় হয়নি। ঈশ্বরই জানেন প্রথম ঘটনা তার কত ক্ষতি করেছে। আমি তাই চাই তার নির্দোষিতার বিষয়ও প্রচারের আলোকে থাকুক।'

'ভাববেন না', ক্যাসওয়েল তিক্তস্বরে বললেন, 'এই ছবি সমস্ত সংবাদপত্রের পাতা

জুড়ে সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়বে।'

'আশা করি তাই হবে., জজ অ্যালবার্ট কথাটা বলে নিজের ব্যক্তিগত কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ক্যাসওয়েলও ম্যাসনের সঙ্গে কোন কথা না বলেই চলে গেলেন।

ম্যাসন ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের সঙ্গে যোগ দিলেম। 'সাক্ষীদের ঘরে একটু আসবে সেখানে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই', তিনি বললেন।

'আপনি যেমন বলবেন, মিঃ ম্যাসন।'

কামরায় ঢুকে দুজনে বসার পর ম্যাসন প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে এভাবে কে ফাঁসানোর চেষ্টা করতে পারে?'

'তার মানে মাদক চালানের অভিযোগের জন্য?'

'হ্যাঁ।'

ভগবানের নামে বলছি আমি জানিনা।'

'তোমার স্বামী?'

'সে খুবই ক্ষুব্ধ ছিল।'

'কারণ?'

'আমি বিচ্ছেদে রাজি হইনি বলে।'

'হওনি কেন?'

'সে এক ছিঁচকে মিথ্যুক আর জোচ্চোর। সে বরাবর অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিল অথচ আমি প্রানপণ খেটে একটু ভালভাবে থাকার চেষ্টাই করেছি। সে আমাদের দুজনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে ওই মেয়েমানুষকে গাড়ি কিনে দেয়। এরপর ও আমাকে জানায় তাকে ও ভালবাসে তাই কিছুই ওর করার নেই।'

'এটা কবেকার কথা?'

'প্রায় এক বছর আগে।'

'তুমি তাকে মুক্তি দাওনি?'

'না।'

'তোনরা এখনও বিবাহিত?'

'নিশ্চয়ই।'

'কতদিন আগে তাকে শেষবার দেখেছিলে?'

'আমাদের বড় রকমের ঝগড়া হওয়ার পর। সে ফোন করে জানতে চায় আমি মন বদলেছি কিনা।'

'তুমি মন বদলাওনি কেন?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'কারণ ওই ভাবে আমাকে সে ঝেড়ে ফেলে দেবে সেটা আমি হতে দেব না।'

'বেশ। ধরে নিচ্ছি তার সঙ্গে বিবাহিত থেকে গেলে। এতে লাভ কি?'

'এতে আমার লাভ নেই তবে তারা এথেকে লাভ করুক তাও হতে দিচ্ছিনা।'

'অর্থাৎ যা কিছু ওদের বিরুদ্ধে যাবে তুমি তাই চাও, অনেকটা এই রকম ?'

'মানে অনেকটা তাই।'

ম্যাসন মাথা নাড়লেন। 'এতে কোন কাজই হবেনা, ভার্জিনিয়া। ওকে ফোন করে জানাও তুমি ডিভোর্সে রাজী আছ। তোমার কোন সন্তান নেই তো ?'

'না।'

'তাহলেই দেখ, তোমার একটা ভবিষ্যত আছে।'

'আমি···আমি— ।'

'তার মানে তোমার সঙ্গে এমন কারও পরিচয় হয়েছে যাকে তোমার ভাল লাগে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।'

'অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। পুরুষদের উপর আমার ঘেন্না হয়ে গেছে।'

'তবে সম্প্রতি এমন কাউকে দেখেছ যাকে ভাল লেগেছে এবং সে আলাপ··· ?'

নার্ভাস ভাবে হাসল ভার্জিনিয়া। 'এইভাবে জেরা করবেন ?'

'শোন জীবনে একটা ভুল করে তা বয়ে বেড়ানো ভুল।· সবচেয়ে ভাল হলো সব মন থেকে মুছে ফেলা। আসলে আমি জানার চেষ্টা করছি কে তোমাকে অসম্মানের মধ্যে ফেলতে চায়। সে কে তা জানিনা তবে সে মহা চালাক আর তার অন্ধকার জগতের সঙ্গে পরিচয় আছে। সে একবার আঘাত করেছে আর তুমি সেটা থেকে বেঁচে এসেছ। লোকটা ফের আঘাত হানতে পারে। সে যদি তোমার স্বামী হয় তাকে আমি দৃশ্য থেকে হটিয়ে দিতে চাই। এর সঙ্গে যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে তোমার স্বামীর ঘনিষ্ঠতা তার কথাও ভাবতে হবে। তাকে তুমি চেনো ? তার অতীত সম্পর্কে কিছু জানো ?'

'কিছুই না', ভার্জিনিয়া বলল। 'তার নামটাই শুধু জানি। আমার স্বামী খুবই সতর্ক ছিল যাতে ওর সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে না পারি।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন।' এখন আমার প্রস্তাব শোন। নিষ্ঠুরতার অভিযোগে একটা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন কর। ওই স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করবে না। ইতিমধ্যে কোন সন্দেহজনক কিছু ঘটলে, যেমন বেনামী ফোন বা এরকম কিছু এলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।

'কিন্তু আপনার ফীয়ের কি হবে, মিঃ ম্যাসন ?'

ম্যাসন বললেন সুবিধে মত একশ ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিও, তবে তা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।'

□ সাত □

চমক লাগানো খবর তেমন না থাকায় বিচারকের সাক্ষ্য ওজনের কাহিনী খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বেশ ভালরকম জায়গা করে নিয়েছিল।

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার কাগজ পড়ে বেশ খুশিই হলো। রিপোর্টাররা ভালই আন্দাজ করেছিল যে ওকে ফাঁসানো হয়েছিল তাই বেশ চমৎকার ভাবেই তারা খবর লিখেছিল। ফটোগ্রাফাররাও দারুণ কাজ করেছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল বিচারক আলবার্ট পিতৃসুলভ ভঙ্গীতে ভার্জিনিয়ার কাঁধে হাত রেখে ওজনের কাঁটা ঠিক করছেন।

একথা সত্যিই যে দশ হাজার কথার চেয়ে একটা ছবি ঢের বেশি আকর্ষক, এক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের নির্দোষিতা জুরীদের মনে কণামাত্রও সন্দেহ জাগায়নি।

সংবাদপত্রের হেডলাইনে ছাপা হয়েছিলঃ 'প্রাক্তন আইনি সেক্রেটারির মাদক চালানের অভিযোগ থেকে মুক্তি।'

একটা কাগজে লেখা হয়েছিল ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার কোন আইনের অফিসে কাজ করতেন। তিনি ডেলানো ব্যানককের হয়ে ফৌজদারী মামলার সহায়তা করতেন, তাই ভাগ্যের পরিহাস তাকেই ভয়ানক এক অভিযোগে যে অভিযুক্ত হতে হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

অন্য আর একখানা কাগজের খবরে চোখ পড়তেই এবার চমকে উঠল ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার। রিপোর্টার বেশ কষ্ট করে অতীতের কিছু খবর জোগার করে লিখেছিল ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের স্বামী কেলটন ব্যাক্সটার, যার সঙ্গে ওর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত যে প্লেনে ভার্জিনিয়া এসেছিল সেই প্রতিষ্ঠানেই সে চাকরিরত। এ বিষয়ে তার কোন মতামত জানার জন্য তাকে পাওয়া যায়নি।'

ভার্জিনিয়া পরপর দুবার খবরটা পড়ল তারপর উত্তেজিতভাবে পেরি ম্যাসনকে ফোন করল।

সঙ্গে সঙ্গেই ডেলা স্ট্রিটের কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'হ্যাল্লো…।'

'এত দেরীতে ফোন করার জন্য দুঃখিত', ভার্জিনিয়া বলল। 'কাগজে একটা খবর পড়ে আর থাকতে পারিনি। মিঃ ম্যাসন আছেন?'

'হ্যাঁ, ধরুন।'

এক মুহূর্ত পরেই ম্যাসনের গলা শোনা গেল, 'হ্যাল্লো, ভার্জিনিয়া, আমার মনে হয় তুমি কাগজে পড়েছ একজন রিপোর্টার তোমার স্বামীর যোগাযোগ খুঁজে বের করেছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ ম্যাসন। সব দিনের আলোর মত পরিষ্কার। বুঝতে পারছেন না, কণ্টনই ওই মাদক আমার সুটকেশে রেখে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। আমার শাস্তি হলে ওর আর বিচ্ছেদ পেতে দেরি হত না। ও প্রমাণ করত আমি বরাবর মাদক চালানো জড়িত।'

'তাহলে কি করতে চাইছ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমি তাকে গ্রেপ্তার করাতে চাই।'

'প্রমাণ ছাড়া তাকে গ্রেপ্তার করা যাবেনা', ম্যাসন বললেন। শুধু সন্দেহে কাজ হয়না।'

'প্রমাণ করতে কত খরচ হবে?'

'তোমাকে এরজন্য গোয়েন্দা লাগাতে হবে, তারা রোজ এর জন্য অন্তত পঞ্চাশ ডলার করে নেবে, তাতে সে প্রমাণ নাও জোগাড় করতে পারে।'

'আমার সামান্য টাকা আছে। আমি…আমি তাকে ধরতে তা খরচ করতে পারব।'

'আমার মাধ্যমে পারবে না', ম্যাসন বললেন। আমার মক্কেল হিসেবে আমি এ টাকা খরচ করতে পারিনা। এতে কাজ হবে না। এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলো না কেন? বিচ্ছেদ নিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু কর।'

'না, ওকে এই সুযোগ কখনই দেব না।'

'কেন?'

'কারণ ও বারবার এটাই চেয়ে আসছে—বিবাহবিচ্ছেদ।'

'যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে ঘুরছে সেও নিশ্চয়ই জানে তুমি বিচ্ছেদ দিচ্ছনা বলেই তোমার স্বামী তাকে বিয়ে করতে পারছে না। বিচ্ছেদ পেলেই সে বিয়ে করবে কথা দিয়ে থাকতে পারে। ধর, তুমি বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হলে, সেক্ষেত্রে তোমার স্বামী তাকে বিয়ে করার সুযোগ পেলেও বিয়ে করল না, হয়তো সে সত্যি বিয়ে করতে চায়না। সেক্ষেত্রে সে ঝামেলায় না পড়ে পারবে না।'

'ব্যাপারটা এভাবে কখনও দেখিনি', ভার্জিনিয়া বলল। 'কিন্তু তাহলে সে ওই মাদক রাখল কেন?'

'সে হয়তো তোমার সুনামে কালি মাখাতে চেয়েছে', ম্যাসন বললেন। 'আমি তাই চাই আর পিছনে তাকিও না, সামনের দিকেই তাকাও।'

'ঠিক আছে রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভেবে কাল আপনাকে জানাব', ভার্জিনিয়া বলল। 'আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মাপ চাইছি।'

'এসব ভেবোনা। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'ধন্যবাদ' ভার্জিনিয়া রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ঠিক ওই মুহূর্তেই দরজায় শব্দ শোনা গেল।

দরজা খুলতেই ভার্জিনিয়া একজন বছর পয়তাল্লিশ বয়সের পুরুষকে দেখতে

পেল। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ছাটা গোঁফ, তীক্ষ্ণ কালো চোখ।

'আপনি মিসেস ব্যাক্সটার?' সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করায় জন্য দুঃখিত, মিসেস ব্যাক্সটার। অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারেই আসতে হলো।'

'কি ব্যাপার বলুন?' ভার্জিনিয়া দরজার শিকল না খুলেই বলল।

'আমার নাম জর্জ মেনার্ড—আপনার বিষয় কাগজে পড়লাম। এরকম কথা আলোচনা করতাম না তবে জানেন বোধহয় সব কাগজে এটা ছাপা হয়েছে।'

'তাতে কি?'

'কাগজে পড়লাম আপনি অ্যাটর্নি ডিলানো ব্যানকের সেক্রেটারি ছিলেন।

'কথাটা ঠিক।'

'মিঃ ব্যানক কয়েক বছর আগে মারা যান শুনেছি।'

'সেকথা ঠিক?'

'আমি জানার চেষ্টা করছি তার ফাইলগুলোর কি হব', লোকটি বলল।

'কেন?'

'খোলাখুলি বলি, আমি একটা কাগজ খুঁজছি।'

'কি রকম কাগজ?'

'মিঃ ব্যানক আমার একটা চুক্তির বয়ান করেছিলেন তারই কার্বন কপি। আমি আসলটা হারিয়ে ফেলেছি তাই কাউকে জানাতে চাইনা সেটা নেই। কার্বন কপিটা পেলে আমার কিছু কাজের সুবিধা হয়।'

মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। 'আমি দুঃখিত, আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না।'

'মিঃ ব্যানকের অফিসের আসবাবপত্রের কি হয়?'

'খুব সম্ভব বিক্রি করে দেওয়া হয়।'

লোকটি ভ্রু কুঁচকে বলল, 'কে ডেস্ক, ফাইলের তাক ইত্যাদি কেনে জানেন?''

'এসব যারা কেনে তারাই কেনে, শুধু টাইপ রাইটারটা আমি নিই।'

'পুরনো কাগজপত্র কি হয়?'

'সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। দাঁড়ান—মনে পড়েছে। আমার মনে আছে তার ভাইকে বলেছিলাম কাগজগুলো রেখে দিতে।'

'ভাই?'

'হ্যাঁ। জুলিয়ান ব্যানক। সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী, আর কেউ ছিলনা। কোন আত্মীয় স্বজন, কেউ না। উনি খুব পরিশ্রম করলেও বেশি টাকা নিতেন না। তাই খুব বেশি কিছু রেখে যাননি।'

'জুলিয়ান ব্যানককে কোথায় পেতে পারি?'

'তা বলতে পারব না।'

'উনি কোথায় থাকতেন জানেন ?

'সাস জোয়ান ভ্যালীর কোথায় যেন।'

'জায়গাটা কোথায় বলতে পারবেন ?'

'মনে হয় পারব।'

ভাজি'নিয়া ব্যাক্সটার এবার লোকটিকে একবার জরিপ করে নিয়ে দরজার শিকল খুলে এবার বলল, 'ভিতরে আসবেন না ? মনে হয় পুরনো একটা ডায়েরী দেখে বলতে পারব। এক সময় খুব ডায়রী লিখতাম', হাসল ও। 'মিঃ ব্যানকের জন্য অনেক কিছু লিখে রাখতাম—ওহ, এক মিনিট দাঁড়ান, মনে পড়েছে, মিঃ জুলিয়ান ব্যানক বেকারস ফিল্ডের কাছে থাকতেন।'

'উনি কি এখনও সেখানে আছেন ?'

'তা জানিনা। একটা পিক আপ ভ্যানে তিনি সব নিয়ে যান আর চাবিগুলো তার হাতে তুলে দেয়ার পর আমার সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।'

'বেকারস্ ফিল্ড বলছেন ?' মেনার্ড বলল।

'হ্যাঁ। এবার বলুন আপনার ওই চুক্তি কি সম্পর্কে যাতে মনে করার চেষ্টা করতে পারি।'

'স্মিথ নামে একজন লোকের সঙ্গে চুক্ত', মেনার্ড বলল।

'কি বিষয়ে চুক্তি ?'

'একটা মেশিনের দোকান নিয়ে জটিল ব্যাপারে। আসলে আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে আগ্রহী—যন্ত্রের ব্যবসার ইচ্ছে আছে। সে অনেক ব্যাপার।'

'আপাতত আপনি কি করছেন ?' ভাজি'নিয়া প্রশ্ন করল।

মেনার্ড দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'আমি বর্তমানে ফ্রি ল্যান্সিং করছি—কেনাবেচাও আছে।'

'জমিজমা ?'

'ওহ অনেক কিছুই।'

'আপনি এই শহরেই থাকেন ?'

বিচিত্র হাসল মেনার্ড। 'আমি নানা জায়গায় ঘুরি—লাভের ধান্দায় যাকে বলে।'

ভাজি'নিয়া বলল, 'বুঝেছি। মাপ করবেন, আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না এর বেশি।' ও উঠে দাঁড়াতে মেনার্ড বিদায় সম্ভাষণটুকু বুঝে নিল।

'ধন্যবাদ', বলে বিদায় নিল মেনার্ড।

ভাজি'নিয়া ওকে এলিভেটরে উঠতে দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে লক্ষ্য করতে লাগল। মেনার্ডকে ও একটা গাঢ় রঙের গাড়িতে উঠে চলে যেতেও দেখল। গাড়ির নম্বর দেখার চেষ্টা করেও দেখতে পেলনা ভাজি'নিয়া। ওর মনে হল প্রথম সংখ্যাটা শূন্য আর শেষ সংখ্যা মনে হলো যেন দুই। গাড়িটা সম্ভবত বছর চারেকের পুরনো ওল্ডস্ মোবাইল তবে এত দ্রুত সেটা ছুটে গেল যে ও নিশ্চিত হতে পারল না।

ভার্জিনিয়া তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে গিয়ে একটা স্যুটকেস থেকে একটা পুরনো ডায়রী বের করে পাতা উল্টে চলল। একটা পাতায় ও জুলিয়ন ব্যানকের ঠিকানা পেয়ে গেল। বেকারস্ ফিল্ড। কোন টেলিফোন নেই এটাও লেখা ছিল।

তখনই ওর ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই একজন স্ত্রীলোক বলল, 'টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে আপনার নম্বর পেলাম। আমি আপনাকে শুধু বলতে চাইছি আপনি যে ওই ভয়ানক ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন সেজন্য আমি খুবই খুশি।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ', ভার্জিনিয়া বলল।

'আমি আপনার অচেনা', স্ত্রীলোকটি বলে চলল, 'তবু আমি যে কত খুশি তাই জানাতে চাইছিলাম।'

এরপর আরও কয়েকটা ফোন এল। কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে পানাসক্ত একজন পুরুষও ছিল। সে কিছু বাজে মন্তব্য করতেও ছাড়েনি ওর ব্যাপারে। এরপর ফোন ঝনঝন্ করে বাজলেও ভার্জিনিয়া আর ধরল না। পরদিন সকালে ও টেলিফোন অফিসে ফোন করে ওকে ডাইরেক্টরীর বাইরে একটা নতুন নম্বর দিতে জানাল।

□ আট □

ভার্জিনিয়া বেশ বুঝল ওই কাগজগুলোর কথা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না ও। ওর মনে পড়ল ব্যানকের হয়ে ঢের চুক্তির বয়ান ও টাইপ করেছিল। যত ভাবল ততই ওর চিন্তা বাড়ল বিশেষ করে জর্জ মেনার্ডের হাবভাবে কেমন যেন কৃত্রিম ভাব ছিল। ও কি করে জানতে চাইবার পরেই মেনার্ডের ভাবভঙ্গী বদলে যায়। সে যে ওর অতীতের কথা মিথ্যা বলছে সেকথা ভার্জিনিয়া বুঝতে পেরেছিল।

ভার্জিনিয়ার এবার ফাইলগুলোর ব্যাপারে ওর যে কিছু দায়িত্ব আছে সেকথাই মনে হলো। ও তাই ফোন করে জানতে চাইল জুলিয়ান ব্যানকের কোন ফোন আছে কিনা। ও জানতে পারল ফোন নেই।

ব্যাপারটা তুলতে চাইলেও কিন্তু তা পারল না ভার্জিনিয়া। কে জানে মেনার্ড কোন চালাকি করার চেষ্টা চালাচ্ছে কিনা। ওর ইচ্ছে হলো একবার চেষ্টা করে দেখে গাড়ির নম্বর যাচাই করে মালিকের হদিশ মেলে কিনা। কিন্তু ও নিয়মটা জানেনা বলে তা পারল না। ম্যাসনের সাহায্য ছাড়া এটা যে সম্ভব নয় ও বুঝল। তবু ও তা করতে চাইল না কারণ ইতিমধ্যেই তাকে যথেষ্ট বিব্রত করা হয়েছে।

ও তাই ঠিক করল বেকারস্ ফিল্ডে গিয়ে নিজেই জুলিয়ান ব্যানকের সঙ্গে

আলোচনা করবে।

দিনে দিনে যাত্রা করে গাড়ি নিয়ে ও বেকারস ফিল্ডে পৌঁছে খোঁজ নিতেই জানল জুলিয়ান ব্যানক দশ মাইল দূরে শহরের বাইরে থাকেন। ভার্জিনিয়া সেখানে পৌঁছে একটা ডাকবাক্স দেখে প্রায় তিনশ গজ দূরে থেকেই দেখতে পেল বিরাট একটা খামার, বেশ কয়েকটা চাল দেওয়া ঘর আর একটা বাড়ি, বেশ কিছু গাছ, খড়ের গাদা, এমন অনেক কিছু।

একটা কুকুর জোরে ডাক ছেড়ে গাড়ির কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বেরিয়ে এলেন জুলিয়ন ব্যানক। এতদিন পরে হলেও ভার্জিনিয়া তাকে চিনতে পারল।

'হ্যালো!' জুলিয়ান ব্যানক বললেন।

'হ্যালো, মিঃ ব্যানক। আমাকে মনে আছে আপনার? আমি ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার। আমি আপনার ভাইয়ের সেক্রেটারি ছিলাম।'

'ওহ্ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে', জুলিয়ান ব্যানক স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন। 'দেখেই মনে হয়েছিল কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি। ভিতরে আসুন। আমার নিজের খামারের ডিম আর ঘরে তৈরী রুটি দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নেবেন। গাছের ফলও আছে।'

'চমৎকার হবে', ভার্জিনিয়া বলল, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি।'

'কি বিষয়ে?'

'আপনার ভাইয়ের সেই কাগজপত্র আর ফাইলের বাক্সগুলোর বিষয়ে। সেগুলো কোথায় আছে?'

হাসলেন জুলিয়ান। 'ওহ, সেসব তো বেশ কিছুদিন আগে বিক্রি করে দিয়েছি।'

'ফাইলের বাক্সও?'

'মানে লোকটাকে সবই নিতে বলেছিলাম। সব বড় বেশি জায়গা আটকে রাখছিল। ইঁদুরের উৎপাতও হচ্ছিল।'

'কিন্তু কাগজগুলোও নিয়েছে সে?'

'ওহ্ কাগজগুলো? না, সেগুলো এখানেই আছে। যে বাক্সগুলো কেনে সে কাগজপত্র নিতে রাজি হয়নি। সব কাগজ জমা করে রেখে দেয় সে।'

'আর আপনি সেসব পুড়িয়ে ফেলেন?'

'না, আমি সব কাগজ বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু ইঁদুর বড় জ্বালাতন করছে এজন্য। কিছু বিড়াল অবশ্য আছে—।

'কাগজগুলো একটু দেখলে আপত্তি আছে?' ভার্জিনিয়া বলল। 'কয়েকটা পুরনো কাগজ দেখতে চাইছিলাম।'

'ভারি মজার ব্যাপার তো', জুলিয়ান ব্যানক বললেন, 'আপনিও দেখতে চাইছেন? গতকালই একটা লোক এসেছিল এখানে।'

'একটা লোক?'

'হ্যাঁ।'

'বছর পঁয়তাল্লিশের মত বয়স? খুব কালো চোখের তারা আর ছাঁটা গোঁফ?'

জুলিয়ান ব্যানক মাথা নাড়লেন, 'না। পঁয়তাল্লিশ বয়স ঠিকই তবে নীলচে চোখ। লোকটার নাম নাকি স্মিথ। সে একটা চুক্তির কাগজ খুঁজছিল।'

'আপনি কি করলেন?'

'আমি তাকে বলি সে নিজেই দেখে নিতে পারে। আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম তাই খুব নজর দিইনি। তবে লোকটা চমৎকার।'

'সে যা চাইছিল তা পেয়ে যায়?'

মাথা ঝাঁকালেন জুলিয়ান ব্যানক। 'সে জানায় এত কাগজের মধ্যে দরকারি কাগজখানা বের করা অসম্ভব। কাগজপত্র ফাইলে নম্বর দিয়ে রাখা হত কিনা ও জানতে চায়। আমি বলে দিই আমার তা জানা নেই।'

'সব ফাইল নম্বর অনুযায়ী রাখা হতো', ভার্জিনিয়া বলল। 'যেমন এক থেকে হাজার ছিল ব্যক্তিগত সব কিছু। এক হাজার এক থেকে তিন হাজার হতো চুক্তি সম্পর্কীয়। তিন হাজার এক থেকে পাঁচ হাজার হলো প্রবেট, এই রকম।'

'আমি ঘাঁটাঘাঁটি করিনি', ব্যানক বললেন।

'একবার দেখতে পারি?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই।'

জুলিয়ান ব্যানক স্যাঁতসেঁতে খড়ের গন্ধে ভরা গুদামে ওকে নিয়ে গেলেন।

'জায়গা বড় কম তাই এখানেই খড় রাখতাম। ওগুলো বিক্রিও করি। সব জায়গায় আজকাল যন্ত্রেই কাজ হয়, আমি এখনও তা করিনি। সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলব ভেবেও করিনি।'

'দিন যত কাটবে ফাইলগুলোর গুরুত্বও কমবে অবশ্যই', ভার্জিনিয়া বলল।

'এখানে এককালে ট্র্যাকটর রাখতাম, পরে, এসব কি—?' জুলিয়ান মেঝেয় কাগজপত্র ছড়ানো দেখে বলে উঠলেন।

ভার্জিনিয়া আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

'লোকটা তো ভারি বদ, সব ছড়িয়ে রেখে গেছে', জুলিয়ান ব্যানক রাগত স্বরে বললেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল লোকটা সব বাণ্ডিলের দড়ি কেটে কাগজটা খুঁজেছে, তারপর না পেয়ে সবই এলোমেলো করে ফেলে গেছে। ভার্জিনিয়ার কাগজগুলোর অবস্থা দেখে প্রায় কান্না পেয়ে গেল।

জুলিয়ান ব্যানক ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ওই স্মিথ লোকটাকে একবার পেলে দুকথা শুনিয়ে দিতাম। লোকটাকে ভালমত শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'মনে হচ্ছে খুব তাড়া ছিল লোকটার', ভার্জিনিয়া বলল। 'সব বাণ্ডিল হাতড়েও ও বোধহয় কাগজটা পায়নি তাই সব ছড়িয়ে রেখে গেছে।'

'এখন মনে হচ্ছে লোকটার উপর নজর না রেখে ভুলই করেছি', জুলিয়ান ব্যানক বললেন।

'লোকটা কতক্ষণ ছিল ?' ভার্জিনিয়া জানতে চাইল।

'তা বলতে পারব না। আসলে ওর কথা মনেই ছিল না। ওকে রেখে আমি চলে যাই।'

হঠাৎ মনস্থির করে নিল ভার্জিনিয়া। ও বলল, 'এখানে কাছাকাছি কোথয়ে টেলিফোন আছে ?'

'মাইল দুই তফাতে একজনের আছে। লোকটা ভাল।'

'আমি একটা ফোন করতে চাই', ভার্জিনিয়া বলল।' কেউ না শুনলেই ভাল। আমি বেকারস্ ফিল্ডে গিয়ে একটা বুথ থেকে ফোন করব। আমি কয়েকটা বাক্সও নিয়ে আসব কিছুক্ষণ পরে। কাগজপত্রগুলো সাবধানে রেখে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমিও বাক্সে ভরতে সাহায্য কয়ব', জুলিয়ান ব্যানক বললেন। 'এগুলো আবার বেঁধে রাখব ?'

'না না, যেমন আছে থাক, কিছু ফাইলের নম্বর ঠিকই আছে', ভার্জিনিয়া বলল। 'আমি সুপারবাজার থেকে কয়েকটা বাক্স কিনে আনব।'

'ভালই হবে, আমিও সাহায্য করব। তবে বড় ধুলো জমেছে এখানে।'

'ভাববেন না, আমার বাড়িতে ধুলো থাকবেই', হেসে বলল ভার্জিনিয়া।

'আপনি চমৎকার মেয়ে', ব্যানক ওর করমর্দন করে হাসল।

ভার্জিনিয়া গাড়িতে বেকারস্ ফিল্ডে ফিরে ম্যাসনকে ফোন করল।

'নতুন কিছু ঘটলে আপনি ফোন করতে বলেছিলেন তাই ফোন করছি', ম্যাসন সাড়া দিতে বলল ভার্জিনিয়া। 'অদ্ভুত কিছু ঘটেছে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'কি ব্যাপার বলে ফেল', ম্যাসন বললেন।

'আপনি শুনে হয়তো হাসবেন। ভাববেন আমি বেশি রকম ভাবছি।'

ভার্জিনিয়া এবার যে লোকটা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার বর্ণনা দিল যে গাড়িতে সে চলে যায় সেটা যে একটা পুরনো মডেলের ওলডস্ মোবাইল তাও ও জানাল। গাড়ির নম্বরের প্রথম সংখ্যা শূন্য আর শেষের সংখ্যা দুই হতে পারে একথাও ও জানাল।

'সে কোথায় গাড়ি রেখেছিল ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন। 'জায়গাটা চিনতে পারবে ? এতে গাড়ি কতক্ষণ ছিল জানা যেতে পারে। ওখানে গাড়ি রাখা শক্ত।'

'তবু সে গাড়ি ওখানেই রেখেছিল', ভার্জিনিয়া বলল।

'তাহলে সে বেশিক্ষণ ওখানে থাকেনি', ম্যাসন বললেন। 'এর মানে সে তোমাকে অনুসরণ করেই আসে। পুলিশ এক মিনিট অন্তর খোঁজ নেয় সব গাড়ির।'

'ঠিক বলেছেন, আমার এক বন্ধুরও তাই ঘটেছিল', ভার্জিনিয়া বলল।

'তুমি বলছ নম্বরের প্রথম সংখ্যা শূন্য ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যা, আমি ঠিকই দেখেছি— ।'

'তুমি এখন বেকারস্ ফিল্ডে আছ ?'

'হ্যা, আমি মিঃ ব্যানকের ভাই জুলিয়ান ব্যানকের খামারে গিয়েছিলাম। শুনলাম কে যেন গিয়ে ফাইলগুলো ঘাটাঘাটি করেছিল।'

'কি রকম ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

ভার্জিনিয়া ফাইলগুলোর বর্ণনা দিল।

ম্যাসনের কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব ব্যঞ্জনা জেগে উঠল। 'খুব জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কথা, ভার্জিনিয়া। তুমি বলছ ফাইলের দড়ি কাটা ছিল ?'

'হ্যা।'

'আর সব কাগজপত্র ছড়ানো ছিল ?'

'হ্যা।'

'তুমি নিশ্চিত তো ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন, মিঃ ম্যাসন ?'

'কারণ, এতে প্রমাণ হয় লোকটা যা খুঁজছিল তা পায়নি। কথা হলো একগাদা কাগজের মধ্যে কোন কিছু খুঁজলে সেটা পাওয়া মাত্রই তুমি নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে গা ঢাকা দেবে। বাকি বাণ্ডিল বাঁধা পড়ে থাকবে। অন্যদিকে সব বাণ্ডিলই কাটা থাকার অর্থ নির্দিষ্ট কাগজ সে পায়নি।'

'কথাটা ভাবিনি', ভার্জিনিয়া বলল।

'তুমি জুলিয়ান ব্যানকের খামারে ফিরে যাচ্ছ ?'

'হ্যা, কয়েকটা বাক্সও নিয়ে যাচ্ছি কাগজগুলো রাখার জন্য।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'তুমি ফেরার অবকাশে আমি লোকটা সম্বন্ধে যতটা পারি খবর জোগাড় করব। ভার্জিনিয়া, একটা কথা···উইলের ব্যাপার হতে পারে কি ?'

'কি বললেন ?'

'ব্যানক কোন উইলের মুশাবিদা করে থাকলে সেটা নিশ্চয়ই অফিসেই সম্পূর্ণ করা হয়েছে।'

হ্যা।'

'সেক্ষেত্রে সাক্ষী হিসেবে কে সই করত ?'

'ওহ, আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। তিনি নিজে একজন সাক্ষী হিসেবে সই করতেন, অন্য সাক্ষী হতাম আমি।'

'সেক্ষেত্রে ওইসব উইলের শ্রেণীবিভাগ থাকত ? অর্থাৎ সেগুলোর নম্বর দেওয়া হতো ?'

'বুঝেছি কি বলছেন। হ্যা, পাঁচ হাজার থেকে ছ'হাজার নম্বর পর্যন্ত সবই ছিল উইল।'

'ঠিক আছে ওখানে গিয়ে পাঁচ হাজার থেকে ছ'হাজার নম্বরের ফাইলের বাণ্ডিলটা দেখে নিও। সেটা ঠিক বাঁধা আছে কিনা তাও দেখবে। এরপর বাণ্ডিলটা যত তাড়াতাড়ি পারো সোজা এখানে নিয়ে আসবে।'

'শুধু ওই ফাইলটা কেন।' ভার্জিনিয়া জানতে চাইল।

ম্যাসন বললেন, 'ব্যানক কয়েক বছর হল মারা গেছেন। এক্ষেত্রে কারও কোন আত্মীয় যদি বিশেষ কোন উইলে কি আছে জানতে চায়— ।'

'বুঝেছি', উত্তেজিত ভাবে বলল ভার্জিনিয়া। 'কথাটা আগে কেন যে ভাবিনি। নিশ্চয়ই এই রকম কিছু।'

'প্রথমেই কিছু ভেবে নিও না', ম্যাসন সাবধান করে দিলেন। 'এটা একটা ভাবনা মাত্র।'

'আমি এখনই যাব আর উইলের ওই ফাইল আমার কাছেই রাখব।'

ম্যাসন বললেন, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে আমাকে ফোন করো। তোমার কাছে যে গিয়েছিল সেই লোকটির সম্বন্ধে আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

ভার্জিনিয়া ফোন করবে জানিয়ে বিদায় নিল তারপর দুটো কাগজের বাক্স কিনে জুলিয়ান ব্যানকের খামারে পেঁছল। ও ব্যানককে বেশ চিন্তিত দেখতে পেল।

'ব্যাপার কি ?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল। ফাইলের ব্যাপারে কিছু ঘটেছে নাকি ?'

'আপনি চলে যাওয়ার পর পাঁচ মিনিটও কাটেনি', জুলিয়ান ব্যানক বললেন, 'একটা লোক এসেছিল। আপনার কাছে যে গিয়েছিল বলেছেন তার সঙ্গে বেশ মিল ওর। বছর প'রতাল্লিশ বয়স, ঠোঁটের উপর গোঁফ, কালো চোখ।'

'ঠিক সেই লোকটা', ভার্জিনিয়া বলল। 'সে কি চাইছিল ?'

'সে বলে ওর নাম স্মিথ, সে আমার ভাইয়ের ফাইলগুলো সম্পর্কে জানতে চাইছিল।'

'আপনি কি করলেন ?'

'আমি বলে দিই কাউকে ফাইল দেখতে দেব না। সে বলে ব্যাপারটা খুবই জরুরী আর তাতে আমি বলি আমার ভাইয়ের সেক্রেটারি একটু পরেই আসছে, সে ইচ্ছে হলে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে।'

'তারপর ?'

'লোকটা এ কথায় চমকে ওঠে যে আপনি আসছেন। সে বলে তার সময় নেই।'

'তার গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলেন ?' ভার্জিনিয়া সাগ্রহে জানতে চাইল।

'না, দেখিনি', জুলিয়ান বললেন, 'কারণ নম্বরের উপর কাদা মাখিয়ে রেখেছিল। রাস্তার কাদা থাকলেও আমার ধারণা ও ইচ্ছে করেই এরকম করে।'

'আমি ওই ফাইলের কিছু আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল।

'ইচ্ছে হলে সবই নিতে পারেন', জুলিয়ান বললেন। 'কে কখন এসে হাতাতে

চাইবে তাতো জানিনা।'

'আপনি অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসনের নাম শুনেছেন?'

'মনে হচ্ছে শুনেছি। অনেক পড়েছি তার সম্পর্কে।'

'উনি আমার আইনজ্ঞ, আমাকে পরামর্শ দেন তিনি। তার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে যাচ্ছি, তিনি যেমন বলবেন তেমনই করব। ভেবেছিলাম কাগজগুলো বাক্সে ভরে রাখব কিন্তু সময় নেই। আমি পাঁচ হাজার থেকে ছ'হাজার নম্বর দেওয়া ফাইলগুলো সঙ্গে নিচ্ছি। এবার দেখি আসুন এই নম্বরের ফাইল আর আছে কিনা।'

'একটা বাণ্ডিলেই সব আছে মনে হচ্ছে', জুলিয়ান বললেন।

'ঠিক আছে', ভার্জিনিয়া বলল, 'আমি মধ্যাহ্নভোজের আগেই মিঃ ম্যাসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তাহলে আপনি কি চান আমিই সব বাক্সে ভরে রাখি? আমার হাতে যে অনেক কাজ—।'

'না, ওগুলো যেমন আছে তাই থাক, তবে কাউকেই এগুলোর কাছে আসতে দেবেন না। কেউ যদি আসে তার লাইসেন্স নম্বর দেখে রাখবেন, আর তার সঠিক পরিচয়ও জানতে চাইবেন।'

'তাই করব', হেসে বললেন জুলিয়ান। 'এখানে কি পোশাক বদলে নেবেন?'

'না, সময় নেই। এখন তাহলে চলি, বিদায়।'

'বিদায় মাদাম' 'জুলিয়ান বললেন। 'এখন বুঝতে পারছি আমার ভাই কেন আপনার এত প্রশংসা করতেন। সে মানুষ চিনত।'

হাসল ভার্জিনিয়া; তারপর গাড়িতে কাগজের বাক্সে ভর্তি ফাইলশুদ্ধ কাগজ নিয়ে রওয়ানা হল।

□ নয় □

দুপুর নাগাদ ভার্জিনিয়া পেরি ম্যাসনের অফিসে পেঁছে গেল।

গার্টি ওকে দেখে মিষ্টি হেসে বলল, 'হ্যাল্লো মিস ব্যাক্সটার, সবাই আপনার জন্য অপেক্ষায় আছেন। আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

গার্টি ফোন করে জানাতেই ডেলা স্ট্রিট দরজা খুলে বেরিয়ে এল। 'এদিকে আসুন ভার্জিনিয়া। আপনার জন্য ঢের খবর আছে।'

ডেলার পিছনে এগিয়ে ভার্জিনিয়া পেরি ম্যাসনের ব্যক্তিগত অফিসে প্রবেশ করেই ম্যাসনকে বেশ চিন্তিত দেখতে পেল।

'তোমার সেই রহস্যময় আগন্তুকের পরিচয় জানতে পেরেছি, ভার্জিনিয়া', ম্যাসন

বললেন, 'যে নিজের নাম জর্জ মেনার্ড বলেছিল। পুলিশ তাকে পার্কিং টিকিট দিয়েছিল। ওর লাইসেন্স নম্বর ও ডি টি ০৬২। সেই গাড়ির মালিকানা যার সে তোমার বর্ণনা মতই সেই লোক।'

'লোকটা কে?'

'তার আসল নাম জর্জ ইগান, সে লরেটা ট্রেন্ট নামে এক মহিলার সোফার। আমরা খোঁজ করে— ।'

'লরেটা ট্রেন্ট?' অবাক হয়ে বলে উঠল ভার্জিনিয়া।

'তুমি তাকে চেনো?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ—তার কিছু আইনি কাজকর্ম আমরা করেছিলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে তার একটা উইল আমরা করে দিই। আমার অস্পষ্ট মনে পড়ছে উইলটা একটু যেন অদ্ভূত ছিল। আত্মীয়রা এক হিসেবে কমই পাচ্ছিল বেশির ভাগ অংশই পাচ্ছিল একজন বাইরের লোক। সে একজন নার্স—নাহয় একজন ডাক্তারও হতে পারে। আবার—আবার সে সোফারও হতে পারে।'

ম্যাসন এবার বললেন, 'আমরা আরও অবাক হওয়ার মত কিছুও এই সঙ্গে জানতে পেরেছি।'

'ওই সোফার সম্পর্কে?'

'না, লরেটা ট্রেন্ট সম্পর্কে। সম্প্রতি তিনি খাদ্যে বিষক্রিয়ার মত কিছুতে কয়েকবার আক্রান্ত হন। হাসপাতালের বিবরণ অনুযায়ী সেটা।

ভার্জিনিয়া বলল, 'আমি উইল সংক্রান্ত সব কাগজ নিয়ে এসেছি। সব গাড়িতে আছে। এগুলো থেকে যদি কোন সাহায্য হয় ··।'

'অনেক সাহায্য হবে', ম্যাসন বললেন। 'তোমাকে আমাদের গোয়েন্দা পল ড্রেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাই। সে আমাদের সমস্ত তদন্তে সাহায্য করে আর সে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর প্রধান। ওকে একবার ফোন কর, ডেলা।'

ডেলা স্ট্রিট ফোনে পলকে বলল, 'পল, ডেলা বলছি। পেরি একবার তোমাকে তার অফিসে ডাকছেন।'

ও এবার ম্যাসনের দিকে তাকাল। 'পল এখনই আসছে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দরজায় ড্রেকের সাংকেতিক শব্দ শোনা গেল।

ডেলা দরজা খুলে ওকে ঢুকতে দিল।

'পল', ম্যাসন বললেন, 'ইনি ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার। তোমার হয়তো জানা নেই ও আমার মক্কেল আর ওরই তদন্তের কাজ তুমি সম্প্রতি করছ।'

'বুঝলাম', পল বলল ভার্জিনিয়ার দিকে হেসে তাকিয়ে। 'আলাপ করে খুশি হলাম, মিস ব্যাক্সটার।'

ম্যাসন এবার বললেন, 'ওর গাড়িতে কিছু কাগজ আছে, নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে, পল?'

'বত ভারি হবে ?' ড্রেক জানতে চাইল। 'কাউকে ডাকতে হবে ?'

'ওহ না', ভার্জিনিয়া বলল। 'বিশ ইঞ্চি পুরু বাণ্ডিল। একজনই তুলতে পারবে।'

'চলুন তাহলে', ড্রেক বলল।

'আর একটা কথা, মিঃ ম্যাসন, 'ভার্জিনিয়া বলল। 'জুলিয়ান ব্যানকের খামার থেকে আপনাকে ফোন করতে গেলে একজন লোক সেখানে গিয়েছিল।

'কোন লোক ?

'যে আমার কাছে গিয়েছিল। যার নাম বললেন ইগান, মিসেস ট্রেণ্টের সেই সোফার।'

'সে কি চাইছিল ?'

'সে ডিলানো ব্যানকের কাগজপত্র দেখতে চাইছিল—জুলিয়ান ওকে বলে আমি কিছুক্ষণ পরেই ফিরব তাই সে অপেক্ষা করতে পারে।'

'তারপর ?'

'লোকটা প্রায় লাফিয়ে উঠে গাড়ি নিয়ে পালায়।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বলে ড্রেকের দিকে তাকালেন। 'কাগজগুলো আনো, পল।'

ড্রেক ভার্জিনিয়ার সঙ্গে ওর গাড়ির কাছে গিয়ে ফাইলের বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়ে ম্যাসনের অফিসে ফিরে এল।

ম্যাসন বললেন, 'টি' অক্ষর দিয়ে শুরু ফাইল দিয়েই শুরু করা যাক। কিভাবে ফাইল রাখা হত, ভার্জিনিয়া ?'

'অক্ষর অনুযায়ী পরপর', ভার্জিনিয়া বলল। 'যেমন 'টি-এ', 'টি-বি', 'টি-সি', 'টি-ডি', এই রকম পরপর।'

'বুঝেছি', ম্যাসন বললেন। 'তাহলে টি-এতে লরেটা ট্রেণ্টের নাম যেখানে থাকতে পারে সেখান থেকেই শুরু করা যাক।'

ফাইল খোলা হতেই ম্যাসন, ডেলা, পল ড্রেক আর ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার দ্রুত সবগুলো কাগজ উল্টেপাল্টে দেখে চলল।

কিছুক্ষণ দেখার পর ম্যাসন বললেন, 'নাঃ, এর মধ্যে লরেটা ট্রেণ্টের কোন উইলের প্রতিলিপি নেই দেখা যাচ্ছে।'

'কিন্তু আমরা তার উইল করেছিলাম বেশ মনে আছে', ভার্জিনিয়া বলল।

'আর জর্জ ইগান ডিলানো ব্যানকের ফাইলের মধ্যে কিছু কার্বন কপির খোঁজ করছিল আর সে হলো লরেটা ট্রেণ্টের সোফার।'

ম্যাসন এরপর পল ড্রেকের দিকে তাকালেন।

'লরেটা ট্রেণ্টের সেই হজমের গোলমালের জন্য কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় ?'

'ফিলিপস মেমোরিয়াল হাসপাতাল', ড্রেক বলল।

ম্যাসন ডেলাকে এবার বললেন, 'ওই হাসপাতালে ফোন করতো, ডেলা।'

ডেলা ডায়াল ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ পরে জানাল, 'ফিলিপস মেমোরিয়াল হাসপাতাল, চিফ।'

ম্যাসন ফোন ধরে বললেন, 'ফিলিপস মেমোরিয়াল হাসপাতাল ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম পেরি ম্যাসন, অ্যাটর্নি' আমি আপনাদের একজন রোগিণী সম্পর্কে কিছু খবর জানতে চাই।'

'দুঃখিত এরকম খবর জানানো হয়না।'

'শুধু নিয়ম মাফিক কিছু খবর', ম্যাসন বললেন। 'রোগিনীর নাম লরেটা ট্রেন্ট। আপনারা গত সাত মাসে তিনবার তার চিকিৎসা করেন। আমি তার চিকিৎসকের নাম জানতে চাইছিলাম।'

'একটু ধরুন, এ খবর দিতে পারব।'

কিছুক্ষণ পরে আবার শোনা গেল, 'ওঁর চিকিৎসকের নাম ডঃ ফেরিস অ্যাল্টন। তিনি র‍্যান্ডাল বিল্ডিং-এ আছেন।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন ডেলাকে বললেন, 'এবার দেখ ডঃ অ্যালটনের নার্সকে পাওয়া যায় কিনা।'

'তার নার্স ?' ডেলা অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ, ডঃ অ্যালটনের সঙ্গে কথা বলার আগে তার নার্সের সঙ্গেই কথা বলা দরকার। ডাক্তার অবশ্যই এ সময় প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবেন।'

ডেলা স্ট্রিট ডায়াল ঘুরিয়ে নম্বর ধরার পর রিসিভার এগিয়ে দিল।

ম্যাসন বললেন, 'সুপ্রভাত, আমি অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসন বলছি। আমি জানি ডঃ অ্যালটন খুবই ব্যস্ত আছেন তবু আমি তার একজন রোগিনী সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাইছিলাম তার সঙ্গে।'

'বিখ্যাত আইনজ্ঞ পেরি ম্যাসন ?' মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল।

'তাই।'

'ওহ—আমার ধারণা উনি কথা বলবেন। একটু ধরুন, আমি লাইন দিচ্ছি।'

'খুবই খুশি হলাম', ম্যাসন বললেন।

একটু অবকাশের পর কারো ক্লান্ত, অধৈর্য স্বর শোনা গেল, 'ডঃ ফেরিস অ্যালটন কথা বলছি।'

'আমি অ্যাটর্নি পেরি ম্যাসন', ম্যাসন বললেন। 'আপনার একজন রোগিনী সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাইছিলাম।'

'কি ধরণের কথা ? রোগিনীই বা কে ?'

'লরেটা ট্রেন্ট', ম্যাসন বললেন। 'গত কয়েক মাসে তাকে কয়েকবার হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন।'

'ব্যাপার কি ?' ডঃ অ্যালটনের গলায় অসহিষ্ণু ভাব জেগে উঠল।

'ওর রোগ কি ছিল বলতে পারেন ?'

'তা পারি না', ডঃ অ্যালটন তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন।

'বেশ, তাহলে আমিই কিছু বলি আপনার হয়তো আগ্রহ জাগবে। আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে লরেটা ট্রেন্ট একটা উইল করে আর সেই উইল এক্সিকিউট করা হয় ডিলানো ব্যানক নামে একজন অ্যাটর্নি'র অফিসে। সেই অ্যাটর্নি বর্তমানে প্রয়াত। কিছু লোক ওই উইলের প্রতিলিপি সংগ্রহের জন্য বেআইনি চেষ্টা চালাচ্ছে। আর লরেটা ট্রেন্টের কাছে সম্পর্কিত কিছু লোক এই অনুসন্ধানের কাজে আগ্রহী।

'এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট যে লরেটা ট্রেন্টের রোগ নির্ণয় যথাযথ হয়েছিল ?'

'অবশ্যই। না হলে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিতাম না।'

'সাধারণ ভাবে ধরে নিচ্ছি', ম্যাসন বললেন, 'যে তিনি··· ।'

'বেশ, তাতে কি ?'

আর ম্যাসন বললেন, 'আমার সামনে ওষুধ ও ভেষজ বিষ তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু ডাক্তারি তথ্য রয়েছে। আমি দেখছি যে একথা স্বীকৃত বহু ক্ষেত্রেই চিকিৎসারত চিকিৎসকেরা আর্সেনিকের বিষক্রিয়া নির্ণয়ে সক্ষম হননা যেহেতু এর লক্ষণ অনেকটাই আন্ত্রিকেরই মত।'

'অতএব', ম্যাসন বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন যদি প্রশ্ন করি আপনার রোগিনীর মধ্যে পৈটিক সংকোচন, পায়ে সংকোচন, পাকস্থলীতে জ্বালা আর— ।'

'হা ঈশ্বর !' ডঃ অ্যালটন বলে উঠলেন।

ম্যাসন এবার চুপচাপ ডাক্তারকে কিছু বলতে দিতে চাইলেন।

'কেউই সম্ভবত লরেটা ট্রেন্টকে বিষ প্রয়োগ করতে চাইবে না', ডঃ অ্যালটন বললেন।

'কি করে তা জানলেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

আবার নীরবতা নেমে এল।

এ ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কোথায় ?' ডঃ অ্যালটন এবার প্রশ্ন করলেন।

ম্যাসন উত্তর দিলেন 'এর মধ্যে আমার জড়িয়ে পড়া হঠাৎই। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে চাই যে আমি যে মক্কেলের হয়ে কাজ করছি তার সঙ্গে লরেটা ট্রেন্টের স্বার্থের কোন সংঘাত নেই আর তাই আপনি আপনার পেশাদারী বিশ্বস্ততা নষ্ট না করেও কথাটা আমাকে না জানানোরও কোন কারণ তাই নেই।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আপনি আমাকে ভাববার মত কিছু দিয়েছেন, ম্যাসন। লরেটার রোগের উপসর্গের সঙ্গে আর্সেনিক বিষের মিল আছে অনেকটাই। আপনার

একথাও ঠিক যে চিকিৎসকেরা এই ধরণের রোগের চিকিৎসা করার সময় স্বভাবতই আর্সেনিকের বিষ প্রয়োগে হত ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন না। এই ধরণের ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাই পেটের রোগ বলেই রায় দেওয়া হয়ে থাকে।'

'এই কারণেই আপনাকে ফোন করেছি', ম্যাসন বললেন।

'আপনার কোন প্রস্তাব আছে? ডঃ অ্যালটন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন। 'আমার প্রস্তাব হলো আপনার রোগিনীর মাথার চুলের কিছু নমুনা একেবারে গোড়া থেকে তুলে নিন, আর সম্ভব হলে তার নখের কিছু নমুনা নিয়ে দেখা যেতে পারে তাতেও আর্সেনিকের অস্তিত্ব আছে কিনা। ইতিমধ্যে আমি এও বলব আপনার রোগিনী যাতে অযথা ভয় না পান তাও দেখবেন আর বিশেষ কোন নার্সের সহায়তায় তার খাদ্যে নজর রাখা হবে চব্বিশ ঘণ্টা ঘড়ির কাঁটা ধরে। আমি এও ধরে নিতে পারি যে আপনার রোগিনী এই সব ব্যবস্থার খরচ মেটানোর ক্ষমতা রাখেন?'

'অবশ্যই' ডঃ অ্যালটন বললেন, '...ঈশ্বরের শপথ, ওর যেরকম হৃৎপিণ্ডের অবস্থা তাতে বারবার এ ধরণের রোগাক্রমণ তার সহ্য হবেনা। শেষবার ওকে সাবধানও করেছি। আমার ধারণা ছিল এসব খাদ্য থেকে হচ্ছিল। রসুন দেয়া মেক্সিকান খাবার ওর খুবই পছন্দের জিনিষ অথচ সেটা ওর পক্ষে ভাল নয়— আর এরই আড়ালে খুবই সহজে আর্সেনিক প্রয়োগও সম্ভব—ম্যাসন, আপনি কতক্ষণ অফিসে থাকছেন?'

'সারা বিকেলই থাকব, ম্যাসন বললেন 'ছুটির পর আমাকে দরকার হলে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর মাধ্যমে আমাকে পাবেন। ফোন করে পল ড্রেককে ডাকবেন। আমার অফিসের বাড়ির একই তলায় ওর অফিস।

'আপনাকে জানাব', ডঃ অ্যালটন বললেন। 'ইতিমধে আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে প্রশ্ন তোলার মত কিছু না ঘটে।'

'দয়া করে আপনার রোগিনীকে অযথা ভয় পাইয়ে দেবেন না যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হচ্ছি', ম্যাসন বললেন।

'বুঝেছি', তীব্রস্বরে বললেন ডঃ অ্যালটন। 'চুলোয় যাক, ম্যাসন, আজ পঁচিশ বছর আমি চিকিৎসা করছি—হা ঈশ্বর, আপনি আমাকে একেবারে ঝাঁকুনি খাইয়েছেন...আর্সেনিক প্রয়োগের জলজ্যান্ত উদাহরণ সত্বেও আমি কোন সন্দেহ করিনি—বিদায়।'

ফোনের লাইন এরপর খট্ করে কেটে গেল।

ম্যাসন এবার ভার্জিনিয়ার দিকে তাকালেন। 'তোমাকে আটকে রাখতে চাইনা, ভার্জিনিয়া কিন্তু এটা চাই যেন দরকার হলেই তোমাকে পাই। বাড়ি ফিরে অদ্ভুত রকম কিছু দেখলেই আমাকে জানাবে।'

পল ড্রেক বলল, 'কিন্তু, পেরি, ওরা একটা উইলের কপি দিয়ে কিছুই তো প্রমাণ

করতে পারবে না। তাই না?'

'কোন কোন সীমায়িত শর্ত অনুযায়ী পারে', ম্যাসন বললেন। যদি কোন উইল হারিয়ে যায় তাহলে সাধারণত ধরা হয় উইলকারী নিজেই তা নষ্ট করেছেন। কিন্তু যদি ধরা যায় আগুন লেগে কোন উইল পুড়ে গেছে তাহলে উইলকারীর মৃত্যু হয়ে থাকলে দ্বিতীয় সাক্ষ্যের সাহায্যে এটা প্রমাণ সম্ভব। অবশ্য আমি তা ভাবছি না।'

'কি ভাবছ তাহলে?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

ম্যাসন ভার্জিনিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, 'এখনই বলতে পারছি না।' এরপর তিনি ভার্জিনিয়াকে বললেন, 'তুমি এবার বাড়ি যাও। তুমি লরেটা ট্রেন্টের সোফার ওই জর্জ ইগানের কাছ থেকে ফোন পেতে পার। মনে রেখ সে জর্জ মেনার্ড বলে নিজেকে পরিচিত করে। সে যদি ফোন করে তাহলে সতর্ক থেকো সে আসলে কে তুমি জানতে পেরেছ। সে যদি কোন রকম প্রস্তাব দেয় তুমি যেন তাতে আগ্রহী এমন ভাব দেখাবে তারপর সময় কাটানোর চেষ্টা চালাবে। ইতিমধ্যে আমাকে বা ড্রেককে ফোন করবে। আমাদের জানাবে সে কি চায়।'

'ওর কথায় রাজি এমন ভাব দেখাব?'

'ঠিক তাই। সে যদি কিছু টাইপ করতে বলে তাহলে প্রতিটি কাগজের জন্য নতুন কার্বন ব্যবহার করবে।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?'

'আপাতত তা মনে হয় না, অবশ্য যদি না তাকে বুঝতে দাও তুমি ও সত্যিই কে জান।'

'ঠিক আছে, তাই করব।'

'ভাল মেয়ে', ম্যাসন বললেন, 'এবার বাড়ি যাও।'

ভার্জিনিয়া একটু নার্ভাস ভঙ্গীতে হেসে বিদায় নিল।

'ওই সোফার আবার আসবে ভাবছ কেন?' ড্রেক জানতে চাইল।

'সে যা খুঁজছিল তা যদি না পেয়ে থাকে তাহলে সে ফিরে আসবেই', ম্যাসন বললেন। 'দুজন লোক একটা কাগজ খুঁজছে? ফাইলে যখন সেটা নেই তখন একজন নিশ্চয়ই সেটা হাতিয়েছে, অতএব অন্যজন আসবেই।'

'এর সারবত্তা কতখানি?'

'সেটা বলতে পারব লরেটা ট্রেন্টের চুল আর নখ পরীক্ষার ফল জানার পরেই। কোন লোক শুধু উইলের কপির উপর নির্ভর করতে পারে না যদি না দুটো ব্যাপার ঘটে।'

'কোন দুটো ব্যাপার?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'প্রথমটা হলো আসল উইলটা হারিয়ে গেছে আর যে এফিডেবিট করেছে সে মৃত।'

'ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবছ?'

'হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ',' ম্যাসন বললেন। 'কিন্তু যতক্ষণ না ওই পরীক্ষার আসেˇনিকের কথাটা জানতে পারছি ততক্ষণ আমার হাত পা বাঁধা। এবার অফিসে যাও, পল. ফোন পেলেই কাউকে ভার্জিনিয়ার বাড়িতে পাঠানোর জন্য তৈরী থাকা চাই।

□ দশ □

মাথায় কালো চুল, ছাঁটা গোঁফ আর তীক্ষ্ণ কালো চোখ লোকটা ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের বাড়ির সামনে একটা গাড়িতে বসে ছিল।

ভার্জিনিয়া ওকে দেখেই চিনতে পেরেও না চেনার ভান দেখাল। ও একটু দূরে একটা বুথে ঢুকে ম্যাসনকে ফোন করল।

ম্যাসন ফোন ধরতেই ও বলল, 'লোকটা রাস্তার গাড়িতে অপেক্ষা করছে।'

'যে তোমার কাছে আগে এসেছিল?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে বাড়িতে গিয়ে ওর অপেক্ষা করে দেখ ও কি চায়। তেমন বুঝলে যে করে হোক আমাকে ফোন করবে', ম্যাসন বললেন।'

'তাই হবে', ভার্জিনিয়া বলল। 'বিশ বা ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমার ফোন পাবেন।' ভার্জিনিয়া রিসিভার রেখে লোকটাকে যেন দেখতেই পায়নি এই রকম ভাব দেখিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। কয়েক সেকেণ্ড কাটতে না কাটতেই বেল বেজে উঠল ওর।

ও দরজা খুললেও শিকলটা খুলল না। ওর চোখে পড়ল সে কালো চোখ সেই লোকটাই।

'ওহ মিঃ মেনার্ড',' ভার্জিনিয়া বলে উঠল, 'যা খুঁজছিলেন পেয়েছেন?'

লোকটা মিষ্টি হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'সেই ব্যাপারেই কথা বলতে চাই। ভিতরে আসতে পারি?'

সামান্য ইতস্তত করে ভার্জিনিয়া বলল, 'ওহ হ্যাঁ, আসুন না।'

শিকল খোলার পর লোকটা ঢুকে বলল, 'আমি আমার হাতের সব তাসই উপুড় করছি।'

ভার্জিনিয়া অবাক হয়ে তাকাল।

'আমি কোন মেশিন কেনাবেচার চুক্তি খুঁজছি না', লোকটি বলল। 'আমি অন্য কিছু খুঁজছি।'

'সেটা কি বলবেন?' ভার্জিনিয়া বলল।

'কয়েক বছর আগে মিঃ ব্যানক লরেটা স্লেণ্টের হয়ে অন্তত একটা উইল তৈরি

করেন', লোকটি বলল। 'আমার ধারণা একটা নয়, তিনি দুটো উইল করেন। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে আমি বলতে চাই উইল দুটো পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। অন্তত শেষেরটা।'

ভাজি'নিয়া বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'আমি কথাটা বুঝতে পারছিনা—আমাদের কাছে শুধু তো কার্ব'ন কপি ছিল। আসল উইল তো মিসেস ট্রেন্টের কাছেই থাকার কথা।'

'তা নাও সম্ভব।'

'কিন্তু কপিতে কি কাজ হবে?'

'অনেক লোকের আগ্রহ থাকা সম্ভব।'

ভ্রূ তুলল ভাজি'নিয়া।

'বিশেষ একজন আছেন যিনি ওই উইলের কপি হাতানোর ধান্দায় আছেন। আমি তার জন্য একটা ফাঁদ পাততে চাই।'

'কিভাবে?'

'আমার ধারণা অফিসে যে টাইপরাইটার ছিল সেটা আপনি কেনেন?'

'হ্যাঁ। মিঃ ব্যানকের ভাই সেটা আমাকে দেন।'

লোকটি টেবিলে রাখা টাইপরাইটারটা ইঙ্গিত করে বলল, 'ওটা পুরনো মডেলের?'

'হ্যাঁ। বহুদিনই অফিসে ছিল। খুব কাজের ওটা। যেমন মজবুত তেমন চমৎকার। ক্রেতারা তেমন ভাল দাম দিতে না চাওয়ায় মিঃ ব্যানকের ভাই ওটা আমাকেই রেখে দিতে বলেন।'

'তাহলে আপনি ওটাতে তিন চার বছরের পুরনো একটা উইলের কার্ব'ন কপি নিশ্চয়ই টাইপ করতে পারবেন। কপিটা ওই সব কাগজপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে যে লোকটা কপি খুঁজছে তাকে বোকা বানাতে পারব।'

'এতে কোন কাজ হবে?' ভাজি'নিয়া জানতে চাইল।

'এতে ঢের কাজ হবে...আশা করি মিঃ ব্যানকের মক্কেল ছিলেন এমন একজনকে আপনি সাহায্য করবেন?'

ভাজি'নিয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাহলে বলতে চান লরেটা ট্রেন্ট নিজেই আমাকে অনুরোধ করবেন?'

'না, লরেটা ট্রেন্টের নিজেই অনুরোধ জানানোর অসুবিধা আছে, তবে আপনাকে এটা বলতে পারি একাজ তার খুবই পক্ষে যাবে।'

'আপনি তার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত?'

'আমি তার হয়েই কথা বলছি।'

'আপনার সঙ্গে তার পরিচয় কি রকম জানতে চাইলে অন্যায় হবে?'

লোকটি মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'কোন কোন ব্যাপারে টাকাই কথা বলে।' সে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বের করে একটা একশ ডলারের নোট বের করার পর আরও

একটা একশ ডলারের নোট বের করল। একে একে মোট পাঁচখানা একশ ডলারের নোট।

ভার্জিনিয়া যেন একটু চিন্তা করে বলল, 'আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। মিঃ ব্যানক তার কাগজপত্রে নিজের নাম ছাপিয়ে রাখতেন।'

'একথা তো জানতাম না', লোকটি বলল।

'অবশ্য সৌভাগ্যের কথা আমার কাছে তার কিছু কাগজ আছে।'

'আশা করি আপনি ভালই কাজ করতে পারবেন', লোকটি বলল।

'আপনাকে কিন্তু কথা দিতে হবে এ ব্যাপারে কোন জোচ্চুরি নেই', ভার্জিনিয়া বলল।

'ওহ নিশ্চয়ই। আমরা মিসেস ব্রেণ্টের একজন আত্মীয়কেই ফাঁদে ফেলতে চাইছি।'

একটু ইতস্তত করল ভার্জিনিয়া। ও বললো, 'ব্যাপারটা একটু ভাববার সময় পাবো?'

'আমার ভয় হচ্ছে তা পাবেন না, মিসেস ব্যাক্সটার। আমাদের সময় ভয়ানক কম, আপনি তাই রাজি হলে এখনই কাজটা করতে হবে।'

'এখনই বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?'

টাইপরাইটারটা ইঙ্গিত করে লোকটি বলল, 'এই মুহূর্তেই।'

'এই উইলে কি চাইছেন আপনি?'

লোকটি বলল, 'সাধারণ ভাবেই লিখবেন, যেমন উইলকারিণী সুস্থ মস্তিষ্কে উইল করছেন যে তিনি একজন বিধবা তার কোন সন্তান নেই, আর তার দুজন বোন আছেন যারা বিবাহিত। তাদের একজন ডায়ান, বেরিং ব্রিগসের স্ত্রী এবং অন্যজন হলেন ম্যাক্সিন, গর্ডন কেলভিনের স্ত্রী। এরপর লিখবেন যে আপনি নিশ্চিত যে আপনার আত্মীয় স্বজনেরা প্রত্যেকেই অতি স্বার্থপর তাই আপনি আপনার বোন ডায়নাকে একশ হাজার ডলার দিচ্ছেন। আপনার অন্য বোন ম্যাক্সিনকেও দিচ্ছেন একশ হাজার ডলার। এইসঙ্গে অপনি আপনার দুই বোনের স্বামী যথাক্রমে বেরিং ব্রিগস ও গর্ডন কেলভিনকে দশ হাজার ডলার দিচ্ছেন। এইসঙ্গে আপনি আপনার বিশ্বস্ত ও অনুগত সোফার জর্জ ইগানকে তার সারা জীবনের সেবার জন্য অবশিষ্ট সম্পত্তি ও অর্থ দান করছেন।'

ভার্জিনিয়া বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না এতে লাভ কি হবে?'

লোকটি এবার বলল, 'এবার আপনি আরও একটা উইল টাইপ করবেন তাতে লিখবেন যে উইলকারিণী বুঝতে পেরেছেন তার আত্মীয়রা সকলেই অত্যন্ত স্বার্থপর আর তাদের তাঁর প্রতি কোন ভালবাসা নেই তাই দুই বোনের প্রত্যেককে এক হাজার ডলার হিসেবে দিচ্ছেন আর বোনেদের স্বামীদেরও দিচ্ছেন এক হাজার ডলার করে। এরপর বাকি সমস্ত অর্থ আর এস্টেটের সব কিছু দিচ্ছেন সোফার জর্জ ইগানকে।'

ভার্জিনিয়া কিছু বলতে যেতেই হাত তুলে বাধা দিল লোকটি।

'আমরা জাল উইল দুটো মিঃ ব্যানকের কাগজপত্রের মধ্যে রেখে দেব। আমি নিশ্চিত যারা খুঁজছে তারা এদুটো খুঁজেও পাবে, তারা লরেটা ট্রেন্টের উইলের সারমর্ম আগেই জানতে চায়।'

'কিন্তু আপনি বুঝছেন না', ভার্জিনিয়া বলল, 'এই উইল কোনই কাজে আসবে না কারণ উইলে সাক্ষী হিসেবে মিঃ ব্যানক আর আমি সই করতাম। ওরা যদি আমার কাছে জানতে চায় আমি সাক্ষী ছিলাম কিনা, আমি তাদের বলব এই দুটো উইলই একদম জাল আর আমিই সম্প্রতি টাইপ করি আর—।'

লোকটি হেসে বাধা দিল, 'ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন না, মিসেস ব্যাক্সটার? আপনি এই পাঁচশ ডলার তুলে নিয়ে টাইপ শুরু করে দিন।'

'আপনি যতক্ষন এখানে থাকবেন আমার নার্ভাস ভাব কাটবে না। উইলের বয়ানও আমাকে ভাবতে হবে। আপনি বরং পরেই আসুন।'

লোকটি দৃঢ় ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি এখনই ও দুটো নিয়ে যেতে চাই। আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার ইতস্তত করলেও ওর মনে পড়ল ম্যাসন কি বলেছিলেন, তাই টেবিলের সামনে গিয়ে কয়েকটা কাগজ বের করল যাতে ডিলানো ব্যানকের নাম লেখা। এরপর কয়েকটা নতুন কার্বন বের করে কাগজের মধ্যে ঢুকিয়ে টাইপ শুরু করল।

ত্রিশ মিনিট পরে টাইপ শেষ হলে ওর সেই অতিথি দুটি নথীর কার্বন কপি পকেটে পুরে বলল, 'এবার প্রথমটা নষ্ট করতে হবে, ভার্জিনিয়া। আসলে আমিই নষ্ট করব।'

সে প্রথম কাগজটা নিয়ে ভাজ করে পকেটে ঢোকাল।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে মাথা নুইয়ে বলল, আপনি খুব ভাল মেয়ে।'

ভার্জিনিয়া তাকে এলিভেটরে উঠতে দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দরজা বন্ধ করে ফোনের রিসিভার তুলে ম্যাসনকে তার অফিসে ফোন করে সব কথা জানাল।

'তোমার কাছে কোন কপি আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'শুধু কার্বন পেপারই আছে', ও বলল। 'লোকটা দারুণ চালাক, সে আসল প্রথম কাগজ দুটো নিয়ে গেছে, তবে আমি যে দুবার নতুন কার্বন ব্যবহার করি সে লক্ষ্য করেনি।' ওই কার্বন আলোর সামনে ধরলে কি টাইপ করেছি পড়া যাবে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'ওই কার্বন কপি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার আমার এখানে চলে এস।'

□ এগারো □

ভার্জিনিয়া ম্যাসনের সামনে বসার পর তিনি কার্বন দুটো পরীক্ষা করতে শুরু করলেন।

তিনি এবার ডেলা স্ট্রিটকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ডেলা, দুটো বোর্ডের মধ্যে রেখে এই কার্বন দুটো খামে ভরে সীল করে রাখ যাতে ভাঁজ না পড়ে।'

ডেলা তাই করলে ম্যাসন বললেন, 'ভার্জিনিয়া, তুমি এই সীলের উপর বেশ কয়েকটা সই করে দাও।'

'এটা কেন?'

'এটাই বোঝাতে যে খামটা কেউ খোলেনি।'

ভার্জিনিয়া তাই করার পর ম্যাসন তার সামনে বসলেন।

'এবার শোন', তিনি বললেন, 'তোমার গাড়ি নিয়ে মাথা ঘামিও না কারণ গাড়ি রাখার জায়গা পাবে না আর সময় তোমার খুবই কম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পোষ্ট অফিসে যাও আর খামখানা তোমার নামে রেজিস্ট্রি করে দাও।'

'তারপর কি করব?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল।

'এবার মন দিয়ে শোন', ম্যাসন বললেন, 'খামখানা যখন তোমার কাছে পেঁছবে এটা কিছুতেই খুলবে না। যেভাবে সীলমোহর আছে তাই যেন থাকে।'

'বুঝেছি', ভার্জিনিয়া বলল। 'আপনি বোঝাতে চান যে তারিখে আমি— ।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন।

খামটা তুলে নিয়ে ভার্জিনিয়া দরজার দিকে এগোল।

'তোমার বাড়িতে খাবারদাবার কতটা আছে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'মানে, আমি···আমার কাছে মাখন, পাউরুটি, টিনের খাবার, কিছু মাংসও আছে··· ।'

'দরকার হলে চব্বিশ ঘণ্টা চলবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ম্যাসন বললেন, 'তাহলে বাড়িতে যাও আর দরজার শিকল খুলবেনা বা কাউকেই ঢুকতে দেবে না। কেউ এলে বলবে একজন অতিথি এসেছে তুমি তাই ব্যস্ত আছ আর তার নাম জেনে আমাকে ফোন করবে।'

'কেন?' ভার্জিনিয়া জানতে চাইল। 'আপনি কি ভাবছেন আমার কোন··· কোন বিপদ হতে পারে?'

'তা জানিনা', ম্যাসন বললেন, 'শুধু জানি সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ একজন তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে। আমি চাই না এটা আবার ঘটুক।'

'আমিও চাই না', ভার্জিনিয়া সজোরে বলল।

'ঠিক আছে, এবার পোষ্ট অফিসে যাও, সেখান থেকে বাড়ি।'

ভার্জিনিয়া বিদায় নিলে ডেলা ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল, 'ওর বিপদ হতে যাবে কেন?'

ম্যাসন বললেন, 'নিজেই ভেবে দেখ। একটা উইল করা হল। এতে দুজন সাক্ষী হিসেবে সই করল। ওর সঙ্গে এমন কিছু করা হল যাতে ওর মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়। এরপর অন্য এক নতুন মতলব।'

'কিন্তু ওই জাল উইলের কি হবে। আইনে তো এর কোন দামই নেই।'

'কি করে জানলে?' ম্যাসন বললেন। 'ধর আরও দুজন মারা গেল, তখন কি হবে?'

'কোন দুজন লোক?' ডেলা প্রশ্ন করল।

লরেটা ট্রেন্ট আর ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার। হয়তো আগুনে লরেটা ট্রেন্টের বাড়িও পুড়ে গেল। ধরা যাক উইলও আগুনে পুড়ে ছাই হলো। লোকে এবার উইলের কপি খুঁজে বের করে উইলের বক্তব্য প্রমাণ করতে চাইবে। তারা দুটো উইল খুঁজে পারে। তাতে দেখা যাবে লরেটা ট্রেন্ট তার আত্মীয়দের সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। এখন ডেলানো ব্যানকও মৃত, ধর ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারও মারা গেল।'

ডেলা স্ট্রিটের চোখের পাতা দ্রুত পিটপিট করতে চাইল। 'ওহ ভগবান… আপনি নিশ্চয়ই পুলিশে জানাবেন?'

'এখনও না', ম্যাসন বললেন, 'তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানাব। কথা হলো একজন অ্যাটর্নিকে এরকম অভিযোগ করতে গেলে আরও নির্দিষ্ট প্রমাণ চাই।'

□ বারো □

ম্যাসন ঠিক অফিস বন্ধ মুহূর্তেই ডঃ অ্যালটন টেলিফোন করলেন।

'আমি একবার এলে কোন অসুবিধা হবে?' ডঃ অ্যালটন প্রশ্ন করলেন।

'আমি অপেক্ষা করছি', ম্যাসন বললেন।

'আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি', ডঃ অ্যালটন বললেন।

ম্যাসন ফোন রেখে ডেলাকে বললেন, 'তুমি কি থাকতে পারবে, ডেলা?'

'খুবই খুশি হব, চিফ, ডেলা বলল।

'তারপর একসঙ্গে ডিনারে যাব।'

'একজন সেক্রেটারিকে এরকম লোভ দেখানো উচিত নয় কিন্তু', হাসল ডেলা।

হাসলেন ম্যাসন। 'ডঃ অ্যালটন এলেই নিয়ে আসা চাই।'

একটু পরেই ডঃ অ্যালটনকে নিয়ে অফিসঘরে ঢুকল ডেলা।

ডঃ অ্যালটন ম্যাসনের করমর্দন করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দারুণ

খুশি হলাম, মিঃ ম্যাসন। ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব বলেই এসেছি। প্রসঙ্গত বলি আমার কাছে দুটো শিশিতে আমার রোগিণীর হাতের নখের কাটা টুকরো আর গোড়াসুদ্ধ কয়েকটা চুল রয়েছে। এখন এগুলো আমিই পরীক্ষা করাবো না আপনিই করাবেন?'

'আমাকেই বরং করতে দিন', ম্যাসন বললেন। 'এটা হলে প্রচার কম হবে, তাছাড়া আমার এমন জানা জায়গা আছে যেখান থেকে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পাব।'

'আপনি করলেই খুশি হব', ডঃ অ্যালটন বললেন। 'কিন্তু আপনি আমার মনে এমন সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে অস্বস্তি হচ্ছে রিপোর্টে আর্সেনিকের প্রমাণ পেতে চলেছি। প্রথম ওই রোগের আক্রমণ ঘটে সাড়ে সাত মাস আগে। দ্বিতীয়টি ঘটে পাঁচ সপ্তাহ আগে আর সবশেষে এক সপ্তাহ আগে।'

'খাওয়া সম্পর্কে কোন হিসেব রেখেছেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমি অতখানি মূর্খ নই', ডঃ অ্যালটন বললেন। 'আমি জানার চেষ্টা করি এটা কোন অ্যালার্জি থেকে হয়েছিল না খাদ্যে বিষক্রিয়ায়। প্রত্যেকক্ষেত্রেই উনি মেক্সিকান খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন।'

'কে সেটা রান্না করেছিল?'

'ওঁর একজন সোফার আছে জর্জ ইগান। সে বেশ কিছুদিন ধরেই আছে। লরেটা ট্রেন্ট তার প্রতি অনুরক্ত বটে—তবে সম্পূর্ণ কাজের নিরীখেই। লোকটার বয়সও কম, ওঁর চেয়ে পনেরো বছরের ছোটই হবে সে। সেই তাকে সব জায়গায় গাড়িতে নিয়ে যায়। সেই বাইরের সব রান্না করে, শিককাবাব, আলু ভাজা, টোস্ট সবকিছু। যতদূর জানি সে খুবই দক্ষ। সে মেক্সিকান খাবার রান্নাতেও ওস্তাদ।'

'এক মিনিট', ম্যাসন বললেন। 'মিসেস ট্রেন্ট কখনই শুধু নিজেরই জন্য মেক্সিকান খাদ্য রান্না করাতেন না। নিশ্চয়ই আরও কেউ কেউ ছিলেন।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'রোগের ইতিহাস জানার সময় আমার বিষ প্রয়োগের সন্দেহ জাগেনি। তাই আমি শুধু জানতে চেয়েছি রোগী কি খেয়েছেন। অন্যদের কথাও ভাবিনি। আমার বিশ্বাস অন্য আত্মীয়রাও হাজির ছিলেন। লরেটা ট্রেন্ট ছাড়া কারও কোন রোগ হয়নি।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন।

'এটা যদি বিষক্রিয়া হয়, এখন নিশ্চিত হয়েছি এটা তাই, তাহলে বলব অত্যন্ত কৌশলেই এটা প্রয়োগ করা হয়…এখন, মিঃ ম্যাসন, রোগিণীর প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। আমি এ রকম আবার হোক তা চাইনা।'

'কি করতে হবে আপনাকে বলেছি', ম্যাসন বললেন। 'তিনজন নার্স ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা করুন।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'তাতে কাজ হবেনা মনে হয় কারণ আমরা কোন শিশুকে আগলাচ্ছি না। আমরা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই যিনি

নিজের পথেই চলতে চান। তাছাড়া—তাছাড়া তার জন্য আলাদা খাদ্যের ব্যবস্থা করতে গেলে কারণ দর্শানো দরকার।'

ম্যাসনের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। 'ক'জন নার্স এখন রয়েছেন?'

'শুধু একজন···যে নার্স মাঝে মাঝেই তাকে দেখে।'

'ওই নখ আর চুল সংগ্রহ করলেন কিভাবে?'

ডঃ অ্যালটন একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'আমাকে সামান্য কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। আমি নার্সকে ফোন করে বলি মিসেস ট্রেণ্টকে যে ওষুধ দেব তাতে তার সাময়িক চামড়া জ্বালা করতে পারে তাই তিনি যেন গা না চুলকোন। তার নখ কেটে ফেলা দরকার। আমি নার্সকে একথাও বলি আমি মিসেস ট্রেণ্টের চুলও পরীক্ষা করতে চাই এটাই জানতে যে কোন চুলের লোশান থেকে অ্যালার্জি হয়েছে কিনা। আমি নার্সকে বলি মিসেস ট্রেণ্টের নখ আর কয়েকগাছা চুল যেন টেস্ট টিউবে ভরে রাখা হয়।'

ম্যাসন বললেন, 'নার্সরা বিষ সম্বন্ধে ট্রেনিং নেয়। আপনার কি মনে হয় ওই নার্স কিছু সন্দেহ করেছিল?'

'ওহ না', ডঃ অ্যালটন বললেন। 'আমি ওকে বলেছি আমি একটু ধাঁধায় পড়েছি। ওটা যে শুধু খাদ্যে বিষক্রিয়ায় হয়নি অন্য কিছুর সঙ্গে মিলেই হয় সেকথাই বলি।'

'নার্স এরকম কিছু বলেনি যে সে এই অনুরোধ অস্বাভাবিক ভাবছে?'

'আদৌ না। আমি যা বলি সে তাই করে। আমি বলি যে ওগুলো নিয়ে সে আমার অফিসে চলে আসে।'

ম্যাসন বললেন, 'আমার পরিচিত এক ল্যাবরেটরী আছে যারা ফরেনসিক ও বিষ সংক্রান্ত পরীক্ষা করে। ওদের দিলে আর্সেনিক আছে কি না জানা যাবে।'

'কত তাড়াতাড়ি পেতে পারবেন?'

'আমার ধারণা নৈশভোজের পরেই পেয়ে যাব', ম্যাসন বললেন।

'পেয়েই আমাকে ফোন করে জানাবেন', ডঃ অ্যালটন প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা, আপনার রোগীকে দেখাশোনার জন্য সারাক্ষণের নার্সের ব্যবস্থার কি হবে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

ডঃ অ্যালটন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ম্যাসন, আমি এখনই সে ব্যবস্থা করব। আপনার ফোন পেয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম বিষক্রিয়া নয় বিষপ্রয়োগ করা হয়। তবে রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার কথাটাই ভাবি। তবে ইতিমধ্যে আমি কিছু সাবধানতা নিয়েছি।'

'কি সাবধানতা?' ম্যাসন শীতল স্বরে বললেন।

'আমি নার্স অ্যানা ফ্লিচকে বলেছি আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই তাই রোগিণীকে আজ যেন সিদ্ধ ডিম আর টোস্ট ছাড়া আর কিছু দেওয়া না হয়। একথাও তাকে বলেছি ডিম সিদ্ধ আর টোস্ট যেন সে নিজেই করে।'

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন আপনি করেছেন', ম্যাসন বললেন। 'আমি শুধু জানতে চাই পরীক্ষায় আর্সেনিকের প্রমাণ মিললে আপনি কি করবেন?'

এবার ডঃ অ্যালটন সোজা ম্যাসনের দিকে তাকালেন, 'আমি সোজা আমার রোগিণীর কাছে গিয়ে বলব তিনি আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন, কোন খাদ্যে বিষক্রিয়া বা অ্যালার্জি থেকে নয়। আমি আরও জানাব আমরা কি করতে চলেছি কারণ যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল।'

ম্যাসন বললেন, 'আশা করি এটা হলে আপনি নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছেন কি ধরণের সার্কাসের খেলা শুরু হবে ওর আত্মীয় স্বজন, কর্তৃপক্ষ আর বাড়ির লোকজনের মধ্যে। তারা আপনাকে বলতে শুরু করবে আপনি হাতুড়ে ডাক্তার আর লরেটা ট্রেণ্টের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন।'

'উপায় নেই। ডাক্তার হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'আমরা সাড়ে নটা নাগাদ রিপোর্ট পাচ্ছি। আমার শুধু আপনার রোগিনীর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।'

'জানি, জানি', ডঃ অ্যালটন বললেন। 'এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। যা করছি আমার নিজ দায়িত্বেই করছি। আশা করি সব ব্যাপারটা গোপন রাখবেন। লরেটা ট্রেণ্ট যেন কোন রকম সন্দেহ না করে, তাহলে আমাদের সম্পর্ক ছেদ হতে দেরি হবে না।'

ম্যাসন বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার অবস্থান একজন জন প্রতিনিধিরই মত, ডাক্তার। প্রকৃতপক্ষে আমার কোন মক্কেল নেই। যুক্তি অনুযায়ী লরেটা ট্রেণ্টেরই আমার মক্কেল হওয়া উচিত ছিল, তবে আমি তার কাছে যাচ্ছি না।'

'আপনাকে যেতে হবে না', ডঃ অ্যালটন বললেন, 'যে মুহূর্তে পরীক্ষায় কোন বিষের প্রমাণ পাবেন আমিই তাকে সব ব্যাখ্যা করব আর আপনার এ বিষয়ে কতখানি সাহায্য পেয়েছি তাও জানাব। এই সঙ্গে এও জানাই এর জন্য সব খরচ তিনিই বহন করবেন। তবে ধরুণ এক্ষেত্রে যদি আপনার সন্দেহ মিথ্যা হয়—।'

ম্যাসন হেসে বাধা দিলেন', তাহলে সব খরচই আমাকে বহন করতে হবে আর আপনার সঙ্গে আমার বোঝাপড়াও হতে যাচ্ছে।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আমার মনের কথাই বলেছেন, এত ভাল আমি বলতে পারতাম না।'

'তাহলে সাড়ে নটার পরেই ফোনে জানতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ', ডঃ অ্যালটন বললেন। ম্যাসনের করমর্দন করে তিনি বিদায় নিলেন।

ডেলা স্ট্রিট ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিফ, ডঃ অ্যালটন সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?'

'জানো ডেলা, ভাবছি লরেটা ট্রেণ্টের উইলে ডঃ অ্যালটনই শেষ পর্যন্ত মূল প্রাপক কিনা', ম্যাসন বললেন।

ডেলার চোখ গোল হয়ে উঠল, 'হা ভগবান, আপনি কি বলতে চান… ?'

'ঠিক তাই। কিন্তু আর কোন কথা নয়, এবার ডিনারে যাওয়া যাক।'

'আর পরীক্ষার ফলাফল আপনি ডঃ অ্যালটনকে জানাবেন ?'

'আমি জানি', ম্যাসন বললেন, 'আমি একথা তাকে জানাব তারপর নিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা করব লরেটা স্ট্রেন্ট যাতে আর পেটের ওই গোলমালে ফের আক্রান্ত না হন।'

'তাহলে অবস্থা বেশ ঘোরালোই হয়ে উঠবে', ডেলা বলল।

'তা উঠবে বটে' ম্যাসন বললেন।

□ তের □

ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট ধীরে সুস্থে আয়েস করে নৈশভোজ সমাধা করছিলেন। ডেলা ল্যাবরেটারীতে জানিয়ে রেখেছিল রেস্তোরায় খবর পাঠাতে।

শিককাবাব, আলুভাজা আর আলুর টিকিয়া আর এক বোতল গিনেস স্টাউটে নৈশভোজ সেরে নিতে নিতে ম্যাসন আর ডেলা ব্যস্ত থাকার অবসরেই হেড ওয়েটারকে আসতে দেখা গেল।

ম্যাসন বলে উঠলেন, 'টেলিফোন হাতে পিয়ের আসছে দেখছি।'

হেড ওয়েটার এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার ফোন, মিঃ ম্যাসন।'

রিসিভার তুলে ম্যাসন বললেন, 'ম্যাসন বলছি।'

ওপাশ থেকে ল্যাবরেটরীর একজন সহকারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মিঃ ম্যাসন, আপনি যে নখ আর চুল পরীক্ষার জন্য দিয়েছিলেন তার দুটোতেই আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।'

'পরিমাণ কতখানি ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'সে পরীক্ষা করা হয়নি, শুধু আর্সেনিকের উপস্থিতিরই পরীক্ষা করেছি। চুলের মধ্যে পরপর দুবার বিষক্রিয়ার চিহ্ন আছে। নখের মধ্যেও আর্সেনিকের উপস্থিতি স্পষ্ট।'

'পরীক্ষা করে মোট পরিমাণ জানাতে পারবেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'যতটা পরিমাণ নখ আর চুল দিয়েছেন তাতে তা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'কথাটা আপাতত গোপন রাখবেন।'

'কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে না ?'

'একেবারেই না, কোন প্রয়োজন হবে না', ম্যাসন দৃঢ়স্বরে বললেন।

ম্যাসন এবার রিসিভার নামিয়ে রেখে হেড ওয়েটারকে দশ ডলার দিয়ে হাসলেন। 'এটা তোমার, পিয়ের।'

এরপর বিল মিটিয়ে ডেলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যাসন। একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে এবার তিনি ডঃ অ্যালটনকে ফোন করলেন।

একটু পরেই ডঃ অ্যালটনের গলা শোনা গেল', হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, বলুন।''

'পেরি ম্যাসন বলছি', ম্যাসন বললেন, 'পরীক্ষার আর্সেনিক দুটি ক্ষেত্রেই মিলেছে। চুলের পরীক্ষায় দেখা গেছে, পরপর দুবার বিষের ক্রিয়া হয়েছিল।'

সামান্য নীরবতা নেমে আসার পর ডঃ অ্যালটন বলে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর!'

ম্যাসন বললেন, 'উনি আপনার রোগিনী, ডাক্তার।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'দেখুন ম্যাসন, আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে আমি ওই লরেটা ট্রেন্টের উইলের একজন প্রাপক। তাই এই ব্যাপারটা আমাকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিতে চলেছে। আমি ঘটনাটা যেই লরেটা ট্রেন্টকে জানাব তার আত্মীয় স্বজনেরা খেপে আগুন হয়ে যাবে। তারা চাইবে অন্য ডাক্তার ডাকতে আর সেই ডাক্তারও যখন আমাদের কথা ঠিক বলে রায় দেবেন ওরা বলবে আমি আমার প্রাপ্য পেতে তাড়াহুড়ো করেছি।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনি যদি কথাটা নাও জানান তাহলে কি হবে সেকথাও ভেবে নেবেন আর চতুর্থবার কোন আক্রমণ হয়ে লরেটা ট্রেন্ট মারা গেলে কি দাঁড়াবে।'

'গত একঘণ্টা সেই কথাটা ভেবেই ছটফট করছি', ডঃ অ্যালটন বললেন। 'আমি জানতাম আমি যে ব্যবস্থা নিই আপনার তা পছন্দ হয়নি। আপনার ইচ্ছে ছিল কথাটা যেন নার্সকে জানাই। তবে এসব ভেবে এখন লাভ নেই। ম্যাসন, আমি ওখানে যাচ্ছি। আমার অত্যন্ত ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে থাকুন যখন রোগিনীর সঙ্গে কথা বলব। একজন পেশাদার কেউ সঙ্গে থাকা দরকার, তাছাড়া আমার একজন অ্যাটর্ণিরও প্রয়োজন। আমি দেখব মিসেস ট্রেন্ট যেন আপনার ফি মিটিয়ে দেন।'

'ওঁর ঠিকানা কি?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'অ্যালিসিয়া ড্রাইভে সুন্দর একখানা বাড়ি, নম্বর ২১১২। আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি। আমি আগে পৌঁছলে অপেক্ষা করব। আপনি আগে গেলে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

'ঠিক আছে, আমি আমার সেক্রেটারি ডেলা স্ট্রিটকে নিয়ে যাচ্ছি', ম্যাসন বললেন। 'কথাটা হল কিভাবে এগোবেন ভেবেছেন?'

'আমি আশাবাদী ছিলাম, হয়তো একটু কাপুরুষও', ডঃ অ্যালটন বললেন।

'ওকে সব খুলে বলবেন?'

'অবশ্যই। ওকে জানাব ওর জীবন বিপন্ন। আমি রোগ নির্ণয় করতে ভুল করেছি।'

'আপনি তাকে চেনেন', ম্যাসন বললেন। 'উনি কথাটা কিভাবে নেবেন ভাবছেন?'

'সে রকম ভাবে তাকে চিনিনা।'

'তাকে বেশিদিন চিকিৎসা করছেন না?'

'অনেক বছর ধরেই তার চিকিৎসক আমি', ডঃ অ্যালটন বললেন, 'তবু কথাটা কিভাবে নেবেন জানিনা। তিনি কিছুটা একরোখা।'

'খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার', ম্যাসন বললেন।

'আপনার কাছে আকর্ষণীয় হলেও আমার পক্ষে প্রচন্ড বিস্ফোরক', ডঃ অ্যালটন মন্তব্য করলেন।

'নিজেকে অতটা দোষ দেবেন না', ম্যাসন বললেন। 'চিকিৎসকরা স্বভাবতই প্রথমেই বিষ ক্রিয়ার কথাটা ভাবেন না। ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন আর্সেনিকের বিষক্রিয়া প্রথমে সব ডাক্তাররাই পেটের গন্ডগোল বলে মনে করে থাকেন।'

'সব জানি', ডঃ অ্যালটনই বললেন, 'আপনি সান্ত্বনা জানালেও আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সমস্ত আমাকেই সামলাতে হবে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে ওখানে দেখা করছি।'

রিসিভার নামিয়ে ডেলার দিকে তাকালেন ম্যাসন।

'ডেলা. পল ড্রেককে জানাও। আমরা ওখানে যাচ্ছি। আমরা ডঃ অ্যালটনকে একা এর মুখোমুখি হতে দিতে পারিনা।'

□ চোদ্দ □

অ্যালিসিয়া ড্রাইভ খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না ম্যাসনের। আস্তে গাড়ি চালিয়ে তিনি কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে গেলেন। ঠিক বাঁকের মুখে একখানা গাড়ি দাঁড় করানো ছিল, গাড়ির চালকের আসনে একজনকে দেখাও যাচ্ছিল।

ম্যাসন বললেন, 'মনে হচ্ছে উনিই ডঃ অ্যালটন।'

ম্যাসন তার গাড়ি ওই গাড়ির পিছনে এনে থামাতে দরজা খুলে ডঃ অ্যালটন সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নেমে পড়লেন।

'ঠিক সময় মতই এসে পড়েছেন। চলুন এগোই', তিনি বললেন।

'দুটো গাড়িই নিয়ে যাওয়া হবে?' ম্যাসন বললেন।

'সেটাই ভাল। আমি আগে যাচ্ছি, আপনারা পিছনে থাকুন।'

'চলুন', ম্যাসন বললেন।

দুটো গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে একটু দূরে বাড়ির সামনে থামার পর সকলে নেমে পড়লেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডঃ অ্যালটন বেল টিপলেন। তিনি ভেবেছিলেন কোন পরিচারকই দরজা খুলবে, তার বদলে একজন মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক নীলাভ চোখের

পুরুষকে দেখে তিনি একটু ইতস্তত করতে চাইলেন।

'আরে হ্যাল্লো, ডাক্তার আপনি?' লোকটি বলল। 'কি ব্যাপার কিছু হয়েছে নাকি?'

ডাঃ অ্যালটন মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গীতে বললেন, 'এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম···ভাবলাম মিসেস ট্রেন্টকে একটু দেখে যাই।'

লোকটি সপ্রশ্নভাবে একবার ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকাল।

'আর আপনার সঙ্গে এরা?' সে প্রশ্ন করল।

ডঃ অ্যালটন একটু অস্বস্তি বোধ করলেও কোন পরিচয় দিলেন না, তিনি সোজা এগোলেন। 'এঁরা আমার সঙ্গেই এসেছেন', তিনি শুধু বললেন।

ম্যাসন ডেলার হাত ধরে স্মিত হেসে ডঃ অ্যালটনের পিছনে দাঁড়ানো সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

'হেই, এক মিনিট দাঁড়ান।' লোকটি বলে উঠল। 'দাঁড়ান! ব্যাপার কি?'

ডঃ অ্যালটন মনস্থির করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এঁদের আমি সঙ্গে এনেছি— ।'

'আরে, ইনি তো পেরি ম্যাসন, অ্যাটর্ণি!' লোকটি বলে উঠল। 'বহুবার ওঁর ছবি কাগজে দেখেছি।'

ডঃ অ্যালটন কঠিন পেশাদারী ভঙ্গীতে বললেন, 'ঠিক কথা, উনি পেরি ম্যাসন, আর যদি জানতে চান তাহলে বলি ওর সঙ্গে আছেন ওঁর সেক্রেটারি মিস ডেলা স্ট্রিট। আমি চাই মিঃ ম্যাসন মিসেস ট্রেন্টের সঙ্গে কথা বলুন।' এরপর সামান্য অপেক্ষা করে তিনি বললেন, 'আর ইনি মিঃ বোরিং ব্রিগস, আমার রোগীর এক ভগ্নীপতি।'

ব্রিগস কথাটা প্রায় গ্রাহ্যই করল না। সে বলল, 'এসব কি ব্যাপার? আপনারা কি কোন উইল করাতে এসেছেন? কি ঘটেছে? লরেটা ট্রেন্টের কি আবার অসুখ হয়েছে?'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আমার আশা মিসেস ট্রেন্ট স্বয়ং ব্যাপারটা আপনাদের জানান, তবে আপনার মন শান্ত করার জন্য জানাচ্ছি মিঃ ম্যাসনকে আমিই এনেছি, মিসেস ট্রেন্ট ডেকে পাঠান নি।'

'এত ক্ষুব্ধ হবেন না', ব্রিগস বলল, একটু ভয় হচ্ছিল তাই। সবেমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছি। একজন ডাক্তার আর আইনজ্ঞকে একসঙ্গে দেখে ভাবনা হচ্ছিল এই আর কি তাই জানতে চাইছিলাম।'

'ঠিক আছে, এগোন যাক, আসুন', ডঃ অ্যালটন বললেন।

তিনি সিঁড়ি ইঙ্গিত করে এগোলেন। ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটকে নিয়ে অনুসরণ করলো।

ব্রিগস নিচে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করল, মুখে চিন্তার ছায়া।

উপরে উঠে একটা দরজায় টোকা দিলেন ডঃ অ্যালটন! একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলল।

ডঃ অ্যালটন পরিচয় দিলেন, 'ইনি নার্স অ্যানা ফ্রিচ। আর ইনি মিঃ ম্যাসন, অ্যাটর্নি আর তার সেক্রেটারি মিস ডেলা স্ট্রিট।'

ওর চোখ বড় হয়ে উঠল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম', ও বলল।

ডঃ অ্যালটন ঘরে ঢুকে ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিটকে ঢুকতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'রোগী কেমন আছেন?'

নার্স ফ্রিচ সরাসরি তাকাল। সে বলল, 'তিনি চলে গেছেন।'

ডঃ অ্যালটনের দৃষ্টি টান টান হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'তার মানে, তিনি—।'

'না না', নার্স তাড়াতাড়ি বলল, 'তিনি অন্য কোথাও গেছেন।'

ডঃ অ্যালটনের ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'আমি তোমাকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম তার খাওয়া সম্পর্কে আর—।'

'সে তো নিশ্চয়ই', নার্স বলল, 'আমি চার্ট তৈরী করে নিয়েছি। উনি শুকনো টোস্ট আর আধ সিদ্ধ ডিম খান, আমিই বানিয়ে দিই। উনি প্রশ্ন করলে বলেছি আপনার এটাই পরামর্শ আর আপনি আজই কথা বলবেন।'

'তাকে বাড়ি থাকতে বলনি?'

'আপনি তো সেকথা আমায় বলেন নি।'

'উনি কি গাড়ি চালাচ্ছেন নিজেই?'

'আমার মনে হয় সোফার জর্জ ইগানই নিয়ে গেছে।'

'কতক্ষণ আগে তিনি বেরিয়েছেন?'

'তা আমি জানি না। উনি যে কোথাও যাচ্ছেন তাও জানতাম না। উনি এদিকেই আসেননি। ওর ঘর থেকে বেরোনোর অন্য দরজা আছে নিজেই দেখে নিন।'

নার্স ফ্রিচ পাশের শয়নকক্ষের দরজা খুলে ধরতেই সকলের চোখে পড়ল বিরাট একখানা শোবার ঘর, বিশাল একটা বিছানা, পাশেই টেলিফোন আর ঘরে রয়েছে অন্য আর একটা দরজাও।

'তাকে টোস্ট আর ডিম কখন দিয়েছিলে?' ডঃ অ্যালটন প্রশ্ন করলেন।

'প্রায় সাতটায়, আমি এও বলি আপনি আর কিছু দিতে বারণ করেছেন।'

'অ্যালার্জি'র জন্য তার নখ ও চুল চাওয়ায় তিনি কি বলেছিলেন?'

'উনি খুবই সহযোগিতা করেন আর বলেন রোগের কারণ জানার ইচ্ছে তারও আছে।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'ওর সঙ্গে দেখা করা ভীষণ জরুরী—উনি কখন ফিরবেন তোমার জানা আছে?'

নার্স মাথা নাড়ল।

'কখন বেরিয়েছেন তিনি?'

'না, তাও জানিনা।'

'উনি যে বাড়িতে নেই ঠিক জানো ?'

'একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে উনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'

ডঃ অ্যালটন এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে অ্যানা ফ্রিচের দিকে ফিরলেন।

'ও'র নখ আর চুল কেন চেয়েছিলাম তোমার কোন সন্দেহ জেগেছে ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

নার্স চোখ সরিয়ে নিল।

'সন্দেহ হয়েছিল ?' ডঃ অ্যালটন আবার প্রশ্ন করলেন।

'একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।'

'কোন সন্দেহ হয় ?'

'আপনার আদেশ শুনে সেই ভাবেই কাজ করেছি।'

'অর্থাৎ সন্দেহ করেছিলে ?'

'খোলাখুলি বললে, হয়েছিল।'

ঠিক তখনই দরজা খুলে বোরিং ব্রিগস আর অন্য একজন পুরুষ ঘরে ঢুকল।

'আমি জানতে চাই এসব কি চলছে।' ব্রিগস তীব্র স্বরে বলল।

ডঃ অ্যালটন একমুখ বিতৃষ্ণার সঙ্গে দুজনকে দেখে শীতল স্বরে বললেন, 'আমি নার্সকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি।'

'আর তার জন্য আপনার একজন আইনজ্ঞ দরকার ?' ব্রিগস প্রশ্ন করল।

ডঃ অ্যালটন ম্যাসনকে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মিসেস ট্রেন্টের অন্য ভগ্নীপতি গর্ডন কেলভিন।'

দীর্ঘ চেহারার সুপুরুষ গর্ডন কেলভিনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাকে দেখে একজন ক্ষুব্দ্ধ অভিনেতা বলেই মনে হয়। সে সামান্য মাথা হেলিয়ে ম্যাসনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি এখানে কি করছেন জানতে পারি কি ?'

'আমি মিসেস ট্রেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি', ম্যাসন বললেন।

'দেখা করার পক্ষে সময়টা একটু বেমানান', কেলভিন বলল।

ম্যাসন মন ভোলানো হাসি হাসলেন। তিনি বললেন, 'আমি সারা জীবন অপ্রচলিত পথেই চলেছি আর সেটা বিচিত্র, অস্বাভাবিক আর অপ্রচলিত বলে তা থেকে সরে আসিনি।'

ম্যাসন দুজন ক্রুদ্ধ ভগ্নীপতির দিকে তাকালেন।

দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

'এটা চপলতা প্রকাশের সময় নয়', কেলভিন মন্তব্য করল।

'আমি তা করছি না বরং সঠিক বর্ণনা করছি', ম্যাসন বললেন।

ব্রিগস ডঃ অ্যালটনকে লক্ষ্য করে বলল, 'দয়া করে এসবের কারণ জানাবেন ?'

ডঃ অ্যালটন সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'হ্যাঁ, সবই আপনাদের বলব। আমি

লরেটা ট্রেন্টের রোগ নির্ণয় করতে ভুল করেছিলাম।'

'ভুল করেছিলেন!' ব্রিগস আশ্চর্য হয়ে গেল।

'ঠিক তাই।'

'আর তা স্বীকার করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আবার দুই ভগ্নীপতি দৃষ্টি বিনিময় করল।

'রোগের আসল কারণটা কি দয়া করে বলবেন?' ব্রিগস প্রশ্ন করল।

'আমরা···আমরা জানতে চাই ব্যাপারটা গুরুতর কিনা', কেলভিন বলল।

'অবশ্যই আপনাদের চিন্তা হতে পারে', শুষ্কস্বরে বললেন ডঃ অ্যালটন।

ব্রিগস বলল, 'আমাদের স্ত্রীরা একটু বেড়িয়েছে, এখনই এসে পড়বে। তাদের কাছে ব্যাপারটা জানা বোধহয় আরও যুক্তিসম্মত হবে।'

'এর ব্যাখ্যা চাওয়া', কেলভিন জুড়ে দিল।

'ঠিক আছে', ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আমি জানাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম আপনাদের শালিকা পেটের কোন গণ্ডগোলে ভুগছেন, খাদ্যের বিষক্রিয়ায়।'

'আর আপনি বলছেন রোগ ধরতে আপনি ভুল করেন?' ব্রিগস বলল।

'না', ডঃ অ্যালটন বললেন, 'তা নয়। কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে আর্সেনিক প্রয়োগ করেছিল।'

পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ নেমে আসার মুহূর্তে দুজন মহিলাকে ঢুকতে দেখা গেল। দুজনেই প্রায় একই রকম দেখতে, প্রসাধনের পিছনে প্রচুর ব্যায় করে এসেছে বলেই মনে হলো।

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'মিসেস ব্রিগস আর মিসেস কেলভিন, মিঃ ম্যাসন আর তার সেক্রেটারি মিস ডেলা স্ট্রিট।'

মিসেস কেলভিন সম্ভবত তার বোনের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবেন, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কি ব্যাপার জানতে পারি?'

বোরিং ব্রিগস বলল, ডঃ অ্যালটন এইমাত্র বললেন লরেটার রোগ নির্ণয়ে তার ভুল হয়, সেটা খাদ্যে বিষক্রিয়া ছিলনা, ছিল আর্সেনিকের বিষক্রিয়া।'

'আর্সেনিক!' মিসেস কেলভিন বলে উঠলেন।

'একদম বাজে কথা!' মিসেস ব্রিগস খিঁচিয়ে উঠলেন।

'তিনি নিশ্চিত বলেই মনে হয়', গর্ডন কেলভিন জানাল, 'আপাতদৃষ্টিতে—।'

'আবার বলছি বাজে কথা। উনি একবার ভুল করলে আবার ভুল করতে পারেন। আমার মনে হয় লরেটার অন্য ডাক্তার দরকার।'

ডঃ অ্যালটন নীরস স্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় কথাটা মিসেস ট্রেন্টকেই জিজ্ঞাসা করা ভাল!'

বোরিং ব্রিগস জানাল, 'শুনুন, এসব কি খবরের কাগজে প্রকাশ পাবে?'

'আপনারা খবরের কাগজে না দিলে নয়', ডঃ অ্যালটন বললেন।

'আপনারা পুলিশে জানাচ্ছেন ?'

'আপাতত না', ম্যাসন বললেন।

এক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল।

ম্যাসন শান্ত স্বরে বললেন, 'সবকিছুই আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আমার ধারণা ব্যাপারটা প্রচারের আলোয় আসুক আপনারা তা চান না। আমার এও ধারণা কথাটা আপনারা আবেগের আলোতেই দেখছেন, তবু বলব আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হবে।'

'কি করে জানলেন এটা বাস্তব ?' ব্রিগস প্রশ্ন করল।

ম্যাসন সোজা ওর দিকে তাকিয়ে কঠিনস্বরে বললেন, 'ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফল দেখে। নির্দিষ্ট সাক্ষ্য এটাই।'

'যা ঘটে গেছে এভাবে তার সাক্ষ্য পেতে পারেন না', ব্রিগস বলল।

ম্যাসন বললেন, 'এটা অনেকেই জানেন না আর্সেনিকের চুল আর নখের প্রতি কিছু আকর্ষণ থাকে। শরীরে প্রবেশ করার পর এই বিষ নখ ও চুলে জমা হয় এবং বহুদিন থাকে। ডঃ অ্যালটন আজ মিসেস ট্রেন্টের নখ ও চুলের নমুনা সংগ্রহ করার পর আমি তা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাই যা খুব দক্ষ। তাদের রিপোর্ট হলো আর্সেনিক পাওয়া গেছে। চুলের ক্ষেত্রে দুবারের সাক্ষ্য মিলেছে। এই সঙ্গে ডঃ অ্যালটন লরেটা ট্রেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাই তিনি এই তথ্য প্রকাশ করার যোগ্য।'

'কারণ', ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আমি আমার রোগিনীর প্রাণরক্ষা করতে চাই। এতদিন তাকে দেখে আমি তার মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, অতএব এও আমার জানা যে মুহূর্তে সব আমি প্রকাশ করব অনেক কিছুই ঘটতে শুরু করবে।'

'হ্যাঁ, লরেটা ফেটে পড়বে তা ঠিক', ব্রিগস বলল।

'হঠাৎ এক মাত্রা আর্সেনিক পাওয়া গেলে তাকে দুর্ঘটনা বলা চলে, তবে এক বারের বেশী হলে তাকে নিশ্চিতভাবে খুনের চেষ্টা বলতেই হবে', ডঃ অ্যালটন বলে চললেন। আপাতদৃষ্টিতে এখানে তিনবারের প্রমাণ মিলেছে।'

তার কথা সকলে নীরবেই শুনে গেল।

কিছুক্ষণ পর মিসেস কেলভিন বললেন, 'এই পরীক্ষা কি নিশ্চিত প্রমাণ ? কোন ভুল হতে পারে না ?'

'না, ভুলের কোন সম্ভাবনা নেই', ম্যাসন বললেন।

মিসেস ব্রিগস বললেন, 'প্রথমবার ও যখন অসুস্থ হয় তখন ও স্প্যানিশ খাবার খেয়েছিল আর তা রান্না করেছিল জর্জ।'

'আমরা সকলেই তা খেয়েছিলাম' 'মিসেস কেলভিন বললেন, 'প্রথমবারের কথা বলছি।'

'আর শুধু লরেটে অসুস্থ হল', ও'র স্বামী বলে উঠলেন।

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আর্সেনিক প্রয়োগের সবচেয়ে আদর্শ খাদ্য হলো স্প্যানীশ খাদ্য।'

'দ্বিতীয়বার লরেটা যখন অসুস্থ হয় তখন জর্জ বাইরে কোথাও খাদ্য তৈরী করেছিল', মিসেস ব্রিগস বললেন।'

'জর্জ কে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'জর্জ ইগান, হলো সোফার', গর্ডন কেলভিন জানাল।

'আর সে রান্নার কাজও করে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'সে না করে হেন কাজ নেই। সে সব সময়েই লরেটার সঙ্গে থাকে।'

'বড্ড বেশি সময় বলব', মিসেস কেলভিন বললেন। 'আমার ধারণা সে লরেটার চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনারা কেউ বলতে পারেন উইলে তার কিছু প্রাপ্য আছে কি না?'

প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে স্তম্ভিত ভাবে তাকাল।

'কেউ উইলের ধারার কথা জানেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

আবার সেই দৃশ্য দেখা গেল।

'আপাতদৃষ্টিতে', ম্যাসন বললেন, 'ডেলানো ব্যানক তার জীবদ্দশায় লরেটা ট্রেণ্টের অ্যাটর্ণি ছিলেন। আপনারা কেউ কি জানেন লরেটা ট্রেণ্ট তার অফিসে কোন উইল করিয়েছিলেন কিনা বা আর কোন অ্যাটর্ণি?'

কেলভিন জানাল, 'লরেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার খুবই গোপন রাখত। তার ধারণা তার কাছে আত্মীয়স্বজন বেশি সংখ্যায় থাকছে তাই সে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার খুবই গোপন রাখতে অভ্যস্ত।'

'অর্থকরী বিষয়', মিসেস ব্রিগস বললেন।

'ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক বিষয়, মিসেস কেলভিন বললেন।

ম্যাসন বললেন, 'আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে বর্তমান অবস্থা খুবই জটিল হতে পারে।'

কেলভিন অ্যানা ফ্রিচের দিকে তাকাল, 'আপনার কি জানা আছে জর্জ ইগান কথাটা জানে যে নখ আর চুলের নমুনা নেয়া হয়েছিল?'

'লরেটাই জানান', নার্স বলল, 'তিনি বেশ খুশিতে টগবগ করছিলেন যে তার রোগের কারণ অ্যালার্জি থেকেই হয়।'

'অ্যালার্জি?' কেলভিন প্রশ্ন করল।

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'কথাটা নার্সকে আমিই বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম এই কথা ভেবেই আমি ওষুধ দিতে চাই।'

কেলভিন আত্মসম্মানের সঙ্গে বলল, 'আমার মনে হয় এভাবে ডঃ অ্যালটনের

উপর রাগ না করে কিছু একটা আমাদের করা দরকার।'

'কি করা হবে?' মিসেস ব্রিগস জানতে চাইলেন।

'প্রথমেই লরেটা ট্রেন্টকে খুঁজে বার করতে হবে।'

মিসেস কেলভিন বললেন, 'সে সোফারকে নিয়ে বেরিয়েছে, সে এখন কোথায় ঈশ্বরই জানেন। তাহলে কিভাবে তার খোঁজ করব? পুলিশে জানাব?'

গর্ডন কেলভিন বলল, 'অবশ্যই না। অবশ্য আমরা জানি সে কোন কোন জায়গায় থাকতে পারে। তার পরিচিত কিছু রেস্তোঁরা আছে। সেখানে তার পরিচিত অনেকে আছে। আমার মনে হয় তাদের ফোন করতে পারি, তবে খুব সতর্ক ভাবেই করতে হবে। মেয়েরাই ফোন করতে পারো, তবে তাকে উত্তেজিত করতে পারবে না শুধু তার সঙ্গে কথা বলার কথাটাই জানাবে। তাকে ফোনে পাওয়া গেলে বলতে হবে তার বোন অসুস্থ তাই তার বাড়ি আসা দরকার। এরকম করলে সোফারের কোন সন্দেহ হবে না—আর সে কিছু করতে চেষ্টা করবে না।'

'কি চেষ্টা?' ব্রিগস প্রশ্ন করল।

'অনেক কিছুই', মিসেস কেলভিন খিঁচিয়ে উঠল।

সকলে কেলভিনের দিকে তাকালে সে বলল, একমাত্র সেই বিষ প্রয়োগ করে থাকতে পারে।

'আমার তা মনে হয় না', ম্যাসন বললেন। 'সন্দেহের কারণ আছে তা ঠিক, তবে তাতে প্রমাণ করা ঢের শক্ত। আমার প্রস্তাব হলো কোন ফাঁদ পাতার আগে সতর্ক থাকবেন।

'আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি', কেলভিন বলল। 'যাই হোক ওর খোঁজ করা যাক। সে বাড়িতে অন্তত নিরাপদ।'

'তা সে থাকেনি', ম্যাসন বললেন।

'ঠিক আছে, এখন অন্তত তাই থাকবেন', কেলভিন কড়া গলায় বলল।

'আমি আপনার সঙ্গে একমত', ডঃ কেলভিন বললেন। 'কি ঘটেছে আমি তাকে স্পষ্ট করে বলব, সব প্রকাশ করব এবং আমি দেখব যাতে তাকে চব্বিশ ঘণ্টাই বেসরকারী নার্সেরা লক্ষ্য রাখে এবং তারাই তার খাদ্য তৈরি করে।'

'খুবই গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব', কেলভিন বললেন। আমার মনে হয় এতে কারোরই আপত্তি হবেনা।'

সে অন্যদের দিকে তাকাল।

'সবাই রাজী?'

মিসেস ব্রিগস বললেন, 'একদম বাজে কথা। তুমি ওকে এভাবে বন্দী বানিয়ে রাখতে পারো না। ডঃ অ্যালটন তাকে কথাটা জানানোর পর লরেটা নিজেই সাবধান হতে পারবে। নিজের মত জীবন কাটানোর বয়স ওর হয়েছে। ডঃ অ্যালটন শুধু একথা বলেছেন বলে যে কেউ তাকে বিষ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে তাকে জীবনের

আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা যায় না।'

ডঃ অ্যালটন ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আপনি আমার নাম উচ্চারণ না করে বলতে পারেন কেউ তাকে বিষ প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।'

মিসেস ব্রিগস বললেন, আমি কথা বদল করিনা।'

ম্যাসন ডঃ অ্যালটনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, আমরা এবার যেতে পারি ডাক্তার।'

'আমি একটু থেকে জানতে চাই আমার রোগিণীর সঙ্গে এরা যোগাযোগ করতে পারে কিনা।'

তখন সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

'নিশ্চয়ই লরেটা ফোন করছি', মিসেস কেলভিন বললেন। ফোন ধরুণ নার্স' তারপর আমার সঙ্গে কথা বলতে দিন।'

নার্স' রিসিভার তুলল।

'ফোন মিঃ পেরি ম্যাসনের।'

ম্যাসন ফোন তুলে বললেন, 'হ্যাল্লো।'

ফোনে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মিঃ ম্যাসন, আমি কি লরেটা ট্রেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

ম্যাসন চকিতে ঘরের সব উদগ্রীব মুখগুলো নিরীক্ষণ করে নিলেন।

'কোথায় তিনি প্রশ্ন করলেন।

'মালিবু'র কোন মোটেলে।'

'কখন?'

'তার সেখানে আসার কথা। ভেবেছিলাম কাজটা করতে পারি, কিন্তু এখন ততটা নিশ্চিত নই।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'সেন্টস বেল্ট, ইউনিট চোদ্দ।'

'টেলিফোন আছে ওখানে?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেক ইউনিটেই আছে।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন. 'আমি ফোন করব। অপেক্ষা কর।'

ম্যাসন এবার সকলের দিকে তাকালেন।

'মাপ করবেন, এবার এবার আমরা যাচ্ছি।'

ডঃ অ্যালটন বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, মিঃ ম্যাসন।'

'তাহলে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীতে ফোন করবেন। সেটা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে। তারাই আমাকে খবর দেবে।'

ম্যাসন দরজার দিকে এগোলেন।

মিসেস ব্রিগস বলে উঠলেন, 'যাওয়ার আগে একটা কথা, মিঃ ম্যাসন,

ডঃ অ্যালটনের কথায় আমরা সত্যিই স্তম্ভিত। আমাদের তাই ধারণা যা শুনলাম ব্যাপারটা তার চেয়েও গভীর।'

মাথা নোয়ালেন ম্যাসন। 'আপনাদের নিজস্ব মত থাকতেই পারে। আমি শুধু আপনাদের শুভরাত্রিই জানাতে পারি।'

ম্যাসন ডেলার হাত ধরে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

□ পনের □

ডেলা বলে উঠল, 'আমার ধারণা ফোনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, নাহলে আপনি ওখান থেকে ওইভাবে চলে আসতেন না।'

ফোনটা ছিল ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের', ম্যাসন বললেন। আপাতদৃষ্টিতে লরেটা ট্রেন্ট ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন আর সেন্টস রেস্ট মোটেলে ওর সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্তও করেন। জায়গাটা ম্যালিবু'তে। সেখানে টেলিফোন আছে। অতএব সুযোগমত আমরা ওকে ফোন করতে পারব। এখানেই কোন বুথ থেকে ফোন করব, তবে এই বাড়ি থেকে দূরেই কোথাও যাতে ওই ভগ্নীপতিরা না দেখতে পারে।'

'কি সব চলছে বলে ভাবছেন আপনি?' ডেলা জানতে চাইল।

'তা জানি না', ম্যাসন বললেন। 'তবে ওই উইল আর প্রচ্ছন্ন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র কোথাও আছে।'

ডেলা বলল, 'ওই সোফারের পক্ষে ব্যাপারটা বেশ সুযোগ এনে দিয়েছে। সে বাইরের রান্না করত। লরেটা ট্রেন্ট মশলা দেরা রান্না খেতে অভ্যস্ত আর প্রায়ই তার হজমের গোলমালও হয়—হয়তো মারাত্মক নয় তাহলেও প্রচণ্ড বমি হলে হয়তো হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'চল ওখানে একটা বুথ রয়েছে।'

ম্যাসন গাড়ি ঘুরিয়ে জায়গাটার সামনে এসে থামলেন।

ডেলা ফোন তুলে নম্বর ঘোরাতেই ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

রিসিভার নিলেন মাসন, 'হ্যাল্লো, ভার্জিনিয়া?'

'হ্যাঁ, মিঃ ম্যাসন?'

'হ্যাঁ বল, কি হয়েছে।'

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার বলল, 'আপনি আমাকে বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন, সেই সময় লরেটা ট্রেন্ট ফোন করেন। তিনি জানতে চান আজ রাত্তিরে বিশেষ কোন জরুরী ব্যাপারে আমার সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান, আমার তাতে আপত্তি আছে কিনা। আমি জানাই কোন অসুবিধা নেই আমি বাড়িতেই থাকব। তিনি বলেন তিনি এজন্য আমাকে পুষিয়ে দেবেন, আমার সব খরচ মিটিয়ে পাঁচশ ডলারও দেবেন

আমাকে। তবে শর্ত হলো কাউকে জানাব না আর জায়গাটায় গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করব।'

'আর তুমি তাই করেছিলে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। ওই পাঁচশ ডলার খুবই দরকারী ছিল। আমি আপনাকে ফোন করব ভেবেছিলাম তবে উনি কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে বারণ করেছিলাম। আমি কোথায় কেউই তা জানত না।'

'অতএব?' ম্যাসন বললেন।

'অতএব আমি এখানে এসে এক ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করছি কিন্তু কেউই আসেনি বা কোন খবরও দেয়নি। আমার তারপর মনে হলো আমি আপনাকে সব না জানিয়ে ভুল করেছি তাই ফোন করে জানাই কোথায় আছি। আমি পল ড্রেকের অফিসে ফোন করি। সে জানাল আপনি লরেটা ট্রেণ্টের বাড়িতে আছেন তাই ফোন করেছিলাম।

'তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, আমরা সেণ্টস বেল্ট মোটেলে যাচ্ছি। যদি লরেটা ট্রেণ্ট এসে পড়েন তাকে আটকে রাখবে', ম্যাসন বললেন।

'কিন্তু তাকে আটকাবো কি করে?'

'কোন ওজরআপত্তি করে', ম্যাসন বললেন। 'তাকে জানাবে খুব দরকারী কথা বলতে চাও। যদি দরকার হয় তাহলে বলবে আমি আসছি। তাকে বলবে আড়ালে কথা বলতে চাও। দরকার হলে সব কাহিনী শোনাতে পার, ডেলানো ব্যানকের অফিস ফাইল থেকে কার্বন কপি করার কথাও বলতে পারো।'

'আপনার ধারণা আমার গ্রেপ্তার এর সঙ্গে জড়িত?'

'খুবই সঙ্গত কথা', ম্যাসন বললেন। 'অবশ্যই তাই। আমার ধারণা তোমার সাক্ষ্যের যাতে কোন মূল্য না থাকে তাই এটা করা হয়। তুমি এখন কোথায়?'

'মোটেলে আমার ঘরে।'

'কতক্ষণ রয়েছ?'

'প্রায় একঘণ্টা।'

'তোমার গাড়ি কোথায়?'

'বাইরে পার্কিংয়ের জায়গায়।'

'ঠিক আছে আমরা আসছি', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন ফোন নামিয়ে ডেলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি নিয়ে কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে গাড়িতে জ্বালানী ভরেও নিলেন।

ডেলা জানতে চাইল, 'লরেটা ট্রেণ্টকে পেলে কি বলবেন?'

'তা জানি না। তিনি আমার মক্কেল নন মনে রাখতে হবে।'

'সোফায় বোধহয় ওঁর সঙ্গেই থাকবে।'

সায় দিলেন ম্যাসন।

'সে যদি জেনে থাকে ডঃ অ্যালটন আসে'নিকের বিষক্রিয়ার কথা জেনে তার মত পাল্টেছেন, তাহলে লোকটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। লরেটা ট্রেণ্ট তাহলে আর বাড়ি ফিরবেন না।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি যদি তাকে কিছু না বলি তাহলে তাকে আরও বড় কোন বিপদের মুখেই ঠেলে দিতে পারি। লরেটা ট্রেণ্টকে জানাবার আমার কোন দায় নেই। আমি অবশ্য তাকে বলতে পারি ডঃ অ্যালটনকে ফোন করতে যাতে তিনিই কথাটা জানাতে পারেন।'

'তারপর ?'

'তারপর', ম্যাসন বললেন, 'জর্জ ইগান, সেই সোফার তাহলে কি কথাবার্তা হয়েছে তা জানতে পারবে না। তবে মিসেস ট্রেণ্ট যদি তাকে পছন্দ করেন তাহলে শুধু টেলিফোনে কিছু বললে তিনি ওর প্রতি মোটেই অসন্তুষ্ট হবেন না, আর আমি কিছু বললে তিনি আমার বিরুদ্ধেই যাবেন।'

'কিন্তু ডঃ অ্যালটনও উইলে একজন উত্তরাধিকারী।'

'আমাদের তা জানা নেই।'

'তিনি অন্তত তাই ভাবেন।'

ম্যাসন হেসে বললেন, 'তিনিই প্রথমে ভেবেছিলেন ব্যাপারটা খাদ্যে বিষক্রিয়া। যাক, এস দেখা যাক আমাদের মক্কেলের রক্ষার ব্যবস্থা করি, সেই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। লরেটা ট্রেণ্ট তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তার কোন কারণ আছে। কারণটাই আবিষ্কারের চেষ্টা করে সেখান থেকে শুরু করব।'

গাড়ি থেকেই মোটেলের আলো দেখা গেল।

'মোটেল করার অদ্ভূত জায়গা বটে', ডেলা স্ট্রিট বলল।

'এখানে লোকে নৌকোবিহার আর মাছ ধরার জন্যই সকলে আসে। এর এক দিকে সমুদ্র অন্যদিকে ফাঁকা জায়গা।'

পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি রেখে নেমে ম্যাসন কয়েকটা কেবিনের সামনে এসে ইউনিট চোদ্দর দরজায় টোকা মারলেন।

দরজা খুলল ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার। 'উঃ, আপনাকে দেখে যে কি আনন্দ হলো', সে বলে উঠল। 'ভিতরে আসবেন না ?'

'লরেটা ট্রেণ্ট কোথায় ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তার কাছ থেকে কোন ফোন আসেনি।'

'তিনিই তো তোমাকে এখানে আসতে বলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'তিনি বলেন কিছু বলবেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু যা আমার পক্ষে জরুরী।'

'কথাবার্তাগুলো কখন হয় ?'

'আপনার অফিস থেকে একটা পোষ্ট অফিসে গিয়ে আমার নামে ওই খামখানা পাঠাই রেজিষ্ট্রি করে। তারপর একটু দুধ খাই···এরপরেই ফোন বেজে ওঠে আর লরেটা ট্রেন্ট আমাকে বলেন তিনি কে আর জানতে চান আমি তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি কিনা।'

'এই মোটেলে?'

'হ্যা। জায়গাটা কোথায় তিনি আমাকে বলেও দেন।'

'উনি কখন দেখা করতে আসবেন বলেছিলেন?'

'নির্দিষ্ট সময় বলেননি, তবে বলেন এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'ল'অফিসে চাকরি করার সময় লরেটা ট্রেন্টকে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

তার একটা উইলে তুমি সাক্ষী হিসেবে সই করেছিলে?'

'আমার মনে হয় দুটো উইল ছিল। সাক্ষী হিসেবে সই করি কিনা মনে নেই, তবে উইল তৈরী করি মনে আছে—আমি টাইপ করি···আমার এও মনে আছে উইলে অদ্ভুত কিছু ধারা ছিল—তার আত্মীয়দের সম্পর্কে। তিনি তাদের বিশ্বাস করতেন না—তিনি কথাটা বলেও ছিলেন তারা তার মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করছিল, তারা একান্তই স্বার্থপর। উইলে কি ছিল ভেবেও ঠিক মনে আসছে না।'

ম্যাসন বললেন, 'এই মুহূর্তে উইল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি জানতে চাই তুমি তার গলা চিনতে পারবে কিনা।'

'লরেটা ট্রেন্টের গলা? না, সেটা মনে নেই। তিনি কেমন দেখতে সেটুকুই অস্পষ্ট মনে আছে, পাতলা শরীর, মাথার চুল সাদা···চেহারা ভালই।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'তার গলা একেবারেই মনে নেই?'

'না।'

'তাহলে কি করে জানলে ফোনে তার সঙ্গেই কথা বলছ?'

'মানে···তিনি তো তাই বললেন—ওহ···এবার বুঝেছি।'

'অন্য অথা বললে', ম্যাসন বললেন, 'ফোনে কোন স্ত্রীলোকের স্বর শুনে ভেবেছিলে তিনি কথা বলছেন, যে তোমাকে এখানে এসে অপেক্ষা করতে হবে। এখন কথা হলো—এখানে কতক্ষণ রয়েছ?'

'দুঘণ্টা—না, প্রায় আড়াই ঘণ্টা।'

'তোমার নিজের নামে ঘর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আর গাড়িও পার্ক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'চল একবার দেখে আসি', ম্যাসন বললেন।

'কিন্তু কেন?'

'কারণ', ম্যাসন বললেন, 'সব কিছুই যাচাই করে দেখতে চাই। এটা আমার ভাল লাগছে না। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরোনর আগে আমাকে তোমার জানানো উচিত ছিল।'

'কারণ তিনি বলেছিলেন কাউকে না জানাই, বদলে উনি আমাকে পাঁচশ ডলার দেবেন, আপনাকে বলেছি টাকাটা আমার কাছে অনেকখানি ছিল।'

ম্যাসন বললেন, 'তিনি তোমাকে দশ লক্ষ ডলার দিতেও চাইতে পারতেন। যদি টাকাটা না পাও তাহলে যত টাকাই বলে থাকুন তার কোন মূল্য নেই।'

ভার্জিনিয়া পার্কিংয়ের জায়গায় সকলকে নিয়ে গেল। ও বলে উঠল, 'ওই যে ওখানে—আরে আশ্চর্য কাণ্ড। আমি তো এদিকে রেখেছিলাম গাড়িটা মনে হচ্ছে।'

ম্যাসন গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। 'তোমার কোন টর্চ আছে গাড়িতে?'

'না, তাতো নেই।'

ম্যাসন বললেন, 'আমার গাড়িতে আছে। আমি আনছি। গাড়িটা এখানে রেখেছিলে বলে মনে হচ্ছে না?'

'মিঃ ম্যাসন, আমি ঠিক জানি এখানে রাখিনি। আমার বেশ মনে আছে বাম্পারটা ওই পোস্টের কাছে ছিল।'

'কোন কিছু স্পর্শ করো না', ম্যাসন বললেন। 'আমি একটু দেখতে চাই—তোমাকে একবার ফাঁদে ফেলা হয়েছিল আর তুমি বেঁচে গিয়েছিলে। মনে হচ্ছে এবার অতটা ভাগ্য নাও হতে পারে।'

ম্যাসন নিজের গাড়ি থেকে একটা টর্চ এনে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের গাড়ির ভিতরটা দেখতে চাইলেন।

'গাড়ির চাবি কাছে আছে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

ভার্জিনিয়া চাবি দিলে ম্যাসন গাড়ির ডালা তুলে দেখলেন।

'সবই ঠিকঠাক আছে মনে হচ্ছে।' তারপর একটু গাড়িখানা ঘুরে দেখে তিনি বললেন, 'হ্যাল্লো, এসব কি?'

'হা ভগবান', ভার্জিনিয়া চমকে উঠল। 'এ যে ভেঙে গেছে। বাম্পারের সামনেটা দেখুন, এটাও ভাঙা—।'

ম্যাসন বললেন, 'গাড়িতে ওঠে পড়, ভার্জিনিয়া। মোটর চালু কর।'

ভার্জিনিয়া বাধ্য মেয়ের মতই গাড়িতে উঠে মোটর চালু করল।

ম্যাসন বললেন, 'বেরোনর পথ দিয়ে এগিয়ে যাও তারপর আবার প্রবেশ মুখ দিয়ে এগিয়ে এস।'

ভার্জিনিয়া হেডলাইটের সুইচ টিপে বলল, 'একটা হেডলাইটই শুধু জ্বলছে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'বেরোনোর পথ দিয়ে বেরিয়ে আবার ঢোক।'

ম্যাসন এরপর ডেলার হাত ধরে দ্রুত নিজের গাড়ির দিকে চললেন।

'গাড়িতে উঠে পড়, ডেলা', ম্যাসন বললেন, 'যতটা স্বাভাবিক দেখানো সম্ভব তাই

করতে হবে।'

ভার্জিনিয়া ইতিমধ্যে ওর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আবার প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকছিল। ম্যাসনের গাড়ি হেডলাইট না জ্বালানো অবস্থাতেই প্রবেশ মুখের কাছে বেশ জোরে ঘুরতে গেল, ঠিক তখনই ঢুকছিল ভার্জিনিয়ার গাড়ি।

ওর গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ম্যাসনের গাড়িটা দেখেই ব্রেক কষলো ভার্জিনিয়া। চাকা ঘর্ষণের শব্দ জেগে উঠতেই সজোরে ম্যাসনের গাড়ি ওর গাড়িতে ধাক্কা লাগালো।

মোটেলের ইউনিটগুলোর দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলতে শুরু করল। অফিসের দরজা খুলে ম্যানেজার দুর্ঘটনার জায়গায় দৌড়ে এলেন। ম্যানেজার একজন মহিলা। তিনি ওদের দিকে দ্রুত এগিয়ে এলেন।

'কি ব্যাপার। কি হয়েছে?'

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার বলল, 'কি ব্যাপার—আপনি—আপনি হেডলাইট জ্বালাননি কেন?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি বোকামি করেছি। বেরনোর রাস্তা দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল।'

ম্যানেজার দ্রুত ম্যাসনের দিকে ঘুরলেন। 'এটা আপনারই দোষ। লেখাটা দেখেননি? পরিষ্কার লেখা রয়েছে 'প্রবেশ পথ'। এই নিয়ে চারবার দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে বড় করে লিখে রেখেছি। বেরোনোর পথ অন্য দিকে।'

'আমি খুবই দুঃখিত', ম্যাসন বললেন। 'দোষটা আমারই।'

ম্যানেজার ভার্জিনিয়ার দিকে তাকালেন, 'আপনার লাগেনি তো?'

'না', ভার্জিনিয়া বলল। 'আমি আস্তে চালাচ্ছিলাম, সময় মত ব্রেকও কষেছিলাম।'

ম্যানেজার ম্যাসনকে বললেন, 'আপনি কি খুব বেশি পান করেছেন নাকি?'

ম্যাসন একটু সরে গিয়ে বললেন, 'না।'

'আমার তো ধারণা করেছেন', ম্যানেজার বলে ভার্জিনিয়ার দিকে তাকালেন। 'আপনি মনে হচ্ছে এখানেই উঠেছেন, চোদ্দ নম্বর ইউনিট, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে সাক্ষীর দরকার হলে আমাকে জানাবেন। আমি হাইওয়ে পুলিশকে জানাচ্ছি ঘটনাটা।'

'তার দরকার নেই', ম্যাসন বললেন। 'আমি তো বললাম দোষ আমারই। আমিই সব দায়িত্ব নিচ্ছি।'

'আমিও বলছি আপনার দোষ। আপনি পান করেছিলেন। আপনি এখানে থাকেন না নিশ্চয়ই?'

'আমি একখানা ঘর চাইছিলাম।'

'আমার এখানে ঘর খালি নেই, তাছাড়া মাতালদের আমি ঘর ভাড়া দিই না। আপনি দাঁড়ান, গাড়ি সরাবেন না, আমি পুলিশ ডাকছি।'

ম্যানেজার দ্রুত অফিসে ঢুকে গেলেন।

ভার্জিনিয়া ম্যাসনের কাছে এসে বলল 'ব্যাপার কি বলুন তো? কি করতে চাইছিলেন?'

'বীমা', ম্যাসন বললেন।

'বীমা?' ভার্জিনিয়া আশ্চর্য হয়ে বলল।

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'কেউ এবার যদি প্রশ্ন করে কি করে তোমার গাড়ি ভাঙল তাহলে সব জানতে পারবে। তাছাড়া এটা প্রমাণ করার জন্য তোমার সাক্ষীও দরকার হবে। তুমি এবার তোমার বান্ধবী ওই ম্যানেজারের কাছ থেকে ঝাঁটা চেয়ে আনলে ভাল হয়, তাহলে এই ভাঙা কাচের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলতে পারি। তারপর তোমার আর আমার দুটো গাড়িরই একটা করে হেডলাইট যখন ভাঙা তখন মনে হচ্ছে সারারাত এখানেই কাটাতে হবে, অন্তত একটা গাড়ি ভাড়া না করা পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে তোমাকে বাড়ি পেঁছে দেব।'

'আর আমাদের গাড়ির কি হবে?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল।

হাসলেন ম্যাসন। পুলিশ আসার পর মনে হয় তোমার গাড়ি ঠিকই থাকবে, তবে আমারটা যে কোন গ্যারাজে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তা ঠিক।'

□ ষোল □

ট্রাফিক অফিসার হ্যারি অবার্ণকে খবর দিয়েছিলেন ম্যানেজার। অফিসার অবার্ণ খুবই মার্জিত, দক্ষ আর পক্ষপাতহীন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এটা কিভাবে ঘটল?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি বেরিয়ে আসছিলাম আর ওই মহিলাটি ঢুকছিলেন।'

ম্যানেজার বিরক্তস্বরে বললেন, 'উনি পার্কিংয়ের নিয়ম মানেন নি। বেরোনোর পথ বেশ বড় করেই লেখা আছে উনি গ্রাহ্য করেন নি।'

ম্যাসন কোন উত্তর দিলেন না।

ট্রাফিক অফিসার তার দিকে তাকালেন।

ম্যাসন বললেন, 'যা ঘটেছে বলছি। আমি পার্কিংয়ের জায়গা থেকে বেরোচ্ছিলাম তখন ওই তরুণী ঢুকছিলেন।'

'শুধু প্রবেশ লেখা কথাটা দেখেন নি?' অফিসার জানতে চাইলেন।

'আমার বীমা কোম্পানীর নিয়ম হলে এ বিষয়ে কিছু না বলা যাতে দোষ কবুল হতে পারে', ম্যাসন বললেন।

'উনি পান করেছিলেন'; ম্যানেজার বললেন।

অফিসার তাকালেন সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে।

ম্যাসন বললেন, দুঘণ্টা আগে একটা ককটেল পান করি, তারপর কিছুই না।'

অফিসার গাড়ি থেকে একটা বেলুন এনে বললেন, 'এটা ফোলাতে আপত্তি আছে?'

'কিছুমাত্র না', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন বেলুনটা নিয়ে ফোলালেন।

অফিসার সেটা একটা পরীক্ষার যন্ত্রে পরীক্ষা করে বললেন, 'নথীভুক্ত করার কারণ নেই, তত সুরা পান করেননি।'

'উনি মাতাল', ম্যানেজার বলে উঠলেন।

ম্যাসন তার দিকে হাসিমুখে তাকালেন।

'মাদকাসক্তও হতে পারেন', ম্যানেজার এবার বললেন।

ম্যাসন তার একটা কার্ড অফিসারকে দিয়ে বললেন, 'যখনই দরকার আমাকে পেতে পারেন।'

'আপনাকে দেখেই চিনেছি', অফিসার বললেন। 'আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকেও দেখে নিয়েছি।'

'তাহলে এখানকার কাজ শেষ', ম্যাসন বললেন। 'কিন্তু আমার গাড়ি টেনে নেয়ার জন্য একটা ট্রেকার দরকার।'

'আমি ফোন করে দিচ্ছি', অফিসার বললেন, তারপর নিজের গাড়িতে উঠে মাইক্রোফোনে কথা বলতে চাইলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি আওয়াজ কমিয়ে দিলেন যাতে কেউ শুনতে না পারে।

একটু পরে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের দিকে এগিয়ে এলেন অফিসার।

'আপনি সন্ধ্যেবেলা কোথায় ছিলেন, মিস ব্যাক্সটার?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গাড়ি চালিয়ে এই মোটেলে আসি।'

'পথে কোথাও থেমেছিলেন?'

'না।'

'আপনার অ্যাপার্টমেন্ট কোথায়?

'লাইসেন্সে যা আছে—৪২২ ইউরেকা আর্মস অ্যাপার্টমেন্ট।'

'পথে কোন ঝামেলা হয়েছিল?'

'কই, না? একথা জানতে চাইছেন কেন?'

অফিসার বললেন, 'উপকূলের রাস্তায় বিশ্রী রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। জর্জ ইগান নামে একজন সোফার লরেটা ট্রেন্ট নামে এক মহিলাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় একখানা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার গাড়িতে ধাক্কা মারে পিছনের দিকে, গাড়িটা প্রচন্ড ভাবে পাক খেয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে সমুদ্রে পড়ে যায়। ইগান

পালাতে সক্ষম হয় কিন্তু লরেটা ট্রেন্ট সমুদ্রে ডুবে যান। পুলিশ এখনও তার দেহ খুঁজে পায়নি। যে গাড়িটা দুর্ঘটনা ঘটায় তার সঙ্গে এই গাড়ির যথেষ্ট মিল আছে। আপনি কি পান করেছিলেন ?'

'ওকে বেলুনের পরীক্ষা করান', ম্যাসন বললেন।

'আপনার এই পরীক্ষায় আপত্তি আছে ?' অফিসার প্রশ্ন করলেন।

ভার্জিনিয়া ভয়ার্ত চোখে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

'কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন।

অফিসার চোখ না সরিয়ে ভার্জিনিয়াকে লক্ষ্য করে চললেন।

'আমি পরীক্ষায় রাজি, ভার্জিনিয়া বলল।

'বেলুন ফোলান', অফিসার বললেন।

ভার্জিনিয়া বেলুন ফোলানোর পর অফিসার সেটা নিয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে পরীক্ষা করে আবার মাইক্রোফোনে কথা বলে এগিয়ে এলেন।

'আজ কোন ওষুধ গ্রহণ করেছেন আপনি ?' অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'না, তবে কাল দুটো অ্যাসপিরিন খেয়েছিলাম', ভার্জিনিয়া বলল।

'কখন অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়েছিলেন ?'

'দাঁড়ান···হ্যাঁ, প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে।'

'সোজা এখানেই আসেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে কতক্ষণ রয়েছেন ?'

'রেজিস্ট্রেশনের সময় থেকেই যাচাই করতে পারবেন', ম্যাসন বললেন।

ম্যানেজার বললেন, 'আমরা সময় লিখে রাখিনা—শুধু তারিখ, তবে মনে হয় ওঁকে দেখেছি···বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক আগে আসেন।'

'সেকি, আমি ঢের বেশি সময় আছি', ভার্জিনিয়া বলল।

'তাহলে আমিও শপথ করে বলব উনি ঘণ্টা দেড়েক আগে আসেন', ম্যানেজার জানালেন।

অফিসারকে চিন্তিত লাগল।

'ব্যাক্সটারের গাড়ির বর্ণনা কি রকম জানতে পারি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

অফিসার একটু চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে বললেন, 'একজন মোটর গাড়ি চালক ঘটনাটা দেখেছে। সে গাড়িটা আর লাইসেন্স নাম্বারের কিছুটা দেখেছিল।'

'কোন অংশটা সে দেখে ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'সনাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট', অফিসার জবাব দিলেন।

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বেশ বুঝতে পারছি এটা আবার একটা ফাঁদ। রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, আর ওই সোফার একটা মিথ্যেবাদী। ও একটা জাল উইল লরেটা ট্রেণ্টের নামে তৈরী করার জন্য আমার

পিছনে ঘুরছিল।'

'ভেবে বল, ভার্জিনিয়া', ম্যাসন ওকে বাধা দিলেন।

'আমি আর ভাবব না', ঝলসে উঠল ভার্জিনিয়া। 'এই সোফারটা আমাকে জাল উইল বানানোর জন্য পাঁচশ ডলার দেয়। লোকটা স্রেফ একটা খুনে আর— ।'

'চুপ!' ম্যাসন খিঁচিয়ে উঠলেন।

ভার্জিনিয়া রাগত ভাবে তাকাল। 'আমি চুপ করে থাকতে চাইনা আর— ।'

'আমাকে এক মিনিট কথা বলতে দাও ভার্জিনিয়া।'

অফিসার বলে উঠলেন, 'আপনি এই মহিলার পক্ষে আছেন?'

'এখন আছি', ম্যাসন বললেন।

ট্রাফিক অফিসার নিজের গাড়িতে গিয়ে মাইক্রোফোন তুলে দরজা খুলে ধরলেন যাতে এবার সকলেই শুনতে পায়।

'...দুশ পনেরো নম্বর গাড়ি, অবার্ণ। দুর্ঘটনাস্থল থেকে জানাচ্ছি। গাড়ির অবস্থা সম্পর্কে জানানো শক্ত, কারণ পেরি ম্যাসন তার গাড়ি দিয়ে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের গাড়িতে ধাক্কা মারেন। পেরি ম্যাসন ব্যাক্সটারের পক্ষ সমর্থন করছেন, মিস ব্যাক্সটার বলছেন ট্রেন্টের সোফার জর্জ ইগান তাকে জাল উইল করার জন্য তাকে টাকা দেয় আর সে খুনের পরিকল্পনা করছিল।'

একথায় উত্তরে ওপাশ থেকে যা শোনা গেল তা সকলেই শুনতে পেল। কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক এক কণ্ঠস্বর। 'ডি এ'র অফিসের চিফ ইনভেস্টিগেটর বলছি। মেয়েটিকে জেরা করার জন্য নিয়ে আসুন। তাকে সম্ভবত ফার্স্ট ডিগ্রি খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে। ম্যাসন সাক্ষ্য আর কোন ভাবে নষ্ট করার আগেই আমরা মেয়েটির বক্তব্য শুনতে চাই।

'ঠিক আছে, স্যার', অফিসার উত্তরে জানালেন।

'এখনই রওয়ানা হোন। এখন বলতে এখনই।

'ওকে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে দেব?'

ওপাশ থেকে উত্তর ভেসে এল, 'এখনই।'

ম্যাসন চাপা গলায় বললেন, 'ঠিক এই ভয়ই করছিলাম। আবার কোন চক্রান্তের শিকার হয়েছ তুমি, ভার্জিনিয়া। ঈশ্বরের দোহাই, মুখ বন্ধ রাখ। আমি উপস্থিত না থাকলে কোন কথাই ওদের বলবে না।'

'ব্যাপারটা আরও খারাপ হতে চলেছে', চাপা স্বরে বলল ভার্জিনিয়া। 'আমি আমার নামে যে রেজিস্ট্রি চিঠিটা পাঠিয়েছি ওরা সেটা পেয়ে যাবে, তারপর— ।'

বাধা দিলেন অফিসার। 'এই গাড়িতে উঠুন, মিস ব্যাক্সটার।'

'আমার জিনিসপত্র নেয়ার অধিকার আমার আছে', ভার্জিনিয়া বলল।

'বর্তমান অবস্থায় আপনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রয়োজনে আপনাকে হাতকড়া পরাতে পারি।'

'গাড়িতে যে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে তার কি হবে ? ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন।

'আমি একটা গাড়ি পাঠাচ্ছি', অফিসার বললেন, 'তারাই এটা দেখবে, আমার আপাতত অন্য কাজ আছে।'

ভার্জিনিয়াকে নিয়ে গাড়িখানা এবার সাইরেন বাজিয়ে দ্রুত মিলিয়ে যেতে ম্যাসন ভাঙা গাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আপাতত আমরা স্থানু, অতএব গাড়ির ব্যবস্থা করাই এখন প্রথম কাজ।'

□ সতের □

সকাল দশটা। ম্যাসন জেলের মধ্যে অ্যাটর্নি'দের ঘরে অস্থির ভঙ্গীতে পায়চারি করছিলেন।

একজন মহিলা পুলিশ ভার্জিনিয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বিদায় নিল।

ম্যাসন বললেন, 'মনে হয় তুমি পুলিশকে সবই বলেছ, ভার্জিনিয়া।

ও উত্তরে বলল, 'আমাকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ওরা জেরা করেছে।'

'জানি', ম্যাসন সহানুভূতির স্বরে বললেন। 'ওরা বলেছিল ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে যদি সত্যি কথা খুলে বল। সমস্ত খুলে জানালে ওরা তথনই তোমাকে মুক্তি দেবে, আর না বললে তোমাকে জেলেই ঢুকিয়ে দেয়া হবে।'

ভার্জিনিয়ার চোখ গোল হয়ে উঠল। 'আপনি ওরা কি বলেছে কিভাবে জানলেন ?'

হাসলেন ম্যাসন। 'ওদের কি জানিয়েছ, ভার্জিনিয়া ?'

'ওদের সবই বলেছি।'

ম্যাসন বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি' হ্যামিল্টন বার্জার আর লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ আমাকে জানিয়েছেন তারা আজ সকালে আমাকে এখানে চান, তারা তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন যা নাকি আমার শোনার দরকার। এর অর্থ ব্যাপারটা বিপর্যয়কর হতে চলেছে। নিশ্চয়ই তিনি এমন কিছু আশ্চর্য কথা বলবেন যা শুনে তুমি চমকে যাবে। এতে আরও বোঝা যাচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও জানানোয় তারা আমাকে ফোন করে।'

'ঠিক তাই হয়', ভার্জিনিয়া বলল। 'গত রাত্তিরে আমি ওদের সবই বলি কারন ওরা বলেছিল ওরা তদন্ত করবে আর তারপর আমি বাড়ি যেতে পারব। এরপরেই ওরা উঠে পড়লে আমি বলি আমি বাড়ি যেতে পারি কিনা। তাতে ওরা জানায় একটা দিন তদন্ত করতে লাগবে।'

'তারপর ?'

'সারা রাত আমি ঘুমোইনি। এসব কি হচ্ছে, মিঃ ম্যাসন ? এই নিয়ে দ্বিতীয়

বার হলো।'

'আমার জানা নেই', ম্যাসন বললেন। তবে তুমি কোন গোলমেলে ব্যাপারে জড়িতে পড়েছ তা ঠিক। সব নির্ভর করছে তুমি আমাকে সত্য কথা বলছ কিনা তার উপর।'

'আপনাকে মিথ্যে বলব কেন?'

'তা জানি না।'

'কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে তাহলে কি হবে?'

'আমার ভয় হচ্ছে ডি এ হ্যামিল্টন বার্জার আর লেফটেন্যাণ্ট ট্রাগ তোমার কথা বিশ্বাস করেন না।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন তারা বিশ্বাস করতেন?'

'মাঝে মাঝে তারা তা করে বটে', ম্যাসন বললেন। 'তারা সুবিচার চান তবে কোন মামলা অমিমাংসিত থাকুক তা চাননা।'

'খুনের ব্যাপারটা কি?' ভার্জিনিয়া জানতে চাইল।

ম্যাসন বললেন, 'সোফার জর্জ ইগান উপকূলের রাস্তা ধরে লরেটা ট্রেশ্টকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভেনচুরা থেকে দক্ষিণে আসছিল। মিসেস ট্রেশ্ট সোফারকে বলেন তারা পাহাড়ি এলাকায় কোন মোটেলে যাবেন। মোটেলের রাস্তায় তারা একটা বাঁকও ঘোরেন। এতে বোঝা যাচ্ছে লরেটা ট্রেশ্টই তোমাকে ফোন করেন।'

'আমিও তো সেই কথাই বললাম, মিঃ ম্যাসন—।'

'তোমার জানার কথা নয়', ম্যাসন বললেন। 'তুমি শুধু কোন মহিলার গলা শুনেছিলে, যিনি লরেটা ট্রেশ্ট বলে নিজের পরিচয় দেন। যাই হোক সোফার যখন বাঁ দিকে ঘুরতে যাচ্ছিল তার পিছনে দ্রুত একখানা গাড়ি এসে পড়ে। ও ডান দিকে ঘুরে গাড়িটাকে চলে যেতে দেয় আর গাড়িখানা ওদের গাড়িকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে রাস্তার ধার থেকে ছিটকে দেয়।'

'সোফার জানত ওখানে পাহাড়ি ঢালে ঘাস আর নিচেই গভীর জল, সে চিৎকার করে মিসেস ট্রেশ্টকে লাফিয়ে পড়তে বলে দরজা খুলে নিজেও লাফিয়ে পড়ে। পাথরে মাথা ঠুকে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ইগান। অনেকক্ষণ সে জ্ঞানহীন ছিল। যখন জ্ঞান ফেরে ওর ট্রেশ্টের গাড়ির কোন চিহ্নই দেখতে পায়নি। ভ্রাম্যমান পুলিশ কাছেই ছিল। তারা গাড়িখানা আবিষ্কার করে ডুবুরি নামিয়ে। তারাই গাড়িটা তোলে। গাড়িতে লরেটা ট্রেশ্টের কোন চিহ্ন ছিল না আর বাঁদিকের দরজা খোলাই ছিল। এটা পরিষ্কার তিনি দরজা খুলে ঘাসের উপর লাফিয়ে পড়েছিলেন।

'তারা কোনদিনই তার দেহ খুঁজে নাও পেতে পারে। ওখানে ভয়ানক চোরা স্রোত আছে। ডুবুরিরা কোন রকমে নিচে নেমেও ছিল। যে কোন দেহ চোরা স্রোতে বহুদূর ভেসে যেতে পারে।'

'কিন্তু আমাকে ধরা হলো কেন ?'

'যে গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল সোফার সেটা এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল। তার বর্ণনার সঙ্গে তোমার গাড়ি মিলে গেছে। এর পিছনে দুজন গাড়ি চালিয়ে আসছিল তারা তোমার গাড়ির লাইসেন্স নম্বর দেখতে পেয়েছিল।'

'কিন্তু আমি তো মোটেল ছেড়ে কোথাও যাইনি।'

ম্যাসন বললেন, 'তারা দুর্ঘটনার জায়গায় কিছু ভাঙা কাঁচের টুকরো পেয়েছে। সেগুলো কোন গাড়ির হেডলাইটের কাঁচ। এরপর পুলিশ মোটেলে গিয়ে তোমার গাড়িতে যেখানে ধাক্কা মারি সে জায়গাটা পরীক্ষা করেছে আর তারা তোমার গাড়ির হেডলাইটের একখণ্ড কাঁচও পেয়েছে। দুটো টুকরো একই কাঁচের। লরেটা ট্রেণ্টের গাড়ি যেখানে দুর্ঘটনায় পড়ে সেখানে ওই কাঁচ পাওয়া যায়, সেটা ওই একই হেড-লাইটের। তারা এইভাবেই ধাঁধা মিলিয়েছে, শুধু একখণ্ড ত্রিকোনা কাঁচ পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু ওই সোফার', ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার বলে উঠল, 'সেই তো এসব করেছে, ওরা তাকে বিশ্বাস করছে কেন ?'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না', ম্যাসন বললেন। 'তুমি তাকে সোফারের কথা বলেছ ?'

'নিশ্চয়ই।'

'সে তোমাকে ঘুস দিয়ে উইলের কপি করাতে চেয়েছিল একথাও ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কার্বন কপি তৈরি করে তোমার নামে তা ডাকে পাঠিয়েছ ?'

'হ্যাঁ। ওদের সব কথাই বলেছি, মিঃ ম্যাসন। এখন বুঝতে পারছি বলা উচিত হয়নি, কিন্তু একবার যখন কথা বলা শুরু করেছিলাম—তখন···তখন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিলাম। আমি প্রানপনে ওদের বোঝাতে চাইছিলাম যাতে এরা আমায় ছেড়ে দেয়।'

আচমকা দরজা খুলে গেল আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হ্যামিল্টন বার্জার লেফটেন্যাণ্ট ট্রাগকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

'সুপ্রভাত ভার্জিনিয়া', হ্যামিল্টন বার্জার বললেন।

তিনি এবার পেরি ম্যাসনের দিকে ফিরলেন। 'হাই, পেরি। কাজকর্ম কি রকম চলছে ?'

'তোমার খবর কি, হ্যামিল্টন ?' ম্যাসন বললেন। 'আমার মক্কেলকে ছেড়ে দিচ্ছ ?'

'মনে হচ্ছে, না', বার্জার বললেন।

'নয় কেন ?'

'সে আমাদের সোফার জর্জ ইগান সম্পর্কে দারুণ গল্প শুনিয়েছে। গল্পটা

চমৎকার তবে আমরা তা বিশ্বাস করিনা। লরেটা ট্রেন্টের আত্মীয়রা সোফারের সম্বন্ধে আর এক গল্প শুনিয়েছে। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য তবে সামান্য ত্রুটি আছে। আমাদের মনে হচ্ছে তোমার মক্কেল হয়তো ওই আত্মীয়দের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে যাতে খুনের চেষ্টা কোনভাবে চাপা দেয়া যায় যা তোমার মক্কেলেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

'এ একেবারে অসম্ভব কথা', ভার্জিনিয়া বলে উঠল। 'লরেটা ট্রেন্টের আত্মীয়দের আমি জীবনে চোখেও দেখিনি।'

'হয়তো ওই সোফারের কথায় তুমি সম্মোহিত না হলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারতে', ম্যাসন বললেন।

'ঠিক আছে ব্যাপারটা আমরা দেখব', বার্জার বললেন।

তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে কাউকে বললেন, 'ভিতরে এস।'

'যে লোকটি ভেতরে ঢুকল তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছিই হবে। মাথায় ঘন কালো চুল, গাঢ় গায়ের রঙ, উঁচু হনু আর কালো চোখের তারা।

সে সোজা ব্যাক্সটারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'এই মেয়েটিকে আগে কোনদিন দেখেছ?' বার্জার লোকটিকে প্রশ্ন করলেন।

'না', লোকটি বলল।

'তাহলেই দেখুন', বার্জার ভার্জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'এ কিছুই প্রমাণ করে না', ভার্জিনিয়া বলল। আমিও একে আগে দেখিনি। ওকে অনেকটাই ট্রেন্টের সোফারের মত দেখতে, তবে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।'

'এ হলো জর্জ ইগান, লরেটা ট্রেন্টের সোফার···ঠিক আছে, জর্জ তুমি যেতে পার', লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ নীরস স্বরে বললেন।

ট্র্যাগ এবার ম্যাসনের দিকে তাকালেন। 'জর্জ দুর্ঘটনার সময় মাথায় আঘাত পেয়েছিল। সে অনেক সময় অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।'

'এক মিনিট দাঁড়াও', ম্যাসন বললেন। 'আমাকে এসব বোঝাতে চেয়োনা। সে যদি এতখানি এসে আমার মক্কেলকে সনাক্ত করতে পারে তাহলে আমার দু'একটা কথারও জবাব দিতে পারবে।'

'তার প্রয়োজন হবে না', বার্জার বললেন।

ম্যাসন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি'র কথা গ্রাহ্য না করে সোফারকে বললেন, 'তোমার এক খানা নিজস্ব গাড়ি আছে, ওলডস মোবাইল, যার লাইসেন্স নম্বর ও জি টি ০৬২।'

সোফার আশ্চর্য হয়ে ম্যাসনের দিকে তাকাল, 'এটা আমার লাইসেন্স নম্বর, তবে গাড়িটা ওলডস নয়, ক্যাডিলাক।'

'তুমি গতকালের আগের দিন সেটা চালাচ্ছিলে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

ইগানের মুখে বিহ্বলভাব জেগে উঠল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি মিসেস ট্রেন্টকে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা ফ্রেসনোয় যাচ্ছিলাম।'

বার্জার বলে উঠলেন, ঠিক আছে, জর্জ', তোমাকে আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেনা।'

সোফার ঘর ছেড়ে এবার চলে গেল।

হ্যামিল্টন বার্জার এবার ম্যাসনের দিকে তাকালেন। 'এই হলো ঘটনা। কাউকে যদি ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হয়ে থাকে তাহলে এই সোফারকেই তা করার চেষ্টা হয়েছে। তোমার মক্কেলের কথা তোমার ভাল করে যাচাই করা উচিত ছিল। আমরা আজ এগারোটার সময় ওকে আদালতে হাজির করতে চাই যদি তোমার তাতে সুবিধে হয়। প্রাথমিক শুনানী সেই মত শুরু হতে পারে। আশা করি তার মধ্যে তৈরী হওয়ার যথেষ্ট সময় পাবে।'

'তোমার অনুগ্রহ', ম্যাসন বললেন। 'বিচারক আদেশ দিলে আগামীকাল সকালে প্রাথমিক শুনানী শুরু হতে পারে।'

বার্জারের মুখে হাসির কুয়াশা দেখা দিল। 'তুমি আমাদের কোন কোন বিষয়ে অপ্রস্তুত করে দিতে পার, পেরি, তবে আমাদের পোশাক অবিন্যস্ত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তোমার পদক্ষেপই ভুল। তোমার মক্কেল একজন মহা বুদ্ধিমতী, মতলববাজ সুযোগ সন্ধানী তা বলতে পারি। এখনও জানিনা সে কার যোগসাজসে কাজ করছে। আমরা এও জানিনা লরেট্টা ট্রেন্টকে কে বিষ দেয়, তবে একথা জানি তোমার মক্কেলের গাড়িই তার গাড়ি ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে আর সে যথেষ্ট মিথ্যা বলে নিজেকে ফাঁদে ফেলেছে। অন্তত তাকে আমরা অন্যজনকে না পাওয়া অবধি বেঁধে ফেলতে পারব। যাক, এবার তোমাকে মক্কেলের কাছে একা ছেড়ে যাচ্ছি।'

বার্জার কথাটা বলে লেঃ ট্র্যাগকে ইঙ্গিত করে বিদায় নিলেন।

ম্যাসন ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের দিকে তাকালেন।

'কোথাও একটা ভীষণ ভুল হচ্ছে', ভার্জিনিয়া বলল, মিঃ ম্যাসন। ওই লোকটার সঙ্গে এই সোফারের অনেকটাই সাদৃশ্য আছে—যে লোকটা মেনার্ড বলে নিজের পরিচয় দেয়...অবশ্য আপনিই বলেছিলেন সে লরেটা ট্রেন্টের সোফার।'

'সেটা গাড়ির বর্ণনা থেকেই জেনেছিলাম', ম্যাসন বললেন। তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস গাড়িটা ওলডস মোবাইল ছিল?'

'আমার তাই বিশ্বাস...নম্বরটা দেখতে ভুল হতে পারে, তবে প্রথম সংখ্যা শূন্য ছিল।'

ম্যাসন মাথা ঝাঁকালেন, 'না, ভার্জিনিয়া এটা হলে বড় বেশি রকম সমাপতনের বিষয় মানতে হয়। তবে তোমাকে কেউ শাস্তি দিতে এইভাবে ফাঁদে জড়াতে পারে তাই আসল কথাটা এবার বলে ফেলাই ভাল হবে।'

'কিন্তু সত্যি কথাই তো আপনাকে বলেছি।'

'তোমাকে একটা কথা বলছি', ম্যাসন বললেন। তুমি যদি একই কথা বলতে চাও তাহলে তোমাকে খুনের অভিযোগে মামলায় জড়ানো হতে চলেছে। আর কেউ

যদি তোমাকে কাজে লাগিয়ে এসব করে থাকে তাহলে নির্দোষিতা প্রমাণ করতে সব খুলে বলা চাই, নচেৎ তুমি মারাত্মক বিপদে পড়তে চলেছ।'

মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। 'আমি সত্যি কথাই বলছি।'

ম্যাসন বললেন, 'এ যদি সত্যি হয় তাহলে কোন পৈশাচিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন কেউ এই ষড়যন্ত্র করেছে। যাই হোক, আমি তোমার অ্যাটর্ণি। কোন কাহিনী যতোই অবিশ্বাস্য হোক সেকথা বিশ্বাস করাই আমার কাজ। আদালতে তুমি কণামাত্রও সন্দেহ প্রকাশ করবে না বলেই আশা করি।'

'কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তো?' ভার্জিনিয়া বলল।

'তুমি জুরী হলে বিশ্বাস করতে?'

'না', কান্নাঝরা গলায় বলল ভার্জিনিয়া, এটা…এটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়।'

'ঠিক তাই', ম্যাসেন বললেন। 'তোমার আত্ম সমর্থনে একটা পথই আছে। হয় তুমি সত্য বলছ না হয় কোন পৈশাচিক ব্যক্তি তোমাকে খুনের অভিযোগে ফাঁসাতে চাইছে।'

জলভরা চোখে তাকাল ভার্জিনিয়া।

'আমার অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝেছ?' ম্যাসন বললেন। শুনানীর সময় তোমার কথার কোন অংশও যদি মিথ্যা প্রমাণ হয় তাহলে তোমার শাস্তি এড়ানো অসম্ভব হবে।'

'জানি' বলল ভার্জিনিয়া। 'আমি সত্যিই বলছি।'

'সেক্ষেত্রে এখান থেকেই আমরা শুরু করতে পারি। চুপচাপ বসে থাকো।'

ম্যাসন এরপর বিদায় নিলেন।

□ আঠারো □

ভার্জিনিয়াকে মাদক চালানের অভিযোগে যে ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট অভিযুক্ত করেছিলেন তার ধারণা বিচারে কোথাও ভুল হয়েছিল। ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি জেরি ক্যাসওয়েল তাই এই মামলায় প্রাথমিক শুনানীর দায়িত্ব নিতে আবেদন করেছিলেন।

দায়িত্ব পাওয়ার পর ক্যাসওয়েল দেখতে চাইছিলেন কোন সুকৌশল বিন্যাসের সাহায্যে পেরি ম্যাসন যাতে কোনভাবে এই মামলায় সুযোগ নিতে না পারেন।

প্রথম সাক্ষী হিসাবে তিনি জর্জ ইগানকে আহ্বান করলেন।

'বুধবার রাত্রিতে তুমি কি করছিলে মনে আছে?' ক্যাসওয়েল প্রশ্ন করলেন।

'আমি লরেটা ট্রেন্টকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা ভেনচুরায় গিয়েছিলাম, আর সেখান থেকে ফিরছিলাম উপকূল ধরে।'

'কোন নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক ছিল?'

'মিসেস ট্রেণ্ট বলেছিলেন একটা হ্রদের কাছে পাহাড়ি জায়গায় মোটেলে যাবেন। তিনি রাস্তা চিনিয়ে দেবেন বলেন।'

'তোমার কি সেই রেণ্ট মোটেল আর সেটার রাস্তা জানা ছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার। সী ক্রেস্ট কাফের তিনশ গজের মত দূরে একটা জায়গায়।

বাঁকের মুখে মিসেস ট্রেণ্ট তোমাকে কি বলেন ?'

'তিনি আস্তে গাড়ি চালাতে বলেন। আমি ভেবেছিলাম উনি হয়তো— ।'

'উনি কি ভেবেছিলেন সে কথার প্রয়োজন নেই। এরপর কি ঘটে ?'

'আমাদের পিছনে হেডলাইটের আলো দেখতে পাই। আমি তাই ডান দিকে ঘুরে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিই, কিন্তু— ।'

'গাড়িটা পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল ?'

'স্বাভাবিকভাবে না।'

'কি হয়েছিল ?'

'গাড়িটা আচমকা পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে আমাদের গাড়ির সামনের শেষ প্রান্তে ধাক্কা লাগায়। প্রচণ্ড সেই ধাক্কায় আমাদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।'

'তারপর কি হয় ?'

'আমি প্রাণপনে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরি যাতে তীর থেকে গাড়িটা ছিটকে না পড়ে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম গাড়ি পড়ে যাচ্ছে। আমি লরেটা ট্রেণ্টকে দরজা খুলে লাফ মারতে বলি, যঙ্গে আমিও দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ি।'

'তারপর কি হলো ?'

'তারপরের কথা আমার মনে নেই।'

'তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল মনে আছে ?'

'না। সঠিক সময় আমার জানার উপায় ছিল না। আমার ঘড়ি দেখার কথা মনে আসেনি। যখন জ্ঞান ফিরল মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল·· শরীর খারাপও লাগছিল।'

'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলে তুমি ?'

'অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক প্রশ্ন, এতে সাক্ষীকে মনস্থির করতে বাধ্য করা হচ্ছে', ম্যাসন বলে উঠলেন।

'আপত্তি গৃহীত হলো', জজ গ্রেসন রায় দিলেন।

'ওহ, আদালতের অনুমতি হলে জানাব কোন ব্যক্তির পক্ষে কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল বলার উপায় আছে', ক্যাসওয়েল বললেন।

'তাহলে সেইভাবে জানাতে বলুন, তার মনস্থির করতে বাধ্য করা যাবে না।'

'ঠিক আছে', ক্যাসওয়েল বললেন, 'জ্ঞান ফেরার পর তোমার অবস্থা কি রকম

ছিল ?'

'আমি মাটির উপর উপুর হয়ে পড়েছিলাম।'

'রাস্তার কতটা কাছে পড়েছিলে ?'

'ঠিক বলতে পারব না, দশ ফিট হতে পারে।'

'সেখানে কে ছিল ?'

'ভ্রাম্যমান পুলিশের একজন অফিসার আমার উপর ঝুঁকে ছিলেন।'

'তিনি কি তোমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন ?'

'সরাসরি করেননি। তিনি আমাকে চিৎ করে দেন। ওরা আমাকে কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন। তারা জানতে চান আমি পা নাড়তে পারছি কিনা আর হাতের আঙুলও। তারা আস্তে আস্তে আমার হাত পা নাড়তে সাহায্য করেন, তারপর বসতে সাহায্যও করেন, তারপর আমি দাঁড়াই।'

'জ্ঞান ফেরার পর দাঁড়াতে কত দেরী হয় ?'

'কয়েক মিনিট।'

'তখন তুমি তোমাদের গাড়ির খোঁজ কর ?'

'হ্যাঁ ?'

'সেটা দেখতে পেয়েছিলে ?'

'না। ওটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।'

'তখন কি হয়েছিল তুমি অফিসারদের বলো ?'

'মাথা ঠিক করতে কয়েক মিনিট সময় লাগে, মাথা ঝিমঝিম করছিল। তারপর সাইরেনের শব্দ শুনতে পেলাম আর গাড়ি টেনে নেয়া একটা ভ্যান এল, তারপর আর একটা গাড়িও আসে। ডুবুরিরা পঁচিশ ফিট জলের তলায় গাড়িটা পায়, সেটা কাত হয়ে পড়েছিল বাঁ পাশের দরজা খোলা। গাড়িতে কেউই ছিলনা।'

'কেউ ছিলনা জানলে কি করে ?'

'গাড়িটা যখন তোলা হয় আমি ছিলাম, আমি দৌড়ে গিয়ে ভিতরে তাকাই। লরেটা ট্রেন্টের কোন চিহ্নই ছিলনা।'

'এবার আদালতের অনুমতি হলে', ক্যাসওয়েল বললেন, 'আমি এই সাক্ষীকে সাময়িক সরিয়ে অন্য একজন সাক্ষীকে ডাকতে চাই, অবশ্য আমি অবহিত আছি যে এক্ষেত্রে কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলে আপত্তি উঠবে। আমি জানাই মৃতদেহ পাওয়া না গেলেও অপরাধের প্রমাণ আছে।'

'অনেক ক্ষেত্রেই হত্যাকারীকে যে সাফল্যের সঙ্গেই অভিযুক্ত করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যে ক্ষেত্রে মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। এটি নথীভুক্তও আছে।'

'আপনার আদালতকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন হবে না ফৌজদারী আইন সম্পর্কে,' জজ প্রেসন বললেন। 'আমার মনে হয় প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। মিঃ ম্যাসন যদি মনে করেন শুধু মৃতদেহ নেই প্রমাণিত হয়েছে আমার

ধারণা তাহলে বৃথা পরিশ্রম করছেন।'

ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, 'পরিবর্তে', ইওর অনার, প্রতিবাদী পক্ষ মনে করে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে তাতে লরেটা ট্রেন্টের মৃত্যু প্রমাণ হয়েছে। খুঁজে না পাওয়া মৃতদেহ সম্পর্কে আমরা কোন আপত্তি তুলছি না। তবে আশা করি আদালত অবহিত আছেন যে মৃতদেহ না পাওয়া গেলেও মৃত্যু যে বেআইনি উপায়ে সংঘটিত তা প্রমাণ করা চাই।

'এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে লরেটা ট্রেন্টের মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায়।'

'সেই কারণেই আমি এই সাক্ষীকে সাময়িক ভাবে সরিয়ে নিতে চাই', ক্যাসওয়েল বললেন। 'এই সাক্ষী দিয়ে আমি দেখাতে চাই তাকে হত্যা করা হয়।'

'উত্তম', জজ গ্রেসন বললেন। 'যদিও প্রতিবাদী পক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করতে পারবেন যদি ইচ্ছুক হন।'

'পাল্টা জেরার জন্য আমরা অপেক্ষা করব', ম্যাসন বললেন।

'উত্তম। আপনার সাক্ষীকে আহ্বান করুন', জজ গ্রেসন বললেন।

'আমি লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগকে আহ্বান করছি', ক্যাসওয়েল বললেন।

ট্র্যাগ এগিয়ে এসে শপথ নিয়ে দাঁড়ালেন।

'প্রতিবাদীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন আপনি জেলে ছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'প্রতিবাদীর সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়?'

'হ্যাঁ স্যার। সে জানায় যে লরেটা ট্রেন্ট তাকে সেণ্টস রেস্ট-এ দেখা করতে বলেছিলেন। তিনি সেখানে যান আর প্রায় এক ঘণ্টার মত ছিলেন। সে একটু নার্ভাস হয়ে পেরি ম্যাসনকে ফোন করে। ম্যাসন সেখানে দেখা করতে যান। তারপর তিনি বলেন ওর গাড়ি দেখবেন।'

'তারপর?'

'তারপর ওরা দেখেন গাড়িখানায় চোট লেগেছিল, আর একটা হেডলাইট ভাঙা।'

'আর ম্যাসন কোন প্রস্তাব করেছিলেন?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন ক্যাসওয়েল।

'সে বলে মিঃ ম্যাসন তাকে গাড়িতে উঠে বাইরে যাওয়ার পথ ধরে গাড়ি চালাতে বলে তারপর প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতেও বলেন। সে তাই করলে মিঃ ম্যাসন তার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে ওর গাড়িতে ধাক্কা লাগান, যাতে বেশ ক্ষতি হয় গাড়ির আর চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে—।'

'এক মিনিট', ম্যাসন বলে উঠলেন, 'আমি আপত্তি জানাচ্ছি সাক্ষীকে মনস্থির করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে। ওকে শুধু ঘটনা জানাতে বলা হোক।'

'আমি শুধু জানতে চাইছি প্রতিবাদী কি বলেছেন', ক্যাসওয়েল বললেন। 'প্রতিবাদী কি বলেছেন কেন এটা করা হয়?'

'হ্যাঁ। সে বলেছিল এটা হলে গাড়িটা কখন ভেঙেছিল বলা অসম্ভব হবে।'

'সে আর কি বলেছিল ?'

'সে বলে যে লরেটা ট্রেণ্টের সোফার জর্জ ইগান তার কাছে একটা উইলের জাল কপি তৈরি করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।'

'কি ধরণের উইল ?'

'মিসেস ট্রেণ্টের তৈরি কোন উইল।'

'এরপর ?'

'সে বলে সে এজন্য পাঁচশ ডলার নেয়, যে সে দুটো উইল জাল করে অ্যাটর্ণি ডেলানো ব্যানকের নাম লেখা কাগজে, যিনি মিসেস ট্রেণ্টের অ্যাটর্ণি ছিলেন আর প্রতিবাদী তার কাছে কাজ করত।'

'একথার কোন প্রমাণ দেয় সে ?'

'সে বলে যে সে নিজের নামে টাইপ করা কার্বন কাগজের কপি ডাকে পাঠিয়েছিল। সে বলে পেরি ম্যাসনের পরামর্শে সে দুবার নতুন কার্বন ব্যবহার করেছিল যাতে আলোর সামনে ধরলে লেখাটা পড়া যায়।'

বিচারক গ্রেসন বললেন, 'এক মিনিট। এটা কোন মক্কেলকে জানানো গোপন পরামর্শ প্রকাশ করা নয় ?'

'হ্যা, তাই, ইওর অনার', ক্যাসওয়েল বললেন। 'আপাতদৃষ্টিতে একথা জানানো অযৌক্তিক তবে প্রতিবাদী কি বলেছে সেটা জানানোই আমার উদ্দেশ্য। অন্যভাবে প্রতিবাদীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে আমি তার বলা কথা জানতে চাইতে পারতাম। কোন অ্যাটর্ণির পক্ষে একাজ অশোভন নয়। বিশেষত কোন চক্রান্ত প্রকাশ করার প্রয়োজন হলে। আমরা মিঃ ম্যাসনের বিরুদ্ধে যথাযথ ট্রাইবুনালে অভিযোগ জানাব, ইতিমধ্যে প্রতিবাদীর কথা জানতে চাই।'

জজ গ্রেসন ম্যাসনের দিকে তাকালেন। 'আপনার কোন আপত্তি আছে, মিঃ ম্যাসন ?'

'কখনই না', ম্যাসন বললেন। 'এই মামলার ঘটনা উদ্ঘাটনে কোন আপত্তি নেই। আমি যথা সময়ে দেখাব আমার মক্কেলকে মিথ্যা খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছে আর—।'

'একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান', ক্যাসওয়েল বাধা দিলেন, 'এই সময় মিঃ ম্যাসন প্রতিবাদী বা তার নিজের আত্মসমর্থনের সময় নয়, সে সুযোগ পরে তিনি পাবেন।'

'আমার ধারণা সেকথা যথাযথ', বিচারক গ্রেসন বললেন। 'যাইহোক, মিঃ ম্যাসনের এ বিষয়ে বিতর্ক তোলার সুযোগ আছে।'

'এক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন। 'আমার মনে হয়েছিল আমার মক্কেলের বিশেষ সুবিধা কেড়ে নেয়া হচ্ছে, কিন্তু সে স্বয়ং প্রতিবেদন দাখিল করলে কোন আপত্তির কারণ নেই।'

'তিনি বলেছেন সাক্ষী জর্জ ইগান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ?'

'হ্যাঁ।'

'জেরা করতে পারেন', ক্যাসওয়েল কড়াস্বরে বললেন।

ম্যাসন বললেন, 'আপনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রতিবাদীর সঙ্গে কথা বলেছেন, লেফটেন্যাণ্ট ?'

'হ্যাঁ, তাকে সন্ধ্যার অনেক পরে গ্রেপ্তার করা হয়।'

'আপনি জানতেন উনি আমার মক্কেল ?'

'না।'

'আপনি জানতেন না ?'

'উনি যা বলেছেন সেটুকুই জানতাম।'

'এবং তা সত্য মনে করেননি ?'

'প্রতিবাদীরা যা বলে আমরা তাই বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যেক অংশ বাচাই করে দেখি।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'অর্থাৎ আমি তাকে যা বলি আপনি তা সত্য বলে বিশ্বাস করেননি ?'

'মানে', ট্র্যাগ ইতস্তত করলেন, 'কিছু যোগসূত্রের সম্পর্ক ছিল।'

'যেমন ?'

'তিনি আমাদের নিজেকে পাঠানো রেজিস্ট্রি চিঠিটা খুলতে অনুমতি দেন।'

'এবং আপনি তা করেছেন ?'

'হ্যাঁ'

'আর ওই উইলের কার্বন কপি পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আর তাতে সে যা বলেছে তা বিশ্বাস করেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ সে যে আমার মক্কেল সেকথা বিশ্বাস করেননি ?'

'বলতে গেলে এক রকম তাই', ট্র্যাগ বললেন।

'তাহলে আমাকে কেন জানাননি সে জেলে আছে ?'

'আমি তাকে বলি আপনাকে ডাকতে পারেন তিনি। তাতে তিনি বলেন এতে কোন লাভ নেই কারণ কি ঘটেছে তিনি জানেন, ওই সোফার জর্জ ইগানই দায়ী আর তিনি সব বলে ওকে খুঁজে বের করতে চান।'

'আপনারা সেই সুযোগ তাকে দেন ?'

'সে রাত্রিতে নয়। পরদিন সকালে আপনার সামনে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি হ্যামিলটন বার্জার আর আমি ইগানকে তার সামনে হাজির করি। ইগান জানায় সে আগে প্রতিবাদীকে কখনও দেখেনি। কিন্তু প্রতিবাদী জানায় ইগানই তার কাছে গিয়েছিল।'

'সে আর কিছু বলেছিল ?'

'হ্যাঁ, সে বলে ইগানই তার কাছে গিয়ে একটা প্রস্তাব রেখেছিল আর নিজের পরিচয় দিয়েছিল জর্জ মেনার্ড বলে।

'অথচ আপনি প্রতিবাদীকে বলেন আপনি সত্য উদ্ঘাটন করতে চান তাই সব সত্য প্রকাশ করলে আসল অপরাধীকে ধরতে পারবেন, আপনারা মনে করেন না সে অপরাধী, তাকে তাই ছেড়ে দেবেন আর সে বাড়ি যেতে পারবে।'

হাসলেন ট্র্যাগ। 'আমি এসব বলিনি, অন্য একজন অফিসার বলেন।'

'আপনার সামনে এবং সম্মতিতেই তা হয় ?'

ট্র্যাগ সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে সন্দেহভাজনদের একথা বলতে হয়।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'আর প্রশ্ন নেই।'

ক্যাসওয়েল বললেন, 'কার্সন হেরম্যান সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসবেন।'

হেরম্যান, কৃশ, দীর্ঘকায়, পাখির মত বাঁকানো নাক, উচু হনু, জলভরা নীলাভ চোখ এসে শপথ নিয়ে দাঁড়াল। সে জানাল সে উপকূলের রাস্তায় দক্ষিণে আসছিল। সে আসছিল অক্সনার্ড ও সান্টা মনিকার মধ্যে। তার সামনে দুখানা গাড়ি ছিল। তার একটা হাল্কা রঙের শেভ্রলে আর তার সামনে একখানা কালো সিডান।'

'গাড়িতে কোন অস্বাভাবিকত্ব দেখেছিলেন ?' কাসওয়েল জানাত চাইলেন।

'হ্যাঁ স্যার, আমরা এগোতেই কাল গাড়িটা ডাল দিকে ঘুরে যায়, সে বোধহয় চাইছিল— ।'

'ড্রাইভার কি চাইছিল বলার দরকার নেই, শুধু যা ঘটেছিল তাই বলুন।'

'শেভ্রলে গাড়িখানা প্রায় পাশাপাশি চলার পর আচমকা পাক খেয়ে ঘুরে যায়। শেভ্রলের সামনের অংশ কালো সিডানের সামনের দিকে ধাক্কা লাগায়।'

'কালো সিডানের কি হলো দেখেছিলেন আপনি ?'

'না, স্যার। আমি অনেকটাই পিছনে থাকায় দেখিনি।'

'আপনি এবার কি করলেন ?'

'আমি বুঝলাম এটা দুর্ঘটনা তাই একজন সুনাগরিক হিসেবে— ।'

'কি ভেবেছিলেণ বলার দরকার নেই', ক্যাসওয়েল বাধা দিলেন। 'কি করলেন তাই বলুন।'

'আমি শেভ্রলের পিছনে ছুটে যাই যাতে লাইসেন্স নম্বরটা দেখতে পাই।'

'দেখতে পেয়েছিলেন ?'

'রাস্তায় প্রচুর বাঁক ছিল। আমি চেষ্টা করি আর শেষ দুটো সংখ্যা দেখতে পাই—তা হলো ৬৫। আমি রাস্তাটা ফাঁকা দেখে এবার ভয় পেয়ে যাই, মনে হচ্ছিল আমার পক্ষে— ।'

জজ গ্রেসন বলে উঠলেন, 'মিঃ হেরম্যান, আপনাকে দুবার সতর্ক করা হয়েছে।

ঠিক যা করেছিলেন তাই শুধু বলুন।'

'আমি লক্ষ্য করেছিলাম গাড়িটার একটা হেড লাইট ভাঙা।'

'তারপর।'

'আমি সাবধানে গাড়ি নিয়ে একটা ছোট রেস্তোরায় পেঁাছে টেলিফোনে ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্রাম্যমান পুলিশকে সব জানাই। তারা জানান একজন আগেই সেকথা জানিয়েছে আর একখানা গাড়ি সেখানে গেছে।'

'আপনি সেখানে যাননি?'

'না, স্যার? আমি জানতাম কেউ না কেউ দেখতে পাবে আর অবশ্যই সাহায্য করবে। এজন্য আমি দুঃখিত।'

'আপনি সামনের গাড়িতে কোন পুরুষ বা মহিলা কে ছিল দেখতে পেয়েছিলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'বা কজন ছিল?'

'মাত্র একজনই ছিলেন, সে পুরুষ না মহিলা তা বলতে পারব না।'

'ধন্যবাদ, আর প্রশ্ন নেই।'

'আমি এবার গর্ডন কেলভিনকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করছি', ক্যাসওয়েল বললেন।'

কেলভিন এসে শপথ নিয়ে জানাল সে মৃত লরেটা ট্রেন্টের একজন ভগ্নীপতি।

'আপনি প্রতিবাদীর প্রতিবেদন শুনেছেন যে তাকে উইলের একখানা জাল কার্বন কপি তৈরী করতে বলা হয়?'

'হ্যাঁ, স্যার।

'লরেটা ট্রেন্টের এস্টেট সম্পর্কে আপনি কি বলতে পারেন?'

'অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত হিসেবে আপত্তি জানাচ্ছি', ম্যাসন বললেন।

ক্যাসওয়েল সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বলি এটি শুধু বাস্তব বিষয়। আমি দেখাতে চাই প্রতিবাদী যা বলেছে তা অতিরঞ্জিত কারণ ওই কার্বণের জাল কপি দিয়ে কোন কাজই হতো না। আমি দেখাতে চাই লরেটা ট্রেন্ট ঢের আগেই একটা উইল করেন আর তার প্রতিলিপি একটা খামে রেখে এই সাক্ষীকে দেন যা তার মৃত্যুর পর খোলার কথা। আমি জানাচ্ছি সেই খাম খোলা হয়েছে আর উইলের বিষয়বস্তুও জানা গেছে তাই ওই কার্বন কপির কোন মূল্যই নেই।'

'আমি আপত্তি অগ্রাহ্য করছি', জজ গ্রেসন বললেন।

কেলভিন জানাল, 'আমি আমার শ্যালিকার খুব কাছের মানুষ ছিলাম আর দুই ভগ্নীপতির মধ্যে আমিই বড়। আমার শ্যালিকা লরেটা ট্রেন্ট তার উইল খামে সীল করে ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন প্রায় চার বছর আগে যে, তার মৃত্যুর পর যেন খামটা খোলা হয়। গত বুধবারের ওই বিয়োগান্ত ঘটনার পর আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র অফিসে ঘটনার কথা জানাই, তারপর

একজন অ্যাটর্নি' আর ব্যাংকের অফিসারের সামনে খামখানা খোলা হয়।'

'তাতে কি ছিল ?'

'তাতে ছিল আপাতদৃষ্টিতে লরেটা ট্রেন্টের শেষ উইল।'

'সেটা এখানে নিয়ে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ, এনেছি।'

'সেটা দাখিল করুন।'

সাক্ষী পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে ধরল।

'এটা সনাক্ত করার কোন উপায় আছে ?'

'ওই কাগজে', কেলভিন বলল, 'প্রতি পাতায় আমার সই আছে আর হ্যামিল্টন বার্জারেরও সই আছে, এছাড়াও উপস্থিত আইনজ্ঞ ও ব্যাংক অফিসারেরও সই আছে।'

'এতে সনাক্তকরণ হচ্ছে', জজ গ্রেসন মৃদু হেসে বললেন। তিনি এবার উইলের কাগজ চিন্তিতভাবে পরীক্ষা করলেন।

ম্যাসনও দেখলেন এরপর।

ক্যাসওয়েল বললেন, 'আমার আবেদন এই উইল সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হোক এবং একটি প্রত্যায়িত নকলও তৈরী করে রাখার আদেশ দেয়া হোক।

'কোন আপত্তি নেই', ম্যাসন বললেন।

ক্যাসওয়েল এবার শান্তস্বরে পড়তে শুরু করলেন, 'আমি, লরেটা ট্রেণ্ট, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে জানাচ্ছি যে আমি একজন বিধবা এবং আমার কোন সন্তান নেই। আত্মীয় বলতে আছে আমার দুটি বোন ডায়ান ব্রিগস ও ম্যাক্সিন কেলভিন। আমার বোন ডায়ানের বিবাহ হয়েছে বোরিং ব্রিগসের সঙ্গে আর ম্যাক্সিনের বিবাহ হয়েছে গর্ডন কেলভিনের সঙ্গে।

'আমি আরও জানাতে চাই যে ওই চারজন ব্যক্তি আমার বাড়িতেই কয়েক বছর যাবৎ বাস করছে এবং আমি এও জানাতে চাই আমার ভগ্নীপতিদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ স্নেহ আছে এবং তাদেরও আমার প্রতি আছে। আমার বোনেদের প্রতিও তাই আছে।

'আমি এও জানাতে চাই যে আমার বোনেদের আমার এস্টেটের নানা সমস্যা সামলানোর মত বৈষয়িক বুদ্ধি নেই আর সেই কারণেই আমি আমার ভগ্নিপতি গর্ডন কেলভিনকে আমার উইলের অছি নিয়োগ করতে চাই।'

ক্যাসওয়েল বিজ্ঞভঙ্গীতে আদালতের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

তিনি এবার আবার পড়তে শুরু করলেন, 'আমি এতদ্বারা আমার বোন ডায়ান ব্রিগসকে পঞ্চাশ হাজার ডলার ও আমার অপর বোন ম্যাক্সিন কেলভিনকেও একই রকম পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে চাই।'

ক্যাসওয়েল এবার বললেন, 'এছাড়াও কিছু লোককে সেবার মূল্য হিসেবে কিছু কিছু দাতব্য করা আছে।'

'প্রথমেই ডঃ ফেরিস অ্যালটন। তিনি ঔষধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হলেও অস্ত্রপচারে বিশেষজ্ঞ নন তাই আয়ের দিকে কিছুটা দুর্বলতার শিকার।'

ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার আচমকা ম্যাসনের হাঁটু চেপে ধরে চাপা গলায় বলে উঠল, 'ওহ, তাই। আমার মনে পড়েছে, টাইপ করেছিলাম। উনি তাকে যা দিয়েছিলেন মনে পড়ছে— ।'

'চুপ!' ম্যাসন সাবধান করে দিলেন।

জেরি ক্যাসওয়েল আবার পড়ে চললেন, 'ডঃ অ্যালটন আমাকে নিঃস্বার্থভাবে যত্ন করেছেন। আমি, তাই ডঃ অ্যালটনকে একশ হাজার ডলার দান করছি।'

'এছাড়াও দুজন আছে যাদের নিঃস্বার্থ সেবা ও বিশ্বস্ততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তারা হলো জর্জ ইগান, আমার সোফার এবং অ্যানা ফ্রিচ, নার্স যে আমার অসুস্থতার সর্বদা সেবা করেছে।

'আমি মনে করিনা আমার দানে তারা ধনী হয়ে উঠবে, তবুও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা হিসেবে আমি জর্জ ইগানকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে চাই এই আশায় যে সে এই টাকায় নিজের ব্যবসা খুলতে পারবে, এই সঙ্গে আমি অ্যানা ফ্রিচকেও পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে গেলাম।'

জেরি ক্যাসওয়েল পড়া শেষ হওয়ার মুখে দ্রুত পাতা উল্টে চললেন।

'কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই সঙ্গে যদি ভেবে থাকেন তাদের আমি কোনভাবে বঞ্চিত করেছি এবং তাদের দাবীর যুক্তি আছে, সেজন্য তাকে বা তাদের আমি একশ ডলার দেয়ার ব্যবস্থা রাখলাম।'

ক্যাসওয়েল এবার বললেন, 'উইলের মূল বয়ান এই। এরপর সাক্ষী হিসেবে সই করেছিলেন অ্যাটর্ণি ডিলানো ব্যানক আর এই মামলায় প্রতিবাদী ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার', তিনি ওর দিকে তাকালেন।

ভার্জিনিয়া প্রায় হাঁ হয়ে গেল।

ম্যাসন ওর হাত চেপে ওকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন।

'এটাই লরেটা ট্রেণ্টের উইলের সারমর্ম?' জজ গ্রেসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ইওর অনার।'

'কোন পাল্টা জেরা করবেন?'

ম্যাসন উঠে দাঁড়ালেণ। 'এই উইলই আপনি সীল করা খামে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। লরেটা ট্রেণ্টর ডেস্কের ড্রয়ারে সীল করা ছিল।'

'আপনি ওটা নিয়ে কি করেন?'

'আমি সিন্দুকে রেখে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে জানাই।'

'সিন্দুক কোথায় ছিল?'

'আমার শোবার ঘরে।'

'আপনার শোবার ঘর লরেটা ট্রেণ্ট জীবদ্দশায় যে বাড়িতে থাকতেন সেই

বাড়িতেই ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ওখানে থাকতে যাওয়ার আগে থেকেই ওই ঘরে সিন্দুকটা ছিল ?'

'না, আমিই ওটা বানাই।'

'আপনি বানিয়েছিলেন কেন।'

'কারণ আমার অনেক দামী জিনিস ছিল, আমি জানতাম বাড়িখানা বড়। আমি জানতাম লরেটার প্রচুর দামী জিনিস ছিল, আমার স্ত্রীর গহনা আর আমার দামী জিনিসপত্র রাখার জনাই তা করি।'

'আপনার পেশা কি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমি অনেক কিছু করেছি', কেলভিন মর্যাদার সঙ্গে বলল।

'যেমন ?'

'বিশদ করে বলার প্রয়োজন দেখছিনা।'

'অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন', ক্যাসওয়েল বলে উঠলেন।

'ওহ্ অবশ্যই', জজ গ্রেসন বললেন। আমার মনে হয় এ হলো পশ্চাৎপট আর প্রতিবাদী কাউন্সেলরের জেরার অধিকার রয়েছে অবশ্য আমি বুঝছি না এর উদ্দেশ্য কি হতে পারে।'

'সাক্ষীর পুরো জীবনের বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই', ক্যাসওয়েল ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন।

জজ গ্রেসন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকালেন', আপনার এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন আছে ?'

'আমি বুঝিয়ে বলছি', ম্যাসন বললেন। 'আপনি যে সব কাজের কথা বলছেন সেসব কি লাভজনক ছিল না, তাই নয় কি ?'

'একথা সত্য নয়, স্যার।'

'আর তার ফলেই আপনি লরেটা ট্রেন্টের সঙ্গে বাস করতে যান ?'

'তারই আমন্ত্রণে, স্যার।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন, 'সে আমন্ত্রণ এসেছিল যখন নিজের ভরণপোষণ করার অবস্থা আপনার ছিল না।'

'না, স্যার। আমার নিজেকে চালানোর যথেষ্ট শক্তি আমার ছিল, আমার শুধু সাময়িক কিছু অর্থকরী অসুবিধা হয়েছিল, ব্যবসার দিকে।'

'অন্যভাবে বললে আপনি প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন ?'

'আমার অর্থকরী অসুবিধা হয়েছিল।'

'আর আপনার শ্যালিকা আপনাকে তার কাছে গিয়ে থাকতে বলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারই ইঙ্গিতে ?'

'তার অন্য ভগ্নীপতি মিঃ বোরিং ব্রিগস ইতিমধ্যেই সেখানে বাস করছিল— বাড়িটাও অনেক বড়। আমি আর আমার স্ত্রী সেখানে বেড়াতে যাই আর ফিরে যাইনি।'

'আপনার মত মিঃ বোরিং ব্রিগসেরও ব্যাপার একই রকম সত্য তাই না?'

'কি রকম সত্য?'

'যে তারও অর্থকরী বিপর্যয় হয় আর তিনি ওখানে থাকতে আসেন?'

'তার বেলায়', কেলভিন বলল, 'অবস্থা সেই রকমই ছিল, তাই এর প্রয়োজন হয়।'

'অর্থনৈতিক অবস্থা?'

'একরকম তাই। বোরিং ব্রিগস নানা ঝামেলায় পড়েছিল আর স্ত্রীকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে পারছিল না। সেই সময় তার স্ত্রী তার বোন লরেটা ট্রেন্টের সদাশয়তায় আর্থিক সাহায্য পায়।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। 'আর প্রশ্ন নেই।'

তিনি এবার ভার্জিনিয়ার দিকে চাপা স্বরে বললেন, 'সব কথা এবার বল।'

'এটাই সেই উইল', ভার্জিনিয়া উত্তর দিল। 'আমার মনে পড়তে ডাক্তারের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা এই ভাবেই দেখিয়েছিলেন।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি উইলটা আর একবার ভাল করে দেখতে চাই। তুমি আমাকে সেভাবে লক্ষ্য করবে না তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে সাক্ষীর আর সইয়ের ব্যাপারটায়।'

ম্যাসন এবার ক্লার্কের টেবিলের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি উইলটা একবার দেখতে চাই।'

ক্যাসওয়েল ইতিমধ্যে বললেন, 'আমি এবার ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রাম্যমান পুলিশের হ্যারি অবার্নকে আহ্বান করছি।'

ম্যাসন উইলের সাক্ষীর সই দেখার ভাব করতে ভার্জিনিয়াও পাশ থেকে সেটা দেখে প্রায় হতাশ ভাবে বলল, 'ওটা আমার সই, মিঃ ব্যানকেরও সই ঠিক আছে। ওহ, মিঃ ম্যাসন, সব আমার মনে পড়ছে। উইলটা ঠিকই আছে। অনেক কথাই আমার মনে পড়ছে। পাতার শেষে সামান্য কালির দাগ আছে। মনে পড়ছে আমরা সই করার সময় এই রকম হয়। মিঃ ব্যানক বলেন ওতেই চলবে।'

'এখানে একটা আঙুলের ছাপ দেখা যাচ্ছে', ম্যাসন বললেন। 'কালিতে ছাপ পড়েছে।'

'আমার চোখে পড়ছে না।'

'এই যে এখানে', ম্যাসন বললেন। 'সামান্য ছাপ তবে সনাক্ত করা সম্ভব।'

'ওহ ভগবান', ভার্জিনিয়া বলল। 'এটা হয় আমার বা লরেটা ট্রেন্টেরই হবে।'

'ওটা ক্যাসওয়েলই দেখবে', ম্যাসন বললেন। 'সেই বের করবে।'

ম্যাসন উইলের বাকি পৃষ্ঠাগুলো উল্টে গেলেন যেন খুব আগ্রহ নেই তারপর অবহেলাভরে ক্লার্কের ডেস্কে সেটা ফিরিয়ে দিলেন।

ম্যাসন ফিরে আসার পরেই ভার্জিনিয়া ফিসফিস করে বলল, 'বুঝতে পারছি না তাহলে ওই দুটো জাল উইল তৈরির কি দরকার ছিল আসল উইল যখন ছিলই?'

'হয়তো কেউ কিছু জানতে চাইছিল, 'ম্যাসন বললেন। একথায় পরেও আসব।'

হ্যারি অবার্ণ শান্তভাবে তার সাক্ষ্যে জানালেন যে তাকে বেতার মারফত জানানো হয় সেন্টস রেস্ট মোটেলে এক মোটর দুর্ঘটনার তদন্ত করতে। এটা রুটিনমাফিক কাজ। সেখানে তিনি প্রতিবাদীর একটা গাড়ি আর পেরি ম্যাসনের গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয় দেখতে পান। এরপর তাকে আবার বেতার মারফত ডাকা হয়েছিল।

'আপনাকে কেউ কি বলেছে জানানোর দরকার নেই', ক্যাসওয়েল বললেন। তবে ডাকার কারণ জানাতে পারেন।'

'ওই ডাক পেয়ে আমি প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করি তিনি গাড়িটা চালাচ্ছিলেন কি না আর আগে কোন দুর্ঘটনা হয়েছিল কিনা এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'তিনি কি জবাব দেন?'

'তিনি অস্বীকার করেন আর জানান গত দুঘণ্টা যাবৎ তিনি মোটেলেই ছিলেন।'

'তারপর?'

'আমি লাইসেন্স নম্বর যাচাই করে দেখি। আমি দুটো লক্ষ্যণীয় নম্বর দেখি। গাড়ির মডেলও দেখি আর যথেষ্ট সাক্ষ্য পেয়ে তাকে পুলিশ হেফাজতে নিই। পরে আমি দুর্ঘটনার জায়গায় যাই আর হেডলাইটের কাচের কিছু টুকরো পাই যা তার গাড়ির হেডলাইটের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এরপর আমি উপকূলের কাছে দুর্ঘটনা-স্থলে যাই সেখানে কিছু হেডলাইটের ভাঙা কাচ পাই, তারপর তার গাড়ির হেডলাইট খুলে নিই।'

'হেডলাইট আপনার সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সেটা দাখিল করবেন?'

অবার্ন একখানা কাগজের বাক্স থেকে একটা মোটরের হেডলাইট তুলে দেখালেন যার কাচগুলো জোড়া লাগানো।'

'এই জোড়া লাগানোর বিষয় ব্যাখ্যা করবেন?'

'হ্যাঁ স্যার।' অবার্ণ এবার দুজায়গায় পাওয়া কাচ সম্পর্কে জানালেন।

'জেরা করতে পারেন', ক্যাসওয়েল এবার বললেন।

'কোন প্রশ্ন নেই', ম্যাসন বললেন।

'এবার আমি জর্জ ইগানকে আর একবার আহ্বান করতে চাই', ক্যাসওয়েল বললেন।

'উত্তম', জজ গ্রেসন বললেন।

ইগান এসে দাঁড়াল এরপর।

'তুমি কি এর আগে প্রতিবাদীর কাছে গিয়ে একটা উইলের কথা বলেছিলে ?'

'জেলে তাকে প্রথম দেখার আগে তাকে জীবনেও দেখিনি।

'তুমি কোন উইলের কপি জাল করার জন্য পাঁচশ ডলার দাওনি ?'

'না স্যার।'

'জেরা করতে পারেন', ক্যাসওয়েল ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বললেন।

ম্যাসন চিন্তিতভাবে সাক্ষীকে বললেন, 'তুমি কি জানতে লরেটা ট্রেন্টের উইলে তোমার কিছু প্রাপ্য ছিল ?'

সাক্ষী একটু ইতস্তত করল।

'উত্তর দাও', ম্যাসন বললেন, 'জানতে কি জানতে না ?'

'আমি জানতাম তিনি উইলে আমার কথা মনে রেখেছেন। আমি জানতাম না কত ?'

'তুমি জানতে তাহলে উনি মারা গেলে তুমি কিছুটা অর্থবান হয়ে উঠবে ?'

'না স্যার। আমার জানা ছিল না কত টাকা।'

'কিভাবে তুমি জেনেছিলে তিনি উইলে তোমার কথা মনে রেখেছিলেন ?'

'তিনিই আমাকে বলেন।'

'কখন ?'

'প্রায় তিন কি চার মাস আগে—মনে হয় পাঁচ মাসও হতে পারে।'

'তুমি লরেটা ট্রেন্টের জন্য ঢের রান্না করেছ, তাই না ?'

'হ্যাঁ স্যার।

'বাইরে রান্না ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি প্রচুর রসুন ব্যবহার করতে ?'

'উনি রসুন ভালবাসতেন, তাই।'

'তোমার কি জানা ছিল রসুনে গুঁড়ো আর্সেনিকের স্বাদ চাপা পড়ে যায়।'

'না স্যার।'

'তুমি কোন সময় যে খাবার রান্না করেছ তাতে আর্সেনিক মিশিয়েছিলে ?'

'ওহ, ইওর অনার, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়। এটা সাক্ষীর পক্ষে অপমানজনক।'

'আমার মনে হয় তাই', জজ গ্রেসন বললেন, 'যদিনা কাউন্সেল কোন যোগসূত্র দেখাতে পারেন।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি দেখাতে চাই অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে লরেটা ট্রেন্টকে বিষ প্রয়োগ করার জন্য আর্সেনিক দেয়া হয়। শেষবার সেই খাদ্য এই সাক্ষীই তৈরী করেছিল।'

বিচারক গ্রেসনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। তিনি ম্যাসনকে বলে উঠলেন, 'আপনি একথা প্রমাণ করতে পারবেন?'

'আমি প্রমাণ করতে পারি, এবং তা উপযুক্ত সাক্ষ্যের সাহায্যে।'

জজ গ্রেসন আরাম করে বসলেন। 'আপত্তি অগ্রাহ্য করলাম', তিনি তীব্রস্বরে বললেন। 'প্রশ্নের উত্তর দিন।'

ইগান তিক্তস্বরে বলল, 'আমি মিসেস ট্রেন্টের খাবারে কোন বিষ দিইনি। কোন বিষের সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমি জানতাম না তাকে বিষ দেয়া হয়েছে। আমি শুনেছিলাম তার পেটের গোলমাল হয় কোন খাবার থেকে। আমি তাই জানাতে চাই, মিঃ ম্যাসন, বিষ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।'

'তুমি জানতে লরেটা ট্রেন্টের মৃত্যুতে তুমি লাভবান হবে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ওহ, এক মিনিট', ক্যাসওয়েল বললেন। 'সাক্ষীর বক্তব্যের এই অর্থ নয়।'

'আমি ওকে প্রশ্ন করছি ও লরেটা ট্রেন্টের মৃত্যুতে লাভবান হবে জানত কিনা', ম্যাসন বললেন।

'না।'

'তুমি জানতে না যে চাকরির মাইনের চেয়ে এতে লাভ হবে?'

'মানে…মানে, হ্যাঁ, তিনি সেই রকমই বলেছিলেন।'

'তার অর্থ তুমি লাভবান হবে জানতে।'

'তার কোন মানে নেই। আমার চাকরি খোয়াতাম।'

'কিন্তু তিনি তোমাকে পুষিয়ে দেবেন বলে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এবার অন্য কথা', ম্যাসন বললেন, 'লরেটা তার শেষবার যাত্রার সময় কি রকম পোশাক পরেছিলেন?'

'কি পোশাক পড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, তিনি পরেছিলেন কোট, টুপি আর জুতো।'

'এছাড়া?

'দাড়ান…হ্যাঁ, একটা ওপকোট, লোমের তৈরী।'

'তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'ভেনচুরায়।'

'সেখানে কেন যায় জান?'

'না।'

'তোমার কি জানা নেই তিনি কিছু সম্পত্তি কিনবেন ভাবছিলেন?'

'মানে—হ্যাঁ। সেরকম কিছু দেখেছিলেন জানতাম।'

'তার কাছে একটা হাতব্যাগ ছিল ?'

'নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে একটা হাতব্যাগ ছিল।'

'তাতে কি ছিল তোমার জানা আছে ?'

'ব্যাগে কি ছিল কিভাবে জানব ?'

'আমি জানতে চাইছি জানো কি না।'

'না।'

'ব্যাগে কি ছিল তার কিছুই তুমি জানো না ?'

'মানে…আমি জানতাম ওতে পাস' ছিল—না, কি ছিল আমি জানি না।'

'কথা প্রসঙ্গে বলছি', ম্যাসন বললেন, 'তোমার কি জানা নেই তার হাতব্যাগে নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার ছিল ?'

সাক্ষী প্রায় তড়াক করে সোজা হয়ে বসল। 'কি ?'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার', ম্যাসন ফের বললেন।

'হা ঈশ্বর, না। তার কাছে এত টাকা ছিল না।'

'তুমি নিশ্চিত ?'

'নিশ্চিত।'

'তাহলে তোমার জানা নেই তার ব্যাগে কি থাকা সম্ভব।'

'আমি জানি তার ব্যাগে এত টাকা থাকলে তিনি আমাকে না জানিয়ে পারতেন না।'

'কি করে জানলে ?'

'তাকে চিনি বলে।'

'তাহলে তাকে চেনো বলে শুধু জানো তিনি অত টাকা নিতেন না ?'

'অন্তত সেই রকমই', সাক্ষী স্বীকার করল।

'আমারও তাই মনে হয়েছিল', ম্যাসন বললেন।

'তিনি কি একথা বলেননি তিনি কিছু নগদ টাকা নেবেন সম্পত্তি কেনার জন্য বা এরকম কিছু ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ইতস্তত করল ইগান।'

'বলেননি ?' ম্যাসন আবার চাপ দিলেন।

'মানে', ইগান বলল, 'উনি বলেছিলেন তিনি ওখানে কিছু সম্পত্তি কিনতে চান আর মালিক নগদ টাকা চাইছেন।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'আর গাড়িটা জল থেকে তোলার সময় তুমি ওখানে ছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'আর গাড়িতে তার কোন হাতব্যাগ মেলেনি ?'

'না, গাড়ি খালি ছিল।'

'যে ড্রাইভার তোমাদের ধাক্কা মারে তাকে চেনো না ?'

'আমাকে বলা হয়েছে সে ওই প্রতিবাদী।'

হাসলেন ম্যাসন। 'তুমি নিজে জানতে না ড্রাইভার কে ?'

'না।'

'তুমি প্রতিবাদীকে দেখনি ?'

'না।'

'সে যে কেউই হতে পারত ?'

'হ্যাঁ।'

ম্যাসন আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।'

জজ গ্রেসন বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, অন্য জরুরী এক মামলার জন্য আমি শুনানী মুলতুবী রাখতে চাই।'

'আমার মামলা প্রায় শেষ', ক্যাসওয়েল বললেন। 'আমার মনে হয় আদালত সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর মুলতুবী ঘোষণার আগে তার রায় জানাতে পারেন। এই সাক্ষ্যে এটা স্পষ্ট কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে প্রতিবাদীকে জড়ানো সম্ভব। প্রাথমিক শুনানীর ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট। আমি আজ রাত্রির মধ্যেই এটি সমাপ্ত করতে ইচ্ছুক।'

ম্যাসন বললেন, 'সহকারী প্রসিকিউটর সেই একই ভ্রম করছেন যে মামলা শুধু একপেশে। প্রতিবাদীর অধিকার আছে তার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দান করার।'

'আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তৈরী ?' জজ গ্রেসন প্রশ্ন করলেন।

ম্যাসন হাসলেন। 'খোলাখুলি বললে, ইওর অনার, আমি জানিনা। আমি প্রসিকিউশনের সমস্ত সাক্ষ্য শুনতে চাই তারপর অবকাশের সময়ে মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক।

'এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি পথই আছে', জজ গ্রেসন বললেন, 'আগামী কাল সকাল দশটার আগে এই মামলার শুনানী চালানো। আদালত মুলতুবী রইল। প্রতিবাদীকে হেফাজতে রাখা হবে তবে অফিসারদের আদেশ দেওয়া হচ্ছে মিঃ ম্যাসন যেন তার মক্কেলের সঙ্গে একান্তে আলোচনার সুযোগ পান।'

বিচারক গ্রেসন আদালত ত্যাগ করলেন।

ম্যাসন, ডেলা স্ট্রিট, পল ড্রেক, আর ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার আদালত কক্ষের এক নিভৃত অংশে বসেছিলেন।

'হা ভগবান', ভার্জিনিয়া বলে উঠল, 'জাল উইল করতে এসেছিল সেই লোকটা তবে কে ?'

'সেটাই আমাদের জানতে হবে', ম্যাসন বললেন।

'লরেটার কাছে যে পঞ্চাশ হাজার ডলার ছিল কি করে জানলেন ?'

'আমি জানি না', ম্যাসন হেসে বললেন। 'আমি বলিনি তার কাছে পঞ্চাশ

হাজার ডলার ছিল। আমি ইগানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে জানত কিনা তার ব্যাগে ওই টাকা ছিল কিনা।'

'আপনার কি মনে হয় ছিল?'

'কণামাত্র ধারণা আমার নেই', ম্যাসন বললেন। আমি ইগানকে দিয়ে বলাতে চাইছিলাম যে ছিল না। এখন, ভার্জিনিয়া, তোমাকে শপথ করতে হবে আগামীকাল আদালতে না আসা পর্যন্ত একেবারে মুখ খুলবে না, মনে হয় না ওরাও তোমার কাছে আরও কিছু জানতে চাইবে, তবে যদি চায় তুমি বলবে তোমাকে কোন কথা বলতে আমি বারণ করেছি। এটা করতে পারবে তো যতই উত্তেজনার কারণ ঘটুক?'

'আপনি বললে নিশ্চয়ই পারব', ভার্জিনিয়া বলল। 'তাই করব।'

ম্যাসন ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'লক্ষ্মী মেয়ে।'

এরপর ম্যাসন উঠে দাঁড়ালে একজন মহিলা পুলিশ ভার্জিনিয়াকে নিয়ে গেল।

ম্যাসন ডেলা আর ড্রেককে চেয়ার ইঙ্গিত করে পায়চারি শুরু করলেন।

'ঠিক আছে', পল ড্রেক বলল, 'ওই পঞ্চাশ হাজার ডলারের ব্যাপারটা কি?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি ওর হাতব্যাগ খোঁজার ব্যবস্থা চাই। অফিসাররা সেকাজ করুন এটাই চাই। আশা করি এবার তারা তা করবেন। 'এবার পল, তোমার কাজ শুরু হবে। কথাটা কেন ভাবিনি তাই ভাবছি।'

ড্রেক ওর নোট বই বের করল।

ম্যাসন বললেন, 'লরেটা ট্রেন্ট গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে সেন্টস রেস্ট মোটেলে যেতে চাইছিলেন। তার সেখানে যাওয়ার অবশ্যই কারণ ছিল। ভার্জিনিয়া যখন বলল তার জন্য সেখানে ওকে লরেটা ট্রেন্ট অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, আমার সন্দেহ জেগেছিল কেউ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ফের ওকে বিপদে ফেলতে চাইছে যেহেতু টেলি-ফোনে যে কেউ নিজেকে লরেটা ট্রেন্ট বলে থাকতে পারত। টেলিফোনে তো কাউকে দেখা যায় না।'

'কিন্তু লরেটা যখন বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরাতে বলেন তাতেই বোঝা যাচ্ছে তিনিই ভার্জিনিয়াকে ফোন করেন। এখন প্রশ্ন হলো উনি ওকে ফোন করেন কেন?'

ড্রেক কাঁধ ঝাকালে ম্যাসন আবার বলে চললেন।

'এর উদ্দেশ্য হতে পারে লরেটা ভার্জিনিয়াকে কোন কিছু খবর জানাতে চেয়ে-ছিলেন না হয় তিনি ওর কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছিলেন। সবচেয়ে প্রবল সম্ভাবনা হলো তিনি কিছু খবর জানতে চাইছিলেন।'

'এখন কেউ নিশ্চয়ই ওই টেলিফোন আড়ি পেতে শুনেছিল। লাইন ট্রাপ করার অবশ্য সুযোগ ছিল না। অতএব কেউ কথাটা আড়ি পেতে শোনে, হয় ভার্জিনিয়ার বাড়িতে, যা সম্ভাবনা কম, না হয় লরেটা ট্রেন্টের বাড়িতে।'

ড্রেক সায় দিল।

'সেই ব্যক্তি যখন জানল লরেটা ট্রেন্টের সঙ্গে দেখা করতে ভার্জিনিয়া ধ্যাক্সটার

সেন্টস রেষ্ট মোটেলে যাচ্ছে সে ওখানে গিয়ে ওর অপেক্ষায় ছিল। ভার্জিনিয়া গাড়ি পার্ক করে ভিতরে ঢোকার পর সেই লোকটি ওর গাড়ি নিয়ে উপকূলের রাস্তায় লরেটা ট্রেন্টের অপেক্ষায় ছিল। লোকটা পাকা ড্রাইভার। সে ট্রেন্টের গাড়িতে ধাক্কা মারে ভার্জিনিয়ার গাড়ি দিয়ে আর গাড়িটা ছিটকে যায়। লোকটা এরপর ভার্জিনিয়ার গাড়ি আবার মোটেলে নিয়ে এসে রেখে দেয়। যেহেতু ইতিমধ্যে অনেক গাড়ি পার্ক করা হয় সেইজন্য তাকে অন্য জায়গায় গাড়ি রাখতে হয়।'

'এরপর ?' ড্রেক জানতে চাইল।

'এরপর সে নিজের গাড়ি নিয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়', ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার', ড্রেক বলল।

'কিন্তু তাই কি ?' ম্যাসন বললেন। 'তার পক্ষে সময়ের ব্যাপারটা ঠিক করতে পারত না। তাছাড়া তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের লাইসেন্স নম্বর পিছনের গাড়ি থেকে কেউ ঠিক দেখেছে কিনা শুধু দুটো সংখ্যা ছাড়া। অতএব তার দরকার ছিল আরও কিছু ধনুকের জন্য আরও একটা তীর।'

'ঠিক বুঝলাম না', ড্রেক বলল।

ম্যাসন বললেন, 'আর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর মত সময় না থাকলে সে কি করত ?'

'খুবই সহজ', ড্রেক বলল, 'সে সেন্টস রেষ্ট মোটেলে একটা ইউনিট ভাড়া নিত।'

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন, 'সেখানেই তোমার কাজ শুরু হতে চলেছে। আমি চাই তুমি সেন্টস রেষ্ট মোটেলে গিয়ে কে কে এসেছিল খোঁজ নেবে, প্রতিটি গাড়ির লাইসেন্স নম্বরও যাচাই করবে। আর খোঁজ করবে এমন কেউ এসেছিল কিনা যে রাত্রিতে ঘুমোয়নি বিছানায়। যদি সম্ভব হয় তার বর্ণনা চাই।'

ড্রেক ওর নোট বই বন্ধ করে বলল, 'কাজটা শক্ত তবে নেমে পড়ছি। বেশ কিছু লোক লাগাব তবে—।'

'দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হয়নি', ম্যাসন বললেন। 'খোঁজ নেবে গাড়িটা রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ার পর কি হয়, পল।'

ওখানে বড় বড় পাথর আছে', ড্রেক বলল। সোফার প্রাণপন চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। গাড়িখানা সমুদ্রে ছিটকে পড়ে। আমি ইতিমধ্যেই যাচাই করেছি। রাস্তাটার পাশেই গভীর ঢাল একেবারে সমুদ্রে নেমেছে।'

'এবং সেই কারণেই জায়গাটা বেছে নেয়া হয়েছিল', ম্যাসন বললেন। 'নির্জন আর একেবারে চমৎকার জায়গা।'

'খুবই স্বাভাবিক, প্রিয় হোমস', ড্রেক হেসে বলল।

'ঠিক তাই, প্রিয় ওয়াটসন', ম্যাসন বললেন, 'কিন্তু লরেটা ট্রেন্টের কি হলো ? সোফার তাকে লাফ দিতে বলেছিল। সম্ভবত তিনি দরজা খোলার চেষ্টা করেন। বাঁ দিকের দরজা খোলা ছিল, গাড়িতেও কেউ ছিলনা। অতএব ধরা যায় তিনি গাড়ি

থেকে বেরোতে পেরেছিলেন।

'বেশ, তাতে আমাদের লাভ কি হলো ?' ড্রেক বলল।

'তার হারানো হাতব্যাগ', ম্যাসন বললেন। 'বিপদে লাফিয়ে পড়ার সময় কোন মহিলার তার হাতব্যাগ নেয়ার কথা মনে থাকতে পারেনা, যদি না তাতে কোন দামি জিনিস বা অনেক টাকা না থাকে। এই জন্যই আমি ইগানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম লরেটা ট্রেণ্টের কাছে মোটা টাকা ছিল কিনা। এও স্বাভাবিক তার ব্যাগে মোটা টাকা থাকলে তিনি সোফারকে বলতেন।

'এক্ষেত্রে ইগানের আশ্চর্য হওয়া কোন সাজানো হতে পারে না। তাই এটাই ধরে নিতে হবে তার ব্যাগে মূল্যবান কিছু ছিলনা। তবুও এও ঠিক লরেটা ট্রেণ্ট লাফ মারার সময় নিশ্চয়ই তার ব্যাগ হাতে নিয়েছিলেন না হলে সেটা গাড়িতে বা কোথাও থাকতই।'

'এখন আমার ওই পঞ্চাশ হাজার ডলারের কথায় পুলিশ এবার হন্যে হয়ে জায়গাটাতে অনুসন্ধান করতে চাইবে। ব্যাগটা যদি নদীর তলায় থাকে তবে পুলিশ তা খুঁজে বের করবেই। কোন দেহ জলে ভেসে গেলেও ব্যাগ পাথরের খাঁজে আটকে থাকবে।'

ড্রেক চাপা শিস দিয়ে উঠল।

'এরপর ওই আত্মীয়দের ওই অদ্ভূত ব্যাপার', ম্যাসন বললেন। কেউ নিশ্চয়ই ভার্জিনিয়াকে দিয়ে ওই জাল উইল করিয়েছে, ব্যানকের কাগজপত্রের মধ্যে যাতে সেটা গুঁজে দেয়া চলে।

'ব্যাপারটা ভাই বুঝতে পারছি না', ড্রেক বলল। 'খাঁটি একটা উইল যখন আছে তখন এইভাবে জাল উইল তৈরী হলো কেন ?'

'সেটাই আমাদের বের করতে হবে', ম্যাসন বললেন। 'আর তা করতে হবে কাল সকাল দশটার আগেই।'

'কিন্তু দ্বিতীয় জাল উইল কেন ?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'জালিয়াতির এটাই মূল কথা', ম্যাসন বললেন। 'কোনভাবে প্রথম জাল উইল বাতিল হলে তখন দ্বিতীয়টার সামনে পড়তে হবে। উত্তরাধিকারীরা কিছু হারানোর চেয়ে কিছু পাওয়াই শ্রেয় মনে করে। দুটো বাধা পেরিয়ে চলার চেয়ে মাঝামাঝি রফাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।'

'না, এ আমার মাথায় ঢুকবে না', ড্রেক বলল। 'আমার মনে হচ্ছে না যে ঠিক পথেই চলেছি।'

'কোন পথে চলেছি বলে তোমার মনে হয়, পল ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'যে পথে ভার্জিনিয়াকে নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে', ড্রেক বলল।

'তার অ্যাটর্নি হিসেবে সেটাই আমার কর্তব্য, পল', ম্যাসন চিন্তিতভাবে বললেন। 'সেই পথই আমি দেখছি।'

□ উনিশ □

অফিসে ফিরে ম্যাসন বললেন, 'বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করলে কেমন হবে, ডেলা, তারপর ডিনার ?'

হাসল ডেলা। 'কোন মামলা হাতে এলে আপনি তো জানেন আমি কাজ শেষ না হলে বাড়ি যাই না।'

ম্যাসন ওর কাঁধে চাপড় দিলেন, 'লক্ষ্মী মেয়ে। সব সময়েই তোমার উপর নির্ভর করতে পারি। টাইপরাইটারে কাগজ চাপাও, ডেলা। অনেকগুলো প্রশ্ন করতে যাচ্ছি।'

'প্রশ্ন ?' ডেলা বলল।

ম্যাসন সায় দিলেন। 'আমার কেমন মনে হচ্ছে তেমন ভাবে মাথাটা খাটাতে না পেরে আমি আমার মক্কেলকে ঠিক সাহায্য করতে পারিনি। আড়ালে বসে কেউ একজন নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক এই সব করে চলেছে। তার এই পরিকল্পনা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। আমাদের কাছে তা অর্থহীন মনে হচ্ছে। এ রকম হলে আমরা তার একটা অংশই শুধু দেখতে পাচ্ছি। তাই একে একে একটু একটু করে এগিয়ে দেখতে হবে পুরো ছবিটা পাওয়া যায় কিনা।'

'আমরা এক নম্বর প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব', ম্যাসন বললেন, 'কেউ ভার্জিনিয়ার সুটকেসে নিষিদ্ধ বস্তু রেখেছিল কেন ?'

ডেলা স্ট্রিট টাইপ করল।

ম্যাসন মেঝের উপর পায়চারি শুরু করলেন। 'প্রথম স্বাভাবিক উত্তর হলো সে চাইছিল ভার্জিনিয়া যাতে চোরা চালানের অভিযোগে শাস্তি পায়।'

'দুনম্বর প্রশ্ন : ওই ব্যক্তি কেন ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে চোরাচালানে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল ?'

'এর প্রথম স্বাভাবিক উত্তর হলো যে সে জানত ভার্জিনিয়া লরেটা ট্রেন্টের একজন সাক্ষী, সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল উইলটা জাল অতএব সাক্ষী হিসেবে ভার্জিনিয়ার সইয়ের কোন মূল্যই নেই।'

'তিন নম্বর প্রশ্ন : কেউ ভার্জিনিয়ার কাছে গিয়ে তাকে দুটো জাল উইল টাইপ করতে বলেছিল কেন ?'

'এর স্বাভাবিক উত্তর হলো, সে চাইছিল ওই দুটো উইলের কপি সে তার সুবিধামত কাজে লাগাত।'

'পরবর্তী প্রশ্ন হলো : ওই জাল কার্বন কপি দুটো সে কেন নিজের সুবিধামত কাজে লাগাতে চাইছিল। এর সাহায্যে সে কি লাভ করতে চাইছিল ?'

ম্যাসন পায়চারি করে চললেন।

এবার তিনি বললেন, 'এর উত্তরটা পরিষ্কার নয়।'

'এরপর আমাদের সামনে প্রশ্ন আসছে ঃ লরেটা ট্রেন্ট ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন কেন?'

'এর স্বাভাবিক উত্তর হলো, তিনি জানতেন ষড়যন্ত্রকারীরা কোনভাবে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে ব্যবহার করতে চাইছিল। সম্ভবত তিনি ওই জাল উইলের বিষয় জানতেন। বা তিনি ভার্জিনিয়ার কাছে জানতে চাইছিলেন ব্যানক যে উইল তৈরী করেছিলেন তার কার্বন কপি কোথায়। এখানেও একটা দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছি কারণ লরেটা ট্রেন্ট বহু বছর আগে তৈরি উইল নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? উইল করার দরকার হলে তিনিতো ফের কোন অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে নতুন উইল বানিয়ে নিতে পারতেন।'

ম্যাসন পায়চারি থামিয়ে বললেন, 'এই হলো সব প্রশ্ন ডেলা।'

ডেলা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে সব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেছেন।'

'উত্তর পেয়েছি বটে', ম্যাসন বললেন, 'তবে ওগুলোই কি সঠিক উত্তর?'

'অন্তত যুক্তিপূর্ণ, তা তো নিশ্চয়ই', ডেলা বলল।

'আমরা আরও একটা প্রশ্ন করব', ম্যাসন বললেন। চরম বিপদের মুহূর্তে লরেটা ট্রেন্ট কেন তার ব্যাগ আঁকড়ে ধরেছিলেন? বা ঘুরিয়ে বললে কেন লরেটার হাতব্যাগ গাড়িতে বা অন্য কোথাও পাওয়া গেল না?'

হয়তো তার হাত ব্যগের ফিতে আটকানো ছিল', ডেলা বলল।

'তিনি ব্যাগের ফিতে হাতে জড়িয়ে গাড়িতে উঠতে পারেন না', ম্যাসন বললেন। 'তাছাড়া ওই চরম সময়ে ব্যাগটা তুলে নিলেও তার একমাত্র কাজ হত প্রাণপনে সাঁতার কেটে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পরার পর। সাঁতার কাটতে গেলে ওই ফিতে কখনও হাতে থাকতে পারে না।'

'হুঁ, প্রশ্নগুলো ভাববার মতই', ডেলা বলল।

ম্যাসন আরও দু-এক মিনিট পায়চারি করে বললেন, 'ডেলা, একটা কথা কোন নাম মনে করতে গেলে যদি সেটা মনে না পড়ে তখন অন্য কিছু ভাবলে আচমকা নামটা মনে পড়ে যায়। আমি এখন তাই অন্য কিছু ভাবব আর দেখব কি হয়।'

'বেশ, এবার তাহলে কি ভাববেন?' ডেলা বলল।

'তোমাকে', ম্যাসন বললেন। 'চল কোথায় গিয়ে একটু ককটেল আর চমৎকার ডিনার খাওয়া যাক। কোন পাহাড়ি জায়গায় গিয়ে বসে চারদিকের রঙীন আলো ঝলমল ঘর বাড়ি দেখতে দেখতে সব ভুলে গেলে কেমন হয়?'

ডেলা মিষ্টি হেসে বলল, 'সেক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো সঙ্গে নিলে কেমন হয়?'

'সঙ্গে নেব', ম্যাসন বললেন, 'তবে খাওয়া শেষ করার আগে এনিয়ে ভাবব না।'

□ কুড়ি □

ম্যাসনের বিপরীতে বসে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকেই দেখছিল ডেলা স্ট্রিট।

ভাজা শিককাবাব মুখে পড়লেও ম্যাসনকে দেখে মনে হচ্ছিল কি করছেন তিনি যেন জানেন না। কালো কফিতে চুমুক দেয়ার সময়েও তাকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল।

'খুবই ভাবনায় পড়েছেন মনে হচ্ছে, চিফ?' ডেলা বলল।

'শুধু ভাবছি', ম্যাসন হাসলেন।

'ভাবনায় পড়েছেন?'

'বেশ তাই হলো।'

'আপনার মক্কেলের না আপনার নিজের জন্য?'

'দুজনেরই জন্য। ব্যাপার কি জানো, একজন আইনজ্ঞও একজন ডাক্তারের মত। একজন ডাক্তারের বহু রোগী থাকে, তাদের কেউ তরুণ আর আরোগ্যও সম্ভব, তাদের কেউ কেউ আবার বৃদ্ধ আর এমন রোগে আক্রান্ত যা সারবার নয়। জীবনের এই স্রোতেই বহমান পৃথিবীর মানুষ, আর তা চলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। একজন ডাক্তার এতে জড়িত হতে পারেন না কারণ তাকে রোগীদের নিয়েই জড়িত থাকতে হয়।

'একজন আইনজ্ঞ অন্য রকম। তার মক্কেল সংখ্যায় তুলনামূলক কম। তাদের সমস্যা নিরাময় করা সম্ভব শুধু আইনজ্ঞ যদি জানতে পারেন তাকে কি করতে হবে। নিরাময় সম্ভব হোক বা না হোক একজন আইনজ্ঞ তার মক্কেলের উপকার করতে পারেন শুধু যদি উপযুক্ত যোগাযোগ সম্ভব হয়।'

'আপনার নিজের ব্যাপার কি?' ডেলা জানতে চাইল।

ম্যাসন হেসে বললেন, 'আমি সোজা পথে হাঁটি, আমি জানতাম যে কেউ ভার্জি-নিয়ার গাড়ি নিয়েছিল আর সেটা কোন দুর্ঘটনায় জড়িত। আমি বুঝেছিলাম এটা কোন ফাঁদ আর কেউ ওকে সেই ফাঁদে ফেলতে চায়। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি যা করেছি তা যুক্তিসম্মত।

'আসলে আমি জানতাম না কোন অপরাধ হয়েছে, শুধু জানতাম কোন অপরাধের সঙ্গে ভার্জিনিয়াকে জড়ানোর চেষ্টা হয়েছে আম আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। অবশ্য আমি যদি জানতাম কোন খুন হয়েছে আর গাড়িটা তাতে জড়িত তাহলে আমার কাজ অপরাধমূলক হত। আসলে এ হলো উদ্দেশ্যের হেরফের।

কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন ম্যাসন।

এবার আচমকা তিনি ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার আনুগত্যের জন্য ধন্যবাদ, ডেলা।' তিনি ডেলার হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলে চললেন, 'আমি

সব ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার ধারণা আমি অনেকটাই নিশ্চিত বলে ধরে নিই, যেমন ভাবে শ্বাস টানি বা জল পান করি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় তোমার কাজের তারিফ করি না।'

তিনি ডেলার আঙুলে হাত বোলাতে লাগলেন।

'তোমার হাত আশ্চর্য রকম সান্ত্বনাদায়ক, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার মত', তিনি বললেন, 'মেয়েলি হাত, কিন্তু শক্তি ভরা হাত।'

ডেলা মৃদু হাসল, 'বহু বছর টাইপ করার জন্য আঙুলগুলোর শক্তি জমা হয়েছে।'

ম্যাসন ডেলার আঙুলে আরও একটু চাপ দিয়ে যখন দেখলেন অনেকেই লক্ষ্য করছে তিনি নিজের হাত সরিয়ে নিলেন।

তিনি দূরের আলো দেখার ফাঁকে আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন।

'কোন কিছু মনে পড়েছে?' ডেলা জানতে চাইল।

'হা ভগবান', ম্যাসন বলে উঠলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, প্রেরণা জোগানোর জন্য ধন্যবাদ, ডেলা।'

ডেলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমি কিছু ইঙ্গিত করলাম?'

'হ্যাঁ, তুমি ওই টাইপের কথা বললে।

'এ অনেকটা পিয়ানো বাজানোর মত', ডেলা বলল। 'এতে আঙুল আর হাত শক্ত হয়।'

ম্যাসন বললেন, 'আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন: কেউ ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে কোন অপরাধে জড়াতে চেয়েছে কেন। তোমাকে যা উত্তর দিয়েছি তা ভুল।'

'বুঝলাম না', ডেলা বলল। এটাই সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব, যাতে সে অভিযুক্ত হয় আর তার পরের সাক্ষ্যের কোন দাম না থাকে—।'

ম্যাসন মাথা ঝাঁকিয়ে বাধা দিলেন, 'তারা ওকে অভিযুক্ত করতে চায়নি। তারা তাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল।'

'কি বলছেন?'

'তারা ওর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে চেয়েছিল, যাতে ওর কাগজপত্র আর টাইপ-রাইটার হাতে পেতে পারে।'

'কিন্তু ওরা জানত ও কোন প্লেনে আর— ।'

'তারা সম্ভবত সেকথা সময়মত জানত না', ম্যাসন বাধা দিলেন। 'ও শুধু সানফ্রানসিসকোয় গিয়েছিল আর রাতটা ছিল না। ওদের নিশ্চিত হতে হত যাতে ওই টাইপ রাইটার কব্জা করা যায় আর ব্যানকের কাগজ হাতানো যায় আর ওরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল ভার্জিনিয়া ওদের মতলব হাসিলের আগে যেন বাড়ি না ফিরতে না পারে।'

'ওদের মতলব কি ছিল?' ডেলা জানতে চাইল।

ম্যাসনের মধ্যে উৎসাহ স্ফুরিত হতে চাইল। 'ঈশ্বরের শপথ, ডেলা, ব্যাপারটা ঢের আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। ওই উইলে অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছ?'

'মানে, যেভাবে তিনি সম্পত্তি বণ্টন করেছেন?'

'না। যেভাবে উইলটা লেখা হয়', ম্যাসন বললেন। 'লক্ষ্য করেছ আশা করি অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টনের কথা প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল···তুমি কত উইল টাইপ করেছ, ডেলা?'

'আইনের অফিসে যখন কাজ করি, তা ঢের হবে', হেসে উত্তর দিল ডেলা।

'ঠিক', ম্যাসন বললেন। সেই সব উইলে উইলকারী সমস্ত সম্পত্তি বণ্টনের কথা আগে জানিয়ে সবশেষে অবশিষ্ট অংশের কথা বলে থাকেন··· ।

'তাই তো হয়', ডেলা বলল।

ম্যাসন বললেন, 'ওদের কাছে একটা উইল ছিল। তার শেষ পৃষ্ঠা ঠিকই আছে। হয়তো দ্বিতীয় পৃষ্ঠাও তাই। প্রথম পৃষ্ঠাটা জাল, ওটা ব্যানকের টাইপ রাইটারে আর অফিসের কাগজে টাইপ করা, তবে টাইপ করা হয় গত কয়েকদিনের মধ্যে।'

'উইলে একটা পাল্টানো পৃষ্টা আছে—আর সেটা ওদের ওই টাইপ রাইটারে টাইপ করতেই হত তাই দরকার হয় যন্ত্রটার।'

'কিন্তু কে জাল করে?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'এই ধরণের বিষয়ে যে বা যেসব লোক উইলে লাভবান হয় তাদেরই কেউ', ম্যাসন বললেন।

'চারজন জীবিত আত্মীয়', ভার্জিনিয়া বলল।

'এবং ওই ডাক্তার, নার্স আর সোফারও', ম্যাসন বললেন।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, 'ভার্জিনিয়ার প্রথম মামলার সময় একটা ব্যাপার ছিল সেটা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।'

'সেটা কি?'

'সেই অফিসার বলেছিলেন তিনি পুলিশকে গোপন খবর দেয় যে সেই সংবাদদাতার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না, তবে সেই লোকটি বরাবরই বিশ্বাসযোগ্য।'

'এখনও বুঝতে পারলাম না', ডেলা বলল।

'যেই ওই উইল জাল করতে চেয়ে থাকুক পুলিশের কোন ইনফরমারকে নিশ্চয়ই সে চিনত, তাকে সে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে খবর দিয়ে ভার্জিনিয়ার সুটকেশে মাদক দ্রব্য ভরে রাখার ব্যবস্থা করে।'

কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালেন ম্যাসন। তিনি ওয়েটারকে খুঁজে না পেয়ে টেবিলের উপর কুড়ি আর দশ ডলারের বিল রেখে দিয়ে বললেন, 'এতেই বিলের টাকা মেটানো আর বকশিস হয়ে যাবে। চল, ডেলা ঢের কাজ বাকি।'

'অনেক বেশি দিলেন কিন্তু', ডেলা প্রতিবাদ করল।

'এসব খবর নিয়ে মাথা ঘামিও না', ম্যাসন বললেন। আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে দামী হলো সময়। চল, যাওয়া যাক।'

□ একুশ □

পল ড্রেক অফিসের এক কোণে বসেছিল, ওর সামনের ডেস্কে চারখানা টেলিফোন, একটা প্লেটে আধ খাওয়া স্যাণ্ডউইচ।'

পল ড্রেক সবে কফির কাপে চুমুক দিতেই ঘরে ঢুকলেন ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট।

ড্রেক টেলিফোনে বলছিল, 'ঠিক আছে, লেগে থাক। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।'

ম্যাসন আর ডেলাকে একবার দেখে নিয়ে ও বলল, 'তোমরা ভরপেট ডিনার খেয়ে এলে আর আমি চিবোচ্ছি এই হ্যামবার্গার আর স্যাণ্ডউইচ। পেট এর মধ্যেই পাকিয়ে—।'

'ওসব বাদ দাও, পল। মোটেলের কি খবর পেলে?' ম্যাসন বাধা দিলেন।

'সাহায্য হওয়ার মত কিছু নয়', ড্রেক বলল। 'একটা লোক এসেছিল তবে সে রাত্তিরে বিছানায় শোয়নি। হয়তো সেই আমাদের লোক। সে যে ঠিকানা দেয় সেটা মিথ্যে। ওর গাড়ির নম্বরও ভুয়ো।'

'গাড়িটা কোন ওলডস্‌ মোবাইল, তাই না?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

ড্রেক ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'ঠিক তাই, গাড়িটা ওলডস্‌...রেজিস্ট্রেশনের সময় মিথ্যা বলা যায় না।'

'বর্ণনা কি রকম?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বলার মত নয়', ড্রেক জানাল। 'বেশ ভারিক্কি চেহারা—।'

'কালো চোখ আর গোঁফ আছে', ম্যাসন বললেন।

'ড্রেক অবাক হয়ে তাকাল, 'তুমি জানলে কি করে?'

'মিলে যাচ্ছে বলে।' ম্যাসন বললেন।

'বলে যাও', ড্রেক বলল।

'পল, তোমার সঙ্গে পুলিশের কি রকম যোগাযোগ আছে?' ম্যাসন বললেন।

'তা কিছু আছে', ড্রেক বললেন। 'আমি ওদের খবর দিই, ওরাও আমাকে দেয়। তবে ওদের কোন ঝামেলায় ফেলি না আমি তাহলে আমার লাইসেন্স কাটা যাবে। আমি কোন বেআইনি কাজ করিনা, আমি—।'

'না, না', ম্যাসন বললেন। 'আমি যা চাই তা হলো পুলিশের একজন ইনফরমারের নাম যার ওপর পুলিশ নির্ভর করে আর যার সঙ্গে সেণ্টস রেস্ট মোটেলের ওই লোকটার চেহারার মিল আছে।'

'এটা জোগাড় করা কঠিনই হবে', ড্রেক বলল।

'নাও হতে পারে', ম্যাসন বললেন। 'কারণ পুলিশ কোন ইনফরমারের খবরে নির্ভর করে কোন মামলা করলে তাদের সেই লোকটার পরিচয় জানাতে হয়। কোন ইনফরমার খুব বেশি পরিচিত হয়ে গেলে সে আর কোন কাজই করতে পারে না অন্ধকার জগত তাকে আর বিশ্বাস করে না। আমার ধারণা এই লোকটা, যাকে আমরা চাই, তার পরিচয় কিছু আইনজ্ঞের কাছে জানানো হয়েছে, আর সে এর বদলে কোন কোন মাদক চালানকারীকেও খবর পাঠায়।'

'তা যদি হয় তাহলে তাকে খুঁজে বের করতে পারব', ড্রেক বলল।

ম্যাসন টেলিফোন ইঙ্গিত করলেন। 'কাজে লেগে যাও। আমরা অফিসেই ফিরছি।'

'কি রকম তৈরী হয়ে নামবো?' ড্রেক বলল।

'যতখানি দরকার, আমার কাজ চাই। এ হলো জীবন মরণের প্রশ্ন। দরকার হলে একজন লোক লাগাও, পুরস্কার দেবে বলে দাও', ম্যাসন বললেন। 'পারলে অফিসেই চলে এস। এস ডেলা।'

□ বাইশ □

ম্যাসন আর ভেলা স্ট্রিট ম্যাসনের ব্যক্তিগত অফিসে বসে ছিলেন।

কফির পাত্রের সামনে উদগ্রীব হয়ে পল ড্রেকের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন দুজনে। ম্যাসন মাঝে মাঝে পায়চারি করছিলেন।

ডেলা কফির কাপ ভর্তি করে বলল, 'ওই হাতব্যাগ নিয়ে এতসব করছেন কেন?'

'এই মামলায় একটা আশ্চর্য বিষয় আছে, ডেলা। হাতব্যাগটা পাওয়া গেল না কেন?'

'ওই রকম জায়গায়, ঝড়ো হাওয়ায় এমন হতেই পারে।'

'ব্যাগটার গাড়িতে থাকা উচিত ছিল', ম্যাসন বললেন। 'আমি বলছি না ওটায় পঞ্চাশ হাজার ডলার ছিল। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য ডুবুরীদের খুঁজতে উৎসাহ দেওয়া।'

তখনই দরজায় ড্রেকের সাংকেতিক টোকা শোনা গেল।

ডেলা লাফিয়ে উঠে দরজা খোলার আগেই ম্যাসন দরজা খুলে দিলেন।

ক্লান্ত মুখে ঘরে ঢুকল ড্রেক। 'মনে হয় তোমার লোককে পেয়েছি, পেরি।'

'কে সে?'

'লোকটার নাম হ্যালিনাস ফিসক্। সে বহুদিন ধরেই পুলিশকে খবর দিয়ে আসছে। একটা কেসে তাকে সাক্ষ্য দিতে হয় আর তার নাম জানাজানি হয়ে পড়ে।

সে পরিচিত ইনফরমার। সে ভাবে তার জীবন বিপন্ন। সে তাই পুলিশের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টায় আছে।'

'ওর সফল হওয়ার আশা আছে?' ম্যাসন বললেন।

'কিছুটা', ড্রেক বলল। 'তবে পুলিশের অত টাকা নেই। এ হলো কুকুরে কুকুরের মাংস খাওয়ার জগত। তবে পুলিশ তাদের ইনফরমারদের মাঝে মাঝে এরকম টাকা দেয়। ফিসক বহুকাল ধরে পুলিশকে মাদকের খবর দিয়ে আসছে। সে এইভাবে টাকা রোজগার করে। যেহেতু এখন তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে তাই সে পালাতে চাইছে। ওর ভয়, যে কোন মুহূর্তে মাদক পাচারকারীরা ওকে শেষ করে দিতে পারে। মাঝে মাঝে ও বেনামী ফোনও পেয়েছে। কেউ তাকে পছন্দ করছে না।'

'ওর ঠিকানা পেয়েছ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মনে হয় ওকে কোথায় পাওয়া যাবে তা জানি।'

'চল যাওয়া যাক', ম্যাসন বললেন।

ডেলাও উঠে দাঁড়াল। ড্রেক ওকে বসে থাকতে ইঙ্গিত করে বলল, 'না, এসবে মেয়েদের জায়গা নেই।'

'ফুঃ', ডেলা বলে উঠল। 'ফুল, পাখি আর গাছপালার সঙ্গে অন্ধকার জগতকেও আমি ভাল রকম চিনি।'

'ওখানে গণ্ডগোল হতে পারে', ড্রেক বলল।

ডেলা কাতর চোখে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

একটু চিন্তা করলেন ম্যাসন, তারপর বললেন, 'নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছ কিন্তু··· আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কি রকম, পল?

ড্রেক ওর কোটের কলার উঁচু করে দেখাল সেখানে একটা পিস্তল রাখা আছে।

'অবস্থা যদি কোন রকম ঘোরালো হয়ে ওঠে', ও বলল, 'তাহলে আমার পরিচয় পত্র দেখাব, আর যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এটা ব্যবহার করব।'

'আমরা খুনের মোকাবিলা করতে যাচ্ছি', ম্যাসন বললেন।

সকলে এরপর অফিস বন্ধ করে ড্রেকের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। রাতের রাস্তা ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল ড্রেক।

শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোন এক রাস্তায় এসে থামল ড্রেক। তিনজনেই গাড়ি ছেড়ে নেমেও পড়ল।

পল ড্রেক আর ম্যাসনের বৃষস্কন্ধের মাঝখানে রেখে ডেলাকে নিয়ে এগোলেন এবার রাস্তা ধরে।

শেষ পর্যন্ত একটা দোকান ঘরের সিঁড়ির কিছু ধাপের সামনে এসে দাঁড়াল ড্রেক। সেখানে চোখে পড়ল 'অফিস' লেখা একটা বোর্ড। একটা বোর্ডে অনেক চাবি ঝুলছিল।

'পাঁচ নম্বর', ড্রেক বলল। 'চাবিটা হুকে ঝোলানো দেখছিনা। এবার দেখতে হবে।

'ও কি ঘরে থাকবে ? ডেলা প্রশ্ন করল।

'আমার ধারণা সে ঘরেই আছে', পল বলল। ও ঘর ছেড়ে বেরোতে ভয় পাচ্ছে।' বারান্দা ধরে একটু এগিয়ে পাঁচ নম্বর ঘরটা দেখা গেল।

'দরজার নিচে আলো দেখা যাচ্ছে', ড্রেক বলল।

ম্যাসন হাঁটু দিয়ে দরজায় ধাক্কা লাগালেন। 'কে ?' ভিতরে কেউ বলে উঠল।

'গোয়েন্দা ড্রেক', পল বলল।

'কোন গোয়েন্দা ড্রেককে আমি চিনি না।'

'তোমার জন্য খবর এনেছি', ড্রেক বলল।

'সেই জন্যই ভয় পাচ্ছি।'

'আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে সবাইকে শোনাতে চাইছ ?'

'না, না।'

'তাহলে আমাদের ঢুকতে দাও।'

'আমরা মানে কারা ?'

'একটা মেয়ে আছে আমার সঙ্গে', ড্রেক বলল। 'আর একজন বন্ধু।

'মেয়েটা কে ?'

ডেলা বলল, 'আমার নাম স্ট্রিট।'

'পাশের কোন গলি খুঁজে নাও বোন।'

ম্যাসন বললেন, 'ঠিক আছে, এই রকমই যদি তোমার ইচ্ছে হয় তাহলে তাই হোক। এর জন্য তোমাকে দাম দিতে হবে। তুমি গা ঢাকা দিতে চাইছিলে এতে তোমার সুবিধাই হবে ভেবেছিলাম।'

'তোমরাই গা ঢাকা দাও', লোকটা বলল। আমি দরজা খুলছি না এইসব বাজে ধাপ্পাবাজদের জন্য। যদি দরজা খোলা চাও তাহলে আমার চেনা কাউকে আনো।'

ম্যাসন পল ড্রেককে বললেন, 'তোমরা দুজন বারান্দায় থাকো, পল। ও যদি বাইরে আসে ওকে আটকাবে।'

'ওকে নিয়ে কি করব ?'

'যে করেই হোক আটকাবে, ঘরে ঢুকিয়ে দেবে। দরকার হলে জনগণের নামে গ্রেপ্তার করবে।'

'কি কারণে ?' ড্রেক বলল।

'গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালানো', ম্যাসন বললেন। 'তবে আমার মনে হয় না সে বাইরে বেরোবে।'

ম্যাসন এরপর চুরুটের গন্ধে ভরা বারান্দা ধরে এগিয়ে চললেন একটা টেলিফোন বুথের দিকে।

তিনি ডায়াল ঘুরিয়ে পুলিশের সদর দপ্তরে ফোন করলেন, 'আমাকে হোমিসাইড দপ্তরে দিন।'

একটু পরে কারো গলা শোনা গেল, 'হোমিসাইড। ম্যাসন বললেন, 'বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আমি লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগকে চাইছি। উনি আছেন? আমি পেরি ম্যাসন বলছি।'

'একটু ধরুন', ওপাশ থেকে শোনা গেল।

একটু পরেই লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগের শুষ্কস্বর শোনা গেল, 'ব্যাপার কি, পেরি, আবার কোন লাশ পেয়েছ নাকি?'

'ওহ ভগবান, তুমি আছ, সত্যিই ভাগ্য ভাল', ম্যাসন বললেন।

'তা বলতে পারো', ট্র্যাগ বললেন। 'একটা কাজে ফিরে এসেছি। ব্যাপার কি?'

ম্যাসন বললেন, আমার কাছে একবার আসতে হবে। বিরাট একটা ব্যাপার।'

'কোন লাশ?'

'আপাতত না। তবে পরে পাওয়া যেতে পারে।'

'কোথায় আছ?' ট্র্যাগ জানতে চাইলেন।

ম্যাসন জানিয়ে দিলেন।

'হুঁ', ট্র্যাগ বললেন, 'আমার অফিসের কাছেই।'

'আসছো তো? ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

ট্র্যাগ উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে।'

'সঙ্গে কাউকে এনো', ম্যাসন বললেন।

'ঠিক আছে। পুলিশের গাড়ি নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

'জায়গাটায় কিছু দোকান আছে।'

'চেনা চেনা লাগছে', ট্র্যাগ বললেন। 'ছাড়ছি।'

ম্যাসন বুথের সামনেই অপেক্ষায় রইলেন।

দুজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তারা অফিসের দিকে তাকিয়ে ম্যাসনকে দেখতে পেয়ে চারদিকে তাকাল। তারা ম্যাসনের দিকেই এগোল।

ম্যাসনও ওদের দিকেই এগোলেন।

ম্যাসনের চওড়া কাঁধ আর চেহারা দেখে লোক দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে গেল।

কয়েক মিনিট পড়ে ট্র্যাগ একজন ইউনিফর্ম' পরা অফিসারের সঙ্গে এসে পড়লেন।

ম্যাসনও এগোলেন।

ট্র্যাগ মিষ্ট চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

'কি ব্যাপার, পেরি?' ট্র্যাগ বললেন, 'তোমার বান্দা হাজির এবার কি খেল দেখাবে দেখাও।'

ম্যাসন বললেন, 'পাঁচ নম্বর কামরায়।'

'ঘোড়াটা কি রকম গরম ?'

'তা জানি না', ম্যাসন বললেন। 'তবে ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে মনে হয় লরেটা স্ট্রেণ্টের খুনের রহস্য ভেদ করতে পারব আমরা।'

'তোমার কি ধারণা সেটা এখনও প্যারিনি ?'

'আমি জানি পারোনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ট্র্যাগ। 'একটু আন্দাজ করতে পারলে আর ছুটে আসতে হতো না। আমার ওপরওয়ালারা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণির সাজানো ফাঁসিয়ে দিতে আমার এরকম প্রতিবাদী অ্যাটর্ণির পিছনে ছোটা পছন্দ করে না। খবরের কাগজে এটা ছাপা হলে গল্পটা দারুণ হবে, তাই না ?'

'তোমাকে কোনদিন এরকম কাগজের খবরের শিরোনামে টেনে এনেছি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তা করোনি বটে, তবে শুরু কর তাও চাই না।'

'ঠিক আছে এতদূর যখন এসেছ, পাঁচ নম্বর ঘরে একবার চল', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, একবার শুধু দেখব', তিনি অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন।

ম্যাসন এবার পল ড্রেক আর ডেলা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে এগোলেন।

'হুঁ, আমাদের কোরাম হয়েছে দেখতে পাচ্ছি', ট্র্যাগ বললেন।

ম্যাসন আবার দরজায় ধাক্কা দিলেন।

'চলে যান', ভিতর থেকে গলা শোনা গেল।

ম্যাসন বললেন, 'হোমিসাইডের লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ আর একজন অফিসার এসেছেন।'

'আপনাদের কাছে ওয়ারেণ্ট আছে ?'

'আমাদের ওয়ারেণ্ট লাগেনা', ম্যাসন বললেন। 'আমরা—।'

'একটু দাঁড়াও', ট্র্যাগ বাধা দিলেন। 'কথাবার্তা আমিই বলব। এসব কি ব্যাপার ?'

ম্যাসন বললেন, 'এই লোকটা সেণ্টস বেষ্ট মোটেলে কার্লটন জ্যাসপার বলে একটা ঘর ভাড়া নেয়। এই লোকটাই ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের মামলায় পুলিশকে মাদকের খবর দিয়েছিল। পুলিশের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ও দেশ ছেড়ে পালাতে চাইছে। ও দীর্ঘদিন মাদক সম্পর্কে ইনফরমারের কাজ করছে—', ম্যাসন এবার বললেন, 'কি ফিসক্ এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সবাইকে জানাই তাই চাও ?'

এ কথার পরেই দরজার হুড়কো খোলার শব্দ শোনা গেল। শিকল লাগানো পাল্লা সামান্য ফাঁক হলো। ধূর্ত দুটো চোখ দরজার ফাঁকে দেখা দিল উদ্বেগ নিয়ে। তারপর পুলিশের পোষাক দেখে ওর দৃষ্টি স্থির হলো ট্র্যাগের উপর।

'আপনার পরিচয়পত্র দেখান একটু', লোকটি বলল।

ট্র্যাগ একটা চামড়ার খাপ বের করে দেখাল।

লোকটা এবার বলল, 'বারান্দাটা একবার দেখুন তো। কেউ আছে ?'

'এখন নেই', ম্যাসন বললেন, 'তবে দুই টর্পেডো কয়েক মিনিট আগেই এসেছিল। তারা তোমার ঘরের দিকে আসছিল আমাকে দেখে একজন সাক্ষী রয়েছে ভেবে কেটে পড়েছে।'

কাঁপা হাতে লোকটা এবার দরজা খুলল।

'আসুন ভেতরে আসুন', ফিসক্ বলল।

সবাই ঘরে প্রবেশ বরল—নোংরা এলোমেলো একখানা ঘর, ময়লা শয্যা, একটা কাগজের বাস্কেট, ফুটো হয়ে যাওয়া একখানা কার্পেট, ছোপ ধরা একখানা আয়না, আসবাব বলতে এই।

এছাড়া চোখে পড়ে একটা কুশন বসানো চেয়ার, আর বেতের একটা আরাম কেদারাও।

ফিসক্ বললেন, 'ব্যাপার কি ?' আপনাদের আমায় রক্ষা করতে হবে।'

ম্যাসন বললেন, 'তোমার মতলব কি আগে বল। ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে মাদকের ব্যাপারে জড়িয়েছিলে কেন ? সেণ্টস রেষ্ট মোটেলে গিয়ে তার গাড়িটা হাতিয়েছিলেই বা কেন ?'

'আপনি কে ?' ফিসক্ জানতে চাইল।

'আমি তার উকিল।'

'আপনার মত মাউথপিস আমার দরকার নেই।'

'আমি মাউথপিস নই', ম্যাসন বললেন। 'আমি একজন অ্যাটর্নি'। আর এরা আমার বন্ধু। আগামীকাল আদালতে হাজির করার জন্য আমি তোমাকে সমন ধরাতে চাই, ব্যাক্সটার বনাম জনগণের মামলায় তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।'

'আমাকে এসব কি ঝামেলায় জড়াতে চাইছ ?' ট্র্যাগ বলে উঠলেন। 'আমাকে সমন ধরাতে ডেকে এনেছ নাকি ?'

'শোন', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন, 'একটু বুদ্ধি খরচ কর। করলেই দেখবে বিরাট সুনাম অর্জন করতে চলেছ তুমি।'

'আমাকে আপনি সমন ধরাতে পারেন না', ফিসক্ বলে উঠল। 'আমি শুধু আইনরক্ষকের জন্য দরজা খুলেছি।'

'ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের গাড়িতে তোমার হাতের ছাপ এল কিভাবে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ফুঃ। কোথাও আমার হাতের ছাপ পাবেন না।'

'আর', ম্যাসন বললেন, 'অভিসাররা যখন ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের অ্যাপার্টমেন্টে গেছিলেন তোমার সেই মাদক আছে বলে গোপন সূত্র পেয়ে তখন তুমি দরজায় এমন

কৌশল করে এসেছিলে যাতে ভার্জিনিয়ার টাইপ রাইটারে টাইপ করতে সেই লোকটির ছদ্মবেশে ঢুকতে পেরেছিলে।'

'খালি বুকনি আর কথার মারপ্যাচ', ফিসক্ বলে উঠল। 'আমাকে ফাঁদে ফেলার এসব চেষ্টা দেখে হাঁফিয়ে উঠেছি। শুনুন উকিল মশাই, আমি পাকা লোকের হয়ে কাজ করি, এইসব আনাড়ি আমার কাছে পাত্তা পায়না।'

'বুঝেছি, ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের গাড়ি নেয়ার সময় তোমার হাতে দস্তানা ছিল', ম্যাসন বললেন, 'কিন্তু সেন্টস রেস্ট মোটেলে তা ছিল না। তোমার ঘরে তোমার হাতের ছাপের ছড়াছড়ি আছে।'

'তাতে কি? স্বীকার করছি আমি সেন্টস রেস্ট মোটেলে ছিলাম।'

'আর সেখানে নাম ভাঁড়িয়ে উঠেছিলে?'

'হাজার হাজার লোক তা করে।'

'আর জাল লাইসেন্স নম্বরও দিয়েছিলে।'

'নম্বরটা আমার মুখস্থ ছিল।'

ম্যাসন এবার বেশ কিছুক্ষণ ফিসককে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান, অবাক হওয়ার আর কারণ নেই। বেশ তো মিল আছে দেখছি। জর্জ ইগানের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?'

পলকের জন্য লোকটার চোখে স্পর্ধিত আগুন জ্বলে উঠল।

'হুঁ, ব্যাপারটা খোঁজ নেওয়া যেতে পারে', ম্যাসন বললেন।

ফিসক্ যেন পোশাকের মধ্যে কুঁকড়ে গেল। 'ঠিক আছে', সে বলল, 'আমি ওর যমজ ভাই। আমাদের পরিবারে আমিই এক নচ্ছার।'

'আর', ম্যাসন বললেন, 'তুমি ইগানের গাড়ির সঙ্গে লাইসেন্স নম্বর বদলে নিয়েছিলে, অবশ্য ইগান খেয়াল করেনি, পাছে নম্বর দেখে দেখে কেউ তোমাকে খুঁজে পায়।'

'এসবের প্রমাণ আছে?' ফিসক্ প্রশ্ন করল।

'আমার প্রমাণ লাগবে না', ম্যাসন বললেন। 'তোমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কাল তোলার পর যখন খবরের কাগজওয়ালারা তোমার ছবি কাগজে প্রকাশ করে দেবে আর তোমার জীবন কথা বের করবে তখন তুমি এতবড় দুমুখো সাপ জানার পর অন্ধকার জগতের লোকেরা আমার চেয়ে ভাল করেই তোমার ব্যবস্থা করতে পারবে। চল, সবাই এবার যাওয়া যাক।'

ম্যাসন ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

ফিসক প্রায় স্তম্ভিত হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ম্যাসনের কোট টেনে ধরল।

'না! না! দয়া করে যাবেন না। একটা রফা করতে চাই আমি।'

সে এবার লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগের দিকে তাকাল। 'আমি আগে আপনাদের ঢের সাহায্য করেছি। আমাকে দয়া করে এবার সাহায্য করুন। এই মাউথপিসকে দয়া

করে ঠেকান। আমাকে শহর ছেড়ে বাইরে যেতে দিন।'

ট্র্যাগ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সব কথা আমাকে খুলে বল, তারপর দেখব কি করতে পারি। তবে চোখ বন্ধ করে কোন কথা দেব না।'

ফিসক বলল, 'দেখুন, আমি বড্ড ঝামেলায় পড়েছিলাম। জর্জই আমাকে উদ্ধার করে।'

'জর্জ কে?' ট্র্যাগ জানতে চাইলেন।

'জর্জ ইগান, সে লরেটা ট্রেন্টের সোফার।'

ম্যাসন আর ট্র্যাগ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর ট্র্যাগ বললেন, 'ঠিক আছে, তারপর কি হয়?'

'আমার পুলিশের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, তাই ঝামেলায় পড়ে যাই। তখনই ওই মেয়েলোকটি আমার কাছে এল যে আগেও আমার সাহায্য করেছিল।'

'কোন মেয়েছেলে?'

'নার্স, অ্যানা ফ্রিচ। কয়েকবার ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি। বেশ কয়েক বছর ধরে ওকে মাদক সরবরাহ করেছি।'

'বলে যাও', ট্র্যাগ বললেন।

'সে কেলভিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কেলভিনের ধারণা ছিল সেই ট্রেন্টের এস্টেটের বেশিরভাগ অংশই পাচ্ছে—সে আর তার অন্য ভায়রা আর তাদের স্ত্রীরাও। সে তাই ওই নার্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লরেটা ট্রেন্টকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে।

'ওর তিনবার আর্সেনিক প্রয়োগ করেছিল। তারা অবশ্য তাকে আর্সেনিক দিয়ে মেরে ফেলার সাহস পায়নি, তবে ওদের ধারণা ছিল বার কয়েক এরকম হলে শেষ পর্যন্ত বুড়ি টেঁসে যাবে। তারপর বুড়ি যখন শেষবার অসুস্থ হলো কেলভিন উইলটা খুঁজে পায়। শক খেয়ে সে প্রায় মরার দাখিল হয়।

'ওকে তাই উইল বদলানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। ওরা ব্যানকের টাইপ রাইটারটা খুঁজে বের করে। নার্স ফ্রিচ দারুণ টাইপিষ্ট। সে বলেছিল সময় হাতে পেলে সে এমন টাইপ করে দেবে যে উইল জাল বলে কেউ ধরতেই পারবে না, তবে তার জন্য অ্যাটর্নির সেই কাগজ আর টাইপ রাইটারটা তার চাই।

'এর মানে হলো তারা যে শুধু ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে বেইজ্জত করতে চেয়েছিল তাই না তারা তাকে জেলে পচার ব্যবস্থাও করেছিল যাতে তার সাক্ষ্যের কোন দাম না থাকে। ওরা ব্যানকের কার্বন কপিগুলোও চাইছিল।

'যাই হোক ওদের প্রথম মতলব ছিল ওই ব্যাক্সটার মেয়েটাকে মাদক চালানের অপরাধে জেলে ঢোকানো। যাক, আমাকে যা বলা হয় আমি তাই করি। আমি একজনকে ঘুষ দিয়ে প্লেনে আমার মালপত্র আনার জন্য ঢুকতে দিতে ব্যবস্থা করি তারপর নানা কথা বলে ওর সুটকেশে মাদক ঢুকিয়ে দিই। এইটুকুই ছিল

আমার কাজ।

'তবে এ ধরণের কাজে একবার ঢুকলে রেহাই নেই। একবার ফাঁদে পা দিলে আর কেউ ঘাড় থেকে নামতে চায়না। তাই এবার ওই গাড়িটা নিয়ে জর্জ আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল, তারপর ওর গাড়িতে ধাক্কা লাগাই। কাজটা করতে ঘেন্না হয়েছিল আমার—তবে জর্জ আমাকে ভালভাবে সাহায্য করেছিল তাই আমি করতে বাধ্য হই। বাঁচতে হবে তো।'

'বেশ', ট্র্যাগ বললেন, 'আর কি করেছ?'

'আমাকে যা ওরা বলেছিল তাই শুধু করেছি', কাঁপতে কাঁপতে বলল ফিসক্। 'আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম সব আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, আমি কোন গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি…এই হলো সব, বলে আমার মন হাল্কা হল।'

'তুমি ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের গাড়ি নিয়ে একাজ করেছ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তাই। আমাকে বলা হয় সে সেন্টস রেষ্ট মোটেলে থাকবে। ওরা ওর গাড়ির নম্বর আমাকে দিয়েছিল। তারপর কাজ শেষ করে আবার ওর গাড়ি রেখে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে আসি। ব্যাক্সটারের গাড়িটা অন্য জায়গায় পার্ক করতে হয় কারণ সেখানে জায়গা ছিল না।

'এই কাজ করে কি পেয়েছ?' ম্যাসন বললেন।

'শুধুই প্রতিশ্রুতি। আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। আমার অনেক শত্রু তাই কোথাও গা ঢাকা দেয়ার ব্যবস্থা দরকার ছিল যাতে কেউ আমাকে কব্জা করতে না পারে। ওরা আমাকে আড়াই হাজার ডলার দেবে বলেছিল আর ফ্রিচ দেয় মাত্র দু'শ। আমি জানি না আপনি আমাকে খুঁজে পেলেন…হা ভগবান, আপনি আমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে আর কাগজওয়ালারা আমার কথা ছাপলে আমার প্রাণের আর কানাকড়িও দাম থাকবে না…উঃ ওরা এখনই গুলি করে মারবে আমাকে, …আপনিই তো বললেন দুটো টর্পেডো সিঁড়ির কাছে রয়েছে?'

ম্যাসন সায় দিলেন।

ফিসক্ ওর হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমাকে গ্রেপ্তার করুন, লেফটেন্যান্ট। আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু ভয় হচ্ছে বড় ওস্তাদের ঠগদের হাত থেকে বাঁচতে পারব না।'

'বড় ওস্তাদ কে?' ট্র্যাগ জানতে চাইলেন।

ফিসক্ ভয়ে কেঁপে উঠল', তাকে কখনও সামনা সামনি দেখিনি। সব সময় দলের চুনোপুঁটিরাই আমার কাছে এসেছে। কিন্তু সব যদি প্রকাশ করতে হয় আমাকে একটা সেলে ঢুকিয়ে দিন না হলে বাঁচব না। আমায় বাঁচান তাহলে সব বলে দেব।'

ট্র্যাগ ম্যাসনের দিকে তাকালেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমার মক্কেলের দিকেই মাখন লাগানো।

□ তেইশ □

মাঝরাতের একটু আগে ম্যাসন, ডেলা স্ট্রিট আর পল ড্রেক ম্যাসনের অফিসে ফিরে এলেন।

যে সহকারীটি এলিভেটর দেখাশোনা করে সে বলল, 'একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য চেষ্টা করছেন, মিঃ ম্যাসন, তিনি বলছেন ব্যাপারটা নাকি খুবই জরুরী। আমি তাকে বলেছি আপনি ফিরে আসবেন যত দেরীই হোক। তিনি বললেন তিনি অপেক্ষা করবেন।'

'কি রকম দেখতে তাকে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'খুব অভিজাত চেহারা। ষাটের কাছাকাছি বয়স হবে। মাথায় সাদা চুল। খুব দামী পোষাক। গলার স্বর শান্ত—কোন বাজে কেউ নন, তবে খুব চিন্তায় পড়েছেন মনে হয়।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'আমি অফিসে থাকছি। ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারের জন্য অপেক্ষা করব, তারপর ছুটি।'

'আর কি দিনটাই গেল!' ড্রেক বলল।

'ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার!' এলিভেটর চালক বললেন। 'খুনের জন্য যার বিচার হচ্ছে তারই কথা বলছেন?'

'ওকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে', ম্যাসন বললেন, 'ট্র্যাগ ওকে পুলিশের গাড়িতে পেঁৗছে দেবে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার!' এলিভেটর চালক বলল। 'আপনিই ওকে ছাড়িয়ে এনেছেন। তাই না?'

'আমরা ছাড়িয়ে এনেছি', ম্যাসন বললেন। 'চল, এগোন যাক।'

এলিভেটর ম্যাসনের অফিসে দোতালায় গিয়ে থামল।

ড্রেক বলল, 'আমি একটু অফিসে গিয়ে সব দেখে নিই, পেরি। নার্সের বিষয়ে কি করতে চলেছ?'

হাসলেন ম্যাসন, 'আমাদের বন্ধু লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগই ব্যাপারটা দেখছে। তোমরা কাগজে ট্র্যাগের অসাধারণ গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে পড়তে পারবে। সম্ভবত লেখাও হবে ট্র্যাগ পেরি ম্যাসনকে তার সঙ্গে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন যখন তিনি ব্রেন্ট খুনের মামলায় আসল সাক্ষীকে খুঁজে বের করেন।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে সেই সব কৃতিত্বটুকু আত্মসাত করবে', ড্রেক উত্তর দিল।

'ট্র্যাগ তা করবে না, তবে ওর দপ্তর করবে। এইভাবেই দুনিয়াটা চলছে পল, [illegible] কাল সকালে দেখা হবে, চলি।'

ম্যাসন ডেলার হাত ধরে অফিসের দিকে চললেন।

[illegible] ভিতরে ঢুকে আলোর সুইচ টিপলেন ম্যাসন, তারপর [illegible] ইলেকট্রিক পারকোলেটরের দিকে এগোলেন।

'কতক্ষণ লাগবে আর ?' ডেলা জানতে চাইল।

'দশ পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে মনে হয় না', ম্যাসন বললেন। 'ড্র্যাগ ওকে নিয়ে আমার কাছেই দিয়ে যাবে যাতে কেউ বিরক্ত না করে। ড্র্যাগ চায়না ওর কৃতিত্বের খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হওয়ায় কেউ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সে—'

তখনই দরজায় মৃদু শব্দ জেগে উঠল।

ম্যাসন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

লম্বা চেহারার শুভ্র কেশ এক মহিলা দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'আপনিই কি মিঃ ম্যাসন ?'

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন।

'আর অপেক্ষা করতে পারলাম না', মহিলা বললেন। 'আপনার সঙ্গে বড্ড দেখা করার দরকার ছিল।'

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন।

'আমার সেক্রেটারি ডেলা স্ট্রীট', ম্যাসন জানালেন তারপর সামান্য একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আর আমার যদি তেমন ভুল না হয় তাহলে, ডেলা, ইনি হলেন লরেটা স্ট্রেন্ট।'

'হ্যাঁ, তাই', মহিলা বললেন, 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না যাতে বেচারি মেয়েটা শাস্তি পেয়ে যায়, তাই আপনার কাছে আমায় আসতেই হতো। আমার আশা আছে আপনিই আমাকে রক্ষা করতে পারেন যতক্ষণ না আমি জানতে পারি কে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে।

'আসুন, ঘরে আরাম করে বসুন', ম্যাসন বললেন।

মহিলা বললেন, 'আমি খুবই সরল, মিঃ ম্যাসন, ডঃ অ্যালটন না বলা পর্যন্ত নার্সকে আমার নখ আর চুলের নমুনার কথায় আমি কোন সন্দেহই করিনি। এক সময় আমি বিষক্রিয়া নিয়ে কিছু পরীক্ষার কাজ করেছিলাম যাতে বিষক্রিয়ার লক্ষণ বোঝা যায়। আমি তাই যত দ্রুত সম্ভব পালাতে চাইছিলাম।

'তারপর ওই গাড়িখানা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে আমার গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে দিল আর জর্জ ইগান চিৎকার করে বলল, 'লাফ মারুন—' আমি লাফ দিই। আমার পা-হাত-পা একটু ছড়ে গিয়েছিল বটে, তবে ভাগ্যের কথা ওই গাড়িটা আমাদের ধাক্কা মারার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরেই দারজার হাতলে হাত রেখে তৈরী ছিলাম।

'আমার ব্যাগে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ছিল না বটে যেমন আপনি আদালতে বলেন তবে যথেষ্ট নগদ টাকা ছিল যাতে কাজ চালিয়ে নিতে পারি।'

'আমি দেখেছিলাম জর্জ আহত হয়েছে। আমি হাইওয়েতে গিয়ে পড়ি। সেখানে একজন মোটর আরোহী আমাকে নিয়ে একটা রাস্তার ধারের কাফেতে পৌঁছে দেয়। আমি ভ্রাম্যমান পুলিশকে আমার কথা জানাই। তারা বলে এখনই সেখানে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

'আমি ঠিক করেছিলাম আপাতত গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল যতক্ষণ না সব জট খোলে আর প্রকাশ হয়। আমি জানতে চাইছিলাম এ সবের পেছনে কে।'

'আপনি সেটা জানতে পেরেছেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'যখন উইলটা আদালতে পড়া হল—জীবনে এত আঘাত পাইনি।'

'ওই উইল, আমার ধারণা তাহলে জাল?'

'সম্পূর্ণ।' লরেটা ট্রেন্ট বললেন। 'এক বা দুই পৃষ্ঠা আসল, বাকিটা পাল্টানো হয়েছে। আমি আমার উইলে যা লিখেছিলাম তা হলো যে আমি যখন বুঝতে পেরেছি যে আমার সব আত্মীয়রাই যারা আমার মৃত্যুর জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছে নিজেরা সামান্য কোন কাজও না করে, আমি তাই আমার দুই বোনকে সামান্য কিছু দিয়ে যাচ্ছি যাতে তাদের স্বামীরা কাজকর্ম করতে বাধ্য হয়।

'আমি ভেবেছিলাম উইলটা খুব নিরাপদ কোন জায়গাতেই রেখেছি। ওরা নিশ্চয়ই সেটা খুঁজে বের করেছিল, তারপর পৃষ্ঠাগুলো খুলে কয়েকটা পৃষ্ঠা বদলে নেয় আর আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করে।'

'আপাতদৃষ্টিতে', ম্যাসন বললেন, আরও কিছু আঘাত পেতে চলেছেন আপনি। আপনার আত্মীয়রাই শুধু নয় যারা আপনার মৃত্যু চাইছিল, ওই নার্সও সে একজন ভাল টাইপিস্ট হওয়ায় কেলভিনের সঙ্গে যোগসাজসে সে ওই জাল উইল বানায়—সম্ভবত শতকরা কোন লেনদেনের চুক্তিতে আর ভবিষ্যতেও ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনার কথাটা মাথায় রেখে।

'এই সঙ্গে ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার যদি উইলের ধারার কথা মনে রেখে দেয় সেই কথা ভেবে ওরা তাকে এমন অবস্থায় ফেলে দিতে চায় যাতে তার সাক্ষ্যের কোন মূল্যই না থাকে।

'আমি খুশি যে আপনি ঠিক আছেন। ওরা যখন গাড়িতে আপনার হাত-ব্যাগটা পায়নি দেখলাম তখনই বুঝে নিই আপনি জীবিত আছেন। আপনি ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটারকে এক সাংঘাতিক পরীক্ষাতেই ফেলেছিলেন, তবে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে।

'আমরা ভার্জিনিয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছি। ও এখনই এসে পড়বে।'

লরেটা ট্রেন্ট তার হাতব্যাগ খুলে বললেন, 'সৌভাগ্যবশত আমার চেকবইটা আমার কাছেই আছে। আপনার নামে যদি পঁচিশ হাজার ডলারের চেক লিখে দিই তাতে কি আপনার ফি ঠিকমত হবে? আর অবশ্যই এর সঙ্গে আপনার মক্কেলের নামেও পঞ্চাশ হাজার ডলারের চেক লিখে দেব, আশা করি এতেই তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হতে পারবে বিশেষ করে তার উপর দিয়ে যা গেছে।'

ম্যাসন হাসিমুখে ডেক্সা স্ট্রীটের দিকে তাকালেন। আমার মনে হয় আপনি যদি চেকদুটো লিখে ফেলেন, মিসেস ট্রেন্ট, ভার্জিনিয়া ব্যাক্সটার আপনি চেক সই করার ফাঁকেই মনে হয় এসে পড়বে আর ওর জবাব ও নিজেই বোধহয় দিতে পারবে।'

দি কেস অফ ডুবিয়াস ব্রাইডগ্রুম

□ এক □

শহরের বিরাট আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো রাত নেমে আসতে আলো আঁধারিতে মনে হচ্ছিল যেন একরাশ ইস্পাতের খাঁচার বদলে অশরীরি ছায়ামূর্তি।

পেরি ম্যাসনের অফিস থেকে যে বাড়িগুলো দৃশ্যমান ছিল সেগুলোর আলো ঠিকরে পড়া জানালাগুলোই চোখে পড়ছিল বাকি অংশে শুধু এলোমেলো ভাবে পড়েছিল বাইরের আলো।

পেরি ম্যাসন আদালতে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর বেশ ক্লান্ত, তাই আলো নিভিয়ে তিনি ডেস্কের পিছনের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লান্তিতে একটু ঝিমুনিও এসেছিল তার।

রাস্তার আলোর অভাব নেই, সেই আলোয় ম্যাসনের জানালার বাইরের ফায়ার এসকেপটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, ডেস্কের ওপর ছড়ানো একগাদা আইনের বই আর চেয়ারে শান্ত নির্লিপ্ত একজন, যে চেয়ারে ম্যাসন তার নার্ভাস মক্কেলদের অভয় দিতে অভ্যস্ত।

সারাদিনের অসহনীয় গরমের পর সন্ধ্যা থেকেই ঝড়ের দাপাদাপি শোনা যাচ্ছিল। খোলা জানালা দিয়ে আসছিল বাতাসের ঝাপটা। অর্ধনিদ্রিত ম্যাসন

যেন চোখের সামনে আগামী কালের আদালতের ঘটনাগুলোর স্বপ্নে মশগুল।

ম্যাসনের জানালার বাইরে উপরের নৈঃশব্দে ফায়ার এসকেপের উপরে জেগে উঠেছিল খুব মৃদু কিছু শব্দ, তারপরেই শোনা গেল ছন্দময় রমণীসুলভ এক পদ শব্দ, লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার শব্দ। একটু পরেই অন্য পা নেমে এল।

ধীরে, সতর্কভঙ্গীতে এক তরুণী ফায়ার এসকেপ বেয়ে নামতে শুরু করল, উপরের অফিসের চাতাল বরাবর তার মাথাও পেঁছিল।

সেই মুহূর্তেই উপরের অফিসে দেখা দিল আলো অন্ধকারের বুক চিরে। তখনই ম্যাসন ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠলেন। অস্পষ্টস্বরে কিছু তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে তার হাত চেয়ারের হাতলে এলিয়ে পড়ল।

উপরের আলোকিত জানালায় চোখে পড়ল একটা চলমান ছায়া।

ফায়ার এসকেপের উপরে থাকা মেয়েটি দ্রুত দু'পা নেমে এল, ওর উদ্দেশ্য সম্ভবত ম্যাসনের জানালার ধারীর উপর নেমে আসা। তারপরেই অচমকা ম্যাসনের হাত নড়ে উঠতেই মেয়েটি প্রায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখনই হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় ওর স্কার্ট এলোমেলো হয়ে যেতে স্বভাব বশেই ও হাত দিয়ে সেটা চেপে ধরতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোয় ধাতব কিছু যেন ঝিকমিক করে উঠল।

তড়াক করে উঠে বসলেন ম্যাসন।

ফায়ার এসকেপে থাকা তরুণী দ্রুত উঠতে গিয়ে ম্যাসনের অফিসের উপরে জানালা থেকে আলোর মধ্যে যেতে ভয় পেয়েই যেন থমকে গেল। দূরে কোথায় যেন বাজ পড়ল তখনই ভয়ংকর শব্দ করে।

ম্যাসন হাই তুলে চোখ ডলে নিয়ে উপরের দিকে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে পরম অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখতে পেলেন তরুণীর স্কার্ট আর দুটি পা।

দ্রুত চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে মাথা বের করে উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'ভিতরে আসুন··· ।'

ফায়ার এসকেপে দাঁড়ানো মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল রেখে সতর্ক করতে চাইল।

ম্যাসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন ব্যাপার কি··· ?'

মেয়েটি অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাসনকে চুপচাপ থাকতে বলে স্কার্ট সামলাতে চাইল।

আবার তাকে ভিতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন ম্যাসন। মেয়েটি তবু ইতস্তত করতে লাগল।

ম্যাসন এবার জানালার বাইরে একটা পা বাড়াতেই প্রায় ভয় পেয়ে মেয়েটি ফায়ার এসকেপ বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসতে লাগল। ওর হাতে রাখা কোন ধাতব পদার্থ আলো লেগে ঝিকমিক করে উঠল। ও আবার নিজের স্কার্ট সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'পয়সা খরচ না করেই বেশ উপভোগ করছেন', হাসিমুখে চাপাস্বরে বলল তরুণী।

'তা বটে', ম্যাসন বললেন। 'ভিতরে আসুন।'

আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই বুঝেই তরুণী ম্যাসনের জানালার পা রেখে ঘরে লাফিয়ে পড়ল। ম্যাসন আলোর সুইচের দিকে এগোলেন।

'দয়া করে আলো জ্বালবেন না', তরুণী শান্ত মিষ্টি গলায় বলল।

'নয় কেন?'

'না হলেই ভাল। এটা—এটা বিপজ্জনক হতে পারে।'

'কার পক্ষে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমার', তরুণী বলে একটু চুপ করল, তারপর বলে উঠল, 'আপনারও।'

ম্যাসন জানালার সামনে সিলুয়েটের মত মূর্তিটা দেখে বললেন, 'আপনাকে দেখে মনে হয় না আলো থেকে ভয়ের কিছু আছে।'

হেসে উঠল তরুণী। সেটা আপনিই জানেন। ওখানে কতক্ষণ বসে ছিলেন?'

ঘণ্টাখানেক হবে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ঠিক যখন দরকার তখনই আপনার ঘুম ভাঙল', হেসে উঠল তরুণী। 'বাতাসটা ভারি বিপদে ফেলেছিল।'

'সেই রকমই মনে হয়', ম্যাসন বললেন। 'আপনার ডান হাতে কি ছিল?'

'স্কার্ট।'

'ধাতব কিছু।'

'ওহ, একটা ফ্ল্যাশ লাইট, 'হেসে উঠল তরুণী।

'সেটা কোথায়?'

'হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'ঠিক জানেন ওটা কোন বন্দুক নয়?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'বন্দুক হতে যাবে কেন? আপনি অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন, মিঃ ম্যাসন।'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

তরুণী ঘসা কাচ লাগানো দরজার লেখাটা ইঙ্গিত করল। 'দরজাতেই লেখা আছে। উল্টো দিক থেকে বেশ পড়তে পারছি।'

'আমার তবু মনে হচ্ছে ওটা বন্দুক। ওটা কি করলেন?'

'আমার কোন বন্দুক ছিল না। যেটা দেখেছেন নামার সময় হাত থেকে নিচের গলিতে পড়ে গেছে।'

'কি করে জানব?' সতর্কভাবে ওর দিকে এগোতে চেয়ে বললেন ম্যাসন।

তরুণী দুহাত চাড়িয়ে হতাশভাবে বলল, 'এসব হবে জানতাম, নিন, যা করার করুন।'

ম্যাসন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তরুণীর শরীরে হাত দিয়ে দেখলেন। ও একটু কাঠ

হয়ে উঠল।

'এরকম করার দরকার ছিল?' তরুণী জানতে চাইল।

'ছিল বলেই ভাবছি', ম্যাসন বললেন, 'নড়বেন না।'

'এরকম করার অর্থ কোন অস্ত্র খোঁজা!'

'ঠিক', ম্যাসন বললেন। 'এর কারণ আমি নই। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য।'

কাঠ হয়ে থাকলেও বাধা দিল না তরুণী শুধু বলল, 'আপনার খোজা শেষ হলো?'

ম্যাসন সায় দিতে সে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে সিগারেট নিয়ে ধরাল।

'এ ধরণের কাজ আমার পছন্দ নয়।'

'কোন মেয়ে আমাকে গুলি করুক তা চাই না', ম্যাসন বললেন। 'আপনার হাতে বন্দুক ছিল, মনে হয় সেটা কোথাও ফেলে দিয়েছেন।'

'একবার গিয়ে দেখে আসুন না', তরুণী বলল।

'তার চেয়ে অন্য কাজটাই সহজ, আর তা হলো পুলিশে খবর দেয়া।'

শ্লেষের সঙ্গে হেসে উঠল তরুণী। 'হ্যাঁ, গল্পটা দারুণ হবে। খবরের কাগজের হেডিংটা বেশ দেখতে পাচ্ছি: নামকরা আইনবিদ পুলিশকে জানালার নিচে গলিতে বন্দুক খোঁজার জন্য ডেকেছেন।'

ম্যাসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করলেন। দেশলাইয়ের আলোয় তার চোখে পড়ল সুন্দর আকৃতির একটা মুখ।

'তারপর', মিষ্টি হাসির সঙ্গে তরুণী বলে চলল, 'পুলিশ যখন কিছুই পেলনা, আইনবিদ তখন কোন ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করেন। পেরি ম্যাসন কি রিভলবার নিয়ে সার্কাসের ভানুমতীর খেলা দেখাচ্ছিলেন যা তখন গলিতে পড়ে যায়, না তিনি মক্কেলকে নিরস্ত্র করার অনুশীলন করছিলেন? যাই বলুন কাহিনীটা জমাটই হবে।'

'আমি কোন ব্যাখ্যা দেব না ভাবছেন কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'কারণ তাতে আপনি জড়িয়ে পড়বেন।'

'তাই কি?'

'নিশ্চয়ই, কোন মেয়েকে ফায়ার এসকেপে দেখে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে তার কাছে বন্দুক ছিল বলে অভিযোগ করা—অথচ কোন প্রমাণই করতে পারেনি…এতে ক্ষতি-পূরণের মামলায় আপনি না জড়িয়ে পড়ে পারবেন না।'

'কখনই না', ম্যাসন বললেন। 'আমি প্রমাণ করতে পারব একজন মহিলা আমার অফিসে ফায়ার এসকেপ দিয়ে জোর করে ঢুকেছিল।'

'আপনার অফিসে!' তরুণী অভিযোগের স্বরে বলল।

'নিশ্চয়ই, তাই না?'

'কক্ষণও না।'

ম্যাসন বললেন, 'এভাবে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। এ সবের ঠিকমত ব্যাখ্যা যদি না দিতে পারেন আমাকে পুলিশ ডাকতেই হবে।'

'নতুন ব্যাপার হবে বটে', তরুণী বলল। পেরি ম্যাসন পুলিশ ডাকবেন।'

কথাটা চিন্তা করে হাসলেন ম্যাসনও। 'হ্যাঁ, নতুনত্ব হবে তা ঠিক। আশা করি এবার ব্যাখ্যা করবেন আপনি।'

'আমার উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে—।'

'আমি একটা অস্ত্র খুঁজছিলাম', ম্যাসন বললেন।

'শুধু এটুকুই।'

'হ্যাঁ।

'তাহলে সত্যিই আপনি নিছক একটা যন্ত্র', তরুণী জবাব দিল।

'সেটা এখনই টের পাবেন', ম্যাসন বলে রিসিভার তুলতে গেলেন।

'দাঁড়ান।' দ্রুত বলে উঠল তরুণী। 'আপনিই জিতেছেন।'

'তাহলে আরম্ভ করুন।'

তরুণী বলল, 'উপরের এক অফিসে সেক্রেটারির কাজ করি আমি।'

'কার অফিস ?'

'দি গারভিন মাইনিং, এক্সপ্লোরেশন ও ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী।'

ম্যাসন টেলিফোন গাইড খুলে নামটা দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত ঠিক।'

'আমার অফিসের মালিক আজ রাতে ফিরে এসে কিছু কাজ করতে বলেন আমায়। একটু দেরি হতে পারে একথাও তিনি বলেন। কোন ডিনারে গিয়ে সেখান থেকে আসার কথা ছিল তার। আগামীকাল তার বাইরে যাওয়ার কথা।

'আর তাই আপনি ফায়ার এসকেপের উপর বসে তার অপেক্ষায় ছিলেন ?'

হাসল তরুণী। 'ব্যাপারটা সেই রকমই, মিঃ ম্যাসন।'

'অর্থাৎ ?'

'আমি একঘণ্টা আগে অফিসে আসি। তারপর অপেক্ষা করে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সন্ধ্যা কাগজও পড়ে ফেলেছিলাম। কি করব বুঝতে না পেরে আলো নিভিয়ে ফায়ার এসকেপে গিয়ে দাঁড়াই। আমার হাতে খুব লেগে গেছিল সেখানে। ওখানে দাঁড়িয়ে নানা রোমাণ্টিক কথা মনে আসছিল চারদিকের দৃশ্য দেখে, আর তখনই দরজার চাবি লাগানোর শব্দ শুনলাম। আমি মনে করেছিলাম আমার বস এসেছেন। কিন্তু তারপর আলো জ্বলে উঠতেই দেখলাম তার স্ত্রীকে।'

'তারপর ?' ম্যাসন বললেন।

'উনি কেন এসেছেন জানতাম না। আমাকে ফাঁদে ফেলতেই কিনা কে জানে। যাই হোক আমি সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা নেমে আসি যাতে ওর চোখে না পড়ি। উনি কি করেন দেখার ইচ্ছে ছিল আমার কিন্তু তবু ফায়ার এসকেপে নেমে আসি আর তখনই ঝড় ওঠায় হাত দিয়ে স্কার্ট চেপেও ধরি।'

'আর সে হাতে একটা বন্দুক ধরা ছিল', ম্যাসন বললেন।

'বন্দুক নয় ফ্ল্যাশলাইট', শুধরে দিল তরুণী।

'ঠিক আছে, আমি একজন ভদ্রলোক তাই মেনে নিচ্ছি। তবে তিন সেকেন্ডের মধ্যে ফ্ল্যাশলাইটের একটা ব্যাখ্যা চাই। তিন—দুই—এক।'

ঠোঁট কামড়ালো তরুণী, ও বলল, 'ওটা আমার গাড়ি খুঁজে পাওয়ার জন্য এনেছিলাম, অনেক রাত হলে সুবিধা হবে বলে।'

'ফায়ার এসকেপে নামার সময় সেটা সঙ্গে রাখেন?'

'আশ্চর্য লাগলেও তাই করি। খুবই অন্ধকার ছিল জায়গাটায়।

'চমৎকার। এবার সেখানে গাড়ি রেখেছেন সেখানে আমাকে নিয়ে গেলে ভাল হয়', ম্যাসন বললেন।

'আনন্দের সঙ্গেই যাব', তরুণী বলল। 'সেখানে আমার গাড়ির লাইসেন্স আর সার্টিফিকেটও দেখতে পাবেন, তারপর এমন চমৎকার সাক্ষাতের কাজও শেষ হবে, কি বলেন?'

'অবশ্যই', ম্যাসন বললেন। 'যদিও খুবই অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতিতেই আমাদের সাক্ষাত হল। একটা কথা, আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি।'

'গাড়ির কাছে গেলেই জানতে পারবেন।'

'আমি মুখ থেকেই শুনতে চাইছি।'

'ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স।'

'মিস না মিসেস?'

'মিস।'

'চলুন এবার যাওয়া যাক।'

ম্যাসন দরজার দিকে এগিয়ে সেটা খুলে দুজনে বারান্দায় এসে পড়লেন। এলিভেটরের সামনে আসতে তাদের চোখে পড়ল ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর আলোকিত জানালা। তরুণী মুখ বিকৃত করে বলল, 'এই জায়গাটা আমার ভাল লাগে না।'

'কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'গোয়েন্দাদের দেখলেই আমার গা শিরশির করে।'

ম্যাসন এলিভেটরের বোতাম টেপার পর বললেন, 'ড্রেক আমার সব কাজ করে। ওর কাজ দারুণ। ওর সঙ্গে কাজ করলে খারাপ লাগবে না। তবে আমার মাঝে মনে হয় ড্রেক বোধহয় নিজেই বিরক্ত বোধ করে।'

দুজনে এবার এলিভেটরে উঠল। একটু পরে সেটা দাঁড়াল।

ম্যাসন বললেন, 'আপনাকে বেরোনোর সময় একটা রেজিস্টার সই করতে হবে।'

হাসল তরুণী। 'আপনার ভুল হচ্ছে, মিঃ ম্যাসন। ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সী সারারাত খোলা থাকে তাই যারা আসে তাদের কোন সই করতে হয়না।'

'আপনি ওখানে গিয়েছিলেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'জোরে হেসে উঠল তরুণী। 'নিশ্চয়ই। তাহলে কোথায় ছিলাম ভাবছেন ? কি বোকা আপনি।'

ম্যাসন নিজে রেজিস্টারে সই করে বললেন, 'আপনার চটজলদি জবাব দেবার ক্ষমতা দারুণ। বেশ বুদ্ধিমতী আপনি।'

'ধন্যবাদ', ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স শীতল স্বরে বলল।

এলিভেটর লবিতে থামলে বেরিয়ে এল ভার্জিনিয়া, পিছনে ম্যাসন। বাড়ির দরজার সামনে আসতেই ঝড়ের দাপট বেড়ে উঠল, মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল বজ্রের হুঙ্কার।

ভার্জিনিয়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার সুন্দর ব্যবহারের জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

ম্যাসন ভ্রূ তুলে তাকালেন।

পরক্ষণেই ম্যাসন কিছু বুঝতে পারার আগেই ভার্জিনিয়া তার গালে সজোরে চড় কষিয়ে দিল। চড়ের শব্দটা এতই জোরালো যে আশে পাশে অনেকেই ঘুরে তাকাল। হতভম্ব ম্যাসন ব্যাপারটা কি বুঝে ওঠার আগেই ভার্জিনিয়া দ্রুত রাস্তায় নেমে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল।

'হেই!' ম্যাসন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'গাড়ি থামাও! গাড়ি থামাও!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশাল চেহারার সুবেশধারী একজন লোক ছুটে এসে ম্যাসনের কোটের কলার ধরে বলে উঠল, 'এসব চলবে না মশাই।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন ম্যাসন, 'হাত সরিয়ে নিন!'

লোকটা তবু ম্যাসনকে না ছেড়ে বলল, 'খুকুমনির আপনাকে যে পছন্দ নয়।'

ইতিমধ্যে ট্যাক্সি দ্রুত গাড়ির ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

ম্যাসন লোকটিকে বললেন, 'কোট ছাড় না হলে চোয়াল ভেঙে দেব।'

ম্যাসনের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা দেখে লোকটা পিছিয়ে গেল। 'দেখলেন না খুকুর আপনাকে ভাল লাগেনি···।

ম্যাসন রাস্তায় নেমে ট্যাক্সির জন্য এদিক ওদিক তাকালেও কোন ট্যাক্সির চিহ্নও দেখতে পেলেন না। তিনি আবার লোকটার দিকে তাকালেন, 'সকলের সামনে খুবই বীরত্ব জাহির করেছো। কলেজে পড়ার সময় বোধহয় ভাল মুষ্টিযোদ্ধা ছিলে। কিন্তু আইনের যা ঝামেলা একটু আগে পাকিয়েছ তা বোঝার মত ঘিলু তোমার মাথায় নেই। তোমার হোৎকা মুখখানা সরাও না হলে আমাকেই সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

লোকটা ম্যাসনের ক্রুদ্ধভঙ্গী দেখে প্রায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল।

ম্যাসন পাশ কাটিয়ে নিজের অফিসে ঢুকতে গিয়েও মন বদলে পায়ে পায়ে রাস্তায়

এসে পাশের গলিতে ঢুকলেন। গলিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেও কোন রিভলবার বা ফ্ল্যাশলাইট তার চোখে পড়ল না। তিনি অফিস বাড়ির সামনে এসে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর অফিসে ঢুকলেন।

'পল ড্রেক আছে?' তিনি ডেস্কের সামনে বসা মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন।

সে মাথা নাড়ল।

ম্যাসন বললেন, 'ওর জন্য একটা কাজ আছে। অবশ্য তেমন তাড়া নেই। কাল সকালে শুরু করলেই হবে। আমি গারভিন মাইনিং কোম্পানী সম্পর্কে কিছু খবর চাই। আমি এটার জানাতে চাই ওই অফিসে ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স নামে কোন মেয়ে কাজ করে কিনা। এই সঙ্গে গারভিন সম্পর্কেও। পল কিছু জানতে পারার পরই যেন আমাকে জানায়।'

এরপর বেরিয়ে এলেন ম্যাসন। নিজের অফিস কামরায় ঢোকার পরেও একটা চাপা অস্বস্তি তার মন বিক্ষিপ্ত করতে চাইছিল। কাছাকাছি বাড়িগুলোর আলোও একে একে নিভতে শুরু করল। ঘরে খুব হাল্কা কিছু সেন্টের গন্ধ টের পেলেন ম্যাসন, রাতের সেই অনাহূত মেয়েটির রেখে যাওয়া গন্ধ।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা একটা ময়লা মাখানো রুমাল। এ ময়লা হয়তো ফায়ার এসকেস থেকেই এসেছিল। রুমালেও সেই গন্ধ আর এক কোণে এমব্রয়ডারি করা ইংরাজী 'ভি' অক্ষর।

□ দুই □

পরদিন সকালে দশটার সময় পেরী ম্যাসন রাজ্যের সুপ্রীম কোর্টে আধঘণ্টা সওয়াল করে তার মক্কেলের নিম্ন আদালতে পাওয়া রায় বহাল রাখতে সক্ষম হলেন।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ম্যাসন নিজের অফিসে ঢুকলেন এবার।

তার সেক্রেটারি ডেলা স্ট্রিট ডেস্ক থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, 'মামলায় কি হলো, চিফ?'

'দারুণ।'

'অভিনন্দন।'

'ধন্যবাদ।

'আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে'

'কাল সারারাত প্রায় ঘুমোইনি।'

হাসল ডেলা এ কথায়।

'হাসছ কেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, সকালের কাগজ পড়েছি··· ।'

'আমি বিকেলের সংস্করণের কথা বলছি', ডেলা বলল। 'গালগল্পের কলমটা একবার দেখলে পারতেন।'

'কেন?'

ডেলা আঙুলে আঙুল ঘসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনি খুবই দুষ্টু, চিফ।'

'ব্যাপার কি, ডেলা, খুলে বলতো?'

ডেলা একথায় একখানা কাগজ নিয়ে টেবিলে রাখল।

ম্যাসন প্রথম পাতায় দাগ দেওয়া কিছু অংশ পড়তে শুরু করলেন:

'শহরের খ্যাতির শিখরে বসা আইনজ্ঞের হলো কি? যার নাম প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত, মক্কেলদের অভিযোগের বেড়াজাল থেকে বের করে আনায় যার জুড়ি নেই, নিজের অফিসের সামনেই গতকাল রাত্রিতে সেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী আইনজ্ঞ প্রহৃত? স্বর্ণকেশী তরুণীটি কে যার হাত আইনজ্ঞকে স্তম্ভিত করে দিতে পারে? পরমুহূর্তে সে চলন্ত ট্যাক্সিকে নিরুদ্দেশই বা হলো কোথায়? তরুণী নিঃসন্দেহে এমন কেউ যার প্রতি আইনজ্ঞ মশাই একটু বেশী মাত্রায় মনোযোগ দিতে চাইছিলেন, কারণ তখনই একজন খেলোয়াড় ভদ্রলোক তাকে জোর করে বাধা না দিলে তিনিও হয়তো ট্যাক্সিংত ওঠার চেষ্টা করতেন।

আইনজ্ঞ মশাই অত রাত্রিতে গলির মধ্যেই বা কি খুজছিলেন। স্বর্ণকেশী কি তার অফিস থেকে গলিতে কিছু ছুঁড়ে ফেলেছিল?

এই সুপুরুষ আইনবিদ অনেক যুবতীরই হৃদয় যন্ত্রনার কারণ হয়েছেন জীবনে কারণ কোন দিকে দৃকপাত করার বদলে আইনি কেতাবের মধ্যেই তিনি নিজেকে ঢেকে রেখে এসেছেন—এমন কি তার অফিসে দক্ষ আর আকর্ষণীরা কর্মী থাকার জন্য যে তিনি সামাজিক কর্তব্য ভুলে ব্যবসায়িক পারিপার্শ্বিকতাতেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন।

তবে যাই হোক ওই তরুণী তার আপত্তি বেশ জোরালো ভঙ্গীতেই প্রকাশ করেছে।

ছিঃ! ছিঃ! ি ঃ এম!'

কলমের লেখা পড়ে ম্যাসনের মুখ লাল হয়ে উঠল', যত শয়তান পরের ঘরের খবর খুঁজে বেড়ানো বাজপাখির দল', তিনি বলে উঠলেন। 'এই খবরের কাগজ গুলো কেন যে নোংরা ঘেঁটে বেড়ানো এই লোগুলোকে পোষে কে জানে?'

'এবং গলি হাতড়ে বেড়ানো', ডেলা দুষ্টুমি বললো।

'গলিও বটে', ম্যাসন বললেন। 'লোকটা খবরটা পেল কি করে তা ভাবছি।'

'আপনি ভুলে গেছেন আপনাকে সবাই চেনে। ওই খেলোয়ার লোকটা কে?' ডেলা প্রশ্ন করল।

'একটা চর্বির পিপে', ম্যাসন বললেন। 'ওর চোয়াল গুঁড়ো করে দেয়া উচিত

ছিল। লোকটা মেয়েদের কাছে বীরত্ব জাহির করারই চেষ্টায় ছিল। ও আমার কোট চেপে ধরার জন্যই মেয়েটা পালাবার সুযোগ পেয়ে যায়।'

'তা আপনার বান্ধবীটি কে?'

'ও নিজের নাম বলেছিল ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স', ম্যাসন বললেন। 'সম্ভাব্যতার নীতি অনুযায়ী ধরা যায় কোটিতে এটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র এক, তবে মনে হয় ভার্জিনিয়া নামটা সত্যি।'

ক্লান্ত স্বরে ম্যাসন গতরাতের নিশাচরীর বিষয় ডেলাকে বলে গেলেন।

'ও কি চাইছিল?

'ও চাইছিল বাইরে চলে যেতে। প্রথমেই পুলিশ ডাকা উচিত ছিল আমার।'

ভ্রূ তুলে তাকাল ডেলা। 'পুলিশ ডাকতেন?'

'হ্যাঁ, বেমানান লাগত তা ঠিক', ম্যাসন বললেন, তারপরেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। 'মহাবিচ্ছু শয়তান, আমাকে বেকুফ বানিয়ে ছেড়েছে। আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে ওর গাড়ির কাছে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তারপর কিছু একটা ঘটল?'

'অভাবিত কিছু ঘটে, ডেলা—ওর ডান হাত।'

'কারণ?'

'ও বেশ ভালই জানত আশে পাশের মানুষ কোন মেয়েরই পক্ষ নেবে, যে কোন কোন নেকড়ের হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইছিল। ও আরও জানত কাছাকাছি ট্যাক্সিও মিলবে···আসলে সবটাই ওর মনোমত ছিল, যা আমার ছিল না।'

ডেলা উত্তর দিল, 'বেশ বুঝতে পারছি আপনাকে রাত্রিবেলা আর একা অফিসে রেখে যাওয়া চলবে না। আমি কাল থাকতে চেয়েছিলাম।'

'তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি', ম্যাসন বললেন। 'অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করেছি। তবে যাই হোক বেশ নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো।'

ম্যাসন এবার ডেস্কের বাঁ পাশের ড্রয়ার থেকে ঘরে পাওয়া রুমালটা বের করলেন।

'এটা দেখে কি মনে হয়, ডেলা?'

ডেলা ভাল করে দেখে বলল, 'বেশ ময়লা।'

সায় দিলেন ম্যাসন। 'ফায়ার এসকেপের ময়লা ও মুছেছিল এটায়। কি সেণ্ট মনে হয়, ডেলা?'

ডেলা রুমালটার এক কোণ ধরে দেখে বলল, 'ওহ, আপনার নিশাচরী দেখছি বেশ দামী সেণ্টই ব্যবহার করে।'

'কি সেণ্ট?'

'কিয়োর সারেণ্ডার মনে হচ্ছে।'

'নামটা মনে রাখব', ম্যাসন বললেন। 'অফিসের নতুন কোন খবর আছে, ডেলা?'

'বাইরে একজন মিঃ গারভিন অপেক্ষা করছেন', ডেলা বলল। 'তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছেন। এই বাড়িতেই তার অফিস আমাদের ঠিক উপরের তলায়। গারভিন মাইনিং ও……।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স ওই অফিসেরই সেক্রেটারি বলে জানিয়েছে। তাড়াতাড়ি মিঃ গারভিনকে ডেকে পাঠাও। দেখি কেমন দেখতে ভদ্রলোককে। উনিই হয়তো ত্রিভুজের অন্য বিন্দু।'

'বেশ গোলাকার কিছু', হেসে উঠল ডেলা।

'খুব ভারি চেহারা?'

'ভাল ভোজনবিলাসী।'

'বয়স কত হবে?'

'চল্লিশের কাছাকাছি। কেতাদুরস্ত পোশাক। খুব সম্ভব যা চান তা পেতে অভ্যস্ত।'

'হুঁ। শুনে মনে হচ্ছে ত্রিভুজের এক বিন্দু হতে পারেন। দ্বিতীয় হতে পারে ঈর্ষাপরায়না স্ত্রী আর তৃতীয় হতে পারে কোন স্বর্ণকেশী, ধূসর চোখ, তারপর—।'

'চেহারার বর্ণনা তো দারুণ', ডেলা বলল। 'আমি মিঃ গারভিনকে নিয়ে আসছি।'

একটু পরেই কব্জিতে ঘড়ি দেখে ঘরে ঢুকে গারভিন বললেন, 'আমার মনে হচ্ছিল আপনি বুঝি আর আসবেন না, ম্যাসন। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করছি, এতে আমি অভ্যস্ত নই।'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে', ম্যাসন বললেন।

'এখনকার কথা অবশ্য বলছি না', গারভিন বললেন। 'এটা সাধারণ মত। আপনাকে বহুবার দেখেছি, তবে ভাবিনি আপনার পরামর্শ নিতে হবে।'

'বলুন', ম্যাসন বললেন। 'বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?'

গারভিন ডেলা স্ট্রীটের দিকে তাকালেন।

'ও থাকছে', ম্যাসন বললেন। 'ও আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে।'

'আমার ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।'

'গোপনীয় ব্যাপারে আমি একজন বিশেষজ্ঞ।'

'সম্প্রতি আমি এক অতি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছি, ম্যাসন। আমি—আমি চাই বিয়েটা কোন গোলমাল না হয়।

'গোলমালের ভয় করছেন কেন?'

'কিছু ঝামেলা আছে।'

'ব্যাপারটা খুলে বলুন। কতদিন আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'ছ'সপ্তাহ', গারভিন কিছুটা রাগত স্বরে বললেন।

'দ্বিতীয় স্ত্রী', ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ঝামেলা তো সেটাই', গারভিন বললেন।

'বলুন, শোনা যাক।'

গারভিন কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, 'ম্যাসন, মেক্সিকান বিবাহ বিচ্ছেদের কতটা দাম আছে?'

'কিছু মূল্য আছে', ম্যাসন বললেন। 'সেটা নির্ভর করে এর সীমানার উপর।'

'কি ধরণের দাম আছে এর?'

'মানে, এর কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে।'

'এর মানে?'

'অর্থগত দিক থেকে কোন লোক মেক্সিকান বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার বিয়ে করলে কর্তৃপক্ষ কড়া হতে পারেন। অর্থাৎ লোকটি সরল বিশ্বাসে বিবাহ করেছে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে খুব বেশি কিছু করার থাকে না, না হলে এদেশে সবাইকে রাখার মত জেলখানা নেই যারা দ্বিতীয় বিবাহ করে। এর ফলে সংসার ভেঙে যাওয়ার ভয়, রাষ্ট্রের ব্যায় বৃদ্ধি পেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিচারক অবেক্ষাধীন রাখার আদেশ দিতেও পারেন।'

'তাহলে এটা ভালই।'

'কিছুটা', ম্যাসন হেসে বললেন। 'তবে এ নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। মেক্সিকান সরকার তাদের সীমান্তকে আমাদের পারিবারিক সমস্যার আবর্জনা স্তূপ করে দিতে চান না। তবে আমাদের আদালত মেক্সিকান বিচ্ছেদের স্থায়িত্ব মেনে চলার বাধ্য নয়।'

'বুঝেছি, ম্যাসন, গারভিন বললেন। 'আমি দারুণ এক ঝামেলাতেই পড়েছি।'

'আশা করি গোড়া থেকেই সব বলবেন', ম্যাসন বললেন।

'দশ বছর আগে আমি ইথেন কার্টার নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করি', গারভিন বলে চললেন। 'মেয়েটি খুবই মিষ্টি মেয়ে ছিল। আমার মনে পড়ছে কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। পরে বুঝতে পারি সে কি রকম শীতল, চতুর আর মতলববাজ—একজন মহিলার সামনে কথাটা বলার জন্য দুঃখিত।

ম্যাসন বললেন, 'প্রেম মানুষের ভাল দিকটা প্রকাশ করে। প্রেম যখন থাকেনা তখন বোঝা যায় সেরা জিনিসটাই খোয়া গেছে। সম্ভবত ত্রুটি দু'তরফেই ছিল।'

গারভিন একটু নড়ে চড়ে বসলেন। 'হয়তো, তবু বলছি ও ছিল সাংঘাতিক মেয়ে।'

'কিভাবে?'

'প্রতিটি দিক থেকেই', গারভিন বললেন। 'ও ছিল বুনো বেড়ালের মত। সেই প্রবাদটা শুনেছেন তো? ক্ষিপ্তা রমণীর চেয়ে নারকীয় আর কিছু হয় না।'

'আপনাদের বিচ্ছেদ কতদিন হয়েছে?'

'বিচ্ছেদের এতে কিছু করার ছিল না', গারভিন বললেন। ওই সময়েই আমি

আবার বিয়ে করি। সে ক্ষেপে আগুন হয়ে যায়।'

'একটা কথা', ম্যাসন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভেলার দিকে তাকালেন, 'আপনার বর্তমান স্ত্রী দেখতে কি রকম?'

'সুন্দরী, স্বর্ণকেশী, নীল চোখ, ম্যাসন। চমৎকার ত্বক। একেবারে বাছাই করা মণি।'

ম্যাসন বাধা দিলেন, বুঝেছি। মেয়েদের বিষয় আলোচনার ফাঁকে একটা কথা জানতে চাই। আপনার অফিসে তেইশ কি চব্বিশ বছরের কোন মেয়ে চাকরি করে? চমৎকার চেহারা, একটু কৃশ, লম্বা পা, উঁচু বুক, স্বর্ণকেশী, ধূসর চোখ… ।'

'আমার কাছে চাকরি করে।' গারভিন বললেন। 'হা ঈশ্বর, ম্যাসন, আপনি যে বর্ণনা দিলেন এতো হলিউডের নায়িকার মত।'

'দেখতে ভালই সে', ম্যাসন স্বীকার করলেন।

মাথা নাড়লেন গারভিন, 'না এমন কাউকে চিনি না।'

'কোলফ্যাক্স নামে কাউকে জানেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

একটু ভাবলেন গারভিন। 'হ্যাঁ, তিনি বললেন। 'এক সময় কোলফ্যাক্স নামে একজন লোকের সঙ্গে খনির ব্যাপার নিয়ে কারবার করেছিলাম বটে। যাক, আমি আমার প্রথম স্ত্রীর বিষয়েই আলোচনা করতে এসেছি।'

'ঠিক আছে, বলে যান।'

'বেশ', গারভিন বললেন, 'আমাদের বিচ্ছেদ হয় এক বছর আগে। এখন, ওই বিচ্ছেদে অদ্ভূত কিছু ব্যাপার ছিল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল চলছিল না। আমি তাই নানা ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে কাটাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রীও তার মত চলছিল। আমাদের আর মিল হওয়ার মত অবস্থা ছিল না। দুজনে দুজনের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠি, তাই যখন বিচ্ছেদ ঘটল তিক্ততা ছিলনা। এটা ছিল নিছক ব্যবসায়িক। আমি তাকে নিউ মেক্সিকোয় একটা ভাল খনি দিয়েছিলাম।'

'কোন সম্পত্তির বাঁটোয়ারা হয়েছিল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এখানে আমি একটা ভুল করি স্বীকার করছি। আমি নিয়মমাফিক কাজ করিনি, তবে ইথেল এ বিষয়ে পাকা ছিল। সে আর আমি ওই খনিটা দেখতে যাচ্ছিলাম কেমন চলছে দেখার জন্য। সেটা বেশ ভালই চলছিল কিনা সেটাই দেখতে চাইছিলাম।'

'ভাল চলছিল?'

'ঠিক বলেই আমার মনে হয়েছিল', গারভিন বললেন। 'তবে কথা হলো ইথেল নিউ মেক্সিকোয় গিয়ে কিছুদিন ছিল, তারপর আমাকে জানায় ও নেভাদায় গিয়ে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করবে। তারপর কিছুদিন পরে ঘুরপথে আমি জানতে পারি ও বিচ্ছেদ পেয়ে গেছে।'

'ওর কাছ থেকে কোন চিঠি আসে?'

'না আমাদের একজন বন্ধুর কাছ থেকে।'

'আশা করি চিঠিখানা রেখে দিয়েছিলেন ?'

'দুর্ভাগ্যবশতঃ রাখিনি।'

'আপনার স্ত্রী রেনোয় কোন বিচ্ছেদের ডিক্রি পান ?'

'মনে হয় না।'

'এবার বাকি কথা বলুন।'

'আমার সঙ্গে তখন লোরেন ইভান্সের দেখা হয়', গারভিনের মুখে খুশির হাসি দেখা দিল। 'লরির কথা আপনাকে না বলে পারছি না, ম্যাসন। এ যেন ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেয়া। ইথেলকে বিয়ের আগে যা যা আশা করেছিলাম সবই ছিল লরির। আমার যে এটা কত বড় সৌভাগ্য বলে বোঝাতে পারব না।

'বুঝেছি, আপনার স্বপ্নের দেবী সে', ম্যাসন বললেন। 'এবার বাকি কথা বলুন।'

'যাই হোক, রেকর্ডের ব্যাপারে আগে ভাবিনি কিন্তু লরির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জানার ইচ্ছে হলো আমি মুক্ত কিনা, তাই রেনোর বিচ্ছেদের সম্বন্ধে খবর নিলাম। দেখলাম আমার স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের কোন রেকর্ডই নেই।'

'তারপর ?'

'মানে, আমি তবু ভেবে নিই আমি স্বাধীন তাই—।'

'তারপর কি করলেন সেটাই বলুন, 'ম্যাসন বললেন।

'আমার তবু ধারণা হয় বিচ্ছেদ পেয়ে গেছি আর রেকর্ডের কাগজপত্র বোধহয় হারিয়ে গেছে।'

'তারপর কি ঘটল ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মানে, তখন আমি মেক্সিকোয় গিয়ে একজন উকিলের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বলেছিলেন আমি ওখানে থাকতে পারি কিছুদিন। ব্যবস্থাটা ভাল বলেই মনে হয়েছিল আমার। যাই হোক আমি এক মেক্সিকান বিচ্ছেদ পেয়ে যাই, তারপর লরি আর আমি মেক্সিকোয় বিয়েও করি। একজন উকিল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বেশ পাকা লোক সে।'

'তারপর ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

ইথেলকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম এরপর। সে—সে হঠাৎ বিচ্ছিরি হয়ে উঠল। সে সম্পত্তি দাবি করে বসে। এমন সব ও চাইতে আরম্ভ করে যাতে আমি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারতাম। সে—সে আমাকেই চেয়ে বসে।'

'অতএব', ম্যাসন বললেন, 'ডবল স্ত্রী হয়ে যায় আপনার ?'

'হ্যাঁ', গারভিন তার ভারি চিবুকে হাত বুলিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা ততদূর যাবে না বলেই ভেবেছিলাম, মিঃ ম্যাসন। সন্দেহের দোলায় থাকা স্বামীর চেয়ে এক সুখী স্বামীই আমি হতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল মেক্সিকান বিচ্ছেদ

ভালই হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে চাইলাম।

'আপনার মেক্সিকান বিচ্ছেদের ব্যাপারটা আমি দেখব। আপনার স্ত্রী এখন কোথায়?' ম্যাসন বললেন।

'সে এখানেই শহরের কোথাও আছে, তবে কোথায় জানি না। একটা বুথ থেকে সে আমায় ফোন করেছিল। ও ওর ঠিকানা দিতে চায় না।'

'ওর কোন উকিল আছে?'

'ও জানিয়েছে বাঁটোয়ারার কাজ সে নিজেই দেখবে।

'উকিলকে টাকা দিতে চান না?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না', গারভিন বললেন। 'দুজন উকিলের চেয়েও ওর ক্ষমতা বেশি। মহা ধুরন্ধর মেয়েমানুষ ও। বিয়ের আগে ও আমার সেক্রেটারি ছিল। ব্যবসায় দারুণ মাথা ওর জেনে রাখবেন।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। আপনার বর্তমান স্ত্রী কি গত রাত্রিতে আপনার অফিসে গিয়েছিলেন?'

'অফিসে? আমার স্ত্রী? হা ভগবান, না!'

'আমার মনে হয়েছিল ওখানে আলো দেখেছিলাম', ম্যাসন বললেন। জানালা দিয়ে তাকাতে দেখলাম ফায়ার এসকেপের মুখে আলোর ঝিলিক চোখে পড়েছিল আমার। আপনার অফিস বোধহয় আমার অফিসের উপরেই।'

'হ্যাঁ তাই', গারভিন বললেন, 'কিন্তু আমার অফিসে কখনও আলো দেখতে পারেন না। মনে হয় তার উপরের তলার আলো দেখেছেন, ম্যাসন। আমার অফিসে রাত্তিরে কেউ থাকে না।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা দেখতে হবে। আপনি মিস স্ট্রিটের কাছে সব কথা বলে, নাম, ঠিকানা রেখে যান আর সঙ্গে এক হাজার ডলার, আগাম বায়না। আমি কাজ শুরু করলাম।

□ তিন □

বিকেলে ম্যাসনের অফিসে এল পল ড্রেক হালকা চালে।'

'হাই পেরি।'

'কি রকম আছ, পল? তোমাকে দেখে রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছে না।'

'রোমান্টিক মানে?'

হাসলেন ম্যাসন, বেসরকারী গোয়েন্দাদের সম্পর্কে একজনের উক্তির কথা মনে পড়ল তাই বললাম। এক তরুণীর তোমার কাজ সম্পর্কে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করে তবে ওই রোমাঞ্চের আড়ালে ভয়ও আছে মনে।'

'বটে', বসতে বসতে বলল পল ড্রেক। 'কাজটা তবু কাজের মত কাজও তা বলতে পারি।'

'গারভিন মাইনিং কোম্পানী সম্পর্কে কি জানতে পারলে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

পল ড্রেক একটা সিগারেট ধরিয়ে মালপত্রে ভরা চেয়ারে এলিয়ে বসে বলল, 'গারভিন লোকটা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে।'

'কি রকম?'

'সে তার সেক্রেটারি ইথেল কার্টারকে বিয়ে করেছিল। দুজনে ভালই কাটাচ্ছিল যতক্ষণ রঙীন স্বপ্নটা ভেঙ্গে না যায় তারপর গারভিনের নজর পড়ে অন্য জায়গায়।'

'আমি জানি', ম্যাসন বললেন। 'এরপর সে লোরেন ইভান্সকে বিয়ে করে।'

'এর মধ্যে আরও দু'তিনটে ঘটনা ঘটে অবশ্য বিয়ে পর্যন্ত তা গড়ায়নি।'

'ইথেল কার্টার গারভিনের কি হয়?'

'এখানে একটা সমস্যা আছে। শোনা যায় সে রেনোয় বিবাহ বিচ্ছেদ করে তবে তা নথীভুক্ত হয়নি।'

'কোম্পানীর ব্যাপারটা কি রকম?'

'এটা একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান। এক ধরণের হোল্ডিং কোম্পানী। গারভিন ওস্তাদ মানুষ। তার কাজ হলো খনি খুঁজে বের করে লাভ করা। ভাল মত কিছু পেলেই সে এডওয়ার্ড চার্লস গারভিন কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়। অংশীদারেরা এরপর সেটা গারভিন মাইনিং কোম্পানীর হাতে মোটা লাভে দিয়ে দেয়। প্রথম কোম্পানীর মালিক গারভিন আর এক ডামি।'

'ব্যাপারটা তা হলে কি দাঁড়াল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ওর ব্যবসার ধারা এই রকমই।'

'আয়করের ব্যাপার কি রকম?'

'আমি কিভাবে জানব? তুমি হচ্ছ আইনজ্ঞ।'

ম্যাসন বললেন, 'ও যদি গারভিন মাইনিং কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য হয় তাহলে ওর পক্ষে নিজের কোম্পানীকে মাল দিয়ে কখনই লাভ করতে পারে না।'

'ওখানেই ওর বুদ্ধির প্রমান মেলে', ড্রেক বলল। 'সে ডিরেক্টর বোর্ডের কোন সদস্যই না। কাজ কিভাবে হবে ও নির্দেশ দিলেও ও হলো স্রেফ জেনারেল ম্যানেজার।'

'আর শেয়ারের মোটা অংশ ওর?'

'না, আপাতদৃষ্টিতে সব ও চালালেও ক্ষমতা দেয়া আছে একদল শেয়ার মালিকদের। ব্যাপারটা ভেবে দেখলেই বুঝবে, পেরি। ও সম্পত্তি জোগাড় করে অংশীদারের হাতে তুলে দিয়ে লাভজনক সময় ধরে হাতে রেখে মোটা মুনাফায় গারভিন মাইনিং ও ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর হাতে চালান করে। পরিচালনার

কাজ ও নিজের হাতে রাখে আর মোটা মাইনে নেয়, সঙ্গে ভাল রকম লাভের অংশও। শেয়ার যাদের আছে তারাও ভাল লাভের অংশ পায়। তাদের তাই ধারণা, এডওয়ার্ড চার্লস গারভিন ম্যানেজার হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এইটুকুই জানতে পেরেছি…তবে ওই স্বর্ণকেশী ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্সের কোন হদিশ পাইনি যেমন বলেছিলে।'

'যাই হোক', ম্যাসন বললেন, 'প্রথম যখন বলেছিলাম তখন এটা যে ধরণের শুধু খুঁজে বের করার ব্যাপার ছিল, এখন সত্যিকারের কাজ বলতে পার। গারভিনের প্রথম স্ত্রী এই শহরের কোথাও আছে। আমি চাই তাকে খুঁজে বের করে চব্বিশ ঘণ্টা যেন চোখে চোখে রাখা হয়।'

'ঠিক আছে', ড্রেক বলল, 'তবে জানিনা তাকে খুঁজে পেতে কত সময় লাগবে যদি না সে সত্যিই আত্মগোপন করে থাকতে চায়।'

'ওকে পেলে চোখের আড়াল করবে না।'

'তা করব না', ড্রেক বলে উঠতে গিয়ে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে দিল।

'কি ওটা?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'গারভিন মাইনিং কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের সভার প্রক্সি', ড্রেক বলল। এক শেয়ারের মালিকের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি।'

'এত কম সময়ে লোকটাকে খুঁজে বের করলে কি করে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ওহ', ড্রেক বলল, 'ও আমার কাজের অঙ্গ বলতে পার।

'আমার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছ, পল। কিভাবে করলে কাজটা?'

'অ্যাসলে আমার কয়েকজন বন্ধু সোনার খনির ব্যাপারে আগ্রহী। আমি তাদের ফোন করে গারভিনের কোম্পানী সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। ওরা অনেক ভিতরের কথা জানিয়েছে? আমি ওদের কাছে ওই কোম্পানীর একজন শেয়ার মালিকের সন্ধান জানতে চাই। আমার বন্ধু একজনের কথা বলে যে গারভিনকে চেনে।'

'তুমি লোকটির সঙ্গে নিজে কথা বলনি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই না। আমার বন্ধুই চাপ দিয়ে ঢের কথা বের করে নেয়। সে আমেরিকার বাইরে যাওয়ার পর ফিরে এসে দেখে তার চিঠির বাক্সে এই প্রক্সি পড়েছিল, সভা ডাকা হয়েছিল আগামী পরশু। ব্যাপারটা সে বুঝে উঠতে পারেনি কারণ বাইরে যাওয়ার আগে সে একটা প্রক্সি দিয়ে গিয়েছিল। শেয়ার হোল্ডারদের হোল্ডারদের সভার দশদিন আগে প্রক্সি সেক্রেটারিকে ফাইলে রাখার জন্য পাঠাতে হয়।'

ম্যাসন প্রক্সিটা নিয়ে দেখে বললেন, 'লোকটি বলেছে সে আগেই প্রক্সি পাঠিয়েছিল''

'ঠিক তাই।'

ম্যাসন প্রক্সিটায় ভাল করে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই প্রক্সি একটু অদ্ভুত ভাবেই দেয়া হয়েছে, পল।'

'কি রকম ?'

'এই প্রক্সিতে বলা হচ্ছে ভোট দেয়ার অধিকার দেয়া হলো ই সি গারভিনকে, যার কাছে কোম্পানীর ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেট রয়েছে।

'তাতে ভুল কোথায় ?'

'তা জানিনা', ম্যাসন বললেন, 'তবে সাধারণত বিশেষ কোন ব্যক্তিকেই প্রক্সির অধিকার দেয়া হয়ে থাকে আর এর বাইরে বেশেষ কোন কিছু দেয়া থাকে না…আর লোকটি ইতিমধ্যেই একটা প্রক্সি সই করেছিল ?'

'হ্যাঁ। ওর ধারণা ওয়া ভুল করে দ্বিতীয়বার পাঠিয়েছে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'তাই আপাতত মেনে নিচ্ছি। এখন গারভিনের প্রথম স্ত্রীর ব্যাপারে কি জানতে পার।'

'সে কি কোন হোটেলে বা ফ্ল্যাটে থাকে কি ? বন্ধু বান্ধবই বা কেউ আছে কিনা ?'

'কণামাত্র ধারণা নেই', ম্যাসন বললেন।

'তোমার ধারণা কোন গোয়েন্দা যাদুকরের মতই টুপি থেকে ইচ্ছে মত খরগোস বের করতে পারে', ড্রেক অনুযোগ করল। 'কাজ শুরু করার জন্য কিছু একটা তো চাই।'

'আমি তোমাকে শুরু করার জন্য পাঁচশ ডলার দিতে পারি', ম্যাসন বললেন।

'ঠিক আছে', ড্রেক বলল, 'ডেলাকে একটা চেক লিখে দিতে বলে দাও।'

ড্রেক এরপর বিদায় নিতে ম্যাসন প্রক্সিটা আবার তুলে নিলেন।

'এটা এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন কেন ?' ডেলা স্ট্রিট প্রশ্ন করল।

'কারণ হল এক আশ্চর্যজনক সমাপতন', ম্যাসন প্রক্সিটা পকেটে রেখে বললেন। 'তোমার কি চোখে পড়েছে এডওয়ার্ড চার্লস গারভিনের সই ইথেল কার্টার গারভিনেরই মত ? এবার দেখবে এই প্রক্সি ইস্যু করা হয়েছে ই সি গারভিনের নামে যে ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক আর আগেকারে সব প্রক্সি বাতিল করা হয়েছে।'

'তার মানে', ডেলা স্ট্রিট বলল, 'আপনি বলছেন যে…।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বাধা দিলেন। 'আমি বলতে চাই যে যদি দেখা যায় ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক ইথেল কার্টার গারভিন তাহলে যেসব শেয়ার হোল্ডার দ্বিতীয় প্রক্সি সই করেছে তাদের গারভিনের নামে সই করা সব প্রক্সিই বাতিল বলে গন্য হবে। আর এর ফলে তার স্ত্রীই একগাদা সই করা প্রক্সি নিয়ে সভায় গিয়ে নিজের পছন্দসই ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করে এডওয়ার্ডকে জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত করতে পারবে। এর ফলে সে নিজের ইচ্ছেমত প্রতিষ্ঠান চালাতেও পারবে।

'ওহ !' ডেলা আশ্চর্য হয়ে বলল।

ম্যাসন বললেন, 'দেখ, গারভিনকে পাও কিনা, ডেলা। ব্যাপারটা যাচাই করা দরকার।'

ডেলা টেলিফোন গাইডের পাতা উল্টে নম্বর খোঁজার চেষ্টা করল। প্রায় দশ মিনিট পরে ডেলা জানাল, 'শেয়ারহোল্ডারদের সভার আগে মিঃ গারভিনকে পাওয়া যাবে না কারণ আমাদের অফিস ছেড়ে যাওয়ার পরেই তিনি কোথাও ভ্রমনে গেছেন। আমার ধারণা তিনি দ্বিতীয় দফার মধুচন্দ্রিমা কাটাতেই গেছেন।'

'চুলোয় যাক', ম্যাসন বলে উঠলেন। 'সে যে এমন করতে চলেছে আমাকে বলা উচিত ছিল। কোম্পানীর সেক্রেটারি আর ট্রেজারারকে ধরতেই হবে। তাকেই এখানে আসতে বল। তাকে বল আমি গারভিনের অ্যাটর্ণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

'ওরা সেকথা জানে', ডেলা বলল। 'একটু আগেই সে হাজার ডলারের চেক পাঠিয়েছে।

কয়েক মিনিট পরে ডেলা জানাল, 'চিফ, মিঃ জর্জ এল ডেনবি দেখা করতে এসেছেন।'

'ডেনবি কে?'

'গারভিনের কোম্পানীর সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।'

'তাকে আসতে বল', ম্যাসন বললেন।

একটু পরেই ঘরে ঢুকসেন ডেনবি। রোগা, চশমা চোখে, ঢোলা স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক। ম্যাসনের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি সামনে বসলেন।

ম্যাসন বললেন, 'আমি গারভিনের পক্ষ সমর্থন করছি।'

'সেই রকমই শুনেছি। কিন্তু জানতে পারি কি আপনি তাকে ব্যক্তিগত হিসেবে সমর্থন করছেন না প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে?'

'গারভিনকেই', ম্যাসন বললেন। 'তার নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে বলেই জানি, তাই না?'

'ওহ, হ্যাঁ।'

'এর কিছু কিছু এই যৌথ প্রতিষ্ঠানেও আছে।'

'হ্যাঁ।'

'এতে আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন?' ম্যাসন হেসে প্রশ্ন করলেন।

ডেনবির চশমার পিছনের শীতল দৃষ্টি ম্যাসনের উপড় পড়ল। 'না', তিনি বললেন।

ম্যাসন এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

ডেনবি তবু হাসলেন না।

ম্যাসন বললেন, 'ঠিক আছে, একজন ব্যক্তি হিসেবেই তার পক্ষ সমর্থন করছি

আপনি ধরে নিন। এখন আমার নজরে এমন কিছু এসেছে যা নিয়ে দুশ্চিন্তার পড়েছি।'

'সেটা কি, মিঃ ম্যাসন?'

'আপনাদের করপোরেশনের ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক কে?'

'আপনাকে চট করে বলতে পারব না, মিঃ ম্যাসন।'

'আপনাদের শেয়ারহোল্ডারদের সভা কবে?'

'আগামী পরশু।'

'কটার সময়?'

'বেলা দুটোয়।'

'এটা বার্ষিক নিয়মমাফিক সভা?'

'ওহ, হ্যাঁ।

'প্রক্সি ভোট দেয়ার নিয়ম কি?'

'এখনই বলতে পারব না, রাজ্যে যে নিয়ম আছে মোটামুটি তাই।'

'গারভিনের বেশ কিছু প্রক্সি আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'কতগুলো প্রক্সি আছে তার?'

'করপোরেশনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব না, মিঃ ম্যাসন।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'আপনার অফিসে তাহলে ফাইল পরীক্ষা করুন। ই'সি গারভিনের জন্য কতগুলি প্রক্সি পাঠানো হয়েছে দেখুন।

'হ্যাঁ, সেটা দেখলে খুশি হব।'

'তারপর আমাকে জানাবেন।'

'সেটা অবশ্য অন্য কথা, মিঃ ম্যাসন। এটা অফিসের বিষয়। প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্বশীল অফিসারের নির্দেশ চাই এজন্য।'

'সেই নির্দেশ সংগ্রহ করুন তাহলে।'

'সেটা সহজ নাও হতে পারে।'

'সহজের কথা আমি বলিনি। আমি সংগ্রহ করতে বলেছি। এটা অফিসের স্বার্থে।'

'এটা গোপন বিষয়। মিঃ গারভিন নিজেও কোম্পানীর অফিসার নন।'

'প্রেসিডেন্ট কে?'

'ফ্র্যাঙ্ক সি লিভোস।

'তিনি অফিসে আছেন?'

'না। এসেছিলেন কিন্তু চলে গেছেন।'

'তাকে ফোনে ধরুন। ব্যাপারটা তাকে জানানোর পর বলুন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'হ্যাঁ, স্যার।' ডেনবি উঠে দাঁড়ালেন। 'আমার অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিঃ ম্যাসন।'

'বুঝতে পেরেচি, যা বললাম এবার তাই করুন।'

ডেনবি বিদায় নিতে ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটকে বললেন, 'লিভেসিকে ফোনে ধরার চেষ্টা কর।'

ডেলা গাইডে নম্বর দেখে ডায়াল ঘোরালো। 'হ্যাল্লো…হ্যাল্লো, মিঃ ফ্র্যাংক সি লিভেসি? দয়া করে মিঃ পেরি ম্যাসনের সঙ্গে কথা বলুন।'

ম্যাসন রিসিভার ধরতেই ওপাশ থেকে সতর্ক কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'ফ্র্যাঙ্ক সি লিভেসি বলছি।'

'আপনি গারভিন মাইনিং কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট?'

'হ্যাঁ, মিঃ ম্যাসন, কিন্তু এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য জানতে পারি?'

'এমন কিছু ঘটেছে যাতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে। আমি গারভিনের অ্যাটর্নি। এর আগে সেক্রেটারি ডেনবির কাছ থেকে কোন খবর বের করতে পারিনি।'

'স্বাভাবিক', হেসে বললেন লিভেসি।

'এর অর্থ সে গারভিনকে অপছন্দ করে?' ম্যাসন সরাসরি বললেন।

'এর অর্থ সে লাল ফিতেতেই বিশ্বাসী', লিভেসি বললেন। 'ঝামেলা কি, মিঃ ম্যাসন?'

'টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'বেশ, আমি তাহলে এখনই আপনার অফিসে আসছি।'

'তাই আসুন', বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন ম্যাসন।

□ চার □

ফ্র্যাংক সি লিভেসি বেঁটেখাটো চেহারার হাসিখুশি একজন মানুষ। ঠোঁটের উপর লালচে গোঁফ, বড় বড় চোখ, কপালের সামনে চকচকে টাক। শরীরের মেদ বাহুল্য দেখে বোঝা যায় ইদানীং তা সঞ্চয় করেছেন, যেহেতু পোশাক বেশ আঁটো-সাঁটো। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ডেলা স্ট্রিটকে দেখে তার চোখে যেন তারিফ করার ভাব।

'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুশি হলাম, মিঃ ম্যাসন', তিনি বললেন খুশির স্বরে যদিও তার চোখ ছিল ডেলা স্ট্রিটের দিকে।

ম্যাসনের করমর্দন করে তিনি বললেন, 'অপেক্ষা করানোর জন্য দুঃখিত, মিঃ ম্যাসন। কিছু খবর নিয়ে আসতে হলো তাই দেরি হলো। যা খবর পেলাম

তা সত্যিই অবিশ্বাস্য।'

'ভুলটা কোথায় ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আসলে গারভিন মাইনিং কোম্পানী একটু অদ্ভুত ফার্ম'। সব কথা বলতে পারছি না, তবে গারভিন বেশ বড় মাপের একজন। আইনের উদ্দেশ্যে সে পিছনেই থাকতে চায়। আইনজ্ঞের পরামর্শেই তাকে ডিরেক্টর বোর্ডের বাইরে রাখা হয়েছে আর সে কোন চাকরিতেও নেই। কোন কোন লেনদেনের জন্যই সে শুধুমাত্র শেয়ারেরই মালিক, সে ডিরেক্টর হলে তাই প্রশ্ন উঠত।'

সায় দিলেন ম্যাসন।

'তবে, মিঃ ম্যাসন', লিভেসি বললেন' 'নিশ্চয়ই বুঝবেন, আমরা সকলেই গারভিনের লোক। আসলে গারভিনের ডামি···। ইয়ে, কিছু মনে করবেন না, কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।'

'আমি ধরে নিচ্ছি এখানে আসার আগে আপনি সম্ভবত ডেনবির সঙ্গে কথা বলে এসেছেন ?' ম্যাসন বললেন।

'ঠিক তাই'. লিভেসি বললেন। 'আপনি ব্যস্ত মানুষ তাই অন্তত তৈরী হয়ে আসা ভাল বলে ভেবে নিই। কিছু দেখে আসতেও চেয়েছিলাম।'

'কি দেখলেন ?'

'কিছু অবশ্যই দেখেছি। ওই মেয়েমানুষটা, ইথেল গারভিন। অত্যন্ত ধূরিবাজ সে, মিঃ ম্যাসন। একেবারে চাবুকের মত মেয়েমানুষ।'

'কি করেছেন তিনি ?'

'আমরা চালু ফরমে ই সি গারভিনের নামে প্রক্সি পাঠাই, আমি অবাক হব না ওই ইথেল গারভিনও যদিনা ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক ই সি গারভিনের নামে অন্য এক গোছা প্রক্সি না পাঠিয়ে থাকে। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, ম্যাসন, ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেট ইথেল গারভিনের নামে ইস্যু করা হয়েছিল চার বছর আগে যখন ওর সঙ্গে এড প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে চলেছিল।'

'আসল মূলে প্রক্সিগুলোর কি হয় ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'সেগুলো ঠিকই আছে', লিভেসি বললেন। 'ওগুলো পরপর অক্ষর অনুযায়ী ফাইলে রাখা আছে। ডেনবিকে তো দেখেছেন, সে লেজার পর্যন্ত নিখুঁত ভাবেই সাজিয়ে রেখেছে।'

লিভেসি কথা শেষ করে হেসে উঠলেন।

'কিন্তু', ম্যাসন বললেন, কারও এটা নিশ্চয়ই নজরে আসত নতুন করে একগোছা প্রক্সি যখন আসতে শুরু করে। ডেনবির নিশ্চয়ই নজরে পড়েছিল ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক ই সি গারভিনের নামে প্রক্সিগুলো আসায় ? তার যাচাই করা স্বাভাবিক।'

'কথাটা যুক্তি সম্মত', লিভেসি বললেন। 'মজার কথা হলো ডেনবি জানেনা

নতুন প্রক্সিগ্বলো যখন এসেছিল। সবগ্বলোই সই করা। সম্ভবত কোন কেরাণীই সবগ্বলো একসঙ্গে পেয়ে ফাইলে গ্বছিয়ে গে'থে রাখে। ডেনবি শপথ নিয়ে বলেছে ওগ্বলো তার হাত ঘ্বরে যায়নি। গেলে তার মনে থাকত।'

'আর শেয়ারহোল্ডারদের সভা আগামী পরশ্ব?'

'ঠিক তাই, ম্যাসন, আর আমি বলছি এর জন্য অনেক দাম দিতে হবে। আমরা গারভিনকে খ্বঁজে পাচ্ছি না। সে দ্ব নম্বর মধ্বচন্দ্রিমা কাটাতে গেছে তার নতুন স্বর্ণকেশীর সঙ্গে। সে কোথায় কাউকে জানাতে চায় না। আমার তাই দ্বশ্চিন্তা হচ্ছে। খ্ববই ভয় করছে।'

'ইথেল গারভিন মালিকানা পেলে কি হতে পারে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'কি হতে পারে? হা ঈশ্বর, প্রথমেই সে সব খাতাপত্র অডিট করাবে। তারপর নিজের পছন্দসই ডিরেক্টর বসাবে। সে গারভিনের অংশীদার হিসেবে করা কিছ্ব লেনদেন নিয়ে প্রশ্নও তুলবে জ্বয়াচুরি বলে। তাছাড়া সে আয়কর দপ্তরের লোকজন ডেকে এমন কিছ্ব দেখানোর চেষ্টা করবে যা আমরা চেপে রেখেছি। সে প্বরো ব্যবসারই ম্বল ধরে নাড়া দেবে। তাসের বাড়ির মতই প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়বে।

'ডেনবি কি খোঁজ করে দেখেছে কোন কেরানী ওই প্রক্সিগ্বলো পরীক্ষা করে?'

'আসলে ও নিজে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় আর কারও সাহায্য নিতে চায়না কোন ভুল হলো কিনা দেখতে। ও বেশ সতর্ক কিছ্ব প্রশ্নও করেছিল আর...।'

ম্যাসনের ডেস্কে রাখা গাইডে না দেখানো টেলিফোনে জর্বরী শব্দ জেগে উঠল তখনই, যে টেলিফোনের নম্বর জানা ছিল শ্বধ্ব ডেলা স্ট্রীট আর পল ড্রেকের।

ম্যাসন রিসিভার তুলতেই পল ড্রেকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'জর্বরী লাইনে কথা বলার জন্য দ্বঃখিত, পেরি। মনে হলো তুমি কথাটা জানতে উদগ্রীব তাই। আমি গারভিনকে খ্বঁজে বের করেছি।'

'এত তাড়াতাড়ি কি করে কাজটা করলে, পল?'

ড্রেক কথার ছলে বলল, 'শ্বধ্ব মাথা খেলিয়ে আর টেলিফোনের সাহায্যে। আমি অনেক টুকিটাকি খবর রাখি, যেমন মেয়েদের প্রধান প্রধান ক্লাব কি কি আছে। ও যখন গারভিনের স্ত্রী ছিল ও একটা নামী পাঠাগারের সভ্যা ছিল। আমি সেখান থেকেই কাজ আরম্ভ করি। আমি তাদের ফোন করে জানতে চাই ইথেল গারভিনকে কোথায় পেতে পারি কারণ তিনি চান এমন একটা দ্বষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজ পেয়েছি। দ্বিতীয়বার ফোন করার পর এক মহিলা জানালেন ইথেল গারভিন বেশ কিছ্বদিন শহরের বাইরে থাকলেও তার সঙ্গে তার রাস্তায় হঠাৎই দেখা হয়ে যায়। তিনি জানতে পারেন ইথেল গারভিন মনোলিথ অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। আমি সেখানে গিয়ে তার কেশ পরিচর্যাকারীর কাছে অনেক গালগল্প শ্বনেছি।'

'বটে!' ম্যাসন বলে উঠলেন, 'প্রতিবারই তোমাকে কিছ্ব খোঁজ করতে দিয়ে শেষ কালে দেখি ব্যাপারটা এতই সহজ যে তোমাকে এরজন্য টাকা দিতে গায়ে লাগে।'

'তোমাকে টাকা দিয়েই যেতে হবে। আর কিছু করতে হবে, পেরি ?'

'ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা কর।'

ম্যাসন তাকাতেই দেখলেন তার ড্রেকের সঙ্গে কথাবার্তা শোনার জন্য লিভোসি কান খাড়া করে ঝুঁকে বসেছেন চোখ বড় করে। ম্যাসন তাই হাল্কাস্বরে বললেন, 'কোন গাড়ির দুর্ঘটনার সাক্ষীকে খুঁজে পাওয়ার পর তাকে আমি চোখের আড়াল করতে চাইনা। ওই সম্ভবত একমাত্র কেউ যে বলতে পারে কোন গাড়ি ওই সংযোগে পেঁৗছেছিল। অন্যান্য ব্যাপার ঠিক হয়ে গেলে আমি ওকে দিয়ে একটা বয়ান লিখিয়ে নিতে চাই।'

লাইনের অন্যদিকে সামান্য নিস্তব্ধতার পর ড্রেক বলল, 'ওখানে কোন মক্কেল কথা শুনছে তাই না, পেরি ?'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন।

'তাহলে যাকে পেয়েছি তার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে এটাই তুমি চাইছ আর বাকিটা নিছক ফাঁকা বুলি, এই তো ?'

'ঠিক তাই।'

'বেশ তাই হবে', ড্রেক বলল।

ম্যাসন রিসিভার রেখে বললেন, 'দুঃখিত, খুব জরুরী ফোন ছিল। এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়ার ব্যাপার···যাক, যা বলছিলেন। আপনি বলতে চান গারভিন কোম্পানীর আলমারীতে কিছু কঙ্কাল পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ, মানে, ম্যাসন, এড গারভিনের অনুপস্থিতিতে যতটা করা যায় আমি করছি, আর বলতে গেলে অনেক কিছুই বলে ফেলেছি।'

'আপনি কোম্পানীর বহু শেয়ারের মালিক ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

হাসলেন লিভোসি, 'সে বিষয়ে ভুল নেই, ম্যাসন। কোম্পানীর যথেষ্ট শেয়ার আমার আছে, যার বশে ডিরেক্টর আর প্রেসিডেণ্ট হতে পেরেছি। মাইনেও ভাল আর কাজ হলো শুধু নিজের নাম সই করা আর অতিথি আপ্যায়ন।

'আপনার স্টেনোগ্রাফারদের মধ্যে কোলফ্যাক্স নামে কেউ আছে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হা ঈশ্বর, মিঃ ম্যাসন, আমার পক্ষে জানা শক্ত। যতদূর জানি এমন কেউ নেই। ওদের সংখ্যাও কম।'

'যার কথা বলছি, তার বয়স বাইশ কি তেইশ, বেশ লম্বা পা সরু কোমর, বেশ সুগঠিত বুক, ধূসর চোখ, মাথায় লালচে চুল, আর··· ।'

'থামুন, থামুন!' লিভোসি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। 'আপনি আমার বুক প্রায় গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন।'

'তাকে চেনেন ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'উহুঃ না, তবে চিনলে ভাল হত। ওকে যদি খোঁজেন তাহলে আমাকেও সঙ্গে

রাখুন', বলে হো হো করে হেসে উঠলেন লিভোসি।

'স্ফূর্তি'র জন্য তাহলে নিশ্চয়ই তরুণীদের তালিকা রেখেছেন?'

'হুঁ, আপনি দেখছি শেয়ার গছানোর কৌশল ভালই জানেন', চুমকুরি ছুঁড়লেন লিভোসি।'

'তাহলে আপনার নোট বইয়ে মেয়েটির নাম ঠিকানাও আছে', ম্যাসন প্রশ্ন করলেন, 'তাকে নৈশভোজে ডাকাও যাবে?'

'হতে পারে।'

'কিন্তু তাকে চিনতে পারছেন না?'

'পারলে ভাল হতো।'

'মনে পড়লে আমাকে জানাবেন?'

'অবশ্যই, অবশ্যই, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন বললেন, 'ওই প্রক্সির ব্যাপারে কি করবেন?'

'খোলাখুলি বললে, 'বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সভায় যা কিছুই হতে চলেছে।'

ম্যাসন বললেন, 'ইতিমধ্যে দেখুন গারভিনর্কে বের করতে পারেন কিনা, আর ওই প্রক্সির বিষয়ে যে জানে তাকেও খুঁজে বের করুন।

লিভোসিকে সন্দিহান মনে হলো। তিনি বললেন, 'মনে হয় কেউ আমাদের ডাবলক্রশ করছে!'

'সেটা যদি দেখতে চান তাহলে খোঁজ নিন কাল রাত এগারোটার পর কে অফিসে ছিল।'

'তাই করব ধন্যবাদ', বলে উঠে দাঁড়ালেন লিভোসি। তিনি দরজার কাছে একটু ইতস্তত করে আবার পা চালিয়ে ডেলা স্ট্রিটের দিকে বিশেষ হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ডেলা স্ট্রিট মুখ বিকৃত করে বলল, 'ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি।'

'আমার ধারণা কোন কোন মেয়ের কাছে ও একেবারে সান্টা ক্লস', ম্যাসন বললেন।

'তবে ওর বোধহয় জানা নেই সান্টা ক্লস যেখানে মোজা ঝোলানো থাকে সেই চিমনি হাতবে বেড়ায়।'

ম্যাসন হেসে ফোন তুলে পল ড্রেকের নম্বর ঘোরাতে চাইলেন। ড্রেক ফোন ধরতে তিনি বললেন, আর একটা কাজ দিচ্ছি, পল। আমাদের সেই মক্কেল সাময়িক সরে পড়েছে। হয়তো বেশিদূর যায়নি সে কারণ সে পরশু দিনের শেয়ার-হোল্ডারদের সভায় হাজির হবেই। আপাতত সে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমায় ব্যস্ত কোথায়। আমি তাকে চাই। ও কোন গাড়ি চালাচ্ছে খুঁজে বের কর, কোথায় কোথায় তার ডেরা, কি মাল সঙ্গে আছে—সব সুদ্ধ তাকে খোঁজা চাই।'

'ঠিক আছে', ড্রেক ক্লান্ত স্বরে বলল। 'আমার মক্কেল যদি কাউকে খুঁজে বের করার জন্য টাকা খরচ করতে চায় আমার আপত্তি কি? তবে দুঃখ পাচ্ছি।'

'খোঁজ পেলেই জানিও, যে কোন সময় হোক', বলে ফোনে ছেড়ে দিলেন ম্যাসন।

□ পাঁচ □

ম্যাসন মোনোলিথ অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাকালেন। লাল ইঁটে তৈরি নিরেট কুদর্শন একটা বাড়ি। পল ড্রেকের লোক অন্য পাড়ে একটা গাড়িতে বসে বাড়িটায় চোখ রেখে চলেছিল। পেরি ম্যাসন গাড়ির দরজা বন্ধ করে রাস্তা পেরিয়ে মোনোলিথ অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকলেও সে চোখ তুলল না।

ম্যাসনকে দেখে সামনের ডেস্কে বসে থাকা লোকটা অপ্রসন্ন ভঙ্গীতে তাকাল।

'মিসেস ইথেল গারভিন', ম্যাসন বললেন।

'তিনি কি আপনার অপেক্ষা করছেন?'

'তাকে জানান এটা একটা প্রক্সির জন্য।'

'আপনার নাম?'

'ম্যাসন।'

লোকটি সুইচবোর্ডের দিকে ফিরে সুইচ টিপে বলল, একজন মিঃ ম্যাসন আপনার সঙ্গে কোন প্রক্সি সম্পর্কে দেখা করতে চান, মিসেস গারভিন···না, তিনি বলেননি···তাকে যেতে বলব? ···ঠিক আছে।

'আপনি উপরে যেতে পারেন', লোকটি জানাল। '৬২৩ নম্বর ঘর।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন এলিভেটরে উঠতেই দেখলেন সেটায় এমন ব্যবস্থা আছে যাতে দিনে কোন কৌশল কাজে লাগিয়ে রাত্রিতে সেটা স্বয়ংক্রিয় করা যায়। তিনি ছ'তলা বলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এলিভেটর চালাচ্ছিল একজন বিশাল চেহারার স্ত্রীলোক। সে বসে বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ভঙ্গীতে তাকাল। ম্যাসন আবার বললেন, 'ছ'তলা।'

ক্লান্ত ভঙ্গীতে আরও কেউ আসছে কিনা দেখে বোতাম টিপল স্ত্রীলোকটি। এলিভেটর ছ'তলায় পেঁছিতে বেরিয়ে এলেন ম্যাসন। বারান্দা ধরে একটু হাঁটার পর তিনি ৬২৪ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে পেঁছিলেন। তিনি দরজায় টোকা দিতেই বছর ত্রিশের কালো গাউন পরিহিত একজন মহিলা হাসিমুখে দরজা খুলল।

'মিঃ ম্যাসন?' সুরের ঝংকার তুলে বললেন মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'আমি মিসেস গারভিন। আপনি আমার সঙ্গে কোন প্রক্সির ব্যাপারে কথা

বলতে চান, মিঃ ম্যাসন ?' বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে বললেন মিসেস গারভিন।

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন, 'গারভিন মাইনিং করপোরেশনের ভোটের অধিকার সংক্রান্ত প্রক্সি।'

'ভিতরে আসবেন না ? দয়া করে আসুন।'

'ধন্যবাদ।'

ম্যাসন ভিতরে ঢুকলে মিসেস গারভিন দরজা বন্ধ করে বললেন, 'বসুন, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসনের চোখে পড়ল যৌবনের প্রান্তে পেঁছিন ছিপছিপে এক চেহারা। খুবই শৃঙ্খলায় কাটানো শরীর। সটান চিবুকে দৃঢ় প্রত্যয়ী ভাব। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন পরিকল্পনা নিয়ে চলার ছন্দ।

'বসুন, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন জানালার সামনে বসলেন।

মিসেস গারভিন ম্যাসনকে একটু জরিপ করে নিয়ে বললেন, 'প্রক্সি সম্পর্কে কি বলছিলেন মিঃ ম্যাসন ? বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ?'

ম্যাসন বললেন, প্রক্সিতে যার নাম আছে তার পদ আগের প্রক্সি থেকে আলাদা, তাই না ?'

মিসেস গারভিন প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।

তার হাসি ক্রুর হয়ে উঠল। 'অবাক করলেন, মিঃ ম্যাসন', তিনি বললেন। 'কথার মারপ্যাঁচ থাকার জন্যই কি তবে আপনি এত কষ্ট করে কথা বলতে এলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'এটা করা উচিত হয়নি', মিসেস গারভিন যে স্বরে বললেন তাতে মনে হয়, 'বোকা ছেলে!' বলে কথা শেষ করতে পারতেন।

হাত এলিয়ে তিনি হেসে আবার বললেন, 'কাজটা সত্যিই না করলেই পারতেন।'

ম্যাসন চুপচাপ অপেক্ষা করে চললেন।

মিসেস গারভিন বললেন, 'আমাকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে আপনার, মিঃ ম্যাসন। কিভাবে করলেন বলুন শুনি।'

'আমি একজন গোয়েন্দা লাগিয়েছিলাম', ম্যাসন হাল্কাভাবে বললেন।

মিসেস গারভিনের সারা শরীর কাঠ হয়ে উঠল। 'আপনি কি করেছিলেন ?'

'আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা লাগিয়েছিলাম', ম্যাসন বললেন।

'হা ভগবান! কেন ?'

'খুব জরুরী মনে হয়েছিল।'

ম্যাসন বললেন, 'ওই প্রক্সি নিয়ে আপনি কি করতে চেয়েছেন, মিসেস গারভিন ? আপনি কি আপনার প্রাক্তন স্বামীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব দখল করতে

চান ?'

'প্রাক্তন স্বামী ?' গর্জে উঠলেন মিসেস গারভিন।

'ওহ্, মাপ করবেন। আমার ধারণা ছিল আপনাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

'আপনি কে ?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি একজন অ্যাটর্ণি। আপনার স্বামীর অফিস বাড়িতেই আমার অফিস।'

'আপনি—আপনাকে সে এখানে আসার জন্য ভাড়া করেছে।'

'অ্যাটর্নি' সম্পর্কে আর একটু শালীন হওয়া ভাল।'

'ঠিক আছে, তিনি আপনাকে···

'ঠিক সেভাবে নয়।'

'তাহলে এখানে এসেছেন কেন ?'

'কারণ আমি তার স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত।'

'আপনি কি চাইছেন ?'

'প্রাথমিক ভাবে আমি জানতে চাই আপনি কি চাইছেন।'

মিসেস গারভিন বললেন, 'বলতে গেলে, মিঃ ম্যাসন, কথাটা আপনাকে না জানানোর কোন কারন দেখছি না।'

'খুবই ভাল কথা।'

'একটা সিগারেট খেতে পারি ?' মিসেস গারভিন খোদাই করা একটা সিগারেট কেস ইঙ্গিত করলেন।

ম্যাসন কেসটা নিয়ে খুলে ধরলে মিসেস গারভিন একটা সিগারেট তুলে নিতে ম্যাসন লাইটার জেলে ধরলেন। মিসেস গারভিন সেই আলোর তীব্র দৃষ্টিতে ম্যাসনকে জরিপ করতে চাইলেন। ম্যাসনও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।

'মিঃ ম্যাসন', পা ভাঁজ করে বসে মিসেস গারভিন বললেন, 'খোলাখুলি কথা বলাই ভাল আমাদের। আমার মনে হচ্ছে আপনি সাংঘাতিক প্রতিপক্ষ হতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।,

'আমাকে খুঁজে পেলেন কিভাবে ?'

'আগেই বলেছি গোয়েন্দা লাগিয়ে।'

'প্রক্সির ব্যাপারটা জানলেন কিভাবে ?'

'সেটা অন্য ব্যাপার', ম্যাসন বললেন।

মিসেস গারভিন কার্পেটে পা রেখে সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া উদ্গীরণ করে মুখ তুলে বললেন, 'বেশ চমকপ্রদ ব্যাপার, কি বলুন ?'

'খুবই', ম্যাসন বললেন।

'আমার প্রিয় স্বামী আর একজন মেয়েমানুষ যোগাড় করেছে', মিসেস গারভিন বলে চললেন। 'আমাকে সে নতুন ওই মডেলের বিনিময় হিসেবে ধরেছিল। তবে

মনে রাখবেন আমি এখনও তার, ঝামেলা ওই নতুন মডেলেরই।

'অতএব?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'অতএব, আমি আমার নখ কত ধারালো সেটাই দেখাতে চাই—।'

'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার চাহিদা কি?'

'আমি তাকেই চাই।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান তিনি অনিচ্ছুক হলেও তাকে আইনি কানুনে আপনি বেঁধে রাখতে উৎসুক?'

অর্ধনিমিলিত চোখে মিসেস গারভিন বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলব ম্যাসন। আপনার মুখখানা আমার ভাল লেগেছে। একটু দার্শনিক হতে চাইছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনি কি বিবাহিত?'

'না।'

'কোন পুরুষ যখন একজন স্ত্রীলোককে দখল করে তার সেই সম্পদ হয়ে ওঠে বড় অদ্ভুত। এ যেন কিছুটা আবেগময় আয়না, প্রতিধ্বনি তোলা মাধ্যম আর নিজের জীবন্ত প্রতিবিম্ব। সে যা দেয় তাই সে ফেরত পায়। মধুচন্দ্রিমার সময় সে যখন স্ত্রীর দিকে তাকায় স্ত্রী তাকে ঈশ্বর বলে ভাবে। কিছুকালের জন্য এক পারস্পরিক সামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। তারপর ক্ষণিক মোহ কেটে গেলে পুরুষটি উপলব্ধি করে সে একজন কার্যকর সঙ্গীই পেয়েছে মাত্র।'

'বলে যান', ম্যাসন বললেন।

দু'চোখে ঝিলিক খেলে গেল মিসেস গারভিনের। তিনি বললেন, 'কোন পুরুষ এরপর একটু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, সে বাধা পেলেও রেগে ওঠে। সে হয়ে ওঠে বিরক্ত কারণ তার স্বাধীনতা থাকে না। এরপর সে দু'একটা কাজ করে বসে। সে ঠকানোর চেষ্টা করে, ঘ্যানর ঘ্যানরও করতে চায়। আসলে সে বোঝাতে শুরু করে স্ত্রী আর সেই মূল্যবান সম্পত্তি হিসেবে নেই।'

'তারপর কি ঘটে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তারপর', মিসেস গারভিন বললেন, 'সে তার কৃতকর্মের প্রতিদান লাভ করে। পুরুষ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে যতটুকু স্বাধীনতা দরকার ততটুকুই সে নেয়, স্ত্রীও তাই দিয়ে শান্তির নীড় গড়ে তোলে। তাহলেই থাকে সুখ। পুরুষ স্ত্রীর কাছে একটু মিথ্যা বলতে পারে, একটু ঠকাতেই পারে, তবু স্ত্রীকে সে মূল্যবান পুরস্কার বলেই মনে করতে পারে। কিন্তু সে যদি তাকে কোন শিকলে বাঁধা বোঝা মনে করে তাহলে স্ত্রী কারাগারের দরজা বেশ শক্ত করেই এঁটে দিতে পারে। মিঃ ম্যাসন, তারপর চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।'

'এটাই আপনি করেছেন?'

'এটাই আমি করতে চলেছি, মিঃ ম্যাসন।'

'ঠিক কিভাবে সেটা করবেন ভেবেছেন?'

মিসেস গারভিন বললেন, 'আপনি একজন আইনজ্ঞ। আপনি প্রক্সির ওই চালাকিটা ধরে ফেলেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি করবেন ভাবছেন?'

'আপনার স্বামীর তরফে আমি দেখতে চাই জুয়াচুরির মাধ্যমে যে প্রক্সিগুলো ইস্যু করা হয় তা যেন বাতিল গণ্য করা হয়।'

'যাতে আমার স্বামী শেয়ারহোল্ডারদের সভায় হাজির হয়ে সব নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় পেতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় আপনি খুবই চতুর, মিঃ ম্যাসন। আমার ধারণা আপনার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেয়া স্বাভাবিক। তবুও, কাজটা আপনি যদি করেন তাহলে আমার পথ নিষ্কণ্টক করতে আমিও কিছু করব।'

'কি?'

'হ্যাঁ, তা জানতে চাইতে পারেন বটে', অবহেলাভরে মিসেস গারভিন রিসিভার তুলে সুইচবোর্ড অপারেটরকে বললেন, 'দয়া করে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র অফিসে দেবেন?'

একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের অভিযোগ দপ্তর চাই। হ্যাঁ, আমি ইথেল গারভিন বলছি। আমি এডওয়ার্ড চার্লস গারভিনের স্ত্রী, যে বর্তমানে অন্য একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তাকে নিয়ে বাস করছে। সে আমাকে ত্যাগ করে ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। সে সম্ভবত প্রতারণামূলক অন্যায্যকর এক মেক্সিকান বিচ্ছেদ আদায় করেছে। আমি তার বিরুদ্ধে স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ জানাতে চাই। আগামীকাল সকালে কোন সময় দেখা করতে পারি? কি বললেন দশটা পনেরোয়? ধন্যবাদ। কার সঙ্গে দেখা করব? মিঃ স্টবণ্টন? ঠিক আছে।'

টেলিফোন নামিয়ে ম্যাসনের দিকে তাকালেন তিনি, 'এবার আপনার প্রশ্নের জবাব পেলেন?'

হাসলেন ম্যাসন। 'এতে আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন?'

মিসেস গারভিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাসনকে অভিষিক্ত করে বললেন, 'তা জানি না, মিঃ ম্যাসন, তবে আমি লড়াই শুরু করলে তা চালিয়েই যাই। আপনি আমাকে তাস ফেলতে বলেছেন তাই আমি আমার তুরুপের তাস ফেলতে চলেছি। কটা পিট পাব তা জানি না তবে একবার যাচাই করে অবশ্যই দেখতে চাই।'

'আপনি তাহলে সত্যিই আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে দুই বিয়ের অভিযোগ আনতে চান?'

'মিঃ ম্যাসন, আমাকে যদি শেষ বারের মতই কিছু করতে হয় তাহলে এটাই

'একবার শুরু করলে কিন্তু পিছিয়ে আসা যায় না।'

'কে পিছোতে চায়?' আগুনঝরা চোখে বললেন মিসেস গারভিন। মিঃ ম্যাসন দয়া করে আমার স্বামীকে জানাবেন একজন স্ত্রীলোকের মন সম্পর্কে যেমন বলেছি। আর এও বলবেন আমার নখের ধার কত এবার সে টের পাবে।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনি কি আপনার স্বামীকে বলেননি যে আপনি বিচ্ছেদ পেয়ে গেছেন?'

'সে কি বিশ্বাস করেছে তার জন্য আমি দায়ী নই।'

'কিন্তু আপনি তাকে বলেছেন আপনি বিচ্ছেদের ডিক্রি পেয়েছেন, তাই নয়?'

'মিঃ ম্যাসন, একজন স্ত্রীলোক তার ভালবাসা, প্রেম, তার শ্রদ্ধা ফিরে পাওয়ার জন্য অনেক কিছু বলতে পারে। যেমন সে বলতে পারে সে আত্মহত্যা করতে চলেছে, আরও নানা রকম ভয়ও সে দেখাতে পারে।

ম্যাসন বললেন, 'এটুকু বুঝতে পারছি আপনি আপনার স্বামীর মোটা অর্থ ব্যয় করাতে চলেছেন।'

'ভয় হচ্ছে, কথাটা ঠিকই।'

'যা বলছেন ঠিক সেভাবে হয়তো নয়', ম্যাসন বললেন।

'আপনার একথার মানে?'

ম্যাসন চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমার কথার অর্থ হলো লড়াই করতে আমিও দক্ষ। আমি বলতে চাই আগে বা পরে যখনই হোক স্বামীকে ছেড়ে আসার পর আপনি কোথায় কোথায় গেছেন আমি ঠিকই জানতে পারব। আপনার সব কথাই আমি জানব। আর...।'

তির্যক ভঙ্গীতে হাসলেন মিসেস গারভিন। 'মিঃ ম্যাসন, আপনি কতজন গোয়েন্দা লাগাবেন আমি গ্রাহ্য করিনা, গত ছ'মাসে আমি কি করেছি কখনই আপনি জানতে পারবেন না। আর আমার শয়নকক্ষের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে থাকলেও দুই বিয়ের পক্ষে কোন সাফাই টিকবে না। একথা বোঝার জ্ঞান আমারও যেমন আছে, আশা করি আপনারও আছে। কিন্তু আর যে আমার হাতে সময় নেই, মিঃ ম্যাসন, আমার অন্য কাজ আছে। কিছু টেলিফোন করার আছে যা চাই না আপনার কানে যাক। শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ম্যাসন।'

উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ম্যাসন।

দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে মিসেস গারভিন বললেন, 'আপনাকে আমি এডওয়ার্ডের আগে যোগাযোগ করলেই ভাল হতো। কিন্তু কি আর করা যাবে। বুঝতে পারছি আপনি বেশ ঝামেলা করবেন।

ম্যাসন বারান্দায় বেরিয়ে বললেন, 'আমার বিশ্বাস, আপনিও।,

আবেগ বারল মিসেস গারভিনের দুচোখে। 'ঠিক বলেছেন, তাই করতে চলেছি।'

□ ছয় □

এডওয়ার্ড মিঃ গারভিন লা জোলা হোটেলে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়েছিলেন। তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস গারভিন।

'প্রিয় লরি', গারভিন আবেগের সুরে বললেন, 'ভারি চমৎকার লাগছে।'

'হ্যাঁ, প্রিয়।'

'মধুচন্দ্রিমা বড় ভাল লাগছে। আমাকে তুমি ভালবাসতো, প্রিয়া?'

'নিশ্চয়ই বাসি।'

'প্রিয়া, আমার দিকে তাকাও। তুমি তো সমুদ্রের দিকে চোখ রেখেছ।'

মিসেস গারভিন প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'একটা কিছু বল, ডার্লিং।'

'কি বলব?'

'কি বলবে তা তো জান, বল, 'আমি তোমায় ভালবাসি।'

'ওহ্ এডওয়ার্ড, তুমি বড্ড……হয়ে যাচ্ছ।'

'ডার্লিং তুমি কি রোমান্স টের পাচ্ছ না? চারপাশের এই এত সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছ না? সব কাজকর্ম ছেড়ে আমরা এখানে এলাম, আমরা কোথায় কেউ জানে না। আমরা দুজনে একা… ।'

'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে', লোরি বলে উঠল।

হেসে উঠলেন গারভিন, 'ঠিক আছে, তোমাকে খাওয়াব। আমার শুধু মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরে তুমি আমারই অন্য কারও তা নয়। বরং খাবার আমাদের ঘরে দিতে বলি।'

'ওহ্, এ জায়গাটা বিচ্ছিরি। বড় হোটেলে ঘরে খাবার পরিবেশনের মত এখানে ব্যবস্থা নেই, এড। তার চেয়ে চল গিয়ে ষ্টিক আর ভাজা পেঁয়াজ খাওয়া যাক। শহরের মাঝখানে সুন্দর একটা রেস্তোঁরা আছে, আগেও সেখানে খেয়েছি।'

'তাই ভাল', মেনে নিলেন গারভিন। 'আমার আশা ছিল ব্যালকানিতে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দুজনে খাব।'

'আর স্যাঁতসেঁতে বাতাসে আমার চুল ভিজে যাক আর কি', লোরি বললেন। 'চল এগোন যাক।'

'তোমার যেমন ইচ্ছে, লোরি।'

দুজনে লবি পেরিয়ে গাড়ির কাছে পেঁছল। গাড়ি ছেড়ে দিলেন এবার গারভিন। কাফের সামনে এসে গারভিন গাড়ি রেখে দরজা খোলার মুহূর্তে মস্ত একটা গাড়ি সশব্দে সামনে এসে থামল দুজনের। লোরেন গারভিনের নজর পড়ল

গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকেই এগিয়ে আসতে থাকা সুপুরুষ মানুষটির দিকেই।

'হা ভগবান!' গারভিন বলে উঠলেন। 'এতো পেরি ম্যাসন!'

'অ্যাটর্নি'?' লোরি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, তিনিই।'

ম্যাসন ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'আপনাকে খুঁজে বের করতে চব্বিশ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করেছি গারভিন।'

গারভিন বললেন, 'ডার্লিং, ইনি মিঃ ম্যাসন। আর এ হলো আমার স্ত্রী, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন মাথা নুইয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' তিনি গারভিনের দিকে ফিরে এবার বললেন, 'আপনার সঙ্গে এখনই একান্তে কথা বলতে চাই।'

'আমাকে খুঁজে না পাওয়ার কারণ আমি তা হতে দিতে চাইনি', গারভিন বললেন।

'সেই রকমই আন্দাজ করেছি', ম্যাসন বললেন। 'তবে এজন্য সময়টা বড় খারাপ বেছে নিয়েছেন। এখন পাঁচ মিনিট সময় দিন দয়া করে।'

'ব্যবসা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার এখন নেই। যা বলতে চান এখানেই বলুন।'

'আপনাদের শেয়ারহোল্ডারদের সভা কখন, গারভিন?'

'আগামীকাল বেলা দুটোয়। ভাববেন না মিঃ ম্যাসন, আমি ঠিক হাজির হব।'

'সভা নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ঠ প্রক্সি আপনার হাতে আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যাপার কি, 'ব্যবসা নিয়ে কথা বলার সময় এখন নেই। তাছাড়া আপনার গাড়ি পথ আটকে রেখেছে···।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনার স্ত্রী তার নিজের নামে একগাদা প্রক্সি পাঠিয়েছেন। মনে রাখবেন, তার নামের আদ্যক্ষর ই সি।

'ওর আগের স্ত্রী', লোরেন ঠাণ্ডা স্বরে বললেন।

'এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আছে', ম্যাসন বললেন। 'গাড়িতে উঠুন। আপনাকে এখনই মেক্সিকো যেতে হবে।'

'আমরা এখন খেতে চলেছি' গারভিন বললেন।

'ওহ, ডার্লিং, মিঃ ম্যাসন আমাদের সঙ্গে আসুন, খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

মাথা ঝাঁকালেন গারভিন, 'আজ রাত্তিরে কথা বলার মত মেজাজ নেই আমার।'

ম্যাসন বললেন, 'ইথেল ই সি গারভিন, ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক হিসেবে কিছু প্রক্সি পাঠিয়েছে। সভার নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় পাওয়ার মত যথেষ্ট প্রক্সি তার থাকা সম্ভব।'

'কিন্তু তা সে পারবে না। আমার প্রক্সি আমার কাছে আছে।'

'তার পরের প্রক্সির জন্য সেগুলো বাতিল হয়ে গেছে', ম্যাসন বললেন। 'সে দেখে নিয়েছে আপনারগুলো ফেরতের পরেই তারগুলো যাতে পাঠানো হয়। তাতে বলা আছে আগের প্রক্সি বাতিল।'

'হা ঈশ্বর!' গারভিন বলে উঠলেন, 'ও তো আমাকে শেষ করে দেবে দেখছি!'

'কিন্তু সে আমাদের ডিনার নষ্ট করতে পারবে না', লোরেন খিঁচিয়ে উঠলেন।

'তার উপর', ম্যাসন বলে চললেন, 'আপনি যাতে কাল সভায় হাজির না হতে পারেন তার জন্য সে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র অফিসে অভিযোগ করেছে আপনি স্ত্রী থাকতেও দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তাই আপনাকে যেকোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সে···।'

'ম্যাসন, ম্যাসন ঈশ্বরের দোহাই এসব আলোচনা এখন করবেন না।' গারভিন আর্তনাদ করে উঠলেন।

'তাহলে আড়ালে আলোচনার সুযোগ চাই', ম্যাসন খিঁচিয়ে উঠলেন। 'গত চব্বিশ ঘন্টা মজা করার জন্য আপনাকে প্রাণপনে খুঁজে বেরাইনি।'

'দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারটা কি, মিঃ ম্যাসন?' লোরেন বলে উঠলেন।

ম্যাসন বললেন, 'ব্যাপারটা আপনার জানা দরকার, গারভিন, ব্যবসার কথা ভুলে থাকতে চাইতে পারেন তবে তার থেকে ছাড় পাবেন না। এর মুখোমুখি আপনাকে হতেই হবে।'

'এডওয়ার্ড,' লোরেন শীতল স্বরে বললেন, 'তুমি বলতে চাও আমাদের বিয়ে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।'

গারভিন অস্বস্তি নিয়ে ম্যাসনের দিকে তাকালেন।

ম্যাসন বললেন, 'আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি। আপনাদের বিয়ে সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। যে কোন সম্ভাব্য অবস্থাতেই ইথেল কার্টার এক্ষেত্রে গারভিনের স্ত্রীর দাবি করতে পারে।'

'এডওয়ার্ড,' লোরেন বললেন, 'তুমি বলেছিলে বিবাহ বিচ্ছেদ পেয়েছ।'

'আমি ভেবেছিলাম ও সেটা পেয়েছে।'

'ভেবেছিলে!' লোরেন বলে উঠলেন, আশ্চর্য···।'

'এক মিনিট দাঁড়ান', ম্যাসন বললেন, 'চিৎকার করলে কোন লাভ হবে না, এখানে তা করাও উচিত নয়। আমি গাড়ির দিকে যাচ্ছি, আমি চাই আপনারাও আসুন, মনে হচ্ছে আমি সাহায্য করতে পারব।'

'কিভাবে?' গারভিন প্রশ্ন করলেন।

ম্যাসন বললেন, 'আপনার হোটেলে চলুন। সেখানে কিছু খেয়ে মালপত্র নিয়ে মেক্সিকো রওয়ানা হবেন। সীমান্তের কাছে।

'আপনাদের মেক্সিকোয় বিবাহবিচ্ছেদ হয়।'

'তাতে কি?'

হাসলেন ম্যাসন। আপনার মেক্সিকোর বিচ্ছেদ ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রাহ্য নাও হতে পারে। আপনার মেক্সিকোর বিয়ে গ্রাহ্য হতে পারে বিচ্ছেদের স্থায়িত্ব স্বীকার্য হলে। তবে মেক্সিকোয় আপনারা স্বামী স্ত্রী বলে স্বীকৃত হবেন।

সামান্য নৈঃশব্দ নেমে এল এবার, তারপর লোরেন বলে উঠলেন, 'বারবেলের মত দাঁড়িয়ে থেকোনা এড, মিঃ ম্যাসন যা বলছেন শোন। হোটেলে গিয়ে মালপত্র নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

□ সাত □

মাসনের গাড়ি গারভিনের কনভারটিবলের অনুসরণ করে সান সিড্রোর ব্রিজ অতিক্রম করছিল। ব্রীজের প্রান্ত সীমা ছুঁয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশ যেন বৃথাই এক অস্পষ্ট বলয় রেখা তৈরী করতে চাইছিল তিজুয়ানার সীমান্তে।

গারভিন প্রধান রাস্তা হয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে ম্যাসনও গাড়ি থামালেন।

গাড়ি থেকে নেমে ম্যাসন বললেন, 'যাক পেঁছিলাম আমরা, আবার আপনারা স্বামী স্ত্রী হলেন।'

'চুলোয় যাক সব, ম্যাসন', গারভিন বললেন। 'আমার ব্যাপার কি বলুনতো।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি নিজেও জানি না, তবে জানার চেষ্টা করছি। ইথেলের মতলব বানচাল করতে দরকার আপনার পক্ষে যতজন শেয়ারহোল্ডার সম্ভব সভায় হাজির করানো। তারা বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। যিনি প্রক্সি দেন তিনি স্বয়ং হাজির থাকলে প্রক্সি বাতিল হয়। অতএব যতজণ বন্ধুভাবাপন্ন শেয়ার মালিকের নাম দিতে পারেন তাদের আমি ফোন করব যাতে তারা হাজির হন। আমার ধারণা আপনাদের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি এই মতলবের সামিল। তাই বলছি ভবিষ্যতে কোথাও গেলে অন্তত আপনার অ্যাটর্নি'কে জানিয়ে রাখবেন কোথায় যাচ্ছেন। বহু চেষ্টার পর এক পেট্রোল স্টেশনে লা জোলায় গোয়েন্দারা আপনার হদিশ পেলে আমি ছুটে আসি।'

লোরেন গারভিন বললেন, 'আমার পেট খিদেয় চুঁইচুঁই করছে, আমি এখন খেতে চাই।'

'সামনেই একটা রেস্তোরাঁ আছে', ম্যাসন বললেন। 'আজ রাতটা ওখানেই থেকে কাল এনসোনাডায় যেতে পারেন।'

গারভিন গাড়ি সরিয়ে রাখতে গেলে লোরেন ম্যাসনকে বললেন, 'আপনি খুবই শক্তিমান, তাই আমি কিন্তু ভয় পাইনি।'

গারভিন এসে বললেন, 'এনসেনেডা থেকে কখন ফিরতে পারব?'

'যখন এই দুই বিয়ের অভিযোগের সামনে দাঁড়াতে পারবেন।'

'কিন্তু এতে আমার অবস্থা কি হবে?' লোরেন জানতে চাইলেন।

হাসলেন ম্যাসন। 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আপনি নিছক রক্ষিতা ছাড়া কিছু নন, আইনে আপনি পাপ করেছেন। মেক্সিকোয় অবশ্য আপনি আইনি স্ত্রী বটে।'

'এটা জঘন্য ব্যাপার।' লোরেন বলে উঠলেন।

'অবশ্যই', ম্যাসন বললেন। 'আন্তর্জাতিক আইন তাই। আমেরিকায় ইথেলই আপনার স্ত্রী, গারভিন। মেক্সিকোয় লোরেন গারভিনই আপনার স্ত্রী আর ইথেল প্রাক্তন স্ত্রী।'

'হুম, তাহলে অনেকগুলো শোবার ঘর দরকার আমার', গারভিন বললেন, 'আর আন্তর্জাতিক সীমানা সেই ঘরের মধ্য দিয়ে যাবে। ইথেল তাহলে···।'

'এডওয়ার্ড!' লোরেন বলে উঠলেন, 'নোংরা কাথাবার্তা না বললেই খুশি হব।'

'নোংরা কথা নয়, আমি উন্মাদ হতে চলেছি', গারভিন চিৎকার করে উঠলেন। 'মধুচন্দ্রিমায় এসে একি ফ্যাসাদ, বুঝতেই পারছি না আমি বিয়ের বর কিনা।'

ম্যাসন দুজনকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাবারের হুকুম দিলেন। তারপর বললেন, 'ভিস্টা দ্য লা মেসা নামে একটা হোটেল আছে সেখানেই ওঠা যাক। আপনি আমাকে বন্ধুভাবাপন্ন শেয়ার মালিকদের নাম জানাবেন, গারভিন।'

'ফোন আমিই করব, ম্যাসন। আপনি ইথেলকে যে করে হোক রাজী করান। তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেব বলুন।'

লোরেন তাড়াতাড়ি বললেন, 'এডওয়ার্ড', ব্যাপারটা মিঃ ম্যাসনের হাতেই ছেড়ে দাও।'

'আমি কাজ চাই', গারভিন বললেন। 'ওকে খুঁজে পাবেন কি করে ম্যাসন?'

'গোয়েন্দা লাগিয়ে। তাকে ফোন করে কাল দেখা করার কথা বলল।'

'ওর ফোন নম্বর জানেন? গারভিন প্রশ্ন করলেন।

'জানি। সে আছে মোনোলিথ অ্যাপার্টমেণ্টে ৬২৪ নম্বর ঘরে। গতকাল তার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন সে বেশ মেজাজেই ছিল। ওর ধারণা এই বিয়ের ব্যাপারই ওর তুরুপের তাস। আমি যখন তাকে বলব আপনি মেক্সিকোয় পাকাপাকি ভাবে থাকবেন আর সেখানে সম্পত্তি কেনারও ব্যবস্থা করছেন, মনে হয় তাতেই সে বিরাট দুশ্চিন্তায় পড়বে।'

গারভিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'দারুণ মতলব, ম্যাসন। ও নির্ঘাত ভিরমি খাবে।'

ম্যাসন উত্তরে বললেন, 'আমার নিশ্চিত ধারণা ইথেলও নিজস্ব রোমান্সে মশগুল।'

লোরেনের চোখ জ্বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই তাই। এডওয়ার্ড', কথাটা আমাদের ভাবা উচিত ছিল।'

ম্যাসন বললেন, 'যা দেখেছি সে বেশ সুন্দরীও, আর নিজের পা প্রদর্শনে

গররাজি নয়।'

হেসে উঠলেন গারভিন, 'হ্যাঁ, ইথেল ওই রকমই বটে। আমাকেও সে ওই ভাবে গেথেছিল যখন সেক্রেটারি ছিল… ।'

'এডওয়াড'।' লোরেন বলে উঠলেন।

'মাপ কর সোনা।'

ম্যাসন বললেন, 'টাকার প্রস্তাব রাখার আগে আমাকে গোয়েন্দা লাগিয়ে জানতে হবে সে এতদিন কিভাবে জীবন কাটাচ্ছিল।'

'মনে হচ্ছে ও সত্যিই আমাকে ভালবাসত', গারভিন বললেন। আমার এই দ্বিতীয় বিয়েই ওকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। ও হয়তো ভেবেছিল আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'অতটা নিশ্চিত না হওয়াই ভাল, এডওয়াড',' লোরেন স্বামীর অহমিকায় আঘাত হেনে বলে উঠল। 'তুমি আমাকে বিয়ে করার পরই ও মোচর দিয়ে টাকা আদায়ের ফন্দি আঁটে। যাক এখন সব মিঃ ম্যাসনের হাতেই ছেড়ে দাও।'

প্রধান রাস্তার পিছনের দিকেই হোটেল ভিষ্টা দা লা মেসা। খুবই পরিচ্ছন্ন হোটেল বলেই মনে হয়। দুটো বড় গাড়ি সামনে এসে থামল এবার।

গারভিন ডেস্কের সামনে উপবিষ্ট তরুণীকে বললেন, 'আমরা দুটো ঘর চাই, একটা আমার ও আমায় স্ত্রীর জন্য আর অন্যটা আমার সঙ্গীর জন্য।

মেয়েটি ইংরেজিতে বলল, 'নিশ্চয়ই। সঙ্গে একটা স্নানঘর থাকবে?'

'আলাদা স্নানঘর চাই।'

'তাতে খরচ বেশি পড়বে।'

'ঠিক আছে। আপনাদের সেরা ঘরই আমাদের চাই।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটির। 'তাই হবে সেনর!'

'আপনাদের পাহারাদার আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'গাড়ি ওখানেই রাখতে পারেন। এখানে সবাই সৎ, সেনর, কেউ চুরি করবে না। শুধু সাবধান হওয়ার জন্য গাড়িতে চাবি দিয়ে রাখুন।'

'বেশ, আমি চাবি দিয়েই রাখছি', ম্যাসন বললেন। 'কিন্তু ব্যাগগুলো নিয়ে যাওয়ার জণ্য কাউকে পাওয়া যাবে না?'

মেয়েটি বলল, 'দুঃখিত, সেনর, আজ রাত্তিরে কেউই নেই।'

ম্যাসন বললেন, তাহলে ব্যাগ আমাদেরই বয়ে নিতে হবে গারভিন।'

লোরেন ম্যাসনকে বললেন, 'আপনার হাতে সব ছেড়ে দিতে পেরে সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

মেয়েটি ডেস্ক ছেড়ে উঠে এসে হেসে বলল, আমি সেনোরাকে তার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম সেনোরা ইণোসেই মিগুয়েনিও। আমেরিকানদের পক্ষে বড্ড শক্ত নাম, তাই না?'

'একটু শক্ত তা ঠিক', লোরেন বললেন।

এই হোটেল সুন্দর চালাই আমি। তিজুয়ানায় এমন হোটেল আগে ছিল না। দেখবেন কেমন শান্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই হোটেল। আরামও খুব, সেনোরা।

মেদবহুল মেক্সিকান স্ত্রীলোকটি আত্মপ্রসাদে প্রায় ভরপুর হয়ে এগোল।

ব্যাগ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলার ফাঁকে গারভিন বললেন, 'তাহলে কাল সকালে দেখা হবে, ম্যাসন।'

'কটায় সময়?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'খুব সকালে নয়, আমি…।'

বাধা দিলেন ম্যাসন, 'ভুলে যাবেন না অনেক টেলিফোন করতে হবে।'

'এই ধরুন, আটটা।'

'আপনার চাবিও কি নিয়ে যাব?' ম্যাসন বললেন।

'আমার কাছেই আছে', গারভিন বললেন, ওই কি যেন নাম সেনোরাকেই দিয়ে দেব। তাহলে শুভরাত্রি, ম্যাসন।'

'শুভরাত্রি', বলে ম্যাসন গারভিনকে ব্যাগ হাতে এগিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি গাড়ির দরজায় চাবি দিয়ে এক মুহূর্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকালেন। চাঁদ পশ্চিম আকাশে সরে গেছে, বইছে মৃদুমন্দ বাতাস। সপ্তাহ ভরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে আনন্দ অনুভব করলেন ম্যাসন।

একটু পরেই হাসি মুখে ফিরে এল সেনোরা মিগুয়েরিনিও। সে ম্যাসনকে বড় একটা কামরায় পেঁছে দিল। নানা আসবাব আর আরামপ্রদ একখানা শয্যা চোখে পড়ল ম্যাসনের।

'দুদিকে জানালা আছে, সেনর। বেশ আরাম পাবেন, নয়।' সে বলল।

'হ্যাঁ।' বলে চাবিটা এগিয়ে দিলেন ম্যাসন, 'আমার গাড়ির চাবি।'

'অন্য গাড়ির চাবি দেবেন বললেন।'

'উনি দেননি?'

মাথা নাড়ল স্ত্রীলোকটি। 'চাবিগুলো দরকার। সকালে পঞো গাড়ি সরাবে।'

হাসলেন ম্যাসন, 'হয়তো ভুলে গেছেন দিতে।'

'ওই ভদ্রলোক অন্য কাজে ব্যস্ত, তাইনা?' সিগুয়েরিনিও জোরে হেসে বলল।

'এখানে একটা টেলিফোন করা যাবে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'নিশ্চয়ই। লবিতে ফোন আছে দেখেননি? চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দুঃখের কথা ঘরে টেলিফোন নেই। অনেকে চান না তাই। এটা মেক্সিকো, এখানে কেউ সব সময় কাজ করে না।'

ম্যাসনকে স্ত্রীলোকটি ফোনের কাছে পেঁছে দিতে তিনি পল ড্রেককে ফোন করলেন।

একটু পরেই ড্রেকের গলা শোনা গেল, 'হ্যাল্লো, পেরি, কোথা থেকে বলছ?'

'আমি তিজুয়ানার এক হোটেল থেকে বলছি, ভিসটা দ্য লা মেসা।'

'ওখানে তোমাকে ফোন করতে পারব ?'

'কঠিন কাজ। একটা বুথ থেকে করছি। দাঁড়াও, তবু নম্বর দিচ্ছি।'

ম্যাসন নম্বর বললে ড্রেক বলল, 'লিখে নিয়েছি। একটা খবর আছে, পেরি।'

'কি ?' ম্যাসন বললেন।

'ইথেল গারভিন সম্পর্কে'। তার মেক্সিকোয় একটা খনি আছে, সেখানে কিছু দিন ছিল। তারপর সে রেনোয় যায়, সম্ভবত বিচ্ছেদের জন্য। রেনোয় তার সঙ্গে অ্যালম্যান বি হ্যাকলি নামে একজনের সঙ্গে মাখামাখি হয়। কিছু বুঝতে পারছ ?'

'কণামাত্রও না', ম্যাসন বললেন।

'লোকটার ওখানে পশুপালনের খামার আছে। বেশ ধনী মেয়েপটানো লোক। মেয়েরা ওর সম্পর্কে পাগল। ইথেলও বাদ পড়েনি। ওর খামারের পাশেই ছিল ইথেল। দুজনে ঢের সময় কাটিয়েছে।'

'গুরুতর ব্যাপার কিছু আছে ?'

'গুরুতর বলায় কি ভাবছ তার উপর নির্ভর করে', ড্রেক বলল, 'তবে কিছু একটা ঘটে। ইথেল বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে আর এগোয়নি তার দু'সপ্তাহের বেশী থাকলেও কোন আবেদন করেনি। তাবপর হঠাৎ হ্যাকলি একদিন কোথায় চলে যায়।'

'খামার বিক্রি করে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না, সেটা আছে। সে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসে। তারপর মজার বিষয় ওকানসাইতে সে একটা সম্পত্তি কেনে। জায়গাটা সান ডিয়েগোয় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে।'

হ্যাকলির সম্পর্কে জানা দরকার। ওর পুরো নাম কি জান ?'

'অ্যালম্যান বেল হ্যাকলি। ওকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খুঁজে বের করতে পারব।'

'কিন্তু ওকে ক্যালিফোর্নিয়ায় খোঁজ পেলে কিভাবে ?'

'গাড়ি রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা করে।

'হ্যাকলি কাল সকালে নিশ্চয়ই থাকবে : সকালে ঢের কাজ আছে আমার।'

'গারভিনকে না জোলায় পেয়েছ ?'. ড্রেক প্রশ্ন করল।

'ঠিক তোমার লোক ঠিক আন্দাজ করে। হোটেলে হোটেলে খোঁজ করতেই এক জায়গায় এক রেস্তোরাঁয় ওদের পেয়ে যাই।'

'ভালই হয়েছে। এবার একটা কাগজে লিখে নাও, পেরি। হ্যাকলির খামার হলো, ওমানসাইডে যাওয়ার পর পূব দিকে একটা রাস্তা পাবে, মাইল দুই পরে ওই রাস্তায় একটা চিঠির বাক্স দেখবে। জায়গাটার নাম লেখা আছে 'রোলাণ্ডো' বলে। বাক্সটার সিকি মাইল দূরেই হ্যাকলির বাড়ি। সবে কিনেছে সে।'

'ঠিক আছে। ইথেলের উপর নজর রাখতে যেন ভুল না হয়। ছাড়ছি…কাল সকালে ফোন করব পল', ম্যাসন বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

ম্যাসন এবার সেনোরা মিগুয়েরিনিওকে বললেন, 'আমার বন্ধুর ঘরের নম্বর কত জানেন?'

'নিশ্চয়ই। বারান্দার বাঁদিকে পাঁচ আর ছ'নম্বর ঘর। ফোন নেই, দুঃখিত।'

ম্যাসন ছ'নম্বর ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, 'এক মিনিট, গারভিন।'

গারভিন দরজা সামান্য ফাঁক করে বললেন, 'কি ব্যাপার ম্যাসন?' ওর গলায় বিরক্তি।

'আমি এইমাত্র আমার গোয়েন্দা পল ড্রেকের ফোন পেয়ে জানলাম আপনার প্রাক্তন স্ত্রী কিছুদিন কেন গা ঢাকা দিয়েছিল। সে অ্যালম্যান বেল হ্যাকলি নামে একজনের প্রেমে মজে ছিল। ওমানসাইডের দু'মাইল পূব দিকে একটা খামারে থাকে। নেভাদায় ওর র‍্যাঞ্চ আছে। একজন রোমিও সে, মেয়েরা তার জন্য পাগল।'

'দারুন খবর।' গারভিন খুশি গোপন রাখতে পারলেন না। 'সে কি এখন ওমানসাইডে আছে?'

'হ্যাঁ। সেখানকার রাস্তা জেনে নিয়েছি', ম্যাসন বললেন। 'আজ আর কিছু করছি না, সব কাল সকালে।'

গারভিন বললেন, 'মানুষ যখন ডাক্তার বা উকিল খোঁজে তখন সেরাটিকেই বেছে নিতে হয়। আপনাকে যখন পেয়েছি আর ভাবনা নেই।'

'ঘরের ভিতর থেকে লোরেন বলে উঠলেন, 'তাহলে টাকার প্রস্তাব না দেওয়াই এখন ভাল। নতুন ব্যাপারটা দেখে নেয়াই ভাল হবে।'

'আমার তাই ধারণা', ম্যাসন বললেন। 'কাল সকালে দেখা হবে। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি', অন্যরাও জানাল।

নিজের ঘরে ফেরার মুখে ম্যাসন দেখলেন জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে মিটমিটে আলো জেবলে দেয়া হয়েছে। সেনোরারও চিহ্ন নেই। তখন ম্যাসন টের পেলেন তার কলমটা টেলিফোন বুথে ফেলে এসেছেন।

আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সতর্ক ভঙ্গীতে ম্যাসন বুথে ঢুকে কলমটা তুলে নেয়ার মুখে পাশের বুথে কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

'হ্যাঁ, প্রিয়…ঠিকই ধরেছ…হ্যাঁ, তিজুয়ানার সীমান্ত পেরিয়ে।'

আরও কিছু কথা হলেও ম্যাসন শুনতে পেলেন না। একটু পরে তার কানে এল '—হ্যাঁ…না…আমি করব…এতক্ষণ দেখে চোখ টনটন করছে…।'

ম্যাসন সতর্কভাব আস্তে আস্তে বুথ ছেড়ে চলে এলেও কথাগুলো ভবিষ্যতের জন্য লিখে রাখলেন।

ঘরে ঢুকে শোবার জন্য তৈরী হতেই ম্যাসন রাত দশটা ঘোষণার মিষ্টি ঘড়ির আওয়াজ শুনতে পেলেন। একটু পরে বিছানায় আরামের আশ্রয় নিলেন তিনি।

□ আট □

পশ্চিমের জানালা দিয়ে কর্কশ কোন নাম না জানা পাখির ডাক কানে এল ম্যাসনের। পাখিটা কাঠঠোকরার মতই ঠোঁট দিয়ে খটাখট শব্দ তুলছিল বাড়ির দেয়ালে? অদ্ভূত পরিবেশ বলেই মনে হলো ম্যাসনের।

শেষ পর্যন্ত বিরক্তি ঝেরে ফেলে বিছানায় উঠে বসলেন ম্যাসন। জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলতেই তার চোখে পড়ল ধূসর উষর প্রান্তর। তখনই তার খেয়াল হলো কাঠঠোকরা নয় তার ঘরের দরজায় কেউ এক নাগারে টকটক শব্দ করে চলেছে।

খালি পায়েই তিনি গিয়ে দরজা খুললেন।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক গোমড়ামুখো মেক্সিকান ছোকড়া। সে বলল, 'সেনর ম্যাসন।

মাথা নোয়ালেন ম্যাসন।

'টেলিফোনো', ছোকড়া বলল চলে যেতে যেতে।

হাসলেন ম্যাসন, তারপর ট্রাউজার আর কোট পরে বারান্দায় চলে এলেন। পায়ে পায়ে ফাঁকা বারান্দা পেরিয়ে তিনি বুথে ঢুকে রিসিভার তুলে বললেন 'হ্যাল্লো।'

ওপাশ থেকে অধৈর্য কণ্ঠস্বরে একজন বলল, 'মিঃ ম্যাসন বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'লস এঞ্জেলস থেকে কেউ কথা বলবেন। একটু ধরুন।'

একটু পরেই পল ড্রেকের স্বর শোনা গেল, 'হ্যাল্লো, পেরি?'

'বলছি', ম্যাসন বললেন। 'হ্যাল্লো, পল।

'তোমাকে ধরতে দম বেরিয়ে গেছে', ড্রেক বলল। 'সকাল পাঁচটা থেকে চেষ্টা করছি। কে যেন স্পেনীয় ভাষায় কথা বলল। যেখানে ফোন আছে এমন জায়গায় থাকোনা কেন?'

'ব্যাপার কি খুলে বলবে কি?'

'একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার বলে ফোন করছি', ড্রেক বলল। 'আমার একজন লোক একটু ভুল করে ফেলেছে, ভুলটা স্বাভাবিক তবু— ।'

'কি হয়েছে?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আমরা ইথেল গারভিনকে হারিয়ে ফেলেছি।'

'যাচ্ছেতাই কাজ করেছ। কিভাবে ঘটল?'

ড্রেক জানাল, 'সে লম্বা কাহিনী। সহজ করে বললে— ।'

ম্যাসন বাধা দিলেন, 'একটু ধর পল। পাশের বুথটা একবার দেখে নিই। মাঝখানের পার্টিশনটা কাগজের মত পাতলা। গতকাল কিছু কথা কানে এসেছিল

আমার।'

ম্যাসন পাশের বুথ দেখে এসে ফোন ধরলেন আবার। 'এবার বলতে পার, পল।

ড্রেক বলে চলল, 'কাল একজন লোককে পাহারায় রেখেছিলাম ওখানে কারা আসা যাওয়া করছে দেখার জন্য। এটাই আমার ভুল হয়। বাড়ির সামনে গাড়িতেই সে ছিল। এক সময় একখানা বুইক গাড়ি ওখানে আসে। সুবেশধারী একজন গাড়ি চালাচ্ছিল। লোকটা গাড়ি পার্ক করে অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যেই ঢুকে যায়। আমার লোকের ধারণা হয় ওর উপরেও নজর রাখা দরকার, কিন্তু তার পক্ষে জায়গা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে গাড়ির লাইসেন্স নম্বর দেখার জন্য কয়েক পা এগোতেই একটা ট্যাক্সি মোনোলিথ অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়ায়। ইথেল গারভিন সম্ভবত লবিতে ছিল। সে দ্রুত ওই ট্যাক্সি চড়ে উল্টো দিকে রওয়ানা হয়। আমার লোক ব্যাপারটা আন্দাজ করে ছুটে নিজের গাড়ি নিয়ে ওর পিছু নেবার আগেই ইথেল গারভিন বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল।

'ট্যাক্সির রঙ হলুদ। আমার লোক সেটা লক্ষ্য করেছিল। ঘটনার পরেই সে আমাকে ফোনে জানায়। আমার অন্য একজন কর্মী হলুদ ট্যাক্সির খোঁজ করে এগোলেও অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। ইথেল গারভিন তার গ্যারেজে গিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, সঙ্গে ছোট একটা ব্যাগ ছিল। ওর পরণে ছিল গাঢ় রঙের জ্যাকেট আর স্কার্ট।'

'কখন এটা ঘটে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'দশটা উনিশে।'

'আমার লোক এরপর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে খোঁজ নেয়। ওখানকার কেরাণী জানিয়েছে ইথেল তিন কি চার মিনিট লবিতে ছিল।'

'ওখানে এখনও নজর রাখছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে ও এখনও ফিরে আসেনি?'

'না। একটু দাঁড়াও', ড্রেক বলল। 'একটা খবর তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। ইথেল যখন লবিতে অপেক্ষা করছিল তখন সে দু'ডলার বের করে ওই কেরাণীকে খুচরো করে দিতে বলে। এর নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল···।'

'ব্যাপারটা আন্দাজ করছি সে কোন বুথ থেকে ফোন করতে চাইছিল', ম্যাসন বললেন।

'ঠিক তাই হবে। নিশ্চয়ই ওর দূরে ফোন করার ছিল।'

'ভাববার কথা।'

'এখন দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো', ড্রেক বলে চলল, আমার রাতের সেক্রেটারি খুব কাজের মেয়ে, তবু সে আমাকে পাঁচটার আগে ফোন করেনি। আমার একজন রাতের ম্যানেজার আছে সে খোঁজ নিয়ে ইথেল সম্পর্কে তার গাড়ির নম্বর ইত্যাদি জানতে

পেরেছে। গাড়িতে তেলের ট্যাঙ্ক পূর্ণ ছিল। এর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমি পাঁচটার সময় সব জানার পর একজনকে ওমানসাইডে পাঠিয়ে নজর রাখতে বলেছি, বিশেষ করে হ্যাকলির বাড়ির উপর। এতে কোন সূত্র মিলতেও পারে।'

'ঠিক আছে, মনে হচ্ছে যতটা করা সম্ভব সবই করেছ', ম্যাসন বললেন। পরে আমি ফোন করব।' ফোন ছেড়ে দিলেন তিনি।

হোটেলের সামনে ম্যাসন আর গারভিনের গাড়ি ছাড়া আরও আধ ডজন গাড়ি ছিল। গোমড়া মুখের মেক্সিকান ছোকরা সিড়ির উপর রোদ্দুর উপভোগ করছিল।

ম্যাসন তাকে বললেন, 'নাম কি তোমার?'

'পঞ্চো', ছোকরা জবাব দিল।

ম্যাসন পকেট থেকে একটা এক ডলার বের করে দেখাতেই ছোকরা হাত পাতল।

ম্যাসন ডলারটা ওর হাতে ফেলে দিলেন।

'ধন্যবাদ' 'বসেই বলল ছোকরা।

হাসলেন ম্যাসন।' তোমাকে যেমন মনে হয় সেরকম বোকা নও। টেলিফোনের জন্য আমাকে যখন খুঁজে বের করেছ খুবই চালু ছিলে তুমি। আবার টেলিফোন বাজলে ধরেই আমাকে জানাবে, কেমন?'

'হাঁ, সেনর।'

'আবার টেলিফোনের খবর দিলেই এক ডলার পাবে', ম্যাসন বলে ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই আবার দরজায় টোকা শোনা গেলে তিনি দরজা খুললেন।

'টেলিফোনো', সেই ছোকরা বলল।

'এক মিনিটো', হেসে বললেন ম্যাসন তারপর ছোকরার হাতে একটা ডলার দিলেন।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছোকরার মুখ। সে বলল, 'ধন্যবাদ।'

ছোকরার পিছন পিছন এসে রিসিভার তুললেন ম্যাসন। 'হ্যাল্লো, পল, কি খবর?'

ড্রেকের তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল, 'ভাল করে কথাটা শুনে নাও, পেরি। আমরা এক বাণ্ডিল ডিনামাইটের উপরেই বসে আছি। আমার লোক ইথেল গারভিনকে খুঁজে পেয়েছে।'

'কোথায়?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ওমানসাইডে। শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে সমুদ্র থেকে পঞ্চাশ কি পচাত্তর ফিট দূরে তার গাড়ির মধ্যে। মরে একেবারে কাঠ, কপালে গুলির ক্ষত। অবস্থান দেখে বোঝা যায় আত্মহত্যা হতে পারে না। সে স্টিয়ারিং হুইলের উপর উপুর হয়ে পড়ে ছিল, রক্তে সব ভেসে গেছে। চালকের পাশের কাচ নামানো, অস্ত্রটা নিচেই পড়ে ছিল, সম্ভবত ওটা দিয়েই খুন করার হয়েছে। হাত বেঁকিয়ে সে নিজের মাথার

গুলি করতে পারত, তবে দেখে তা মনে হয়না।'

'পুলিস আসেনি ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'সেটাই কথা', ড্রেক বলল। 'আমার লোক দেখছে, দেহটা সেই আবিষ্কার করে। এখনও পর্যন্ত কেউই জানে না ব্যাপারটা। আমার লোক কোনরকমে আমাকে জানিয়েছে। সে পুলিশকে একটু ঘুরপথে জানাচ্ছে, সান ডিয়েগোর শেরিফের অফিসে ফোন করে। এটা ওনানসাইডের শহর সীমার বাইরে, তাই শেরিফের অফিসে ফোন করে সে ঠিক করেছে···এবার শোন, পেরি। আমার লোক খুবই স্মার্ট তাই সে বন্দুক বা অন্য কোন কিছু স্পর্শ করেনি তবে সবই ভাল করে দেখে নিয়েছে। যতদূর বোঝা গেছে দুটো গাড়ি পাশাপাশি পার্ক করা ছিল—অন্য গাড়িটা চলে গেছে। আমার লোক ঝুঁকে পড়ে বন্দুকের নম্বর দেখে নিতে পেরেছে, সেট হলো এক্স ৬৩৮০৫, পুলিশ খবর পাওয়ার আগেই বন্দুকটার হদিশ বের করার চেষ্টা করছি।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন। 'আমিও রওয়ানা হচ্ছি, ওদের আগেই আমরা থাকার চেষ্টা করছি।'

'গারভিন আর তার স্ত্রী তোমার সঙ্গে রয়েছে ?'

'এখানে আছে, তবে আমার সঙ্গে নয়', ম্যাসন বললেন।

'ওদের ব্যাপারে কি করবে ?'

'চুলোয় যাক', ম্যাসন বললেন। ওদের নিয়ে কিছুই করতে চাই না। ওরা এখানে থাকুক তাই চাই। গারভিন আমেরিকায় ঢুকলেই দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হবে, তা আমি চাই না।'

ড্রেক বলল, 'আমি একটা কাজ করেছি পেরি, আশা করি কাজটা ঠিক হয়েছে। ব্যাপার হলো আমি ডেলা স্ট্রিটকে ফোন করে বলেছি গাড়ি নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ওমাশসাইডে যেতে···আমার লোক সেখানেই ব্যস্ত আছে। সে যখন সান ডিয়েগোর শেরিফের অফিসে ফোন করে তখন ও বলেছিল ঘটনাটা আত্মহত্যার মত মনে হচ্ছে। শেরিফ হয়তো একজন ডেপুটিকেই পাঠাবেন। ডেপুটি দেখে বুঝবে ব্যাপারটা খুন তাই সে ফোন করলে শেরিফ আর করোনার হাজির হতে সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি করলে তুমি আগেই পেঁছতে পার।'

'তাড়াতাড়ি করাই আমার ব্যবসা', ম্যাসন বললেন। 'ডেলাকে ফোন করে ঠিকই করেছ, কিছু নোট নিতে হবে।

'ও লস এঞ্জেলেস থেকে আসার আগেই তুমি তিজুয়ানা থেকে পেঁছতে পার।'

'ঠিক আছে। তাহলে ছাড়ছি', ম্যাসন বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।

পাঞ্চো তখনও সিঁড়িতে বসে ছিল।

ম্যাসন তাকে বললেন, 'পঞ্চো, এখানে আমার দুজন বন্ধু আছে, মিঃ আর মিসেস গারভিন। তারা ৫ আর ৬ নম্বর ঘরে আছে। ওরা উঠলে তাদের জানাবে জরুরী

কাজে আমি চলে গেছি। আর বলবে আমরা চিনি এমন একজন মারা গেছে। ওরা যেন কোথাও না গিয়ে এখানেই থাকে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, সেনর।'

ম্যাসন বললেন, 'হোটেলের বিল মেটানো হয়নি। এই বিশ ডলার রইল, ওই মহিলাকে ঘর থেকে নিয়ে নিতে বলবে, কেমন?'

'হাঁ সেনর।'

'তাহলে ওই কথাই রইল, আমি চললাম', ম্যাসন বললেন।

গাড়িতে সুটকেশ তুলে ম্যাসন লাফিয়ে উঠে পরে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতেই পঞ্চো হাসিমুখে বেরিয়ে এসে চোস্ত ইংরাজীতে বলল, 'আপনার চাবি, মিঃ ম্যাসন। আপনি ডেস্কের টাকা রাখার ড্রয়ারে রেখেছিলেন। আমার পিসী সেনোরা ইনোসেন্ট মিগুয়েরিনিও খুব সাবধানী, ড্রয়ারে টাকা পয়সা রাখেন না।

ম্যাসন চাবি নিয়ে হেসে বললেন, 'তুমি তো চমৎকার ইংরাজী বলতে পারো, পঞ্চো?'

'না বলতে পারলে স্কুলে যাই কেন?' পঞ্চো উত্তর দিল।

□ নয় □

সামনে ভিড় লক্ষ্য করে পেরি ম্যাসন গাড়ির গতি কমালেন। ওশানসাইডের উত্তরে বাড়িগুলো সকালের রোদ্দুরে ঝকঝকে সাদা বলে মনে হচ্ছিল। বড়. রাস্তার পশ্চিমে নির্মেঘ আকাশের নিচে সাগরের স্থির নিশ্চুপ সুনীল জলরাশি।

ম্যাসন রাস্তার একপাশে গাড়ি থামালেন। একজন ট্রাফিক অফিসার রাস্তার যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

ম্যাসন একটু এগোতেই ডেপুটি শেরিফ তাকে সতর্ক করে ওখানে থাকতে বললেন, 'করোনার এখনও আসেননি, পিছিয়ে যান।'

ম্যাসন পিছিয়ে গিয়েও কয়েক ইঞ্চি করে এগোলেন। পল ড্রেকের লোক তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি ড্রেকের লোক। আমিই দেহটা আবিষ্কার করেছি। কিছু করতে হবে মিঃ ম্যাসন?'

ম্যাসন তাকে একপাশে টেনে এনে বললেন, 'চারদিক পরীক্ষা করেছেন?'

'নিশ্চয়ই করেছি। বেআইনি কিছু অবশ্য করিনি হাতের ছাপও ফেলিনি।'

'বন্দুকটা সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'লোকটি নোটবুক খুলে বলল, 'এই যে নম্বরটা দেখুন।'

ম্যাসন নম্বর লিখে নিয়ে বললেন, 'কতগুলি গুলি ছোড়া হয়েছে?'

'মাত্র একটাই। এটা ৩৮ স্মিথ ও ওয়েসন ডবল-অ্যাকসন রিভলবার। সমস্ত

চেম্বারই ভর্তি'। মাথার বাঁ দিকে গুলি করা হয়েছে।'

'পাউডারের পোড়া দাগ পড়েছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করল।

'তাই তো মনে হয়। ভাল করে দেখতে পারিনি।'

'মহিলার হাতে দস্তানা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'জানবার মত আর কিছু আছে?'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত', লোকটি বলল। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ ছিল। তেলের ট্যাংক পূর্ণ ছিল।'

'ওশানসাইডের পেট্রল স্টেশনগুলো যাচাই করে দেখেছেন মহিলা কোথা থেকে তেল নেন?'

'সবগুলোই সারারাত খোলা থাকে। কিন্তু কারোরই কিছু মনে নেই।'

'ঠিক আছে, আমি সব কিছু একবার দেখে নিতে চাই', ম্যাসন বলে যতখানি এগোন চলে ততটাই এগিয়ে গেলেন সেই গাড়িয় দিকে। তিনি দেখতে পেলেন দেহটা স্টিয়ারিংয়ের উপর ডান পাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ড্রেকের লোকটিও ম্যাসনের পিছনে ছিল।

'গাড়িটা যখন দেখেন তখন হেডলাইট জ্বালানো ছিল?' ম্যাসন বললেন।

'না। এটা আত্মহত্যা হতেও পারে।'

'কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব?' ম্যাসন বললেন। 'এতখানি পথ গাড়ি চালিয়ে এসে কেউ আত্মহত্যা করবে কেন? তাছাড়া যে স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করতে চায় সে কেন গাড়ির ট্যাংকে পুরো তেল ভরবে?'

ম্যাসন এগিয়ে লক্ষ্য করলেন গাড়ির সামনের স্ক্রীনে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আসার জন্য বহু পোকা লেগে রয়েছে।

'এটা কি সম্ভব মহিলাকে অন্য কোথাও হত্যা করে এখানে আনা হয়?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'এটা ভেবে দেখিনি।

'আমার সেক্রেটারিকে দেখেননি?'

'তাকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'বেশ সুন্দর দেখতে···ওই যে সে এসে পড়েছে।

উত্তর দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল ডেলাকে। ডেলা গাড়ি থামিয়ে নেমে এগিয়ে এল।

ম্যাসন ড্রেকের লোককে প্রশ্ন করলেন, 'কোন গাড়ির চাকার দাগ দেখেছেন আসার সময়?'

'ওই বিশেষ গাড়ির চাকার দাগের সঙ্গে মেলে এরকম দেখিনি। এখানে প্রচুর গাড়িই আসে তাই বিশেষ কোন দাগ বেছে নেয়া শক্ত··· ।'

জ্যাকেট আর স্কার্ট পরিহিত ডেলা স্ট্রিট কাছে এসে বলল, 'হাই, চিফ।'

'হাই, ডেলা', ম্যাসন বললেন। 'সকাল সকাল উঠতে হয়েছে বলে দুঃখিত। কোন নোট বই কাছে আছে।'

'পকেটেই আছে।'

'ইনি পল ড্রেকের লোক, আর এ হলো আমার সেক্রেটারি', ম্যাসন পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ড্রেকের গোয়েন্দা বলল, 'এখানে অনেকেই পিকনিকে আসে। ওই গাড়ির বাঁ দিকে একখানা গাড়ি রাখা ছিল। তবে যেই থাকুক যাওয়ার সময় সে সতর্কই ছিল যাতে কোন দাগ না দেখা যায়।'

তখনই সাইরেণের শব্দ জেগে উঠতে দেখা গেল একখানা লালবাতি জ্বালানো গাড়ি দ্রুত এগিয়ে আসছে। ডেপুটি শেরিফ বলে উঠল, 'যে মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন, তিনি কোথায়? হেই, আপনি এদিকে আসুন।'

ড্রেকের গোয়েন্দা এগিয়ে যেতে ম্যাসন ডেলাকে বললেন, 'তুমি মেয়েদের চোখ দিয়ে যতটা পার দেখে নাও, আমি পল ড্রেককে ফোন করতে চললাম।'

ম্যাসন একটা বুথ থেকে ড্রেককে ধরলেন। 'কোন খবর পেয়েছ, পল?'

'চেষ্টা চালাচ্ছি', ড্রেক জানাল। 'বন্দুকটা প্রথম যে কেনে তার নাম পেয়েছি।'

'কে?'

'এক ক্র্যাংক এল বাইলাম, রিভারসাইডে থাকে। আমার লোক তাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে। এখনও যোগাযোগ করা যায়নি।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'ডেলা এসেছে। তার সঙ্গে আমি একটা প্রাইভেট প্লেন চার্টার করছি। ব্যাপারটায় রহস্য কিছু একটা আছে। ইথেল বেশ জোরেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিল, ওর গাড়ির সামনের কাচের উপর অসংখ্য পোকা।'

'অবশ্যই জোরে চালিয়েছিল', ড্রেক বলল। 'সে শুধু আমার লোকেদের বোকা বানাতেই কাজটা করেনি।

'কথাটা তা নয়', ম্যাসন বললেন। 'ওর তেলের ট্যাংক ভর্তি ছিল। যদিও ওশানসাইডের কোন পেট্রল ষ্টেশন মনে করতে পারেনি। তবে লাশ দেখে চেনা সম্ভব। এখন তুমি যদি বলতে পার কোন স্ত্রীলোক ওশানসাইডে তেল ভরে আত্মহত্যার জন্য গাড়ি নিয়ে প্রায় উড়ে আসে তাহলে তোমাকে একটা দামী ফাউণ্টেন পেন দিতে তৈরী আছি। এই সঙ্গে যদি জানাতে পার গাড়ি রাখার জায়গায় পৌঁছে সে কিজন্য আত্মহত্যা করতে যাবে তাহলে দ্বিতীয় পুরস্কার পাবে একুশ জুয়েলের একটা ঘড়ি যেটা উল্টোদিকে ঘোরে।'

হাসল ড্রেক, 'হুঁ, এতটা আমার পক্ষে বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে, পেরি।'

'মাথা খাটাও', ম্যাসন বললেন, 'কথাটার অর্থ খোঁজার চেষ্টা কর। সে এমন কোথাও তেল ভরেছিল যেখানে বায়ু কাচ সাফাইয়ের ব্যবস্থা ছিলনা। বুঝতে

পারছ ?'

'ওহ ! কোন র‍্যাঞ্চে, বলতে চাইছ ?'

'কোন র‍্যাঞ্চের পেট্রল পাম্পে, পল । এর অর্থ ধরতে পেরেছ ?'

'বুঝেছি, পেরি । ওখানে দেখা করব ?'

'এখনই নয় । প্রথমে বন্দুকের ব্যাপারটা দেখতে হবে ।' আমি ফিরে আসার হয়তো কোন সূত্র পাবে । ডেলা ওর মত সব দেখছে । আমি কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি । এর মধ্যে যতটা পার দেখে যাও, পুলিশের আগেই ব্যাপারটা দেখা চাই ।

'ঠিক আছে', ড্রেক বলল । 'বাইনামের সঙ্গে মধ্যেই দেখা হবে ।'

ম্যাসন একখানা প্লেন চার্টার করে ডেলার অপেক্ষায় ছিলেন । সে আসতে তিনি বললেন, 'কিছু জানতে পারলে ?'

'হ্যাঁ । প্রথমত ওর কোন টুপি ছিলনা, গাড়িতেও ছিল না । ড্রেকের লোক বলেছে ইথেলের টুপি ছিল বেরোনর সময় । এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।'

'স হয়তো টুপিটা খুলে ফেলে তারপর ভুলে গিয়েছিল', ম্যাসন বললেন ।

'হয়তো, তবে মেয়েরা এরকম কাজ করে না । আর একটা কথা, ভিড়ের মধ্যে একজন বলেছে কাছেই একটা বাড়ি থেকে একজন আলো জ্বলতে থাকা একটা গাড়ি পার্ক করে রাখা অবস্থায় দেখেছিল । এরপর ড্রেকের লোক যখন গাড়ি দেখে তখন আলো নেভানো ছিল । ওই সাক্ষীর কথায় আলোটা পাঁচ কি দশ মিনিট জ্বলেছিল । সে শোবার ঘর থেকে সেটা দেখেছিল ।

'সেটা তো অন্য কোন গাড়িও হতে পারে ।'

'কেউ হয়তো প্রেম করছিল', ডেলা বলল ।

'আলো জ্বালিয়ে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন ।

ডেলা স্ট্রিট হেসে বলল, 'সেটা বিচারের ভার আপনাকেই দিলাম ।'

ইতিমধ্যে পাইলট এসে বলল, 'প্লেন তৈরী, আপনারা এখনই চড়বেন ?'

ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট প্লেনের ছোট কেবিনে উঠে বসলেন । প্লেনও উড়ল ।

ম্যাসন বললেন, 'বন্দুকটা যে প্রথমে কেনে ড্রেক তার খোঁজ পেয়েছে, লোকটা রিভারসাইডে থাকে, নাম ফ্র্যাঙ্ক বাইনাম । আমরা পেঁছনোর পর বাকী কথা জানতে পারব । লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে পেঁছেই ওকে ফোন করব । পুলিশ কিছু জানার আগেই আমি সব জানতে চাই বন্দুকটা সম্পর্কে ।'

প্লেন ইতিমধ্যে সান জুয়ান ক্যাপিসক্রানোর পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে শহরের উপর এসে পড়ায় পর এয়ারপোর্টে নামল ।

প্লেন থেকে নেমে ম্যাসন পাইলটের টাকা মিটিয়ে দ্রুত একটা টেলিফোন বুথের দিকে এগোলেন । ডেলা স্ট্রিট ততক্ষণে পল ড্রেককে ফোন করেছিল ।

ম্যাসন পেঁছতে সে বলল, 'ফ্র্যাঙ্ক বাইনামের সঙ্গে পল যোগাযোগ করেছে । বাইনাম বলেছে বন্দুকটা সে তার বোনকে আত্মরক্ষার জন্য দেয় । ওর বোন থাকে

ডিক্সিল্যান্ড অ্যাপার্টমেন্ট হোটেলে ২০৬ নম্বরে। ড্রেক জানতে চেয়েছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিনা।'

'পলকে জানাও সে যেন বাইনামকে যেমন করে হোক আটকে রাখে যাতে সে কোন ফোন করতে না পারে, আমি নিজেই ওর বোনের সঙ্গে দেখা করব', ম্যাসন বললেন। 'তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে চলে গিয়ে তিজুয়ানার ভিল্টা দ্য লা মেসা হোটেলে এডওয়ার্ড গারভিনকে ফোন করবে। তার কাছ থেকে শেয়ার হোল্ডারদের ঠিকানা নিয়ে বিকেলে ফোন করবে। এটা করার পর তাকে জানাবে কি ঘটেছে। তাকে বলবে সে যেন মেক্সিকোতেই থাকে। পুলিশ যেন কোনরকমেই তাকে এনে লাশ সনাক্ত না করাতে পারে। ওই দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে এলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। ওকে ওর স্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলে শুধু ঘটনাটা জানাবে। আমি চললাম।'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ম্যাসন ডিক্সিল্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টে পেঁছে গেলেন। হোটেলটায় কোন কেরাণী ছিল না। বাসিন্দাদের নামের পাশে বোর্ডে শুধু একসারি বোতাম ছিল।

মিস ভি সি বাইনাম নামটা দেখে তার পাশের বোতাম টিপলেন ম্যাসন।

কয়েক মুহূর্ত পরে দরজার পাশে ঝোলানো টেলিফোন বেজে উঠতেই ম্যাসন রিসিভার তুললেন, 'হ্যাল্লো, আমি মিস বাইনামকে চাইছি।'

'আপনি কে আর কি চাই আপনার?' কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ম্যাসন কৌশলের আশ্রয় নিলেন, 'তেইশ সেণ্ট ডাকটিকিট দিয়ে একটা প্যাকেট নিতে হবে আপনাকে। দয়া করে নিচে এসে নেবেন?'

'ওহ্, এক মিনিট দাঁড়ান। আমি নিচে আসছি...নাকি আপনি ২০৬ নম্বরে নিয়ে আসতে অসুবিধা হবে? এলে ভাল হয়—।'

'ঠিক আছে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন সামনের দরজা ঠেলে ঢুকলেন। ২০৬ নম্বর তিন তলায়। এলিভেটরে না উঠে ম্যাসন পায়ে হেঁটেই চললেন। তিনি ২০৬ নম্বর থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকতেই দরজাটা খুলে গেল আর তখনই ম্যাসন দেখতে পেলেন তার অফিসের ফায়ার এসকেপে যে মেয়েটি ছিল এ সেই ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স নামে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। তার দেহে জড়ানো একটা পোশাক, আর কিছু কাধে ঝুলছে। তার হাতে ধরা ছিল তেইশ সেণ্ট।

'প্যাকেট কই?' বলেই সে আচমকা ম্যাসনকে চিনতে পেরে প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল হতাশায়।

ম্যাসন বললেন, 'প্যাকেটটা হলো যেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরে আপনি তুলে নিয়েছিলেন।'

ম্যাসন ওর ওই বিব্রত অবস্থার সুযোগ নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন।

'আপনি !…কিভাবে আমার খোঁজ পেলেন ?'

ম্যাসন দরজাটা বন্ধ করে বললেন, 'বেশি কথা বলার দরকার নেই, তাই আসল কথাই বলছি। আপনি যখন ফায়ার এসকেপের উপর ছিলেন তখন ধরা পড়ে গিয়ে একটা বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।'

'কেন, আমি তো… ।

'আমি গলিটায় গিয়ে বন্দুকটা খুঁজলেও পাইনি', ম্যাসন বললেন। 'খুব সম্ভব আপনার কোন সহযোগী ছিল সেখানে আর নাহয় সেটা অন্য কোথাও ফেলে দিয়েছিলেন আর পরে সংগ্রহ করেছিলেন।'

ভার্জিনিয়া ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'মিঃ ম্যাসন, আমি পোশাক পরছিলাম, আমি… ।'

'আমি বন্দুকটা সম্পর্কে জানতে চাই', ম্যাসন বললেন।

'ঘরে তেমন জায়গা নেই, আপনি যদি বসতে চান তাহলে আমি বাথরুমে গিয়ে পোশাক পরে আসতে পারি তারপর… ।'

'বন্দুকটার কথা বলুন', ম্যাসন বললেন।

'আমি আগেই বলেছি কোন বন্দুক ছিলনা।'

'বন্দুকটা আপনাকে দিয়েছিলেন আপনার ভাই ফ্র্যাঙ্ক এল বাইনাম', ম্যাসন বললেন। 'তিনি রিভারসাইডে থাকেন। আজই সকালে কোন এক সময়ে ওই বন্দুক দিয়ে মিসেস ইথেল গারভিনকে হত্যা করা হয়েছে! আগে বা পরে যখনই হোক আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ার দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতেই হবে ফায়ার এসকেপে আপনি কি করছিলেন আর গারভিন মাইনিংয়ের অফিসে কেন গোয়েন্দাগিরি করছিলেন। তাই এটাকে রিহার্সাল বলে ধরে নেয়াই বোধহয় ভাল হবে যাতে আপনার গল্পটা গুছিয়ে নিতে পারেন।'

'মিঃ ম্যাসন, আমি…ওই বন্দুকটা…ইথেল গারভিন—ওহ ভগবান!

'তাহলে বলুন, আপনার কথা শোনা যাক।'

হঠাৎ বসে পড়ল ভার্জিনিয়া, ওর পাদুটো দেহের ভার বইতে পারছিল না।

একটু চুপ করে থেকে ম্যাসন বললেন, 'আপনি যদি ওকে খুন করে থাকেন আপনার উকিলের সঙ্গে কথা বলার আগে আর কিছু বলার দরকার নেই। তবে অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকলে আমি তা জানতে চাই কারণ আমি এডওয়ার্ড গারভিনের স্বার্থ দেখছি।'

'সে…সে আপনার মক্কেল ?'

'হ্যাঁ।'

'সে এর মধ্যে আসছে কিভাবে ?'

ম্যাসন অধৈর্য ভাবে মাথা ঝাঁকালেন। 'সময় নষ্ট করবেন না। আপনি এলেন কিভাবে ?'

'আ···আমি আসিনি।'

'বন্দুকটার ব্যাপার কি ?'

'বন্দুকটা বেশ ক'সপ্তাহ আগে চুরি যায়', ভার্জিনিয়া বলল। 'ওটা এই ব্যুরোর ড্রয়ারে রাখতাম। আপনাকে দেখাচ্ছি—'. ও উঠে একটা ড্রয়ার খুলল।

ম্যাসন গ্রাহ্য না করে একটা প্যাকেট বের সিগারেট এগিয়ে ধরলেন।

মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া। ও বলল, 'এখানেই রাখা ছিল ওটা কাগজের বাক্সে। আজকাল এত অপরাধ হয় বলেই আমার ভাই ওটা কিনে দিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। ও এও বলেছিল রাত্তিরে যেন কাউকেই দরজা না খুলি।'

'বন্দুকটা শেষ কবে দেখেছিলেন ?'

'মনে নেই। ড্রয়ার যখন কোন দরকারে খুলতাম তখন দেখতাম। প্রায় তিন কি চার সপ্তাহ আগে··· ।'

ম্যাসন বললেন, 'সে রাত্রিতে আপনাকে যখন ফায়ার এসকেপে দেখে ফেলি তখন আপনার হাতে একটা বন্দুক ছিল। আপনি জানতেন আপনি ধরা পড়ে গেছিলেন। আপনি বন্দুকটা ওই গলিতে ফেলে দেন। বাইরে পালানোর জন্য আমার কাছে এক গল্প ফাঁদেন। আমি গলিতে খুঁজেও বন্দুকটা পাইনি, ওটা ছিলনা। থাকলে পেতাম নিশ্চয়ই। তাই জানতে চাই বন্দুকটার কি হলো ?'

'আমি তো বললাম সেটা চুরি গেছে আর··· ।'

'আর সেটা দুরাত আগে আপনার হাতেই দেখেছিলাম', ম্যাসন বললেন।

'আপনি শপথ করে বলতে পারেন সেটা ওই একই বন্দুক ?'

ম্যাসন হেসে বললেন, 'না, মিস ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি', তা বলতে পারি না বটে তবে জানি ওটা একটা বন্দুকই ছিল, পুলিশ অবশ্য আরও অনেক কিছুই জানতে চাইবে।'

একটু ইতস্তত করে ভার্জিনিয়া বলল, 'মিঃ ম্যাসন, বন্দুকটা কার হাতে আমি সত্যি জানি না। একটা ব্যাপারে আপনি ঠিক। ওটা আমার হাতে ছিল, আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই।'

'ফায়ার এসকেপে আপনি কি করছিলেন ?'

'গারভিন মাইনিং কোম্পানীর অফিসে একজনের উপর নজর রাখছিলাম।'

'সে কে ?'

'আসলে রাত্তিরে এই অফিসে কি হচ্ছিল সেটা দেখার জন্যই যাই। কতটা আশ্চর্য হই ভাবুন যখন দেখি অফিসের দরজা খুলে একজন বেরিয়ে আসে—একজন স্ত্রীলোক। যতদূর জানতাম সে এডওয়ার্ড সি গারভিনের স্ত্রী।'

'সে কি করছিল ?'

'তা দেখার সুযোগ পাইনি। আপনি বাধা দেয়ায় করতে পারিনি। তবে ওর হাতে একগোছা কাগজ ছিল, এখন মনে হচ্ছে সেগুলো প্রক্সি। সে ড্রয়ার খুলে যখন প্রক্সিগুলো ফাইল থেকে বের করছিল তখনই আপনি আমাকে দেখে ফেলেন,

আমিও আর কিছু করতে পারিনি।'

ব্যাপারটা ভাবলেন ম্যাসন। তিনি বললেন, 'অফিসে কার উপর নজর রাখছিলেন ?'

একটু যেন ইতস্তত করল ভার্জিনিয়া। ও বলল, 'যতদূর জানি সে সেক্রেটারি আর ট্রেজারার। তার নাম ডেনিব।'

'তাকে চেনেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম চেনেন ?'

'খুব ভাল করে নয়।'

'তার উপর নজর রাখছিলেন কি জন্য ?'

'কারণ আমার মা তার শেষ কপর্দক ওই কোম্পানীতে রেখেছেন, আমার ভয় হচ্ছিল কিছু একটা গোলমাল কোথাও আছে।'

'হ্যাঁ, এবার মনে হচ্ছে একটা জায়গায় আসছি', ম্যাসন বললেন। 'কোথাও গোলমাল আছে ভেবেছিলেন কেন ?'

'আমার মনে হয়েছিল কোন গোলমেলে কাজ হচ্ছে। মা ডাকে একটা প্রক্সি পান। তিনি সব সময় মিঃ গারভিনকেই প্রক্সি দিতেন। সবাই বোধ হয় তাই করে। শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানীর কাজে খুশি ছিলেন, তারা টাকা চাইতেন এবং পেতেনও।'

ম্যানন বললেন, 'গোপন করা ছাড়ুন। আপনি জানতেন কিছু একটা হচ্ছিল। আপনি ফায়ার এসকেপের উপর হাতে বন্দুক নিয়ে ছিলেন। ওটা আপনি গহনা হিসেবে নিয়ে যাননি, নিয়ে যান কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে।'

ভার্জিনিয়া বলল, 'ওটা আত্মরক্ষার জন্য নিয়েছিলাম, মিঃ ম্যাসন। রাত্তিরে বেরোলে ওটা সব সময় ব্যাগে রাখি। আমি একজন স্টেনোগ্রাফার, ফিরতে অনেক দিন রাত হয়। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন মেয়েদের উপর কি রকম অত্যাচার হয়। অবশ্য পারমিট ছাড়া ওটা বহন করা উচিত ছিলনা জানি। এই হলো ব্যাপার।'

'তাহলে বন্দুকটা হাতে রেখেছিলেন কেন ?'

'কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম। ধরা পড়লে কি হতো জানতাম না, তাই—।'

'ফায়ার এসকেপে আপনি কি করছিলেন ?'

'মা বলেছিলেন তিনি একটা প্রক্সি সই করে দিয়েছিলেন। পরে তিনি বলেন ডাকে আবার একটা প্রক্সি পেয়ে সেটাও সই করেছেন। আমি বুঝতে পারিনি ওরা দুবার প্রক্সি পাঠালেন কেন। কিন্তু মা যখন বললেন দ্বিতীয়টার বয়ান একটু আলাদা তখনই আমার কেমন সন্দেহ হয়। আমি তাই অফিসে গিয়ে অফিসের একটি মেয়ের কাছে জানতে চাই শেয়ারহোল্ডারদের সভা কবে আর আমায় মায়ের প্রক্সিটা একবার দেখতে পারি কিনা।

'তারপর কি হলো ?'

'মেয়েটি এরপর ডেনবিকে বললে তিনি অমায়িক ভাবে জানালেন নিশ্চয়ই আমি আমার মায়ের সই করা প্রক্সি দেখতে পারি। তিনি দেখালে বুঝলাম সেটা সেই প্রথমটা, ই সি গারভিনকে দেওয়া প্রক্সি। তাতে কোন সার্টিফিকেট নম্বর ছিলনা।'

'তারপরেই আপনি ফায়ার এসকেপে গিয়ে দাঁড়ালেন আর··· ।

'ব্যাপারটা অবাস্তব প্রমাণ করতে চাইছেন আপনি, তাই না, মিঃ ম্যাসন?'

'হ্যাঁ, একটু গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে তা ঠিক।'

'ব্যাপারটাকে আপনি মেয়েদের সহজাত ক্ষমতা ভাবতে পারেন। সব সময়েই আমি এই অনুভূতি অনুযায়ী চলি। ওখানে থাকার ফাঁকেই ডেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর অফিসটা দেখি। ওটা যে চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে তা জানতাম। ওখানে যেতে রেজিষ্টারে সই করতে হয়না তাও জানা ছিল আমার। ভেবেছিলাম ওখানে গিয়ে কথা বলব। ঠিক তখনই একটা দারুণ বুদ্ধি মাথায় খেলে যায়। তখনই বুঝি ওই ফায়ার এসকেপের নিচে একটা চাতাল ছিল যেটা ঠিক অফিসের জানালার সামনে। আমি তাই ফায়ার এসকেপ থেকে ওই চাতালে নেমে পড়ি। জানালাটা খোলা ছিল। আমার ইচ্ছে ছিল জানালা টপকে ভিতরে ঢুকে প্রক্সিগুলো দেখব। ঠিক তখনই জানালার কাচে কার যেন ছায়া পড়ল।

'দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম মিঃ ম্যাসন। তাই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করি। ভিতরের লোকটা আলো জেবলে ছিল। ধরা পড়ার ভয়ে আমি যেই নেমে আসি তখনই আপনাকে দেখতে পাই। এক মহা ঝামেলাতেই আমি পড়েছিলাম।'

'হুঁ, আপনি বেশ একগুঁয়ে মেয়ে বলতেই হবে।'

'হ্যাঁ মিঃ ম্যাসন, আমি ঠিক তাই। আমি যা করেছি তার জন্য খুবই দুঃখিত, মানে আপনার গালে যে চড় মেরেছি।'

'হওয়াই উচিত। আমারও বদলি পাওনা আছে।'

হেসে উঠল ভার্জিনিয়া। 'সত্যি সব ব্যাপারেই আপনার ব্যবহার কত ভাল। ওখানে কি করছিলাম বললে কখনক বিশ্বাস করবেন না। আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।'

'এখন সব কথা বেশ সহজভাবে বলছেন দেখছি', ম্যাসন বললেন।

'অবস্থাটা যে একদম আলাদা। আপনি আমাকে খুঁজে বের করেছেন। তার মানে—না থাক।'

'কি?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আপনি ওই বন্দুকটাও খুঁজে পেয়েছেন', অভিযোগ করল ভার্জিনিয়া। ওটার কি হয় তাই ভাবছিলাম।'

'আশা করি বন্দুকটার বিষয়ে আপনিই আরও কিছু বলবেন?' ম্যাসন বললেন।

'ওটা আমি গলিতে ছুড়ে ফেলিনি। ছোঁড়ার ভঙ্গীই করেছিলাম শুধু, তারপর হাত নামিয়ে ওটা ফায়ার এসকেপে দেয়ালের কাছে রেখে দিই। ভেবেছিলাম পরে

নিয়ে নেব···কিন্তু পরে গিয়ে আর পাইনি। আমার মনে হয় আপনিই বন্দুকটা খুঁজে পান। তারপর নম্বর দেখে আমার ভাই আর আমাকেও খুঁজে বের করেন।'

ম্যাসন বললেন, 'বন্দুকটা যে ওখানে আর ছিল না, কিভাবে জানলে, ভার্জিনিয়া?'

চোখ সরিয়ে নিতে চাইল ভার্জিনিয়া। ও বলল, 'একটা পথ নিশ্চয়ই ছিল।'

'সেটাই তো জানতে চাই', ম্যাসন বললেন।

ভার্জিনিয়া বলল, 'গতকাল রাতে আর তার আগের রাতেও আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গতকাল সারাটা রাতই থেকেছি। এখন তাই এত ঘুম পাচ্ছে! ঠাণ্ডার প্রায় জমে যাই। মিঃ ম্যাসন, ইচ্ছে হচ্ছিল আপনার অফিসে ঢুকে শরীরটা গরম করে নিই।'

'গতকাল সারা রাত তুমি ওখানে ছিলে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, সারা রাত।'

'আশা করি বাকি সব কথা খুলে বলবে এবার?'

'সাফাই করার মেয়েটি চলে যাওয়ার পর মিঃ ড্রেকের অফিসে যাই। সেখান থেকে ফায়ার এসকেপের পাশে চতালে যাই আর বন্দুকটা খুঁজতে থাকি, কিন্তু সেটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এতে খুব ভয় পেয়ে যাই।'

'বলে যাও', ম্যাসন বললেন। 'বাকিটা শোনা যাক। আমার মনে হচ্ছে তুমি যে এরকম সাবলীল ভাবে কথা বলছ তার কারণ আমি জানি। তবে সেকথা থাক।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' ভার্জিনিয়া প্রশ্ন করল।

'কিছু না, বলে যাও', তোমার কাহিনী শুনি।'

'যাই হোক, আমি সর্বত ভাবে তৈরী ছিলাম', ভার্জিনিয়া বলল। 'বায়াস আর বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছিলাম আমি। আমার গায়ে ভারি সোয়েটার আর কোট অবশ্য ছিল। ইডাহোয় কাজের অভিজ্ঞতা ছিল আমার তাই তৈরী হয়ে যাই।'

'আর তুমি সারারাত ওখানে কাটিয়েছিলে?'

'সারা রাত।'

'তোমার কি মনে হয়নি রাত দুটোর পর কেউ আসতে পারে না?'

'আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি। আমার মায়ের স্বার্থ আমাকে দেখতেই হতো। ওই কোম্পানীতে কোন জোচ্চুরি চলছিল।'

'তোমার এ ধারণা হয় কেন?'

'তার কারণ ওই সেক্রেটারি লোকট—সেই ডেনবি, সে সারা রাত অফিসে কিসব করছিল।

ম্যাসনের চোখে আগ্রহ জাগল। 'কি সব জিনিস করছিল?'

'আপনাকে সেসব বলব কিনা ভাবছি, মিঃ ম্যাসন। কে জানে আপনি অন্য পক্ষের হয়ে কাজ করছেন কিনা।'

ম্যাসন বললেন, 'যেমনই হোক, তুমি বলছই। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বলেছ। কি হয়েছিল জানার চেষ্টা করা যাক। কি করছিল ডেনবি?'

প্রথমত সে এক নাগাড়ে কথা বলতে চাইছিল। সবই সে ডিক্টাফোনের সামনে বলছিল। সে আঠারোটা রেকর্ড বলে যায়। তখনই দারুণ সন্দেহ জাগে আমার।

'কেন?'

'কেননা সে নানা ফাইল ঘেঁটে কাগজপত্র বের করতে থাকে। তারপর সিন্দুক খুলেও কিছু কাগজপত্র নিয়ে ওর ব্রিফকেস ঢোকায়। খুব সন্দেহ হয় আমার।'

'সে কতক্ষণ ছিল?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমি যাওয়ার আগেই সে এসেছিল আর সারা রাতই ছিল আর রেকর্ড করেছিল। ভোর হতেই আমি গায়ে আরও পোশাক চাপিয়ে নেমে এলাম কারণ দিনের আলোয় লোকজন আমাকে ফায়ার এসকেপে দেখে ফেলছিল। আমি ড্রেকের অফিসের সামনে দিয়ে এলিভেটরে চড়ে নেমে বাইরে চলে আসি তারপর সোজা বাড়ি। বাড়িতে ফিরে স্নান সেরে এককাপ কফি খাই। আমার মন শেয়ার হোল্ডারদের সভার জন্য উতলা হয়েছিল।'

'তুমি ইডাহোর কথা বললে', ম্যাসন বললেন। 'তুমি সেখানে থাকো?'

'এককালে থেকেছি।'

'কাজ করতে?'

'আপনি আমার ব্যক্তিগত সব কিছু জানতে চাইছেন কেন?'

'তুমি আমার গালে চড় মেরেছিলে তাই আমার অধিকার জন্মেছে।'

ভার্জিনিয়া বলল, 'ঠিক আছে যদি জানতে চান বলছি। আমি ইডাহোতে কাজ করেছি। আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি। আমি খনির শিবির আর জুয়ার ক্লাবেও কাজ করেছি।'

'ইডাহোতে জুয়া চালু আছে?'

'এখন আর নেই। অবশ্য কয়েক বছর আগেও ছিল। রুলেট ইত্যাদি নানা জুয়াখেলা হত। আমার ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট তাই সবাই পছন্দ করত আমায়। আমিও মানুষ চিনতে ভুল করিনা।'

ভার্জিনিয়া হঠাৎ উঠে ম্যাসনের চেয়ারের হাতলে বসল।

ও হেসে বলল, 'মিঃ ম্যাসন, আপনি সত্যিই দারুণ ভাল লোক। ওখানে অনেকে আমাকে চোখ টিপত তাই ভীষণ রাগ হত। আর তাই আপনি যখন রামায় সার্চ করবেন বলেন আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন অত ভাল ব্যবহার করলেন তখনই আমার মনে হলো আমি আপনার কাছে ঋণী—।'

ভার্জিনিয়া মিষ্টি হেসে ম্যাসনের কাঁধে হাত রেখে ওর মুখ নামিয়ে এনে এবার বলে উঠল, 'সত্যি বলছি…।'

ঠিক তখনই দরজায় জোরালো শব্দ জেগে উঠল। ভার্জিনিয়া বাইনামও প্রায়

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর দুচোখে হতাশার চিহ্ন। ও ম্যাসনের দিকে তাকাল।

দরজায় আবার শব্দ জেগে উঠল।

'কে···কে আপনি ?' ভার্জিনিয়া বাইনাম জানতে চাইল।

'পুলিশের হোমিসাইডের সার্জেণ্ট হলকোম্ব। দরজা খুলুন।'

ভার্জিনিয়া বাইনামের মুখ প্রায় রক্তশূন্য। ও পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল।

সার্জেণ্ট হলকোম্ব ভার্জিনিয়াকে প্রায় ঠেলে ঘরে ঢুকে পেরি ম্যাসনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

ম্যাসন বললেন, 'সুপ্রভাত, সার্জেণ্ট। তারপর তিনি ভার্জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'আমার মনে হচ্ছে এবার আমারও প্রবেশ।'

'ভুল বলছেন', সার্জেণ্ট হলকোম্ব বললেন, 'এখান থেকে এবার আপনার প্রস্থান।'

□ দশ □

পল ড্রেক ম্যাসনের বিরাট চেয়ারে ওর পছন্দসই ভঙ্গীতে বসে বলল, 'টুকরো সূত্রগুলো অনেকটাই গুছিয়ে আনতে পেরেছি, পেরি। সব কেমন ঝামেলায় জড়ানো।'

'কি জানতে পেরেছ, পল ?'

'ওই হ্যাকলি লোকটা মহা ধড়িবাজ। আপাতদৃষ্টিতে পুলিশ ওর সম্পর্কে কিছুই জানেনা, তাহলেও আমার ধারণা ওই নাটের গুরু।'

'মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে কি জেনেছ ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ময়না তদন্তের পর ডাক্তারের ধারণা রাত একটা নাগাদ মৃত্যু ঘটে। দেহের তাপ আর রিগর মরটিস দেখে একথা বলেছেন তারা। পুলিশও তাই ভাবছে।'

'ইথেল গারভিন রাত দশটা উনিশে বেরিয়েছিল ?'

'ঠিক। অবশ্য ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বলা যায়না তবু সে ওশানসাইডে যাওয়া মাত্র খুন হয়ে থাকতে পারে বা এক ঘণ্টা পরেও।'

'ওর গাড়িতে তেল ভর্তি ছিল। হত্যাকারী কখনও তা করেনি। মৃতা নিজেই করে। তেল সে র‍্যাঞ্চে ভরে।'

সায় দিল ড্রেক।

'পুলিশের খুন নিয়ে কিছু ধারণা আছে, পেরি।'

'যেমন ?'

'তাদের ধারণা মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে খুন হয়নি।'

'হয়নি ?'

'না। ওদের ধারণা মতো দরজা খুলে কাউকে ঢুকতে দেয়, সে তখন ডানদিকে বসে গাড়ি চালাচ্ছিল। খুনী তার মাথার পাশে গুলি করে তার দেহ স্টিয়ারিং হুইলের উপর রেখে দেয়, যাতে মনে হয় সে গাড়ি চালানোর সময় কেউ গুলি করে।'

'একটু দাঁড়াও', ম্যাসন বললেন। ঘটনার সঙ্গে এটা মেলেনা, পল। তোমার লোক অন্য গাড়ির দাগ খুঁজে পায়নি। অবশ্য দাগ পড়ার মত জায়গাটা না···।'

'তা জানি', ড্রেক বাধা দিল। 'তবে একটা কথা মনে রেখ, পেরি। দেহ যেখানে পাওরা যায় আপাতদৃষ্টিতে সেখানে আর একটা গাড়ি রাখা ছিল। যে লোকটা ইথেল গারভিনের দেহ নিয়ে আসে সে সতর্ক ভাবেই তা রাখে যাতে গাড়ির দরজা খোলা যায়। সে দেহটা সরিয়ে বন্দুক ফেলে যায়।

ম্যাসন অধৈর্য ভাবে বললেন, 'এত ঘোরালো পথে খুন করা।'

'এরকম হতেও তো পারে, পেরি? সূত্রও তাই বলে।'

'কি রকম সূত্র?'

'যেমন ধর, যে গাড়িটা আনা হয় সেটা পার্ক করা হয়।'

'সে কথা পুলিশ কিভাবে বলছে?'

'তারা এই রকমই ভাবছে। তাদের ধারণা কেউ নেমে রাস্তায় হেঁটে গেলেও ফিরে আসেনি। আর ওই বন্দুকটা গারভিনের হাতে যায় বলে খোঁজ মিলেছে।'

কথাটা শুনেই টান হয়ে গেলেন ম্যাসন। 'কি বললে?'

ড্রেক বলল, 'পুলিশ প্রথমে ফ্র্যাংক বাইনামকে বের করে, তারপর তার বোন ভার্জিনিয়ার খোঁজ পায়। ওরা ভার্জিনিয়াকে জেরা করার পর সে জানায় সে গারভিন মাইনিং করপোরেশনের অফিসে মায়ের স্বাথরক্ষার জন্য নজর রাখছিল। সে নাকি ফায়ার এসকেপে অপেক্ষা করার সময় বন্দুকটা সেখানে ফেলে রেখেছিল কারণ তাকে দেখে ফেলেছিলে তুমিই। ও ফায়ার এসকেপ বেয়ে এমনভাবে নামছিল বন্দুকটা রাখার সময় যাতে তুমি ওর পা দুটো লক্ষ্য করতে বাধ্য হও।'

'চুঃ চুঃ!' মুখ দিয়ে আওয়াজ করল ডেলা স্ট্রিট।

'তাই করেছিলাম', ম্যাসন বললেন স্বীকার করে। 'বলে যাও পল। তারপর কি হলো?'

'তারপর ড্রেক বলে চলল, 'পুলিশ বেশ আগ্রহ জাগানো সূত্র পায়। মনে হয় গারভিন পরের দিন তোমার সঙ্গে আলোচনা সেরে অফিসে এসে জানালার সামনে বেশ মেজাজী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিচের গলির দিকে তাকায়। তার চোখে পড়তে সে জর্জ এল ডেনবিকে বলে, 'ডেনবি, ফায়ার এসকেপের উপর ওটা কি বলতো?'

'বলে যাও', ম্যাসন বললেন, 'ব্যাপারটা একটা সিনেমার চিত্রনাট্যের মতই লাগছে।'

'যাই হোক, ডেনবি ওঁকে দেখেই অবাক হয়ে বলে, 'হা ঈশ্বর, মিঃ গারভিন

একটা বন্দুক বলে মনে হচ্ছে।' ফ্র্যাঙ্ক লিভোস, কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট, তিনিও এসে পড়েন। তিনজন দেখার পর লিভোস জানালা দিয়ে নেমে ফায়ার এসকেপ থেকে বন্দুকটা তুলে আনেন। তিনি সেটা ডেনবিকে দিয়ে বলেন, 'পুরো গুলি ভর্তি এটা।' ডেনবি সেটা এবার গারভিনকে দেন। গারভিন গোয়েন্দার মতই বলে ওঠেন, 'এটায় কোন মরচে ধরেনি, তার মানে খুব বেশিদিন এখানে রাখা হয়নি। ফায়ার এসকেপে বন্দুক হাতে কেউ ছিল, কিন্তু কে হতে পারে সে তাই ভাবছি।'

'ডেনবি পুলিশে জানানোর কথা বললেও গারভিন বলেন, 'এটা নিয়ে একটু ভেবে দেখতে হবে। শেয়ার হোল্ডারদের সভার আগে কোন কিছু ঘটুক আমি তা চাই না।'

'বলে যাও', ম্যাসন বললেন। 'একটা খুনের অস্ত্র মিলেছে যার উপর তিনজন মানুষের আঙুলের ছাপ থাকা সম্ভব।'

'যাইহোক', ড্রেক বলল, 'লিভোস এক কাপ কফি খেতে যান, তিনি সভার জন্য আগেই এসেছিলেন।

গারভিন লিভোসকে বলেন তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু বেড়াতে যাচ্ছেন। তাই সভার আগে একটু ছুটি কাটাতে গেলে আর কাজের কথা একদম ভুলে যাবেন। বন্দুকটা তিনি তাকে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেণ্টে রেখে দিতে বলেন কারণ তিনি ওটা পরে ভালভাবে পরীক্ষা করবেন, চমৎকার বন্দুক ওটা।'

'তারপর।'

'লিভোস কফি খেতে যাওয়ার আগে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেণ্ট খুলে কেউ কোথাও দেখছে কিনা লক্ষ্য করে নিয়ে বন্দুকটা সেখানে রেখে দেন আর চলেও যান। পরে কফি খেয়ে অফিসে আসার পর সকলে কথা বলার পর গারভিন শেষ কিছু আদেশ দিয়ে বিদায় নেন। ডেনবি বলেছেন তিনি গারভিনকে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্ট-মেণ্ট খুলে বন্দুকটা ঠিক রয়েছে কিনা দেখে নিতে লক্ষ্য করেছেন। এরপর ডেনবি নিজে গাড়িতে চলে যান। ভার্জিনিয়াকে পুলিশ জেরা করলেও সে বলেছে তুমি তাকে ভালভাবেই সার্চ করেছ।'

ডেলা স্ট্রিট শিস দিয়ে উঠল।

'আসল কথা হলো', ম্যাসন বললেন, 'ওই তরুণী আমার অফিসের বাইরে ঘুরঘুর করছিল। সে ফায়ার এসকেপের উপর থেকে আমার উপর নজর রেখেছিল যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি কিছুতেই তাকে ঘরে ঢুকে বন্দুক ত্যাগ করতে দিতে চাইনি।'

'তোমায় দোষ দিচ্ছি না', ড্রেক বলল।

ম্যাসন ডেলাকে বললেন, 'ফোনে গারভিনকে ধর।'

ডেলা ফোন করতে লাগল।

'সময়ের ব্যাপারটা কি, পল?' ম্যাসন জানতে চাইলেন। 'পুলিশ সকলের

অ্যালিবাই পরীক্ষা করেছে।

'পুলিশ আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলতে চায়না, পোর। আমিই খোঁজ খবর নিয়ে যা জেনেছি তা হলো ডেনবি এখানে সারারাত কাজ করে। সে বলেছে সারা রাতই সে থেকেছে সেক্রেটারির জন্য কাগজপত্র তৈরী করেছে। ডেনবি বলেছে লিভেসিই তাকে ফোন করে মিসেস গারভিনের মৃত্যুর কথা জানান। ভার্জিনিয়া বাইনাম যা বলেছে তাও এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য করে ডেনবি সারারাত অফিসে যা যা করেছে সবই বলেছে এতে ডেনবির অ্যালিবাই দৃঢ় হয়েছে। যদিও পুলিশ মানতে চায় না ডেনবির কোন মোটিভ থাকতে পারে।'

'ভার্জিনিয়া আমাকে ও পুলিশকে যা বলেছে তা অবিশ্বাস্য হলেও এরকম মাঝে মাঝে সত্যিও হয়। লিভেসির ব্যাপার কি ?' ম্যাসন বললেন।

'লিভেসি একজন অবিবাহিত পুরুষ। তিনি বাড়িতে শায়িত ছিলেন, যদিও তার কোন সাক্ষী নেই, তাই অ্যালিবাই নেই ! পুলিশ তাই বলেছে তার বিয়ে করা দরকার এরকম ক্ষেত্রে।'

'পুলিশ ঠিকই বলেছে', ম্যাসন বললেন।

'পুলিশ এখন উদগ্রীব গারভিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তিনি যে শেয়ার-হোল্ডারদের সভায় হাজির হবেন পুলিশ তা জানে তাই তারা পরিকল্পনা করেছে হাজার টন বোঝা নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যখন সে··· ।'

ডেলা বলে উঠল, 'আপনার ফোন, চিফ।'

'গারভিন বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'গারভিন, ম্যাসন বলছি। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, অত্যন্ত সাবধানে জবাব দেবেন।'

'হা ঈশ্বর, ম্যাসন', গারভিন বললেন। 'এ তো ভয়ংকর। আজ সকালে আপনি চলে গেলেন কেন। আমাকে কেনই বা ডাকেননি।'

'আমার ধারণা আপনি বিরক্ত করা চাননি।'

'হা ভগবান, এরকম এক ব্যাপার ঘটল আর আপনি চলে গেলেন—আমি এখনই আসতে চাই। আমি দেখতে চাই এসব কি··· ।'

'আপনি ওখানেই থাকবেন', ম্যাসন বললেন। 'আজ দুটোর স্টক হোল্ডারদের সভা নিয়ে ভাববেন না। ডেলা শেয়ার মালিকদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করছে সকলেই যাতে স্বয়ং হাজির হয়। আমরা ঠিক মত নিয়ন্ত্রন করতে পারব।'

'কিন্তু আমি থাকতে চাই··· ।'

'আপনি ওখানেই থাকছেন। এসব করা চলবে না। কারো সঙ্গে কথা বলবেন না, হোটেল ছেড়েও বেরোবেন না। কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন আমার সঙ্গে কথা বলার আগে কোন উত্তর দেবেন না। আর শুনুন নাম সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন।'

'নাম ? মানে ?'

'নাম মানে নাম', ম্যাসন বললেন। 'একটা বস্তু। এখন শুনুন, পরশু রাত্তিরে অফিসে আপনি জানালা দিয়ে যখন তাকিয়েছিলেন তখন কিছু একটা ফায়ার এসকেপে পড়ে থাকতে দেখেন ? ধাতব কোন কিছু ?'

'ওহ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি সেটা— ।'

'সাবধান', ম্যাসন বললেন, 'ভাসা ভাসা জবাব দেবেন, কেউ পাশ থেকে না শোনে, মধ্যের পার্টিশন খুব পাতলা। এবার বলুন সেই বস্তুটির কি হয় ?'

'লিভেস নেমে সেটা তুলে আনে। অনেক আলোচনার পর আমি তাকে সেটা আমার গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রাখার জন্য বলি। ও তাই করে। আসলে, মিঃ ম্যাসন, ওটার কথা আমার একদম মনে পড়েনি। নিশ্চয়ই সেখানেই আছে।'

'এখনই গিয়ে একবার দেখে আসুন রিসিভার রেখে, আমি লাইন ধরে থাকছি।'

'ঠিক আছে।'

'আর একটা কথা, গাড়ির চাবি ওই মহিলাকে আপনি দেননি ?'

'না। ভুলে গিয়েছিলাম। চাবি আমার পকেটেই ছিল।'

'সারা রাত পকেটে ছিল ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'গাড়ি কেউ সরায়নি ?'

'কখনই না!'

'দরজাও বন্ধ ছিল।'

'নিশ্চয়ই। গাড়ি যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে।'

'যান, দেখে এসে বলুন জিনিষটা সেখানেই আছে কিনা।'

'ঠিক আছে, লাইন ধরে রাখুন— ।'

ম্যাসন লাইন ধরে থাকার কিছুক্ষণ পরে গারভিনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি, 'ম্যাসন—ম্যাসন, ওটা সেখানে নেই!'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'কখন গেল ?'

'উঃ ভগবান! নিশ্চয়ই আমরা লস এঞ্জেলেস থেকে রওয়ানা হওয়ার আগেই কেউ সরিয়েছে, এখান থেকে কেউ নিতে পারে না।'

'আপনি নিশ্চিত ?

'নিশ্চয়ই। কিন্তু জানব কিভাবে ?'

'গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট আগে দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, লিভেস ঠিক মত রাখল কিনা দেখেছিলাম। সে রেখেছিল।'

'জায়গাটা শেষ কখন দেখেন ?'

'এইবারই মাত্র। ওহ—না দাঁড়ান, লোরেন একবার খুলে আমার সান গ্লাস বের করেছিল।'

'লোরেন কোথায় আছে ?'

'এখানেই, লবিতে। একটু দাঁড়ান।'

'উত্তেজিত হয়ে কথা বলবেন না, কেউ যেন না শোনে। তাকে ফোন বুথেই কে আনুন

'ঠিক আছে ?'

একটু পরেই ম্যাসন চাপা স্বর শুনতে পেলেন। গারভিন বললেন, 'সে এসেছে।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'তাকে জিজ্ঞেস করুন সানগ্লাস ছাড়া সে···।'

'প্রশ্ন করেছি', গারভিন বললেন, 'সে বলেছে, ওরকম কিছু সেখানে ছিলনা।'

'কিন্তু আপনি রওয়ানা হওয়ার আগে দেখেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপরেই গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হন ?'

'আমি···না, এক মিনিট দাঁড়ান। চুরুটের জন্য একটা দোকানে গিয়ে চুরুট নি, তারপর স্ত্রীর সঙ্গে রওয়ানা হই।'

'ঠিক আছে, ওখানেই অপেক্ষা করুন। আমি সন্ধ্যার আগেই যাচ্ছি।'

□ এগারো □

গারভিন হোটেল ভিস্তা দ' লা মেসা'য় পায়চারি করার মুখে ম্যাসন হাজির হলেন। ম্যাসনের মুখ দেখে তার মুখে হাসি ফুটল।

'ঈশ্বরকে ধন বাদ, আপনি এসে পড়েছেন ম্যাসন', গারভিন বললেন। 'মনে হচ্ছিল আর আসবেন না। নতুন কিছু আছে ?'

'আমরা এইমাত্র শেয়ারহোল্ডারদের সভা থেকে আসছি', ম্যাসন বললেন।

'কি রকম দেখলেন ?'

'একেবারে ঘাড় ধরে। স্মিথ নামে একজন গোলমাল পাকানোর তালে থাকলেও সব সামলানো গেছে। ওই ডিরেক্টর বোর্ড'কেই আরও এক বছর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আপনাকেও আর এক বছরের জন্য জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয়েছে একই মাইনে আর বোনাস সহ। আপনার সব কাজ অনুমোদন করা হয়েছে।'

'চমৎকার', গারভিন বললেন। 'এবার ইথেলের কথা বলুন। ঈশ্বরের শপথ, এ অতি সাংঘাতিক ঘটনা। নানা কথা ভাবছিলাম। কি করে এমন হলো ? ও কি আত্মহত্যা করেছে ?'

'আপাতদৃষ্টিতে না। সম্ভবত খুন।'

'কিন্তু কে ওকে খুন করবে ?'

'পুলিশও প্রশ্নটা করছে। আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

'ওর ঘরে।'

ম্যাসন বললেন, 'আমরা ওখানেই যাব। আমি ডেলা স্ট্রিটকে ডাকছি।'

ম্যাসন ডেলাকে গাড়ি থেকে ডাকার পর তিনজনে লোরেনের ঘরের দরজার সামনে এসে টোকা দিতে শোনা গেল, 'ভিতরে এস।'

গারভিন দরজা খুলে বললেন, 'এই যে, লোরি।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', আন্তরিক হাসি দিয়ে এগিয়ে এসে ম্যাসনের হাত ধরলেন লোরেন। 'মিঃ ম্যাসন, আপনি আসায় কতখানি নিশ্চিন্ত হয়েছি বোঝাতে পারব না। এড তো ক্ষেপে উঠেছিল।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন বললেন। তারপর ডেলা স্ট্রিটকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, সভা ভালো ভাবেই হয়। আমার ভয় ছিল দলবদ্ধ বিদ্রোহ ঘটবে তবে তা হয়নি। ওই সব প্রক্সিতে ইথেলের নাম বসানো হয়তো সাংঘাতিক কিছু প্রকাশ করবে ভেবেছিলাম, অবশ্য তা হয়নি। তবে আমরা যাদের ডেকেছি তারা ছাড়াও বহু স্টক হোল্ডার হাজির ছিল। আপনি যাদের নাম দেন আপ ডেলা যাদের ডাকে তারা সকলেই সশরীরে হাজির হন। তবে অন্য লোকেরা কেন আসে বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

'যাক গে, সব তো ভালয় ভালয় মিটেছে', গারভিন বললেন। 'এবার ওই দুঃখজনক ঘটনার কথা বলুন।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি ঢেকে না রেখেই বলছি, গারভিন। আপনি একজন মুতদার ব্যক্তি। এটা মেক্সিকোয় আপনি স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করা পাল্টাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে তাই আপনি যান আমি চাই না! যদিও খারাপ দেখায় আপনি আপনার বিগতা স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিতে থাকতে পারছেন না। তবু তাইই করতে হবে। অনেক কথা আছে যা এখনই আপনাকে বলতে পারছি না।'

'আমি সব জানতে চাই', গারভিন বললেন। 'কি করে এমন হলো বলুন, মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন বললেন, 'তার উপর নজর রাখতে আমি একজন গোয়েন্দা লাগাই। উনি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোন দশটা উনিশে। সম্ভবত কোন টেলিফোন পান তিনি যাওয়ার ঠিক আগে। আমার গোয়েন্দাকে তিনি ধোঁকাও দেন। পরে তার খোঁজ পাওয়া যায় ওশানসাইডের দক্ষিণে এক জায়গায়। কেউ তার মাথায় ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার থেকে গুলি করেছিল।

'এখন ওই রিভলবার সম্ভবত সেটাই যেটা কদিন আগে আপনি ফায়ার এসকেপে পেয়েছিলেন। আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। হয়তো তাতে আঘাত পাবেন তবু উপায় নেই। পুলিশও আপনাকে একই প্রশ্ন করবে। তারা শোনার আগে আমি তাই আপনার উত্তর শুনতে চাই।'

'কি প্রশ্ন করবেন করুন', গারভিন বললেন। 'ওই রিভলবার সম্পর্কে'…।'

'রিভলবারের বিষয়ে আমি ভাল রকম খোঁজ নিয়েছি', ম্যাসন বললেন। 'এখন আমার প্রশ্নের বিষয় হবেন আপনি।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলতে চাইছেন বলুন তো ?'

'গত রাত্রিতে কোথায় ছিলেন আপনি ?'

'কোথায় ছিলাম ? কেন, আপনিও তো আমার সঙ্গে ছিলেন।'

'ঘরে ঢোকার পর কি করেন আপনি ?'

'শুয়ে পড়ি।'

'সারারাত তাই ছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'একবারও বাইরে যাননি ?'

'কখনও না।'

'আপনিও তাই জানেন মিসেস গারভিন ?'

'নিশ্চয়ই', তিক্তস্বরে বললেন লোরেন।

'শুনুন, রাগ করার কারণ নেই', ম্যাসন সাবধান করে দিলেন। 'কোন ছিদ্র যাতে পুলিশ না পায় আমি তারই ব্যবস্থা করতে চাই। আপনারা মধ্যরাত্রির আগেই ঘুমোন ?'

'বোধহয় তারও আগে।'

'আপনার ঘুম গাঢ় ?'

'আমার ঘুম গাঢ় নয়', গারভিন বললেন। 'আমার স্ত্রীর ঘুম গাঢ়।'

'খুবই খারাপ', ম্যাসন বললেন।

'এতে খারাপ কিছু তো মাথায় আসছে না', লোরেন বললেন।

'আপনি আপনার স্বামীকে কোন অ্যালিবাই দিতে পারছেন না।'

'নিশ্চয়ই পারি। আমার রাত একটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এডওয়ার্ডের নাক ডাকছিল বলে তাকে পাশ ফিরে শুতে বলি। তারপর সে পাশ ফেরার পর ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে প্রায় আড়াইটে কি পৌনে তিনটেয়।'

'সময়টা জানলেন কি ভাবে ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

লোরেন বললেন, 'কোথাও ঘড়িতে তিনটের ঘণ্টা বাজতে শুনেছিলাম। ঘুম আসছিল না বলে উঠে এক গ্লাস জল আর অ্যাসপিরিন খাই। একটু মাথা ধরেছিল আমার।'

ম্যাসন নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস ফেললেন। 'চমৎকার। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম আপনাদের অ্যালিবাই যেন নিশ্ছিদ্র হয়। এবার ওই বন্দুকের কথায় আসা যাক…।

বন্দুকটা কখনই ওই গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিলনা, মিঃ ম্যাসন', লোরেন বললেন।

'আমি এডওয়ার্ডের সানগ্লাস খুঁজতে গিয়ে দেখেছি।'

'সেটা কখন ?'

'লস এঞ্জেলেস থেকে রওয়ানা হওয়ার পরেই। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটু অবাক হয়েছিলাম কারণ সব কিছু পিছনে ঠেলে রাখা ছিল, যেন কিছু একটা সামনে রাখা ছিল।' লোরেন বললেন।

'কোন বন্দুক ছিলনা ?'

একদম না। বন্দুকটা কেউ নিতে পারে আমরা একটু বিয়ার খাওয়ার সময়।'

'ঠিক' গারভিন বললেন।

'ওই সময় গাড়ি বন্ধ ছিলনা ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না, আমি ইঞ্জিনও বন্ধ করিনি। শুধু আইসবক্সের কাছে গিয়ে দুটো বোতল নিই, লোরেনও সঙ্গে ছিল। ওই সময় কেউ বন্দুকটা সরিয়ে থাকতে পারে।'

'এমন কেউ যে এজন্য আপনাকে অনুসরণ করেছিল ?'

'আমার তা মনে হয়না। আশেপাশের বাচ্চারা করে থাকতে পারে।'

'একাজ বাচ্চাদের নয়। যে ওটা নিয়েছে সে উদ্দেশ্য নিয়েই তা করেছে। বন্দুকটা আপনার আগের স্ত্রীকে খুন করার জন্যই নেয়া হয়।'

'ওরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ?'

'গুলি বের করার পরেই নিশ্চিত হবে পরীক্ষা করে। বাজি রাখতে পারেন ওই বন্দুকটাই খুনের জন্য ব্যবহার করা হয়।'

এতে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে', গারভিন বললেন। 'পুলিশ হয়তো ওটায় আমার আঙুলের ছাপও পাবে।'

'আপনি ওটা হাতে নিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, ডেনবি আর লিভেসিও নেয়। যে ফায়ার এসকেপে রেখেছিল সেও ধরেছিল। তাই অনেকেরই ছাপ থাকবে।'

'আমারও তাই ধারণা', ম্যাসন বললেন। পুলিশ তাদের কথা আমাকে বলেনি।'

'দেহটা ওশানসাইডের কাছে পাওয়া গেছে ?' লোরেন গারভিন উদ্দেশ্য নিয়েই যেন বললেন।

'ঠিক', ম্যাসন বললেন। 'হ্যাকলির সঙ্গে এখনও কথা বলিনি। তার সম্পর্কে পুলিশ কিছুই জানেনা এখনও। আমি ওশানসাইডেই যাচ্ছি, পল ড্রেক সেখানে আসছে।'

'পল ড্রেক ?' লোরেন প্রশ্ন করলেন।

'আমার হয়ে যে গোয়েন্দার কাজ করছে', ম্যাসন বললেন। 'সেই ইথেলের খোঁজ পায়। চমৎকার লোক সে।'

'যাই হোক এটা ভাবা দরকার ইথেল ওশানসাইডে যায় আর সেখানে তার প্রেমিক থাকে', লোরেন বললেন।

'আমরা এখনও জানতে পারিনি সে ওর প্রেমিক কিনা, তার সম্পর্কে কিছুই জানিনা', ম্যাসন উত্তরে বললেন। 'সে কঠিন ধাতুর মানুষ। আপাতত সুখের বিষয় তার কথা আমরা জানলেও পুলিশ জানেনা। এটাও সুখের কথা ইথেল ওশানসাইডে যায়। এমন কিছু সূত্র মিলেছে যাতে সন্দেহ জাগে ইথেল তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই গিয়েছিল, আর···।'

তখনই ভিতর থেকে সেনোরা ইনোসেন্ট মিগুয়েরিনিও'র গলা শোনা গেল, 'এই জায়গাটা আমার বাবার আর তারও আগে আমার ঠাকুর্দার। আমি এখন এটাকে যারা বেড়াতে আসে তাদের থাকার মতই বানিয়েছি। তাদের ঘুমোনোর জায়গা চাই তো, তাই না?'

'বুঝলাম', একজন পুরুষ উত্তর দিল।

'এটা পুরনো আমলের জমিদারি', সেনোরা বললেন।

পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'শুনে সুখী হলাম। দুবছর আগে যখন আসি তখন এটা দেখিনি।'

'তাতো হবেই, বাবা ভাঙাচোরা বলে ঢেকে রেখেছিলেন যে।'

'তাই বুঝি, না···।'

সেনোরা খিলখিল করে হেসে উঠলেন, 'ভ্রমণকারীরা পুরনো স্পেনীয় বাড়িতে থাকতে চায় যে।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আমাদের ভাষা বোঝেন, না?'

'না, তবে দুএকটা কথা বুঝি।'

'ভিতরে এসে বসবেন তো?'

'হ্যাঁ, খুব ধন্যবাদ।'

ম্যাসন গারভিনের হাসিমুখ লক্ষ্য করে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করে থাকতে বললেন।

জানালা দিয়ে পুরুষটির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এডওয়ার্ড গারভিন নামে একজন স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আছেন, তাই না? তার বড় গাড়ি ওখানে রয়েছে?'

'ওহো, নিশ্চয়ই। সেনর গারভিন আর সেনোরা। খুব সুন্দরী মহিলা, কি লাল চুল। তাদের বন্ধু পেরি ম্যাসনও সঙ্গে আছেন।'

'সেই শয়তান!' কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল।

ম্যাসন গারভিনের কাছে গিয়ে বললেন, 'গলার স্বর হলো শহরের পুলিশের লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগের। একে যদি স্মার্ট বলে আপনার মনে না হয় তাহলে একটু দাঁড়ান দেখতে পাবেন।'

সেনোরা এবার বললেন শোনা গেল, 'তাদের ঘরের নম্বর পাঁচ আর ছয়। ওরা আপনাকে দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে তাই না?'

'না', ট্র্যাগ বললেন।

ম্যাসনের কানে এল দরজার হাতলে শব্দ জেগে উঠেছে। তিনি এগিয়ে পাল্লা খুললেন।

'আরে ট্র্যাগ যে। কেমন আছ?'

'ম্যাসন!' বিস্মিতভাবে বললেন ট্র্যাগ। 'আর সঙ্গে স্বনামধন্য মিস স্ট্রিটও আছেন। তোমাকে দেখে খুশি হলাম, ম্যাসন। অনেকদিন দেখা হয়না।'

'হ্যাঁ· তা বেশ কিছুকাল বৈকি', ম্যাসন স্বীকার করলেন। 'লেফটেন্যাণ্ট, ইনি মিঃ এডওয়ার্ড গারভিন।'

'আলাপ করে আনন্দিত হলাম', ট্র্যাগ বললেন।

ম্যাসন এবার ঘরের কোনের দিকে লোরেনের দিকে ফিরে বললেন· মিসেস গারভিন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি শহরের পুলিশের হোমিসাইডের লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ।'

লোরেন ঠোঁট টিপে মৃদু হাসলেন, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

লেঃ ট্র্যাগ গারভিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর বিষয়ে শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, খুবই আঘাত পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমি···আমি কি করব বুঝতে পারছি না।'

'এটা হওয়া সম্ভব তাকে লস এঞ্জেলেসে হত্যা করে ওশানসাইডে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই এই ঘটনায় আমার আগ্রহ জেগেছে। এখন আপনার সাহায্য চাই। অন্ত্যেষ্টির জন্য আপনি এসে ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়, আর···।

'আর আপনি তাহলে স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহের অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন', ম্যাসন বাধা দিয়ে বললেন।

ট্র্যাগ ঘুরে বললেন, এসব কথা বলার দরকার ছিল না।

'আমি শুধু জানিয়ে দিতে চাইছিলাম ঝুঁকি আছে, কেমন', ম্যাসন বললেন।

'কথাটা শুনুন'· কোন দুষ্টু ছেলেকে যেন বোঝাচ্ছেন এমনভাবে বললেন ট্র্যাগ। আমি মিঃ গারভিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তার কোন ক্ষতি করব না আমি, তার গোপন করারও নিশ্চয়ই কিছু নেই, তবে তার স্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়ে কিছু একটা আছে যা আমি জানতে চাই। তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'চমৎকার', ম্যাসন বললেন। 'আমরা দুজনেই সাহায্য করব।'

'তোমার সাহায্য ছাড়াই আমার চলবে', ট্র্যাগ বললেন।

'শোন, শোন, লেফটেন্যাণ্ট। একজনের চেয়ে দুজনই ভাল।

'আমার মনে হয় এক্ষেত্রে অন্য প্রবাদটাই মেনে চলা ভাল', হেসে বললেন ট্র্যাগ। 'পুরনো সেই প্রবাদ ভেবে দেখো অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'

'ইথেল গারভিন আত্মহত্যা করেনি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'সে আত্মহত্যা করেনি', ট্র্যাগ বললেন। মাথায় গুলিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে।

তিনি তখন তার গাড়িতে ডান দিকে বসেছিলেন। তারপর তাকে সরিয়ে রেখে কেউ গাড়িটা চালিয়ে অনেকটা পথ যায় পরে তার দেহ চালকের আসনে রেখে সে অন্য একটা গাড়িতে চলে যায়।'

'যে গাড়িটা ওকে অনুসরণ করেছিল?' ম্যাসন বললেন

মাথা ঝাঁকালেন ট্র্যাগ। 'আমার তা মনে হয় না, ম্যাসন। আমার ধারণা খুনী গাড়িটা কোথাও পার্ক করে রাখে। পরে মৃতার সঙ্গে দেখা হলে তাকে হত্যা করে নিজের গাড়িতে পালিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ড লস এঞ্জেলেসেও হয়ে থাকতে পারে।

'এক্ষেত্রে যদিনা তার একজন সহযোগী থাকে', ম্যাসন বললেন। 'সেক্ষেত্রে এটা দুজনের কাজ।'

'সেক্ষেত্রে এটা দুজনের কাজ হবে', ট্র্যাগ বললেন, 'তবে আমরা মনে করি এটা একজনেরই কাজ।'

'কি রকম?'

'যেমন খুনীর কোন সহযোগী তার গাড়িটা কোথাও দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে পারত। হত্যা করার পর তার সহযোগী সেই গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এলে খুনী তাতে চড়েই চলে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। হত্যাকারী নিজেই গাড়ি এনে কোথাও দাঁড় করিয়েছিল!'

ট্র্যাগ এবার গায়ভিনের দিকে তাকালেন। 'আমি জানি এটা আপনার কাছে বেদনাদায়ক বিষয়। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই রহস্যভেদের জন্য সব রকম সাহায্য করবেন। আপনাদের মধ্যে যত বিরোধই থেকে থাকুক নিশ্চয়ই আপনি সব পরিষ্কার করে দেবেন, নয়কি?'

'একটু ইতস্তত করলেন গারভিন।

'কথাটা এইভাবে বলি', ট্র্যাগ বললেন বরফের মত শীতল দৃষ্টি নিয়ে, 'আপনি একজন খুনীকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন না?'

'কখনই না', গারভিন দ্রুত উত্তর দিলেন।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম', ট্র্যাগ বললেন। 'এখন আপনি যদি সীমান্ত পেরিয়ে আসেন আমরা তাহলে··· ।'

'আমি বলছি সেটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। সেটা এই ভদ্রলোক আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র ব্যাপার। উনি আসবেন কি আসবেন না তাতে অবস্থা পাল্টাবে না। আমি জানি না ডি এ এক্ষেত্রে কি করবেন। তিনি বাদী মৃত বলে মামলা খারিজ করে দিতে পারেন বা তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এই স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিয়ের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই, আমার আগ্রহ খুনের ব্যাপারে।'

'আমাদের মধ্যে তফাৎ সেটাই', ম্যাসন খুশির স্বরে বললেন। 'আমি আবার খুন আর ওই বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী।'

'শোন', ট্র্যাগ ম্যাসনের ভাবভঙ্গীতে নিজের সৌজন্য প্রায় হারাতে শুরু করে বললেন, 'এটা ভেবোনা এই লোকটির এ ব্যাপারে কোন বিচার করার সুযোগ আছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্ত্রী থাকা অবস্থায় পুনর্বিবাহ। আমরা ওকে যেকোন সময়েই মেক্সিকোর বাইরে নিয়ে যেতে পারি। এজন্য সহজ আর কঠিন দুটো পথই আছে।'

'আমরা কঠিন পথই পছন্দ করি', ম্যাসন খুশির স্বরে বললেন।

'এরকম কোর না', ট্র্যাগ বললেন। 'তুমি ভালই জান আমরা ইচ্ছে করলেই ওকে নিয়ে যেতে পারি। আমরা ওকে এই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিয়ের অপরাধে জড়াতে পারি যার ফলে মেক্সিকো থেকে বহিষ্কার করা সম্ভব। লাল ফিতের ফাঁস এড়ানোর জন্য যে সময়টুকু দরকার তাই এড়াতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি কিন্তু এই দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে বেশ মজার মুখোমুখি হতে পার', ম্যাসন বললেন।

'ফুঃ!' লেফটেন্যাণ্ট ট্র্যাগ বললেন। 'এসব আমাকে শুনিও না, ম্যাসন। তুমি ভালই জান এই মেক্সিকান বিচ্ছেদ বলে ও যা পেয়েছে সেই কাগজের কানাকড়িও দাম নেই। তুমি এও জান মেক্সিকান বিয়ে দুই বিয়েরই সগোত্র।'

ম্যাসন বললেন, 'এ ব্যাপারে সুন্দর একটা আইন আছে লেফটেন্যাণ্ট। আমাদের সিভিল কোডের ৬১ ধারা বলছে স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনি আর গোড়া থেকেই অচল।'

'ঠিক এই কথাই আমি বলছি', ট্র্যাগ বললেন।

'অন্য দিকে', ম্যাসন বললেন, '৬৩ ধারা বলছে ভারি সুন্দর কিছু।

'যেমন?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

ম্যাসন পকেট থেকে ৬৩ ধারা লিখে আনা একটা কাগজ বের করলেন।

'শোন, লেফটেন্যাণ্ট, 'এই রাজ্যের সীমানার বাইরে অনুষ্ঠিত বিবাহ সেই রাজ্যে আইন সঙ্গত হলে সেই বিবাহ এই রাজ্যেও সিদ্ধ পরিগণিত হবে।'

ট্র্যাগ বললেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ? মেক্সিকোর ওই বিয়ে বিচ্ছেদ ছাড়া কিছুই না।'

'ঠিক', ম্যাসন বললেন, 'তবে মেক্সিকো বিচ্ছেদ সিদ্ধ বলে গ্রাহ্য করে।'

'বেশ, তা গ্রাহ্য করলে কি হবে?'

'তাহলে আর একবার পড়ছি শোন', ম্যাসন ধারাটা আর একবার পড়ে গেলেন এরপর।

ট্র্যাগ টুপি খুলে মাথা চুলকে বললেন, 'আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

'স্বাভাবিক', ম্যাসন উত্তর দিলেন। 'বিবাহ মেক্সিকোয় সিদ্ধ, অতএব তা অন্য রাজ্যেও সিদ্ধ। বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেও কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার আইন তাই বলে।'

'কিন্তু এটা প্রমাণ করা সম্ভব এই দুজন ক্যালিফোর্নিয়ার বিয়ের আইনকে কলা দেখাতেই এখানে আসে আর… ।'

ম্যাসন হেসে মাথা ঝাঁকালেন, 'ম্যাকডোনাল্ডের, ৬ ক্যালিফোর্নিয়া (দ্বিতীয়) ৪৫৭—এই মামলার রায় পড়ে দেখতে পার, প্যাসিফিক রিপোর্টের ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছে । এতে বলা আছে স্পষ্ট করেই যে কেউ বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে গেলে এবং বিয়ে করলে তা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেও আইন সিদ্ধ হবে ।'

'চুলোয় যাক', ট্র্যাগ বললেন, 'মেক্সিকোর বিচ্ছেদ ক্যালিফোর্নিয়াতে গ্রাহ্য নয় একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করছ ?'

'স্বীকার করছি না, তবে আপাতত তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি ।'

'তাহলে এই বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয় ।'

'এ বিয়ে সোনার মত খাঁটি', ম্যাসন বললেন ।

'তুমি বলতে চাও লোকটির দুই স্ত্রী আর… ।

'তা সে জানে না', ম্যাসন বললেন, 'শুধু আজ সকালে সে তা জেনেছে । সে এক বিচিত্র অবস্থায় আছে, সে আইনসিদ্ধ দ্বিতীয় বিয়ে করেছে আবার তার সম্পূর্ণ আইন সম্মত দুই স্ত্রী আছে তার ।'

'তুমি পাগল, ম্যাসন । দুরকম কথা বলছ আবার আইনি বুলি ঝেড়ে আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছ । এরকম কচকচি জুরিদের জন্য রেখে দাও, ব্যাস ।'

ম্যাসন বললেন, ট্র্যাগ, আমি বলছি ও মেক্সিকোয় পা রাখা মাত্রই ওই মহিলা ওর বিবাহিতা স্ত্রী । তবে স্বীকার করি যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখা মাত্র তার বিরুদ্ধে স্ত্রী বর্তমানে আবার বিয়ের অপরাধে দায়ী । আমি তাই চাইনা ও যুক্তরাষ্ট্রে যাক । সে এখানে আইনসম্মত স্ত্রীর সঙ্গেই রয়েছে । এখন মেক্সিকো তাকে বহিষ্কার করবে তখনই যখন সেদেশের আইনবিরুদ্ধ কাজ সে করবে । ক্যালিফোর্নিয়ার আইন এখানে অচল । এখানে সে এ দেশের অইন বিরুদ্ধ কিছু করেনি ।'

ট্র্যাগ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, মাঝে মাঝে এমন জোরালো ভাবে কথা বল যে বিশ্বাস না করে পারা যায় না…তোমাকে নিয়ে এটাই ঝামেলা । তোমার এত সুনাম হয়েছে এই জন্যই যে মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড় ।'

ম্যাসন তার মক্কেলকে বললেন, 'আপনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে চান, গারভিন ?'

গারভিন মাথা ঝাঁকালেন ।

'তবেই দেখ, ট্র্যাগ', ম্যাসন বললেন ।

ট্র্যাগ পকেট থেকে একটা আঙুলের ছাপ সংগ্রহের সরঞ্জাম বের করলেন । 'ঠিক আছে', তিনি বললেন, 'আশা করি আপনি এই খুনের রহস্যভেদের জন্য যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবেন ?'

'আপনি কি চান ?'

'আপনার আঙুলের ছাপ।'

'কেন?'

'আমার ধারণা ওই বন্দুকে আপনার আঙুলের ছাপ পেয়েছি।'

'সেটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে', ম্যাসন বললেন। 'তোমাকে খোলাখুলি বলছি ওতে আমার মক্কেলের আঙুলের ছাপ আছে, ট্র্যাগ। অবশ্য ওটা সেই বন্দুক হলে। ও ওটা ধরেছিল।'

'কোন বন্দুক?' সন্দেহের স্বরে বললেন ট্র্যাগ।

'একটা বন্দুক', ম্যাসন বললেন। 'যে বন্দুকটা গারভিন মাইনিং কোম্পানীর ফায়ার এসকেপের উপর রাখা ছিল। যে বন্দুকটা মিঃ গারভিন হাতে নিয়েছিলেন আর যেটা তার গাড়ির গ্নাভ কম্পার্টমেন্টে লস এঞ্জেলেস থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে রাখা হয়।'

ট্র্যাগ হো হো করে হেসে বললেন, 'তুমি সব সময়েই বেফায়দা আজগুবী ব্যাখ্যা দাও। তুমি স্বীকার করছ তোমার মক্কেল তার গাড়ির গ্নাভ কম্পার্টমেন্টে বন্দুকটা রেখেছিলেন?'

'সেটা ওর তরফে রাখা হয়', ম্যাসন বললেন।

ট্র্যাগ গারভিনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি স্বীকার করছেন ওখানে বন্দুকটা রেখেছিলেন?'

'উনি স্বীকার করছেন ওর হয়ে কেউ রেখেছিল', ম্যাসন বললেন।

'আমি গারভিনের সঙ্গে কথা বলছি', ট্র্যাগ বিরক্ত স্বরে বললেন।

'আমি ওর হয়ে কথা বলছি।'

লোরেন গারভিন বলে উঠলেন, 'শুনুন, আমি ভাল করে জানি বন্দুকটা গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিলনা আমরা লস এঞ্জেলেস থেকে রওয়ানা হওয়ার পর কেউ বের করে নেয়।'

'কিভাবে জানলেন?' ট্র্যাগ প্রশ্ন করলেন।

'কারণ আমার স্বামী ওর মধ্যে তার সানগ্লাসটা রেখেছিলেন। তিনি সেটা চাইতে আমি কম্পার্টমেন্ট খুলে চশমাটা বের করি। আমি ওখানে কোন বন্দুক দেখতে পাইনি। দেখলে নিশ্চয়ই আমার স্বামীর কাছে ওটার বিষয় জানতে চাইতাম।'

'আপনার স্বামী ইতিমধ্যে বন্দুকটা সরিয়ে অন্য কোথাও রেখে থাকতে পারতেন।

লোরেন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কোন বক্তব্য যদি বিশ্বাস নাই করবেন তাহলে শুধু শুধু জানতে চান কেন?'

হাসলেন ট্র্যাগ, 'এই ভাবেই আমরা খুনের কিনারা করি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, মিসেস গারভিন যে কেউ খুন করে থাকলে অনায়াসেই সে মিথ্যাও বলতে পারে।'

'আমি অন্তত একটা কথা বলতে পারি', লোরেন খিঁচিয়ে উঠলেন, আমার স্বামী বন্দুকটা নিয়ে থাকলেও তিনি কখনই সেটা কাজে লাগাতে পারতেন না কারণ তিনি সারা রাতই আমার সঙ্গে ছিলেন।'

'সারা রাত ?'

'হ্যাঁ, সারা রাত।'

'আপনি ঠিক একটুও ঘুমোন নি ?'

'আমার একটার সময় ঘুম ভেঙে যায় তখন তিনি আমার পাশে শুয়ে নাক ডাকছিলেন। আমি এরপর পৌনে তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জেগেছিলাম, স্বামী তখনও ঘুমিয়ে।'

ট্র্যাগ শ্লেষভরে বললেন, 'সময় জেনে রাখার জন্য আপনি নিশ্চয়ই ঘড়ি দেখেন ?'

'আমি ঘড়ির সময় ঘোষণা শুনেছিলাম।'

'শুনেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। এদের একটা ঘড়ি আছে—ওই যে নিজেই শুনে নিন।'

লোরেন চুপ করে থাকতে বলে আঙুল তুলল। লবি থেকে এই মুহূর্তে কানে ভেসে এল সুললিত মূর্চ্ছনার সঙ্গে ঘড়ির সময় ঘোষণা।

'ঠিক আছে', ট্র্যাগ বললেন। 'আপনি যদি শপথ করে ওই সময়ের কথা বলেন···।'

'আমি শপথ করেই বলছি।'

'আর যদি আপনার ভুল না হয়ে থাকে···।'

'কোন ভুল হয়নি।'

'তাহলে আমার কাজ শেষ', ট্র্যাগ বললেন, 'শুধু মিঃ গারভিনের আঙুলের ছাপ আমার চাই। আমি দেখতে চাই বন্দুকের উপর তার আঙুলের ছাপ পড়েছিল কিনা। কোন আপত্তি আছে গারভিন ?'

'কণামাত্রও না', গারভিন বললেন। রহস্য সমাধানে যে কোন সাহায্যেই আমি প্রস্তুত।'

'একমাত্র ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেরা ছাড়া', ট্র্যাগ বললেন।

'সে ব্যাপারে আমি আমার স্ত্রীকে অশ্লীল অনুসন্ধিৎসার সামনে ফেলতে চাইনা যে ফাঁদ আমার জন্য সে পেতে রেখেছে··· ।'

'বলে যান', ট্র্যাগ বললেন। 'কে পেতেছে ?'

'তার নাম উল্লেখের কোনই প্রয়োজন আর নেই', গারভিন আত্মমর্যাদার সঙ্গে উত্তর দিলেন। 'সে আজ মৃত।'

'ঠিক আছে', ট্র্যাগ হাতের ছাপ তোলার সরঞ্জাম থেকে প্যাড তুলে বললেন, 'আপনার হাত বাড়ান··· ।

ট্র্যাগ গারভিনের প্রসারিত হাতের আঙুলের ছাপ কাগজে নিয়ে নাম সই করে

তারিখ বসিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'চমৎকার। আশা করি মেক্সিকোয় আনন্দেই সময় কাটাবেন', হেসে মাথা নোয়ালেন ট্র্যাগ। 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আনন্দিত হয়েছি, মিঃ ও মিসেস গারভিন।' পরক্ষণেই দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তিনি!

□ বারো □

পেরি ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট যখন সান ডিয়েগোয় ফিরলেন তখন ঘন অন্ধকার। ম্যাসন থেমে পল ড্রেককে ফোন করলেন। 'পল', ম্যাসন বললেন, 'আমরা সান ডিয়েগো থেকে এখনই ওশানসাইডে যাচ্ছি। দেখি হ্যাকলিকে নিয়ে কি করা যায়।

'লোকটা ধড়িবাজ', ড্রেক সতর্ক করে দিল। 'ওর সম্পর্কে আরও খবর মিলেছে'

'ভালই', ম্যাসন বললেন। 'আমারও এই ধরণের লোক পছন্দ। ওশানসাইডে আসছ কখন?'

'আমি এখনই রওয়ানা হতে তৈরী।'

'ঠিক আছে, তোমাকে এয়ারপোর্টে খুঁজে নেব।' ফোন ছেড়ে দিলেন ম্যাসন।

ওশানসাইডে পৌঁছলে গাড়ি রেখে একটা রেস্তোঁরায় ঢুকলেন ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট। একটু পরেই পৌঁছল পল ড্রেক।

'নতুন কি খবর আছে, পল?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'আগে দু'কাপ কফি', পল ড্রেক বলল। 'পুলিশ খুনের অস্ত্রের উপর এডওয়ার্ড গারভিনের আঙুলের ছাপ পেয়েছে।'

'তাতে কি? গারভিন স্বীকার করেছে সে ওটা ধরেছিল। আর কিছু আছে?'

'বেশি কিছু না। হ্যাকলি সম্পর্কে জেনেছি সে একবার জুয়ার ব্যাপারে জড়িত ছিল। লোকে বলে সে নাকি ভয়ানক।

'চমৎকার। আমরা ওকে একটু ধাক্কা দেব। ও হয়তো ভাবছে ইথেল গারভিনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা কেউ জানে না', ম্যাসন বললেন।

ড্রেকের কফি খাওয়া শেষ হলে সকলে বেরিয়ে এলেন।

'আমরা আমার গাড়িতেই তিনজনে যাব', ম্যাসন বললেন।

'তা মন্দ নয়', ড্রেক বলল, 'তবে ডেলাকে মাঝখানে বসতে হবে। বহুকাল সুন্দরী কোন মেয়ের সঙ্গ পাইনি।'

'তোমাকে তৈরী করে দেব ভেবোনা', ডেলা বলল। 'আমি শিক্ষানবিশীদের পাত্তা দিইনা।

সকলে গাড়িতে উঠলে ম্যাসন ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন। দলরুক রোড পেরিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর লোশ্যাঙ্ক মেলবক্স দেখতে পেলেন ম্যাসন। রাস্তা ধরে একটু এগোতেই চোখে পড়ল সুন্দর একটা ক্যালিফোর্নিয়ান বাঙলো।

'মনে হচ্ছে ও বাড়িতে নেই বা শুতে গেছে', ড্রেক বলল। আমরা কি সোজা ঢুকে পড়ব?'

'একদম সোজা ঢুকে পড়ব', ম্যাসন বললেন। 'বাড়িতে থাকলে সোজা প্রশ্ন করে ওকে একটু ধাঁধায় ফেলে দেব।'

'আমাদের পরিচয় জানাব?'

'প্রয়োজন না হলে জানাব না। শুধু নাম জানাব।'

'তাহলে চল যাওয়া যাক', ড্রেক বলল।

ম্যাসন গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে বিশাল বাড়িটার সামনে এসে ব্রেক কষলেন তারপর মুখ বের করে দেখতে চাইলেন কোন কুকুর আছে কিনা।

বিরাট আকৃতির কালো একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর আস্তে আস্তে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছিল শুঁকেতে চেয়ে।

'ওই কুকুরের সঙ্গে চালাকি করতে যেওনা, পেরি', ড্রেক সতর্ক করলো ম্যাসনকে। 'বরং হর্ন বাজিয়ে কাউকে ডাকার চেষ্টা কর।'

ম্যাসন বললেন, 'আমি বরং দরজার বেল টিপব তাতে ও আশ্চর্য হয়ে যাবে। কুকুরটা খুব বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে।'

'তাতে কিছু বোঝা যায় না।'

'কুকুরের ক্ষেত্রে যায়', বলে গাড়ির দরজা খুললেন ম্যাসন।

কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গেই হিংস্র ভঙ্গীতে এগিয়ে এল।

ম্যাসন ওর চোখের দিকে তাকালেন। 'শোন হে', যেন কোন মানুষকেই সম্বোধন করে বললেন ম্যাসন। 'আমি বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাই সোজা গিয়ে ঘণ্টার বোতাম টিপব। তুমি আমার পিছনে এসে দেখতে পার অন্য কিছু করছি কিনা। ঠিক আছে।'

কথাটা শেষ করেই পা চালালেন ম্যাসন। কুকুরও তার পায়ের আধ ইঞ্চি তফাতে মুখ রেখে পিছনে চলল। 'সব ঠিক আছে', ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটের ভীত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন।

পায়ে পায়ে বারান্দায় উঠে বোতাম টিপলেন ম্যাসন। ভিতরে ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ম্যাসন পরপর বোতাম টিপে চললেন। অন্ধকারে কেউ ভিতরে সুইচ টিপতে আলো দেখা দিল। ম্যাসনের চোখে পড়ল স্যুট পরিহিত একজন পুরুষ এক ইঞ্চি ফাঁক করে দরজা খুললো। ম্যাসনের চোখে পড়ল লোকটার কোমরে একটা রিভলবার ঝুলছে।

কুকুরটা দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে শুরু করেছিল ততক্ষণে।

'কে আপনি?' প্রশ্ন করল লোকটি। 'কি চান?'

'আমি অ্যালম্যান বেল হ্যাকলিকে চাইছি।'

'তার সঙ্গে কি দরকার ?'

'তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কি বিষয়ে ?'

'নেভাদায় কোন সম্পত্তি নিয়ে।'

'ওগুলো বিক্রির জন্য নয়।'

'আমি কি বলতে চাই শুনবেন, না শুনবেন না ?'

'ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় হলে ওশানসাইডের হোটেলে যান, সেখান থেকে বেলা দশটায় ফোন করবেন', বলে দরজা বন্ধ করতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সে। কুকুরের আচরণে একটু যেন বিস্মিত সে। সন্দেহের স্বরে ও বলল, 'কুকুর এড়িয়ে আপনি এলেন কিভাবে ?'

'ওকেতো এড়িয়ে যাইনি। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হেঁটে এসেছি আর··· ।'

'অন্ধকারের পর ও তো কাউকে আসতে দেয়না।'

'আমার ব্যাপারে ও ছাড় দিয়েছে।'

'কেন ?'

'কুকুরকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

লোকটি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপনি কে বলুন তো ?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি ইথেল গারভিন সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চাই।'

হ্যাকলির মুখ ভাবলেশহীন হয়ে রইল।

'তার সম্বন্ধে কিছু জানেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না', বলে সশব্দে দরজা বন্ধ করল হ্যাকলি।

'তাকে আজ সকালে খুন করা হয়', বন্ধ দরজার সামনেই বললেন ম্যাসন।

কোন সাড়া না পেলেও ম্যাসন চলে যাওয়ার পদশব্দও টের পেলেন না।

তিনি এবার চিৎকার করে বললেন, 'সে এখানে থেমে গাড়িতে তেল ভরেছিল।'

একটু পরেই দরজা আবার খুলে গেল।

'কথাটা কি বললেন ?' হ্যাকলি বলল।

'আমি বললাম সে গতকাল রাত সাড়ে বারোটায় এখানে গাড়িতে তেল ভরেছিল।

'আপনি মাতাল না হয় উন্মাদ, কি তা জানিনা, গ্রাহ্যও করিনা। এবার সটান গাড়িতে গিয়ে উঠুন নাহয় কুকুরকে বলব একটা ঠ্যাঙ ছিঁড়ে নিতে।'

'করে দেখুন, এমন ক্ষতিপূরণ আদায় করব যাতে আপনার নেভাদার র‍্যাঞ্চ বেচতে হবে।'

'আপনি খুব লম্বা চওড়া কথা বলছেন দেখছি।'

'বলুন আপনার কুকুরকে আমার পা ছিঁড়ে নিতে', ম্যাসন বললেন। 'তারপর দেখুন কি হয়।'

'কি চান আপনি ?'

'আমি ইথেল গারভিন সম্পর্কে কথা বলতে চাই।'

এবার সামান্য নৈঃশব্দ নেমে এল। লোকটি যেন কিছু চিন্তা করতে চাইল সোজা ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে। তারপর দরজা ঠেলে বলল, 'ভিতরে আসুন। কি বলতে চান চান বলুন, আমি শুনতে রাজী আছি। তার আগে একটা কথা বলুন, 'আপনার একথার অর্থ কি যে ইথেল গারভিন, সে কে অবশ্য জানা নেই আমার, এখানে গতকাল রাতে সাড়ে বারোটায় গাড়িতে তেল ভরেছিল। এবার আসুন মিঃ— ।'

'ম্যাসন।'

'ঠিক আছে, আসুন মিঃ ম্যাসন।'

ম্যাসন গাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস ডেলা, এস পল।'

'এই যাচ্ছেতাই কুকুরটার কি হবে?' ড্রেক বিরক্ত কণ্ঠে বলল। ওটাকে বাড়িতে ঢোকান না।

''কুকুরটা ওখানেই থাকবে', হ্যাকলি বলল, 'আমি না বললে ও কিছুই করবে না।'

ডেলা স্ট্রিট গাড়ি থেকে মাটিতে পা রাখতেই কুকুরটা গর্জন করে উঠল। ডেলা আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগোলেও কুকুরটা দাঁড়িয়েই রইল।

ড্রেক গাড়ি থেকে মাটিতে পা রাখতেই কুকুরটা প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। ড্রেক দ্রুত আবার গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল।

'সব ঠিক আছে', হ্যাকলি কুকুরকে বলল, 'চুপ, রেক্স!'

কুকুরটা চুপ করে ডেলাকে এগিয়ে আসতে দেখল। ড্রেক ডেলাকে অম্লানবদনে এগোতে দেখে গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে পা রাখল। তারপর কয়েক পা এগোল।

কুকুরটা হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন করে প্রায় লাফ মারল ড্রেকের দিকে।

ড্রেক দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে কুকুরটা এক লাফে সামনে গিয়ে দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দাঁত বের করে।

হ্যাকলি দ্রুত বারান্দায় এসে চিৎকার করে উঠল, 'রেক্স! রেক্স! শিগগির এদিকে চলে এস।' কুকুরটা অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন পিছন ফিরে দেখে মাটিতে বসে পড়ল।

হ্যাকলি চিৎকার করে বলল, 'এখানে চলে এস, রেক্স। আমার কাছে এস।'

কুকুরটা ঘুরে হ্যাকলির দিকে এগিয়ে চলল যেন মার খেতেই তৈরী ভঙ্গী করে।

'হতচ্ছাড়া', হ্যাকলি বলে উঠল রেক্স আসতেই। 'তোকে চুপ করে বসে থাকতে বললাম না।' তারপর সে গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ড্রেককে বলল, 'নেমে ভিতরে আসুন। ও কিছু করবে না।'

ড্রেক রেক্সকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আগতে আসতে বলল, 'কুকুরটা আমার কাছে

আবার এলে ঠিক গুলি করব।'

'ও কোনই গোলমাল করবে না স্বাভাবিক ভাবে যদি আসেন', হ্যাকলি বলল। 'কোন কুকুরের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে যাবেন না, আর ভয় পেয়েছেন এটা দেখাবেন না।'

'স্থির হয়ে থেকে একটা পা ছিঁড়ে নিতে দেব, কি বলেন?' শ্লেষের সঙ্গে বলল ড্রেক।

'অন্য দুজনের তো কোন ঝামেলা হয়নি', হ্যাকলি মন্তব্য করল।

'আমার যা ঝামেলা হলো তা তিনজনেই ভাগ করে নেয়া যায়', এগিয়ে আসার ফাঁকে বলল ড্রেক।

'সবাই ভিতরে আসুন', হ্যাকলি বলল। 'রেক্স, একদম চুপ করে বসে থাক; তারপর বলুন, এবার ভদ্রভাবেই কথাবার্তা বলা যাক সকলে।'

রেক্স চুপচাপ বসে পড়ল।

হ্যাকলি ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার নাম ম্যাসন, আর অন্যরা?'

'মিস স্ট্রিট, আমার সেক্রেটারি', ম্যাসন বললেন।

হ্যাকলি বিনম্র ভঙ্গী করল, 'মিস স্ট্রিট, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আর ইনি পল ড্রেক', ম্যাসন এবার বললেন।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মিঃ ড্রেক', হ্যাকলি বলল।

'ড্রেক একজন গোয়েন্দা', ম্যাসন বললেন।

'ওহ, তাহলে এতদূর গড়িয়েছে?' হ্যাকলি বলে উঠল।

'হ্যাঁ', ম্যাসন বললেন। 'কোথায় বসে কথা বলব?'

'আসুন। সামনে বাঁদিকে।'

সকলে এগোতেই দেখলেন তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে ফেলা একটা লাইব্রেরী ঘর। কোন সময় শয়নকক্ষই হয়তো ছিল।

'বসুন', হ্যাকলি আহ্বান জানাল। সকলে বসার পর বলল, 'এবার বলুন কি বলতে চান।'

'আপনি ঘোড়ার আগে গাড়ি লাগাতে চাইছেন', ম্যাসন বললেন। 'আমরা আপনার কথাই শুনতে চাই।'

'আমার বলার কিছুই নেই।'

'আপনি ইথেল গারভিনকে চিনতেন?'

'কে বলেছে?'

'আমি বলছি', ম্যাসন বললেন। 'সে যখন নেভাদায় ছিল আপনি তাকে চিনতেন। তার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বও হয়। আপনি তাকে তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে কথাও বলেন। আপনি তাকে বলেছিলেন সে যদি চুপচাপ বসে থাকে তাহলে তার স্বামী ভাববে সে বিচ্ছেদের ডিক্রি পেয়েছে সেক্ষেত্রে এডওয়ার্ড'

গারভিন মিটমাটের ব্যাপারে প্রচুর টাকা দিতে বাধ্য হবে।'

হ্যাকলি বলল, 'আপনাকে পছন্দ হবেনা বলেই ভাবছি, মিঃ ম্যাসন।

ম্যাসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, 'আমি নিশ্চিত ব্যাপারটা তাই হতে চলেছে।'

কয়েক মিনিট নৈঃশব্দের মধ্যে কেটে গেল।

'এরপর ইথেল গারভিন আজ সকালে ওশানসাইডে আসে। সে এখানে থেমে ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি করে। সে আপনাকে কি বলছিল জানিনা তবে সে এখান থেকে দু'মাইল দূরে গাড়ি নিয়ে দাঁড় করানোর পরে খুন হয়।

'আমার মনে হয় এসব কথার ফুলঝুরি', হ্যাকলি বলল। এই সব বলে আপনি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন। এই ইথেল গারভিন না কে, আদপেই খুন হয়নি, আপনি কথার মারপ্যাঁচে তাকে চিনি এটাই স্বীকার করাতে চান। এসব ছেড়ে কি জানতে চান বলুন, তাহলেই ভাল হবে।'

ম্যাসন বললেন, 'আপনার ঘরে টেলিফোন রয়েছে দেখছি, ওসানসাইডের পুলিশকে ফোনে জেনে নিন ইথেল গারভিন আজ সকালে খুন হয়েছে কিনা।'

হ্যাকলি উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'ধাপ্পাটা ভালই দিচ্ছেন, ম্যাসন, তবে এতে কাজ হবে না। আমাকে কেউ ধাপ্পা দিলে তাকে সহজে ছাড়িনা।'

সে এবার রিসিভার তুলে বলল, 'দয়া করে পুলিশ ষ্টেশনে দিন। হ্যাঁ…দয়া করে বলতে পারেন আজ সকালে ইথেল গারভিন নামে কেউ খুন হয়েছে কিনা? …কে বলছি তা জানার প্রয়োজন নেই…হ্যাঁ, তাই ধরে নিন…আমি একজন সাক্ষী হতে পারি…। ঠিক আছে ধন্যবাদ!'

রিসিভার রেখে ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে চাইল হ্যাকলি। তারপর সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনিই জিতেছেন।'

'কি জিতেছি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

হ্যাকলির হাসিতে আনন্দের রেখা ছিলনা। সে বলল, 'আপনার কথাই ঠিক: আমার সঙ্গে যারা খেলতে চায় তারা সহজে জেতে না। তবে আপনি জিতেছেন', ড্রেককে ইঙ্গিত করে সে এবার বলল, 'ইনি একজন গোয়েন্দা বললেন?'

'হ্যাঁ।'

'লস এঞ্জেলেস, ওশানসাইড না সান ডিয়েগোর?'

'লস এঞ্জেলেস।'

'সেখানকার হোমিসাইড দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত মিঃ ড্রেক?'

ড্রেক ইতস্তত করে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

ম্যাসন হেসে মাথা নাড়লেন, 'না। ও বেসরকারী গোয়েন্দা। 'আমি ওকে নিযুক্ত করেছি।'

'ওহ!' হ্যাকলি বলে উঠল। 'আর এই সুন্দরী মহিলা আপনার সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ।'

'আর আপনি ?'

'আমি একজন আইনবিদ।'

'সত্যিই। তাহলে কেউ আপনাকে নিয়োগ করেছে। নিশ্চয়ই ট্যাকের পয়সা খরচ করে দান খয়রাতি করছেন না ?'

'আমাকে একজন নিয়োগ করেছেন।'

'কে ?'

'এডওয়ার্ড চার্লস গারভিন।'

'যে মহিলা খুন হয়েছেন তার স্বামী ?'

'প্রাক্তন স্বামী ?'

'বুঝলাম', হ্যাকলি বলল। 'বেশ চমৎকার গঠন শৈলী, কি বলেন ?'

'খুবই চমৎকার।'

'ঠিক আছে', হ্যাকলি বলল, 'আপনি আমার লুকনো দিকে চোখ ফেলেছেন। আমাকে খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পেয়ে সুযোগ নিয়েছেন। যাইহোক আমার বক্তব্য আমি পেশ করব। না, মিস স্ট্রিট এটা লিখে নেবেন না। ঠিক এই মুহূর্তে তা চাই না। আমি শুধু বক্তব্য রাখব যাতে আপনারা যে তদন্ত করছেন তার মুখবন্ধ পান। আমি এটুকু করব শুধু ওই মহিলাকে কে খুন করেছে জানার জন্যই।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে থামল হ্যাকলি। 'সে এবার বলল, 'আমি যা বলব তা সম্পূর্ণ সত্য।'

হ্যাকলি শ্রোতাদের মুখ লক্ষ্য করে এবার বলতে শুরু করল, 'নেভাদায় আমার একটা র‍্যাঞ্চ আছে। বেশ বিরাট আর আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেখানেই থাকতে ভালবাসি আমি। আমি বিয়ে করিনি তবে সন্ন্যাসীও নই। মেয়েদের আমার ভাল লাগে তবে সংসারে বাঁধা থাকতে ইচ্ছুক নই। নেভাদায় আমার র‍্যাঞ্চের পাশে একটা লাগোয়া অতিথি র‍্যাঞ্চ আছে। ওখানে যারা মাঝে মাছে এসে থাকে তাদের ভালই লাগে আমার। ভাববেন না তারা স্ফূর্তি করতে আসে। যারা এসে থাকে তারা প্রধানত ছ'সপ্তাহের জন্য থাকতে আসে বিবাহ বিচ্ছেদের আগে আলাদা বসবাসের উদ্দেশ্যে।

'আমি স্বীকার করছি ওই সব মেয়েদের অনেকেই আমার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে আর আমিও তাদের প্রতি দেখিয়েছি। যেসব মেয়ে তাদের বন্ধন কাটাতে আসে তারা একাকীত্বে ভোগে তাই কারও সঙ্গ খোঁজে। আমার র‍্যাঞ্চে যে কেউ আসতে বাধা নেই তাই তারা আমাকে বেছে নেয়। অবশ্য যোগ্য মনে করেই।

'র‍্যাঞ্চে থেকে বেশ কাটাচ্ছিলাম তখনই ইথেল গারভিন নেভাদায় আসে একই অতিথি র‍্যাঞ্চে। মিসেস গারভিনকে আমার ভাল লেগে যায়। তার সঙ্গ উপভোগও করতাম, তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম তিনি অতি বুদ্ধিমতী আর একরোখা মহিলা। আমি এও বুঝলাম তার নির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা ছিল আর ওই পরিকল্পনা

আমার ভবিষ্যতের সঙ্গেও কিছুটা জড়িত। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বুঝলাম কিছু একটা করা চাই। কেমন সব অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি ওকে পছন্দ করতাম তাই আঘাত দিতে চাইনি। বাড়িতে থেকে বাড়ি নেই বলতে পারিনি। তাই অন্য পথ ধরলাম। ক্যালিফোর্নিয়ায় কিছু লগ্নী করার ইচ্ছে ছিল আমার। আমার ব্রোকার এই জায়গাটা খুঁজে বের করে। বেশ সস্তায় এটা পেয়েও গেলাম। খবরের কাগজে যাতে খবরটা প্রকাশ না পায় সে ব্যবস্থাও করলাম।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে চুপিচুপি র‍্যাঞ্চ থেকে পালালাম। ইথেলকে চিঠিতে জানিয়ে দিলাম কিছুদিনের জন্য এখান থেকে জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি, পরে আবার যোগাযোগ করব। এরপর আমি প্লেনে ডেনভোরে গেলাম। প্লেন আমার নিজের। সেটা স্টোরে রেখে অন্য প্লেনে লস এঞ্জেলেসে চলে এলাম। সেখানে একেবারে আনকোরা একটা নতুন গাড়িও কিনলাম। আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম যাতে ইথেল জানতে না পারে আমি কোথায়। তারপর যখন জানলাম সে ক্যালি-ফোর্নিয়ায় আছে বা ছিল, খুব মুষরে পড়লাম। আমি ভেবে নিই সে ভাববে আমি ফ্লোরিডায় তাই সেখানেই যাবে।

'এটা না বললেও চলে গতরাতে বা অন্য কোনদিন সে এখানে আসেনি বা ট্যাঙ্কে তেলও ভরেনি। নেভাদা ছেড়ে আসার পর তার সঙ্গে আর দেখাই হয়নি। সে যে আজ ভোরে খুন হয়েছে সে খবরে ভীষন আঘাত পেয়েছি। আমার অত্যন্ত রাগও হয়। সত্যিই অত্যন্ত চমৎকার স্ত্রীলোক ইথেল। এ সবই আমি মন থেকে বলছি। যতদূর জানি তার জীবদ্দশায় ইথেলের মনে তার স্বামী সম্পর্কে দারুণ ভয় ছিল। এই জন্যই সে কোন মতলব ছকে চলেছিল।

'এই সব সাক্ষীর সামনে আরও কিছু এমন কথা আছে যা আমি বলতে চাইনা, তবে প্রয়োজন হলে সেসব পুলিশকে জানাব যা আপনার মক্কেলের পক্ষে খুব ভাল হবে বলে মনে হয়না, মিঃ ম্যাসন। এবার আমাকে মাপ করতে হবে আপনাদের, এই আলোচনা এখানেই শেষ।'

'খুবই আগ্রহ জাগানো', ম্যাসন বললেন। 'যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য?'

'আমি সত্যকে এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত নই।'

'ইথেল গারভিন তাহলে এখানে গাড়িতে তেল ভরেননি?'

'একদম অবাস্তব, ভদ্রমহোদয়। প্রথমত তেলের পাম্প বন্ধ আছে। দ্বিতীয়ত তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় আমি এখানে ছিলাম। সে যাতে না জানতে পারে তার সব ব্যবস্থাই আমি করেছিলাম।'

'সে কখন নেভাদা ছেড়ে আসে জানতে চেষ্টা করেন আপনি?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'এ প্রশ্ন করছেন কেন, মিঃ ড্রেক?'

'নেভাদার র‍্যাঞ্চ পছন্দ তাই এটা ভেবে নেয়া যায়না আপনি সহজে সে জায়গা ত্যাগ করবেন।' তাই এটাই ভেবে নেয়া যায় মিসেস গারভিন ওখান থেকে চলে

গেলেই আপনিও ফিরে যাবেন।'

হ্যাকলি কথাটা শুনে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার যোগ্যতা আছে বটে, মিঃ ড্রেক। আন্দাজ করতে পারি মিঃ ম্যাসন যোগ্য সহকারীই পেয়েছেন। ভাল প্রশ্ন করেছেন আপনি।'

'আর এর উত্তর?'

'এর উত্তর হলো', হ্যাকলি বলল, 'কাউকে না জানিয়ে একাজ করা সম্ভব ছিলনা। যাকেই এই কাজে লাগাতাম সে আমাকে খবর জানাবার জন্য এই ঠিকানা জানাতেই হতো। এই কারণেই মিঃ ড্রেক ইচ্ছে থাকলেও আমি কোথায় আছি জানাতে পারিনি।'

'আপনার র‍্যাঞ্চ কে দেখাশোনা করছে?'

'আমার ফোরম্যান ও ম্যানেজার খুবই দক্ষ আর বিশ্বস্ত। সেই সব দেখাশোনা করে। টাকাকড়ির ব্যবস্থাও করে এসেছি। যাক, আর নয় এবার আমাকে মাফ করতে হবে, এ ব্যাপারে আর আলোচনা নয়।'

'আপনি গতরাত্রিতে এখানে ছিলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আর কোন কথা নয় আমি আগেই বলেছি। যা বলার সবই বলেছি।' উঠে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল হ্যাকলি।

ডেলা ম্যাসনের চোখ দেখে বলল, 'তাহলে এগোন, চিফ।' ডেলা কথাটা বলে বুক কেসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বই দেখতে চাইল। ম্যাসন আর ড্রেকই প্রথমে ঘর ছেড়ে বেরোলেন। ডেলাও একটু পরে তাই করল।

'শুভরাত্রি', হ্যাকলি বলল।

'শুভরাত্রি', ম্যাসন বললেন।

ড্রেক কিছু বলল না।

ডেলার চোখ হ্যাকলিদ উপর পড়তেই সে মিষ্টিস্বরে বলল, 'শুভরাত্রি, মিঃ হ্যাকলি, অনেক ধন্যবাদ।'

'ও আমারও আনন্দ', হ্যাকলি বলল। তারপর কুকুরকে সে বলল, 'রেক্স, চুপ করে বোস। এরা চলে যাচ্ছেন।'

কুকুরটা ইতিমধ্যে অনেকটা সভ্য হয়ে উঠেছিল তার উগ্রতা প্রশমিত। সে হ্যাকলির দিকে তাকিয়ে যেন হুকুমের অপেক্ষা করছিল।

ম্যাসন সকলের আগে গাড়িতে উঠলেন। ডেলা উঠলে ড্রেকও উঠে দরজা বন্ধ করল। ড্রেকের দৃষ্টি তখনও কুকুরটার উপর।

ডেলা হেসে উঠল। 'এখনও কুকুরটার কথা ভাবছ, পল?'

'ঠিকই বলেছ', ড্রেক উত্তর দিল।

ম্যাসন গাড়ি ছেড়ে দিতে ডেলা হ্যাকলির দিকে তাকাল। হ্যাকলির মুখেও মৃদু হাসি।

'বলেছিলাম না লোকটা মহা ধুরন্ধর', ড্রেক বলল।

'ধুরন্ধই ঠিকই তবু কাজে লাগানোর মত কিছু সূত্র পেলাম', ম্যাসন বললেন।

'যেমন ?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

ম্যাসন বললেন, 'প্রথম লক্ষ্য করে দেখেছ কুকুরটা খুবই শিক্ষিত। এ কুকুর ও ক্যালিফোর্নিয়ায় পায়নি। এটা নিশ্চয়ই নেভাদার র‍্যাঞ্চের আর ওর খুব প্রিয়, নাহলে এখানে ও নিয়ে আসত না।

'তাতে কি জানতে পারছি ?' ড্রেক বলল।

'হ্যাকলি কোন ব্যাপারে খুবই ভীত তাই কুকুরকে সে ছেড়ে রাখে। কুকুরটা অত্যন্ত শিক্ষিত, সে কাউকে রাত্রিতে আসতে দেয় না।'

'বেশ, তাতে কি প্রমাণ হয় ?'

ম্যাসন বললেন, 'আমরা এবার যাব রোল্যান্ডো মিঃ লোমাক্সের বাড়িতে। তার কাছে জানতে হবে গতকাল রাতে একটার সময় সে কুকুরের জোরালো গর্জন শুনেছিল কিনা।'

চুমকুড়ি ছুঁড়ল ড্রেক। 'হুঁ, বেশ মতলব করেছ বটে।'

ম্যাসন এবার রোল্যান্ডো লোমাক্সের বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন। লোমাক্স দরজা খুললে তাকে বেশ অমায়িকই লাগল।

সে প্রায় বছর ষাট বছর বয়সের, মোটাসোটা চেহারা, চওড়া কাঁধ, গায়ের রঙ বাদামী। রোদ্দুরে পোড়া একজন মানুষ। মাথার চুল প্রায় সাদা। সার্টের হাতা গুটিয়ে রাথায় বেরিয়েছিল লোমশ দুটো হাত।'

ম্যাসন বললেন, 'এই এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছে আমরা তারই তদন্ত করছি। বোধহয় ঘটনাটার কথা শুনেছেন।'

'যে মহিলা খুন হয়েছেন তার বিষয়ে বলছেন ?'

সায় দিলেন ম্যাসন।

'আপনি কি জানতে চান ?'

'আপনি কাল এখানে ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ওই পিছনের বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন ?'

'ওই লম্বা লোকটা যেটা কিনেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'গতকাল রাত্তিরে কুকুরটাকে ডাকতে শুনেছি', লোম্যাক্স বলল। 'আমি আমার বউকে বলি কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে।'

'তখন কটা বাজে জানেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'ভাল করেই জানি। আমি আমার ঘড়ি দেখেছিলাম। তখন বারোটা বেজে ঠিক চব্বিশ মিনিট।'

'আপনার ঘড়ি ঠিক চলে ?'

'একদম ঠিক। রেডিও দেখে মেলানো।'

'তখন তাহলে রাত বারোটা প'চিশ বেজেছিল ?'

'বারোটা চব্বিশ', লোম্যাক্স জানালো।

'কুকুরটা কতক্ষণ ডেকেছিল ?'

'অনেকক্ষণ। জানালার সামনে যেতে দেখলাম ওই হ্যাকলির ঘরে আলো জ্বলে উঠল। তারপর কুকুরের ডাক থামলে আমি শুতে যাই। যাই বলুন কুকুরটা ভারি বিচ্ছিরি। ওটা যদি আমার হাঁস মুরগীর ঘাড় ভাঙে আমি ছেড়ে দেবনা। একেবারে খুনে কুকুর, ভদ্রলোকে এমন কুকুর রাখে না। ওর আগে এই বাড়িতে ভাল মানুষরাই থাকত। এই হ্যাকলি লোকটা পাড়ার কারো সঙ্গে মেশে না। আমাকে যেন দেখেও দেখে না। ভদ্রতার লেশমাত্রও ওর নেই।

'কুকুরটা মাত্র একবারই ডেকেছিল ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ওই একবার', লোম্যাক্স বলল।

'আপনি কোন গাড়ি আসতে বা যেতে দেখেননি ?'

'কোন গাড়ি দেখিনি', একরোখার মত বলল লোম্যাক্স। 'ঘুমোতে গেলে আমি ঘুমোই। আমার ত্রিশ একর র‍্যাঞ্চ আছে, খাটুনি তাই কম নয়। তাছাড়া পড়শীদের বিষয়ে আমি নাক গলাই না, আমার ব্যাপারেও কেউ গলাক ভাও চাইনা।

'আপনার কি ধারণা কেউ ওখানে এসেছিল ?'

'কুকুরটা কিছু দেখে তাতে সন্দেহ নেই।'

'ধন্যবাদ', ম্যাসন হেসে বললেন। 'দয়া করে আমরা এখানে এসেছিলাম কাউকে বলবেন না। হ্যাকলি কথাটা জানুক তা চাইনা।'

'জানলেও আমি গ্রাহ্য করিনা', লোম্যাক্স বলল।

ম্যাসন আবার ধন্যবাদ দেওয়ার পর তিনজনেই গাড়িতে ফিরল।

ডেলা স্ট্রিট বলল, 'হ্যাকলির বাড়িতে একটু হাত সাফাই করেছি।'

'কি রকম ?' ম্যাসন বললেন।

ডেলা হেসে বলল, 'এ আমার মেয়েলি নজর। আমার মনে হয় না বুককেসের উপর রাখা মেয়েদের স্কাফ'টা আপনারা দেখেছিলেন ?'

'স্কাফ' ? না, দেখিনি', ম্যাসন বললেন।

ডেলা হেসে ওর ব্লাউজের মধ্য থেকে সবুজ আর বেগুনি রঙের একটা রেশমী স্কাফ' বের করে দেখাল। 'কোন গন্ধ পাচ্ছেন, চিফ ?' ও বলল।

ম্যাসন স্কাফ'টা নাকের কাছে নিয়ে শিস দিয়ে উঠলেন।

'ডেলা! এটা সেই গন্ধ ?'

'কোন গন্ধ ?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

ম্যাসন বললেন, 'আমার খুব বেশি ভুল না হলে বলব এ আমার সেই বন্ধু

ভার্জিনিয়া বাইনামের ব্যবহার করা সুবাস।'

ডেলা বলল, 'খুবই হাল্কা গন্ধ, কোর্টে টিকবে কিনা জানিনা—তবে ভেবে দেখার মতই।'

'এক নতুন সমস্যাও হাজির হলো', ম্যাসন বললেন।

'আরও একটা জিনিস আছে, চিফ', বলে কোটের মধ্য থেকে একটা চ্যাপ্টা মেয়েদের টুপি বের করে দেখাল ডেলা। 'এটাও বুককেসের উপর ছিল। মনে আছে ড্রেকের লোক বলেছিল ইথেল একটা টুপি পরে বেরিয়েছিল?'

টুপিটা নিলেন ম্যাসন।

পেরি চাপা শিস দিয়ে উঠল। 'চুলোয় যাক, পেরি, ধর ওই দুটো মেয়েই যদি হ্যাকলির প্রেমে পড়ে থাকে?'

'আর দুজনেই গত রাত্রিতে এখানে ছিল', ম্যাসন ইঙ্গিত করলেন।

□ তের □

সকালে আসা চিঠিপত্র না খুলেই ম্যাসন পায়চারি করতে করতে ডেলাকে দু'একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন।

'একটা ব্যাপার মিলছে না', ম্যাসন বললেন। 'ইথেল গারভিনের গ্যাসট্যাঙ্ক পূর্ণ ছিল…গাড়ির স্ক্রীন ময়লা…সে কোন পেট্রল ষ্টেশনে তেল ভরেনি, অত্যন্ত তাড়াও ছিল তার। স্ক্রীন পরিষ্কার করার সময় পায়নি। এর অর্থ হয় না।'

আবার পায়চারি করে চললেন ম্যাসন।

'আমরা জানি কেউ রাত বারোটা চব্বিশে হ্যাকলির কাছে আসে', ম্যাসন আবার বললেন। 'আমাদের মনে হচ্ছে ভার্জিনিয়া বাইনাম গিয়ে থাকতে পারে তবে ওই সময় সেটা সম্ভব ছিল না কারণ সে ফায়ার এসকেপের উপর থেকে ডেনবির উপর নজর রাখছিল।'

ডেলা স্ট্রিট বলল, 'আমি ফ্র্যাঙ্ক লিভেসি সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাই। লোকটা স্বার্থপর, বাজে আর নিষ্ঠুর।'

'ও নিষ্ঠুর ভাবছ কেন?'

'আমি জানি। মেয়েদের সম্পর্কে ওর ধারণাও তাই বলে। ও মেয়েদের নাচাতে অভ্যস্ত।'

'আতে কিছুই প্রমাণ হয় না', ম্যাসন বললেন।

'তা হয় না তবু এ ধরণের মানুষ উদ্ধত হয়।'

তখনই দরজায় সাংকেতিক শব্দ শোনা গেল।

'পল ড্রেকের সংকেত', ম্যাসন বললেন।

ভেলা দরজা খুলতে ডেক প্রবেশ করল।

'আবার কার্পেটটা নষ্ট করছ. ব্যাপার কি?' ডেক প্রশ্ন করল।

'ব্যাপারটা পরিস্কার করার চেষ্টা করছি', ম্যাসন বললেন।

'শোন, কিছু খবর আছে।'

'কি?'

'পুলিশ ওশানসাইডে মার্টিমার সি আরভিং নামে একজনকে পেয়েছে···এক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঠিক আছে বলে যাও।'

'আরভিং কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য লা জোলায় গিয়েছিল। সে ওশানসাইডে ফিরে আসছিল। সে জুয়া খেলতে গিয়ে অনেক টাকা হারে স্ত্রীকে তা জানতে দিতে চায়নি, তাই সময় সম্পর্কে সে খেয়াল রেখেছিল। ওশানসাইডের দু'মাইলের মধ্যে আসার পর সে লক্ষ্য করে রাস্তার ধারে একটা গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। গাড়ির হেডলাইট থেকে জোরালো আলো ঠিকরে পড়ছিল।'

'তখন কটা?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'লোকটা বাড়ি ফেরে ঠিক বারোটা পঞ্চাশে। সে ঘড়ি দেখেছিল, তার স্ত্রীও সেকথা সমর্থন করেছে।'

'বলে যাও।'

'এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো', ডেক বলল, একজন র‍্যাঞ্চার বলেছে গাড়ি থেকে এত জোরালো আলো আসছিল যে তার শোবার ঘরেও আলো পেঁছায়। সে ঘড়ি দেখেনি তবে আলোর কথা বলেছে, আর সেটা বড় সাক্ষী।'

সায় দিলেন ম্যাসন।

'এখন এই আরভিং সাক্ষ্য দিলে মারাত্মক হতে পারে। তার ধারণা ওই আলো জ্বলার কারণ নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছিল। যাই হোক সে ওই আলোয় একটা বড় গাড়ি লক্ষ্য করে। তার মতে সে একটা বড় হাল্কা বাদামী রঙের গাড়ি দেখেছিল। সে লাইসেন্স নম্বর দেখেনি তবে গাড়িটা ভাল করেই দেখে। শুনে মনে হয় গাড়িটা গারভিনের গাড়ির মতই।'

'বা অন্য কোন গাড়িও হতে পারে', ম্যাসন বললো। 'সে শুধু দেখে মস্ত একটা গাড়ি।'

'হাল্কা বাদামী রঙের।'

'এরকম অনেক গাড়ি আছে', ম্যাসন বললেন। 'আমারটাও হাল্কা বাদামী। গারভিনেরটা হাল্কা ধূসর যা আলোয় অন্য রকম দেখাবে।'

'তা জানি', ডেক বলল। 'আমি শুধু পুলিশ যা ভাবছে তাই বললাম। ওরা কি করবে তা পরিষ্কার। ওরা লোকটাকে শিখিয়ে দেবে সে যাতে বলে ওটা রভিনেরই গাড়ি ছিল। এমনও হতে পারে সে লাইসেন্স নম্বরও দেখেছিল বলবে।'

ম্যাসন মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তিত স্বরে বললেন, 'সাক্ষীদের এরকম সম্মোহিত হওয়া অপরাধ—বিশেষ করে পুলিশের কাছ থেকে। আমি···।'

ঠিক তখনই দরজা খুলে মুখ বাড়াল গার্টি।

'ওহ', ড্রেককে দেখে ও বলল, 'আমি ভেবেছিলুম আপনি আর ডেলা আছেন।'

'ঠিক আছে, কি ব্যাপার বলো', ম্যাসন বললেন।

'মিসেস গারভিন ফোন করছেন। তিনি সান ডিয়েগো থেকে ফোন করছেন আর খুব উত্তেজিত। তিনি এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'লাইনটা দাও', ম্যাসন বলে ডেলার দিকে তাকালেন। 'সব লিখে নেবে।'

ডেলা তৈরী হয়ে নিল।

'হ্যাল্লো', ম্যাসন বললেন।

প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তর মত লোরেন গারভিন বললেন, 'ওহ, মিঃ ম্যাসন, আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হলাম। আমি···।'

'সহজভাবে নিন', ম্যাসন বললেন, 'বলুন কি হয়েছে?'

'ওরা আমাদের সঙ্গে চালাকি করেছে।'

'কারা?'

'পুলিশ।'

'কি ঘটেছে?'

'মেক্সিকোর অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে এসেছিল। তারা জানতে চেয়েছিল আমরা কতদিন এদেশে থাকব। এডওয়ার্ড বলে ঠিক নেই আর আমরা এনসেনাডা যেতে পারি। সেখানে দু-তিন সপ্তাহ বা বেশিও থাকতে পারি। ওরা ভাল ব্যবহারই করে বলে আমাদের টুরিষ্ট কার্ড নিতে হবে, সেটা ছ'মাস চালু থাকে। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হবেনা, মেক্সিকোতেই পাওয়া যাবে। তাই আমি আর এডওয়ার্ড সীমান্তের কাছে যাই। সেখানে অফিসাররা আমাদের গাড়ির লাইনে ঠেলে নিয়ে যান। এডওয়ার্ড বলে আমরা টুরিষ্ট কার্ড নিতে এসেছি কিন্তু ওরা কথা বোঝেনি কারণ তারা ইংরাজি জানত না।'

'তারপর কি হলো?'

'প্রথমেই যা জানলাম তা হলো আমরা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার লাইনে ছিলাম আর গাড়ি বের করে আনার কোন পথই ছিলনা। তাই এড ভেবে নেয় সীমান্তে পেঁছে গাড়ি ঘুরিয়ে নেবে।'

'আপনাদের বোঝা উচিত ছিল', ম্যাসন বললেন চিন্তিতস্বরে।

'এখন বুঝতে পারছি', লোরেন বললেন। 'ব্যাপারটা নিছকই ফাঁদ। আমরা লাইন থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কয়েকজন মার্কিনী অফিসার বাঁশি বাজিয়ে আমাদের লাইনে থাকতে বলে। এড বাধ্য হয়ে এগোতেই যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়। আর ঠিক তখনই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ায়

সঙ্গে সেই ট্র্যাগ নামে পুলিশ অফিসার হেসে বলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম কঠিন পথে কাজ করব।' এরপর তারা এডকে গ্রেপ্তার করে সান ডিয়েগোতে জেলে ভরে দিয়েছে।'

'আপনি এখন কোথায় ?'

'আমি সান ডিয়েগোর ইউ এস গ্রা ন্ট হোটেলে।'

'আপনাকে ওরা গ্রেপ্তার করেনি ?'

'না, আমার সঙ্গে এরা ভালই ব্যবহার করেছে। তারা বলে ওরা খুবই দুঃখিত আর আমি মেক্সিকোয় গিয়ে মালপত্র নিয়ে আসতে পারি। তারপর তারা গাড়িটা দেখতে চায়।'

'গাড়িটা কোথায় ?'

'হোটেলের গ্যারাজে।'

'ওরা আগে দেখেনি ?'

'দেখলেও আরও তিন ঘণ্টার জন্য চেয়েছে। বোধহয় হাতের ছাপ পরীক্ষা করবে।'

'গাড়ির চাবি কোথায় ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'মনে হয় গাড়িতেই।'

'ওরা আর কি বলেছে ?'

'ওরা বলল আমি পুলিশের গাড়িতে গিয়ে মালপত্র নিয়ে আসতে পারি। আর··· ।'

ম্যাসন দ্রুত বাধা দিলেন', শুনুন, আমি যা বলব শুধু তাই করবেন। কখনই পুলিশের গাড়িতে যাবেন না। আপনার নিজের গাড়িতেই যাবেন, দরকারে একজন পুলিশ অফিসার আপনার সঙ্গে থাকতে পারেন। বুঝেছেন ?' আপনাকে কড়া হতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আর শুনুন', অন্তত এক থেকে দেড় ঘণ্টা গাড়িটা যেন ওদের হাতে না যায়। যেমন করেই হোক দেরী করাবেন। এমন ভাব দেখাবেন যেন কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছেন, খুব আপত্তি জানাতে চাইবেন। ওদের গাড়ি দেবেন না তা বলবেন না, শুধু বলবেন নিজের গাড়িতেই আপনি যাবেন।'

'কিন্তু এসব কেন ?'

'আপনার তা জানার দরকার নেই। আমাকে দ্রুত কাজ করতে হবে, বিদায়।'

ম্যাসন ফোন রাখতে ড্রেক বলল, 'কি ব্যাপার ?'

ম্যাসন বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, পল। ওরা গায়ভিনের গাড়িটা পেতে চাইছে। তারা তাকে ফাঁদে ফেলে সীমান্ত পার করিয়ে গ্রেপ্তার করেছে, এখন গাড়িটা চাইছে। ওদের মতলব বুঝেছ ? ওরা গাড়িটা ওশানসাইডে নিয়ে আরভিংকে দিয়ে

সনাক্ত করিয়ে বলতে চাইবে ওটাই সেই গাড়ি।'

'করার কিছুই নেই', ড্রেক ক্লান্তস্বরে বলল। 'আরভিংয়ের মত লোকেরা এই ফাঁদে পড়ে··· ।'

'সবাই তাই পড়ে। সাক্ষীদের ব্যাপারই এই', ম্যাসন বললেন। বহুবার দেখা গেছে একঘর লোকের সামনে কোন অপরাধ ঘটার পর তাদের বর্ণনা লিখতে দিলে এক একজন এক একরকম লেখে যার মধ্যে সত্যতা কমই থাকে। পুলিশ সাক্ষীকে বোঝায় তার বর্ণনায় ভুল আছে। তারা তাকে ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ওই সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেয় তাতে পুলিশের বর্ণনাই প্রাধান্য পায়। ওরা গারভিনের গাড়ি নিয়ে— ।'

ড্রেক বলে উঠল, 'কিন্তু আমাদের করার কিছুই নেই।'

'সমস্যা সেটাই', ম্যাসন বললেন। 'তুমি ডেলাকে তোমার গাড়িতে তুলে নাও। যত দ্রুত পার আমাকে অনুসরণ করবে।'

'তুমি কি করতে চাইছ, পেরি ?'

ম্যাসন বললেন, 'আমি আমার গাড়ি নিয়ে ওশানসাইডে যাব আর ওই সাক্ষী যেমন বলেছে সেইভাবে গাড়ি দাঁড় করাব। তুমি আর ডেলা মার্টিমার সি আরভিংকে গিয়ে বলবে তোমরা তাকে একবার গাড়িটা দেখাতে চাও। আমার কনাভারটিবল ওখানেই থাকবে। আমি বাজি রাখতে পারি লোকটা বলবে আমার গাড়িটাই সে দেখেছিল—অবশ্য গারভিনের গাড়িটা দেখার আগে।'

'তারপর কি হবে ?' ড্রেক সন্দিহান হয়ে বলল।

'তারপর আমরা বাড়ি ফিরে মিসেস লোরেন গারভিনকে বলব পুলিশকে জানাতে যে তারা এবার গাড়িটা নিতে পারে। পুলিশ দ্রুত গাড়িটা ওশানসাইডে নিয়ে গিয়ে আরভিংকে দিয়ে সনাক্ত করাতে চাইবে। আরভিং তখন বলবে ওটা সেই গাড়ি নয়, সে আগেই সেই গাড়ি সনাক্ত করেছে, তার লাইসেন্স নম্বরও সে দেখেছে।

'সে গাড়িটা সনাক্ত করবে না যদি সে ভাবে ওটা তোমার, আর তুমি কে', ড্রেক বলল।

'আমি কে সে জানবেই না, আর গাড়ি কার তাও জানতে পারবে না।'

'এতে কাজ হবে না', ড্রেক বলল। আমাকে এসব কাজ থেকে বাদ দাও। এ কাজ বিপজ্জনক। এর জন্য ঝামেলা হতেও পারে।'

'কি রকম ঝামেলা ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন। 'আমরা একজনকে শুধু একটা গাড়ি সনাক্ত করতে বলছি।'

'তাকে এলোমেলো করতে চাইছ। তাকে ভাবতে দিতে চাইছ সে রাতে সে ওই গাড়িই দেখে।'

'ঠিক এই কাজটাই পুলিশও করতে চাইছে', ম্যাসন বললেন। পুলিশ একাজ করলে তা ঠিক আর সাধারণ কেউ করলে বেঠিক। চমৎকার! তুমি আসবে কি

আসবে না ?'

'না', ডেক বলল। 'আমার লাইসেন্সের কথাটা ভাবতে হবে। একাজ করলে তা··· ।

ম্যাসন ডেলা স্ট্রিটের দিকে তাকালেন।

ডেলা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। 'আমার গাড়িতে তেল ভর্তি' আছে। আপনার মত জোরে না চললেও আমি ঠিক পিছনেই থাকব চিফ।'

ম্যাসন তার টুপি হাতে নিয়ে বললেন, 'চল, যাওয়া যাক!'

ডেক বলল, 'এনিয়ে দারুণ হৈচৈ উঠবে, পেরি ওরা··· ।'

'ওরা হৈচৈ করুক', ম্যাসন বললেন। 'আমি চুপ করে বসে থেকে একজন সাক্ষীকে সম্মোহিত হতে দেবনা, এটা খুনের মামলা। কাউকে যদি আদালতে জেরা করতে পারি সে গাড়িটা চিনল কিভাবে, তাহলে সে সাক্ষ্য দেয়ার আগেও তাকে দেখাতে পারি সে একটা গাড়ি থেকে অন্য গাড়িকে আলাদা করে কখনই সনাক্ত করতে পারেনা। চল, ডেলা।'

□ চোদ্দ □

পেরি ম্যাসন আর ডেলা স্ট্রিট ওশানসাইডের এক রাস্তায় সাধারণ একটা ছোট বাড়ির সাবনে থামলেন। ম্যাসন এবার ডেলাকে বসিয়ে রেখে নেমে বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে শব্দ করলেন।

রক্তকেশী একজন স্ত্রীলোক বিরক্তভঙ্গীতে সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলল। ম্যাসনকে একবার দেখে নিয়ে সে বলে উঠল, 'আমাদের কিছু চাইনা।'

'এক মিনিট', ম্যাসন হেসে বললেন। 'আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সে কাজে ব্যস্ত।'

'কোথায় বলতে পারেন।

'স্ট্যাণ্ডাড' সার্ভিস ষ্টেশনে।'

'তিনি লা জোলা থেকে ফেরার মুখে যে গাড়ি দেখেন তার বিষয় আপনাকে বলেছিলেন ?'

'হ্যাঁ', স্ত্রীলোকটি জানাল।

'তার সঙ্গে এই নিয়েই কথা বলতে চাই। তিনি কি বলেছিলেন ?'

'তিনি শুধু দেখেন হাল্কা রঙের একটা কনভারটিবল। তাতে কেউ ছিলনা। যে মহিলা খুন হন তিনি ওই গাড়ি চালান নি।'

'আপনার স্বামী কখন বাড়ি ফেরেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আমার মনে আছে', স্ত্রীলোকটি বলল, 'রাত একটা বাজার দশ মিনিট আগে। অতরাত পর্যন্ত সে জুয়া খেলে টাকা উড়িয়ে ঘরে ফেরে যা করার অধিকার ওর নেই। জোচ্চুরি করে পোকার খেলতে ওস্তাদ ও আর··· ।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ', ম্যাসন বলে বিদায় নিয়ে গাড়িতে ফিরে এলেন।

ডেলা গাড়ি চালিয়ে সেই পেট্রল পাম্পিং ষ্টেশনে হাজির হতে ম্যাসন মার্টিমার আরভিংয়ের খোঁজ ককলেন।

লম্বা চেহারার হাসিমুখের আরভিংকে স্ত্রীর চেয়ে কম বয়সী বলেই মনে হয়। সে ম্যাসনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, গাড়িটা আমি ওই ওখানে দেখি—তখন এনিয়ে কিছু ভাবিনি—আলো জ্বলতে দেখে শুধু অবাক হয়েছিলাম।'

ম্যাসন বললেন, 'আধঘণ্টার জন্য একটু আসতে পারবেন?'

'না।'

'এজন্য দশ ডলার দেব।'

লোকটা একটু ইতস্তত করতে লাগল।

'আরও দশ ডলার দেব অন্য কাউকে যদি দায়িত্ব দিয়ে যান।'

আরভিং মাথা চুলকে ভাবতে চাইল।

'পোকার খেলতে গিয়ে কত টাকা হেরেছেন?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'পনেরো ডলারের সামান্য বেশি।'

'কথাটা আগে বলেন নি কেন?' ম্যাসন বললেন। 'আমি আপনাকে বিশ ডলার দেব। যে কাজ সামলাবে তার জন্য দশ ডলার, আর যে ছোকরা জল বয়ে আনে তার জন্য পাঁচ ডলার। এরপর আপনি স্ত্রীকে বলতে পারবেন জুয়ায় আপনি হারেন নি, পনেরো ডলারে বিশ ডলার লাভ করেছেন।'

আরভিং বলল, 'আপনি ওস্তাদ সেলসম্যান, মিষ্টার। আপনার মত কথা বলতে পারলে এই যুক্তরাষ্ট্রে আমি সবার সেরা সেলসম্যান হতে পারতাম। দাঁড়ান ওদের বলে আসি।'

'এই নিন পঁয়ত্রিশ ডলার', ম্যাসন একটা বিশ, দশ আর পাঁচ ডলারের নোট বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বলসেন, 'কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

আরভিং একটু পরে ফিরে এসে এক গাল হাসিতে অভিষিক্ত করে গাড়িতে উঠে বলল, 'আজ খুবই মজা করতে পারব। বউয়ের মুখ নাড়া আর সহ্য করতে হবেনা। আজ দারুণ ব্যাপার হবে।'

ম্যাসন ইঙ্গিত করতে ডেলা স্ট্রিট গাড়ি ছেড়ে দিল।

'আপনি কি মনে করেন ওই গাড়ি দেখলে চিনতে পারবেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মানে, আসলে তেমন খেয়াল করে দেখিনি, গাড়ির মডেল, লাইসেন্স এসব দেখিনি। সাধারণ ভাবে মানুষ যা দেখে তাই দেখেছিলাম। একটু ভাবনায়

পড়েছিলাম সেকথা ঠিক আলো জ্বলতে দেখে। ভেবেছিলাম কোন বদ লোকের কান্ডই হবে। ঠিক ফটোগ্রাফির মতো দৃশ্য।'

'আপনি ক্যামেরা নাড়াচাড়া করেন মনে হচ্ছে', ম্যাসন বললেন।

'ফিল্ম কেনার মত পয়সা পকেটে থাকলে তবেই। দারুণ মজা পাই।'

'ঠিক আছে', ম্যাসন বললেন, 'আপনাকে কিছু ফিল্ম দেয়া যায় কিনা দেখব। কি মাপের ফিল্ম ব্যবহার করেন?'

'সিক্স-টোয়েন্টি।'

'ঠিক আছে কি করা যায় দেখব।

ডেলা ইতিমধ্যে গাড়ির গতি কমাল।

'এবার দেখুন', ম্যাসন বললেন। ওখানে একটা কনভারটিবল পার্ক করা রয়েছে। গাড়িটা কি ঠিক সেই জায়গায় রাখা আছে মনে হয়?'

'প্রায় মোটামুটি তাই', আরভিং বলল। 'প্রায় একই রকম গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।'

'যতদূর দেখছেন তাই', ম্যাসন বললেন, 'এটা সেই একই গাড়ি। এক কথায় সেই একই রকম গাড়ি।'

'তা হতে পারে', আরভিং বলল।'

ডেলা গাড়ি থামিয়ে একটা নোটবই বের করে কথাবার্তাগুলো লিখে নিতে লাগল।

'সহজ কথায় যতদূর আপনার মনে পড়ছে সেদিন রাত্তিরে যে গাড়িটা এখানে দেখেছিলেন লা জোলা থেকে ফেরার সময়, এই গাড়িটা সেই গাড়ি নয় একথা বলতে পারছেন না।'

'সেই গাড়ির মতই যে এটা তা বলতে পারি', আরভিং বলল।' মোট কথা এটা সেই গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।'

'গাড়িটার কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করেননি?'

'শুধু হাল্কা রঙ লক্ষ্য করি, প্রায় একই আকারের আর দেখতে। আমাকে কি বলতে হবে? এটাই সেই গাড়ি?'

হাসলেন ম্যাসন। 'আমি চাই আপনি সত্যি কথাই বলবেন। আমি ঘটনাটা তদন্ত করছি, খুঁজে দেখতে চাইছি ওটা কি ধরণের গাড়ি ছিল আর আপনি কি রকম সনাক্ত করতে পারেন।'

'বুঝলাম', আরভিং বলল। আমি অন্য দিক থেকে একটু দেখতে চাই গাড়িটা।'

'ঠিক আছে' তাই হবে', ম্যাসন বললেন। 'আমিই এবার চালাচ্ছি।'

আরভিংকে গাড়িতে তুলে ম্যাসন গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে আবার ঘুরে চলে এলেন।

'হ্যাঁ, এখানে থামান', আরভিং বলল। 'দাঁড়ান—ভাল করে দেখি···হুম, সেই

গাড়িই মনে হচ্ছে। একই রকম লাইন। আসলে এটা সে সেই গাড়ি নয় জোর দিয়ে বলতে পারব না।'

'চমৎকার', ম্যাসন বললেন। 'এতেই হবে। আপনার বর্ণনা যথাযথ। হ্যাঁ, একটা কথা, আমার দৃষ্টি শক্তি তত ভাল নয়। গাড়ির লাইসেন্স নম্বর পড়তে পারছেন?'

'মনে হয় পারব। হ্যাঁ··· ৯ ওয়াই ৬৩৭০।

'চমৎকার হয়েছে।'

ম্যাসন এবার গাড়ি নিয়ে ওশানসাইডে গিয়ে আরভিংকে তার জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে চললেন।

ডেলা স্ট্রিট হেসে বলল, 'বেশ খোলা মনের একজন সাক্ষী।'

'তবু পুলিশ ওকে পাখি পড়ানো শুরু করার পর ও হয়তো বলবে এডওয়ার্ড গারভিনের গাড়িই সেই গাড়ি', ম্যাসন বললেন।

ম্যাসন এবার ওশানসাইড ছেড়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন।

'পুলিশ আসার আগেই আমি পেঁছিতে চাই', তিনি বললেন।

যেখানে গাড়ি রেখেছিলেন সেখান থেকে আধ মাইল দূরে আসতেই ডেলা বলল, 'মনে হচ্ছে দেরী করে ফেলেছেন, চিফ।'

ম্যাসনের চোখে পড়ল হাইওয়েতে একটা লাল আলো। এবার সাইরেনের আওয়াজও শোনা গেল। বিরাট একটা পুলিশের গাড়ি ম্যাসন যেখানে থেমেছিলেন সেখানেই এসে থামল।

'এর মধ্যেই যেতে হবে', বলে ম্যাসন তার গাড়ি নিজের কনভারটিবলের পাশে দাঁড় করালেন।

সার্জেন্ট হলকোম্বের সঙ্গে একজন লোককে পুলিশের গাড়ির কাছে আসতে দেখা গেল। তার কোটে লেখা 'সান ডিয়েগো কাউন্টি, ডেপুটি শেরিফ।'

'ব্যাপার কি?' সার্জেন্ট হলকোম্ব বলল।

'আমার গাড়িটা একটু রেখেছি', ম্যাসন বললেন।

'আপনার গাড়ি?'

'ঠিক তাই।'

'আপনার মতলব কি?' ডেপুটি শেরিফ জানতে চাইলেন।

ম্যাসন বললেন, 'ইথেল গারভিনকে কে খুন করেছে আমি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছি। যতদূর জানি আমার মক্কেলকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'শুনুন, ওখানে আপনার গাড়ি রাখার উদ্দেশ্য কি?' হলকোম্ব প্রশ্ন করল।

'না রাখার কোন আইন আছে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'আপনার উদ্দেশ্য কি আমি জানতে চাই।

ম্যাসনের দুচোখে অপার নিরীহ ভাব। 'ভদ্রমহোদয়গণ', তিনি বললেন,

'আপনাদের খোলাখুলিই বলছি। এই ঘটনার আসল সূত্র আবিষ্কারই আমার উদ্দেশ্য। যতদূর জানি ওশানসাইডের আরভিং নামে জনৈক ব্যক্তি একটা গাড়ি এখানে দাঁড়াতে দেখেন। তার সম্পর্কে আপনাদের সব বলছি। তার নাম মর্টিমার সি আরভিং। তাকে স্টাণ্ডার্ড ষ্টেশনে পাবেন। খুনের সময় সে লা জোলায় পোকারের আড্ডায় ছিল। গাড়িতে ফেরার সময় সে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। নিশ্চিত ভাবেই ওই গাড়িতে ইথেল গারভিনকে খুন করা হয়নি। এটা অন্য ধরণের গাড়ি।

'ওই গাড়ি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানতে চাইলেও আরভিং বেশি বলতে পারেনি। সে বলেছে সেই গাড়িটা আমার গাড়ির মতই আকার ও রঙের। আমি সেইজন্যই গাড়িটি রাখি।'

'অন্যভাবে বললে আপনি তাকে গাড়িটা সনাক্ত করতে বাধ্য করেন', হলকোম্ব বললেন।

'আমি কাউকে সনাক্ত করতে বাধ্য করিনি', ম্যাসন বললেন।

'করেননি বটে!' হলকোম্ব ঝলসে উঠলেন। 'আপনি ও আমি দুজনেই জানি কাউকে দিয়ে কোন গাড়ি সনাক্ত করাতে হলে একই ধরণের গাড়ি লাইনে রাখতে হয় যাতে সে বেছে নিতে পারে আর··· ।'

'একটা কথা', ম্যাসন বললেন, 'আপনি গারভিনের গাড়ি নিয়ে কি করবেন?'

'আমরা হাতের ছাপ পরীক্ষা করছি', ডেপুটি শেরীফ বললেন।

ম্যাসন মাথা নুইয়ে হাসলেন। 'তাহলে আমি বাধা দেবনা, ভদ্রমহোদয়গণ। মিঃ গারভিন যখন তার গাড়ি আপনাদের দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই বুঝবেন তিনি এই রহস্যের কিনারার জন্য সাহায্য করতে উৎসুক। আর একটা কথা, মিঃ গারভিনের খুনের সময় সম্পর্কে নিখুঁত অ্যালিবাই আছে···। এখন আমাকে বিদায় নিতে হবে, ভদ্রমহোদরগণ। আমাকে অফিসে ফিরতে হবে।'

ম্যাসন তার কনভারটিবলের দরজা খুলে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে যেতেই দুজন অফিসার প্রায় ক্রুদ্ধ অথচ অসহায় ভঙ্গীতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, এই পরিস্থিতিতে কি বলা উচিত যেন তাদের জানা ছিলনা।

□ পনেরো □

সান ডিয়েগোর ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হ্যামলিন এল কভিংটন প্রতিবাদী পক্ষের আইনজ্ঞ পেরি ম্যাসন আদালত কক্ষে ঢুকতে তার প্রধান ডেপুটি স্যামুয়েল জারভিসের দিকে তাকালেন।

'দেখতে সুপুরুষ', কভিংটন চাপাস্বরে বললেন, 'তবে যাদুকর বলে ভাবিনা!'

'সাংঘাতিক মানুষ', জারভিস সাবধান করে দিতে চাইলেন।

সম্ভ্রান্ত চেহারার, শক্তিমান কভিংটন বললেন, 'এই মামলায় ওকে ভয় করার কারণ নেই। উনি হয়তো ঢের প্যাঁচ পয়জার দেখাবেন তবে আমি তাতে ভুলছি না। উনি যতই কৌশল প্রয়োগ করুন তা কাটানোর কৌশল আমারও জানা আছে।

স্যাম জারভিস বিজয়ী ভঙ্গীতে হাসলেন, 'ম্যাসন যদি জানত ওর জন্য কি জমা আছে!'

'এটা ওঁর পাওনা', কভিংটণ বললেন। 'ও আদালতে তুবড়ি ছোটায়। এবার ওকে ঠান্ডা করব।'

কভিংটন খুশি মনে চুমকুড়ি ছুঁড়লেন, 'এবার ওকে দেখাব আমাদের কাজ আলাদা, কি বল, জারভিস?'

'বাজি রাখতে পারি ও যখন শুনবে··· ।'

ওই মুহূর্তে দরজা খুলে যেতে জজ মিনডেন আদালত কক্ষে প্রবেশ করলেন। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। জজ মিনডেন বসতে সকলে বসলেন।

বেলিফ এবার জানালেন, 'ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের উচ্চতম আদালত সান ডিয়েগো কাউন্টির পক্ষে প্রবেশ করেছেন মাননীয় বিচারপতি হ্যারিসন ই মিনডেন, আসন গ্রহন করেছেন। আদালত শুরু হলো।'

'ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য বনাম এডওয়ার্ড চার্লস গারভিন', জজ মিনডেন বললেন।

'বাদী পক্ষ প্রস্তুত', কভিংটন বললেন।

'প্রতিবাদী পক্ষও, ইওর অনার', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন।

'জুরির প্যানেল তৈরী করুন', জজ মিনডেন বললেন।

কভিংটন ফিসফিস করে জারভিসকে বললেন, 'তুমি প্যানেল তৈরী কর, স্যাম! আমি আড়ালে থাকছি··· । আমি ম্যাসনকে এক হাত নেব তবে এ মামলায় বিশেষ দরকার হবে না।'

'ওঁকে উড়িয়ে দেয়ার জন্য শুধু বোতাম টেপার অপেক্ষা', জারভিস বললেন।

কভিংটন তার গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে কল্পনায় তার সহকারীর তৈরী অবস্থাটা দেখতে চাইলেন।

জজ মিনডেন বললেন, 'জুরি হিসেবে যাদের নাম বলা হবে তারা এগিয়ে আসবেন আর জুড়ি বক্সে বসবেন। করণিক মহোদয় বারোটি নাম তুলুন।'

জজ মিনডেন এরপর জুরিদের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বললেন আর ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'কে বললেন তাদের অ্যাটর্নি'র কাছে প্রশ্নের জন্য পাঠিয়ে দিতে।

ম্যাসন তার চিরাচরিত কৌশলের বদলে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি' হঠাৎই তাই সন্দিহান হয়ে জারভিসকে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বেশ আন্দাজ করলেন ম্যাসন কোন কারণে যেন যেকোন বারোজন জুরিকেই মেনে নিতে প্রস্তুত।

মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে মতামতের জন্য চারজন জুরিকে বাতিল করে নতুন চারজনকে নেয়া হলো। ম্যাসন হাসিমুখে সব ব্যাপারটাই যেন খেলার ছলে নিলেন।

একটু বেকায়দায় পড়েই জুরিদের প্যানেল শেষ করলেন ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি' কভিংটন। তিনি বেশ বুঝলেন এক্ষেত্রে ম্যাসন তাকে কোণঠাসা করেছেন কারণ তিনি জুরিদের সকলের চরিত্রই বেশ ভাল অনুধাবন করেছেন।

'আপনি কোন মুখবন্ধ দিতে তৈরি, মিঃ ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'?' জজ মিনডেন প্রশ্ন করলেন।

আগে ঠিক ছিল জারভিসই কাজটা করবেন কিন্তু ক্রুদ্ধ বিচলিত কভিংটন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জুরিদের বললেন যে তিনি প্রমাণ করতে চান প্রতিবাদী এডওয়ার্ড চার্লস গারভিন এক বেআইনি বিবাহ বিচ্ছেদের জোরে পুনর্বিবাহ করে সাংসারিক জটিলতায় আবদ্ধ হন আর সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পূর্বতন স্ত্রীকে রিভলবারের সাহায্যে হত্যা করেন।

কভিংটন উপসংহারে বললেন, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আশা করি আপনাদের দেখাতে পারব এই ভদ্রলোক তার সেই স্ত্রীকে মধ্যরাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যে সাক্ষ্য থেকে তিনি আর জীবিত ফিরতে পারেননি। এ এক ঠাণ্ডা মাথায়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পথে সমাধা করা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় জানা যেত না যদি না...।'

ওই মুহূর্তে তার কোট ধরে জারভিস টান মারতে কভিংটন বুঝতে পারলেন তিনি বড় বেশি বলে ফেলেছেন। তাই তিনি বললেন, 'যদিনা এই কাউন্টির পুলিশ লস এঞ্জেলেসের পুলিশের সঙ্গে দ্রুত তদন্ত করত। ভদ্রমহোদয়গণ, সাক্ষ্যের বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলব না, শুধু এটুকুই যে প্রতিবাদী যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোর গা ঢাকা দেন স্ত্রীর কাছ থেকে সরে যেতে, আর...।'

'এক মিনিট', ম্যাসন হাসিমুখে বাধা দিলেন, 'ইওর অনার, আমি বাদী পক্ষ থেকে এমন কোন সাক্ষ্যে আপত্তি জানাচ্ছি যা অন্য অপরাধ। আমার দাবী এজন্য ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'কে ক্ষতিকর আচরণের জন্য দায়ী করা হোক আর জুরিদের জানানো হোক তারা এই মন্তব্য যেন গ্রাহ্য না করে।'

'আদালতের অনুমতি হলে', ক্যাভিংটন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'এ সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের যে অভিযোগ আনা হয় তাই খুনের মোটিভ। এ বিষয় কাউন্সেল ভালই জানেন। এই অপরাধের জন্যই অভিযুক্ত মেক্সিকোয় পালিয়েছিলেন অন্য এক মহিলাকে নিয়ে যার সঙ্গে তার প্রেমজ ভালবাসা জন্মায়।'

'একই আপত্তি এবং অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি দাবী করছি', ম্যাসন বললেন।

জজ মিনডেন রাগত স্বরে বললেন, 'মিঃ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি' আমার জানা নেই সাক্ষ্যে কি প্রকাশ পাবে তবে আমার ধারণা আপনি কোন আইন সম্মত প্রশ্ন আশা করছেন। এই বিষয় সাক্ষ্য প্রদান পর্যন্ত মুলতুবী রাখা যায় না। এ অনেকটা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ, আদালত তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আমার মনে হয় আপনি জুরিদের শুধু ঘটনার বিবরণ, খুনের সময় ইত্যাদি জানালেই ভাল করবেন। এমত অবস্থায় প্রতিবাদীর অধিকার সুরক্ষার জন্য আমি আদেশ দিচ্ছি জুরিদের সতর্ক করছি তারা ওই মন্তব্য গ্রহণ করবেন না।'

কভিংটন যখন বুঝলেন তাকে ম্যাসন বেকায়দায় ফেলে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি জুরিদের প্রভাবিত করতে চেয়েছেন, তিনি ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'এই সব, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, প্রতিবাদী অত্যন্ত নির্মমভাবে, ঠাণ্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম ডিগ্রি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন তাই এক্ষেত্রে আমি তার প্রাণদণ্ড দাবী করতে চাই।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে তিনি এডওয়ার্ড গারভিন আর ম্যাসনকে লক্ষ্য করে জারভিসকে চাপাস্বরে বলতে চাইলেন, 'চুলোয় যাক অহঙ্কারী মূর্খ'। ওর গর্ব চূর্ণ করবই।'

'আপনার বয়ান লিপিবদ্ধ করুন কাউন্সেল', জজ ম্যাসনকে আহ্বান করলেন।

ম্যাসন একথায় উঠে জুরিদের সামনে গিয়ে তাদের যেন একটু জরিপ করতে চাইলেন।

'মহামান্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনার সঙ্গে বলছি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়-গণ', ম্যাসন শুরু করার পরেই নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'উনি প্রমাণ করতে পারবেন না।'

কেউ কিছু বুঝে নেয়ার আগেই যে এটাই তার মুখবন্ধ, ম্যাসন হাসিমুখে নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

দু'একজন জুরি মৃদু হাসল, আদালতে মৃদু গুঞ্জনও উঠল। বিচারপতির হাতুড়ির শব্দে সবাই চুপ করলেন।

কভিংটন চাপা গলায় জারভিসকে বললেন, 'তুমি এগিয়ে গিয়ে এই অপরাধের প্রমাণ উপস্থিত করার চেষ্টা কর, আমি একটু বাতাসে ঘুরে আসছি। লোকটা এতদিনে যে সুনাম তৈরী করেছে এবারই তা একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেব, ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। এগোও, স্যাম।'

কভিংটন ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বাইরে যেতে তার সহকারী কাজ শুরু করলেন। যে

সাক্ষী দেহ আবিষ্কার করেছে সে যে ড্রেকের লোক আর সুযোগ পেলেই সে যে ম্যাসনের পক্ষেই যাবে জেনে সাবধানে এগোলেন জারভিস। তিনি তাকে শুধু প্রশ্ন করলেন সে নির্দিষ্ট দিনে কোন গাড়ির মধ্যে একটি মহিলার মৃতদেহ আবিষ্কার করে কিনা। সে যে গাড়িতে একটা রিভলবার দেখে পুলিশকে জানায় এ কথাও তিনি জানালেন।

আচমকা জারভিস এবার ম্যাসনের দিকে বল ছুঁড়ে বললেন, 'জেরা করতে পারেন।'

'কোন প্রশ্ন নেই', ম্যাসন জানালেন।

জারভিস স্পষ্টতই বিস্মিত। তিনি ভেবেছিলেন ম্যাসন এই সাক্ষীর মাধ্যমে তার রক্ষা ব্যবস্থা করতেই চাইবেন।

পরবর্তী সাক্ষী ছিল ওশানসাইডের পুলিশ প্রধান। এই লোকটির জন্য জারভিস বেশ নিশ্চিন্তই বোধ করলেন। পুলিশ অফিসার জানালেন তাকে ডেকে পাঠানোর পর তিনি করোনার ও সান ডিয়েগোর শেরিফকে জানান। তিনি সেখানকার মাটি পরীক্ষা করেন বলে জানালেন।

জারভিস সতর্কভাবে লোকটিকে দাগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ প্রমাণের চেষ্টা করলেন। তিনি জানালেন গাড়ির অবস্থান ও চাকার দাগ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল।

ইতিমধ্যে হ্যামলিন কভিংটন নিজের আদালতে ফিরে আসাকে খুবই চিত্তাকর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে প্রবেশ করলেন। তিনি জারভিসকে চাপা স্বরে বললেন, 'এগিয়ে যাও। সাক্ষীকে প্রশ্ন কর চাকার দাগ কি রকম ছিল। ম্যাসনকে আপত্তি তোলার সুযোগ দিয়ে কোনঠাসা কর।'

জারভিস চাপা গলায় বললেন, 'ওকে বিশেষজ্ঞ বলে আমরা চিহ্নিত করিনি। ম্যাসন ওঁকে ছিঁড়ে ফেলবে।'

'চেষ্টা করতে দাও', কভিংটন বললেন।

'বেশ।' উঠে দাঁড়িয়ে এবার জারভিস সাক্ষীকে বললেন, 'চিফ, দুটো গাড়ি সমান্তরাল ভাবে রাখা হওয়ায় চাকার দাগ থেকে কি প্রমাণ হয়?'

'এতে বোঝা যাচ্ছে যে গাড়িতে দেহটা ছিল সেটা আগে থেকে রাখা গাড়ির পাশে রাখা হয়েছিল আর··· ।'

'এক মিনিট', জজ মিনডেন বললেন। 'প্রশ্নটা আমি আর একবার শুনতে চাই, মিঃ রিপোর্টার।'

আদালতের রিপোর্টার পড়ে গেলেন।

জজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকালেও ম্যাসন নিশ্চুপ রইলেন।

'উত্তর দিন', সাক্ষীকে বললেন কভিংটন।

'ব্যাপারটা এই রকম', সাক্ষী জানালেন, 'যে গাড়িতে মৃতদেহ পাওয়া যায় সেটা এনে অন্য গাড়ির পাশে রাখা হয় তারপর হত্যাকারী মৃতদেহটা টেনে নামিয়ে দ্বিতীয়

গাড়ির চালকের আসনে রেখে দেয়। কাজটা এই রকমই হয়েছিল। গাড়িটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আনা হয়।'

'জেরা করতে পারেন', জারভিস বিজয়ী ভঙ্গীতে বললেন।

ম্যাসন হাল্কা চালে উঠে দাঁড়ালেন যেন তেমন আগ্রহী নন। 'আপনি চাকার দাগ পরীক্ষা করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

'আপনি বলছেন গাড়িটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আনা হয়।'

'ঠিক তাই। ওখানকার মাটি গ্রানাইটে তৈরী আর পাথরের মত কঠিন। দাগ দেখা গেলেও চাকার বিশিষ্টতা ধরা পড়েনা। ইথেল গারভিনের গাড়ির সামনের চাকার দাগ দেখা যাচ্ছিল। চালক একটু গাড়িটা পিছনে নিয়েছিল কারণ চাকার দাগ অন্য গাড়ির চাকার দাগের বুকে পড়েছিল কোথাও কোথাও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', ম্যাসন যেন রুদ্ধস্বরে বললেন। 'আর আপনি বলছেন অন্য গাড়িটা ওখানেই রাখা ছিল?'

'ঠিক তাই।'

'মহিলা গাড়ি চালানোর সময় খুন হননি?'

'না স্যার। এটা জমাট বাধা রক্তের দাগ থেকেই বোঝা যায় যে তিনি খুন হওয়ার সময় ডান দিকে ছিলেন। খুনি তাকে গুলি করে তাকে অন্য গাড়িতে টেনে চালকের আসনে বসিয়ে দেয় তারপর গাড়ি চালিয়ে গা ঢাকা দেয়।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন। 'আপনি বলছেন অপর গাড়িটা রাখা ছিল?'

'ঠিক তাই, হ্যাঁ।

ম্যাসন তার গলার স্বর না বদলে যে উত্তর জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী সেই ভাবে বললেন, 'ওই দাগে কি এমন ছিল, চিফ, যে বোঝা সম্ভব গাড়িটা অপেক্ষা করছিল?'

'দাগের মধ্যে একটু পিছিয়ে আসার চিহ্ন স্পষ্ট ছিল।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন, 'দাগ যদি বাঁকা না হত, চিফ, তাহলে গাড়িটা কোথায় যেতে পারত?'

'একেবারে সোজা গিয়ে বাঁক খেয়েছিল।'

'সোজা পথে কি ছিল?

'গাড়িটা সোজা সটান যেতে পারত না।'

'কেন সোজা পথে কি ছিল?'

'প্রশান্ত মহাসাগর।'

'ওহ, বুঝলাম। তাই গাড়িটা ঘুরে ছিল।'

'তাই আপনি বলছেন গাড়িটার চাকার দাগ বাঁকা বলেই ঘুরে ছিল?'

'ইথেল গারভিনের চাকার দাগ একটু এলোমেলো ছিল, অন্য গাড়িটা সম্ভবত আগুপিছু করতে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয় ওই দাগে এমন কিছুই ছিলনা যাতে বোঝা সম্ভব গাড়িটা অপেক্ষায় ছিল।'

'মানে, এভাবে যদি বলেন তাহলে তাই।'

'প্রিয় চিফ, ম্যাসন বললেন, 'এটা আমি বলছি না, বলছেন আপনি। নিজের মত বললেও অনুগ্রহ করে ঠিক ভাবে বলুন। আপনি তাহলে ভুল করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তবে তাই। কিন্তু ভুল করিনি।'

'তাহলে কিজন্য বললেন দাগ দেখে বলতে পারেন অন্য গাড়িটা রাখা ছিল?'

'দাগ দেখে তাই মনে হয়। অপর গাড়িটা একটু করে এগিয়ে আনা হয়েছিল।

'অর্থাৎ যে-গাড়িতে ইথেল গারভিনের দেহ ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমার প্রশ্ন ভাল করে বুঝে নেবার চেষ্টা করুন', ম্যাসন বললেন। এটা কি বলা সম্ভব কোন গাড়ি রাখা থাকলে তার চাকার কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে?'

'মানে, তা নয়', চিফ বললেন। 'এটা স্বাভাবিক। কোন দাগ দেখে কখনও বলা যায় না কোন গাড়ি এক, দুই বা চারঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল, এসে চলে গিয়েছিল এই রকম। অন্তত বৃষ্টি না হলে।'

'ওহ', ম্যাসন মন ভোলানো হাসির সঙ্গে বললেন, 'তাহলে জুরিদের সামনে আপনি ভুল বলেছেন যে গাড়ির দাগ প্রমাণ করছে সেটা কিছুক্ষণ সেখানে রাখা ছিল।'

'নিশ্চয়ই। ওই দাগে কিছুই ছিলনা', সাক্ষী জানালেন। 'সমস্ত ছবিটা তৈরী করতে হয়েছে অন্য গাড়ির হালচাল দেখে।'

'তাহলে আপনার ভুল হয়েছিল?' ম্যাসন বললেন।

'ইয়ে—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।'

'আমি সেটা জানি', একই ভাবে হাসলেন ম্যাসন। 'আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম এটা স্বীকার করতে আপনার কত কঠিন লাগে। ধন্যবাদ, চিফ।'

'একটু দাঁড়ান', কভিংটন চিৎকার করে বললেন। 'আপনার এটা বলা ভুল হয়নি যে খুনী তার গাড়ি রেখে গিয়ে খুন করে তারপর আবার এসে ওখানে গাড়ি দাঁড় করায়, তাই নয় চিফ?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন। 'কাউন্সেল এভাবে তার সাক্ষীকে প্রশ্ন করায় আমার আপত্তি আছে। আমি জেরার সময় করলেও তিনি তা পারেননা। আমি তাই আপত্তি জানাচ্ছি।'

'এ প্রশ্ন সরাসরি', জজ মিনডেন বললেন। 'আপত্তি গ্রাহ্য হলো।'

'বেশ, কি ঘটেছিল?' কভিংটন প্রশ্ন করলেন।

'সাক্ষী যখন হাজির ছিল তখন অবশ্য', ম্যাসন বললেন।

'অন্তত উনি দাগ পরীক্ষার পর কি হয় বলতে পারেন।'

'উনি বলার চেষ্টা করেছেন', ম্যাসন বললেন। 'তিনি দু'দফা দাগের কথা বলেছেন। আমার ধারণা ওই দাগের কোন ফটো তোলা হয়নি?'

'ফটোগ্রাফার যাওয়ার আগেই সেগুলো এলোমেলো হয়ে যায়', কভিংটন বললেন।

'এজন্য প্রতিবাদী দায়ী নয়', ম্যাসন মনে করে দিলেন।

'ওই দাগের বিষয়ে বলুন। ওতে কি দেখা যাচ্ছে?'

'সাক্ষীকে প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে আপত্তি জানাচ্ছি', ম্যাসন বললেন। 'এর কোন ভিত্তি নেই।'

'আপত্তি গ্রাহ্য করা হলো', জজ মিনডেন তিক্ত স্বরে বললেন। 'সাক্ষী এধরণের প্রভাবিত আগেও হয়েছেন কিন্তু কোন আপত্তি করেননি।'

'ঠিকই, ইওর অনার', ম্যাসন হাসিমুখেই বললেন, 'পরে তিনি স্বীকারও করেছেন তার ভ্রম হয়।'

'তবু কি ঘটেছে সে সম্পর্কে তার ভুল হয়নি', খিঁচিয়ে উঠলো কভিংটন।

'সাক্ষী স্বীকার করেছেন তার ভুল হয়', ম্যাসন বললেন।

'আপনার খুঁটিনাটি নিয়েই থাকুন আপনি। আশা করি জুরীরা বুঝবেন।'

'আমারও ধারণা তাই', ম্যাসন বললেন।

'আপনার পরবর্তী সাক্ষী', জজ মিনডেন কভিংটনকে বললেন।

একজন বেলিফ প্রবেশ করে পেরি ম্যাসনের হাতে একখণ্ড ভাঁজ করা কাগজ দিল।

ম্যাসন ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়লেন।

লেখার বিষয়বস্তু ছিল বার অ্যাসোসিয়েশনে অভিযোগ সংক্রান্ত কমিটি তাকে সাক্ষীর সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপের অভিযোগে পরদিন সন্ধ্যা আটটায় তাদের সামনে হাজির হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

ম্যাসন কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

কভিংটন ম্যাসনের ভাবলেশহীন মুখ লক্ষ্য করে জারভিসকে বললেন, 'চুলোয় যাক, এতেই ও ঠাণ্ডা হবে। ও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু অগাধ জল বাছাধন টের পাবে।'

'আগামীকাল ও আরভিংকে জেরার ফাঁদে ফেললে নিজের গলাই কাটবে। আবার উল্টোটা হলেও ওর মক্কেলের গলা কাটা যাবে।'

'ওকে এবার বুঝিয়ে দেব ওর ওই চালাকিতে আর কাজ হবে না', জারভিস বললেন।

'কাজ শুরু করুণ ভদ্রমহোদয়গণ', জজ মিনডেন বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন।

এবার স্যাম জারভিস একজন সার্ভেয়ারকে আহ্বান করার পর তিনি মানচিত্র আর ছবি দেখানোর পর ময়না তদন্তকারী সার্জন হাজির হলেন। একজন বন্ধু যিনি

মৃতদেহ সনাক্ত করেন তিনিও হাজির হন।

বিচারপতি মিনডেন এরপর বললেন, 'আজ যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। আমি জুরিদের আটকে রাখতে চাইনা তবে জুরিদের আদেশ করছি তারা এই মামলা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বা কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না, কোন সংবাদপত্র পাঠও করবেন না। আদালত আগামীকাল বেলা দশটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।'

আদালত ছেড়ে বাইরে আসার মুখে কভিংটন তার সহকারীকে বললেন, 'ম্যাসন কিভাবে এত সুনাম অর্জন করেছে বেশ বুঝতে পারছি। খুব স্মার্ট বলেই ও জুরিদের মন জয় করে। ওর ওই বেলুন আমি ফুটো করে দেব, দেখে নিও।'

ম্যাসন বাইরে আসার সময় গারভিনকে বললেন, 'একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে রাখুন।'

গারভিন ক্লান্তভাবে হাসলেন। 'একটা কাগজ পেলেন দেখলাম। ওটা কি আমার ব্যাপারে ?'

'একেবারেই না।' ম্যাসন আশ্বস্ত করলেন। 'ওটা আমার জন্য।'

□ ষোল □

পরদিন সকালে আবার আদালত বসলে হ্যামলিন এল কভিংটন সারারাত ম্যাসনকে জব্দ করার সুখনিদ্রার পর খুবই উৎফুল্ল।

তিনি আদালতে এডওয়ার্ড গারভিন ও ইথেল গারভিনের বিবাহ সংক্রান্ত নথী দাখিল করার পর সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করবেন মেক্সিকান বিচ্ছেদের শেষে গারভিন কিভাবে লোরেনকে বিয়ে করেন।

'তাহলে ধরা যেতে পারে ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'র বক্তব্যের এটাই প্রমাণ', জজ মিনডেন মন্তব্য করলেন। 'আমি ধরে নিচ্ছি, মিঃ ম্যাসন, এক্ষেত্রে আপনি জুরিদের এর বাইরে রেখে আপনার আপত্তি ও প্রশ্ন রাখতে চলেছেন।'

'বরং এর বিপরীতই করতে চাই', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন, 'ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি যেভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তাতে আমি কোন আপত্তি জানাচ্ছিনা।'

কভিংটনের আশা ছিল প্রচণ্ড আইনি লড়াই হতে চলেছে, সে সম্ভাবনা ম্যাসনের পক্ষ থেকে দেখতে না পাওয়ায় আশাভঙ্গ হলো তার। তিনি হতাশ ভাবে বললেন, 'আপনি গোড়ায় তুলকালাম করেছিলেন অথচ এখন··· ।'

'আপনি তখন প্রথাগত প্রমাণ দিতে পারেননি', ম্যাসন যেন বুদ্ধিহীন কোন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে চাইছেন এমন ভাবে বললেন। 'আদালত আপনাকে যেহেতু সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, আমার কোন আপত্তি নেই, মিঃ ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'।'

'ভাল কথা', জজ মিনডেন কভিংটনের ক্রুদ্ধ জবাব বন্ধ করতেই যেন বললেন,

'ঠিক আছে, এ বিষয়ের নথী গৃহীত হলো। শুরু করুন, মিঃ ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'।'
কভিংটন ধীরে ধীরে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করলেন।
ভার্জিনিয়া বাইনাম সাক্ষ্যে জানাল সে ফায়ার এসকেপে বন্দুকটা রেখেছিল। লিভেসি জানালেন তিনি সেটা তুলে এনে গারভিনকে দেন আর তার গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দেন।
জর্জ এল ডেনবিও জানাল সে বন্দুকটা এনে গারভিনকে দিতে দেখেছে।
ম্যাসন যেন কোন ভ্রূক্ষেপই করলেন না, তিনি ভার্জিনিয়া বাইনাম বা লিভেসিকে কোনও জেরা করলেন না। শুধু ডেনবিকে জেরার সময় বললেন, 'আপনি কিভাবে জানলেন এটা সেই একই বন্দুক?'
'সেই একই নম্বর ছিল, তাই।'
'আপনি নম্বর লিখে রেখেছিলে?'
'না, স্যার। শুধু দেখেছিলাম।'
'আর তাতেই মনে রেখেছেন?'
'হ্যাঁ, স্যার। আমার স্মৃতিশক্তি একেবারে ফটোগ্রাফের মত। আমি একবার দেখেই সব নম্বর মনে রাখতে পারি।'
'ঠিক আছে, আর প্রশ্ন নেই', ম্যাসন তীব্রস্বরে বললেন।
কভিংটন তার সহকারীকে হেসে বললেন, 'একেবারে গরম আলুর মত ফেলে দিল, কি বল হে?'
'তা আর বলতে', জারভিস মন্তব্য করলেন।
এবার কভিংটন সাক্ষ্য প্রমাণের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরীর প্রচেষ্টা চালালেন। তিনি দেখালেন এডওয়ার্ড গারভিন আর তথাকথিত দ্বিতীয় স্ত্রী লোরেন ইভান্স লা জোলা এক হোটেলে হাজির হন। হোটেলের পরিচালিকা স্ত্রীলোকটিকে হাজির করে তিনি দেখালেন কিভাবে ওই দুজন আচমকা নৈশভোজের পরেই চলে যান। সেই সময় আরও একজন তৃতীয় ব্যক্তি তাদের সঙ্গে ছিলেন যার গাড়ি অবিকল গারভিনেরই গাড়ির মত।
কভিংটন এবার নাটকের চরম মুহূর্ত তৈরী করে স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'আপনি সেই তৃতীয় ভদ্রলোকের পরিচয় জানেন?'
ম্যাসন অবহেলার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এভাবে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই মিঃ ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, আমিই ওই গাড়ির চালক। আমি খুশি মনেই স্বীকার করছি।'
এই সাক্ষ্য যে তার নাটকীয়তা প্রায় সম্পূর্ণই হারিয়ে বসেছে এটা বুঝতে পেরে কভিংটন কোন রকমে হতাশা কাটিয়ে বললেন, 'ঠিক তাই, আর এর ঠিক পরেই প্রতিবাদী তার তথাকথিত বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে দ্রুত মেক্সিকোয় রওয়ানা হন।
'আপনি কি নিজেই শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দেবেন নাকি?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'না', কভিংটন বললেন তির্যক ভঙ্গীতে হাসিমুখে তাকিয়ে, 'আমি একথা প্রমাণ করব একজন এমন সাক্ষীকে দিয়ে যাকে আপনি জেরা করতে পারবেন, মিঃ ম্যাসন। সেনোরা ইনোসেন্ট মিগরেরিনিওকে ডাকা হোক।'

মেদবহুল, হাসিখুশি, ভিস্টা দ্য লা মেসা হোটেলের মালিকা তার শরীরে ছন্দ তুলে আদালতে প্রবেশ করার পর স্বর্ণকেশী লোরেনকে সনাক্ত করে জানালেন যে খুনের আগের রাতে স্বামীর সঙ্গে হোটেলে এসেছিলেন।

কভিংটন এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন যাতে আজই বিকেলে তিনি তার বোমা ফাটাতে পারেন। এই কারণেই সাক্ষীর কাঠগরায় তিনি উপস্থিত করলেন হাওয়াড বি স্ক্যামলন নামে মধ্যবয়স্ক, উঁচু চোয়াল, দৃঢ় মুখশ্রীর, নীলাভ চোখ বিশিষ্ট একজন পুরুষকে।

কভিংটন হাল্কা ভাবে প্রশ্ন শুরু করলেন, 'আপনার পেশা কি, মিঃ স্ক্যানলন?'

'আমি একজন রঙের কারিগর, স্যার।'

'ঠিক। একুশে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'তিজুয়ানায় হোটেল ভিষ্টা দ্য লা মেসা'য়।'

'সময় সম্পর্কে আপনার নিশ্চিত হওয়ার কোন কারণ আছে?'

'হ্যা, স্যার।'

'সেটা কি?'

'আমি একটা ভাল কাজ খুঁজছিলাম, আমার স্ত্রী ছিলেন অরিগণের পোর্টল্যাণ্ডে। তাই ভেবেছিলাম যে…।'

'একটু দাঁড়ান', কভিংটন যেন উদার পিতৃস্নেহজড়িত স্বরে বললেন, 'মিঃ স্ক্যানলন, কি ভেবেছিলেন তা বলার দরকার নেই, শুধু বলুন ওই দিনের কথা আপনার স্মরণে আছে কেন?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি আমার স্ত্রীকে ফোন করার চেষ্টা করছিলাম এখানে আসার জন্য।'

'বুঝলাম। আপনাার স্ত্রী কোথায় ছিলেন?'

'পোর্টল্যাণ্ডে, অরিগণের।'

'কখন ফোন করেন?'

'সারা সন্ধ্যেই করি, কিন্তু সে সিনেমায় গিয়েছিল বলে…।'

'আপনি যা জানেন না তা সাক্ষ্য দেবেন না, মিঃ স্ক্যানলন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কখন কথা বলেন?'

'রাত দশটা দশে ফোন এসেছিল।'

'সময় লক্ষ্য করেছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ফোনের জন্য কোথায় অপেক্ষায় ছিলেন আপনি?'

'টেলিফোন বুথে।'

'সেটা কোথায় ?'

'তিজুয়ানায় হোটেল ভিষ্টা দ্য লা মেসা'য়।

'সেখানে একটার বেশি বুথ আছে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ফোনের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন ?'

'মনে হয় পাঁচ মিনিট।'

'আপনি যখন অপেক্ষায় ছিলেন তখন কি অন্য কেউ পাশের বুথে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কটার সময় ?'

'দশটা বাজার দশ মিনিট আগেই হবে।'

'ওই ব্যক্তিকে আপনি দেখেছিলেন ?'

'না, তবে পরে দেখেছিলাম।'

'কত পরে ?'

'দুই কি তিন মিনিট পরে তিনি যখন বুথ ছেড়ে যান।'

'তিনি কে জানেন ?'

'সাক্ষী আঙুল তুলে বব, 'যে লোকটি ওখানে বসে রয়েছেন ?'

'আপনি প্রতিবাদী এডওয়ার্ড গারভিনকে ইঙ্গিত করছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার, যিনি আটর্নি মিঃ পেরি ম্যাসনের পাশে বসে আছেন।'

'আপনি ওই গারভিন নামের লোকটিকে বুথ থেকে বেরোতে দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বুথে থাকার সময় উনি কি করেন দেখেছিলেন ?'

'তিনি দূরে কোথাও ফোন করেন।'

'কি করে সেকথা জানলেন ?'

'আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'পাশের বুথের কথা পার্টিশনের মধ্য দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি পার্টিশনের পাশেই ছিলাম, তাই···।'

'উনি কি কথা বলেছিলেন ?'

'আমি তাকে বলতে শুনি তিনি লস এঞ্জেলেসের মনোলিথ অ্যাপার্টমেণ্টে ইথেল গারভিনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। লাইন পাওয়ার পর তিনি বলেন, ইথেল এডওয়ার্ড বলছি। শুধু শুধু উকিলের পিছনে টাকা ঢেলে লাভ নেই। আমি তিজুয়ানায় আছি, এখানে যোগাযোগ করতে পার। আমি ওশানসাইডে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, তুমিও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়। দুজনে আলোচনা করে একটা রফা করা যাবে।' তারপর একটু থেমে উনি বললেন, 'না, এরকম কাজ করো না! আমি

মূর্খ নই। ভুলে যেও না তোমার সম্পর্কে কিছু না জানলে এসব কথা বলতাম না। নেভাদায় লোকটার সঙ্গে কি চালাচ্ছিলে আমিও জানি। এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে তাও আমার জানা। এরপর তিনি লোকটার র‍্যাঞ্চ কোথায় তাই বলেন। ভাল করে শুনতে পাইনি তবে ওশানসাইড়ের বাইরে কোথাও।

'উনি ওই লোকটার নাম বলেছিলেন ?'

'না, স্যার। অন্তত মনে পড়ছে না। নেভাদায় কোথাও সে থাকত।'

'তারপর উনি কি বললেন ?'

'তিনি বলেন, 'তুমি ওশানসাইডে চলে এস। আমাদের যেখানে বাড়ি করার কথা ছিল সেখানে। আমি ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। গাড়ির আলো জ্বালিয়ে রাখব তাহলেই চিনতে পারবে যে আমিই।'

'তারপর তিনি কেবল বললেন উনি বুদ্ধিমতীর মত কাজ করবেন জেনে তিনি খুশি। তারপর ফোন রেখে তিনি বুথ থেকে বেরিয়ে আসেন।'

'আপনার সাক্ষী, নিন পাল্টা জেরা করুন', কভিংটন ম্যাসনকে তীব্রস্বরে বললেন।

ম্যাসন ঘড়ির দিকে তাকালেন। বেলা এগারোটা বত্রিশ' আদালত মুলতুবীর আবেদন বড় আগে হয়ে যাবে আবার কিছু সময় পাওয়ারও উপায় নেই।

ম্যাসন মুখে হাসি ফুটিয়ে আলস্যভরে খুব নিচু স্বরে বললেন, 'আপনার শ্রবন শক্তি খুব ভাল, তাই না, মিঃ স্ক্যানলন ?'

'হ্যাঁ স্যার, কথাটা ঠিক', স্ক্যানলন বললেন। 'আস্তে কথা বললেও আমি শুনতে পারি।'

'আপনি সাক্ষ্যে যা বললেন তাই কি লোকটি বলেছিলেন ?'

'ঠিক ঠিক তাই বলেন তা নয়, তবে মোটামুটি তাই।'

'সাক্ষ্য দিতে আসার আগে আপনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিঃ কভিংটনের সঙ্গে কথা বলেন ?'

'হ্যাঁ, সার। উনি লোকটি যা বলে তাই বলার জন্য বলেন। আমি সেই চেষ্টাই করেছি।'

'আপনি হোটেল ভিষ্টা দ্য লা মেসায় রাত কাটাচ্ছিলেন ?'

'হ্যাঁ সার।'

'কতদিন সেখানে ছিলেন আপনি ?'

'দুদিন।'

'সন্ধ্যেবেলা আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'আরও আগে ফোন না করার কোন কারণ ছিল ?'

'হ্যাঁ, সার, ছিল। আমার সান সিক্রোয় কাজ ছিল কিন্তু সেখানে থাকার জায়গা

ছিলনা, তাই ঠিক করি সীমান্ত পেরিয়ে তিজুয়ানায় থেকে যাতায়াত করব। তাই ওই হোটেলে ছিলাম। মেক্সিকোর ছাড়পত্রও জোগার করে নিই। এইজন্য আমার স্ত্রীকে ফোন করে এখানে আসার কথা বলতে চেয়েছিলাম। দু জায়গার খরচা মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই।'

'বুঝলাম', ম্যাসন বললেন, 'তাই বুথে ফোন করতে যান?'

'হ্যাঁ সার।'

'আপনি ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে শুনেছিলেন?'

হ্যাঁ সার। ওদের এরকম একটা ঘড়ি আছে।'

'ঘড়িতে দশটা বাজতে শুনেছিলেন?'

'হ্যাঁ সার, শুনেছি।'

'তখন কোথায় ছিলেন আপনি?'

'হলঘর থেকে ফোনের বুথে আসছিলাম।'

'তখন লবিতে আলো জ্বলছিল?' ম্যাসন কথা পৃষ্ঠেই যেন বললেন।

'না, স্যার, জ্বলেনি।'

'জ্বলছিল না?' ম্যাসন স্পষ্টতই আশ্চর্য হলেন।

'না, সার। আলোগুলো দশটার আগেই কেউ নিভিয়ে দেয় শেষ কামরা ভাড়া হওয়ার পরেই।'

ম্যাসন হেসে বললেন, 'যা নিজে জানেন না তা বলবেন না। আলো কেন নেভানো হলো আপনি তো জানেন না।'

'হ্যাঁ, সার জানি। আমি যখন লবিতে ছিলাম তখন একজন তরুণী আসেন, আমি মেক্সিকান মহিলাকে কথা বলতে শুনি। তিনি বলেছিলেন ওটাই শেষ কামরা আর তখনই আলো নেভানো হবে।'

'তখন কটা?'

'বোধহয় দশটার কিছু আগে।'

'বেশ', ম্যাসন বললেন। যেন তার জেরার শেষ সুযোগটাও নষ্ট হয়ে গেল এমন ভাবে। 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে ওই সন্ধ্যার সবই আপনার সুন্দর মনে আছে।'

'তা আছে, স্যার।'

'লবিতে কোন আলোই ছিলনা?'

'ওহ, হ্যাঁ, খুব অল্প একটা আলো ছিল।'

'তখনই ওই লোকটাকে বুথ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন, তাইনা?'

'হ্যাঁ, সার।'

'বুথের দরজা খুলে দেখেন?'

'না, সার, সামান্য একটু ফাক করে।'

'সামান্য একটু ফাক, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ সার!'

'এখন দরজা যদি সামান্য ফাঁক থাকত', ম্যাসন বললেন, 'তাহলে মাত্র একটা চোখেই আপনি দেখতে পারতেন, দুচোখ দিয়ে দেখতে হলে দরজার একটা পাল্লা খোলা থাকার দরকার ছিল। এবার বেশ ভেবে উত্তর দিন। দরজা সামান্য ফাঁক ছিল না বেশ কয়েক ইঞ্চি খোলা ছিল?'

'সামান্য ফাঁক ছিল?'

'তাহলে আপনি এক চোখ দিয়ে শুধু লোকটিকে বেরোতে দেখেন। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। এক চোখ দিয়েই দেখি তাকে।'

'তিনি ঘরের দিকে গেলেন?'

'না, সার। তিনি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান।'

'কোন দরজা?'

'বাইরে যাওয়ার দরজা, যেদিকে গাড়ি রাখা থাকত, তারপর তিনি গাড়ি নিয়ে চলে যান।'

'তিনি গাড়ি নিয়ে যান কিভাবে জানলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'মানে···আমি···আমি ঠিক জানিনা গাড়ি নিয়ে যান নিনি তবে একটা গাড়িকে চলে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলাম। গাড়ির হেডলাইট দেখি মিলিয়ে যেতে!'

'তারপর লোকটিকে সাক্ষী দিতে আসার আগে আর দেখেন নি?'

'হ্যাঁ, সার তাই।'

'তাকে কোথায় দেখেন?'

'অফিসাররা তাকে যেখানে রাখেন সেখানে।'

'তাকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তার সঙ্গে আর কেউ ছিল? অফিসাররা লাইনে আর কাউকে দাঁড় করিয়ে ছিলেন?'

'না, সার, তা করেন নি। একজনই ছিলেন। তার হাবভাব আমি ভালভাবে দেখে নিই।'

'একটা কথা', ম্যাসন বললেন, 'বুথ ছেড়ে যাওয়ার সময় তার দেহে কি রঙের পোশাক ছিল জানেন? বাদামী রঙের স্যুট?'

'কিছুটা বাদামী, মনে হয়, সার।'

'কি রঙের জুতো?'

'গাঢ় রঙের মনে হচ্ছে।'

'আর নেকটাই?'

'তার নেকটাই···দাঁড়ান! না তার নেকটাই দেখিনি।'

'তার নেকটাই ছিল কিনা জানেন না?'

'তা জানিনা। তাকে সামনা সামনি দেখিনি।'

'তার মাথায় টুপি ছিল?'

'ঠিক মনে নেই।'

'তার মোজা কি রঙের ছিল জানেন?'

'না, সার', স্ক্যানলন হেসে বলল।

'অতএব', ম্যাসন বললেন, 'আপনি এমন একজন লোককে সনাক্ত করছেন দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে একচোখ দিয়ে দেখে, যাকে অন্ধকার লবিতে সামনা সামনি দেখেন নি, শুধু পুলিশ তাকে চিনিয়ে দেয়ার পর আপনার মনে পড়ে।'

'না, সার, তা নয়। আমি পুলিশকে তাকে দেখিয়ে দিই।'

'জেলের মধ্যে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'সেখানে আর কেউ ছিল?'

'না শুধু তিনিই।'

'আর তবু আপনি বলছেন পুলিশ তাকে দেখিয়ে দেয়নি', ম্যাসন শ্লেষের সঙ্গে বললেন। 'তারা বলেছিল তারা এমন একজনকে দেখাবেন যাকে আপনাকে সনাক্ত করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সার।'

'একজন পুলিশ অফিসার বলেন ওকে সনাক্ত করতে হবে, তাই না?'

'অনেকটা তাই। সার। তবে তাকে ভালভাবে দেখেই করি।'

'কতক্ষণ দেখে?' দশ, পনেরো বা বিশ সেকেণ্ড?'

'দু'এক মিনিট হবে', স্ক্যানলন উত্তর দিল।

'দু'মিনিট? এতক্ষণ?' ম্যাসন বললেন। 'তিন মিনিটও হতে পারে?'

'তা—তা পারে।'

'তাকে যখন বুথে দেখেছিলেন তখন তিনি জোরে হাঁটছিলেন?'

'মোটামুটি জোরে।'

'আপনি তাকে আধো অন্ধকারে একচোখ দিয়ে দেখেন?'

'হ্যাঁ সার।'

'আপনার দিকে পিছন ফিরে ছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ সার।

'আর তাই মন ঠিক করতে আপনার তিন মিনিট সময় লেগে যায়?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি? তাই হয়, সার।'

'একজন লোক ঘণ্টায় কতটা হাঁটতে পারে জানেন?' ম্যাসন বললেন।

'যদি ঘণ্টার হিসেবে বলেন তাহলে ওই পনেরো ফিট যেতে মনে হয় ঘণ্টায় মাইল তিনেক বেগেই হবে', স্ক্যানলন বলল।

'ঠিক আছে একটু অংক কষে দেখা যাক', ম্যাসন বললেন। এবার তিনি পকেট থেকে একটা স্লাইড রুল বের করে বললেন, 'আপনাকে জানাই, মিঃ স্ক্যানলন, কেউ ঘণ্টায় এক মাল হাঁটলে প্রতি সেকেণ্ডে হাঁটবে ১'৪৬ ফিট। ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে হলে সেটা দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৪'৪ ফিট।'

'আপনার কথা মেনে নিলাম', স্ক্যানলন বলল।

'তাহলে ওই অস্পষ্ট আলোয় একচোখে তাকে আপনি কখনও তিন বা সাড়ে তিন সেকেণ্ডের বেশি দেখতে পারেন না।'

'তাই যদি বলেন তাহলে তাই। তবে ভেবেছিলাম একটু বেশিই হবে। কিন্তু অংক যখন বলছে···।

'অথচ পুলিশের জন্য সনাক্ত করতে গিয়ে আপনার লেগে যায় তিন মিনিট, যখন তার হাবভাব মুখ সবই দেখতে পেলেন?'

'মানে, আমি নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম।'

'অথচ পূর্ণ দিনের আলোয় নিশ্চিন্ত হতে তিন মিনিট লাগল?'

'বললাম তো নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম। আগে তা হইনি, পরে জেলে দেখার পর হই।'

'ঠিক তাই', উদার হাসির সঙ্গে বললেন ম্যাসন। 'আর প্রশ্ন নেই, মিঃ স্ক্যানলন, ধন্যবাদ।'

'আর প্রশ্ন নেই', কভিংটন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

বিচারপতি মিনডেন ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'মধ্যাহ্নের জন্য আদালত মুলতুবী রইল। জুরিরা মনে রাখবেন এই মামলা সম্পর্কে কারো সঙ্গে আলোচনা চলবে না, কোন মতামত প্রদান চলবে না।'

'আদালত দুটো পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

এডওয়ার্ড গারভিন ম্যাসনের হাত চেপে ধরে বললেন, 'ম্যাসন, ঈশ্বরের দোহাই, আমি···।'

'হাসুন', ম্যাসন বললেন।

'আমি···।'

'চুলোয় যান, বলছি হাসুন', ম্যাসন চাপা গলায় বলে উঠলেন।

গারভিনের মুখে কোনক্রমে হাসি জেগে উঠল।

'আরও ভাল করে হাসুন', ম্যাসন বললেন। 'জুরিরা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুখে হাসি রাখুন।' তারপর তিনি গারভিনের পিঠ চাপড়ে বললেন, কিছু খাওয়া দরকার।'

'ম্যাসন, আপনার সঙ্গে জরুরী দরকার আছে। আমি···।'

'এখনই কথা বলুন। জুরিরা আপনাকে লক্ষ্য করছে। যেরকম মুখের ভাব করছেন তাতে আপরার সান কুয়েনটিনের প্রাণদণ্ড প্রাপ্তদের সেলে যাওয়া ছাড়া

পথ নেই।'

কথাটা বলে হাত ছাড়িয়ে নিরাসক্ত হাসির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ম্যাসন।

ডেলা স্ট্রিট তার সঙ্গে বারান্দায় মিলিত হলো। 'ভগবানের নামে বলছি চিফ, উনি কি সত্যি কথা বলেছেন?'

'আমার জানা নেই', ম্যাসন বললেন। 'পরে দেখতে হবে। জুরি আর দর্শকদের চোখের সামনে আমি মক্কেলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারিনা।'

'এখন কি করবেন?'

'এখন শুধু খাওয়া, অন্য কাজ নেই', ড্রেক বলল।

সকলের দৃষ্টির সামনে ড্রেক ভিড় ঠেলে পথ করে নিল। তারপর বলল, 'দারুণ জেরা করেছ, পেরি। ওই অল্প আলোয় লোকটা যে ভালভাবে কাউকে দেখতে পারে না তা প্রমাণ করে দিয়েছ।'

'তাহলেও ওই সাক্ষীর হাবভাব আমার ভাল লাগল না। ও যেন মনস্থির করেই এসেছিল সনাক্ত করবে বলে। ওর মধ্যে কেমন যেন প্রচ্ছন্ন একটা সততা রয়েছে।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো তোমার মক্কেল রাত্রিবেলা বাইরে বেরিয়েছিল?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'আমি কিভাবে জানব?' ম্যাসন বললেন। মক্কেলরা অনবরতই মিথ্যা কথা বলে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের এক তুরুপের তাস আছে।'

'মানে তার স্ত্রীর সাক্ষ্য?'

'ঠিক তাই। অবশ্য জুরিরা মনে করতে পারে উনি স্বামীকে সমর্থন করছেন। সেক্ষেত্রে পারলে তারা একজন নববিবাহিতা স্ত্রীর স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে নাও চাইতে পারে। আমি আশা রাখি মিসেস গারভিনের সাক্ষ্য স্ক্যানলনের সাক্ষ্যকে ছাপিয়ে যাবে।'

'তিনি সময় সম্পর্কে নিশ্চিত?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই', ম্যাসন বললেন। 'বাজনাওয়ালা ঘড়ির এটাই সুবিধা। শব্দটা আমিও শুনেছি।' আচমকা কথা শেষ করলেন তিনি কারণ তার চোখে পড়েছিল সেনোরা মিগুয়েরিনিও হাতে বিরাট একটা দেয়াল ঘড়ি নিয়ে এলিভেটর থেকে আসছেন। তিনি ম্যাসনের দিকে হাসিমুখে তাকালেন। সেনোরা বললেন, 'কি খবর, মিষ্টার ম্যাসন, আপনার কি মনে হয় ওই স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে আবার আমার হোটেলে মধুচন্দ্রিমায় আসবেন?'

'ওই নিশ্চয়ই', আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন ম্যাসন। 'ঘড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, সেনোরা?'

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এটা চেয়েছেন।'

'কেন?' ম্যাসন বললে।

'তিনি এটা জুরিদের দেখাবেন।'

'এটা কোন ঘড়ি ?' ম্যাসন যথাসম্ভব নিরাসক্ত ভাবে বললেন।

'আমার হোটেলের ঘড়ি। এটা থেকেই সময় দেখি।'

'যে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে ?'

'ঠিক তাই', সেনোরা বললেন। এ ঘড়িতে দিনের বেলায় বাজে।'

'দিনের বেলায় ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

মাথা নেড়ে সায় জানালেন সেনোরা। 'শুধু দিনের বেলায়। রাতে বাজে না। এতে অতিথিদের ঘুম ভেঙে যায় যে। মেক্সিকোয় সবাই সকালেই ঘড়ির শব্দ শুনতে চায় রাতের বেলা তাই ঘণ্টা বন্ধ করে দেয়া হয়, তাই না ?'

'রাত্তিরে কি করা হয় ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'এটা তো ইলেকট্রিক ঘড়ি', সেনোরা বললেন, 'তাই শব্দ হয়। ঘড়ির পাশে এই দেখুন একটা বোতাম আছে, রাত্তিরে সেটা টিপে দিলে শব্দ হয় না।'

'বোতাম টিপলে ঘড়িতে শব্দ জাগে না বলছেন ?'

'ঠিক তাই। বোতাম টিপলেই শব্দ বন্ধ, আবার টিপুন তবেই শব্দ হতে থাকবে। প্রত্যেক দিন রাত্তিরে শুতে যাওয়ার আগে বোতাম টিপে দিই আবার সকালে চালু করি।'

'তাহলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি' ঘড়িটা দেখতে চেয়েছেন ?'

'তাই তো, ঘড়িটা সরকার কিনে নেবেন। এটা তিনি জুরিদের দেখাবেন তারপর কোর্টে জমা হবে। আমাকে একটা নতুন ঘড়ি ওরা কিনে দেবেন। আমি গরীব বিধবা, নতুন ঘড়ি কেনার মত টাকা আমার নেই। আর ঘড়ি ছাড়া হোটেলও তো চলবে না জানেন তো ?'

'নিশ্চয়ই চলবে না', ম্যাসন স্বীকার করলেন।

'তাহলে চলি', সেনোরা বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি' আমার জন্য বসে আছেন। ঘড়ি নিয়ে আমাকে সাক্ষী দিতেও হবে।'

'যান তাহলে, আমরা এবার মধ্যাহ্নভোজে যাব', মাসন বললেন।

'খাওয়া নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন, সেনর।

'ওহ, নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ।'

সকলে এগিয়ে চলার ফাঁকে ড্রেক অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলল।

ডেলা বলে উঠল, 'হা ভগবান, চিফ··· ।'

'খাওয়ার ব্যাপারে মন দাও', ম্যাসন বক্রোক্তি করলেন।

□ সতেরো □

রেস্তোরায় ঢুকে ম্যাসন, পল ড্রেক আর ডেলা স্ট্রিট যে যার আসনে বসে পড়লেন।

'আমার গলা দিয়ে খাবার নামবে না', ডেলা বলে উঠল, 'কি ভয়ঙ্কর।'

ম্যাসন মুখে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে বললেন, 'এরকম করোনা, ডেলা। চারপাশের লোকজন আমাদের দেখে কি আলোচনা করছি ভাবছে। মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখো, ঠাট্টা তামাশা কর।'

'কি সব ঘটছে, পেরি, বুঝিয়ে বল তো', ড্রেক বলল।

'আমি নিজেও জানি না', ম্যাসন বললেন। 'আমার ভয় হচ্ছে ওই স্ক্যানলন জুরিদের এলোমেলো করে দিতে পারে। আমার ব্যাক্তিগত ধারণা স্ক্যানলন… ।'

'তুমি কি ভাবছ না গারভিন সত্যিই ফোন করে আর গাড়ি নিয়ে ওশানসাইডে যায়?'

ম্যাসন বললেন, 'আমার ধারণা গারভিন বোকার মতই গাড়ি নিয়ে কোথাও গিয়েছিল। মানুষকে বহুবার জেরা করার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি স্ক্যানলনকে সে সত্যি কথাই বলার চেষ্টা করছে, পুলিশ তাকে যতই চাপ দিয়ে চলুক। এখন সে ওই অল্প আলোয় ভাল মত দেখতে না পেলেও যে কথা সে শুনেছে বলেছে তা হয়তো ঠিক। এর কারণ আমি দেখেছি বুথের পার্টিশনটা খুবই পাতলা। পুলিশ জেনেছে গারভিন ইথেলকেই ফোন করেছিল।

'এখন ধরা যাক স্ক্যানলন গারভিনকে চিনতে পারেনি। ওই হোটেলে তাহলে আর কে ইথেল গারভিনকে ফোন করে থাকতে পারে?'

'এভাবে বললে বলা খুবই শক্ত', ড্রেক বলল।

ম্যাসন বললেন, 'স্ক্যানলনের সাক্ষ্যের দুর্বল জায়গাটা আমি তখনই ধরে ফেলি। বুথ ছেড়ে যে বেরিয়ে আসে তাকে দেখা। কথাবার্তা সম্পর্কে সে যা বলেছে তার উপর আমি জোর দিইনি।'

'আমার ধারণা হলো', ড্রেক বলল, 'মিসেস গারভিন যখন কাঠগড়ায় সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন তার স্বামী সারা রাতই তার সঙ্গে ছিলেন তখন জুরিরা তার কথা বিশ্বাস করবেই।'

'সেক্ষেক্ষেত্রেও ঝামেলা রয়েছে', ম্যাসন বললেন। 'তিনি ঘড়ির শব্দের বিষয় নির্ভর করে বলতে চেয়েছেন, আর… ।'

'তিনি কি নিজের ঘড়ি একবারও দেখেননি?'

'দেখেছেন, তবে ওই দেয়াল ঘড়ির শব্দের কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু ধর, যদি দেখা যায় ঘড়িতে কোন সময় ঘোষণা হয়নি, সেক্ষেত্রে ওর সম্পূর্ণ সাক্ষ্য

মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

পল ও ডেলা কথাটা চিন্তা করতে যেতেই হেসে উঠলেন ম্যাসন। ওরা অবাক হয়েই তাকাল।

'এস প্রাণ খুলে হাসা যাক।' ম্যাসন বললেন। 'খুব মজার কোন ব্যাপার ঘটেছে এমন ভাব দেখানো যাক।'

বাকি দুজন এ কথায় হাসিতে যোগ দিল।

'অন্য দিকে', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন যেন সত্যিই কোন মজার বিষয় আলোচনা হচ্ছে তাদের মধ্যে, 'সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো ঘড়িটায় কোন সময় ঘোষণা হয়েছিল কি হয়নি তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সেনোরা মিগুয়েরিনিয়ার সাক্ষ্যের উপর। সবই নির্ভরশীল উনি কি করেছিলেন তার উপরেই। এমনও হতে পারে তিনি শব্দ বন্ধ রাখার বোতাম টিপতে ভুলে গিয়েছিলেন ওই রাতে। শুধু আমি যদি দশটায় ঘুমোতে না যেতাম তাহলে বলতে পারতাম ঘড়ি বেজেছিল কি না।'

'বিবেক পরিষ্কার হলে এই রকমই হয়', ড্রেক বলল। 'তুমি···এক মিনিট দাঁড়াও, পেরি, আমার একজন লোক আসছে।'

ড্রেকের একজন গোয়েন্দা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিল।

ড্রেক হাত তুলে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমি এখানে থাকব ওকে বলেছিলাম। ওর সঙ্গে কোর্টের কারো পরিচয় আছে। সে অবশ্য জানেনা ও আমার লোক। জরুরী না হলে ও আসত না।'

লোকটি ড্রেকের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে একটু এগিয়ে যেতে ড্রেকও এগিয়ে গেল।

ডেলা স্ট্রিট ম্যাসনকে বলল, 'আশা করি কোন সুখবর এনেছে লোকটা।'

দুজনেই এরপর টানটান অপেক্ষার ফাঁকে ড্রেককে ফিরে আসতে দেখল। ওর মুখ দেখে মাথা নাড়লেন ম্যাসন।

ড্রেক আসতেই ম্যাসন বললেন, 'মুখে হাসি আন, পল। তারপর কি খবর?'

'তুমি প্যাঁচেই পড়েছ', ড্রেক বলল।

'যেমন?'

'ডি এ একজন সাক্ষী এনে চমকে দেবে তোমায়। পেট্রল পাম্পের একজন কর্মচারি। সে গারভিনের গাড়িতে তেল ভরেছিল।'

'কখন?'

'প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়। গারভিন খুব নার্ভাস আর উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। তেল ভরার সময় সে খালি পায়চারি করছিল আর দক্ষিণমুখো সব গাড়ির উপর নজর রাখছিল। কাউকে যেন বেহালার তারের মত টানটান হয়ে সে খুঁজে বেরাচ্ছিল। লোকটা বিশেষ ভাবে তাকে লক্ষ্য করেছে।'

'সনাক্ত করার কাজ কিরকম হতে পারে?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'শতকরা একশ ভাগ ঠিক', ড্রেক বলল। 'লোকটি গারভিন, তার গাড়ি সবই

সনাক্ত করেছে। সে বিশেষ করেই গারভিনকে মনে রেখেছে।'

'হুঁ, ব্যাপারটা সত্যিই জটিল হয়ে গেল', ম্যাসন বললেন।

'গারভিনকে সব কথা জিজ্ঞাসা করছ না কেন?'

'সাহস পাচ্ছি না।'

'কেন?'

'বন্দীদের জেলের মধ্যেই মধ্যাহ্নভোজ দেন শেরিফ। ডেপুটি শেরিফ গারভিনকে দুটো বাজার দশ মিনিট আগে আদালতে নিয়ে যাবে। জুরিদের সামনে আমি ওর সঙ্গে কোন আলোচনা করতে চাই না। স্ক্যানলনের সাক্ষ্যের পর এই আলোচনা মারাত্মক হতে পারে। ওর সঙ্গে দুটো বাজার মিনিট পাঁচেক আগে দু'একটা কথাই বড় জোর বলতে পারি।'

'সময় চেয়ে নিতে পারো না?'

'সেটা হলে ভয় পেয়েছি মনে হবে', ম্যাসন বললেন। 'আমাকে হাসিমুখেই আদালতে ঢুকতে হবে।'

'তাহলে ভাগ্যের উপরেই নির্ভর করবে?' ড্রেক বলল।

'জীবনে বহুবার তাই করেছি, এবারও করতে হবে। বার অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ কমিটি আমাকে আজ তাদের সামনে সন্ধ্যায় হাজির হতে বলেছে এই অভিযোগে যে আমি মার্টিমার আরভিংকে নাকি আমার গাড়িই সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একথা সনাক্তকরণে বলতে বলেছি। জীবনটাই এই, পল।'

'ওই সনাক্তকরণ নিয়ে ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে?'

'তা মনে হয় না। আমি বিশ্বাস করি আমি আমার অধিকার সীমার মধ্যেই আছি। সাক্ষীর সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার ছিল আর ঠিক সেই রকম অধিকার ছিল রাস্তায় যেকোন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখারও। তাকে একথা জিজ্ঞাসারও অধিকার আমার ছিল সে আমার গাড়িই সেরাতে দেখে কিনা। যেভাবে পুলিশ স্ক্যানলনকে নিয়ে জেলের মধ্যে গারভিনকে দেখিয়ে সনাক্ত করিয়েছে যাকে সে খুনের রাত্রিতে হোটেলের ফোন বুথে দেখেছে বলে···যাক এখন আমার আর কিছুই করার নেই একমাত্র মনের খুশি দেখানো ছাড়া। তারপর কোর্টে পাঁচ মিনিট ধরে গারভিনকে যতটুকু প্রশ্ন করা সম্ভব তাই করা। পল, এবার মজার কিছু জানা থাকলে বলে ফেল। লোকে আমাদের তাকিয়ে দেখছে।'

□ আঠারো □

দুটো বাজার সাত মিনিট আগে ম্যাসন ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষ্যে ঢুকলেন। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন তার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জুরিদের দিকে একবার তাকাতে চাইলেন। তাকে সম্পূর্ণ হাসিখুশি লাগছিল যেন সবেমাত্র মধ্যাহ্নভোজ সেরে তিনি তৃপ্ত।

দুটো বাজার চার মিনিট আগে ডেপুটি শেরিফ এডওয়ার্ড গারভিনকে আদালত কক্ষে নিয়ে এলেন।

গারভিন ম্যাসনের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, 'ম্যাসন ঈশ্বরের দোহাই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

ম্যাসন হেসে বললেন, 'বসে থাকুন গারভিন। এক মিনিটের মধ্যেই কথা বলছি। এখন যাই ঘটুক আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন না। চুপচাপ বসুন।'

ম্যাসন সিগারেট ফেলে দিয়ে আদালতের ঘড়িতে অতি মূল্যবান সেকেণ্ডগুলো নষ্ট হয়ে যেতে দেখলেন। তারপর কিছু যেন মনে পড়ে গেছে এইভাবে গারভিনকে বললেন, 'শুধু প্রশ্নেরই উত্তর দেবেন সঙ্গে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন। আপনি ইথেল গারভিনকে ফোন করেছিলেন?'

গারভিন হাসতে গিয়েও পারলেন না। 'ম্যাসন আমার কথা শুনুন। আমি ওকে টেলিফোন করেছিলাম। পরে আমার গাড়ি নিয়ে যাই। লোকটা সত্য কথাই বলছে। তবে লোরেন ওর অ্যালিবাই বজায় রাখবে। সে উঠে আমাকে দেখেনি। ও যা বলেছে তা হলো…।'

ম্যাসন বাধা দিলেন, 'এত দ্রুত কথা বলবেন না, আর বেশি বকবেন না। এমন ভাব দেখান যেন কোন ভাবনায় পড়েন নি।'

ম্যাসন এরপর চারদিকে একবার তাকিয়ে গারভিনকে বললেন. 'এবার বাকি সব শোনা যাক।'

গারভিন বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে সেখানে গিয়েছিলাম, ম্যাসন, কিন্তু ও আসেনি। একটু অপেক্ষা করেছিলাম তারপর হ্যাকলির রাস্তায় যাই। সেখানে গাড়ি রেখে একটু পায়চারি করি। কিছুক্ষণ পরে একটা কুকুর আমাকে দেখে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। পড়ে সে থামলে আমি বাড়ি ফিরে আসি। ইথেলের গাড়িকে এরপর আসতে দেখি। গাড়িটা আমি চিনতে পেরেছিলাম। সে একাই ছিল কিনা তা জানি না। আমি আবার আমার গাড়ি নিয়ে বেরোতে একটু দেরী হয়ে যায়। যেখানে ওর সঙ্গে দেখা করার কথা সেখানে ওর গাড়ি দেখতেও পাই। সে তার মধ্যে মরে পড়েছিল। আমি বুদ্ধি করে গাড়ির কাছে যাইনি, কিছু

স্পর্শও করিনি। সেখান থেকে এবার আমি তিজ্যুয়ানায় ফিরে যাই।'

'কখন ফিরেছিলেন ?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তা জানিনা। ঘড়ি দেখিনি, তবে লোরেনকে বলি আমি দারুণ ঝামেলায় পড়েছি। ওকে সবই বলি। ওকে বলি আমার জন্য একটা অ্যালিবাই খাড়া করতে হবে ওকে। এই হল আসল সত্য। আপনাকে মিথ্যা বলেছি বলে আমি দুঃখিত। আমি··· ।'

ঠিক তখনই বিচারপতি মিনডেন প্রবেশ করায় আদালতে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।'

গারভিন বলে উঠলেন, 'যত টাকা লাগে আমি দেব, ম্যাসন, দশ হাজার বা বিশ হাজার ডলার, যা লাগে··· ।'

'যা করেছেন তার বদলে দেবার মত টাকা আপনার নেই', ম্যাসন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন। 'আপনি আমাকে ডাবল ক্রশ করেছেন, তবে আমি তা করব না। এখন চুপচাপ বসে থাকুন।'

'আপনার পরের সাক্ষী কে ?' জজ মিনডেন কভিংটনকে প্রশ্ন করলেন।

'মার্টিমার সি আরভিংকে আহ্বান করা হোক', কভিংটন বললেন।

আরভিং কাঠগড়ায় উঠে কভিংটনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। সে ম্যাসনের দিকে কিছুটা ভীরু চোখে তাকাল।

কভিংটন বললেন, 'এই বছরের বাইশে সেপ্টেম্বর মাঝরাতেও পর আপনি কি লা জোলা আর ওশানসাইডের মাঝামাঝি ওশানসাইডের দু'মাইল দক্ষিণে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার।

'কখন ?'

'রাত বারোটা পঞ্চাশ নাগাদ।'

'আমি আপনাকে একটা ম্যাপে জায়গাটা দেখাতে বলছি।'

আরভিং এগিয়ে এসে ম্যাপে জায়গাটা দেখিয়ে বলল, 'গাড়িটা এইখানে ছিল।'

'গাড়িটাতে কোন অস্বাভিবিকত্ব দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার। গাড়িটার হেডলাইট জ্বলছিল আর ওটায় কেউ ছিলনা।'

'আপনি এরপর কি করেন ?'

'আমি আমার গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দেখতে চাই কেউ ওতে ছিল কিনা।'

'আপনি ওই গাড়ির লাইসেন্স নম্বর দেখেছিলেন ?'

'তখন দেখিনি স্যার।'

'গাড়িটার বর্ণনা দিতে পারেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার। গাড়িটা হাল্কা রঙের একটা কনভারটিবল। বেশ বড় গাড়ি। হেডলাইট জ্বালানো ছিল। গাড়ির চাকায় সাদা বেড় ছিল।'

'কোন দরজা খোলা ছিল ?'

'না, স্যার, দরজা বন্ধ ছিল।'

'মিঃ আরভিং, আপনি কি প্রতিবাদী মিঃ গারভিনের গাড়িটা কখনও দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার, দেখেছি।'

'ওই সময়ে যে গাড়ি দাঁড় করানো দেখেন সেটা ওই গাড়িই কি ?'

'গাড়িটা অনেকটাই সেই রকম।'

'ধন্যবাদ। আপনার সাক্ষী, মিঃ ম্যাসন।' কভিংটন বলে নিজের আসনে বসে পড়লেন।

ম্যাসন বললেন, 'দুদিন পড়ে যখন ব্যাপারটা আপনার মনে বেশ টাটকা জেগে ছিল, মিঃ আরভিং, আপনি আমার সঙ্গে সে বিষয়ে কথা বলেন, তাই না ?'

'এ প্রশ্নে যদি কোন সন্দেহ কবুল করা হয় তাহলে আমি আপত্তি জানাচ্ছি…', কভিংটন বলে উঠলেন।

'এ প্রশ্ন সন্দেহ কবুল করা নয়, আমি শুধু প্রশ্ন করছি কথাবার্তা হয়েছে কিনা। হ্যাঁ বা না বলে জবাব দিতে পারেন।'

'মিঃ ম্যাসনের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল, মিঃ আরভিং হ্যাঁ বা না বলে জবাব দিন', জজ মিনডেন বললেন।

'হ্যাঁ।'

'কথাবার্তার পর ম্যাপে দেখানো রাস্তায় আপনি কি আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর সে সময় ৯ ওয়াই ৬৩৭০ নম্বর লাগানো একখানা গাড়ি ওখানে দাঁড় করানো ছিল ?'

'আর আপনি তখন ওই গাড়িকেই সনাক্ত করেন ?'

'মানে, আমি ঠিক সনাক্ত করিনি। আমি বলেছি গাড়িটা অনেকটা সেই রকমই দেখতে।'

'গাড়িটার রঙ হাল্কা ছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনি তখন ওই গাড়িকেই দেখেছিলেন ভেবে নেন ?'

'মানে, দেখেছিলাম বলেই মনে হয়েছিল।'

'অথচ এখন তা ভাবছেন না ?'

'মানে', আরভিং মাথায় হাত বোলালেন, 'সত্যি বললে… ।'

'সে জন্যই আপনি এখানে এসেছেন', ম্যাসন সাক্ষীকে চুপ করতে দেখে বললেন। 'আপনি সত্য কথাই বলবেন।'

'মানে, সে রাত্রিতে যে গাড়িটা দেখি তা ঠিক সনাক্ত করতে পারিনি। আমি শুধু বলতে পারি অনেকটা ওই রকমই দেখতে। আমি… ।'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না', ম্যাসন বললেন। 'আপনি যখন

আমার সঙ্গে ছিলেন তখন যে গাড়ির কথা আপনাকে বলি সেই গাড়িই আপনি দেখেন ভেবেছিলেন, নয় কি ?'

'হ্যাঁ স্যার, তাই', সাক্ষী বলে উঠল।

'আর এখন', ম্যাসন বললেন, 'বিষয়টা যখন আপনার মনে তেমন টাটকা নেই, সে সময় কি জুরিদের বোঝাতে চান আপনি মত বদল করেছেন ?'

'আমি বলতে চাই কোন গাড়ি আমি নিশ্চিত ভাবে ঠিক মত সনাক্ত করতে পারব না।'

'আমার সঙ্গে গাড়িটা দেখা আর তার দুদিন পরে কি এমন ঘটেছে যাতে আপনি মত বদল করলেন ?'

'আমি মত বদলেছি একথা বলিনি।'

'আপনি বলেছেন, নয় কি ?' ম্যাসন তীব্রস্বরে বললেন।

'বদলেছি তা মনে হচ্ছে না।'

'অন্যভাবে বললে', ম্যাসন বললেন, 'আপনি এখনও ভাবছেন দুদিন পরে ৯ ওয়াই ৬৩৭০ লাইসেন্স নম্বরের যে গাড়ি আপনি ২২ সেপ্টেম্বর রাত বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে দেখেন সেই দুটো গাড়িই এক, তাই না, মিঃ আরভিং ?'

'মানে', আরভিং স্বীকার করল, 'আমাকে বোঝানো হয়েছিল প্রথম যে গাড়িটা দাঁড়ানো দেখি আমি তা সনাক্ত করা কত কঠিন।'

'এই সনাক্ত করার অসম্ভবতা কে আপনাকে বুঝিয়েছেন ?'

'আমি নিজেই মনে ভেবেছিলাম যে··· ।

ম্যাসন বললেন, 'আপনি নিজেই বিশেষ ভাবে বলেছেন আপনাকে বোঝানো হয় এভাবে সনাক্ত করা কত অসম্ভব। কে আপনাকে বুঝিয়েছে ?'

'কেউ আমাকে বুঝিয়েছে বলিনি।'

'আপনি বলেছেন বোঝানো হয়। কে বুঝিয়েছে ?'

'আমি···মানে আমার সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি' মিঃ কভিংটনের সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়।'

'অন্যভাবে বললে মিঃ কভিংটন আপনাকে বিশ্বাস করিয়েছেন আপনার পক্ষে সে রাত্রিতে যে গাড়ি দেখেন সেটা সনাক্ত করা সহজ নয়। এই তো ঠিক ?'

'এভাবে বলব কিনা বুঝতে পারছি না।'

'আমিই এইভাবে বলছি', ম্যাসন বললেন। 'প্রশ্নের উত্তর দিন। মিঃ কভিংটন আপনাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন না চাননি যে ওই পরিস্থিতিতে গাড়িখানা আপনার পক্ষে সনাক্ত করা সম্ভবপর নয় ?'

'ওহ্‌, ইওর অনার', কভিংটন বলে উঠলেন। 'আমি আপত্তি জানাচ্ছি। এই জেরা আসলে··· ।'

'অগ্রাহ্য হল।' বিচারপতি মিনডেন তীব্রস্বরে বললেন।

'উত্তর দিন', ম্যাসন বললেন।

'হ্যাঁ, মানে—উনি সেই রকমই বলেন মনে হচ্ছে।'

'আর প্রশ্ন নেই', ম্যাসন হাসিমুখে বললেন।

'হ্যারল্ড ওটিসকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হোক', কভিংটন বললেন।

ওটিসের চেহারা তরুণ সুলভ, পোশাক পরিপাটি। সে কাঠগড়ায় উঠে নিজের পরিচয় জানিয়ে কভিংটনের প্রশ্নের উত্তরে জানাল সে ওশানসাইডের এক সার্ভিস ষ্টেশনের কর্মচারি, একুশে সেপ্টেম্বর বিকেল চারটে থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কর্তব্যরত ছিল। সে সাক্ষ্যে জানাল ওইদিন ছুটি হওয়ার আগে সে এডওয়ার্ড গারভিনকে দেখেছিল। তিনি বড় একখানা কনভারটিবলে চড়ে এসেছিলেন। সে বিশেষ করে তাকে লক্ষ্য করেছিল আর তার গাড়িতে জ্বালানী ভরেও দিয়েছিল। তাকে খুবই নার্ভাস আর ছটফট করতে দেখেছিল সে।

কভিংটন গারভিনের গাড়ির একটা ফটো দেখানোর পর সাক্ষী জানাল ওই গাড়িই সেরাতে চালিয়ে আসেন। সে লাইসেন্স নম্বরও সনাক্ত করল।

'জেরা করুন।' কভিংটন দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলে স্যামুয়েল জারভিসের পাশে উপবেশন করলেন।

'গাড়িতে তেল ভর্তি করার পর ড্রাইভার কি করেছিলেন?' ম্যাসন প্রশ্ন করলেন।

'তিনি গাড়ি চালিয়ে চলে যান।'

'কোন দিকে?'

'উত্তরে।'

'লস এঞ্জেলেসের দিকে?'

'হ্যাঁ।'

ম্যাসন এমন ভাবে হাসলেন যেন কভিংটনের মামলা চূর্ণ করেছেন। 'তাকে আপনি আর ফিরতে দেখেন নি?'

'সার্ভিস ষ্টেশনের সামনে দিয়ে শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি যায় তাদের সবগুলোকে দেখা সম্ভব নয়।'

'বটেই তো', ম্যাসন বললেন। 'তাহলে ওই গাড়িকে ফিরতে দেখেননি?'

'না, স্যার।'

'আর', ম্যাসন বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'আপনি মাঝরাত নাগাদ কাজ শেষ করে চলে যান তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তবু গাড়িটা মাঝরাত্রির পর, ধরুন, তিনটে নাগাদ ফিরে এলেও আপনি তা দেখেননি? কারণ আপনি ছিলেন না।

'নিশ্চয়ই না। সব গাড়ি লক্ষ্য করা আমার কাজ নয়।'

'তার মানে বলতে চান কোন গাড়িই আপনি লক্ষ্য করেন না?'

'মানে বিশেষ করে দেখিনা।'

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন। 'তবে হাইওয়ে বরাবর কোন কোন গাড়ি দেখে থাকেন?'

'কতকটা তাই।'

'তাহলে ওই গাড়িটা বিশেষ করে দেখেন যেহেতু ড্রাইভার একটু নার্ভাস ছিলেন?'

'মানে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন কিছু খুঁজতে···।'

'কোন মতামত দেবেন না', ম্যাসন বললেন, 'শুধু প্রশ্নের জবাব দিন। ড্রাইভারকে নার্ভাস ও চঞ্চল দেখেছিলেন কেমন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর তাই গাড়িটা ভাল করে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।

'তাহলে পরে গাড়িটা দেখলে চিনতে পারতেন?'

'সম্ভবত পারতাম।'

'তাহলে গাড়িটা যদি রাত তিনটে বা তার পরে খুনের জায়গায় ফিরে এসে থাকত তাহলে প্রতিবাদী কোনভাবেই খুনের অকুস্থলে হাজির থাকতে পারতেন না, এবং সেটা আপনার পক্ষে জানা সম্ভব হতো না, তাই নয় কি?'

'মানে···।'

'হ্যাঁ কি না?' ম্যাসন প্রায় গর্জে উঠলেন।

'না।'

'আর প্রশ্ন নেই', ম্যাসন বিজয়ী ভঙ্গীতে বললেন।

কভিংটন ম্যাসনকে যেন একটু ধাঁধায় পড়ে দেখে নিলেন তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বৃথাই গোপন করার চেষ্টা করছিলেন যে গারভিনের লস এঞ্জেলেসের দিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা তাকে দুশ্চিন্তার ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেন, ইওর অনার, আমি তিজুয়ানা থেকে ইথেল গারভিনকে করা ফোনের বয়ান হাজির করতে চাইছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি আর একজন সাক্ষীকে হাজির করতে ইচ্ছুক কিন্তু তাকে এখনই পাওয়া যাবে না, তাই আমি কাল সকাল পর্যন্ত আদালত মুলতুবী থাকুক চাইছিলাম···।'

জজ মিনডেন মাথা নাড়লেন, 'আমি মনে করি এ অনুরোধ অযৌক্তিক যদি না প্রতিবাদী পক্ষ রাজি হন।'

ম্যাসন বললেন, 'না, ইওর অনার, আমরা এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি চাই।'

'কিন্তু, ইওর অনার', কভিংটন তবু বললেন, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আছে যা এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছি না।'

ম্যাসন আচমকা উদার ভঙ্গীতে বললেন, 'ঠিক আছে, এ বিষয়ে আপত্তি নেই। আপনি যদি ভাবেন যে প্রমাণ করতে পারবেন প্রতিবাদী খুনের জায়গায় সে সময়

হাজির ছিলেন তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে রাজী। আমরা তাই মুলতুবী রাখার পক্ষে।'

'আমি এটা আগেই প্রমাণ করেছি।' কভিংটন চিৎকার করে বললেন। 'আর কি চাইছেন? আমি প্রমাণ করেছি উনি··· ।'

'এতেই হবে, ভদ্রমহোদয়গণ।' হাতুড়ি ঠুকে বললেন জজ মির্নডেন।' যেহেতু প্রতিবাদী পক্ষের কাউন্সেল মুলতুবীর পক্ষে তাই আদালত আগামীকাল দশটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল। ইতিমধ্যে জুরীরা নিষেধাজ্ঞার কথা মেনে চলবেন, তারা কোন সংবাদপত্র পাঠ করবেন না, মামলার বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না বা কোন মতামত দেবেন না।'

ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়ে পল ড্রেক আর ডোল স্ট্রিটের কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপাগলায় বললেন, 'উঃ জোর অবকাশ পাওয়া গেছে। স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছি এই মুলতুবী দরকার ছিল। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি স্রেফ আমার কোর্টে বল ছুঁড়ে দিয়েছেন।'

'ছোকরাকে নজরে রেখ', ড্রেক বলল। 'লোকটা সাংঘাতিক। কিছু একটা মতলবে আছে ও।'

'ও চিন্তায় পড়েছে', ম্যাসন বললেন, 'তবে আমার চিন্তার অর্ধেকও নয়। একটা কাজই আমরা এবার করতে চলেছি।'

'কি?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

'ওই সাক্ষী আরভিং। ওকে চালাকি করে আমার গাড়ি সনাক্ত করতে বাধ্য করেছি।'

'দারুণ স্মার্ট কাজ করেছ বলতেই হবে', ড্রেক বলল।

'বড় বেশি রকম স্মার্ট হয়ে গেছে।'

'কি বলছ, পেরি?'

ম্যাসন বললেন, 'আমার গাড়ির কাছে চল। ওই আরভিং অত্যন্ত সৎ সাক্ষী।'

ম্যাসন এবার যেখানে তার গাড়ি রাখা ছিল সেখানে উপস্থিত হলেন তারপর দরজা খুলে সতর্ক দৃষ্টিতে কিছু দেখতে চাইলেন।

'সামনে রাখা রবারের পাপোষটা লক্ষ্য কর, পল।'

'কি ব্যাপার?' ড্রেক প্রশ্ন করল।

ম্যাসন একটা বাদামী দাগের দিকে ড্রেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

'পল', তিনি উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'এখনই কোন সেরা ল্যাবরেটরিতে ছুটতে হবে। দেখতে হবে দাগটা মানুষের রক্তের কিনা।'

'মানুষের রক্ত!' ডেলা স্ট্রিট অবাক হয়ে বলে উঠল।

'ঠিক তাই', ম্যাসন বললেন।

'তুমি কি বলতে চাইছ পেরি?' ড্রেক জানতে চাইল।

ম্যাসন উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আমি এই ঘটনার গোড়ায় পেঁছিতে চাইছি।

মার্টি'মার আরভিং সত্যি কথাই বলেছে। আমার গাড়িই সে ওখানে দাঁড় করানো দেখেছিল।'

'তোমার গাড়ি?'

'নিশ্চয়ই', ম্যাসন উত্তর দিলেন। 'মনে করে দেখ, গারভিন নিজের গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়। আমার গাড়ি ওর গাড়ির ঠিক পাশে রাখা ছিল। গাড়ির চাবি রাখা ছিল হোটেলেরই অফিসের টেবিলের ড্রয়ারে।'

ড্রেক শিস দিয়ে উঠল।

ডেলা বলে উঠল, 'তাহলে আপনি বলছেন যে··· ।'

'আমি বলছি যে লোরেন গারভিনের পক্ষে দ্রুত উঠে পোষাক দবলে আমার গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়ে ইথেল গারভিনকে খুন করে তিজুয়ানায় ফিরে আসতে কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ ছিলনা। অন্যভাবে বললে, বন্দুকটা সারাক্ষণ ওই গ্লাভ কম্পার্টমেন্টেই ছিল। লোরেন কালো চশমা আনতে গিয়ে ওটা দেখে ফেলেও কিছু বলেনি। সে গারভিনকে তার চশমাটা দেয় তারপর প্রথম সুযোগেই বন্দুকটা হাতিয়ে নিজের পার্সে রেখে দেয়।'

ড্রেক হতবাক হয়ে ম্যাসনের দিকে তাকাল। 'আমি বোবা বনে গেছি, পেরি।'

'এখন আমাদের কাজ হলো এসব প্রমাণের ব্যবস্থা করা, সেটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে। চল, পল, এবার তোমাকে কাজে নামতে হবে।'

□ উনিশ □

সান ডিয়েগোর ইউ এস গ্র্যান্ট হোটেলে পেরি ম্যাসনের স্যুইটে তার টেবিলের সামনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ আর হতাশ ভঙ্গীতে ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন লোরেন গারভিন।

ম্যাসনের ডান দিকে উপবিষ্ট পল ড্রেক। ডেলা স্ট্রিট শর্টহ্যান্ডে সব কিছু লিখে নেওয়ার ফাঁকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল লোরেনকে।

'আমি বারবার বলছি আমি হোটেল ছেড়ে যাইনি', লোরেন প্রায় মরিয়া হয়ে বললেন।

ম্যাসনের চোখ শীতল আর কঠিন। 'আপনাকে হোটেল ছেড়ে যেতে হয়েছে। একমাত্র আপনারা দুজনেই শুধু ইথেল গারভিন সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। আপনি ও আপনার স্বামী। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'কে ধন্যবাদ তিনি প্রমাণ করেছেন আপনার স্বামী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। তার পক্ষে গাড়ি বদল করা সম্ভব ছিলনা। তাকে ওশানসাইডে নিজের গাড়িতেই দেখা গেছে। ওই সময়ের সাক্ষ্যে তা জানা গেছে। ব্যাপারটা হয় এই রকম। তিনি কি করতে চলেছেন আপনাকে বলেছিলেন। আপনি

জানতেন তিনি তার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আপনি জানতেন আপনি আইনসঙ্গত স্ত্রী নন অন্তত ইথেল গারভিনকে সরিয়ে না দিতে পারলে।

লোরেন গারভিনের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। 'আপনার এই সব কথা শোনার জন্য আমি আর বসে থাকব না। আমি আমার অ্যাটর্নি'র সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সেটাই ভাল', ম্যাসন বললেন। 'কি ঘটে আপনি জানেন। আপনি উঠে পোশাক বদলে অফিসে গিয়ে ড্রয়ার থেকে আমার গাড়ির চাবি নেন, তারপর আমার ওই গাড়ি চালিয়ে সীমান্ত পার হন। আপনার স্বামী অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ছাড়িয়েও যান। তারপর ইথেলের মুখোমুখি হয়ে তাকে খুন করেন...।'

'আমি খুন করিনি।'

'আমি বলছি আপনি করেছেন। আপনার উদ্দেশ্য ছিল ইথেলকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যাতে আপনারা নিষ্কণ্টক হতে পারেন। অথবা এও সম্ভব স্বামী গ্যাস চেম্বারে যাচ্ছেন কিনা তাতেও আপনার মাথাব্যাথা নেই আর তা হয়েছে আপনার মিথ্যা অ্যালিবাইয়ের জন্য।'

লোরেন দ্রুত চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনার এই সব অপমানকর প্রলাপ শোনার জন্য কেউ আমাকে বসিয়ে রাখতে পারবে না', বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন লোরেন।

ম্যাসন বললেন, 'যাক, যা ঘটেছে তা জানতে পারলাম, এবার প্রমান। ওই রক্তের দাগ যে কোন সময় লাগতে পারত। কভিংটন বলতে পারেন আমরাই সেটা লাগাই। আর তাহলেই সব ফুৎকারে উড়ে যাবে আমরাও ঝামেলায় পড়ব।' ম্যাসন উঠে পায়চারি শুরু করলেন।

সকলে উদগ্রীব হয়ে লক্ষ্য করে চলল।

'আরও একটা ব্যাপার হয়ে থাকা সম্ভব', ম্যাসন বললেন এবার। ঘটনা এত দ্রুত ঘটছে যে ভাল করে চিন্তার সময় পাইনি, পল। কিন্তু কথা হলো লোরেন ইথেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল কিভাবে?'

'কোন ভাবে করেছিল', ড্রেক বলল।

ম্যাসন টুপি তুলে নিয়ে বললেন, 'এখনই তিজুয়ানায় যেতে হবে, চল।'

সকলে গাড়িতে উঠলে অসম্ভব দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে তিজুয়ানা পেঁছিলেন তারা। তাদের চোখে পড়ল সেনোরা মিগুয়েরিনিয়া একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে বসে আছেন, মুখে বিখ্যাত হওয়ার তৃপ্তির হাসি।

ম্যাসন বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা, সেনোরা।'

'শুভসন্ধ্যা, সেনর, সেনোরিটা। মামলা কেমন চলছে? আপনার মক্কেলকে ছাড়াতে পেরেছেন, না?'

'না', ম্যাসন বললেন। 'আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব, সেনোরা। খুনের রাতে

আপনি একজনকে শেষ ঘরটা ভাড়া দিয়েছিলেন। কে ভাড়া নিয়েছিল ?'

'একজন সিনোরিটা। দারুণ সুন্দর চেহারা', সেনোরা বললেন।

'চুলের রঙ কি রকম তার ?'

'বেশ লালচে, অনেকটা প্ল্যাটিনামের রঙ।'

'কি নাম বলেছিলেন তিনি ?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

রেজিস্টারের পাতা উল্টে সেনোরা বসলেন, 'সেনোরিটা কারলোটা ভিলানো, লস এঞ্জেলেস।'

'উনি কখন আসেন ?'

'সময় দেখিনি, আপনারা ইয়াঙ্কিরা যেমন দেখেন, সেনর। ঠিক অলো নেভানোর মুখে বলতে পারি।'

ম্যাসন ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'ব্যাপারটা চিন্তা কর পল। আমি যখন গারভিনের ঘরে ছিলাম তখনই ওই ঘর ভাড়া দেন সেনোরা। মনে পড়ছে যখন আমি ফোনের বুথে ছিলাম পাশের বুথে কোন মেয়ে ছিল ফোন করার জন্য। এবার ভেবে নেয়া যুক্তিসঙ্গত যে মেয়েটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল ফোন সেই করেছিল ॥'

'ঠিক ঠিক, সেনর। তিনি ফোনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন লস এঞ্জেলেসে ফোন করবেন বলে।'

'এবার ভেবে নিতে পার, পল, ওই মেয়েটাই আমার অফিসে ফায়ার এসকেপ থেকে আসা সেই রহস্যময়ী। যদি ধরা যায় সেই বন্দুক হাতে ভার্জিনিয়া বাইনামই কোন আদেশ শোনার জন্য ফোন করছিল লস এঞ্জেলেসে। চল, পল, ওই ফোন সম্পর্কে খোঁজ নিতেই হবে।'

চল্লিশ মিনিট পরে তারা এর উত্তর পেয়ে গেলেন। ফোন করা হয় নটা পঞ্চান্নর সময়। একজন স্ত্রীলোক মিস ভার্জিনিয়া কোলফ্যাক্স নামে লস এঞ্জেলেসে ফ্র্যাংক এল লিভেসিকে ফোন করেছিল।

ড্রেক শিস দিয়ে উঠল কথাটা জেনে।

ম্যাসন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পল, আমি এবার আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। এবার বুঝেছি আমার গাড়ি কে ধার নিয়েছিল ওই রাতে।'

□ কুড়ি □

ডেপ্যুটি শেরিফ গারভিনকে নিয়ে আদালতে প্রবেশ করতেই গারভিন ক্রুদ্ধ স্বরে ম্যাসনকে বললেন, 'এসব কি, মিঃ ম্যাসন, আপনি আমার স্ত্রীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন শুনলাম ?'

'চুপ', ম্যাসন চাপা গলায় বললেন।

'আমি এটা সহ্য করব না, আমি আদালতের কাছে আবেদন জানাব অন্য অ্যাটর্নি চাই বলে। চুলোয় যাক, ম্যাসন, আপনি কখনই··· ।'

ঠিক তখনই প্রবেশ করলেন বিচারপতি মিনডেন, সকলে উঠেও দাঁড়াল।

'সবাই উপস্থিত ?' জজ মিনডেন বললেন।

'হ্যাঁ, ইওর অনার', ম্যাসন বললেন।

'উপস্থিত, ইওর অনার', কভিংটন জানালেন।

জজ মিনডেন কভিংটনের দিকে তাকালে তিনি কিছু বলার আগেই ম্যাসন দ্রুত বলে উঠলেন, 'ইওর অনার, আমি ফ্র্যাংক সি লিভেসিকে দু'একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক। তাকে জেরার জন্য আহ্বান করতে পারি ?'

'তাকে কি প্রশ্ন করতে চান ? তিনি বন্দুকটার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন ইতিমধ্যেই', কভিংটন বললেন।

হাসলেন ম্যাসন। 'সেক্ষেত্রে তাকে ডাকার জন্য আপত্তি থাকার কথা নয়।'

'আপত্তি নেই', কভিংটন বললেন।

'মিঃ লিভেসি, সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন', জজ মিনডেন বললেন।

লিভেসি হাসিমুখে এসে দাঁড়ালে ম্যাসন বললেন 'মিঃ লিভেসি, আপনি কি মিস ভার্জিনিয়া বাইনামকে চেনেন ?'

লিভেসি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আমি আগেই বলেছি এত লোককে আমি চিনি যে··· ।'

'হ্যাঁ কি না ?' ম্যাসন বললেন।

লিভেসি একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, তাকে চিনি।'

'তাহলে, হ্যাঁ বা না বলে জবাব দিন। একুশে সেপ্টেম্বর রাত দশটার কিছু আগে আপনি তার সঙ্গে কি কথা বলেছিলেন না বলেন নি ?'

কভিংটন দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন, তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন মামলার কোন নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিতে চলেছে এমন কিছু যা তার পক্ষে সুখকর হবে না। তিনি তাই বলে উঠলেন, 'ইওর অনার, এ কোন নিয়ম মাফিক জেরা নয়। এ অন্য দিকে মোড়, মামলার সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই।'

'এতে সাক্ষীর আগ্রহ ও সম্পর্ক দেখানো হচ্ছে।'

'বেশ', জজ মিনডেন বললেন, 'তবে এতে সীমানা অতিক্রম করা হলেও প্রতিবাদীর কাউন্সেলরের এই মামলায় যথেষ্ট সুবিধা অবশ্য প্রাপ্য। তাই আপত্তি অগ্রাহ্য করলাম। তবে কাউন্সেলকে সতর্ক করে দিতে চাই এ সেন মামলা সম্পৃক্ত হয়, মাছ ধরার অভিযান না হয়।'

'আমি মেনে নিচ্ছি, ইওর অনার, এটা মাছ ধরার অভিযান নয়।'

'বেশ, প্রশ্নের জবাব দিন, মিঃ লিভেসি।'

লিভেসি একটু নড়েচড়ে বসে কভিংটনের দিকে সতৃষ্ণ তাকিয়ে তার কেশবিহীন মাথায় একবার হাত বোলাতে চাইলেন। গলা সাফ করে কিছু বলতে গিয়েও বললেন না তিনি।

'বলেছিলেন না বলেন নি?' হুংকার ছাড়লেন ম্যাসন।

'হ্যাঁ', ইতস্তত করে বললেন লিভেসি।

'আর সেই সময় ভার্জিনিয়া বাইনাম তিজুয়ানা থেকে কথা বলেছিলেন?'

'ওহ, ইওর অনার', কভিংটন বলে উঠলেন, 'এটা সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য করা হচ্ছে। তার জানা সম্ভব ছিল না অপরপক্ষ কোথায় ছিলেন।'

'আপত্তি গ্রাহ্য করা হল', জজ মিনডেন বলেও সামনে ঝুঁকে সাক্ষীর দিকে তাকালেন।

'আপনি কি সে সময় ভার্জিনিয়া বাইনামকে বলেন নি আমার গাড়ি ভিষ্টা দ্য লা মেসা হোটেল থেকে নিয়ে ওশানসাইডে যেতে?'

'ওহ ইওর অনার', কভিংটন বলে উঠলেন, 'এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। মিঃ ম্যাসন যদি সাক্ষীকে নিজের সাক্ষী করে নিতে চান তো অন্য কথা, কিন্তু আমি নিয়মমাফিক মিঃ লিভেসিকে আহ্বান করেছিলাম আর··· ।'

'তা সত্ত্বেও, এতে তার পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই মামলায় তার ব্যক্তিগত আগ্রহ জন্মানো সম্ভব। আদালত এই প্রশ্নের উত্তর শোনায় আগ্রহী। উত্তর দিন, মিঃ লিভেসি।'

লিভেসি বারবার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

'বলুন হ্যাঁ কি না', ম্যাসন বললেন, 'আপনি তাকে ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন?'

লিভেসি একই ভঙ্গীমায় মাথায় হাত বোলাতে চাইলেন। আদালত কক্ষে শুধু নৈঃশব্দ।

'উত্তর দিন, মিঃ লিভেসি', জজ মিনডেন তীব্রস্বরে বললেন।

আচমকা লিভেসি জজ মিনডেনের দিকে তাকালেন। 'আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি জানাচ্ছি কারণ এতে আমি জড়িয়ে পড়তে পারি।'

আদালতকে শান্ত করতে জজ মিনডেনের প্রায় এক মিনিট লেগে গেল। তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আদালত পনেরো মিনিট মুলতুবী রইল। আদালতে কোন

বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে দর্শকদের আমি বহিষ্কার করতে বাধ্য হব।'

ম্যাসন হাসিমুখে পল ড্রেকের দিকে তাকালেন, 'ব্যাপার ঘটতে শুরু করছে, পল।'

'না ঘটলেই অবাক হতাম', ড্রেক বলল।

□ একুশ □

আদালত আবার বসার পর লিভেসি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে একখণ্ড কাগজ থেকে পাঠ করে শোনালেন, 'আমি জানাতে চাই আমি ইতিমধ্যে আমার আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে ভার্জিনিয়া বাইনামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে কারণ তাতে আমি জড়িয়ে পড়তে পারি।'

কভিংটন উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, 'ইওর অনার, এর সবই সস্তা চমক ছাড়া কিছু না। একজন সাক্ষীর প্রশ্নের উত্তর দানে অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জুরিদের বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে এই লোকটি খুনের ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে। আমি একে তাই সস্তা চালাকি বলতে চাই।'

'আপনি অভিযোগ করেছেন, এবার সেটা প্রমাণ করুণ', ম্যাসন বললেন।

'আমার পক্ষে প্রমান করা সম্ভব নয় তা আপনি জানেন। ব্যাপারটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।'

জজ মিনডেন হাতুড়ি ঠুকে বললেন, 'কাউন্সেল ব্যাক্তিগত আক্রমনে বিরত থাকবেন। আদালতে এ এক অদ্ভূত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।'

'সত্যিই অদ্ভূত', কভিংটন বিরক্তির সঙ্গে বললেন। 'আমার বিশ্বাস এটা নিছক চালাকি! ভার্জিনিয়া বাইনাম ওই সময় ফায়ার এসকেপে ছিলেন অথচ বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন তিজুয়ানায়। জুরিদের সামনে এই ঘটনা ঘটিয়ে মুখ্য প্রশ্নের মাধ্যমে একজন সৎ সাক্ষীকে উত্তর দিতে ভয় পাইয়ে স্রেফ চিলে কান নিয়ে গেল বোঝানো হচ্ছে।

'জুরিরা সাক্ষীর বক্তব্যে অযথা গুরুত্ব দিতেও পারে। আমি অভিযোগ করছি এটি ইচ্ছাকৃত ভাবে তৈরী কৌশল। মনে রাখবেন, সাক্ষী প্রতিবাদীর অফিসে তারই ইচ্ছায় কর্মরত। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই আগে মহড়া দেয়া হয়ে থাকা সম্ভব। লিভেসি একটা গাড়ি নিয়ে থাকতে পারেন, এর সঙ্গে মূল ঘটনার সম্পর্ক নেই। এই শস্তা চমক··· ।

'একটু দাঁড়ান', ম্যাসন বাধা দিলেন, 'আপনি এই ধরণের অভিযোগ বারবার করতে চাইলে আপনাকে আমি ব্যাক্তিগত ভাবে দায়ী করব। আপনি··· ।'

'ভদ্রমহোদয়গণ', জজ মিনডেন বললেন, 'কোন ব্যক্তিগত আক্রমন নয়, অ র সাক্ষীর জবাব না দেয়া সম্পর্কেও কোন মন্তব্য নয়। আমি কি ধরে নেব মিঃ লিভোঁস আপনি কোন জবাব দিতে রাজী নন?'

'আমি রাজী নই, স্যার। এতে আমি জড়িয়ে পড়তে পারি।'

কভিংটন ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আমি চারদিনের মুলতুবী ঘোষণা চাই। আমি গ্র্যান্ড জুরির অধিবেশন ডাকতে চাই। এর শেষ আমাকে দেখতেই হবে। আমরা··· ।'

'ইতিমধ্যে ম্যাসন বললেন, 'আমি জর্জ এল ডেনবিকে আর একবার কিছু প্রশ্ন করতে চাই তারপর আদালত মুলতুবী ঘোষণায় আপত্তি নেই।'

'বেশ, কাঠগড়ায় আসুন মিঃ ডেনবি', জজ মিনডেন বললেন।

ডেনবী ধীর পায়ে সংযত ভাবে এসে দাড়ালেন।

ম্যাসন বললেন, 'মিঃ ডেনবি, সময়ের ব্যাপারটা যাচাই করে নিতে চাই আমি। আপনি একুশে সেপ্টেম্বর রাত্রি ও বাইশে সেপ্টেম্বর সকালে কি গারভিন মাইনিংয়ের অফিসে কর্মরত ছিলেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনার সঙ্গে কি ভার্জিনিয়া বাইনামের পরিচয় আছে?'

'সেই অর্থে নেই। সে একবার অফিসে শেয়ার সম্পর্কে খোঁজ নিতে আসায় তাকে দেখি।'

'সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে যে বন্দুক রাখা হয়েছে তা কি আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কি করে জানলেন ওটাই সেই বন্দুক?'

'নম্বর দেখে। এস ৬৪৮০৫।

'নম্বর আপনি মনে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ'

'কেন?'

'প্রয়োজন হতে পারে ভেবে।'

'আপনি কি জুরিদের বিশ্বাস করাতে চান শুধু দেখে নম্বর মনে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। নম্বরের ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি ফটোগ্রাফির মত। কদাচিত আমি তা ভুলে যাই।'

ম্যাসন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বললেন, 'এটা কি, মিঃ ডেনবি?'

'অ্যাটর্ণি পেরি ম্যাসনের নামে গাড়ির লাইসেন্স।' ডেনবি দেখে নিয়ে বললেন।

'এটা আগে দেখেছেন?

'না।'

'তাহলে একটু দেখবেন কি ?' ম্যাসন বললেন।

ডেনবি লাইসেন্সটা হাতে নিয়ে দেখে ফেরত দিলেন।

ম্যাসন এবার বলে উঠলেন, 'মিঃ ডেনবি, আপনার স্মৃতি শক্তি এত জোরালো হওয়ায় বলতে পারেন কি আমার লাইসেন্সের নম্বর কি ?'

ডেনবির শীতল চোখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। 'মিঃ ম্যাসন, আপনার লাইসেন্স নম্বর হলো ৪৭০৫৫৩। ঠিক বলেছি ?'

'ঠিক বলেছেন', ম্যাসন বললেন।

আদালতে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

ম্যাসন আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেনবির দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'আপনার ফটোগ্রাফির মত যদি স্মৃতিশক্তিই থাকে তাহলে প্রথম যখন আপনাকে প্রশ্ন করি ১২৩ নম্বর সার্টিফিকেটের মালিক কে তখন আপনি বলতে পারেননি কেন ?'

'কোম্পানীর প্রতিটি স্টকের বিষয় জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাই বুঝি ?' ম্যাসন বললেন আর প্রশ্ন নেই।'

'আদালত আগামী সোমবার সকাল দশটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল', বিচারপতি মিনডেন বলে উঠলেন। 'জুরিরা আদালতের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলবেন।'

□ বাইশ □

ম্যাসন, ডেলা স্ট্রিট আর পল ড্রেক ইউ এস গ্র্যান্ড হোটেলে ম্যাসনের সুইটে বসে ছিলেন। টেবিলের অন্যদিকে অশ্রুসিক্ত চোখে ভার্জিনিয়া বাইনাম ম্যাসনের দিকে চোখ রাখতে গিয়েও ব্যর্থ হন।

ম্যাসন বললেন, 'ভার্জিনিয়া, তুমি প্রচণ্ড গোলমালে জড়িয়ে পড়েছ। এই গণ্ডী থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে কিনা তা তুমি সত্যি কথা বলছ কিনা তারই উপর নির্ভর করছে। আমরা জানি সেই খুনের রাতে ফায়ার এসকেপে তোমার থাকার কথা মিথ্যা। এজন্য তোমাকে মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য অভিযুক্ত করা হতে পারে। আমরা জানি তিজুয়ানায় আমার গাড়ি তুমিই নাও। এও জানি খুনের জায়গায় তুমি গিয়েছিলে। অবস্থা যা তাতে খুনের অভিযোগে তুমি গ্রেপ্তার হতে পার। তোমার চরম শাস্তিও হতে পারে। তবু আমি মনে করি তুমি খুন করোনি, তাই সব খুলে বল।'

ভার্জিনিয়া একবার ড্রেকের শীতল অভিযোগ ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির জন্য ডেলার দিকে তাকাল।

ডেলা উঠে এসে ওর পিঠে হাত রেখে বলল, 'সব কথা খুলে বলছ না কেন, ভার্জিনিয়া ? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ একমাত্র মিঃ ম্যাসনই তোমাকে বাঁচাতে

পারেন।'

ভার্জিনিয়া এবার যেন ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল। 'ও বলল, 'বেশ, সবই আমি খুলে বলব। যারা আমাকে বাঁচাতে আসেনি তাদের বাঁচানোর দায়িত্বও আমার নেই। এ সবের শুরু আমি লিভেসির প্রেমে পড়ার পর। আমি পার্টির মেয়ে তাই জানতাম লিভেসি আমাকে শেষ করে দিতে পারে। সব কথা জানিনা তবে এটুকু বুঝেছিলাম লিভেসি আর ডেনবি কোম্পানী লুঠ করে চলেছে। অডিট করার সময় এলেই ডেনবি ফাইল থেকে কাগজপত্র সরিয়ে ফেলত।

'বেশ চলছিল আর তখনই জানা গেল কেউ ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। সে যে কে ওরা জানতে পারেনি। ওরা খোঁজ করে বুঝেছিল সেই ব্যক্তি রাত্রিরেই কাজটা করে চলেছিল। ওরা তাই আমাকে নজর রাখার কাজে লাগায়। আমিও তাই ফায়ার এসকেপের দিকের জানালা খুলে রেখে সেখানেই থাকতে শুরু করি কে আসে দেখতে।

'আমি লিভেসিকে পছন্দ করতাম। আমি জানতাম মোটা টাকাও পাব, তাই রাজি হয়ে যাই। কি ঘটেছিল আপনারা জানেন। মিসেস ইথেল গারভিন সেক্রেটারি থাকাকালীন একটা চাবি রেখে দিয়েছিলেন। তিনিই অফিসে আসেন। সে রাতে আমি ফায়ার এসকেপে নেমে আসতে আপনি আমাকে ধরে ফেলেন। কোন রকমে ট্যাক্সিতে আমি পালাই। আমি পরে আবার ফিরে আসি। ইথেল গারভিন বেরিয়ে এলে তাকে ট্যাক্সিতে অনুসরণ করে জানতে পারি তিনি মনোলিথ অ্যাপার্টমেণ্টে বাস করছিলেন।'

'এসব তুমি লিভেসিকে জানিয়ে দাও?' ম্যাসন জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ'

'তারপর কি হয়?'

'লিভেসি আর ডেনবি টেলিফোন অপারেটরকে ঘুষ দিয়ে ইথেল গারভিনের ফোনে বলা সব কথা জেনে নিতে থাকে। ওরা বুঝতে পারে ইথেল গারভিন প্রক্সি বদল করেছিলেন আর ট্রেজারির টাকা তছরুপের কথাও জেনে ফেলেন।

'এডওয়ার্ড গারভিন তার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও চলে গিয়েছিলেন কেউ না জানলেও লিভেসি জানত আপনি তাকে খুঁজে বের করবেন আর তখন তাকে সীমানা পেরিয়ে মেক্সিকোয় যেতে বলবেন। তাই সে আমাকে সীমানার কাছে থাকতে বলে যাতে গারভিনকে দেখে ওকে জানিয়ে দিই সে তিজুয়ানায় পেঁৗছেছে।

'তারপর কি হয় নিশ্চয়ই জানেন। গারভিন সীমান্ত পার হন, আপনি পিছনে ছিলেন। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল পর্যন্ত যাই। গারভিন আমাকে চিনতেন না, কিন্তু আপনি চিনতেন। তাই আমাকে আড়ালে থাকতে হয়। তারপর আপনি শুতে গেছেন ভেবে একখানা ঘর ভাড়া নিই। ওটাই শেষ ঘর ছিল। আমি এবার লিভেসিকে ফোন করি আলো নিভে যেতেই। ফ্র্যাঙ্ক আমাকে শুয়ে পড়তে বললেও

আমি জেগেই ছিলাম। ভাবনা হচ্ছিল আপনি কোন চালাকি করবেন।'

'জানালার সামনে বসে দেখতে পেলাম গারভিন তার গাড়িতে কোথায় রওয়ানা হলেন। কিছু একটা তাই না করলেই নয় ভেবে নিয়ে দৌড়ে অফিসে ঢুকলাম। আপনার গাড়ি আমি দেখেছিলাম, বেশ দ্রুতগামী গাড়ি ওটা জানতাম। তাই অফিসের ড্রয়ার থেকে আপনার নামে লেবেল লাগানো চাবিটা নিয়ে' আপনার গাড়ি নিয়ে গারভিনের পিছনে ছুটলাম। তিনি ওশানসাইডে গেলেন। তার আগে গাড়িতে তেলও ভরে নিয়েছিলেন। তাকে ফলব্রুক রোড পর্যন্ত পিছু নিলাম। ওখানে হ্যাকলির আস্তানা জানতাম। গারভিন গাড়ি দাঁড় করে মাঠের মধ্যে ঢুকলেন। আমি ভাবলাম একবার ফোন করে দিই। ঠিক তখনই আর একটা গাড়ি হ্যাকলির বাড়ির সামনে এসে পড়ল। ইথেল গারভিনের গাড়ি, তার পিছনেই আরও একটা গাড়ি দেখলাম। সেটা মিঃ ডেনবির, তিনিই চালাচ্ছিলেন।'

'মিঃ ম্যাসন, আমার ধারণাই ছিলনা ওর মতলব কি। তিনি আমার কথা শুনে বলেছিলেন আপনার গাড়িটা তিনি ধার নেবেন একটু আর আমাকে ওর গাড়ি নিয়ে হ্যাকলির ব্যড়িতে কি ঘটছে নজর রাখতে। মনোলিথের কেরাণী ডেনবিকে ইথেলকে করা গারভিনের টেলিফেনের কথা জানিয়েছিল।'

'আমি এগিয়ে গিয়ে বাড়িটায় উপর নজর রাখতে শুরু করি। আমি ইথেল গারভিন আর একজন লম্বা লোককে কথা বলতে দেখতে পাই। সে ওর গাড়িতে তেল ভরে দিচ্ছিল। তখনই অন্য একজনকে দেখেই বুঝে নিই তিনি মিঃ গারভিন। তিনি বাড়িটার দিকে যাচ্ছিলেন আর তখনই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করে।'

'একটু পরে মিসেস গারভিন বেরিয়ে এসে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে মিঃ গারভিন তার পিছু নিতে চেষ্টা করেও পারলেন না। আমিও মিঃ ডেনবির গাড়িতে উঠলাম। সত্যি বললে প্রচণ্ড নার্ভাস বোধ করছিলাম। অন্ধকারে ভীষণ ভয় লাগছিল, বিশেষ করে কুকুরটাকে। মনে হচ্ছিল কেউ যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ভয়ে যেই ছুট লাগালাম স্কার্ফটা ঝোপের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল।

'মিঃ ডেনবির গাড়িতে ওশানসাইডে এসে মিঃ গারভিনকে কোথাও দেখতে পেলাম না। কি করব ভাবতে যেতেই মিঃ ডেনবি আপনার গাড়ি চালিয়ে এলেন। তাকে প্রচণ্ড নার্ভাস আর উত্তেজিত লাগছিল। তিনি বললেন, 'শিগগির কর। মিঃ ম্যাসনের গাড়ি নিয়ে যেভাবেই হোক গারভিনের আগে তিজুয়ানা পেঁছতে হবে তোমাকে। যত জোরে সম্ভব চালাতে হবে। তিজুয়ানায় পেঁছেই গাড়িটা জায়গায় রেখে দেবে। কাল সকালে উঠেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়া চাই। একটা প্লেন নিয়ে লস এঞ্জেলেসে ফিরে যাবে। কোথায় ছিলে কেউ জানতে চাইলে বলবে সারারাত অফিসের ফায়ার এসকেপে বসে ছিলে, আর আমি সারা রাত কাজ করছিলাম। একথা বলতে ভুলবে না আমি ডিক্টাফোনে নানা নির্দেশ দিচ্ছিলাম।